

ষট্‌সন্দর্ভঃ ।

(ভাগবতসন্দর্ভঃ)

গৌড়ীশবৈষ্ণবাচার্য্যাবর্ষণ বেদবেদান্তসঙ্‌দর্শনপুরাণশঙ্‌কট-

শালনজ্যোতিষকাব্যালঙ্‌কারচ্‌ন্দোশাস্ত্রাদিপারগামী-

নেন নিখিলচতুর্‌শাম্বিকসাধকবৃন্দৈঃ সেবিত-

পাদযুগলেন বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরাজ্য-রক্ষা-

সেনাপতিনা শ্রীমৎ‌সনাতন-

রূপাভুগভেন—

শ্রীল শ্রীপূজ্যপাদ জীবগোস্বামিনা

নিখিলসিদ্ধান্তধনিকরূপেণ প্রণীতঃ ।

শেবদার্‌শনিক-শ্রীযুক্তবলদেববিদ্যাভূষণকৃত-

তৎ‌সন্দর্ভটিপ্পনীসমেতঃ ।

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নেন

বঙ্গভাষয়া অনূদিতঃ ।

শ্রীরাসবিহারিসাংঘ্যতীর্‌থেন সংশোধিতঃ ।

শ্রীরামদেবমিশ্রেন

প্রকাশিতঃ ।

দ্বিতীয়সংস্করণঃ

শির্‌ণাবাদ,—বহরমপুর—হরিভক্তিপ্রদায়িনীসতানু-

রাধারমণযন্ত্রে—

শ্রীজানকীনাথসাহা প্রিন্টারেণ

বুদ্‌জিতঃ ।

৪২৫ চৈতন্যার্‌দে । ১৯১৭ বঙ্গাব্দে । কাক্তনে ।



139567

22.12.86

Ch

“যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং কচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যাংশো যস্য্যাংশকৈঃ স্নৈর্বিভবতি বশয়ম্বেব মায়াং পুমাংশ্চ ।
একং যস্মৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধতাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাং ।

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং

Presented by Sri S. B. Chowdhury

উৎসর্গঃ ।



অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
 সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং অভক্তিপ্রিয়ং ।
 হরিঃ পুরটম্ভন্দরদ্যতিকদম্বসন্দীপিতঃ
 হৃদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

শ্রীশ্রীমমহারাজ-ত্রিপুরাধীশ্বর বীরচন্দ্রদেববর্ষমাণিক্য-
 বাহাদুর-বৈষ্ণবচূড়ামণিসমীপে সমর্পণং ।

সংক্ষেপঃ ।

সংক্ষেপে বৈষ্ণবশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগ্রন্থমধ্যে সর্বপ্রধান শ্রীল
 মুক্ত-জীবগোস্বামিসংগৃহীত ঘটসন্দর্ভ অতিশয় দুস্ত্রাপ্য,
 প্রাপ্ত হইয়াছে, বহু যত্নসহকারে অনুসন্ধান করিলে
 প্রাপ্ত কোথাও গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ পাওয়া যায়,
 কিন্তু আবার বৈষ্ণবশাস্ত্রের পণ্ডিতের অভাব, যদিচ কোন
 পণ্ডিত বিচক্ষণ আছেন, তাঁহাদিগের নিকট গমন করা
 সম্ভব, একারণ প্রায় বৈষ্ণবধর্ম না থাকা বলিলেই হয়,
 আমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন জানিয়া, আমি এই
 প্রাপ্ত উপায়ে হস্তক্ষেপ করিলাম, ভরসা এই যে, পূর্ব-
 বৈষ্ণবশাস্ত্রী ও চন্দ্রবংশীয় অম্বরীষ ও যদুপ্রভৃতি নৃপতি-
 অতিশয় কৃষ্ণপরায়ণ ছিলেন, স্বয়ং ধর্মযাজন করিয়া

প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিয়াছিলেন, আপনিও বজাতির
 পঞ্চপুত্রের মধ্যে দ্রুহু নামক পুত্রের বংশোৎপন্ন, পরম-
 ধার্মিক ও ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ, এ কারণ আপনার অমৃতস্রাবি
 করকমলে এই মদমুবাদিত ঘটমন্ডলখানি সমর্পণ করিলাম,
 আপনি স্বীয় আশ্রিত্যপ্রবর সুপণ্ডিত শ্রীরাধারমণঘোষ বি, এ,
 প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয়ের দ্বারা পর্যালোচনা করিয়া
 সাধারণ জনবৃন্দকে বিতরণ করুন, তাহা হইলে মানবকুল ধর্ম
 অবগত হইয়া সংসার হইতে নিস্তার পাইতে পারিবেন। ইতি ।

সন ১২৮৯ সাল।)

২৩শে কার্তিক ।)

আশীর্বাদক—

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্ন

বহরমপুর, শ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনী মঠ ।

রাধারমণব্রজ ।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মতাবলম্বী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজনানুরাগী মহাত্ম-
 ত্ববৈষ্ণবগণসমীপে নিবেদন এই যে, সাংক্যে শ্রীনন্দনন্দন গোবিন্দ অঙ্গ,
 ঠগাক্ষ, অস্ত্র ও পার্শ্বদেব সহিত শ্রীল শ্রীনবদীপধামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম
 ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া কলিকলুবে মলিনচিত্ত মানবহৃদকে সংসারজলদি
 হইতে উত্তীর্ণ করণাভিলাষে ভারতভূমির সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীহরিনামসঙ্কীৰ্ত্তনরূপ
 মহাযজ্ঞ প্রচার করেন, তাহাতে তদানীন্তন মানবকুল হস্তর সংসার হইতে
 উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, তাহারই সমকালীন তদীয় কৃপাভাজন শ্রীল শ্রীকৃষ্ণ
 সনাতনপ্রভৃতি ছয় জন গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশানুসারে ৬বৃন্দা-
 বনধামে গিয়া উক্ত মহাপ্রভুর মতানুযায়ী ভগবদ্ভক্তিশাস্ত্রগণক প্রচার করেন,
 তাহারে যে সকল শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের অর্থ অতিগূঢ় এবং
 শ্রীমদ্ভাগবতের যে সকল অর্থ সহসা বোধগম্য হয় না, তৎসমুদায়ের মীমাংসা
 করতঃ সাধারণ লোককে পরিস্রাজ্য করাইবার জন্য ও কুতর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে
 নিরস্ত করিতে পুণ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকসকল উল্লেখ
 করিয়া তৎসমুদায়ের সারার্থ প্রকাশকরণাভিলাষে এই ষট্‌সন্দর্ভ নামক গ্রন্থ
 প্রণয়ন করেন, ইহাতে গোস্বামিপাদদিগের নিরূপিত ধর্ম্মের সুস্পষ্ট মীমাংসা
 সুন্দররূপে বর্ণিত আছে । অতিপ্রাচীনকালে মাক্ষমতানুগত কতিপয় বৃদ্ধ-
 মনীষী এই সন্দর্ভ ক্ষুদ্রভাবে তৎপরে গোপালচট্টগোস্বামী কিঞ্চিৎ বৃহৎরূপে
 সঙ্কলন করেন, তাহাও কালক্রমে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও ক্রমভঙ্গ হইয়া যায়, পরম্পরা-
 ক্রমে শ্রীজীবগোস্বামী উহা প্রাপ্ত হইয়া যথারীতি পর্যায়ক্রমে ছয় ভাগে
 বিভক্তকরিয়া বৃহৎ রূপে সঙ্কলন করেন, এজন্ত ইহার নাম ষট্‌সন্দর্ভ হয় ।
 পুর্বে ভাগবতসন্দর্ভ বলিয়াই প্রচলিত ছিল । অতএব শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহা-
 প্রভুর মতাবলম্বী গোস্বামিপাদদিগের শিষ্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভজনানুরাগী বৈষ্ণব-
 গণ অবশ্য ইহা অমূল্যবান কলন, ইহার জ্ঞানদ্বারা বুদ্ধি অনাপণে যাইবে না,
 বিশুদ্ধগণকে আশ্রয় করিবে এবং অবৈধ পাণ্ডবদর্গে আর শ্রদ্ধা হইবে না ।

প্রবাদ এই যে,—শ্রীল বলদেববিদ্যাভূষণ সন্দর্ভের টীকা করিতে প্রযত্ন
 হইলে শ্রীকৃষ্ণাদিগোস্বামিরসম্বোধ কোনও গোস্বামী বলেন যে, গ্রন্থের মূল
 বাহা লিখিত আছে, টীকাতে তাহার ভাব বিকৃত হইতে পারে, তবে গ্রন্থকার

নজে টাকা করিলে সে সম্ভাবনা নাই। এই কথা ভুলিয়াই বিদ্যাভরণ গ্রন্থ তত্ত্বসন্দর্ভের টাকা করিয়াই টীকাকরণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। সুতরাং অপর প্রাচীনটীকার অভাবে ঐ ১টা মাত্র তত্ত্বসন্দর্ভের টীকাই সংযোজিত হইল।

সম্প্রতি আমার নিবেদন এই যে, বৈষ্ণবগ্রন্থসকলের মধ্যে বৃট্টসন্দর্ভ অতীব প্রমাণরূপ, ইহাতে গোলামিপাদদিগের সমুদায় মতের মীমাংসা আছে, কিন্তু কালসহকারে এই গ্রন্থ প্রায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, বহু চেষ্টায় দেশ দেশান্তর হইতে বহু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেছি। বাহা ইউক, আমি অতিক্রুদ্ধব্যক্তি ও মলিনবুদ্ধি, গুরুতর গ্রন্থাহ্বানে হত-ক্ষেপ করিয়াছি, আমার এ আশা অতি-দুরাশা। অতএব আপনারা অগ্রগ্রহ করুন, বাহাতে কৃতকার্য হইতে পারি।

সন ১৩৮৯ সাল।

২৩শে কার্তিক।

নিবেদক—

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্ন

বহরমপুর, হরিভক্তিপ্রদাদিনীগড়া।

রাধারমণযন্ত্র।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ।

এই দ্বিতীয়সংস্করণ অতিবিস্তৃতভাবে মুদ্রিত হইতেছে। যে যে স্থলে অসাবধানতাবশতঃ ভ্রমপ্রমাদ হইয়া গিয়াছে, এবারে তাহা যথাশক্তি সংশোধিত হইল। এখানকার পুস্তক এবং কাশীমাজার রাজধানীর গোড়রাওধি মহারাজ শ্রীল শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্রনন্দিমহোদয়ের প্রাচীনগ্রন্থপ্রকাশের বর্তমান সম্পাদক বৈষ্ণবশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত রাসবিহারিসাখ্যাতীর্থমহাশয় অতিযত্নসহকারে সংশোধন করিয়া দিতেছেন। ৬৭রামনারায়ণবিদ্যারত্ন মহাশয় গ্রন্থ অঙ্গম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছেন, এবার প্রথম হইতেই বিস্তারিতরূপে শেষ করিতে প্রযুক্ত হইলাম। এক্ষণে বৈষ্ণবশাস্ত্রমুগী পাঠকগণের সহায়ত্বই একমাত্র সম্বল। ইতি সন ১৩১৭ সাল। ১৫ই ফাল্গুন।

বহরমপুর, রাধারমণযন্ত্র, } বৈষ্ণবজনকুপাভিলাষী—
পোঃ খাগড়া, (মুর্শিদাবাদ)। } শ্রীরামদেব মিশ্র, ম্যানেজার।

ষট্‌সন্দর্ভঃ।

তত্ত্বসন্দর্ভঃ।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ।

কৃষ্ণবর্ণঃ ত্রিষাকৃষ্ণঃ সাক্ষোপাঙ্গাস্ত্রপার্শ্বদঃ ।

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্বজন্তি হি স্মমেধসঃ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণো জয়তি ।

ভক্ত্যভাসেনাপি তোষঃ দধানে, ধর্ম্মাধাঙ্কে বিশ্বনিত্যরনারি । নিত্য-
নন্দাঐশ্বর্যচৈতন্যরূপে, তস্মৈ তদ্বিশ্রিত্যমান্তাঃ স্ততিনঃ ১ । মার্যাবাদং বক্তম-
তোমমূর্চৈর্নাশং নিজে বেদবাগং শুভাংলৈঃ । ভক্তিবিষ্ণোর্দিশিতা যেন লোকে,
জীয়াং সোহয়ং ভাসুরানন্দতীর্থঃ ২ । গোবিন্দাভিধমিদ্রাশ্রিতপদং হস্ত-
রত্নাদিবং, তস্মৈ তদ্বিহৃতমৌ দ্বিতিতলে যৌ দর্শয়াক্রতুঃ । মার্যাবাদমহাক-
কারপটলী-সংপ্লবন্তৌ সদা, তৌ শ্রীরূপসনাতনৌ বিরচিতাশ্চর্যৌ সুবর্যৌ
স্তুমঃ ৩ । যঃ সাধ্যাপেক্ষেন কুতর্কপাংস্তনা, বিবর্ত্তগর্ত্তেন চ লুপ্তদীপ্তিঃ । শুকঃ
বাধাদ্ বাক্‌সুধয়া মহেশ্বরঃ, কৃষ্ণঃ স জীবঃ প্রভুরন্ত নো গতিঃ ৪ । আল-
ভাদপ্রবৃতিঃ ভাং পুংসাং যদগ্রহবিস্তরে । অতোহত্র গৃঢ়ে সন্দর্ভে টিপ্তভ্রা-
প্রকাশতে ৫ । শ্রীমজ্জীবেন যে পাঠাঃ সন্দর্ভেহস্মিন্ পরিকৃতাঃ । ব্যাখ্যায়ন্তে
ত এবামী নাভ্যে যে তেন হেলিতাঃ ৬ ॥

শ্রীরাধারমণো ভগবান্‌ ব্যাসো ব্রহ্মহুতাশি প্রসাদে তদ্ব্যাকৃতঃ শ্রীমদ্ভ-

গ্রহকার শ্রীজীবগোস্বামী গ্রন্থারম্ভে শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ

বতমাবির্ভাব্য শ্রুতং তদধ্যাপিতবান্ । তদর্থং নির্ণেতু কামঃ শ্রীশ্রীঃ প্রভাহ-
কুলাচলকুলিশঃ বাক্তিতপীযুবলাহকঃ শ্রেষ্ঠবস্ত্রনির্দেশঃ মঙ্গলমাচরতি
কৃষ্ণোতি । নিমিন্‌গুণিত্য পৃষ্ঠঃ করভাজনো যোগী সত্যাদিবৃগাবতারামৃক্‌ধ
কলাবপি তথা শৃণুতি তমবধার্যাহ কৃষ্ণবর্ণমিতি । সুশেষসো জনাঃ কলাবপি
হরিং তদন্তি । কৈরিত্যাহ সঙ্কীৰ্ত্তনপ্রারৈষ্যজৈরুচ্যৈনরিতি । কীদৃশং তমি-
ত্যাহ । কৃষ্ণো বর্ণো রূপং যতাস্তরিতি শেষঃ । ত্রিবা কাহ্মা স্বকৃষ্ণং । শুক্লো
রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ইতি গৌণোক্তিপারিশেষাদ্ বিদ্যাদগৌর-
সিতার্থঃ । অঙ্গে নিত্যানন্দাশ্ৰিতৌ, উপাঙ্গানি শ্রীবাসাদয়ঃ, অস্ত্রাণ্যবিদ্যাচ্ছেতৃ-
ষাদ্ ভগবন্মায়ানি, পার্শ্বদা গদাধর-গোবিন্দাদয়ন্তৈঃ সহিতমিতি মহাবলিঃ
বাল্যতে । গর্গবাক্যে পীত ইতি প্রাচীনতদপেক্ষা । অরমবতারঃ শ্রেষ্ঠবরাহ-
কল্পগতাষ্টাংশমযন্তরীক্ষকলৌ বোধ্যঃ, তত্রত্যে শ্রীচৈতন্যে এবোক্তধর্মদর্শ-
নাং । অজ্ঞেয়ু কলিষু কচিং শ্রামভেন কচিচ্চুকপত্রাতশ্চেন ব্যক্তেকক্কেঃ ।
ছন্নঃ কলৌ যদন্তব ইতি শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইতি কলাবপি তথা শৃণুতি চ বে
বিমৃশতি তেভু মেদসঃ । ছন্নত্বঞ্চ প্রেরদীতিয়ারতত্বং বোধ্যঃ ॥

অত্বাঃ পূর্বাঙ্কতোহত্বাচ্ছো টিপ্ননীক্ষমবোধকাঃ ।

.. বিবিন্দবন্তে বিজ্ঞেয়া বিষয়াঙ্কাত্ববিন্দবঃ ॥

স্কন্ধের পঞ্চমাধ্যায়ে নিমিরাজের প্রক্ষে করভাজন ঋষি যাঁহাকে
কলিযুগের উপাস্ত্রদেব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাকেই
নমস্কার করতঃ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন ॥

করভাজনের উক্তি যথা—

করভাজন কহিলেন, হে রাজন্ ! ভগবান্ হরি কলিযুগে
অবতীর্ণ হইয়া যেরূপ নানা তন্ত্রবিধানে পূজিত হইয়া থাকেন,
তাঁহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দার্শিত্যাদিবৈভবং ।

কলৌ সঙ্কীর্ণনাদ্যৈঃ স্রঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাপ্রিতাঃ ॥ ২ ॥

জয়তাং মথুরাভূমৌ শ্রীল-রূপসনাতনৌ ।

অত্র গ্রন্থে স্বক্কাধারমূচকযুগ্মাঙ্ক গ্রন্থকৃতাং সন্তি । তেতোহন্যে যে টিপ্পনীক্রম
বোধামান্যভিঃ কলিতান্তে ধ্বিন্দুমন্তকাঃ । বিষয়বাক্যোক্ত্যঃ পরে যেষ্বকান্তে-
ধ্বিন্দুমন্তকা বোধ্যঃ ॥ ১ ॥

কৃষ্ণবর্ণপদ্যাবাখ্যাব্যাজেন তদর্থমাপ্রয়তি অন্তরিতি । ক্ষুটার্থঃ ॥ ২ ॥

আশীর্বাদস্বরূপং মঙ্গলমাচরতি জয়তামিতি । শ্রীলৌ জ্ঞানবৈরাগ্যাতপঃ-
সম্পত্তিমন্তো রূপসনাতনৌ মে গুরুপরমগুরু জয়তাং নিজোৎকর্ষং একট-
রতাং । মথুরাভূমাবিতি তত্র তয়োরাধাকতা বাজাতে । তয়োর্জয়োহস্থিত্যাশা-
যাতে । জয়তিরত্র তদিতরসর্কসঙ্ক্ষোৎকর্ষবচনঃ । তদ্বৎকর্ষাপ্রয়দ্বারয়োস্তৎ-

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন অঙ্গ নিত্যানন্দ, উপাঙ্গ অদ্বৈত,
অঙ্গ হরিনাম ও শ্রীবাসাদি পার্শ্বদরুন্দের সহিত কৃষ্ণনাম কীর্তন
করতঃ গৌরবিগ্রহে আবির্ভূত হয়েন, সেই সময় বিবেকী
পুরুষসকল হরিনামকীর্তনরূপ মহাযজ্ঞদ্বারা তাঁহাকে পূজা
করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

উল্লিখিত প্রমাণানুসারে—

যিনি অন্তরে কৃষ্ণ ও বাহ্যে গৌরবর্ণ প্রকাশ করিয়া কলি-
যুগে সঙ্কীর্ণনাদিদ্বারা অঙ্গাদির বৈভবসকল দেখাইয়াছেন,
আমরা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আশ্রয় করি ॥ ২ ॥

সপরিকর পর-তত্ত্ব জানাইবার জন্য যাহারা মথুরামণ্ডলে

যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বজ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিমাং ॥ ৩ ॥

কোহপি তদ্বাক্রবো ভট্টো দক্ষিণ-দ্বিজবংশজঃ ।

বিবিচ্য ব্যালিখদগ্রন্থং লিখিতান্ধ্বজ্জীবৈঃ ॥ ৪ ॥

তস্মাদগং গ্রন্থনালেখং ক্রাস্তব্যংক্রাস্তখণ্ডিতং ।

সর্বনমস্যমাক্ষিপ্যতে । তৎসর্কাস্তঃপাতিত্বাং স্বস্যা তৌ নমস্যাবিচি
বাক্ষ্যতে । তৌ কীদৃশাবিত্যাহ । যাবিমাং সন্দর্ভাপার পুস্তিকাং বিলেখয়তঃ ।
তস্য লিখনে মাং প্রবর্তয়তঃ । বুদ্ধৌ সিদ্ধবাদিমামিত্যুক্তিঃ । তত্ত্বজ্ঞাপকৌ তত্ত্বঃ
বাদ্যপ্রভেদে স্যাৎ স্বরূপে পরমাত্মনি, ইতি বিশ্বকোষাৎ পরেশঃ সপরিভবঃ
জ্ঞাপয়িতব্যাবিত্যর্থঃ । কর্তরি ভবিষ্যতি গাল্ । যজ্ঞানবেদনকেনোৰ্ভবিষাদধ-
মণ্যোরিতি স্বজাৎ ॥ ৩ ॥

গ্রন্থস্য পুরাতনত্বং স্বপরিদৃষ্টত্বকাং কোহপীতি । তদ্বাক্রবন্তয়ো রূপসনাতন-
যোবন্ধুঃ গোপালভট্ট ইত্যর্থঃ । বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ শ্রীমধ্বাদিতিলিখিতাং গ্রন্থাতঃ
বিচার্য বিবিচ্য সারং গৃহীত্ব গ্রন্থমিমাং ব্যালিখৎ ॥ ৪ ॥

তস্য ভট্টস্যান্যং পুরাতনং গ্রন্থনালেখং পর্যালোচ্য জীবকৌ মল্লকণঃ ।
কৃত্বা ক্রমং নিবধ্য লিখতি । গ্রন্থ সন্দর্ভে চৌরাদিকঃ । ততঃ প্যাসগ্রহেতি
পর্যায়ং কন্দর্পি যুক্ত । গ্রন্থনা গ্রন্থস্তস্য লেখং লিখনং । তাংবে ঘঞ্ । তং লেখং

অবস্থিত হইয়া এই হৃদয়ক্ষুরিত পুস্তক লিখাইয়াছেন, সেই
শ্রীযুক্ত রূপ-সনাতনগোষ্ঠামিদ্বয় জয়যুক্ত হউন ॥ ৩ ॥

এ শ্রীরূপসনাতনের কোন এক দক্ষিণদেশীয় দ্বিজকুলোৎ-
পন্ন বান্ধব গোপালভট্ট, মধ্বাচার্য্যপ্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব-
দ্বিগের লিখিত পুস্তক ইহতে বিচার করিয়া যে পুস্তক
লিখিয়াছেন—॥ ৪ ॥

আমি জীব সেই আদ্য লিখিত পুস্তকের ক্রম-ব্যতিক্রম

পর্যালোচ্যথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ ॥ ৫ ॥

যঃ শ্রীকৃষ্ণপদাস্তোভজভজনৈকাভিলাষবান্ ।

তেনৈব দৃশ্যতামেতদন্যস্মৈ শপথোহপিতিঃ ॥ ৬ ॥

অথ নত্বা মন্ত্রগুরুশ্চ গুরুন্ ভাগবতার্থদান্ ।

শ্রীভাগবতসন্দর্ভং সন্দর্ভং বশ্মি লেখিতুং ॥ ৭ ॥

কীদৃশমিত্যাহ । ক্রাস্তং ক্রমেণ স্থিতং । ব্যংক্রাস্তং ব্যংক্রমেণ স্থিতং । খণ্ডিতং
ছিন্নমিতি স্বপ্নমস্য স্বার্থক্যং ॥ ৫ ॥

গ্রহণ্য রহস্যব্রহ্মাহ যঃ শ্রীতি । কৃষ্ণপারতমোহনো নানাদৃতে তস্যামঙ্গলং
মাদিত তত্ত্বপল্যৈরতং নতু গ্রহাবদাভয়াং, তস্য স্তব্ধং পঠৈনিরবদ্যে ন
পনীকিতব্যাং ॥ ৬ ॥

অথেনি । গুঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতাত্মা । নানার্থবৎ
বেদ্যং সন্দর্ভঃ কথ্যতে ব্রহ্মঃ । ইত্যভিযুক্তোল্লগণং সন্দর্ভঃ লেখিতুং বশ্মি
বাহ্মামি । শ্রীভাগবতং সংদৃভ্যেত প্রণ্যতেহন্যেতি হগশ্চেত্যাদিকরণে ঘঞ্ ॥ ৭ ॥

খণ্ডনপূর্বক পর্য্যায়ক্রমে লিখিতেছি ॥ ৫ ॥

কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ-ভজনে নিতাস্ত অমুরাগী,
তিনিই এই গ্রন্থে দৃষ্টিপাত করুন, তন্নিম্ন পরতত্ত্বে অবিশ্বাসী
ব্যক্তির প্রতি শপথ অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ
ভজনাভিলাষী নহেন, তাঁহারা যেন এ গ্রন্থকে সন্দর্শন না
করেন, অতএব তাঁহাদিগের প্রতি শপথ থাকিল ॥ ৬ ॥

অনন্তর মন্ত্রগুরু ও ভাগবতার্থপ্রদ গুরুবর্গকে নমস্কার
করিয়া ভাগবতসন্দর্ভকে গ্রন্থনপূর্বক লিখিবার নিমিত্ত বাঞ্ছা
করিতেছি ॥ ৭ ॥

অথ গ্রন্থারম্ভঃ ।

—:—

যস্য ব্রহ্মৈতি সংজ্ঞাং কচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ সৈববিভবতি বশয়ামেব মায়াং পুমাংশ্চ ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং

অথ শ্রোতৃকচাৎপত্তয়ে গ্রন্থস্য বিষয়াদীনম্ববন্ধান্ সন্ধ্যোপেণ তাবদাহ
যস্যোতি । স স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহ জগতি তৎপাদভাঙ্গাং তচ্চরণপদ্ম-
সেবিনাং স্ববিষয়কং প্রেম বিধত্তামর্পয়তু । স ক ইত্যাহ । যস্য স্বরূপানুবন্ধা-
কৃতিগুণবিকৃতিবিশিষ্টস্যৈব শ্রীকৃষ্ণস্য চিন্মাত্রসত্তান্ভিবাক্ত-তত্ত্বাংশেষাজ্ঞান-
রূপা বিদ্যমানতা । কচিদপি নিগমে কস্মিংশ্চৈতৎ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মাত্মী-
তোব্যোপপদ্বা ইত্যাদিরূপে স্ফুটিতং । ব্রহ্মৈতি সংজ্ঞাঃ যাতি । তাদৃশতয়া
চিন্ময়তাং তথা প্রতীতমাসীদিত্যর্থঃ । ভক্তিভাবিতমনসাং তু বাঞ্জিত-তত্ত্ব-
বিশেষা দৈব পুরুষেণ প্রতীতা ভবতীতি বোধ্যং । সত্যং জ্ঞানমিত্যুপক্রান্ত-
দৈবানন্দময়পুরুষেণ নিরূপণাং । অত এবমুক্তং জিহ্বস্তে স্তোত্রে । ন তে
রূপং ন চাকারো নাযুগানি ন চাম্পদং । তথাপি পুরুষাকারো ভক্তানাং স্ব-
প্রকাশসে ইতি । ন চৈবং প্রাচীনাঙ্গীকৃতমিতি বাচ্যং । উক্তরীত্যং তস্যাপান-
ভীষ্টত্বাভাवाং । যস্য রূপস্যংশঃ পুমান্ মায়াং বশয়েমেব স্বৈরংশকৈবিভবতি ।
কারণার্ণবশাদী সহস্রলীর্ষা পুরুষঃ সত্বর্ষণঃ কৃষ্ণাংশঃ প্রকৃতের্ভট্টা, তাং বশে
স্থাপয়মেব স্ববীক্ষণকৃষ্ণা তয়াগানি সৃষ্টী, তেবাং গর্ভেষুভিরঙ্কপূর্ণেষু সহস্র-
লীর্ষা প্রদ্বায়ঃ সুন, স্বৈরংশকৈর্মাসাদিভিবিভবতি বিভবসঃজ্ঞান লীলা-
বতারান্ প্রকটয়তীত্যর্থঃ । যস্যৈব কৃষ্ণস্য নারায়ণাখ্যমেকং মুখ্যং রূপং

বেদে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন, যিনি জ্ঞান-
মাত্রী সত্তা হইয়াও কখন অংশস্বরূপে স্বীয়-অংশসকলের দ্বারা
মায়াকে বশীভূত করিয়া পুরুষনাম ধারণ করেন এবং যাঁহার
একরূপ মহাবৈকুণ্ঠে নারায়ণনামে বিলাস করিতেছেন, সেই

* স শ্রীকৃষ্ণো বিধতাং স্বয়মিহ ভগবান্‌ প্রেম তৎপাদভাজাং ॥৮
অথৈবং সূচিতানাং শ্রীকৃষ্ণবাচ্যবাচকতালক্ষণসম্বন্ধ-
জনলক্ষণবিধেয়-তৎপ্রেমলক্ষণপ্রয়োজনাত্মানামর্থানাং নির্ণ-
য় প্রমাণং তাবদ্বিনির্গীয়তে । তত্র পুরুষস্য ভ্রমাদিদোষ-

আবরণাষ্টকাদ্বিঃষ্ঠে পরমবোম্মি বিলসতি, স নারায়ণো যস্য বিলাস ইত্যর্থঃ ।
অনন্তাপেক্ষিকরূপঃ স্বয়ং ভগবান্‌, প্রায়ত্ত্বংসমগুণবিভূতিরাকৃত্যাদিত্তিরজ্জ্বা-
দৃক্‌ বিলাস ইতি । সর্বমেতচ্চতুর্থসন্দর্ভে বিধু দীপ্তবিষাধীক্ষণীয়ং ॥ ৮ ॥

অথৈবমিতি । সূচিতানাং ব্যঞ্জিতানাং চতুর্থীমিত্যর্থঃ । শ্রীকৃষ্ণ-চ গ্রন্থস্য
বিষয়ঃ । তদ্বাচ্যবাচকলক্ষণ-চ সম্বন্ধঃ । তত্ত্বজনং তচ্ছবণকীর্ত্তনাদি, তল্লক্ষণং
যদ্বিধেয়ং, তৎ সপর্ণ্যায়ং যদভিধেয়ং তচ্ছ । তৎপ্রেমলক্ষণঞ্চ প্রয়োজনক
পুরুষার্থস্তদাখ্যানাং । একবাচ্যবাচকং পর্ণ্যায়ত্বং । সমানঃ পর্ণ্যায়োহস্যোতি
সপর্ণ্যায়ঃ । সমানার্থকসহস্বদেন সমাসাৎ অস্বপদবিগ্রহো বহুব্রীহিঃ । বোপ-
সর্জনস্যোতি স্বত্রাৎ সহস্ব্য সাদেশঃ । সহস্বদন্ত সাকল্যযোগপদ্যসমুচ্ছিন্ন-
সাদৃশ্যে বিরামানেচ সম্বন্ধেচ সহ স্বতমিতি শ্রীধরঃ । তত্রোক্তি । পুরুষস্য বাব-
হারিকল্যাণ্য বাৎসর্যস্যাপি ভ্রমাদিদোষগ্রস্তত্বাত্তাদৃক্‌পারমার্থিকবস্তুস্পর্শানর্হ-
ত্বাচ্চ তৎপ্রত্যক্ষাদীনৈচ সদোষাণীতি যোজ্যং । ভ্রমঃ প্রমাদো বিপ্রলিপ্সা
করণাপাটবং চেতি জীবে চত্বারো দোষাঃ । তেষু অত্যন্তত্বজিহ্বাঃ,

স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণঃ বহুরূপে বিরাজমান হইয়া ভজনশীল-
জনসকলকে প্রেম প্রদান করুন ॥ ৮ ॥

অমন্তর এইরূপে সূচিত শ্রীকৃষ্ণই বাচ্যবাচকরূপ সম্বন্ধ,
বিধিপূর্বক তাঁহার ভজন অভিধেয় ও তাঁহার প্রেমরূপ প্রয়ো-
জন নামক অর্থসকলের নির্ণয়নিমিত্ত প্রথমতঃ প্রমাণনির্ণয় হইয়া
আমাদের কর্তব্য ॥

* স শ্রীকৃষ্ণস্বরূপঃ শূরহৃদ ভগবান্‌ প্রেম দদ্যাৎ ভক্তংস্ব । দ্বিপাঠঃ ॥

চতুষ্টিয়দ্রুষ্টিত্বাৎ সূত্রামচিন্ত্যালৌকিকবস্তুস্পর্শাযোগ্য-
ত্বাচ্চ তৎপ্রত্যক্ষাদীন্যপি মদোষণি ॥ ৯ ॥

যেন স্থাণৌ পুরুষবৃদ্ধঃ । অনবধানতাত্ত্বচিহ্নতাপক্ষঃ প্রমাদঃ যেনাস্ত্যুকে
গীষমানঃ † গানঃ ন গৃহ্যতে । বন্ধনেচ্ছা বিপলিপ্সা, যথা শিষ্যে স্বজ্ঞাতো-
হপাথ্যে ন প্রকাশ্যতে । ইঞ্জিয়মান্দাং করণাপাটব, যেন দত্তমনসাপি যথা
বস্তু ন পরিচীযতে । এতে প্রমাতৃব্রীবদোষাঃ প্রমাণেষু সঞ্চরন্তি । তেষু
ভ্রমাদিভ্রমং প্রত্যক্ষে তন্মূলকেহুমানেনচ । বিপলিপ্সাত্ত্ব শব্দে ইতি বোধঃ ।
প্রত্যক্ষাদীন্যেষ্ঠৌ ভবন্তি প্রমাণানি । তত্রাত্মসমিকৃষ্টং চক্ষুরাদীজিয়ং প্রত্যক্ষং ।
অনুমিতিকরণমহুমানঃ । অগ্ন্যাদিজ্ঞানমহুমিতিঃ । তৎকরণং ধূমাদিজ্ঞানং ।
আপ্তবাক্যৈঃ শাক্তঃ । উপমিতিকরণমুপমানং, গোমদৃশো গবয় ইত্যাদৌ
সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধজ্ঞানমুপমিতিঃ, তৎকরণং মাদৃশজ্ঞানং । অসিদ্ধাদর্থদৃষ্টা
সীদকাত্ত্বার্থকল্পনমর্থাপত্তিঃ, যথা দিবাহভূজ্ঞানে পীনভঃ রাত্রিভোজনং কল্পয়িত্বা
গাধ্যতে । অভাবগ্রাহিকাহুপলক্ষঃ, ভূতলে ঘটাহুপলক্ষ্য যথা ঘটাত্ত্বাবো
গৃহ্যতে । সম্বন্ধে শতঃ সম্ভবেদিত্বি বুদ্ধৌ সম্ভাবনৌ সম্ভবঃ । অজ্ঞাতবজ্জকং
পরস্পরাগ্নিসম্বন্ধমৈতৎ, যথা ইহ তরৌ যকোহন্তি ইত্যোবন্যেষ্ঠৌ ॥ ৯ ॥

তন্মধ্যে পুরুষের অর্থাৎ জীবের ভ্রম, প্রমাদ, বিপলিপ্সা,
করণাপাটব ‡ এই চারিটী দোষ থাকা প্রযুক্ত, সূত্রাং অলৌ-
কিক. অচিন্ত্যস্বভাব বস্তুস্পর্শে অযোগ্যত্বহেতু, পুরুষকৃত
প্রত্যক্ষাদি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান,
অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টারূপ দশ প্রকার
প্রমাণ দোষযুক্ত ॥ ৯ ॥

† গীষমানস্থলে জায়মানমিতিপি পাঠঃ ॥

* এক বস্তুতে অন্ত্র বস্তু বলিয়া যে প্রতীতি হয়, তাহার নাম ভ্রম । অনব-
ধানের নাম প্রমাদ, বন্ধনবিষয়ক ইচ্ছার নাম বিপলিপ্সা, ইঞ্জিয়ার অপটু-
তার নাম করণাপাটব ॥

ততস্তানি ন প্রমাণানি । ইত্যানাদিসিদ্ধসর্বপুরুষপরম্পরাসু
সর্বলৌকিকালৌকিক জ্ঞাননিদানদ্বাদপ্রাকৃতবচনলক্ষণে।

ততস্তানি ন প্রমাণানি ইতি । ততো ভ্রমাদিদোষযোগাত্তানি পরমার্থপ্রমা-
করণানি ন ভবন্তি । সায়ামুণ্ডাবলোকে তত্শেবেদং যুগ্মমিত্যত্র প্রত্যক্ষং ব্যাভি-
চারি । বৃষ্টা তৎকালনির্ধাপিতবহৌ চিরং ধূমগোকারিণি গিরৌ বহুমান্
ধূমাদিত্যহুমানঞ্চ ব্যাভিচারি দৃষ্টং । আপ্তবাক্যঞ্চ তথা, একেনাপ্তেন মুনি-
সমর্থিততাপশ্রেণ তাদর্শেন দৃষিতত্বাৎ । অত উক্তং । নাস্বাভ্যর্থিত্য মন্তং ন
ভিন্নমিতি । এবং মুখ্যানামেষাং সদৌষহাত্তত্বপঞ্জীবিদ্যামুমানাদীনাং তথাৎ
সুসিদ্ধমেব । কিকাপ্তবাক্যং লৌকিকার্থগ্রহে প্রমাণমেব, যথা হিমাচ্যৌ
হিমমিত্যাদৌ তত্‌ত্বয়নিরপেক্ষঞ্চ তৎ, দশমস্বমগীতাদৌ । তত্‌ত্বাগম্যে
সাদৃশ্যমক্ষ তৎ, গ্রহাণাং রাশিষু সন্ধারে যথা । কিকাপ্তবাক্যানামুগৃহীতং
তত্‌ত্বয়ং প্রমাণকং । দৃষ্টচরমায়ামুণ্ডকেন পুংসা সতোহপ্যবিশ্বস্তে তত্‌শেবেদং
যুগ্মমিতি নভোবাণামুগৃহীতং প্রত্যক্ষং যথা । অরে শীতার্ভাঃ পাহা যান্ন-
য়গ্নিঃ সম্ভাবয়ত, বৃষ্টা নির্ধাপোহত্র স দৃষ্টঃ, কিন্তুযুগ্মিন্ ধূমগোকারিণি গিরৌ
সোহস্তীতাপ্তবাক্যানামুগৃহীতমহুমানঞ্চ যথোক্তি । তদেবং প্রত্যক্ষমহুমানশব্দাঃ
প্রমাণানীতাহ মন্তঃ । প্রত্যক্ষমহুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমং । জয়ং সুবিদিতং
কাণ্ডং ধর্ম্মভক্তিমভীপ্সতেতি । এবমশ্বত্‌শ্চ । সর্বপরম্পরাসু ব্রহ্মোৎপত্তে-
দেবমানবাদিষু সর্পেষু বংশেষু । পরম্পরা পরীপাট্যাং সত্ত্বানেহপি বধে কচি-
দिति বিশ্বঃ । লৌকিকজ্ঞানং কর্ম্মবিদ্যা, অলৌকিকজ্ঞানং ব্রহ্মবিদ্যা । অপ্রাক-
তেতি বাচ্য বিরূপ-নিত্যয়েতি মন্তবর্ণাৎ, অনাদিনিধনা নিত্যা বাণ্ডংসৃষ্টী

অতএব সেই সকল প্রমাণ হইতে পারে না, এ কারণ
অনাদিসিদ্ধ সকল লোক পরম্পরায় সমুদায় লৌকিক জ্ঞানের
আদি কারণ হেতু অপ্রাকৃত বচন স্বরূপ বেদই সর্বাতীত,

বেদ এবাস্মাকং সর্বাভীতসর্বাশ্রয়সর্বাচিন্ত্যাস্চর্য্যস্বভাবং
বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণং ॥ ১০ ॥

তচ্চানুমতং, তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিত্যাদৌ, অচিন্ত্যাস্থলু
যে ভাবা নতাস্তর্কেণ যোজয়েদিত্যাদৌ, শাস্ত্রযোনিহা-

স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্বাঃ প্রবৃন্তয়ঃ। ইতি স্মরণাচ্চ।
ক্ষুটমস্ত্রং ॥ ১০ ॥

নমু কোহয়মাগ্রহো বেদ এবাস্মাকং প্রমাণমিতি চেত্তদাহ। তচ্চানুমত-
মিতি, ত্রীব্যাসাদিন্যরিতি শেষঃ। তথাক্যাছাহ তর্কেছাদীনি সাধ্যসাধনয়ো-
রপীত্যস্থানি। তর্কেতি ব্রহ্মস্বরূপঃ। তত্বার্থঃ। পরমার্থনির্ণয়স্তর্কেণ ন
ভবতি, পুরুষবুদ্ধিবৈবিন্যোন তস্য নষ্টপ্রতিষ্ঠাত্বং। এবমাহ ক্রতিঃ। নৈষা
তর্কেণ মতিরপনয়ো প্রোক্তান্যোন স্তজ্ঞানায় প্রেঠেতি। ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকা-
রোপতর্কঃ। যদাযং নিবীকঃ স্তাত্তদা নিধুগঃ স্তাদিত্যেবংরূপঃ, সচ ব্যাপ্তি-
পদ্ধতঃ নিরত্তরহুমানাকং ভবেদতস্তর্কেণানুমানং গ্রাহমিতি। অচিন্ত্য ইতুদাম-
পর্কণি দৃষ্টং। শাস্ত্রেতি ব্রহ্মস্বরূপঃ। নেতাক্রিয়াং। উপাশ্চে হরিরহুমানেনোপ-

সর্বাশ্রয়, সর্বাচিন্ত্য, আশ্চর্য্য স্বভাববিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞানভি-
লাষি আমাদিগের প্রমাণ স্বরূপ ॥ ১০ ॥

সেই বেদপ্রমাণই আমাদের সম্মত। কেননা তর্কের অগৌ-
রব হেতু ইত্যাদি বচনে, তথা যে সকল পদার্থ অচিন্ত্য অর্থাৎ
চিন্তার বিষয়ীভূত নহে, তাহাকে তর্কের দ্বারা যোজনা করিবে
না, ইত্যাদি বচনে।

এবং অপর শাস্ত্রযোনি প্রযুক্ত অর্থাৎ বেদসকল শাস্ত্রের
উৎপত্তি স্থান হেতু ইত্যাদি প্রমাণে। তথা ক্রতির অর্থাৎ

দিত্যাদৌ, অতেন্ত শব্দমূলত্বাদিত্যাদৌ ।

পিতৃদেব মনুষ্যাণাং বেদশচক্ষুস্তবেশ্বর ।

শ্রেয়স্তনুপলক্কেহর্থে সাধ্যসাধনয়োরপীত্যাদৌচ ॥ ১১ ॥

তত্রৈচ বেদশব্দস্য সম্প্রতি দুষ্কারত্বাৎ তুরধিগমার্থত্বাচ্চ

নিষবা বা বেদ্য ইতি সন্দেহে মন্তব্য ইতি । শ্রুতেরনুমানেন স বেদ্য ইতি
প্রাপ্তেনানুমানেন বেদ্যো হরিঃ । কুতঃ শাস্ত্রমুপনিষদেবা নির্বেদনহেতুর্গত
তত্বাৎ । ঔপনিষদঃ পুরুষঃ পৃচ্ছামি ইত্যাদ্যা হি শ্রুতিঃ । শ্রুতেষ্বিতি ব্রহ্মসূত্রং ।
নেতাসু বর্ততে । ব্রহ্মণি কর্তার লোকদৃষ্টাঃ প্রমাণয়ো দোষা ন স্যাঃ । কুতঃ । সে
হকাময়ত বহুত্বাৎ প্রজায়েয়েতি সঙ্কল্পগাজেণ নিখিলসৃষ্টিপ্রবণাৎ । নহু শ্রুতি-
বাধিতং কথং ক্রমাৎ ইতি চেত্তমাহ শঙ্কোতি । অবিচিত্ত্যর্থস্ত শব্দৈকপ্রমাণক-
ত্বাৎ । দৃষ্টৈকতং, মণিময়াদৌ পিতৃদেবেভ্যাক্তবোক্তিবৈকাদশে । হে ঐশ্বর্য তব
বেদঃ পিতৃদীনাং শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠঃ চক্ষুঃ । কেত্যাঃ হামুপলক্কেহর্থে ইত্যাদি । তথাচ
বেদ এবাম্মাকং প্রমাণমিতি মধাক্যঃ সর্বসম্মতমিতি নাপূর্বকং ময়োক্তং ॥ ১১ ॥
এবং ঐশ্বর্যাদিবেদেনাস্ত পরমার্থবিচারস্তত্রাহ । তত্রৈচ বেদশব্দস্তেতি ।

সাকার নিরাকার শ্রবণের বেদোক্ত শব্দই কারণ স্বরূপ
ইত্যাদি বচনে ॥

অপিচ একাদশস্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে উক্তব শ্রীকৃষ্ণকে
কহিলেন, হে ঐশ্বর্য ! অদৃষ্ট অর্থরূপে মুক্তি ও স্বর্গাদিবিষয়ে
এবং সাধ্যসাধন বিষয়ে আপনার আজ্ঞারূপ বেদই পিতৃলোক,
দেবলোক তথা মনুষ্যালোকদিগের শ্রেষ্ঠ চক্ষুঃস্বরূপ । ইত্যাদি
প্রমাণে জানা যায় যে, বেদই প্রমাণস্বরূপ ॥ ১১ ॥

তন্মধ্যে সম্প্রতি বেদশব্দ দুষ্কার অর্থাৎ পরিসীমা রহিত

তদর্থনির্ণায়কানাং মুনীনামপি পরস্পরবিরোধোদ্বৈদ্যরূপো
বেদার্থনির্ণায়কশ্চেতিহাসপুরাণাত্মকঃ শব্দ এব বিচার-
ণীয়ঃ ।

তত্রচ যো বা বেদশব্দোহনাত্মবিদিতঃ সোহপি তদৃষ্ঠ্যা
অনুমেষ্য এবৈতি সম্প্রতি তসৌব প্রমাণোৎপাদকত্বং
স্থিতং । তথাহি মহাত্মারতে মানবীয়েচ ।

ইতিহাসপুরাণাত্ম্যং বেদং সমুপবৃংহয়েদिति ।

তর্হি স্মারাশিত্যৈবেদার্থনির্ণেতৃভিঃ সোহস্থিতি চেত্তজ্ঞাহ । তদর্থনির্ণায়-
কানামিতি । তত্ত্তবেতি ইতিহাসপুরাণাত্মকত্বং বেদরূপত্বার্থঃ । সমুপ-
বৃংহয়েদिति বেদার্থং স্পষ্টীকৃত্যং ইত্যর্থঃ । পুরাণাদিতি বেদার্থত্বেনি বোধ্যং ।

হওয়ায় এবং ঐ বেদশব্দের অর্থও দুর্গম একন্য । তথা সেই
বেদার্থনির্ণয়কারক মুনিদিগের পরস্পর বিরোধবশতঃ অর্থাৎ
একমুনির মতের সহিত অন্যমুনির মতের সহিত ঐক্য না
হওয়া প্রযুক্ত, বেদস্বরূপ বেদার্থনির্ণয়কারী ইতিহাস ও
পুরাণাত্মক শব্দই অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ সকলে যাহা-
বলিয়াছেন, সেই শব্দকেই আমাদের বিচার করা কর্তব্য ॥

তন্মধ্যে যে বেদশব্দ অনাত্মবিদিত অর্থাৎ আমাদের যাহা
দুজ্ঞেয় তাহাও ইতিহাস পুরাণাদির দৃষ্টিদ্বারা অনুমেয় বা অনু-
মানের বিষয়ীভূত হয়, সহসা তাহা বোধগম্য হইবার নহে ।

উক্তবিষয়ের প্রমাণ যথা, মহাত্মারতে মানবীয়ে ।

ইতিহাস ও পুরাণদ্বারা বেদার্থকে স্পষ্ট করিবে ।

পুরাণং পুরাণমিতি চাত্তত্র । নচাত্ত্রাবেদেন বেদস্য
 বংহণং সম্ভবতি, নহুপরিপূর্ণস্য কনকবলয়স্য ত্রুপুণা পুরণং
 যুক্ত্যতে । নহু যদি বেদশব্দঃ পুরাণমিতিহাসকোপাদতে
 তর্হি পুরাণমন্তদশ্বেষণীয়ং যদি তু ন, ন তর্হি ইতিহাস-
 পুরাণয়োঃভেদো বেদেন । উচ্যতে । বিশিষ্টকারণপ্রতি-
 পাদকস্য পদকদম্বস্যাপৌরুষেয়ত্বাদভেদেহপি স্বরক্রম-
 ভেদান্তেননির্দেশোহপ্যুপপদ্যতে ।

ঋগাদিভিঃ সমমনয়োরপৌরুষেয়ত্বেনাভেদো মাধ্য-

এপূঃ সীসকেন পুরাণেতিহাসয়োঃবেদরূপভাৱঃ কশিচ্ছবতে নহিত্যাদিনা ।
 তত্র সমাধস্তে উচ্যতে ইত্যাদিনা । নিখিলশক্তিবিশিষ্টতগবজ্রপৈকার্যপ্রতি-
 পাদকঃ স্বং পদকদম্বঃ ঋগাদিপুৱাণাস্তং ততেতি । ঋগাদিভাগে স্বরক্রমোহন্তি

অন্তত্রও বলিয়াছেন—

যে বেদার্থকে পূর্ণ করে, তাহার নাম পুরাণ ।

বেদ ভিন্ন অন্যের দ্বারা বেদের পূরণ সম্ভব হয় না, অপরি-
 পূর্ণ স্বর্ণবলয়ের সীসক (সীসা) দ্বারা পূরণ করা উপযুক্ত নহে ॥

অহে ! বেদ শব্দ যদি পুরাণ ও ইতিহাসকে গ্রহণ করে,
 তবে পুরাণাদিও অপর বেদরূপে অশ্বেষণীয় হইল । যদি বল
 ইতিহাস ও পুরাণকে বেদের সহিত অভেদরূপে বেদ বর্ণন
 করিবেন কেন ? একবিশিষ্টরূপ একার্থের প্রতিপাদক পদ-
 সমূহ অপৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষকৃত নহে বলিয়া অভেদ হই-
 লেও স্বর (উচ্চারণ) ও ক্রমভেদবশতঃ ভেদনির্দেশ হই-
 যাচ্ছে ॥

ঋকপ্রভৃতি বেদের সমান ইতিহাস ও পুরাণ পুরুষকৃত নয়

ন্দিন শ্রুতাবেব ব্যজ্যতে । এবং বা অরেহস্য মহতো
ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সাম-
বেদোহথর্ক্সাগ্নিরস ইতিহাসঃ পুরাণ ইত্যাদিনা ॥ ১২ ॥

অতএব স্কন্দপ্রভাসখণ্ডে ।

পুরা তপশ্চচারোগ্রমমরাণাং পিতামহঃ ।

আবির্ভূতাস্তুতো বেদাঃ সমুদ্ভূতপদক্রমাঃ ।

ততঃ পুরাণমখিলং সর্ক্সশাস্ত্রময়ং ধ্রুবং ।

নিত্যশব্দময়ং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরং ।

ইতিহাস পুরাণভাগেহু স নাস্তি ইত্যেতদংশে ন ভেদঃ । এবং বোতি ।
মৈত্র্যেয়ঃ প্রতি ব্যাখ্যাবচনং । অরে মৈত্র্যেয়ি । অত্র ঐখরত্ব । মহতো
বিভোঃ পূজ্যত্ব বা । ভূতত্ব পূর্বসিদ্ধত্ব । স্পষ্টার্থমন্তঃ ॥ ১২ ॥

পূর্বেণাদৌ বেদানাং পুরাণানাক্ষাবির্ভাব উক্তঃ ।

বলিয়া মাধ্যন্দিন শ্রুতিতেই প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

এইরূপ, অরে শিষ্য ! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ক্স-
বেদ, আঙ্গিরস তথা ইতিহাস ও পুরাণ এই সকল পরমেশ্বরের
নিঃসর্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

অতএব স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে যথা—

পূর্বকালে দেবতাসকলের পিতামহ ব্রহ্মা ঘোরতর
তপস্যা করিলে তাঁহা হইতে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত,
জ্যোতিষ এবং ছন্দ এই যজুস্ব তথা পদ ও ক্রমের সহিত বেদ-
সকল আবির্ভূত হয় । তাহার পর সর্ক্সশাস্ত্রময় নিত্যশব্দ-
বিশিষ্ট পুণ্যস্বরূপ শতকোটিবিস্তার পুরাণসকল সেই ব্রহ্মার

নির্গতং ব্রহ্মণো বক্তৃত্বস্য ভেদান্নিবোধত ॥

ব্রাহ্মঃ পুরাণং প্রথমমিত্যাदि । অত্র শতকোটিসংখ্যা
ব্রহ্মলোকে প্রসিদ্ধেতি ।

তথোক্তং তৃতীয়স্কন্ধে—

ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ষীথান্ বেদান্ পূর্বানিভিগুথৈঃ ।

ইত্যাদিপ্রকরণে ।

ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরং ।

সর্বেভ্য এব বক্তৃত্বাঃ সম্বজে সর্বাদর্শনঃ । ইতি ।

অপি চাত্র সাক্ষাদেব বেদশব্দঃ প্রযুক্তঃ পুরাণোতিহাসয়োঃ,

সম্বজে আবির্ভাওয়াস ।

যুগ হইতে নির্গত হয়, অতএব সেই সমুদায়ের ভেদ বলি-
তেছি, শ্রবণ কর ।

ব্রহ্মপুরাণ প্রথম ইত্যাদি । তন্মধ্যে শতকোটি-সংখ্যক
পুরাণ ব্রহ্মলোকে প্রসিদ্ধ আছে ।

তৃতীয়স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, যথা—

বিদুরের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মহাত্মা মৈত্রেয় মুনি কহি-
লেন, ব্রহ্মার পূর্বাদি যুগ চতুষ্টয় হইতে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ,
সাম ও অথর্ব এই চারিবেদ আবির্ভূত হয়, ইত্যাদি প্রকরণে
এবং পঞ্চমবেদ যে ইতিহাস ও পুরাণ এ সকলের সৃষ্টি
তাহার সমস্ত বদন হইতে হইল ।

অপিচ, পূর্বোক্ত শ্লোকে ইতিহাস ও পুরাণ, এই দুইয়ের
প্রতি সাক্ষাৎ বেদশব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

অমৃত্রৈচ, পুরাণং পঞ্চমো বেদঃ ।

ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ।

বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্ ইত্যাদৌ ।

অন্যথা বেদানিত্যাদাবপি পঞ্চমত্বং নাবকল্পেত, সমান-
জাতীয়নিবেশিত্যাং সংখ্যায়াঃ ।

ভবিষ্যপুরাণে ।

কার্ষক্য পঞ্চমং বেদং যস্মহাভারতং স্মৃতমিতি ।

তথাচ সামকৌথুমীয়শাখায়াং ছান্দোগ্যোপনিষদিচ ।

সমানেনি । যজ্ঞদত্তপঞ্চমান্ বিপ্রানামঙ্গয়ত্ব ইতিবৎ । কার্ষমিতি । কৃষ্ণেন
ব্যাগেনোক্তমিতিার্থঃ । অতএবেতি । পঞ্চমবেদত্বশ্রবণাদেবেত্যর্থঃ । চতুর্গা-

অমৃত্রৈচ ও পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন ।

ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চমবেদরূপে কথিত হইলে, শ্রীবেদ-
বাস সূত্রে মহাভারতাদি পঞ্চম বেদসকল অধ্যয়ন করান,
ইত্যাদি প্রমাণে, ইতিহাস ও পুরাণ যদি বেদ না হইত,
তাহা হইলে পঞ্চমবেদ বলিয়া উক্ত হইত না । সংখ্যাবাচক
শব্দসকল একরূপে সন্নিবেশিত হয়, এ কারণ ইতিহাস ও
পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলা হইয়াছে ।

ভবিষ্যপুরাণে যথা—

— বেদবাসপ্রণীত যে মহাভারত তাহাকে পঞ্চমবেদ বলিয়া
জানিও ।

তথা, সামবেদের কৌথুমীয় শাখায় ছান্দোগ্য উপনিষদে
আছে যে,—

হে ভগবন্ ! ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব, এই বেদচতুষ্টয়

ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যোমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্কণং চতুর্থ-
মিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদমিত্যাदि । অত-
এবাস্য মহতো ভূতস্য ইত্যাদৌ ইতিহাসপুরাণয়োশ্চতু-
র্গামেবাস্তুভূতত্বে কল্পনয়া প্রসিদ্ধপ্রত্যাখ্যানং নিরস্তং ।
তদ্বৃন্তং ব্রাহ্মণং পুরাণং প্রথমমিত্যাदि ॥ ১৩ ॥

পঞ্চমত্বে কারণঞ্চ বায়ুপুরাণে সূতবাক্যং—

ইতিহাসপুরাণানাং বক্তারং সম্যগেবহি ।

মাতৈক্যেব প্রতিজগ্রাহ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ ।

এক আদীদ্যজুর্বেদস্তং চতুর্দ্বা ব্যকল্পয়ৎ ।

মেবাস্তুভূতত্বেতি । ভগবন্নিঃস্রিতভূতে যে ইতিহাসপুরাণে তে চতুর্গামেবাস্ত-
র্গতে । তেষেব যং পুরাণস্তং, যচ্চ পঞ্চলক্ষণমাখ্যানং তে এব তদ্বৃন্তে গ্রাহ্যে ।
নতু যে ব্যাসকৃতত্বেন ভূবি খ্যাতে শূদ্রাণামপি শ্রবো ইতি কস্মৈঠৈর্থং কল্পিতং
তান্নরস্তুমিতার্থঃ ॥ ১৩ ॥

তথা বেদসকলের মধ্যে পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণ আমি
অধ্যয়ন করিতেছি ইত্যাদি । অতএব “এই মহাপুরুষের নিশ্চা-
সই বেদচতুর্কয়”, ইত্যাদি প্রমাণে ইতিহাস, পুরাণ ও বেদ-
চতুর্কয়েরই অন্তর্গত কল্পনাদ্বারা অপ্রসিদ্ধ প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ
ইতিহাস ও পুরাণ বেদ নয়, এই নিকারণ নিরস্তহইল । তদ্বি-
ষয়ে উক্ত হইয়াছে, “ব্রহ্মপুরাণ প্রথম” ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

ইতিহাস ও পুরাণ ইহাদের পঞ্চমবেদত্ব বিষয়ে কারণ,

বায়ুপুরাণে সূতবাক্যে উক্ত আছে, যথা—

ভগবান্ ঈশ্বর প্রভু-বেদব্যাস সম্যকরূপে আমাকেই ইতি-
হাস ও পুরাণের বক্তা করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ।

অপিচ, পূর্বে যজুর্বেদ এক ছিল, পরে ঐবেদব্যাস

চাতুর্হোত্রমভূতস্মিন্ তেন যজ্ঞমকল্পমঃ ।
 আধ্বর্যবং যজুর্ভিষ্ত ঋগ্ভিহোত্রং তথৈবচ ।
 ঔদগাত্ৰং সামভিষ্চৈব ব্রহ্মত্বং চাপ্যথ ঋভিঃ ।
 আখ্যানৈশ্চাপ্যাপাখ্যানৈর্গাথাভির্দ্বিজসত্তমাঃ ।
 পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ।
 যচ্ছিষ্টং তু যজুর্বেদ ইতি শাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ ॥ ইতি ॥
 ব্রহ্মযজ্ঞাধ্যয়নেচ নিয়োগো দৃশ্যতেহমীমাং—

পঞ্চমদে কারণকোটি । ঋগাদিভিঃ চাতুর্হোত্রং চতুর্ভির্ঋগ্ভিগ্ভির্নিপাদ্য-
 কশ্চ ভবতি । ইতিহাসাদিভাঃ তন্ন ভবতি ইতি তত্ত্বাগম্য পঞ্চমদ্বিত্যর্থঃ ।
 আখ্যানৈঃ পঞ্চলক্ষণৈঃ পুরাণানি, উপাখ্যানৈঃ পুরাবৃত্তৈর্গাথাভিঃ শ্লোক-
 বিশেষৈশ্চ সংহিতা ভারতরূপাচক্রে । তাম্চ যচ্ছিষ্টং যজুর্বেদে তজ্জপা
 ইত্যর্থঃ । ব্রহ্মত্বং ব্রহ্মযজ্ঞে বেদাধ্যয়নেহমীমামিতিহাসাদীনাং বিনিয়োগো
 দৃশ্যতে । গোহপি বিনিয়োগস্তেষামবেদদে ন সম্ভবতি । কৃত্বাবির্ভাবা ।

তাহাকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন, তাহাতে চাতুর্হোত্র
 অর্থাৎ চারি জন ঋত্বিকসাধ্য যে যজ্ঞনিশেষ, তাহা উৎপন্ন
 হইয়াছিল, তদ্বারা ঐ শ্রীবেদব্যাস যজ্ঞ কল্পনা করেন, অর্থাৎ
 যজুর্বেদদ্বারা অধ্বর্যু, ঋক্বেদদ্বারা হোতা, সামবেদদ্বারা
 উদগাতা ও অথর্ববেদদ্বারা ব্রহ্মাকে কল্পিত করেন ।

হে দ্বিজসত্তমগণ ! পুরাণার্থবিশারদ বেদব্যাস, আখ্যান
 (ইতিহাস), উপাখ্যান, (পূর্ববৃত্তান্ত), ও গাথা (শ্লোক),
 সকলদ্বারা পুরাণসংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন । অবশিষ্ট যজু-
 র্বেদ ইহাই সর্বশাস্ত্রের নিশ্চয়ার্থ । ব্রহ্মযজ্ঞরূপ অধ্যয়নেও
 এই সকল ইতিহাসাদির নিয়োগ অর্থাৎ বিধি দেখা যাইতেছে ।

যত্রাক্ষণানীতিহাসপুরাণানীতি । মোহপি নাবেদত্বে সম্ভ-
বতি ।

অতো যদাহ ভগবান্ মাৎস্যে—

কালেনাগ্রহণং মহা পুরাণস্য দ্বিজোত্তমাঃ ।

ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে ॥ ইতি ॥

পূর্বসিদ্ধমেব পুরাণং স্তুতসংগ্রহণায় সঙ্কলয়ামি ॥

ইতি । তত্রার্থঃ ॥

তদনন্তরং হুংকৃতং ॥

চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা ।

সঙ্কলয়ামি সংক্ষিপ্যামি ॥

যথা—

ইতিহাস ও পুরাণ ইহার। ব্রহ্মযজ্ঞের অধ্যয়নস্বরূপ ।

যতএব ইতিহাস ও পুরাণস্বরূপ যজুর্বেদ যে বেদ নহে,
এরূপ বলা অসম্ভব ॥

অতএব মৎস্যপুরাণে ভগবান্ বলিয়াছেন যথা—

হে দ্বিজসত্তম ! কালক্রমে পুরাণের অগ্রহণ অর্থাৎ বিশৃঙ্খল
বেবেচনা করিয়া আমি ব্যাসরূপ ধারণপূর্বক যুগে যুগে পূর্ব-
সিদ্ধ পুরাণকে স্তুতসংগ্রহণের নিমিত্ত সংক্ষেপে প্রকাশকরি ॥

তাহার পর বলিয়াছেন—

সর্বদা প্রতিদ্বাপরে সেই চতুর্লক্ষ পুরাণকে অষ্টাদশ
লাগে বিভক্ত করিয়া এই ভূলোকে প্রকাশ করিব । অদ্যাপি

তদফাদশধা কৃতা ভুলোকেহস্মিন্ প্রভাষ্যতে ॥

অদ্যাপ্যমর্ত্যলোকে তচ্ছতকোটিপ্রবিস্তরং ।

তদর্থোহত্র চতুর্লক্ষঃ সংক্ষেপেণ নিবেশিতঃ ॥ ইতি ॥

অত্রতু, যচ্ছিত্ত্ব যজুর্বেদ ইত্যুক্তহাস্তম্যাভিধেয়ভাগ-
শচতুর্লক্ষস্তত্র মর্ত্যলোকে সংক্ষেপেণ সারসংগ্রহেণ নিবে-
শিতো নতু বচনাস্তরেণেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

তথৈব দর্শিতং বেদসহভাবেন শিবপুরাণস্য বায়বীয়-
সংহিতায়াং ।

সংক্ষিপ্য চতুরো বেদাংশ্চতুর্দ্বা ব্যভজ্ঞং প্রভুঃ ।

অভিধেয়ভাগঃ সারাংশঃ ॥ ১৪ ॥

বাস্তেতি । বাস্তা বিভক্তা বেদা যেন তত্ত্বয়া বেদব্যাসঃ স্মৃতঃ । স্বানেন

ঐ পুরাণ ব্রহ্মলোকে শতকোটি সংখ্যায় বিস্তৃত আছে । তাহা-
রই সংক্ষেপদ্বারা এই মর্ত্যলোকে চতুর্লক্ষ শ্লোক সন্নিবেশিত
হইয়াছে । অতএব এস্থলেও অবশিষ্ট যজুর্বেদ এই বাহা বলা
হইয়াছে, এ প্রযুক্ত এই যজুর্বেদের অভিধেয় অর্থাৎ প্রতি-
পাদ্যভাগ সংক্ষেপে সারসংগ্রহদ্বারা চতুর্লক্ষ এই মনুষ্য লোকে
নিবেশিত হইয়াছে, অপর বচনের দ্বারা নিবেশিত হয় নাই
এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

বেদের সমভাবে শিবপুরাণের বায়বীয়সংহিতায় তদ্রূপ
দেখাইয়াছেন যথা—

প্রভু বেদব্যাস সংক্ষেপে চারিবেদকে চারিপ্রকারে বিভক্ত
করেন । বেদ কে বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া, এই লোকে

ব্যস্তবেদতয়া লোকে বেদব্যাস ইতি স্মৃতঃ ।

পুরাণমপি সংক্ষিপ্তং চতুর্লক্ষপ্রমাণতঃ ॥

অদ্যাপ্যমর্ত্যলোকে তচ্ছতকোটীপ্রবিস্তরমিতি ।

সংক্ষিপ্তমিত্যত্র তেনেতি শেষঃ, স্কান্দমাগ্নেয়-
মিত্যাদিসমাপ্তাস্ত প্রবচননিবন্ধনাঃ কাঠকাদিবং, আনু-
পূর্ব্বীনির্মাণনিবন্ধনা বা । তস্মাৎ কচিদিনিত্যত্বশ্রবণস্ত
আবির্ভাবতিরোভাবাপেক্ষয়া । তদেব ইতিহাসপুরাণয়ো-

গোষ্ঠং নহু ক্ততিনিতি বক্তৃহেতুকা স্কান্দাদিসংজ্ঞা । কঠেনাদীং কাঠক-
মিত্যাদিসংজ্ঞাবৎ । কঠানাং বেদঃ কাঠকঃ । গোত্রচরণাদ্বাদুঃ । চরণাদ্বাদু-
রায়য়োরিতি বক্তব্যমিতি হস্তবাক্তিকাভাঃ । ততশ্চ কঠেনাবীতমিতি স্মৃ-
ক্তং অথবা জ্ঞত্বেনানিত্যতাপত্তিঃ । আনুপূর্ব্বীক্রমঃ । ব্রাহ্মামিত্যাদিক্রম-
নির্মাণহেতুকা বা সা মা সংজ্ঞেত্যর্থঃ । ব্রাহ্মাদিক্রমেণ পূরণভাগো বোধ্যঃ ।
তথাপি হতাদীনামিতি । ইতিহাসাদেবেদেহপি তত্র শৃঙ্গাদানিকারঃ

তাহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে । বেদব্যাসকর্তৃক চতুর্লক্ষ
পরিমাণে পুরাণ সংক্ষিপ্ত হয়, অদ্যাপি ঐ পুরাণ ব্রহ্মলোকে
শতকোটীপ্রমাণে বিস্তৃত রহিয়াছে ।

অপিচ, পুরাণের স্কান্দ ও আগ্নেয় ইত্যাদি যে সকল ভিন্ন,
ভিন্ন নাম হইয়াছে, তাহা কেবল বেদাধ্যয়ননিবন্ধন কাঠ-
কাদি শাখার ন্যায় । অথবা আনুপূর্ব্বিক নির্মাণ জ্ঞাতও ভেদ
জানিতে হইবে । তবে কখন কখন যে পুরাণের অনিত্যত্ব
শ্রুত হওয়া যায়, তাহা কেবল আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র ।
অতএব এই প্রকারে ইতিহাস ও পুরাণের বেদত্ব সিদ্ধ হইল ॥

বেদত্বং সিদ্ধং । তথাপি সূতাদীনামধিকারঃ, সকলনিগম-
বল্লীসংফলশ্রীকৃষ্ণনামবৎ, যথোক্তং প্রভাসথণ্ডে—

। মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং

সকলনিগমবল্লীসংফলং চিৎস্বরূপং ।

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা

ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ ইতি ॥

যথোক্তং বিষ্ণুধর্মো ॥

। ঋগ্বেদোহথ যজুর্বেদঃ সামবেদোহপ্যথর্বণঃ ।

স্বীশূদ্রবিজবন্ধুনাং তাদ্যাদ্যাক্যবলাধোদ্যঃ । যথা রথকারসামগ্র্যাদানাজে মস্ত্রে
তদ্যাক্যবলাদিতি বোধ্যং । ভারতবাগদেশেনেতি । ছরুভাগস্য ব্যাখ্যানাং ।

তথাপি যে ইতিহাসে ও পুবাণে সূতাদিজাতর অধিকার
হইয়াছে, তাহা কেবল সমস্ত বেদলতার সংফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-
নামাদির ন্যায় ।

এই বিষয় প্রভাসথণ্ডে উক্ত হইয়াছে যথা—

সূত কহিলেন, হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ ! মধুর অপেক্ষা মধুর, মঙ্গল
সকলের মঙ্গল, সমস্ত বেদলতার সংফল এবং জ্ঞানস্বরূপ
কৃষ্ণনাম যদি শ্রদ্ধায় বা হেলায় একবারমাত্র উচ্চারিত হয়
তাহা হইলে ঐ কৃষ্ণনাম মনুষ্যমাত্রকেই উদ্ধার করেন ।

বিষ্ণুধর্মোক্তরে উক্ত হইয়াছে যথা—

। যে ব্যক্তি হারি এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করেন তাঁহার
ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ ও অথর্ববেদ এ সমস্তই অধ্যয়ন

অদীতস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥ ইতি ।

স্বরাদিভেদানির্দেশস্তপূর্বমুদ্ভট্ট এব । অথ বেদার্থনির্ণায়-
কত্বঞ্চ বৈষ্ণবে ॥

ভারত-ব্যপদেশেন হ্যাম্মায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ ।

নারদীয়ে ।

বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বৈ পুরাণে নাত্রসংশয়ঃ । ইত্যাদৌ ।

কিঞ্চ । বেদার্থদীপকানাং শাস্ত্রাণাং মধ্যপাতিতাত্ত্ব্যপ-

ছিন্নভাগার্থপুরণাক পুরাণে বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতা নৈশ্চলোন স্থিতা ইত্যর্থঃ ।

কিঞ্চেতি, বেদার্থদীপকানাং মানবীরাদীনাম্ মধ্যে যদাপীতিহাসপুরাণয়োঃ
স্বত্ত্বেনেভ্যুপগমস্তথাপি ব্যাসমোক্ষরস্মা তদাবির্ভাবকত্বাত্ত্বংকর্ষ ইত্যর্থঃ ।

করা হয় । স্বরাদির যে ভেদনির্দেশ তাহা পূর্বেই উল্লিখিত
হইয়াছে ॥

ইতিহাস ও পুরাণের বেদরূপত্ব ও বেদার্থনির্ণায়কত্ব
পূর্বে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম বেদরূপত্ব
নিরূপিত হইল, এক্ষণে ইতিহাস ও পুরাণের বেদার্থ নির্ণায়-
কত্ব দেখান যাইতেছে, যথা বিষ্ণুপুরাণে ॥

মহাভারতটী ছলমাত্র, বস্তুতঃ তদ্বারা সমুদায় বেদার্থ
প্রদর্শিত হইয়াছে ॥

নারদপুরাণে যথা—

সমুদায় বেদই পুরাণমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহাতে
সংশয় নাই, ইত্যাদি বচনে,—

অপিচ, বেদার্থপ্রকাশক শাস্ত্রসকলের মধ্যপাতিত্ব স্বীকা-
রেও আবির্ভাবের বিশিষ্টতাপ্রযুক্ত ইতিহাস ও পুরাণের

গমেহপি আবির্ভাব বৈশিষ্ট্যাত্তয়োরেব বৈশিষ্ট্যঃ,

যথা পাদে—

দ্বৈপায়নেন যদ্বুদ্ধং ব্রহ্মাদৈত্বস্তম বৃধ্যতে ।

মর্শবুদ্ধং স নৈ বেদ তদ্বুদ্ধং নান্যগোচরঃ ॥ ১৫ ॥

স্কান্দে—

ব্যাসচিন্তস্থিতাকাশাদবিচ্ছিন্নানি কানিচিৎ ।

অন্যে ব্যবহরন্ত্যেতান্যুরীকৃত্য গৃহাদিব ॥ ইতি ॥

তথৈবদৃষ্টং ত্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশরবাক্যং—

তত্র প্রমাণং দ্বৈপায়নেনৈতাদি ॥ ১৫ ॥

ব্যাসেতি । বাদরায়ণস্য জ্ঞানং নাকাশং অনোম্যং জ্ঞানানিতু তদংশ
ভূতানি খণ্ডাকাশানীতি তদোম্ববস্যাং সাক্ষ্যমুক্তং ।

শ্রেষ্ঠতা হইয়াছে ॥

পদ্মপুরাণে যথা—

বেদব্যাসের যাহা বিদিত বস্তু, তাহা ব্রহ্মাদির জানিবার
শক্তি নাই, সকলের বিদিত বস্তু বেদব্যাস জানেন, তাহার
বিদিত বস্তু অন্যের গোচর হয় না ॥ ১৫ ॥

স্কন্দপুরাণে যথা—

ব্যাসদেবের চিন্তস্থিত আকাশ হইতে শাস্ত্রসকলের কিম-
দংশ গ্রহণ করিয়া অন্য ব্যক্তির ব্যবহার করিতেছেন, যেমন
গৃহস্থের গৃহ হইতে কিঞ্চিন্নাত্র দ্রব্য লইয়া অন্য লোকে ব্যব-
হার করে, কিন্তু সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হয় না, ইহাও তদ্রূপ
জ্ঞানিবে ॥

বিষ্ণুপুরাণে পরাশরবাক্যে এই প্রকার দৃষ্ট হয়, যথা—

ততোহিত্র মৎস্তুতো ব্যাসঃ অষ্টাবিংশতিমেহন্তরে ।
 বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা ব্যতজ্জং প্রভুঃ ।
 যথাতু তেন বৈ ব্যস্তা বেদব্যাসেন ধীমতা ।
 বেদাস্তথা সমস্তৈস্তৈর্ব্যাসৈরনৈ্যস্তথা ময়া ।
 তদনেনৈব ব্যাসানাং শাখাভেদান্ দ্বিজোত্তম ।
 চতুষ্টুর্গেষু রচিতান্ সমস্তেষ্ববধারণয় ॥
 কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুং ।
 কোহন্যো হি ভুবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃন্তবেৎ ॥ ইতি ॥
 স্কন্দএব ॥

ততোহিত্র মৎস্তুত ইত্যাদৌচ ব্যাসান্তরেভাঃ পারাশর্যাসোমশ্রবণমহোৎকর্ষঃ ॥

পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজগুহ্য মৈত্রেয় ! অনন্তর আমার
 পুত্র ব্যাস এই বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুষ্টুর্গে এক
 বেদকে চতুষ্পাদ করিয়া চারিপ্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন ।

ঐ ধীমান্ বেদব্যাস যদ্রূপ বেদসকলকে বিস্তার করিয়া-
 ছেন, তদ্রূপ অগ্ন্যাণ্ড ব্যাসরূপী ঋষিকর্তৃক ও আমি যে পরাশর
 আমাকর্তৃক চারিযুগে বিস্তৃত বেদসকলের যে শাখাভেদ
 রচিত হইয়াছে, তৎসমুদায় যে ঐ বেদব্যাসেন কৃত তাহা
 অবধারণ কর । হে মৈত্রেয় ! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে প্রভু
 নারায়ণ বলিয়া জানিও, কেন না পৃথিবীর মধ্যে অগ্নি এমন
 কে আছে যে, মহাভারত রচনা করিতে সমর্থ হইবে ? ॥ •

স্কন্দপুরাণেও বলিয়াছেন—

নারায়ণাদ্বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগে স্থিতং ।
 কিঞ্চিদদৃশ্বথা জাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেহখিলং ।
 গৌতমশ্চ ঋষেঃ শাপাজ্ জ্ঞানে ত্রজ্ঞানতাং গতে ॥
 সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্রপুরুষসরাঃ ।
 শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণমনাময়ং ।
 তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্যাস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।
 অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাং ।
 উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদান্নুজ্জহার হরিঃ স্বয়ং । ইতি ।

নারায়ণাদিত্যাদৌ চেশ্বরং প্রক্ষুটমুক্তং । গৌতমস্যাপাদিত্যাদৌ পুরো-
 পন্নিতাধানার্যশিগৌতমো মহতি ছুর্ভিক্ষে বিপ্রানভোজয়ং, অথ হুর্ভিক্ষে
 গন্তকামান্ তান্ হঠেন নাবাসয়ং, তেচ মায়াশিখিতায়া গোগৌতমস্পর্শেন
 মৃত্যয়া হত্যানুক্তা গতাঃ । ততঃ কৃতপ্রাশ্চিত্তোহপি গৌতমশ্চায়াঃ বিজ্ঞায়
 শপাৎ । ততশ্চেষাং জ্ঞানলোপ ইতি বারাহে কথান্তি ।

সত্যযুগে নারায়ণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া সম্পূর্ণ
 ভাবে অবস্থিত ছিল । ত্রেতাযুগে তাহাই কিঞ্চিৎ বৈষম্য
 ভাবপ্রাপ্ত হয়, পরে দ্বাপরে সমগ্রই বিনষ্ট হইয়াছিল । অনন্তর
 গৌতম ঋষির শাপে জ্ঞান অজ্ঞানত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ বিনষ্ট হইলে
 দেবতাসকল জ্ঞানশূন্য হইয়া ব্রহ্মা ও রুদ্রকে অগ্রবর্তি করতঃ
 শরণাগত প্রতিপালক অনাময় নারায়ণের শরণাগত হইলেন,
 এবং তাঁহাকে সকল অবস্থা নিবেদন করিলে ভগবান্ পুরুষো-
 ত্তম হরি মহাযোগী ব্যাসরূপে পরাশর হইতে সত্যবতীতে
 অবতীর্ণ হইয়া উৎসন্ন বেদসকলকে স্বয়ং উদ্ধার করিয়াছিলেন ।

বেদশব্দেনাত্ত পুরাণাদিহয়মপি গৃহ্যতে । তদেবমিতি-
 হাসপুরাণবিচার এব শ্রেয়ানিতি সিদ্ধং । অত্রোপি পুরাণ-
 স্যৈব গরিমা দৃশ্যতে । উক্তং হি নারদীয়ে ।
 বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে ।
 বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্কে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ।
 পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্থ্যক্‌যোনিমবাপুয়াৎ ।
 হৃদান্তোহপি স্মৃশান্তোহপি ন গতিং কাচিদাপ্নুয়াদिति ॥১৬॥
 স্কান্দে প্রভাসখণ্ডেচ ।

অধিকমিতি নিঃসন্দেহত্বাদিতি বোধ্যঃ । অত্রোপি কৃত্বা অবজ্ঞায় ॥ ১৬ ॥

এ স্থলে বেদশব্দে ইতিহাস ও পুরাণকে গ্রহণ করিতে
 হইবে । অতএব ইতিহাস ও পুরাণ এই দুইয়ের বিচারই
 শ্রেয়ঃ ইহাই সিদ্ধ হইল । কিন্তু তন্মধ্যে পুরাণেরই গৌরব
 দেখা যাইতেছে ॥

এই বিষয় নারদপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা—

মহাদেব পার্শ্বতীকে কহিলেন, হে বরাননে ! আমি
 বেদার্থ হইতে পুরাণার্থকেই অধিক করিয়া মান্য করি । কেন
 না পুরাণসকল বেদেই সম্মিবেশিত হইয়া রহিয়াছে, ইহাতে
 কোনই সংশয় নাই । হে দেবি ! যে ব্যক্তি পুরাণকে অমান্য
 করে তাহার তির্থ্যক্‌যোনি প্রাপ্তি হয়, সে যদি জিতেন্দ্রিয় ও
 স্মৃশান্তও হয় তথাপি সে কোন স্থানে গতি প্রাপ্ত হয় না ॥১৬॥

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডেও যথা—

বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ ।

বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বৈ পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ॥

বিভেত্যল্লশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি ।

ইতিহাসপুরাণৈস্ত্ব নিশ্চলোহয়ং কৃতঃ পুরা ।

যম্ম দৃষ্টং হি বেদেষু তদৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ ।

উভয়োর্মম দৃষ্টং হি তৎ পুরাণৈঃ প্রণীয়তে ।

যো বেদ চতুরো বেদান্ সান্ধোপনিষদো দ্বিজাঃ ।

পুরাণং নৈব জানাতি নচ স স্যাৎচিচ্চক্ষণঃ । ইতি ॥

বেদবদিতি । পুরাণার্থা বেদবৎ সর্বদম্মত ইত্যর্থঃ । নহু পণ্ডিতৈঃ
কৃতাবেদভাব্যাবদর্থে গ্রাহ ইতি চেত্তদাহ বিতেতি ইতি । অক্লতে ভাষ্যে
সিদ্ধে কিং তেন কৃত্রিমেনেতি ভাবঃ । অথেন্তি । অসন্দিগ্ধার্থতয়া পুরাণানা-

হে দ্বিজোত্তমগণ ! বেদের ন্যায় পুরাণার্থকে নিশ্চল
করিয়া মানি, যে হেতু বেদসকল পুরাণে প্রতিষ্ঠিত রহি-
য়াছে, ইহাতে কোন সংশয় নাই । অল্প জ্ঞানশালি জনের
নিকট হইতে বেদ এই বলিয়া ভয় করেন যে, এ ব্যক্তি
আমাকে চালনা করিবে, একারণ পূর্বকালে ইতিহাস ও
পুরাণসকল বেদকে নিশ্চল করিয়াছেন ॥

হে দ্বিজগণ ! বেদে যাহা দৃষ্ট হয় না, তাহা স্মৃতিসকলে
দেখা যায়, বেদ ও স্মৃতিতে যাহা অবলোকিত হয় না, তাহা
পুরাণে পরিকীর্তিত হইয়াছে ।

হে দ্বিজসকল ! যে ব্যক্তি সান্ন ও উপনিষদের সহিত
চারি বেদ অবগত আছেন, কিন্তু পুরাণ অবগত নহেন তাঁহাকে
বিচক্ষণ বলা যাইতে পারে না ॥

অথ পুরাণানাং প্রামাণ্যে স্থিতেহপি তেষামপি সম্প্রতি
সামন্ত্যেনাপ্রচরজ্ঞপত্নানাদেবতাপ্রতিপাদকপ্রায়হাদ-
র্বাচীনৈঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধিভিরর্থো দুঃখিগম ইতি তদবস্থ এব
সংশয়ঃ । যদুক্তং মাৎস্যে ।
পঞ্চাঙ্গং পুরাণং স্যাদাখ্যানমিতরং স্মৃতং ।

মেব প্রামাণ্যে প্রমাণরূপে ইত্যর্থঃ । অর্বাচীনৈঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধিভিরিতি । যত
বিভূতরোহপীদৃশঃ স হরিরেব সর্বশ্রেষ্ঠ ইতি তদৈকার্থ্যং । বেদে রামায়ণে চৈব
পুরাণে ভারতে তথা । আদ্যবস্তেচ মধোচ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে । ইতি । হরি-

এইরূপে পুরাণ সকলের প্রামাণ্য অবস্থিত হওয়াতেই,
সম্প্রতি ঐ সকল পুরাণ সম্যক্রূপে প্রচলিত না থাকায় এবং
প্রায় নানাদেবতাপ্রতিপাদন করায় অর্বাচীন ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোক-
সকলের পুরাণার্থ দুর্বোধ্য অর্থাৎ তাহারা পুরাণের অর্থ
বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের তদবস্থ অর্থাৎ পূর্বো-
ক্তির সহিত সংশয় হয় ॥

মাৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা—

যাহাতে পঞ্চাঙ্গ * আছে তাহার নাম পুরাণ, তন্নিম্ন অষ্টকে
আখ্যান অর্থাৎ ইতিহাস বলিয়া স্মরণ করিয়াছেন । সাংখ্যিক

* “সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাগিচ ।

বংশাহুচরিতকৈতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণমিতি ॥”

অস্বার্থঃ । সর্গ, প্রতিসর্গ অর্থাৎ ব্রহ্মার সৃষ্টি, লক্ষাদি প্রজাপতি
দিগের সৃষ্টি, বংশ, মন্বন্তর ও বংশাহুচরিত এই পঞ্চাঙ্গবিশিষ্টের নাম পুরাণ ।

সাত্ত্বিকেবুচ কল্পেষু মহাত্ম্যামধিকং হরেঃ ।

রাজসেবুচ মহাত্ম্যামধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ ।

তদ্বদ্যেশ্চ মহাত্ম্যং তামসেযু শিবস্যচ ।

সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে ॥ ইতি ॥

অত্রাগ্নেঃ তত্ত্বমৌ সম্পাদ্যস্য তত্ত্বদ্ব্যস্তস্যোত্যর্থঃ ।

শিবস্য চেতি চকারাৎ শিবায়াম্ । সঙ্কীর্ণেষু সত্ত্বরজ-

স্তমোময়েষু বহুযু কল্পেষু সরস্বত্যা নানাবাণ্যাত্মকতদুপ-

লক্ষিতায়া নানাদেবতয়া ইত্যর্থঃ । পিতৃণাং কর্ম্মণা

পিতৃলোক ইতি স্থিতেস্তৎপ্রাপককর্ম্মণামিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

বংশোক্তমজানদ্বিরিত্যণঃ ॥ ১৭ ॥

139567

শাস্ত্রসকলে হরিমাহাত্ম্য অধিক, রাজসশাস্ত্র সকলে ব্রহ্মার
মাহাত্ম্য অধিক, তামস শাস্ত্রসকলে অগ্নি ও শিবের মাহাত্ম্যই
অধিক, তথা সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রসকলে সরস্বতী ও পিতৃলোকের
মাহাত্ম্য অধিক । 139567

তাৎপর্য্য । এই উল্লিখিত বচনে যে অগ্নির মাহাত্ম্য
অধিক বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই, সেই সেই অগ্নিসম্পাদ্য
যজ্ঞসকলের, “তথা শিবস্যচ” এই বাক্যে চকারপ্রয়োগ হেতু
শিবা অর্থাৎ দুর্গারও মাহাত্ম্য অধিক জানিতে হইবে । অপর,
“সঙ্কীর্ণেষু” অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোময় বহুশাস্ত্র সকলে সরস্বতীর
অর্থাৎ নানা বাক্যদ্বারা উপলক্ষিত নানাদেবতার মাহাত্ম্য
অধিক, তথা পিতৃলোকপ্রাপক শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মের মাহাত্ম্য
অধিক ॥ ১৭ ॥

তদেবং সতি তত্ত্বংকল্পকথাময়ত্বেনৈব মাৎস্য এব
প্রসিদ্ধানাং তত্ত্বংপুরাণানামপি ব্যবস্থা জ্ঞাপিতা । তার-
তম্যাস্তু কথং স্যাৎ যেনেতরনির্ণয়ঃ ক্রিয়তে । সত্বাদি-
তারতম্যো নৈবেতি চেৎ । সত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানমিতি,
সত্বং যদ্বন্ধ দর্শনমিতি চায়াৎ সাত্ত্বিকমেব পুরাণাদিকং
পরমার্থজ্ঞানায় প্রবলমিত্যায়াতং । তথাপি পরমার্থেইপি
নানাভঙ্গ্যা বিপ্রতিপদ্যমানানাং সমাধানায় কিং স্যাৎ ।
যদিচ সর্বস্যাগীতিহাসস্য পুরাণস্য চার্খনির্ণয়য়ি তেনৈব

তদেবমিতি । মাৎস্য এবেতি । পুরাণসম্বাদিতদানফলকণনাঙ্কিতে অধ্যায়ে
ইতি বোধঃ । তারতম্যমিতি অপকর্ষোৎকর্ষরূপং । যেনেতরসোৎকৃষ্টেণ
পুরাণস্য নির্ণয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ । সাত্ত্বিকপুরাণমেবোৎকৃষ্টমিতি ভাবেন স্ব-
মাহ সত্বাদিতি । পৃচ্ছতি তথাগীতি । পরমার্থনির্ণয়ায় সাত্ত্বিকশাস্ত্রাঙ্গীকারে-

এইরূপ ব্যবস্থা উপস্থিত হইলে সেই সেই শাস্ত্রের বাক্য-
ময়ত্বদ্বারা মৎস্য পুরাণেও সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক বলিয়া
প্রসিদ্ধ সেই সেই পুরাণসকলেরও ব্যবস্থা বোধ করাইয়াছেন ।

অহে ! যদ্বারা ইতর বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে এই-
রূপে পুরাণসকলের তারতম্য হইল কেন ? যদি বল সত্বাদি-
গুণত্রয়ের তারতম্যবশতঃ হইয়াছে, তাহা হইলে “সত্ব হইতে
জ্ঞান জন্মে ও সত্ব হইতে ব্রহ্ম দর্শন হয়” এই ন্যায় প্রযুক্ত
সাত্ত্বিক পুরাণাদিই পরমার্থজ্ঞানের নিমিত্ত । ইহাই ফলিতার্থ
উপস্থিত হইল । তথাপি পরমার্থেও নানা ভঙ্গিদ্বারা বিকৃত
সিদ্ধান্তকারিদিগের সমাধানের নিমিত্ত, কি হইবে । যদিচ

শ্রীভগবতা শ্রীবেদব্যাসেন ব্রহ্মসূত্রং কৃতং তদবলোকনে-
নৈব সৰ্ব্বার্থো নির্ণেয় ইত্যাচ্যতে তর্হি নানাসূত্রকারমুন্যনু-
গতৈর্মন্যোত । কিক্ষাত্যন্তুগূঢ়ার্থানামল্লাঙ্করাণাং তৎ-
সূত্রানামন্যার্থত্বং কৈশ্চিদাচক্ষীত, ততঃ কতরদিবাত্র সমা-
ধানং । তদেবং সমাধেয়ং । যদ্যেকতমমেব পুরাণলক্ষণ-
মপৌরুষেয়ং শাস্ত্রং সৰ্ব্বেবেদেতিহাসপুরাণানামর্থসারঃ
ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যঞ্চ ভবদ্ ভুবি সম্পূর্ণপ্রচরদ্রুপং স্যাৎ ।

২পীতার্থঃ । নানাভঙ্গ্যাদি, সন্তগং নিস্তগং জ্ঞানগুণকং জড়মিত্যাদিকং কুটিল-
যুক্তিকদর্শনৈরনিক্রপয়তামিতিত্বার্থঃ । নানাসূত্রকার্যেতি গোতমাদ্যনুসারিত্বিত্তিতিত্বার্থঃ
নহু ব্রহ্মসূত্রশাস্ত্রে স্থিতে কাপেক্ষা তদন্যসূত্রানামিতি চেত্তদ্বাহ । কিক্ষা-
ত্যন্তেতি । পৃষ্টঃ গ্রাহ তদেবেতি । ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যমিতি । যেন ব্রহ্মসূত্রং

ইতিহাস ও পুরাণসমূহের অর্থনির্ণয় নিমিত্ত সেই শ্রীভগবান্
বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার অবলোকনদ্বারা
সমুদায় অর্থ নির্ণয় হইবে বল, তাহা হইলে অন্য সূত্রকার
মুনিদিগের অনুগত শিষ্যেরা তাহা মানিবে না । অপিচ স্বল্লা-
ঙ্কর বশতঃ অত্যন্ত গূঢ়ার্থ যে ব্যাসসূত্র কেহ কেহ তাহার
অন্য প্রকার অর্থ করেন ॥

অতএব এ স্থলে কিরূপ সমাধান কর্তব্য তাহাই বিবেচনা
কর্তব্য ।

আর যদি কোন সর্বোত্তম পুরাণরূপ অপৌরুষেয় শাস্ত্র,
যাহা সমুদায় বেদান্ত, ইতিহাস ও পুরাণসকলের সারার্থ এবং
ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য স্বরূপ পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত
থাকে, তবে তাহার দ্বারাই সমাধান করুন ।

সত্যমুক্তং । যত এবচ সৰ্ব্বপ্রমাণানাং চক্রবৰ্ত্তিভূতমস্ম-
দভিমতং শ্রীমদ্ভাগবতসেবোদ্ভাবিতং ভবতা ॥ ১৮ ॥

যৎ খলু সৰ্ব্বং পুরাণজাতমাবির্ভাব্য ব্রহ্মসূত্রঞ্চ প্রণী-
য়াপ্যপরিভূষ্টেন তেন ভগবতা নিজসূত্রাণামকৃত্রিমভাষ্য-
ভূতং সমাধিলক্ষ্যমাবির্ভাবিতং, যস্মিন্নেব সৰ্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো
দৃশ্যতে, সৰ্ববেদার্থসূত্রলক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবৰ্ত্তিত-
ত্বাৎ ॥ তথাহি তস্মৈ স্বরূপং মাংস্যো—

দ্বিয়ার্থং স্যাৎ ইত্যর্থঃ । পৃষ্টস্য হৃদগতং ক্ষুণ্ণয়তি সত্যমুক্তমিত্যাদিনা ॥ ১৮ ॥

শ্রীভাগবতং স্তোতি যৎ ধৰিত্যাदि । অপরিভূষ্টেনেতি । পুরাণজাতং ব্রহ্ম-
সূত্রেণ ভগবৎপারমৈশ্বৰ্য্যমাধুষ্যায়োঃ সন্ধিস্থতয়া গূঢ়তয়া চোক্তেন্তত্র তত্র
চাপরিতোষঃ শ্রীমদ্ভাগবতেতু তয়োত্তরিলক্ষণতয়োক্তেন্তত্র পরিতোষ ইতি

সত্য বলিয়াছ । যেহেতু তুমি আমাদের অভিমত সমু-
দায় প্রমাণের শ্রেষ্ঠতম শ্রীমদ্ভাগবতকেই প্রকাশ করিয়া
দিলে ।

ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস সমুদায় পুরাণ প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মসূত্র
প্রণয়ন করিয়াও অপরিভূষ্টচিত্তে নিজকৃত বেদান্তসূত্রসকলের
অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ সমাধিলক্ষ্য যে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ
করিয়াছেন, তাহাতেই সৰ্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় অর্থাৎ একত্রে
সম্মিবেশ দেখা যাইতেছে, যেহেতু সকল বেদের অর্থের সূত্র
লক্ষণস্বরূপ গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া ঐ শ্রীমদ্ভাগবতের
প্রবর্ত্তি হয় ॥

উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ যথা—মাংস্যপুরাণে,

যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্মবিস্তরঃ ।

ব্রতাস্ত্রবদোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে ।

লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাক্লেমসিংহসমম্বিতং ।

প্রার্থপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং স য়তি পরমাং গতিং ॥

অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎপ্রকীর্তিতমিতি । অত্র
গায়ত্রীশব্দেন তৎসূচকতদব্যভিচারিধীমহিপদসম্বলিত-
তদর্থ এবম্ব্যতে । সর্কেষাং মন্ত্রনামাদিরূপায়াস্তস্যঃ
সাক্ষাৎ কথনাইহাৎ । তদর্থতাচ জন্মাদ্যস্য যতঃ, তেনে

বোধ্যঃ । তদর্থতা গায়ত্রার্থতা । সচ ভগবদ্যানাদিলক্ষণ ইতি বিশুদ্ধভক্তিমার্গ-
বোধক ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

যাহাতে গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া বিস্তররূপে ধর্ম
বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহা ব্রতাস্ত্র বধের বর্ণনা তাহাকেই
ভাগবত বলে । যে ব্যক্তি ঐ শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়া ভাদ্রমাসের
পূর্ণিমার দিবস স্বর্ণসিংহাসনে স্থাপনপূর্বক দান করেন, তিনি
পরমা গতি প্রাপ্ত হইবেন । উক্তপুরাণই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে
পরিকীর্তিত হইয়াছেন ॥

এ স্থলে গায়ত্রীশব্দে গায়ত্রীসূচক অব্যভিচারী “ধীমহি”
পদসম্বলিত গায়ত্রীর অর্থই পণ্ডিতগণ ইচ্ছা করেন । কারণ
সকল মন্ত্রের আদিরূপা যে গায়ত্রী, তাহা সাক্ষাৎ ভাবে লেখা
উচিত নহে, এজন্য তাহার অর্থই “জন্মাদ্যস্য যতঃ ।” এই
বাক্যে অর্থাৎ যাহা হইতে এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ
হইতেছে এবং “তেনে ব্রহ্ম হৃদা” এই বাক্যে অর্থাৎ যিনি

ব্রহ্ম হৃদেতি সর্বলোকাশ্রয়বুদ্ধিবৃত্তিপ্রেরকত্বাদিসাম্যা-
 ধর্মবিস্তার ইত্যত্র ধর্মশব্দঃ পরমধর্মপরঃ । ধর্মঃ প্রোজ্জি-
 তকৈতবোহত্র পরম ইতি তত্রৈব প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ । সচ
 ভগবদ্ব্যনাদিলক্ষণ এবোতি পুরস্তাদ্ব্যক্তীভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥
 এবং স্কান্দে প্রভাসথণ্ডেচ । যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীমিত্যাदि ।
 সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্মার্যরামরাঃ ।
 তদ্বৃ্ত্তান্তোদ্ভবং লোকে তচ্চ ভাগবতং স্মৃতং ॥

ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন, উক্ত এই দুই বাক্যে
 সর্বলোকের আশ্রয়ত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরকত্বের সাম্যাহেতু
 ধর্মবিস্তার এই পদে ধর্মশব্দের অর্থ পরমধর্মপর ।

এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে “ধর্মঃ
 প্রোজ্জিতকৈতবোহত্র পরমঃ” এই দ্বিতীয় শ্লোকে প্রতিজ্ঞা
 থাকায় ধর্মশব্দে পরমধর্ম কীর্তন করিয়াছেন, ঐ ধর্ম ভগ-
 বদ্ব্যনাদিস্বরূপ, ইহা অগ্রে ব্যক্ত হইবে ॥ ১৯ ॥

এইরূপ স্কন্দপুরাণের প্রভাসথণ্ডেও বলিয়াছেন—

“যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীঃ” ইত্যাদি শ্লোকে । অর্থাৎ যাহাতে
 গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া ইত্যাদি । অপর সারস্বত কল্পের
 অর্থাৎ যজুর্বেদের একদেশের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, যে
 সকল নর দেবতাস্বরূপ, এই লোকে তাঁহাদিগের চরিতোৎ-

লিখিত্বা তচ্চেত্যাदि । অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎ
প্রকীৰ্ত্তিতমিতি । তদেবমগ্নিপুৰাণেচ বচনানি বৰ্ত্তন্তে
টীকাকৃষ্টিঃ প্রমাণীকৃতে পুরাণান্তরেচ ।

এছোহষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ ।

হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্তবধস্তথা ।

গায়ত্র্যাচ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ ।

অত্র হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যেতি বৃত্তবধসাহচর্য্যেণ নারায়ণ-
বর্নম্বেবোচ্যতে । হয়গ্রীবশব্দেন ছত্রাশ্বশিরা দধীচিরেব

এহ ইত্যাদৌ হয়গ্রীবাদিশব্দয়োত্রীক্টিঃ নিরাকুর্কন্ ব্যাচষ্টে অত্র হয়গ্রীব-

পন্নই ভাগবত বলিয়া স্থত হইয়াছে । তৎপরে “লিখিত্বা তচ্চ”
ইত্যাদি শ্লোকে অর্থাৎ ঐ ভাগবত লিখিয়া যে ব্যক্তি দান
করে । তাহার পর বলিয়াছেন যাহা অষ্টাদশসহস্র শ্লোকা-
ম্বিত পুরাণ, তাহাই ভাগবত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ।

এইরূপ অগ্নিপুৰাণেও বচনসকল রহিয়াছে । এবং টীকা-
কর্তা শ্রীধরস্বামী পুরাণান্তরের বচনদ্বারাও প্রমাণ করিয়া-
ছেন । যথা—

যে এহ অষ্টাদশসহস্র শ্লোক ও দ্বাদশস্কন্ধসম্মলিত এবং
যাহাতে হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা ও বৃত্তাস্তরের বধ বর্ণিত আছে,
পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাগবত বলিয়া জানেন ॥

উক্ত পদ্যে হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা, এই স্থলে বৃত্তাস্তরের বধ
সাহচর্য্য অর্থাৎ নৈকট্য প্রযুক্ত নারায়ণবর্নকেই বলা হই-

উচ্যতে । তেনৈব প্রবর্তিতা নারায়ণবর্ণমাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ॥
 তস্যাস্থশিরস্ত্বঞ্চ যষ্ঠে । যদ্বা অস্থশিরো নামেত্যত্র প্রসিদ্ধং
 নারায়ণবর্ণমণো ব্রহ্মবিদ্যাস্বঞ্চ ।
 এতচ্ছ্রুত্বা তথোবাচ দধ্যাঙ্ণাধর্ষণস্তয়োঃ ।
 প্রবর্গ্যং ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ সংকৃতোহসত্যশঙ্কিতঃ ॥
 ইতি টীকোখ্যাপিতবচনেন চেতি শ্রীভাগবতস্য শ্রীভগবৎ-
 প্রিয়ঙ্গেন ভাগবতাভীষ্টং হেনচ পরমসাত্ত্বিকং ॥

ত্যাদিনা । এতৎ কথ্যেতি । দধ্যাঙ্ণ দধীচিঃ । প্রবর্গ্যমিতি প্রাণবিদ্যাঃ । নম্র
 যাছে । আর হয়গ্রীবশব্দে অস্থমুখ দধীচি মুনিই লাভ হই-
 তেছে । কারণ ঐ দধীচি কর্তৃকই নারায়ণবর্ণমা নামক ব্রহ্ম-
 বিদ্যা প্রবর্তিত হয় ।

দধীচি মুনির অস্থশিরস্ত্ব যথা—ষষ্ঠস্কন্ধে । ৯ অধ্যায় ৫০
 শ্লোকে ॥

“যদ্বা অস্থশিরো নাম” এই শ্লোকে দধীচির অস্থশিরঃ ও
 নারায়ণবর্ণমা ব্রহ্মবিদ্যা প্রসিদ্ধ আছে ।

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—

দধ্যাঙ্ণ মুনি এই কথা শুনিয়া অসত্যভয়ে অশ্বিনীকুমার
 দিগকে অস্থমুণ্ডদ্বারা প্রবর্গ্য ও ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়া
 ছিলেন, অতএব ঐ বিদ্যা অস্থশির নামে প্রসিদ্ধ হয় ॥

অতএব শ্রীভগবানের প্রিয় ও ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবদিগের
 অভীষ্ট হওয়াতে শ্রীমদ্ভাগবত পরমসাত্ত্বিক হইয়াছেন ॥

যথা পাদ্মে অম্বরীষং প্রতি গোতমপ্রশ্নঃ—

পুরাণং ত্বং ভাগবতং পঠসে পুরতো নরঃ ।

চরিতং দৈত্যরাজস্য প্রহ্লাদস্যচ ভূপতে ।

তত্রৈব ব্যঞ্জলীমাহাশ্বে তস্য তপ্তিস্পৃগদেশঃ ।

রাত্রৌতু জাগরঃ কার্য্যঃ শ্রোতব্যা বৈষ্ণবী কথা ।

গীতা নামসহস্রঞ্চ পুরাণং শুকভাষিতং ।

পঠিতব্যং শ্রবত্বেন হরেঃ সন্তোষকারণং ॥

তত্রৈবান্যত্র ৷

অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু ।

পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদিচ্ছসি ভবক্ষয়ং ॥

পাদ্মাদৌনি সাধিকানি পঞ্চ সন্ধি তৈরঙ্গ বিচার ইচ্ছি চেত্তত্রাহ শ্রীমদिति ।

এতত্ত পরমসাধিকহে পাদ্মাদিবচনাহ্লাদাহরতি পুরাণং স্বমিত্যাदिना ।

যথা পদ্মপুরাণে অম্বরীষের প্রতি গোতমের প্রশ্ন ॥

হে রাজন্ ! তুমি কি ভগবান্ হরির অগ্রে ভাগবত পুরাণ ও দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের চরিত্র পাঠ করিতেছ ? ॥

ঐ পদ্মপুরাণে অম্বরীষের প্রতি গোতমের উপদেশ যথা ॥

রাজন্ ! রাত্রিতে জাগরণ, বিষ্ণুসম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ এবং গীতা, সহস্রনাম তথা শুকভাষিত পুরাণ হরিসন্তোষ নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক পাঠ করা কর্তব্য ॥

উক্ত পুরাণের অন্যস্থানে বলিয়াছেন ।

হে অম্বরীষ ! যদি সংসারক্ষয় করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে নিত্য শুকভাষিত ভাগবত শ্রবণ, অথবা স্বীয় মুখেপাঠ কর ॥

স্কান্দেপ্রহ্লাদসংহিতায়াং দ্বারকামাহাত্ম্যে—

শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে হরিসম্মিধৌ ।

জাগরে তংপদং যাতি কুলবৃন্দসমম্বিতঃ ॥ ২০ ॥

গারুড়েচ পূর্ণঃ সৌহৃদমতিশয়ঃ ।

অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্গয়ঃ ।

গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ।

পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাৎভগবতোদিতঃ ।

দ্বাদশশ্লোকযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ ।

কুলবৃন্দেতি । তৎকর্তৃকশ্রবণমহিমা তৎকুলজ্ঞচ হরিপদলাভ ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

গারুড়বচনৈশ্চ পরমসাত্ত্বিকত্বং বাঞ্ছয়ন্ত ব্রহ্মসূত্রাদ্যর্থনির্গায়কত্বং শুণুমাংস
অর্থোহয়মিতি । গারুড়বাক্য পদানিবাচ্যে ব্রহ্মসূত্রাদ্যর্থমিত্যাदिना । তন্মা

স্কন্দপুরাণেয় প্রহ্লাদসংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যে যথা—

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক হরিবাসরজাগরণে হরিসম্মিধানে
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তিনি কুলসমূহের সহিত হরিধাম
প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২০ ॥

গারুড়পুরাণেও এই শ্রীমদ্ভাগবতকে পূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন যথা ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক পুরাণ বেদান্তসূত্রের অর্থ, মহা-
ভারতের অর্থের নিশ্চয়কারক, গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ, সমস্ত
বেদার্থে পরিবর্জিত, সমুদায় পুরাণের মধ্যে সামবেদভূত্যা,
সাক্ষাৎ ভগবৎকর্তৃক কথিত, দ্বাদশশ্লোকসমম্বিত, শতবিচ্ছেদ-

এছোহ্‌ষট্‌দশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধ ইতি ॥

ব্রহ্মসূত্রাগামর্থস্তেষামকৃত্রিমভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ ।

পূর্বে সূক্ষ্মত্বেন মনস্যবিভূতং তদেব সংক্ষিপ্য
সূত্রত্বেন পুনঃ প্রকটিতং । পশ্চাদ্বিস্তীর্ণত্বেন সাক্ষাৎ
শ্রীভাগবতরূপমিতি । তস্মাত্তদভাষ্যভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্
সত্যর্থাটীনমন্তদন্তদভাষ্যং স্বস্বকপোলকল্পিতং তদনুগত-
মেবাদরণীয়মিতি গম্যতে ।

তদ্ব্যযোক্তাদি । অত্বেষ্যবাচ্যচরিতমাধুনিকং ভাষ্যং তদনুগতং শ্রীভাগ-
বতাবিরুদ্ধমেব জ্ঞাতবাং, তদ্বিরুদ্ধং শঙ্করভট্টপ্রাসঙ্গাদিরচিতং ভেদমিত্যর্থঃ ।

সংযুক্ত ও অষ্টাদশসাহস্র শ্লোকবিশিষ্ট হইয়াছেন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রসকলের অর্থ, এই বাক্যের তাৎপর্য
শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তসূত্রসকলের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ ।

যাহা পূর্বে সূক্ষ্মরূপে মনোমধ্যে আবিভূত হইয়াছিল,
তাহাই পুনর্বার সঙ্ক্ষেপে সূত্ররূপে প্রকটিত হয়, পশ্চাৎ
তাহাই আবার বিস্তীর্ণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতনামে আবিভূত হইয়া-
ছেন ॥

অতএব বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ সেই শ্রীমদ্ভাগ-
বত বিদ্যমান থাকিতে আধুনিক অত্যাশ্রয় ভাষ্যসকল স্বীয় স্বীয়
কপোলকল্পিতপ্রযুক্ত তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া তদনুগত
অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত মতকেই আদর করিবে, ইহাই
বোধগম্য হইতেছে ॥

ভারতার্থবিনির্গয়ঃ—

নির্গয়ঃ সর্বশাস্ত্রাণাং ভারতং পরিকীর্তিতং ।

ভারতং সর্ববেদাশ্চ তুলামারোপিতা পুরা ।

দেবৈব্রহ্মাদিভিঃ সর্বৈষাংষিভিঃ সমন্বিতৈঃ ।

ব্যাসসৌবাজ্জয়া তত্র স্থরিচ্যত ভারতং ।

মহত্ত্বাদ্ভারবদ্ধাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে ।

ইত্যাছু্যক্তলক্ষণস্য ভারতস্যার্থবিনির্গয়ো যত্র সঃ ।

শ্রীভগবত্যেব তাৎপর্যং তস্যাপি । তদুক্তং মোক্ষধর্মে

নারায়ণীয়ে শ্রীবেদব্যাসং প্রতি জনমেজয়েন ।

ভারতাত্তেতি পদং ব্যাকুর্লন ভারতবাক্যোনৈব ভারতস্বরূপং দর্শয়তি নির্গয়ঃ
সর্গেতি । ভারতং কি তাৎপর্য্যকমিত্যাহ শ্রীভগবতোবেতি । তস্য ভারত-

শ্রীমদ্ভাগবতকে ভারতার্থবিনির্গয়, এই যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই যে । ভারতসকল শাস্ত্রের নির্ণয়রূপে পরিকীর্তিত হইয়াছেন । তাহার কারণ এই যে, পূর্বে ব্যাসদেবের আজ্ঞায় ব্রহ্মাদিদেব এবং ঋষিসকল একত্রে মিলিত হইয়া ভারত ও সমুদায় বেদকে তুলায় আরোহণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ঐ বেদাদিসকল হইতে মহাভারত অতিরিক্ত হইলেন, অতএব মহত্ত্ব ও ভারবদ্ধপ্রযুক্ত ভারতের মহাভারত বলিয়া আখ্যা হইয়াছে ।

এইরূপ গৌরববিশিষ্ট ভারতের অর্থনির্গয় যাহাতে আছে, এমত শ্রীভাগবতের ভগবানেই তাৎপর্য্য ।

এই বিষয় মোক্ষধর্মের নারায়ণীয়ে

ইদং শতসহস্রাদ্বি ভারতাখ্যানবিস্তরাৎ ।
 আম্রদ্য মতিমহেন জ্ঞানোদধিমমুত্তমং ।
 নবনীতং যথা দগ্নো মলয়াচ্চন্দনং যথা ।
 আরণ্যং সর্ববেদেভ্য ঔষধীভ্যোহমৃতং যথা ।
 সমুদ্রতমিদং ব্রহ্মন্ কথামৃতমিদং তথা ।
 তপোনিধে ত্বয়োক্তং হি নারায়ণকথাশ্রয়মিতি ॥ ২১ ॥
 তথাচ তৃতীয়ে ॥
 মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদগুণানাং

সাপীত্যর্থঃ । ভারতস্য ভগবন্তাংপর্যাক্ষে নারায়ণীয়বাক্যমুদাহরতি । ইদং
 শতত্যাди ॥ ২১ ॥

নমু শ্রীভাগবতস্য ভারতার্থনির্ণায়কত্বং কথং প্রতীতমিতি চেত্তরাহ । তথা

ব্যাসদেবের প্রতি জনমেজয়ের উক্তি যথা—

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যেমন দধি হইতে নব-
 নীত, মলয় হইতে চন্দন, বেদসকল হইতে আরণ্যক উপনিষৎ
 এবং ঔষধিসকল হইতে অমৃত উদ্ধৃত হয়, তাহার স্থায় হে
 তপোনিধে! আপনি শতসহস্রশ্লোকে বিস্তৃত ভারতাখ্যান
 হইতে জ্ঞানসমুদ্র-মস্থন করিয়া অতু্যন্তম নারায়ণকথাশ্রিত এই
 শ্রীমদ্ভাগবত উদ্ধৃত করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা—তৃতীয়স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১২
 শ্লোকে ॥

বিহুর্ মৈত্রেয় মুনিকে কহিলেন, হে মহাত্মন্! আপনাঃ

সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ ।

যস্মিন্ নৃণাং গ্রাম্যসুখানুবাদৈ-

মতি গৃহীতানু হরেঃ কথায়ামিতি ॥

হেমাদ্রেত্র তথগে ।

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবক্ষুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা ।

কর্মশ্রেয়সি মৃত্যুনাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ ।

ইতি ভারতমাখ্যানং রূপয়া মুনিরা কৃতং ।

হুতৌ ইতি । মুনিরিতি মৈত্রেয়ঃ প্রাত বিজ্জরোক্তিঃ । তে মৈত্রেয়স্য গুরু
পুত্রহাং সখা কক্ষো ব্যাসঃ । গ্রাম্যগৃহিৎকর্তব্যাদিলক্ষণা বাবহারিকী
মুখিকগৃহগোমায়ুদুষ্টাষ্টোপেতাচ কথ্য । তত্ত্বং স্বার্থকৌতুককথাশ্রবণায় ভারত
সদসি সমাগতানাং নৃণাং শ্রীগীতাदिশ্রবণেন হরৌ মতিগৃহীতা সাদৃশ্য
তৎকথানুবাদ এব বস্তুতো ভগবৎপরমেব ভারতমিতি শ্রীভাগবতেন

সখা মহর্ষি বেদব্যাসও ভগবানের গুণ বর্ণন মানসেই মহা-
ভারত রচনা করেন তাহাতে অর্থ কামাদিরও বর্ণন আছে সত্য,
কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য এই যে, গ্রাম্য সুখানুবাদ দ্বারা বিষয়-
লুক্ক মনুষ্যদিগের মতি ভগবানের কথায় নীত হইয়াছে ॥

হেমাদ্রেত্র ততথগে যথা ॥

শৌনকাদি ঋষিগণকে সূত কহিলেন ব্রহ্মন্ ! স্ত্রী, শূদ্র ও
নিম্নিত ব্রাহ্মণাদির বেদে অধিকার নাই অতএব শ্রেয়ঃ
সাধন কর্মমার্গে মৃত ঐ সকল লোকের কি রূপে নিস্তার
হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ ঋষি বেদব্যাস রূপা পূর্ব্বক
তাহাদের নিমিত্ত মহাভারত আখ্যান রচনা করিলেন ॥

ইতি বাক্যং শ্রীভাগবতীয়ত্বেনোথাপ্য ভারতস্য বেদাঃ
তুল্যত্বেন নির্ণয়ঃ কৃত ইতি তন্মতানুসারেণ ত্বং ব্যাখ্যেয়ং
ভারতার্থস্য বিনির্ণয়ো বেদার্থতুল্যত্বেন বিশিষ্য নির্ণয়ে
যত্নেতি । যস্মাদেবং ভগবৎপরম্ভাস্মাদেব যত্রাধিকৃত্য
গায়ত্রীমিতি কৃতলক্ষণং শ্রীমদ্ভাগবতনামা গ্রন্থঃ শ্রীভগবৎ
পরায় গায়ত্র্যা ভাষ্যরূপোহসৌ ।

তদুক্তং যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীমিত্যাदि । তথৈবহি অ
পুরাণে । তস্য ব্যাখ্যানে বিস্তরেণ প্রতিপাদিতঃ ।

নির্ণীতমিত্যর্থঃ ।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে ।

এই বাক্য উত্থাপন করিয়া ভারতের বেদার্থ তুল্যত্বরূপে নির্ণয়
করিয়াছেন অতএব তন্মতানুসারে এইরূপ ব্যাখ্যা করিলাম

ভারতার্থের বিনির্ণয় অর্থাৎ যাহাতে বেদের তুল্যত্ব বিধ
দ্বারা বিশিষ্যরূপে নির্ণয় হইয়াছে । অতএব যখন এই প্রক
হইল তখন জন্মাদ্যস্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামি র
“যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীঃ” এই লক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবত নামক ও
ভগবৎপরায়ণা গায়ত্রীর ভাষ্য-স্বরূপ নিশ্চয় হইল ।

শ্রীধরস্বামির উক্তি যথা ।

“যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীঃ” ইত্যাদি শ্লোকে অর্থাৎ যাহা
গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া বিস্তর রূপে ধর্ম বর্ণিত হইয়া
এবং যাহা বৃত্তান্তের বধ দ্বিশিষ্ট, পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভা

তত্র তদীয়ব্যাখ্যাদিদর্শনং যথা ।

তজ্জ্যোতিঃ পরমব্রহ্ম ভগ্নস্তেজো যতঃ স্মৃতঃ ।

ইত্যারভ্য পুনরাহ ।

তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জগজ্জন্মাদিকারণং ।

শিবং কেচিৎ পঠন্তিস্ম শক্তিরূপং বদন্তি চ ।

কেচিৎ সূর্য্যং কেচিদগ্নিৎ দৈবতান্মিহোত্রিণঃ ।

অগ্নাদিরূপী বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্ম গীয়তে ইতি ।

তত্র জন্মাদ্যন্তেত্যস্ম ব্যাখ্যানঞ্চ তথা দর্শয়িষ্যতে । কঠৈশ্চ-
যেন বিভাষিতোহয়মিত্যুপসংহারবাক্যেচ তচ্ছুদ্ধমিত্যাди

বত বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন ॥

তদ্রূপ অগ্নিপুরাণে গায়ত্রীর ব্যাখ্যায় বিস্তর রূপে ভগ-
বান্কেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন ।

তাহাতে ভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যার দিগদর্শন যথা ॥

ভগবানের জ্যোতি পরমব্রহ্ম স্বরূপ, যে হেতু ভগ্নতেজ
বলিয়া স্মৃত হইয়াছে । ইত্যাদিকে আরম্ভ করিয়া পুনরায়
বলিয়াছেন । সেই জ্যোতিই ভগবান্ বিষ্ণু, তিনিই জগতের
জন্মাদির প্রতি কারণ, কোন কোন ব্যক্তি সেই জ্যোতিকে
শিব বলিয়া পাঠ করেন, কোন-ব্যক্তি তাহাকে শক্তি বলেন,
কেহ কেহ সূর্য্য, কেহ কেহ অগ্নি, কেহ কেহ অগ্নিতে হবনীয়
দেবগণ বলিয়া বর্ণন করেন । অপর অগ্নাদিরূপী বিষ্ণু বেদা-
দিতে ব্রহ্ম বলিয়া গীত হইয়াছেন ॥

এ স্থলে জন্মাদ্যস্য এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তদ্রূপ অর্থ প্রদ-
র্শন করাইব । তথা দ্বাদশস্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে ।

সমানমেবাগ্নিপুৰাণে তদ্ব্যখ্যানং ।

নিত্যং শুদ্ধং পরং ব্রহ্ম নিত্যভৰ্গমশ্বৰং ।

অহং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম ধ্যায়েমহি বিমুক্তয়ে ! ইতি ।

তত্রাহং ব্রহ্মেতি নাদেবো দেবমৰ্চ্চয়েদिति ন্যায়েন ।

যোগাত্মায় স্বস্য তাদৃক্‌স্থভাবনা দৰ্শিতা । ধ্যায়েমেত্যহং

তাবৎ ধ্যায়েয়ং মৰ্শে চ বয়ং ধ্যায়েমেত্যর্থঃ । তদেতন্ম-

তেহু মন্ত্ৰেহুপি ভৰ্গশব্দোহ্যমদন্ত এব আত্ । স্থপাঃ

স্থলুগিত্যাদিনা ছান্দসমূত্ৰেণাহুৰ্ভিত্ত্বৈকবচনস্তামঃ স্থভাণো

জ্ঞেয়ঃ ।

পূৰ্বকালে যিনি এই অহং আত্মাৰূপে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ নিকট প্ৰকাশ
কৰিয়াছেন ইত্যাদি উপসংহাৰ থাকে, সেই শুদ্ধ নিষ্কল
শোক ৰহিত অমৃত পৰম সত্যকে আমাৰা ধ্যান কৰি । ইত্যাদি
দ্বিৰ সমানই অগ্নিপুৰাণে গায়ত্ৰীৰ ব্যাখ্যা যথা ।

যিনি নিত্য, শুদ্ধ, পৰমব্ৰহ্ম, যিনি নিত্য তেজোময় অদী-
শ্বৰ যিনি অহং জ্যোতিঃ পৰম ব্ৰহ্ম স্বৰূপ, বিমুক্তিৰ নিমিত্ত
আমাৰা তাঁহাকে ধ্যান কৰি ॥

এ স্থলে অহং ব্ৰহ্ম এই পদেৰ অৰ্থ, দেবতা না হইয়া
দেবৰ্চ্চনা কৰিবে না, এই ন্যায় প্ৰযুক্ত আপনাৰ পূজা যোগা-
হেৰ নিমিত্ত তাদৃক্‌ ভাবনা প্ৰদৰ্শিত হইয়াছে । ধ্যায়েম
অৰ্থাৎ আমি আমাৰা সকলেই ধ্যান কৰি । অতএব এইমতে
মন্ত্ৰেতেও উক্ত ভৰ্গশব্দ অকাৰান্তই নিৰ্দেশ হইয়াছে । “স্থপাঃ
স্থলুপ্” ইত্যাদি ছান্দস মূত্ৰদ্বাৰা দ্বিতীয়ৰ এক বচন অমের

যত্নু দ্বাদশে । ওঁ নমস্তে ইত্যাদি গদ্যেযু তদর্থত্বেন সূর্য্যঃ

স্তবঃ তৎ পরমাত্মদৃষ্টৌব নতু স্বাতন্ত্র্যেণেত্যদোষঃ ।

যথৈবাগ্রে শ্রীশোনকবাক্যং ।

কুহি নঃ শ্রদ্ধধানানাং বাহুং সূর্য্যাত্মনো হরৈরিতি ।

নচাস্মা ভর্গস্য সূর্য্যামণ্ডলমাত্রাধিষ্ঠানত্বং । মন্ত্রে বরেণ্য

শব্দেনাত্র চ গ্রন্থে পবনশব্দেন পরমৈশ্বর্য্যপর্য্যন্ততয়া

দর্শিতত্বাৎ । তদেবমগ্নিপুরাণেইপ্যুক্তং ।

ধ্যানেন পুরুষোহয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যামণ্ডলে ।

সুভাব জানিতে হইবে ॥

যদিচ দ্বাদশস্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৬০ শ্লোকে “ওঁ নমস্তে” ইত্যাদি গদ্য সকলে গায়ত্রীর অর্থদ্বারা সূর্য্যদেবকে স্তব করিয়াছেন, তাহা কেবল পরমাত্ম দৃষ্টি দ্বারাই কৃত হইয়াছেন স্বতন্ত্র রূপে নহে, অতএব ইহাতে দোষ হইল না ।

উল্লিখিত দ্বাদশস্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে

শোনকের বাক্য যথা

হে সূত ! আমরা শ্রদ্ধধান হইয়াছি, আমরাদিগের নিকট, সূর্য্যরূপি হরির বাহু বর্ণন কর । উক্ত ভর্গ শব্দের সূর্য্যামণ্ডল মাত্রে অধিষ্ঠান নহে, যে হেতু গায়ত্রীমন্ত্রে বরেণ্য শব্দদ্বারা এবং এই গ্রন্থে পর শব্দদ্বারা পরম ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্তও প্রদর্শিত হইয়াছে ।

অগ্নিপুরাণেও এইরূপ বলিয়াছেন যথা ।

সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি ।
 ত্রিলোকীজনানামুপাসনার্থং প্রলয়ে অবিনাশিনি সূর্য্য-
 মণ্ডলে চান্তর্যামিতয়া প্রাতুর্ভূতোহয়ং পুরুষো ধ্যানেন
 দ্রষ্টব্য উপাসিতব্যঃ । যত্ত্ব বিষ্ণোস্তুস্য মহাবৈকুণ্ঠরূপং
 পরমং পদং তদেব সত্যং কালত্রয়াব্যভিচারি সদাশিব
 মুপদ্রবশূন্যং যতো ব্রহ্ম স্বরূপমিত্যর্থঃ । তদেতদগায়ত্রীং
 প্রোচ্য পুরাণলক্ষণপ্রকরণে যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীমিত্যা-
 দ্যপ্যুক্তমগ্নিপুরণে । তস্মাৎ ।
 অর্থেঃ পুরাণং গায়ত্রীং সমেত্য ভগবৎপরাং ।
 ভগবন্তং তত্র মহা জগজ্জন্মাদিকারণং ।

ধ্যানদ্বারা এই পুরুষকে সূর্য্যমণ্ডলে দর্শন করিতে হয়,
 সত্য, সদাশিব, ব্রহ্ম এবং সেই বিষ্ণুর পরম পদ ইত্যাদি ॥
 ইহার অর্থ এই যে ত্রিভুবনস্থ জন সকলের উপাসনার
 নিমিত্ত প্রলয়কালে অবিনাশি সূর্য্যমণ্ডলে অন্তর্যামিরূপে প্রাতু-
 র্ভূত এই পুরুষকে ধ্যানদ্বারা দর্শন ও উপাসনা করিতে হয় ।
 যাহা সেই বিষ্ণুর মহাবৈকুণ্ঠ রূপ পরম পদ তাহাই সত্য,
 অর্থাৎ কালত্রয়ে অব্যভিচারী, সদাশিব অর্থাৎ উপদ্রব শূন্য,
 যে হেতু ব্রহ্মস্বরূপ ॥

অতএব এই গায়ত্রীকে উল্লেখ করিয়া পুরাণলক্ষণ প্রক-
 রণে যাহাতে গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া ইত্যাদিও অগ্নি-
 পুরাণে উক্ত হইয়াছে । সেই হেতু । অগ্নিপুরণে গায়ত্রীকে
 ভগবৎপরা মানিয়া এবং সেই গায়ত্রীতে জগজ্জন্মাদির কারণ
 ভগবান্কে মনন করিয়া, যাহাতে গায়ত্রীকে অধিকার

যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীমিতি লক্ষণপূর্বকং ।

শ্রীমদ্ভাগবতং শশ্বং পৃথ্বীং জয়তি সর্বতঃ ॥

তদেবমস্য শাস্ত্রস্য গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবৃতিদর্শিতা । যত্ন
সারস্বতকল্পমধিকৃত্যেতি পূর্বমুক্তং তচ্চ মুক্তং তচ্চ গায়ত্র্যা
ভগবৎ প্রতিপাদকবাক্যবিশেষরূপসরস্বতীদ্বাদুপযুক্ত
মেব ॥

যচ্ছ্রুতমগ্নিপুরাণে ।

গায়ত্র্যুক্তানি শাস্ত্রাণি ভর্গং প্রাণস্তথৈবচ ।

ততঃ স্মৃতেয়ং গায়ত্রী সাবিত্রী যত এবচ ।

প্রকাশনী সা সবিতুর্বাগ্নিপত্ন্যং সরস্বতীতি ॥

করত এই লক্ষণ পূর্বক । নিত্য স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত সর্বতো-
ভাবে পৃথিবীতে জয়যুক্ত হইতেছেন অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বো-
পরি শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন । অতএব এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের
গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া প্রবৃতি দর্শিত হইল । অপর
সারস্বত কল্পকে অধিকার করিয়া এই যাহা পূর্বে উক্ত হই-
য়াছে, তাহা গায়ত্রী দ্বারা ভগবৎ প্রতিপাদক বাক্য বিশেষ
রূপ সরস্বতীদ্ব প্রযুক্ত উপযুক্তই বটে

অগ্নিপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

সামবেদাদি শাস্ত্র সকলকে গান করেন, এই অর্থে ইহাঁর
নাম গায়ত্রী, আর ভর্গ শব্দে প্রাণ অর্থাৎ সূর্য, সেই সূর্যের
প্রকাশকারিণী এই অর্থে সাবিত্রী । আর বাক্য স্বরূপা প্রযুক্ত
ইহাঁকে সরস্বতী বলিয়া স্মরণ করিয়াছেন ॥

অথ ক্রমপ্রাপ্তা ব্যাখ্যা ।

বেদার্থ পরিবৃংহিত ইতি বেদার্থানাং পরিবৃংহণং যস্মাৎ
তচ্চোক্তমিতিহাসপুরাণাভ্যামিতি পুরাণানাং সামরূপঃ
ইতি বেদেষু সামবৎ পুরাণেষু শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ । পুরাণাস্ত-
রাণাং কেষাঞ্চিদাপাততো রজস্বমদী জুসমগৈস্তৎ পর-
ত্বাপ্রাপ্তীতত্ত্বেহপি বেদানাং কাণ্ডত্রয়বাক্যৈক্যবাক্য
তয়াং যথা সাম্না তথা তেষাং শ্রীভাগবতেন প্রতিপাদ্যে
শ্রীভগবত্যেব পর্য্যবসানমিতি ভাবঃ ।

তদুক্তং ॥

অনন্তর ক্রমপ্রাপ্ত ব্যাখ্যা যথা ॥

“বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ” অর্থাৎ বেদার্থ সকলের যাহা
হইতে বৃদ্ধি হয় । এই নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে ইতিহাস ও
পুরাণদ্বারা বেদকে বৃদ্ধি করাইবে । “পুরাণানাং সামরূপঃ”
ইহার অর্থ, যেমন বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ শ্রেষ্ঠ, তাহার
আর পুরাণ সকলের মধ্যে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ, অপর
পুরাণ সকলের মধ্যে কতকগুলি পুরাণের আপাততঃ রজ-
স্বমোময় বাক্যদ্বারা ভগবৎপরত্বের অপ্রতীতেও বেদ সমূহের
কাণ্ডত্রয় বাক্যের এক বাক্যতায় যেমন সামবেদ দ্বারা সকল
বেদের পরমেশ্বর পরত্ব সিদ্ধি হয়, তদ্রূপ পুরাণ সমূহের মধ্যে
শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারা প্রতিপাদ্য ভগবানেই তাহাদের পর্য্যবসান
হইয়াছে ।

এই কারণে উল্লেখ করিয়াছেন ।

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা ।
 আদ্যন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥ ইতি ।
 প্রতিপাদয়িষ্যতে চ তদিদং পরমাত্মসন্দর্ভে ।
 সাক্ষাৎ ভগবতোদিত ইতি । কস্মৈ যেন বিভাসিতোহয়-
 মিত্যুপসংহারবাক্যানুসারে জ্ঞেয়ং । শতবিচ্ছেদসংযুত
 ইতি বিস্তরভিযা ন বিক্রিয়তে । তদেবং শ্রীমদ্ভাগবতং
 সর্বশাস্ত্রচক্রবর্তিপদমাণ্ডমিতি স্থিতে হেমসিংহসমন্বিত-
 মিত্যত্র হেমসিংহাসনারূঢ়মিতি টীকাকারৈর্ঘ্যাখ্যাতং
 তদেব যুক্তং ।

বেদ, রামায়ণ, পুরাণ ও ভারতের আদি মধ্য অন্তে
 সকল স্থানেই হরি সংকীর্ণিত হইয়াছেন, এই বিষয় পরমাত্ম-
 সন্দর্ভে প্রতিপন্ন হইবে ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবানের কথিত । তথা
 দ্বাদশস্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে । পূর্বকালে যিনি এই
 অতুল্য জ্ঞান প্রদীপ ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, এই
 উপসংহার অর্থাৎ সমাপন বাক্যানুসারে উক্ত রূপ অর্থ পরি-
 জ্ঞাত হইয়াছে ।

“শত বিচ্ছেদ সংযুত ইতি,” অর্থাৎ বিস্তার ভয়ে বিস্তৃত
 করা হয় নাই । অতএব শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব শাস্ত্রের চক্রবর্তি
 পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ নিশ্চয় হইল ।

“হেমসিংহসমন্বিত” এই পদে স্বর্ণসিংহাসনারূঢ়, এই যে
 টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই উপযুক্ত ॥

অতঃ শ্রীমদ্ভাগবতশ্রাব্যাসাবশ্যকত্বং শ্রেষ্ঠত্বং স্কাঙ্কে
নির্নীতং ॥

শতশোহিত্ব সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রং গ্রাহ্যৈঃ ।

ন যস্য তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ ।

কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ ॥

গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিপ্রঃ স্বপচাধমঃ ।

যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ ।

তত্র তত্র হরিষ্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ ।

যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে ।

অষ্টাদশপুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানব ইতি ॥

সামবেদস্য শ্রেষ্ঠত্বস্বাক্যং পত্নোহিথৈতাদি প্রকটার্থঃ ।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের অভ্যাসের আবশ্যকত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ।

এই বিষয় স্কন্দপুরাণে নির্ণীত হইয়াছে যথা ॥

কলিকালে যাহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র অবস্থিতি
করেন না, তাহার শত শত, সহস্র সহস্র অন্ত্যায় শাস্ত্র সংগ্র-
হের প্রয়োজন কি ? । কলিকালে যে ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রীমদ্ভা-
গবত শাস্ত্র অবস্থিতি করেন না, কিরূপে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা
যায়, তিনি চণ্ডাল অপেক্ষা অধম । হে বিপ্র নারদ ! কলি-
কালে যেখানে যেখানে ভাগবত শাস্ত্র অবস্থিতি করেন সেই
সেই স্থানে দেববৃন্দের সহিত ভগবান্ হরি গমন করিয়া
ধাকেন । হে মুনে ! যে ব্যক্তি প্রযত্ন হইয়া নিত্য ভাগবতের
শ্লোক পাঠ করেন তিনি অষ্টাদশ পুরাণের ফল প্রাপ্ত হইবেন ॥

তদেবং পরমার্থং বিবিৎস্বভিঃ শ্রীভাগবতমেব সাতস্রং
বিচারণীয়মিতি স্থিতং ॥ ২২ ॥

অতএব সংস্থাপিতানাংশাস্ত্রেষু এতদেবোক্তং । কলৌ
নষ্টদৃশ্যমেষ পুরাণকোহধুনোদিত ইতি । অর্কভারুপক্ষেণ
তবিনা নাশ্যেমাং সম্যগ্‌বস্ত্তপ্রকাশস্থমিতি প্রতিপদ্যেত ।
যত্বেব শ্রীভাগবতস্য ভাস্যভূতং শ্রীহরীর্ষপঞ্চরাত্রে শাস্ত্র-
কথনপ্রস্তাবে গণিতং তন্ত্ৰং ভাগবতভিধং তন্ত্ৰং । যস্য

তদেবমিতি । উক্তগুণগণে দিক্‌ সতীতাবঃ ॥ ২২ ॥

অতএবেতি বর্ণিতগুণগ্‌হিৎকর্ষাদেব হেতোরিতার্থঃ । পুরাতনানাং মূর্খানাং
মাধুনিকানাঞ্চ বিদ্বত্তমানামুপাদেয়মিধং শ্রীভাগবতমিত্যাহ যসৌবেতি । বিরা-

এ কারণ পরমার্থজ্ঞানেচ্ছুক জন সকল কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগ-
বত শাস্ত্রই বিচারযোগ্য ইহাই স্থির হইল । অতএব নানা
শাস্ত্র বিদ্যমান থাকিতেও এই প্রকার উক্ত হইয়াছে । যথা ।
প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে, কলিকালে সকল লোকে-
রই চক্ষুঃ অজ্ঞানরূপে অন্ধকারে বিনষ্ট হইয়াছিল, ঐ সময় এই
পুরাণস্বরূপ দিবাক্ষের উদয় হয় ॥

উক্ত শ্লোকে সূর্য্যরূপক দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে,
যেমন সূর্য্য ব্যতিরেকে অন্ত্রের বস্ত্তপ্রকাশের শক্তি নাই
তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতঃ তিম্র অশাস্ত্রের পরমার্থ নিরূপণবিষয়ে
ক্ষমতা নাই ।

অপর ভাগবত নামক তন্ত্ৰ যাহা শ্রীমদ্ভাগবতেরই ভাস্য
স্বরূপ, তাহা হরীর্ষপঞ্চরাত্রে শাস্ত্রকথন প্রস্তাবে পরিগণিত

সাক্ষাৎ শ্রীহনুমন্তায়া বাসনাভায়া সম্বন্ধোক্তিবিদ্বৎকাম-
 ধেনু তত্ত্বদীপিকাভাবার্থদীপিকা পরমহংসপ্রিয়াশুক-
 হৃদয়াদয়ো ব্যাখ্যা গ্রন্থাস্থথা মুক্তাফলহরিলীলাভক্তিরত্না-
 বল্যাদয়ো নিবন্ধাশ্চ বিবিধা এব তত্ত্বমত প্রসিদ্ধমহানুভাব-
 কৃতা বিরাজন্তে । যদেবচ হেমাঙ্গিগ্রন্থস্য দানখণ্ডে
 পুরাণদানপ্রস্তাবে মৎস্যপুরাণীয়তল্লক্ষণধৃত্য প্রশস্তং ।
 হেমাঙ্গিপরিশেষখণ্ডস্য কালনির্ণয়েচ কলিযুগধর্ম-
 নির্ণয়ে কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা ইত্যাদিকং যবাক্যত্বেনেথাপা

জন্তে সংপ্রতি প্রচরিতার্থঃ । ধর্মশাস্ত্রকৃতং চোপাদেয় মেতদিতিাহ
 যদেবচ হেমাঙ্গীতাদি । তৎপ্রতিপাদিতো ধর্মঃ কৃষ্ণসংকার্ত্তন লক্ষণঃ । নমু
 হইয়াছে ।

এতত্ত্বম হনুমন্তায়া, বাসনাভায়া, সম্বন্ধোক্তি, বৃদ্ধৎকাম-
 ধেনু, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া, এবং শুক-
 হৃদয়, প্রভৃতি সাক্ষাৎ যাঁহার ভাষ্যরূপ গ্রন্থ । তথা মুক্তাফল,
 হরিলীলা ও ভক্তিরত্নাবলী ইত্যাদি নানা প্রকারই পূর্ব পূর্ব
 মত প্রসিদ্ধ মহানুভাবকৃত গ্রন্থ সকল বিরাজ করিতেছেন ।
 অপিচ হেমাঙ্গি গ্রন্থের দানখণ্ডে পুরাণদান প্রস্তাবে মৎস্য
 পুরাণীয় শ্রীভাগবত লক্ষণ ধৃত প্রমাণদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত প্রশস্ত
 হইয়াছেন । তথা হেমাঙ্গি পরিশেষ খণ্ডের কাল নির্ণয়েতেও
 কলিযুগধর্মনির্ণয়ে একাদশস্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে ।
 “কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা” অর্থাৎ সারগ্রামী গুণজ্ঞ শ্রেষ্ঠ
 লোকেরাই কালকে বশ্যবাদ দিয়া থাকেন, কারণ যে কলিযুগে

যৎপ্রতিপাদ্য ধর্ম এব কলাবঙ্গীকৃতঃ । সম্বৎসরপ্রদী-
পেচ তৎকত্রী শতশোহথ সহস্রৈশ্চৈত্যাদিকং প্রাগ্
দর্শিতং স্কান্দবচনজাতযুথাপ্যসর্ব কলিদোষতঃ পাবি-
ত্র্যায় কতিচিৎ শ্রীমদ্ভাগবতবচনানি লেখ্যনীতি লিখি-
তানি ।

অথ যদৈব কৈবল্যমপ্যতিক্রম্য ভক্তিসুখবাহারাদিলিপ্তেন
নিজমতস্যাপ্যুরি বিরাজমানার্থং মত্বা যদপৌরুষেয়ং বেদান্ত-

চন্দীদৃশঃ শ্রীভাগবতং তর্হি শঙ্করাচার্য্যঃ কুন্তল বাচষ্টেগি, চেত্ত্রাহুথ যদৈব
কৈবল্যমিত্যাदि। অর্থ ভাবঃ। প্রণয়াদিকারী থলু হরেভক্তোয়ংমুপনিষদাদি
যাথায় তৎসিদ্ধাস্থং বিনা তস্যাস্ত্রাং পালিতবানেবাস্তি। অথ তদগিপ্রিয়ে
শ্রীভাগবতংহপি চা'লতে স প্রভুঃ ময়ি কুপ্যদতো ন তচ্চারং এবং সতি যে

কৈবল্য নাম সংকীর্তন মাতেই সমুদায় স্বার্থলাভ হয়, এই বাক্য
উত্থাপন করিয়া ঐ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য ধর্মকেই
কলিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। সম্বৎসরপ্রদীপেতেও সম্বৎ-
সরপ্রদীপপ্রণেতা কর্তৃক “শতশোহথ সহস্রৈশ্চ” ইত্যাদি বচন
পূর্বে দর্শিত হইয়াছে। তথা স্কান্দপুরাণ সম্বন্ধীয় বচনের মত
উত্থাপন করিয়া সমস্ত কলিজনিত দোষ হইতে পবিত্রের
নিমিত্ত কতকগুলি লেখ্য শ্রীমদ্ভাগবতের বচন লিখিয়াছেন ॥২৩

অনন্তর মোক্ষকেও অতিক্রমণ করিয়া ভক্তিসুখ কথনাদি
চিহ্নদ্বারা স্থায় মতের উপরেও যাহার অর্থ অর্থীৎ ভক্তিমার্গ
বিরাজমান এমত অপৌরুষেয় বেদান্তের ভাব্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগ-
বতকে মনন করিয়া ভয়বশতঃ অপৌরুষেয় বেদান্ত ব্যাখ্যা-

ব্যাখ্যানং ভয়াদচালয়তৈব শঙ্করাবতারতয়া প্রসিদ্ধেন
বক্ষ্যমাণস্বগোপনাদিহেতুকভগবদাজ্ঞাঃ প্রবর্তিতা অদ্বয়-
বাদেনাপি এতন্মাত্রবর্ণিতবিশ্বরূপদর্শনকৃতশ্রীব্রহ্মেশ্বরী-
বিস্ময়শ্রীব্রজকুমারীবসনচৌর্যাাদিকং গোবিন্দাক্টকাদৌ
বর্ণয়তা তটস্থীভূত নিজবচঃসাফলায় স্পষ্টমিতি ॥ ২৩ ॥
যদেব কিল দৃষ্ট্বা সাক্ষাৎপ্রচ্ছিন্নাতাং প্রাপ্তৌরপি শ্রীমদ্ভা-

সারস্বত্যা স্বপ্নসম্প্রদত্তঃ কথঞ্চিৎ স্পর্শনীয়ামিতি তন্মাত্রোক্তঃ বিশ্বরূপ-
দর্শনাদিহেতুকাবো নিবন্ধকৈতি তেন চানুতঃ তদিত্তি সৰ্বমানাঃ শ্রীভাগবত-
মিতি ॥ ২৩ ॥

শ্রীমদ্ভগবতঃ পরমোপাস্যঃ শ্রীভাগবতমিত্যাহ যদেব কিলেতি শঙ্করেন

নকে বিচলিত না করিয়া প্রসিদ্ধ শঙ্করাবতার রূপে বক্ষ্যমাণ
স্বগোপনরূপ ভগবদাজ্ঞা অর্থাৎ “স্বাগমৈঃ কল্পিতে স্বুংহি
জনান্ মন্নিমুখান কুরু । মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষো-
রোত্তরা ॥” অস্বার্থঃ ভগবান্ কহিলেন হে শঙ্কর ! তুমি স্বীয়
কল্পিত আগমদ্বারা আমা হইতে জন সকলকে বিমুখ কর,
এবং আমাকেও গোপন কর, যাহাতে উত্তরোত্তর এই সৃষ্টির
প্রবাহ থাকে । ইহাই অদ্বয়বাদদ্বারা প্রবর্তিত করেন । কিন্তু
মহাপুণ্য বর্ণিত বিশ্বরূপ দর্শনদ্বারা কৃত শ্রীব্রহ্মেশ্বরী বিস্ময়,
গোপকুমারীদিগের বসনচৌর্যাাদি স্পষ্টরূপে গোবিন্দাক্টকা-
দিতে বর্ণন করিয়া তটস্থীভূত স্বীয় বাক্য সকলের সফলতা
বিধান করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

অপর ঐ শ্রীমদ্ভাগবত অবলোকন করিয়াই শঙ্করাচার্যের

চার্য্য চরণৈবৈষ্ণবমতে প্রবিশ্য বৈষ্ণবাস্তুরাণাং তচ্ছিষ্যা-
স্তরং পুণ্যারণ্যাদিরাতিকব্যাপ্যাপ্রবেশাশঙ্কয়া স্বয়ং তত্র
তাৎপর্য্যাস্তরং লিখত্বিব্রজোদ্দেশঃ কৃত ইতি চ সাত্ততা
বর্ণয়ন্তি ।

তস্মাদযুক্তমুক্তং তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে—

তদিদং গ্রাহ্যমাস সূতমাত্মবতাং বরং ।

সর্বববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্বৃতং ।

নৈহরিচালিতং কিস্বাদৃশমেবেতি বিভাব্যেতাৎখঃ । কিন্তু তচ্ছিষ্যৈঃ পুণ্যারণ্য-
নিতিরতদনাথা ব্যাখ্যাতং তেন বৈষ্ণবানাং নিগুণচিন্মাত্রপরমিদমিতি ভ্রান্তিঃ
স্যাদিত শঙ্কয়া হেতুনা তদ্ব্যাস্তিচ্ছেদায় তত্র তাৎপর্য্যাস্তরং ভগবৎপরতাক্রপং
ততোহন্যতাৎপর্যং লিখত্বিত্তস্য ব্যাখ্যানবন্তোঽপিদষ্টং বৈষ্ণবান্ প্রতীতি ।
মধ্বাচার্য্যচরণৈরিত্যাদয়ঃ চকবন্তনির্দেশঃ স্বপূর্বাচার্য্যাদিতি বোধঃ বাসু-
দেবঃ খলু মধ্বমুনিঃ সর্বজ্ঞোহতি বিক্রমো যো দিগ্বিজয়িনঃ চতুর্দশবিদাঃ

সাক্ষাৎ শিষ্যত্ব প্রাপ্ত শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবমতে প্রবেশ
করিয়া শঙ্কর শিষ্য পুণ্যারণ্যাদির অসংব্যাপ্য প্রবেশাশঙ্কায়
স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতে তাৎপর্য্যাস্তর লিখিয়া অপর বৈষ্ণব সঙ্ক-
লের ভজনের পথ উদ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, ইহাই বৈষ্ণব
দকল বর্ণন করেন । যাহা হউক উপযুক্তই বলা হইয়াছে যে—

ঐ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে ॥

মহর্ষি বেদব্যাস এই শ্রীমদ্ভাগবতে সমুদায় বেদ ও ইতি-
হাস সকলের সার সার উদ্ধার করিয়া আপনার পরম ধীর
পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন ॥

দ্বাদশে ॥

সর্ব বেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে ।

তদস্যামৃততৃণস্য নাগ্নত্র স্মাদ্রতিঃ কচিৎ ॥

তথা প্রথমে ।

নিগমকল্পতরোগলিতং ফলং

শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং ॥

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং

মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥

অতএবচ তত্রৈব ।

চতুর্দশতিঃ ক্ষণৈর্ন জিত্যাসনানি তস্য চতুর্দশ জগ্রাহ । স চ তচ্ছিষ্যঃ পদ্মনাভা
ভিধানো বহুবোত প্রসিদ্ধঃ । তস্মাদিতি প্রোক্ত শ্লোককথাক্ষেতো রিতার্থঃ
আলম্ব্যমিতি মোক্ষমভিবাণোত্যর্থঃ ।

দ্বাদশস্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্ববেদান্তের সার, যে ব্যক্তি ইহার
অমৃতরসে পরিতৃপ্ত তাঁহার আর কখন অন্যত্র রতি হয় না ।

তথা প্রথমস্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল শুক মুখ হইতে
গলিত হইয়া অবনীতে পতিত হইয়াছে, অতএব হে রস
বিশেষে ভাবনচতুর রসিক সকল ! অমৃতদ্রব-সংযুক্ত এই ফল
মোক্ষ পর্য্যন্ত মুহুমুহঃ সেবন কর ॥

ঐ প্রথমস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে ।

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতীর্ষতাং তমোহন্ধং ।

সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং

তং ব্যাসসূনুযুগপ্যামি গুরুং মুনীনামিতি ॥ ২৪ ॥

শ্রীভাগবতমতস্তু সর্বমতানামধীশ্বররূপমিতি সূচকং সর্ব-
মুনীনাং সভামধ্যমধ্যাস্যোপদেষ্ট্বেন তেযাং সর্বমুনীনাং
গুরুত্বমপি তস্য তত্র সুব্যক্তং । যতঃ-

য ইতি । অকৃতমোহবিদ্যামতিতীর্ষতাং সংসারিণাং করুণয়া যঃ পুরাণ-
গুহ্যং শ্রীভাগবতমাহেতাশ্রয়ঃ । সামুভাগমসাধারণপ্রভাবমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

মুনীনাম্ গুরুমিত্যুক্তং তং কথমিত্যাহ যত ইতি । যত ইত্যন্ত ইত্যুক্তমিতি
পদেণ সম্বন্ধঃ ।

যাঁহার অসাধারণ প্রভাব এবং যাহা অখিল বেদের সার
ও সংসার স্বরূপ ঘোর অন্ধকার তরণেচ্ছুক জনের পক্ষে অদ্বি-
তীয় অধ্যাত্মপ্রকাশক দীপস্বরূপ এমত গুহ্য পুরাণ যিনি
সংসারি লোকদিগের প্রতি করুণা করিয়া বলিয়াছেন, মুনি-
দিগের গুরু সেই ব্যাসতনয় শुकদেবের শরণাগত হই ॥ ২৪ ॥

ইত্যাদি কারণে শ্রীমদ্ভাগবতের মত সমস্ত মতের অধীশ্বর
স্বরূপ, তাহার সূচক এই যে শুকদেব সমস্ত মুনিদিগের সভা-
মধ্যে অধ্যাসীন হইয়া উপদেশক রূপে সেই সকল মুনিদিগের
গুরুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা ঐ শ্রীমদ্ভাগবতেই স্পষ্ট
আছে ।

প্রথমস্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে ।

তত্রোপজগ্মা ভূবনং পুনান্না
 মহামুভাবা যুনয়ঃ সশিষ্যাঃ ।
 প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদৈশ্চৈঃ
 স্বয়ং হি তীর্থানি পুনশ্চি সন্তঃ ।
 অত্রিংশিষ্ঠ্যচ্যবনঃ শরদ্বা-
 নরিষ্টনেমিভৃগুরঙ্গিরাশ্চ ।
 পরাশরো গাধিস্ততোহথরাম
 উতথ্য ইন্দ্রঃ প্রমদেধ্ববাহৌ ।
 মেধাতিথিদেবল আষ্টিষেণো
 ভরদ্বাজো গোতমঃ পিপ্পলাদঃ ।
 মৈত্রেয় ঔর্কঃ কবষঃ কুন্তযোনি-
 বৈপায়নো ভগবান্ নারদশ্চ ।

ঔর্ক ইতি । বিশ্রবঃশং বিনাশায়িত্বো তষ্টেভাঃ ভরদ্বাজাদাক্ষযোয়ৌ তদ্ব্য-
 স্থাপিতব্রতো জাতঃ । ক্ষত্রিয়াংস্তান্ যেন তেজসা ভদ্রীচকার ইতি তায়-
 কথ্যন্তি ।

রাজা পরীক্ষিৎ প্রায়োপবেশন করিলে তথায় যাঁহারা স্বয়
 তীর্থ হইয়া তীর্থ যাত্রাচ্ছলে তীর্থ সকলকে পবিত্র করিয়
 থাকেন সেই সকল ভুবনপাবন মুনিগণ আসিয়া উপস্থিত হই
 লেন । তাঁহাদের নাম যথা— অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান্
 অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম
 উতথ্য, ইন্দ্র, প্রমদ, স্ববাহু, মেধাতিথি, দেবল, আষ্টিষেণ
 ভরদ্বাজ, গোতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ক, কবষ, অগস্ত্য
 বেদব্যাস, ভগবান্ নারদ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান দেবর্ষি

অন্যেচ দেবর্ষিঃকৃষ্ণির্ষিয়া
 রাজর্ষির্ষিয়া অরুণাদয়শ্চ ।
 নানার্হেয়প্রবরান্ সমেতা-
 নভ্যর্চ্য রাজা শিরসা ববন্দে ।
 স্ত্রুথোপবিষ্টেঋথ তেষু ভূয়ঃ
 কৃতপ্রণামঃ স্ফটিকীষিতং যং ।
 বিজ্ঞাপয়ামাস বিবিক্তচেতা
 উপস্থিতোহগ্রেহভিগৃহীতপাণিঃ ॥
 ইত্যাদ্যনন্তরং ।

অভিগৃহীতপাণিঃ যোজিতান্নলিপুটঃ ।

ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ স্ব স্ব শিষ্য সমভিব্যাহারে সেইস্থানে
 আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানাগোত্রীয় প্রধান প্রধান
 ঋষিদিগকে একত্র মিলিত হইয়া আগমন করিয়াছেন দেখিয়া
 রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা এবং মস্তকস্বারা
 ভূমিস্পর্শ পূর্বক বন্দনা করিলেন।

অনন্তর ঐ সকল ঋষি পৃথক্ পৃথক্ রাজপ্রদত্ত আসনে
 স্থখে উপবিষ্ট হইলে রাজা পুনর্বার প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলি-
 পুটে তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং আপনি যে
 প্রায়োপবেশন করিতে মানস করিয়াছেন তাহা যুক্ত কি
 অযুক্ত তদ্বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে নিবেদন
 করিলেন ।

ইত্যাদির পর ১ স্কন্ধের ১৯ অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে ॥

ততশ্চ বঃ পৃচ্ছ্যমিদং বিপৃচ্ছে

বিস্রভ্য বিপ্রা ইতি কৃত্যতায়াঃ ।

সর্বাঙ্গনা ত্রিয়মাণৈশ্চ কৃত্যং

শুদ্ধং চ তত্রামৃশতাভিযুক্তাঃ ।

ইতি পৃচ্ছতি রাজ্ঞি ॥

তত্রাভবদ্বগবান্ ব্যাসপুত্রো

যদৃচ্ছয়া গামটমানোহনপেক্ষঃ ।

অলক্ষ্যলিপ্সো নিজলাভ তুষ্ঠে।

এবং কর্তব্যাস্য ভাব ইতিকর্তব্যতা তস্যাং বিষয়ে সর্বাংগহারাঃ পুংসঃ কিং কৃত্যং তত্রাপি ত্রিয়মাণৈশ্চ কিং কৃত্যং তচ্চ শুদ্ধং হিংসাশূনাং তত্রামৃশত যুগং । গাং পৃথীং । অনপেক্ষো নিঃস্পৃহঃ । নিজস্য পুত্রিকর্তুঃ স্বস্বামিনঃ কৃষ্ণস্য লাভেন তুষ্ঠেঃ ।

অতএব হে বিপ্রগণ ! আমি বিশ্বস্ত হইয়া আপনাদিগকে আমার প্রকৃত্য এই বিষয়টী জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, ইতি কর্তব্যতা বিষয়ে সকল অবস্থায়, বিশেষত মুমূর্ষু ব্যক্তির বিশুদ্ধ কৃত্য কি ? বিচার করিয়া বলুন ॥

রাজা পরিক্ষীৎ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ।

সেই সময় ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেব যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহার দেহে কোন আশ্রমের চিহ্ন ছিল না, তিনি কেবল নিজলাভে তুষ্ঠ ছিলেন, কতকগুলি বালক চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া কোহুক করিতেছিল এবং বেশদ্বারা বোধ হইল, যেন

বৃত্তশ্চ বালৈরবধূতবেশঃ । ততশ্চ ।

প্রত্যাখ্যাতা মুনয়ঃ স্বাসনেভ্য ইত্যাদ্যন্তে ।

স সংবৃতস্তত্র মহান্ মহীয়সাং

ব্রহ্মধিরাভির্দেবর্ষি সজৈঃ ।

ব্যরোচতাং ভগবান্ যথেন্দু-

গ্রহক্ষতারানিকরৈঃ পরীতঃ ॥ ইত্যুক্তঃ ॥ ২৫ ॥

অত্র যদ্যপি শ্রীবাগনারদৌ তস্যাপি গুরুপরমগুরু

তথাপি পুনস্তম্মুখনিঃসৃতং শ্রীভাগবতং তয়োৱপ্যশ্রুত-

তত্র সভায়াং ॥ ২৫ ॥

বক্তবাং যোজয়িত্যত্র যদ্যপীত্যাদিনা । তন্মাদেবমিতি । তদ্বক্তৃঃ শ্রীশুকসা-

লোকেৱা অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ।

তাঁহার পর ২৬ শ্লোকে ।

যদিও তাঁহার নিজতেজঃ প্রকাশ পায় নাই, তথাচ মুনিগণ
তাঁহার লক্ষণ জানিতেন, তাঁহারা দেখিবামাত্র স্ব স্ব আসন
হইতে উত্থান পূর্বক প্রত্যুদ্যমন করিলেন ॥

তাঁহার পর ২৮ শ্লোকে ।

ভগবান্ শुकদেব সেই সমস্ত ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি এবং দেবর্ষি
সমূহে পরিবৃত হইয়া আসনোপরি অধ্যাসীন হইলে, শুক্রাদি-
এহ এবং অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র তথা অন্যান্য তারকাগণে বেষ্টিত
হইয়া নিশাকরের যেমন শোভা হয় তাহার আয় তাঁহার মনো-
হর শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

যদিও এস্থলে শ্রীবাগ ও শ্রীনারদ তাঁহার গুরু ও পরম-
গুরু, তথাপি পুনরায় শ্রীশুকদেবের মুখ-নিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবত

চরমিব জাতমতোবাং শ্রীশুকস্তাবগ্যুপদিদেশ দেশমিত্য-
 তিপ্রায়ঃ । তদুক্তং । শুকমুখাদনুতদ্রবসংযুতমিতি
 তস্মাদেবমপি শ্রীভাগবতশ্চৈব সৰ্বাধিক্যং । মাৎস্যাদীনাং
 তু যৎপুরাণাধিক্যং শ্রয়তে তত্তদ্বাপেক্ষিকমিতি । অহো
 কিং বহুনা শ্রীকৃষ্ণপ্রতিনিধিরূপমেবেদং ॥
 যত উক্তং প্রথমস্কন্ধে ॥

সৰ্বশুক্বেনাপীতার্থঃ । আপেক্ষিকমিতি । এতদন্যাপুরাণাপেক্ষয়েতার্থঃ । অথ
 পরমোৎকর্ষমাহ । অহো কিমিতি । অতএবেতি । কৃষ্ণপ্রতিনিধিমাং কৃষ্ণবং
সৰ্বগুণযুক্তমিত্যর্থঃ ।

তাহাদিগের ও অশ্রুতের ন্যায় হইয়াছিলেন । বাহা হউক
 এইরূপ শ্রীব্যাস ও শ্রীনারদের জিজ্ঞাস্ত বিষয় শুকদেব তাহা-
 দিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন ।

এই কারণে প্রথমস্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে যথা ।
 অমৃতদ্রবসংযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবত নামক ফল শুকমুখ হইতে
 ভূমিতে গলিত হইয়াছে ।

অতএব এই সকল কারণে শ্রীমদ্ভাগবতই সৰ্ব্বাপেক্ষা
 অধিক, তবে যে মৎস্যাদি পুরাণের আধিক্য শুনা যায়, তাহা
 কেবল অধিকাংশ তদ্বোপদেশ থাকা প্রযুক্ত ।

অহো ! আর অধিক কি বলিব, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের
 প্রতিনিধিস্বরূপ ।

এই বিষয় প্রথমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে ।

উক্ত হইয়াছে যথা ।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানদিভিঃ সহ ।

কলৌ নষ্টদৃশ্যমেঘ পুরাণাকৌহধুনোদিতঃ ॥ ইতি ॥

অতএব সর্বগুণযুক্তত্বমস্যৈব দৃষ্টং । ধর্মঃ প্রোক্তব্রত-
কৈতবেত্যাদিনা ॥

বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ প্রভুমিত্রং প্রিয়েষ চ ।

বোধয়ন্তীতি হি প্রাহুস্ত্রিরম্ভাগবতং পুনঃ ।

ইতি হেমাद्रিকারবচনেন চ । তস্মান্মনস্তাং বা কেচিৎ

প্রিয়েষ কাস্তেব । ত্রিবিং বেদাদিঃ সর্বগুণযুক্তমিত্যর্থঃ ॥

তস্মাদিতি । বেদসাধারণকৃতং বেদবাক্যেণ পুরাণপ্রামাণ্যমিত্যর্থঃ । অত-
এবেতি পরমার্থবেদকৃত্যবেদান্তসৌব ভাগবতস্য পরমশ্রুতিরূপত্বমিত্যর্থঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ ধর্মজ্ঞানাদির সহিত স্বধামে উপগত হইলে কলি-
যুগে সকল লোকেই চক্ষু অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে বিনষ্ট হই-
য়াছিল, তাহাতেই সম্প্রতি এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণরূপী
সূর্য্যের উদয় হয় ॥

অতএব এই শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বগুণযুক্তত্বই দৃষ্ট হই-
তেছে, যথা প্রথমস্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।
এই শ্রীমদ্ভাগবত বেদব্যাঙ্গ প্রণীত ইহাতে নিম্নের সাধু-
পুরুষদিগের পরমধর্ম নিরূপিত আছে ইত্যাদি দ্বারা ।

তথা বেদ পুরাণ এবং কাব্য ইহারা সকল প্রভু, মিত্র ও
প্রেয়সীর ঋণ হিত বোধ করাইয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত
একাই এই তিনকে অবগত করান । মুক্তাফল ধৃত হেমাद्रি-
কারের এই বচনদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত

পুরাণান্তরেণ বেদস্য সাপেক্ষত্বং । শ্রীভাগবতেতু তথা
সম্ভাবনা স্বয়মেব পরান্তেত্যেপি বাক্যং ভবতি । অতএব
পরমশ্রুতিরূপত্বং তস্য ।

যথোক্তং ॥

কথং বা পাণ্ডবেয়স্য রাজর্ষের্মুনিনা সহ ।

সম্বাদঃ সমভূক্তাত যত্রৈষা সাত্ত্বতী শ্রুতিঃ ।

অথ যং খলু সর্বং পুরাণজাতমাবির্ভাব্যেত্যাদিকং পূর্ব

যজ্ঞ সম্বাদে । সাত্ত্বতী বৈষ্ণবীত্বার্থঃ । অর্থোক্তি । ইদং ভগবতা পূর্বমিত্যা
দ্বাদশোক্তব্রহ্মনারায়ণসম্বাদরূপমষ্টাদশশু মধ্যে প্রকটিতং বাসনাৱদসম্বাদ
রূপং তত্রৈব প্রবেশিতং তদ্ব্যয়স্য লক্ষণসংখ্যাতু মাংসাদাবুক্তে ইতি বোধ
মিতার্থঃ । এবমেব ভারতোপক্রমেপি দৃষ্টং । আদ্যাব্যাক্ষানৈবিনা চতুর্বিংশতি

হইল । এই কারণে কোন কোন পণ্ডিত পুরাণ সকলের বে
সাপেক্ষত্ব মনন করেন কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতেতেও তদ্রূপ সম্ভা
বনা স্বয়ংই পরাস্ত হইয়া গেল, ইহাই উপলক্ষি হইতেছে
অতএব এই শ্রীমদ্ভাগবতের পরমশ্রুতিরূপত্ব সুসিদ্ধ হইল ।

যথা প্রথমস্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ।

সূতকে শৌনকাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এতাদৃশ শুকদেবে
সহিত পাণ্ডবংশোদ্ভূত রাজর্ষি পরীক্ষিতের কি রূপে সম্বাদ
হইল ? তাঁহাদের পরম্পর সম্বাদেএ এই সাত্ত্বতী শ্রুতি অর্থা
ভাগবতী সংহিতা প্রকাশ হয় ।

অপর সমুদায় পুরাণ প্রকাশ করণানন্তর এই যাহা

মুক্তং তত্ প্রথমক্ষুদ্রগতশ্রীব্যাসনারদসম্বাদেনৈব
প্রমেয়ং ॥ ২৬ ॥

তদেবং পরমনিঃশ্রেয়সনিশ্চয়ায় শ্রীমদ্ভাগবতমেব পৌৰ্ব্বা
পর্যাবিরোধেন বিচার্যতে । তত্রাস্মিন্ সন্দর্ভষট্‌কাঙ্ককে
গ্রহে সূত্রস্থানীয়মবতারিকাবাক্যং বিষয়বাক্যং শ্রীভাগ-
বতবাক্যং । ভাষ্যরূপা তদ্ব্যাখ্যাতু সম্প্রতি মধ্যদেশাদৌ
ব্যাপ্তানদ্বৈতবাদিনোহপি নূনং ভগবন্মহিমানমবগাহায়তুং

ইত্যং ভাষ্যতং ততঃসহিতং পঞ্চাশৎসহস্রং । ততঃস্তুতোহপাধিকমিতো-
পাধিকমিতি তদ্বৎ ॥ ২৬ ॥

তদেবমিতি । নহু বেদমেবাস্মাকং প্রমাণমিতি প্রতিজ্ঞায় পুরাণমেব তৎ
পীকরোতি ইতি কিমিদং কোহুকমিতি চেষ্ট্যেবং ভ্রমিতবাং । এবম্বা অরে অস্যা
হতো ভূতস্যোদাদি শ্রুতৌব পুরাণস্য বেদহাভিধানাং । বেদেষু বেদান্তজৈব
যোগেষু শ্রীভাগবতস্ত শ্রৈষ্ঠ্যানির্ণয়াজ্ঞ তদেব প্রমাণমিতি কিমসঙ্গতমুক্তমিতি ।
থে একসংহরভাষারীত্যা সন্দর্ভস্যস্ত প্রবৃতিরিত্যাহ তত্রাস্মিন্নিতি । বিচারার্থং
বিষয়বাক্যং । ভাষ্যরূপা তদ্ব্যাখ্যোতি । অয়মর্থঃ শ্রীধরস্বামিনো বৈষ্ণবা এব ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রথমক্ষুদ্রগত শ্রীব্যাস নারদ
সম্বাদদ্বারা প্রমাণ হইল ॥ ২৬ ॥

অতএব পরম কল্যাণ নিশ্চয়ের নিমিত্ত পূর্বাপর অবিরোধ
যাৱা শ্রীমদ্ভাগবতকেই বিচার করিতেছি ।

এই ষট্‌সন্দর্ভাঙ্ককে গ্রহে সূত্রস্থানীয়, অবতারিকাবাক্য
ও বিষয়বাক্য অর্থাৎ ইহার সূত্র, ভূমিকা ও বিষয়, এ সমুদায়
শ্রীমদ্ভাগবতেরই বাক্য, ভাষ্যরূপ শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যা সম্প্রতি
মধ্যদেশাদিব্যাপ্ত অদ্বৈতবাদিদিগকেও নিশ্চিতরূপে ভগবন্ম-

তদ্বাদেন কর্ণুরিতলিপীনাং পরমবৈষ্ণবানাং শ্রীধরস্বামি
চরণানাং শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুগতা চেত্তর্হি যথাবৎ
লিখাতে । কচিতেষামেবান্যত্রদৃষ্টব্যাখ্যানুসারেণ দ্র
ড়াদিদেশবিখ্যাতপরমভাগবতানাং তেষামেব বাহুল্যে
তত্র বৈষ্ণবেন প্রসিদ্ধত্বাৎ । শ্রীভাগবত এব-করি

তট্টীকাসু ভগবদ্ভিগ্নহস্তগবিত্তিধায়াং তৎপার্ষদতনুনাঞ্চ নিতাংহোক্তে
ভগবদ্ভুক্তৈঃ সর্বোৎকৃষ্টমোক্ষানুভূত্যোক্তৈশ্চ । তথাপি কচিং কচিমায়া
দোলেখস্তদানিনো ভগবদ্ভুক্তো প্রবেশায়িতুং বড়িশামিমার্গণায়ৈনৈব
বিদিতমিতি । শুদ্ধবৈষ্ণবেতি । যথা সাক্ষ্যাংশিমায়াস্বামিবিরুদ্ধাংশঃ স
স্বীকৃতস্তদ্বাদং বোধ্যৎ । কচিতেষামেবেতি । কচিং স্থানান্তরায়স্বামিব্যাখ্যা
সারেণ শ্রীভাষ্যাদিদৃষ্টমতপ্রামাণ্যেণ মূলশ্রীভাগবতস্বারসোন চানা
ভাষ্যরূপা তদ্ব্যাখ্যা ময়া লিখাতে । ইতি মৎকপোলকল্পনঃ কিঞ্চিদপি নাগ

হিমা অবগত করাইবার জন্য বড়িশে আমিষ অর্পণের না
কোন কোন স্থানে অদ্বৈতবাদদ্বারা বিচিত্র লিপি পর
বৈষ্ণব শ্রীধরস্বামিপাদদিগের শুদ্ধ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের অনু
যদি ভাষ্যরূপ ব্যাখ্যা হইত তাহা হইলে তিনি যথাবৎ লি
তেন । কোন কোন স্থানান্তরে শ্রীধরস্বামিপাদদিগের
ব্যাখ্যানুসারে লিখিত হইয়াছে । দ্রবিড়াদি দেশবিখ্যাত
ভাগবতদিগের বাহুল্য প্রযুক্ত তাঁহাদিগের বৈষ্ণবত্ব শ্রী
গবতেই প্রসিদ্ধ আছে ।

১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে করতাজনের উক্তি যথা ॥

কচিৎ মহারাজ দ্রবিড়েষু ভূরিশঃ । ইত্যনেন প্রমিতমহিম্নাং
সাক্ষাৎ শ্রী প্রভৃতিতঃ প্রবৃত্তসম্প্রদায়ানাং শ্রীবৈষ্ণবাভিধানাং
শ্রীরামানুজভগবৎপাদবিরচিতশ্রীভাষ্যাদিদৃষ্টমতপ্রামাণ্যেন
মূলগ্রন্থস্বারসেন চানুখাচ । অদ্বৈততত্ত্বাখ্যানং তু প্রসি-
দ্ধত্বাৎ নাতিবিতায়তে ॥ ২৭ ॥

অত্র স্বদর্শিতার্থবিশেষপ্রামাণ্যায়ৈব । নহু শ্রীমদ্ভাগ-
বতবাক্যপ্রামাণ্যায় প্রমাণানি শ্রুতিপুরাণাদিবচনানি

।।গোপেত্যত্র টীকেত্বার্থঃ । নহু পূর্বপক্ষজ্ঞানায়াদ্বৈতঞ্চ ব্যাখ্যেয়মিতি ।

।।হাদ্বৈতেতি ॥ ২৭ ॥

অত্রৈতি । ইহ গ্রন্থে যানি শ্রুতিপুরাণাদিবচনানি ময়া ধ্রিয়ন্তে তানি
শিতার্থবিশেষপ্রামাণ্যায়ৈব নহু শ্রীভাগবতবাক্যপ্রামাণ্যায় তস্য স্বতঃ

মহারাজ ! এতদ্দেশে কোন কোন স্থানে বৈষ্ণবদিগের
অগ্রহণ হয় কিন্তু দ্রবিড়াদি দেশে ভূরি ভূরি বৈষ্ণবের উৎ-
তি হইয়া থাকে, ইত্যাদি বচনে প্রমাণীকৃত মহিমাশালি
বৈষ্ণবদিগের সাক্ষাৎ শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী প্রভৃতি হইতে প্রবৃত্ত
।।বৈষ্ণব নামক সম্প্রদায়দিগের মধ্যে শ্রীরামানুজ ভগবৎপাদ
বিরচিত শ্রীভাষ্যাতির মত দৃষ্ট প্রমাণ দ্বারা এবং মূলগ্রন্থ
।।মদ্ভাগবতের অভিপ্রায় দ্বারাও অন্য প্রকার অর্থাৎ ভাষ্য-
পা ব্যাখ্যা লিখিতেছি, স্বামির অদ্বৈতবাদ-ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধ
হু এস্থলে তাহা অতিশয় বিস্তার করিলাম না ॥ ২৭ ॥

এই গ্রন্থে যে সকল শ্রুতি ও পুরাণাদির বচন আমা
র্ভক উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসমুদায়, আমার দর্শিত মতের

যথাদৃষ্টমেবোদাহরণীয়ানি । কচিৎ স্বয়মদৃষ্টচরাণিচ তত্ত্ব-
বাদিগুরুণামাধুনিকানাং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যশিষ্যতাং লব্ধ্বাহপি
শ্রীভগবৎপক্ষপাতেন ততো বিচ্ছিদ্য প্রচুরপ্রচারিত-
বৈষ্ণবমতবিশেষাণাং দক্ষিণাদিদেশবিখ্যাতশিষ্যোপশিষ্য

প্রমাণস্বাং তানিচ যথাদৃষ্টমেবোদাহরণীয়ানি মূলগ্রন্থান্ বিলোক্যোখ্যাপিতা-
নীত্যঃ । কানিচিৎক্যানিতু মদদৃষ্টচরাণামদাচার্য্যশ্রীমদ্ব্যমুনি দৃষ্টচরাণাং
কচিৎস্বয়ং প্রিয়ন্তে ইত্যাহ ক'চিৎ । মন্ত্রাখ্যানে কচিৎপদবিশেষে প্রামাণ্য
শ্রীমদ্ব্যচরণাচার্য্যাত্মজতাপস্যাতিভ্যো গ্রন্থভ্যোঃ সংগৃহীতানি অতি-
পুণ্যাদি বচনানি প্রিয়ন্তে ইত্যাহ সঙ্গঃ ॥ অশ্ব গ্রন্থকর্ত্ত্বাঃ সত্যবাদিহঃ ধ্বনিতঃ ।
কোমাররক্ষাচার্য্যাবগ্নৈষ্টিকো যঃ সত্যতপোনিধিঃ স্বপ্নেহপানুঃ নোচে চেতি
প্রসিদ্ধঃ । তেষাং কীদৃশানামিতার্থঃ । ভক্ত্যেতি । সর্গঃ বস্ত্র সত্যমিতি বাদস্তত্ত্ববাদ-
স্তদ্বাদদেহুগামিতার্থঃ । অনাধুনিকানাং শঙ্করসমসময়ানাং । শঙ্করেন সহ বিবাদে
মদ্ব্য মতঃ ব্যাপ্তার্থঃ স্বীচক্রে শঙ্করস্ত তত্চাজেতৈতিহমন্তি । প্রচারিতৈতি ।
তত্চান্যঃ বিপ্রাণামেব যোক্তঃ । দেবা তক্তেষু মুখ্যাঃ বিরিক্ত্যেব সাযুজ্য
লব্ধ্বা জীবকোটিব্রহ্মতোবঃ মতবিশেষঃ । দক্ষিণাদিদেশেতি । তেন গোড়্বেহপি

বিশেষ প্রমাণের নিমিত্ত, শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য প্রমাণার্থ নহে,
অতএব মূলগ্রন্থের অনুসারে যথাদৃষ্ট বচন সকল উদাহরণ
করিয়াছি । এবং কোন ২ স্থলে বচন সকল নিজে না দেখিয়া
অর্থাৎ আধুনিক তত্ত্ববাদি গুরুগণ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যত্ব
লাভ করিলেও শ্রীভগবানের প্রতি পক্ষপাত হেতু শঙ্করাচার্য্য
হইতে পৃথক্ হইয়া বৈষ্ণবদিগের বিশেষমতের প্রচুররূপে

ভূত বিজয়ধ্বজব্রহ্মতীর্থব্যাসতীর্থাদিবেদবেদার্থবিশ্ব-
রাণাং শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণানাং ভাগবততাৎপর্য্যভারত-
তাৎপর্য্যত্রক্সূত্রভাষ্যাভিঃ সংগৃহীতানি ।
তৈশ্চৈবমুক্তং ভারততাৎপর্য্যে—

শাস্ত্রান্তরাণি সংজানন্ বেদান্তস্য প্রসাদতঃ ।
দেশে দেশে তথা গ্রহান্ দৃষ্ট্ৱ চৈব পৃথগ্ধিধান্ ।
যথা স ভগবান্ ব্যাসঃ সাক্ষান্নারায়ণঃ প্রভুঃ ।
জগাদ ভারতাদ্যেষু তথা বক্ষ্যে তদীক্ষয়েতি ॥
তত্র তদুক্ত তাত্ৰ শ্রুতিশ্চতুর্বেদশিখাদ্যা । পুরাণঞ্চ গারুড়-
দীনাং সম্প্রতি সর্বত্রাপ্রচরক্রপমংশাদিকং । সংহিতাচ

মাধবেজাদয় স্তম্ভপশিষাঃ কতিচিদভূবুর্তার্থঃ । শাস্ত্রান্তরাণীতি । তেন হস্য

প্রচারক দক্ষিণাদিদেশ বিখ্যাত শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যস্বরূপ
বিজয়ধ্বজ, ব্রহ্মতীর্থ, ব্যাসতীর্থাদি তথা বেদবেদার্থ পারদর্শী
শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ দিগের কৃত ভাগবত তাৎপর্য্য
ও ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যপ্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বচন সকল সংগ্রহ করি-
য়াছি ।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের উক্তি যথা ভারততাৎপর্য্যে—

বেদান্তের অনুগ্রহে শাস্ত্র সকল পরিজ্ঞাত হইয়া, তথা
দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থসকল অবলোকন করিয়া সাক্ষাৎ
নারায়ণরূপী প্রসিদ্ধ ভগবান্ বেদব্যাস ভারতাদিতেও যাহা
বলিয়াছেন আমি সেই ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিব ।

চতুর্বেদের শিখাদি শ্রুতি, তথা সম্প্রতি গারুড়াদি পুরাণ
সর্বত্র সম্পূর্ণ রূপে প্রচার না থাকায় অংশাদি রূপ পুরাণ,

মহাসংহিতাদিকা । তন্ত্রঞ্চ তন্ত্রভাগবতং ব্রহ্মতর্কাদিক-
মিতি জ্ঞেয়ং ॥ ২৮ ॥

অথ নমস্কৃৎসেব তথাভূতস্য শ্রীমদ্ভাগবতস্য তাৎপর্য্যং
তদ্বক্তৃহৃদয়নিষ্ঠাপর্যালোচনয়া সংশ্লিপ্ততাবন্ধির্দায়তি ।
স্বস্থখনিভৃতচেতাস্তদ্বাদস্তান্যাত্মো-
প্যাজিতরুচিরগীলাকৃষ্ণসারসুদীপ্যং ।

দৃষ্টসর্গজতা রাজ্যতে দিগ্ধিঃ স্রিষ্টিক্ষেত্রেপোলাতো বাখ্যাতঃ ॥ ২৮ ॥

অথ বস্মা ব্রহ্মেতি পদ্যোক্তং সম্বন্ধি কৃত্যতঃ তদ্বক্তৃলক্ষণমতিপ্রেমং ৩৭
প্রেমলক্ষণং পূমর্থ্যং নিরূপয়তা পদ্যোন তাবদ্যুষ্ণং পবর্ন্তয়ন্ গ্রহকদবতারয়তি ।
অথেন্তি মঙ্গলার্থং । যমিন্ শাস্ত্রবক্তৃহৃদয়নিষ্ঠা প্রণীয়েৎ তদেব শাস্ত্রপ্রতি-
পাদ্যবস্ত নহনাদিতার্থঃ । যেতি । তদীয়গজতানরূপকং পূবাণমিতিার্থঃ ।
টীকা চেতি । অস্মেগেনেতি । অসমাপাবণঃ জীবানন্দাঙ্কঃ কুণ্ডঃ শুভাদিব মধু
যদনভিবা ক্রসংস্থানশুগবিভূতিলীগানন্দরূপং স্বপ্রকাশং ব্রহ্মশব্দবাপদেস্ত

মহাসংহিতাদি সংহিতা ত্রয়ং তন্ত্র অর্থাৎ তন্ত্রভাগবত ব্রহ্ম-
তর্কাদি এই সকলের বচন ভারততাত্পর্য্যে উদ্ধৃত হই-
য়াছে ॥ ২৮ ॥

অথ গ্রন্থকার নমস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই উক্ত প্রকার
শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্যকে শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা শুকদেবের
হৃদয়নিষ্ঠাপর্যালোচনা দ্বারাসংক্ষেপে নির্দারণ করিতেছেন ।

দ্বাদশস্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ৫১ শ্লোকে যথা ।

স্বীয় স্তম্বে পূর্ণ চিত্ত, অশ্রু ভাব বর্জিত, শ্রীকৃষ্ণের লীলা
সমূহে আকৃষ্টধৈর্য্য সে ঋষি কৃপা পূর্বক এই তন্ত্রপ্রদীপ



ব্যতনুত রূপয়া যন্তদ্বদীপং পুরাণং
তমখিলরজিনয়ং ব্যাসদুঃখং নতোহস্মি ॥ ১ ॥
টীকাচ শ্রীধরস্বামিবিরচিতা ।
শ্রীগুরুং নমস্করোতি । স্বস্থখে নৈব নিভূতং পূর্ণং চেতো
যস্য সঃ । তেনৈব ব্যদন্তোহস্মিন্ ভাবো ভাবনা যস্য
তথাভূতোহ্যজিতস্য রুচিরাভিলীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ
স্বস্থগতং ধৈর্যং যস্য সঃ । তদ্বদীপং পরমার্থপ্রকাশকং
শ্রীভাগবতং যো ব্যতনুত তং নতোহস্মি । ইত্যেষা ।
এবমেব দ্বিতীয়ে তদ্বাক্যএব ।

বস্তু গেনেতার্থঃ । কচিরাভিরিতি পুরমৈশ্বর্যাসমবেতমাধুর্ঘ্যসঃভিন্নত্বা-
নোজাভিরানন্দৈকরূপাভিঃ পানকরসন্যায়েনক্ষুরদ্বজিততংপরিকরাদিভিলীলা-
ভিবিভ্যর্থঃ ॥

পুরাণ সংহিতা প্রকাশ করিয়াছেন সেই অখিল পাপনাশক
ব্যাসনন্দন শুকদেবকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামির বিরচিতা টীকা এই যে, শ্রীগুরু-
দেবকে নমস্কার করিতেছেন । স্বায় স্থখ দ্বারা যাঁহার চিত্ত
পরিপূর্ণ এবং তন্নিগন্ধন যাঁহার অন্তেতে ভাব অর্থাৎ ভাবনা
নিরস্ত হইয়াছে এতাদৃশ যে ঋষি শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমূহে
অধৈর্য্য হইয়া তদ্বদীপ অর্থাৎ পরমার্থ প্রকাশক শ্রীমদ্ভা-
গবতকে নিস্তার করিয়াছেন তাঁহাকে নমস্কার করি ॥

এই দ্বিতীয়স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে শুকদেবের উক্তি যথা—



শ্রীকৃষ্ণবরাঙ্জমাত এব মায়য়া তস্মাস্পৃষ্টত্বং সূচিতং ।

১২ । ১২ ॥ শ্রীসূতঃ শৌনকং ॥ ২৯ ॥

দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকং প্রতীদং নির্দা-
রয়তি ইতি চূর্ণিকা বাক্যস্থ ক্রিয়াপদেনাম্বয়ঃ । এবমুত্তর
ত্রাপি । তাদৃশমেব তাৎপর্য্যং করিষ্যমাণ তদাস্থ প্রতি-
পাদ্য তত্ত্বনির্ণয় কৃতে তৎপ্রবক্তৃ শ্রীবাদরায়ণকৃত সমাধ-

অঙ্ক যুগ্মঃ স্কন্ধাধ্যায়ক্ষেত্রাপকং । শ্রীহৃতঃ শ্রীশৌনকং প্রতি নির্দায়য়তীত্যবহ-
রিকা বাকোন সম্বন্ধঃ । এবমুত্তরত্র সর্বত্র বোধ্যঃ ॥ ২৯ ॥

জন্ম হইতে শুকদেবের মায়াকর্তৃক অস্পৃষ্টত্ব অর্থাৎ মায়-
জন্মকাল হইতেই শুকদেবেকে স্পর্শ করেন নাই, ইহাই সূচি-
ত্ব হইল ॥

১২ ॥ ১২ ॥ দুইটি অঙ্ক নির্দেশ করা শ্রীমদ্ভাগবতের স্ক-
ও অধ্যায় জানিতে হইবেক ॥ ২৯ ॥

উল্লিখিত দুই প্রকার অঙ্কের অর্থ এই যে, শ্রীসূত শৌ-
নকে । অর্থাৎ দ্বাদশস্কন্ধের ১২ অধ্যায়ে শ্রীসূত শ্রীশৌ-
নকের প্রতি ইহাই নির্দারণ করিতেছেন ।

এই চূর্ণিকা বাক্যস্থক্রিয়া পদের সহিত অম্বয় করি-
ত্ব হইবে, এইরূপ উত্তরোত্তর যেখানে যেখানে দুই প্রকার অ-
র্থাকিবে তথায় স্কন্ধ ও অধ্যায় জানিতে হইবে । শ্রীশুকদেবে-
ন্যায় তাদৃশ তাৎপর্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতে
প্রতিপাদ্য তত্ত্ব নির্ণয় নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত বক্তা বেদব্যা-

বপি সংক্ষেপত এব নির্দ্ধারয়তি ॥
 ভক্তিয়োগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে ।
 অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং ।
 যয়া সংমোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং ।
 পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতং চাভিপদ্যতে ।
 অননর্থাপশমং সাক্ষাৎ ভক্তিয়োগমধোক্ষজে ।
 লোকস্রাজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্ত্বতসংহিতাং ।
 যন্তাং বৈ শ্রয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে ।
 ভক্তিরূপদ্যতে পুংসঃ শোক মোহ ভয়াপহা ॥

কৃত সমাধিতেও সংক্ষেপে নির্দ্ধারণ করিতেছেন । যথা—
 প্রথমক্ষন্ধের ৬ অধ্যায়ে ৪ শ্লোক হইতে ১১ শ্লোক পর্য্যন্ত ॥

ভক্তিয়োগদ্বারা নিৰ্ম্মণ চিত্ত সম্যক্ প্রকারে স্থস্থির হইলে
 প্রথমতঃ পূর্ণস্বরূপ, তদনন্তর তদধীনা মায়া ব্যাসদেবের দর্শন
 গোচর হইলেন ।

অপর যে মায়ায় সংমোহিত জীবসকল স্বয়ং গুণাতীত
 হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান করেন এবং গুণকৃত
 কর্তৃহাদি প্রাপ্ত হইলেন, তাহাও দেখিতে পাইলেন ॥

অপিচ অধোক্ষজ ভগবানে যে ভক্তিয়োগ করিলে অনর্থের
 উপশম হয়, তাহাও দৃষ্টিগোচর হইল । এই সকল স্বয়ং
 অবলোকন করিয়া জ্ঞানহীন লোকদিগের হিতার্থ এই শ্রীমদ্ভা-
 বতরূপ সাত্ত্বত সংহিতা রচনা করিলেন ॥

এই সংহিতা শ্রবণ করিলে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক মোহ

স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্যাচাজং ।

শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিং ॥

তত্র ॥

। স বৈ নিবৃত্তিনিরতঃ সর্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ ।

। কস্ম বা বৃহতীমেতামাত্মরামঃ সমভ্যসদिति ।

শ্রীশৌনক প্রশান্তরঞ্চ ।

। আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপ্যুৎকৃৎসে ।

গ্রন্থবক্তৃঃ শুকস্য ২য় নিষ্ঠাবধারিণী তত্বেব গ্রন্থকর্তৃব্যাসস্যাপি নিষ্ঠামবধা-
রয়িতুমবতারয়তি । তাদৃশ মেবেতি । নিবৃত্তিনিরতঃ ব্রহ্মানন্দাদন্যস্মিন্ স্পৃহ
বিমুহিতঃ । কসোতি । সংহিতাভ্যাসস্য কিং ফলমিত্যর্থঃ ।

ভয় বিনাশিনী ভক্তি উৎপন্ন হয় ॥

এই সংহিতা রচনা করিয়া এবং যথাক্রমে ইহার শ্লোক
সকল সংশোধিত করিয়া, বিষয়ভূষণ রহিত স্বীয় পুত্র শ্রীশুক-
দেবকে প্রথমত অধ্যয়ন করাইলেন ॥

ঐ প্রথমস্কন্ধে, শৌনক শ্রামি এই সকল শ্রবণ করিয়া
সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনিবর শ্রীশুকদেব নিবৃত্তিনিরত,
সকল বিষয়েই উপেক্ষা করিতেন এবং পরমাত্ম বিষয়ক চিন্তা-
দ্বারা সর্বদাই আত্মাতে সম্মুগ্ধ ছিলেন, তিনি কি হেতু ঐ
বিস্তীর্ণ সংহিতা অভ্যাস করেন ? ॥

সূত কহিলেন, আত্মারাম মুনি সকলের কোন প্রকার
হৃদয়-গ্রন্থি না থাকিলেও তাঁহারাও উৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণে ফলাভি-
সন্ধি রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন, হরির তাদৃশ অসাধারণ

কুব্ধস্ত্যাহৈতুকীং ভক্তিমিখংভূত গুণোহরিঃ ॥

হিরেণ্ডাশক্তিপ্তমতিভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।

অধ্যগাম্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

ভক্তিযোগেন প্রেমা ॥

অস্ত্রেব মঙ্গভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো

অধ্যগাদদীতবান্ ।

গুণ যে মূলত অমূলত সকলেই নিকামাশ্রিতা ভক্তিতে সমুৎসুক
হয়েন ॥

বিষ্ণুভক্ত প্রিয় ভগবান্ বাসনন্দন শুকদেব হরির গুণে
আকৃষ্ট চিত্ত হইয়াই এই শ্রীমদ্ভাগবত রূপ বৃহদাখ্যান অধ্যয়ন
করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

প্রথমস্কন্ধের যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইল, তাহার প্রথম
শ্লোকে বর্ণিত ভক্তিযোগ শব্দের অর্থ প্রেম ।

পঞ্চমস্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ঋষভ চরিত্রে শুক-
দেব রাজা পরীক্ষিতকে কহিলেন রাজন্ ! ভগবান্ মুকুন্দ
তোমাদের ও যত্নদিগের পতি অর্থাৎ পালক ও উপদেষ্টা
তথা উপাশ্রয়, প্রিয়, কুলের নিয়ন্তা এবং কখন কখন দোঁতা-
কার্য্যে কিস্করও হইয়াছেন । হে মহারাজ ! ভগবান্ তোমা-
দের প্রতি এইরূপ হয়েন এবং ষাঁহারাই তাঁহার ভজন করেন
তাঁহাদিগকে মুক্তি ও দিয়া থাকেন কিন্তু তিনি ভক্তিযোগ
কখন কাহাকেও প্রদান করেন না, এই শ্লোকে প্রসিদ্ধ হেতু

মুক্তিং দদাতি কহিঁচিৎস ন ভক্তিযোগমিত্যত্র প্রসিদ্ধেঃ ।
 প্রণিহিতে সমাহিতে সমাধিনামুস্মর তদ্বিচেষ্টিতমিতি তং
 প্রতি শ্রীনারদোপদেশাৎ । পূর্বপদস্য মুক্তপ্রগ্রহয়া বৃত্ত্যা ।
 ভগবানিতি শব্দোহয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি বর্ততে নিরু-
 পাধিশ্চ বাস্তুদেবেহখিলাস্মনীতি পাদ্যোত্তরখণ্ড বচন।

মুক্তপ্রগ্রহয়া ইতি । দ্বিধীষুঃ প্রগ্রহো রশ্মিরিত্যমরঃ । যথার্থঃ প্রগ্রহে মুক্তে
 বলাবধি ধাবতোবাঃ পূর্ণশব্দঃ প্রবৃত্তঃ পূর্ণস্বাবধিঃ প্রবর্ত্তেতি বক্তৃঃ । তদবধিশ-
 য়ং ভগবতোবেতি তণোচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ভক্তিযোগ বলিতেই প্রেম জানিতে হইবেক ॥

প্রণিহিত শব্দের অর্থ সমাধি যুক্ত ।

প্রথমস্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে নারদ ঋষি বেদ-
 ব্যাসকে বলিলেন, হে মহাভাগ্যবান্ বেদব্যাস ! তুমি যথার্থ
 দর্শী, নির্মল যশস্বী, সত্য পরায়ণ এবং শম দমাদি ব্রত ধারণ
 করিয়াছ, সমুদায় বন্ধন মোচন নিমিত্ত চিন্তের একাগ্র দ্বারা
 উন্নত ভগবানের লীলা স্মরণপূর্বক বর্ণন কর । এই ব্যাস-
 দেবের প্রতি নারদের উপদেশ হেতু প্রণিহিত শব্দে সমাধি
 যুক্ত জানিতে হইবে ।

প্রথমস্কন্ধের ৬ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে যে পূর্বপদ নির্দেশ
 হইয়াছে তাহার অর্থ মুক্তপ্রগ্রহ বৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ রজ্জুমুক্ত
 অশ্ব যেমন আপনার শক্ত্যানুসারে ধাবমান হয়, এই ন্যায় হেতু
 পূর্ণ শব্দে পূর্বত্ব পর্য্যাস্ত বোধ করাইতেছে । ভগবান্ এই শব্দ,
 তথা পুরুষ শব্দ এবং নিরুপাধিশব্দ, পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডের

বর্জ্যন্তেন । তথা কামকামো যজ্ঞে সোমমকামঃ পুরুষঃ
পরং ॥

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।

তীত্রেণ ভক্তিয়োগেন যজ্ঞেত পুরুষঃ পরং ॥

ইত্যস্ত বাক্যদ্বয়স্য পূর্ববাক্যে পুরুষঃ পরং প্রকৃত্যেকো-
পাধিমীশ্বরং । উত্তরবাক্যে পুরুষঃ পরং পূর্ণং নিরুপাধি-

বচনরূপ অব্যক্তস্ত অর্থাৎ সূত্রদ্বারা অখিলাত্মা বাস্তবদেবেই বর্ত-
মান হয় । অর্থাৎ সূত্রদ্বারা এই অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥

তথা দ্বিতীয়স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৯ । ১০ শ্লোকে ॥

যে পুরুষ ভোগ বিষয়ে ইচ্ছা করিবেন তিনি সোম নামক
দেবতার উপাসনা করুন এবং বৈরাগ্য কামী পুরুষ প্রকৃত্যে
কোপাধি ঈশ্বরকে আরাধনা করুন ॥

পরন্তু হে মহারাজ ! যাঁহাদের উদার বুদ্ধি এবং যাঁহারা
ভগবানের একান্ত ভক্ত, তাঁহাদের পূর্ব কথিত এবং অকথিত
কোন কামনা থাকুক বা না থাকুক, অথবা মোক্ষেতেই স্পৃহা
হউক, তাঁহারা অত্যন্ত ভক্তিয়োগে নিরুপাধি পরমেশ্বরের
উপাসনায় আসক্ত হউন ॥

এই দুই বাক্যের পূর্ব বাক্যে “পুরুষঃ পরং” এই পদের
অর্থ প্রকৃতির একোপাধি ঈশ্বর । উত্তর বাক্যে “পুরুষঃ পরং”
এই পদের অর্থ নিরুপাধি । এই শ্রীধরস্বামির টীকার ব্যাখ্যা
অনুসারে পূর্বোক্ত প্রথমস্কন্ধের “ভক্তিয়োগেন মনসি” এই

মিতি টীকানুসারেণচ পূর্ণপুরুষাহত্র স্বয়ং ভগবাতো
বোচ্যতে ॥ ৩০ ॥

পূৰ্বমিতি পাঠে ।' পূৰ্বমেবাহমিহাসমিতি তৎ পুরুষত্ব
পুরুষত্বমিতি শ্রোতনির্বচনবিশেষ পুরুষকারণে চ স
এবোচ্যতে । তমপশ্যৎ শ্রীবেদব্যাস ইতি স্বরূপশক্তি
মন্তমেবেত্যেতৎ স্বয়মেব লব্ধং । পূৰ্ণচন্দ্রমপশ্য দিত্যুক্তে

পাঠান্তরেণাপি স এবার্থ ইতি ব্যাখ্যাতুমাহ পূৰ্বমিতি । ঈশ্বরস্যৈব পূৰ্ব
বৰ্ত্তিহাৎ পুরুষত্বমিত্যর্থঃ । স এবতি স্বয়ং ভগবান্বেব । স্বরূপশক্তিমন্তে প্রমা
মাহত্বমিতি । শ্রুতিচাত্তান্তি । পরাস্য শক্তিবিবৈধেব শ্রুতে স্বাভাবিকীজ্ঞা
বলক্রিয়াচেষ্টা । এষেবহ্লাদিনী সন্ধিনীত্যাदिना अर्थात् । ইত্যুক্তমিতি কণ্ঠ
পাঠিত্বিত্তানেনেত্যাৰ্থঃ । মায়াতোহন্যেয়ং বোধোক্তাহ অতএবেত্যাদিনা ম
বাকোন স্বরূপভূতাচ্ছিক্তিরিয়ং বোধিত্বাপ্তীতাহ স্বরূপেত্যাদিনা । পটুমহিবী
স্বরূপশক্তিঃ । বহির্দ্বার দেবিকেষ মায়াশক্তিরিহাভ্যোমহদধরং বোধ্যঃ ।

শ্লোকে পূর্ণ ও পুরুষ শব্দে স্বয়ং ভগবানই কথিত হইয়া
ছেন ॥ ৩০ ॥

অপর ঐ শ্লোকে পূর্ণশব্দ স্থলে যদি পূর্ব এই শব্দ পাঠ কর
যায় তাহা হইলে, ইহলোকে পূর্ব কেবল আমি মাত্র ছিলাম
তাহাই পুরুষের পুরুষত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরের পূর্ববর্ত্তিত্ব প্রযুক্ত
পুরুষত্ব সিদ্ধি । শ্রুতির এই বিশেষ নির্দ্ধারণ হেতু পুরুষাকার
রূপে সেই ভগবানই কথিত হয়েন ॥

বেদব্যাস তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, এতদ্বারা স্বরূপশক্তি
বিলিষ্টই স্বয়ং লাভ হইল, যদি বল একরূপ অর্থ কি প্রকারে
সঙ্গত হয়, তাহার উত্তর এই যে “পূর্ণচন্দ্রঃ অপশ্যৎ” অর্থাৎ

কাস্তিমন্তমপশুদিতি হি লভ্যত এব ।

বক্ষ্যতিচ ।

ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

মায়াং বৃদন্ত চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনৌতি ।

অতএব মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ামিত্যেনেন তস্মিনু অপ অপকৃষ্ট
আশ্রয়ো যন্তা নিলীয় স্থিতত্বাদিতি মায়ায়া ন স্বরূপভূতত্ব-

গচন্দ্র দেখিয়াছিল এই বাক্যে যেমন কাস্তিবিশিষ্ট চন্দ্র
শন লাভ হইল, তদ্রূপ বেদব্যাস স্বরূপশক্তি বিশিষ্ট পুরু-
ষকে দেখিয়াছিলেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥

প্রথমস্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে পরে বর্ণিত হইবে ।

অর্জুনের উক্তি । হে কৃষ্ণ ! তুমিই আদ্য পুরুষ, তুমিই
কাং সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর এবং প্রকৃতির প্রবর্তক, তুমিই
ছক্তি দ্বারা মায়াকে অভিভূত করিয়া পরমানন্দ রূপে
বসিত ।

অতএব উল্লিখিত শ্লোকের অভিপ্রায়ে প্রথমস্কন্ধের বর্ণিত
‘ক্তিযোগেন মনসি’ এই শ্লোকে বেদব্যাস ভগবৎ অপা-
তা মায়াকেও দেখিয়াছিলেন, অপাশ্রিতা শব্দের অর্থ এই
যাহার আশ্রয় অপকৃষ্ট হইয়াছে, যে হেতু মায়া ভগবানে
স্থিত ভাবে অবস্থিত আছেন, অতএব মায়ায় স্বরূপভূতত্ব
ং অন্তরঙ্গত্ব লাভ হইল না । অর্থাৎ পটমহিষীর দ্বায়া

মিত্যপি লভ্যতে ।

বক্ষ্যতেচ ।

মায়া পরৈত্যভিমুখেচ বিলজ্জমানেনতি ।

স্বরূপশক্তিরিয়মত্রৈব ব্যক্তীভবিষ্যতি । অনর্থোপশমং

স্বরূপ শক্তি, আর বহির্দ্বারসেবিকা দাসীর ন্যায় মায়াশক্তি
এই দুইয়ের মহৎ ভেদ ॥

এই কথা পরে বর্ণিত হইবে ।

অর্থাৎ দ্বিতীয়স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে ।

ব্রহ্মা কহিলেন নারদ মুনিগণ ! যাহাকে ব্রহ্ম বলেন তাহাই
সেই ভগবানের রূপ, তাহাই নিত্য স্বেচ্ছাস্বরূপ, তাহাতে
লোকের লেশমাত্র নাই, সর্বদা প্রশান্ত, অভয় এবং ভেদ-
শূন্য, ফলতঃ তাঁহার রূপ বিষয় ও কারণ সম্বন্ধ শূন্য, নির্গুণ
জ্ঞান মাত্র, সেই জ্ঞানও জ্ঞাতার স্বরূপ, কোন প্রকার শব্দ-
ব্যাপার তাঁহার বোধক নহে, অপর তাঁহাতে চতুর্বিধ উৎ-
পত্ত্যাদি ক্রিয়াফলও কিছুই নাই, আর মায়াও তাঁহার অতি-
মুখে অবস্থিতি করিতে লজ্জিতা হইয়া দূরে প্রস্থান করে ॥

পূর্বে যে স্বরূপশক্তির নাম করিয়াছি তাহা এই স্থানেই
ব্যক্ত হইবে ।

১স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে “অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ”

এই শ্লোকে অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিযোগ করিলে অনর্থো
উপশম হয়, বেদব্যাসের ইহাও দৃষ্টিগোচর হইল । এই বস

সাক্ষাদিত্যেনে, আত্মারামাশ্চেত্যেনেচ পূর্বত্রাহি ভুক্তি-
যোগপ্রভাবঃ খল্বসৌ মায়াভিভাবকতয়া স্বরূপশক্তি-
বৃত্তিত্বেনৈব গম্যতে ।

ভগবত্তেজগবদগুণানাক স্বরূপশক্তিসারাংশতঃ সমুক্তিকমাহ পূর্বত্র হীত্যা-
দিনা । একানন্দসোতি । অনভিব্যক্তসংস্থানাদিবিশেষসোতি বোধ্যঃ ॥

হেতু । তথা উক্ত অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে “আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ”
এই শ্লোকে অর্থাৎ আত্মারাম মুনি সকলেরও কোন প্রকার
ছন্দযন্ত্রহি না থাকিলেও তাঁহারা উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধি-
রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন, হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ যে,
যুক্ত অযুক্ত সকলেই তদর্থ সমুৎসুক হয়েন । ইত্যাদি প্রমাণ
দ্বারাও স্বরূপ শক্তির প্রমাণ জানিতে হইবে, অর্থাৎ ভগবত্ত-
ক্তির ও ভগবদগুণ সকলেরও স্বরূপ শক্তির সারাংশই প্রসিদ্ধ
আছে, এই বিষয়ে যুক্তির সহিত বলিতেছেন যথা ।

পূর্ব শ্লোকে ভক্তিযোগের প্রভাব, অর্থাৎ “জ্ঞানর্থোপশমঃ
সাক্ষাৎ” এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, ঐ ভক্তিযোগের প্রভাব
নিশ্চয় মায়ায় অভিভাবক রূপে স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ
ইহাই বোধগম্য হইল ।

পর শ্লোকে অর্থাৎ “আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ” এই শ্লোকে
ভগবদগুণ সকল ব্রহ্মানন্দেরও উপরে বিচরণ করেন, এ প্রযুক্ত
তৎ সমুদায় গুণ স্বরূপশক্তির পরমবৃত্তিতা অর্থাৎ প্রকাশ

পরত্র চ তে গুণা ব্রহ্মানন্দশ্রুত্যা প্যপরিবর্তিতয়া স্বরূপশক্তেঃ
 পরমবৃত্তিতামেবাহঁস্তীতি । মায়াধিষ্ঠাতৃপুরুষস্ত তদা-
 শত্বেন ব্রহ্মচ তদীয়নির্বিশেষাবির্ভাবরূপত্বেন তদন্তর্ভাবে-
 নাপ্ৰথগদৃষ্টত্বাৎ পৃথক্ নোক্তে ইতি জ্ঞেয়ং । তদেতচ্চ
 দ্বিতীয়তৃতীয়সন্দর্ভয়োঃ সূষ্ঠু প্রতিপৎস্মতে । অতোহত্র
 পূর্ববদেব সম্বন্ধিতত্ত্বং নির্দ্ধারিতং ॥ ৩১ ॥

॥ * ॥ . ইতি সম্বন্ধিতত্বনিরূপণং ॥ * ॥

নহু পরমায়রূপস্তাদৃশব্রহ্মরূপচাবির্ভাবঃ কুতো বাসেন ন দৃষ্ট ইতি চেৎ-
 ত্রাহ মায়াধিষ্ঠাজিতি ॥ ৩১ ॥

বিশেষই যোগ্য হইল ।

অহে ! যদি বল পরমাত্মরূপ ও ব্রহ্মরূপ বাসদেবের দৃষ্ট
 হইল না কেন ? তাহার উত্তর এই যে, যিনি মায়াধিষ্ঠাতৃ
 পুরুষ তিনি ভগবানের অংশ, আর যিনি ব্রহ্ম তিনি ভগবানের
 নির্বিশেষ আবির্ভাবরূপ, এ কারণ ভগবানের অন্তর্গত বলিয়া
 বেদব্যাস পুরুষরূপ ও ব্রহ্মরূপ এই দুই অপৃথক্ দেখিয়া-
 ছিলেন, এজন্য তাহা পৃথক্ উল্লিখিত হয় নাই জানিতে হইবে ॥

এই পুরুষ ও ব্রহ্মের অপৃথক্ দ্বিতীয়সন্দর্ভে ও তৃতীয়-
 সন্দর্ভে সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইবে । অতএব এস্থলে পূর্বের
 মতই সম্বন্ধিতত্ব নির্দ্ধারিত হইল ॥ ৩১ ॥

॥ * ॥ . ইতি সম্বন্ধিতত্বনিরূপণং ॥ * ॥ .

অথ অভিধেয়তত্ত্বং ॥

অণ প্রাক্‌প্রতিপাদিতস্যৈবাবিধেয়স্য প্রয়োজনশ্চ স্থাপকং
জীবশ্চ স্বরূপত এব পরমেশ্বরাদ্বৈলক্ষণ্যমপশ্যদিত্যাহ ।
যয়েতি যয়া সংমোহিতো জীবঃ স্বয়ং চিদ্রূপত্বেন ত্রিগুণা-

জীবো যেনেশ্বরং ভজেৎ ভক্ত্যাচ তস্মিন্‌ প্রেমাণঃ বিদ্যেততো মায়ায়া নিমুক্তঃ
জ্ঞানমীশ্বরাজীবস্য বাস্তবং ভেদমপশ্যদিতি ব্যাচষ্টেৎ প্রাগিত্যাদিনা । জীব-
সোতি । বৈলক্ষণ্যমিতি সেবকসেবাস্বাধুঃস্ববিভূতরূপনিষ্ঠাদর্শ্যহেতুকং ভেদ-
মত্যাগঃ ॥

জীব যন্দ্বারা ঈশ্বরকে ভজন করে তাহার নাম ভক্তি ।
ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরে প্রেমলাভ হয়, প্রেম হইলে মায়াকর্তৃক
নিমুক্ত হইয়া থাকে, বেদব্যাঙ্গ সেই ঈশ্বর হইতে জীবের
বাস্তব ভেদ দেখিয়াছিলেন, ইহাই বলিতেছেন যথা ।

পূর্বে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, অভিধেয় ও প্রয়োজন
এই দুইটির বিধানকর্তা জীব, বেদব্যাঙ্গ পরমেশ্বর হইতে বাস্ত-
বিক জীবের বৈলক্ষণ্য দেখিয়াছিলেন অর্থাৎ জীব সেবক ও
পরমেশ্বর সেবা, জীব সূক্ষ্ম ও পরমেশ্বর বিভূ অর্থাৎ সর্ব-
স্থাপক এই ভেদ দর্শন করেন ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ যথা প্রথমস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে
“যয়া সংমোহিতঃ” ইত্যাদি ॥

অর্থাৎ যে মায়ায় জীব মোহিত হইয়া স্বয়ং জ্ঞানরূপ
নিমুক্ত ত্রিগুণ স্বরূপ জড় অর্থাৎ দেহ হইতে ভিন্ন হইয়াও

অকাজ্জড়াং পরোহপি আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং জড়
দেহাদিসজ্জাতং মনুতে । তন্মননকৃতমনর্থং সংসারব্যাসন
চাভিপদ্যতে ।

তদেবং জীবন্ত চিত্রপত্রেহপি যয়া সংমোহিত ইতি মনু-
ইতিচ স্বরূপভূতজ্ঞানশালিত্বং ব্যনক্তি । প্রকাশৈক

নহু চিন্মাত্রো জীবো যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন বিজ্ঞানং যজ্ঞং তদ্বতে ইত্যো
চিদ্ধাত্ত্বশ্রবণং । ন তস্য ধর্মভূতং নিত্যং জ্ঞানমস্মি । যেন মোহমননে ব-
নীয়ে । তন্মাং সত্ত্বং সংজায়তে জ্ঞানমিত্যাদিবাক্যাং সত্ত্বো বা চেতনস্য ছা-
তদেব সত্ত্বং যোহি তস্য তস্য জ্ঞানং যেন মোহমননে বাসেন দৃষ্টে সাত্ত্বমি-
চেত্সত্রাহ তদেবমিত্যাদিনা । ছায়াভাবাচ্চ ন তৎকল্পনং যুক্তমিতি ভাবঃ ॥

নহু স্বরূপভূতং জ্ঞানং কথমিতি চেত্সত্রাহ প্রকাশৈকেতি । আহ কুণ্ডলা
করণে ভাবিত মেতদ্রূপং । তৃতীয়সন্দর্ভে বিস্তরিষাম এতৎ ॥

আপনাকে ত্রিগুণাত্মক জড় দেহাদি সমূহরূপে বোধ করে
কারণ অভ্যাস জ্ঞানিত অনর্থরূপ সংসার দুঃখপ্রাপ্ত হয় । আ-
এব এই প্রকার জীবের চিত্রপত্র হইলেও “যয়া সংমোহিত
এই শ্লোকে জীব মায়াধারা মোহিত হইয়াছে । “মনুতে
এই ক্রিয়াপদ জীবের বাস্তবিক জ্ঞানশালিত্ব প্রকাশ করিতেছে

যদি বল জীবের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান কি প্রকারে সিদ্ধ হ-
তাহার উত্তর এই যে, এক প্রকাশ স্বরূপ তেজঃপদার্থ যে
আপনাকে ও অন্যকে প্রকাশ করে তদ্রূপ । এই বিষয়

রূপস্য তেজসঃ স্বপরপ্রকাশনশক্তিবৎ । অজ্ঞানেনা-
বৃতং জ্ঞানং তেন মুহুন্তি জন্তব ইতি শ্রীগীতাদিভ্যঃ ।
তদেবমুপাধেরেব জীবত্বং তন্মাশনৈব চ মোক্ষত্বমিতি
মতান্তরং পরিহৃতবান্ । অত্র যয়া সংমোহিত ইতানেন
তস্তা এব তত্র কর্তৃত্বং ভগবতস্ত তত্রোদাসীনত্বং মতং ।
বক্ষ্যতেচ বিলজ্জমানয়া যস্য স্বাত্মমীক্ষাপথেহমুয়া ।

তদেবমুপাধেরিতি । অন্তঃকরণং জীবোহন্তঃকরণনাশো জীবস্য মোক্ষ ইতি
পঞ্চমতং দৃষ্টতং । তথা সতি পরোহপীতাদি ব্যাক্যোপাদানাদিতি ভাবঃ ।
দ্রষ্টেতি । অত্র জীবমোহনে কর্ম্মণি । তস্যা মায়ায়াঃ । বিলজ্জতি ব্রহ্মবাক্যং ।

কুণ্ডলাপিকরণে বর্ণিত হইয়াছে, তথায় দৃষ্টিপাত করিলেই
বোধগম্য হইবে, আমিও তৃতীয় পরমার্থসন্দর্ভে বিস্তার করিব ।

ভগবদগীতায় বলিয়াছেন, অজ্ঞানদ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়,
এই কারণে জীবসকল বিমোহিত হইয়া থাকে ॥

অতএব শঙ্করাচার্য্য বেদান্তভাষ্যে বর্ণন করিয়াছেন যে,
জীব অণু বস্তু নয়, উপাধির নাম জীবত্ব, সেই উপাধির নাশই
মোক্ষত্ব, শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদগীতার প্রমাণানুসারে উল্লিখিত
মত দৃষ্ট হইল ।

এস্থলে “যয়া সংমোহিত” এই শ্লোকে জীবমোহন কর্ম্ম
মায়া কর্তৃকত্ব এবং ভগবানের তাৎপর্য্যে উদাসীনত্ব ইহাই
সর্বশাস্ত্রসম্মত ।

এই বিষয় ২ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে ব্রহ্মা নারদকে
বলিবেন । বৎস ! উল্লিখিতা মায়া “এই ভগবান্ আমার কপট

বিমোহিতা বিকথন্তে মহাহমিতি দক্ষিণ ইতি ।

অত্র বিলজ্জমানয়েত্যেনেনদমায়াতি তস্মা জীবসম্মোহন-
কর্ম্ম শ্রীভগবতে ন গোচতে ইতি । যদ্যপি বা স্বয়ং
জান্নাতি তথাপি ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপে-
তস্যোতি দিশা জীবানামনাদিভগবদজ্ঞানময়বৈমুখ্যমসহ-

অমুয়া মায়ায়া । অসহমানেনতি । দাস্যা উচিতমেতৎ কর্ম্ম । যৎ স্বামিবিমুখান
হুঃখাকরোতীতি ।

ঈশবৈমুখোন পিহিতঃ জীবঃ মায়া পিধন্তেঃ । ষটেনাবৃতং দীপং যথা

জানেন” এই বলিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জিত
হয়েন, সুতরাং তাঁহার প্রতি আর আপনার মোহনাদি কার্য্য
করিতে পারেন না, কেবল অস্মদাদি সদৃশ ছুর্ব্বুদ্ধি লোক-
দিগকেই মোহিত করেন এবং ছুর্ব্বোধদিগেরই জ্ঞান অবি-
দ্যাতে আচ্ছন্ন হওয়াতে তাঁহারাই “আমি, আমার” এইরূপ
আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে ॥

এস্থলে “বিলজ্জমানয়া” এই পদে এই অর্থ প্রতিপন্ন
হইল । মায়ায় জীবসম্মোহন কর্ম্ম শ্রীভগবানের রূচজনক
হয় না । যদিচ এই বিষয় মায়া স্বয়ং জানেন তথাপি একা-
দশ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে বলিয়াছেন ভগবদ্বিমুখ
ব্যক্তির মায়াবেশ বশতঃ সর্ব্বপের অস্মৃতি ও দেহে আত্মজ্ঞান
হয়, সুতরাং দ্বৈতাভিনিবেশ অর্থাৎ আমি পৃথক্ বলিয়া বুদ্ধি
হেতু সে ব্যক্তি ভয়প্রাপ্ত হয়, অতএব গুরু ও দেবতাতে আত্ম-

মানা স্বরূপাশ্চুরগমস্বরূপাবেশঞ্চ কৰোতি ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবাংশ্চানাদিত এব ভক্তায়াং প্রপঞ্চাধিকারিণ্যাং
তম্যাং দাক্ষিণ্যং লজ্জিতুং ন শক্ৰোতি । তথা তদ্বয়েনাপি

ম আৰণ্যোতি ইতি ॥ ৩২ ॥

নবীশ্বরঃ কথং তন্মোহনঃ সহতে তদ্রাহ ভগবাংশ্চৈতি তর্হি কৃপালুতাক্ৰতি-
তাহাশ্চৈতি । তদ্বয়েনাপীতি । মায়াতে যচ্ছীবানাং ভয়ং তেনাপি হেতু-
নত্যাং । ততশ্চ ন তৎক্ষতিরিতি ৷

ঐষ্ট্রী পূর্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি একান্ত ভক্তি সহকারে ঈশ্বরকে
জন করিবেন ॥

এই দিগদর্শন দ্বারা মায়া জীব সকলের ভগবানে অনাদি
যজ্ঞানময় বিমুক্ততাকে সহ করিতে না পারিয়া তাহাদের স্বরূ-
প অক্ষুণ্ণি এবং অস্বরূপ অর্থাৎ দেহাদিতে আবেশ করিয়া
কেন ॥ ৩২ ॥

যদি বল ঈশ্বর কিজন্য মায়ার মোহন কার্য্য সহ্য করেন,
তাহার উত্তর এই যে, ভগবান্ও অনাদিকাল হইতে জগতের
ধিকারিণী ভক্তরূপা সেই মায়াতে দাক্ষিণ্য অর্থাৎ অনুকূলতা
জন করিবার নিমিত্ত সমর্থ হয়েন না । অহে ! যদি বল
হাতে ভগবানের কৃপালুতার হানি হইল, তাহার উত্তর এই
যে, মায়া হইতে জীব সকলের যে ভয়, সেই ভয় হেতুই
হাদিগকে আপনার সাম্মুখ্য অর্থাৎ জীব সকল আমাকে
জন করুক, তাহা হইলেই মায়াভয় হইতে বিমুক্ত হইবে
ই অভিলাষে ভগবান্ উপদেশ করিতেছেন অর্থাৎ ভগবদঙ্গী-

জীৱানাং স্বসাম্মুখ্যং বাঞ্ছম্ পদিশতি ।
 দৈবী হ্রেষা গুণময়ী মম মায়ী ছুরতয়া ।
 মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥
 সতাং প্রসঙ্গাম্মম বীৰ্য্যসম্বিদো
 ভবন্তি হংকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
 তজ্জ্যোষণাদাশ্বপবর্গবত্ননি
 প্রজ্ঞা রতির্ভাক্তরনুক্রমিষ্যতীতিচ ।
 লীলয়া শ্রীমদ্ব্যাসরূপেণতু বিশিষ্টতয়া তদুপদিষ্টবা

দৈবীতি । প্রতিপত্তিশ্চেষং সংপ্রসঙ্গহেতুর্কৈব তদুপদিষ্টা যয়া সাম্মুখ্যং সাং
 ত্বিকি প্রণিপাতেনেত্যাদি তদ্বাক্যাৎ । সতাং প্রসঙ্গাদিত্যাদ্যাগ্রিমবাক্যাদি

তার ৭ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া বলি
 তেছেন ।

সখে ! আমার এই দৈবী গুণময়ী মায়ী অতিশয় ছুরতয়া
 অর্থাৎ এই মায়ী হইতে কাহারও মুক্ত হইবার সাধ্য না
 কিন্তু যে সকল ব্যক্তি আমার শরণাগত হয় তাহারাই মা
 হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে ॥

তৃতীয় স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে ॥

কপিলদেব কহিলেন মাতঃ ! সাধুদিগের সহিত সমা
 হইলে উক্ত রূপ আমার বীৰ্য্যপ্রকাশক কথাসকল উপনি
 হয়, তাহা হৃদয় ও কর্ণের স্মৃতিদায়ক, স্মরণ্য তাহার সেব
 য়ারা আশু আমাতে অর্থাৎ অবিদ্যানিগারক ভগবান্ হরি
 প্রজ্ঞা, রতি এবং ভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥

এই বিষয় লীলাবতার শ্রীমদ্ব্যাসরূপেতও বিশেষ করি

ইতানন্তরমেবায়াস্যাতি । অনর্থোপশমং সাক্ষাদিতি ।

তস্মাৎ দ্বয়োরপি তত্তৎ সমঞ্জসং জ্ঞেয়ং । ননু মায়া খলু
শক্তিঃ । শক্তিশ্চ কার্যক্ষমত্বং তচ্চ ধর্মবিশেষঃ । তস্য
কথং লজ্জাদিকং । উচ্যতে । এবং সত্যপি তাঙ্গাং শক্তী-

লীনয়েতি লীলাবতারেণ । বিশিষ্টতয়েত্যাচার্য্যাক্রপেণেতর্থাঃ ।

তস্মাদিতি দ্বয়োর্ময়া ভগবতোরপি । তত্তদ্বিতি মোহনং সামুখ্যাবাহা
তর্থাঃ । ননু মায়ায়া মোহনলজ্জনকর্তৃমূলকং তৎ কথং জড়ায়ত্তস্যঃ
তবেদ্বিতি শব্দে ননু য়ায়েতি । ধর্মাবশেষ উৎসাহাদিবনিতর্থাঃ । সিদ্ধান্তয়তি

গবৎ সামুখ্য অর্থাৎ ভগবন্তুক্তজন উপদেশ করিয়াছেন,
যয়া সন্মোহিতঃ” এই শ্লোকের পরেই উক্ত বিষয় উপস্থিত
হইতেছে, প্রথমস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।
ধোক্ষজ ভগবানে যে ভক্তিবোগ করিলে অনর্থের উপশম
য়, বেদবাসের তাহাও দৃষ্টিগোচর হইল ইত্যাদি । অতএব
য়ার ও ভগবানের সেই সেই মোহন ও সামুখ্য বাঙ্গা সম-
স জানিতে হইবে, অর্থাৎ মায়া জীব সকলকে মুক্ত করিতে-
ছেন এবং ভগবানেরও জীব সকলকে আপনার ভজন বিষয়ে
মুরাগী করিতে অভিলাষ হইতেছে ।

অহে ! যদি বল, মায়া ঈশ্বরের শক্তি, কার্যক্ষমত্বকেই
ক্তি বলে, ঐ শক্তিই উৎসাহাদির ন্যায় ধর্মবিশেষ । তবে
র্মের লজ্জাদি ইহা কিরূপে সম্ভব হয় । এবিষয়ে উত্তর এই
য, মায়া এই প্রকার ধর্মবিশেষ হইলেও যেমন বিজ্ঞাদি-
র্বিত সমূহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সকল আছেন, তাহার ন্যায়

নামধিষ্ঠাতৃদেব্যঃ ক্ষয়ন্তে ।

যথা কেনোপনিষদি মহেন্দ্রমায়য়োঃ সম্বাদঃ । তদাত্মা
প্রস্তুতঃ প্রস্তু যতে ॥ ৩৩ ॥

তত্র জীবস্য তাদৃশচিক্রপত্বেহপি পরমেশ্বরতো বৈলক্ষণ্যঃ

উচ্যতে ইতি অধিষ্ঠাতৃদেব ইতি । বিষ্ণাদিগিরীণাং যথাধিষ্ঠাতৃমূর্ত্তর স্তবঃ ।

কেনেতি । তস্যা ব্রহ্মেন্দ্রেদেবেভ্যো বিজিগো ইত্যাদি বাক্যমুত্তি তত্রাপি
বায়ুম্বোহনঃ সর্গক্ষান্ বীক্ষ্য তদগর্ভমপনেকুং পরমাত্মাবিরভূং । তমজানন্তরে
জিজ্ঞাসয়ামাসুঃ । তেষাং বীর্ণাং পরীক্ষমাণঃ স তৃণং নিদধৌ । সর্পঃ দধেহ
মিতাঘ্নিঃ সর্পমাদদৌয়েতি বায়ুচ ক্রবঃ সর্পির্দধুমানাতুর্ক নাশকঃ । জাতু
প্রবৃত্তান্ববোনস্ত স গিরোধত । তদাকাশে মঘবা হৈমবতীমুমাভাগাম কিসে
তদ্বিতি পপ্রচ্ছ । সাচ ব্রহ্মৈতদিত্যবাচেতি নিষ্কটং ॥ ৩৩ ॥

তত্র জীবসোতি । মায়ায় তদপাশ্রয়ামতীশ্বরস্য মায়ানিযজিতত্বঃ যঃ
সম্বোধিতো জীব ইতি জীবস্য মায়ানিযমাত্মক । তেন স্বরূপত ঈশাজীবস্য
ভেদপার্থ্যবৈলক্ষণ্যং দৃষ্টবানিতি প্রকুটং । অপশুদিতানেন কালোৎপাদিতঃ ।
তদেবমীশ্বরজীবমাত্মকানাথ্যানি চষ্যসি তত্যানি সমাধৌ ত্রীবাৎসেন দৃষ্টানি
তানি তানোব । অগ হ বাব নিত্যানি পুরুষঃ প্রকৃতিরাত্মা কাল ইতোব

ভগবানে সেই শক্তিসকল অধিষ্ঠাতৃ-দেবী বলিয়া শুনিতে
পাওয়া যায় । যথা কেন উপনিষদে মহেন্দ্র ও মায়ার পরস্পর
সম্বাদ । এক্ষণে এবিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই,
সম্প্রতি যাহা উপস্থিত হইয়াছে তাহাই বলি ॥ ৩৩ ॥

.তন্মধ্যে অর্থাৎ জীবও পরমেশ্বর এই দুইয়ের মধ্যে, জীবের
তাদৃশ চিক্রপত্ব হইলেও তাহার পরমেশ্বর হইতে বৈলক্ষণ্য

তদপাশ্রয়ামিতি যয়া সংমোহিত ইতি চ দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥

ভরবেয়শ্চেতঃ ॥ নিত্যো নিত্যানাং চেৎশ্চেষ্টনানামকো বহুনাং যো বিদ-
ধাতি কামানিতি কাঠকাং । অগ্রামেকাং গোহিৎসুকৃতকাং বহ্নীঃ প্রজাঃ
স্বজমানাঃ স্বরূপাঃ । অজ্ঞে' হ্যেকো জুষমানোহুশ্শেতে জহাতোনা' ভুক্তভোগা-
মজ্ঞোচনা ইতি শ্বেতাশ্বতরাণাং মদ্বাচ্চ । অবিকারায় শুক্লায় নিত্যায় পরমাণুনে ।
সদেককপকপায় বিষ'ব সর্পজিফবে । প্রধানং পুরুষশ্চাপি পবিশাশ্চেক্ষরা
হরিঃ । কোভয়ামাস সংপাপ্তে সর্গকালে ব্যয়'বারৌ । অবাক' কারণং যন্তং
প্রদানমৃষিসত্তমৈঃ । পোচ্যতে প্রকৃতিঃ সৃষ্টা নিত্যং সদসদায়কং । অনাদি-
র্ভগবান্ কালো নাস্তোহন্ত দ্বিজ বিদ্যতে । অব্যাক্ষিণাস্ততৎস্বতে সর্গহিতাস্ত-
সংযমা ইতি শ্রীবেদব্যাচ । তেদীশ্বরঃ শক্তিনান্ স্বরূপঃ । জীবাদয়স্ত তচ্ছ
জায়ন্তস্বস্তাঃ । বিকৃশক্তিঃ পরা প্রোক্তা কেশজাখ্যা তথাপর । অবিদ্যা
কর্ম স জ্ঞানা তৃতীয়া শক্তিরিযাতে ইতি শ্রীবেদব্যাং । স যাবজ্জ্বা ভবমীশ্বরে-
শ্বরঃ স কালশক্ত্যা রূপয়' শরেদুনি ইতি শ্রীভাগবতচ্চ । তত্র বিবৃবিজ্ঞান-
মীশ্বরঃ । অণু বিজ্ঞানং জীৱঃ । উভয়ং নিগাজ্ঞানশুদ্ধকং । সর্বাদিশুণ্ডনয়-
বিশিষ্টং জড়ং স্রবাং নারী । শুণ্ডত্রয়শূনাং মূলবর্ন্তমানাদিবাবহারকারণং জড়ং
স্রবাং তু কালঃ । কর্ম্মাপানাদি বিনাশি চান্তি ন কর্ম্মাবভাগাদিতি চেদানাদি ॥

আছে । এই বিষয়ের প্রমাণ গ্রন্থস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে
“তদপাশ্রয়া,” । তৎপরে ৫ শ্লোকে “যয়া সম্মোহিত” এই দুই
শ্লোকে দেখাইতেছেন । অর্থাৎ পূর্ব শ্লোকে ঈশ্বরের মায়া-
নিযন্তৃত্ব, পর শ্লোকে জীবের মায়াধীনত্ব, এই স্বরূপগত ঈশ্বর
হইতে জীবের ভেদ । পূর্ব শ্লোকে অপশ্রুৎক্রিয়াপদে, কাল
উপাস্থত হইল, অতএব শ্রীবেদব্যাস সমাধিতে, ঈশ্বর, মায়া ও

যহে'বং যদেকং চিদ্রূপং ব্রহ্ম মায়াশ্রয়তাবলিতং বিদ্যাময়ং
তহে'ব তন্মায়াবিষয়তাপন্নমবিদ্যাপরিভূতং চেত্যুক্ত-
মিতি জীবেশ্বরবিভাগোহবগতঃ । ততশ্চ স্বরূপসামর্থ্য

স্বাদিতি স্বাদাদিতি বস্তুস্থিতেঃ শ্রুতিস্থিতি সিদ্ধা বেদিতব্যা ॥ ৩৪ ॥

যত্বেকমেবাদ্বিতীয়ঃ বিজ্ঞানমানন্দঃ ব্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চেত্যাদি
শ্রুতিভ্যো নির্কিংশেষচিন্মাত্রাদৈতৎ ব্রহ্ম বাস্তবং । অথ সদসদ্-বিলক্ষণাদনি-
র্কচনীয়েন বিদ্যাবিদ্যারুক্তিকেনাজ্ঞানেন সম্বন্ধাত্মাদ্বিদ্যোপহিতমীশ্বরচৈতনা-
মবিদ্যোপহিতং জীবচৈতনাং চাত্ত্বং । স্বরূপজ্ঞানেন নিবৃত্তে বজ্ঞানে নাত্রেশ্বর-
জীবভাবঃ । কিন্তু নির্কিংশেষাদ্বিতীয়চিন্মাত্ররূপাবস্থিতির্ভবেদিত্যাহ মায়াশঙ্কর-
স্তত্রাহ যহে'ব যদেকমিতি বিক্ষুটার্থঃ । ইত্যুক্তমিতি । যুগপদেবাকস্মাদেবা-
জ্ঞানযোগাদেকস্য ভাগস্য বিদ্যাশ্রয়ত্বমাস্যাবিদ্যাণ্যাত্মত্বিরিতি কিমপরাধঃ

কাল এই চারিটা তত্ত্ব দেখিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

জীব ও ঈশ্বরে অভেদবাদ খণ্ডন পূর্বক বলিতেছেন ।
যদিচ এক চিদ্রূপ ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয় ও বিদ্যাময় হইলেন,
তবে তাঁহার মায়ার বিষয়তাপন্ন ও অদ্বিাকর্তৃক পরাভব
ইহা অযুক্ত অর্থাৎ এককালীন অকস্মাৎ অজ্ঞানের যোগ হেতু
এক ভাগের বিদ্যাশ্রয়ত্ব ও অন্য ভাগের অবিদ্যাকর্তৃক পরা-
ভব অতএব ব্রহ্ম কি অপরাধ করিলেন যে, তিনি বিবিধ
ক্লেশানুভবের পাত্র হইলেন, স্ততরাং ইহা যুক্তিসঙ্গত হইতে
পারে না, এই হেতু জীব ভিন্ন ও ঈশ্বর ভিন্ন । শ্রীবেদব্যাস
এই রূপ জীব ও ঈশ্বরের বিভাগ অংগত হইলেন । অতএব

বৈলক্ষণ্যেন তৎ দ্বিতয়ং মিথো বিলক্ষণস্বরূপমেব দৃষ্ট-
মিত্যাগতং ॥ ৩৫ ॥

নচোপাধিতারতম্যময়পরিচ্ছেদপ্রতিবিশ্বত্বাদিব্যবস্থায়।
তয়োর্বিভাগঃ স্যাৎ ॥ ৩৬ ॥

তেন ব্রহ্মণা যেন বিবিধবিক্ষেপক্লেশানুভবভাজনতাত্ত্বং । পুনরপাকস্মিক জ্ঞান-
সম্বন্ধস্য শকাহাদিকু'মতি ন তদ্বৎকর্ষরীত্য। তদ্বিভাগো বাচ্যঃ । ত্রিব্যাসদৃষ্ট-
চরীতোব সৌহৃদ্যভিরবগত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

যংচিত্তো মায়া'ভঃ পুরুষপ দ্বৈততে ইত্যাদি শ্রুতেঃ । তন্মাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণো
মায়া পরিচ্ছেদাদীখরজীববিভাগঃ স্যাৎ তত্র বিদ্যাপরিচ্ছিন্নে মহানখণ্ড
ঈশ্বরঃ । অবদায়া পবিচ্ছিন্নঃ কনীয়ান্ খণ্ডস্ত জীবঃ । যথা ষটেণাবচ্ছিন্নঃ
শরাবেণাবচ্ছিন্ন আকাশখণ্ডো মহদল্ল শবাপদেশঃ ভজতি । যথা জ্বয়ং জ্যোতি-
রায়া বিবদান্ যো ভিষ্মা বহুবৈকোহমুগচ্ছন্ উপাধিনা ক্রিয়তে তেদ রূপো
দেবঃ ক্ষেত্রেষেবমজোহয়মাত্মাত্মাদিষু ব্রহ্মণস্তস্য প্রতিবিশ্বলবণাত্ত্ববিভাগঃ
স্যাৎ । বিদ্যায়াং প্রতিবিশ্ব ঈশ্বরোহাবদায়াং প্রতিবিশ্বস্ত জীবঃ । যথা সরসি
রবেঃ প্রতিবিশ্বো যথাচ ষটে প্রতিবিশ্বো মহদল্ল স্ববাপদেশো ভজতে তদ্বদিত্যা
শব্দরস্তদ্বদঃ নিরসনায় দর্শয়তি নচোত অনয়া রীত্যা তয়োর্বিভাগো নচ
স্যাদিত্যশ্বয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

স্বরূপ-ও সামর্থ্যের বৈলক্ষ্যণ্য বশতঃ জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর
বিভিন্ন স্বরূপই দৃষ্ট হইয়াছিল ইহাই ফলিতার্থ হইল ॥ ৩৫ ॥

অন্যমত খণ্ডন করিতেছেন । যদি বল উপাধির তারতম্য
ময় পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিশ্বত্বাদি ব্যবস্থা দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের
বিভাগ হইক ॥ ৩৬ ॥

তত্র যত্ন্যপাধেরনাবিদ্যকত্বেন বাস্তবত্বং তচ্ছ বিষয়স্য তস্য
পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাসম্ভবঃ । নির্দ্বন্দ্বকস্য ব্যাপকস্য নিরবয়-
বস্য প্রতিবিশ্বত্বাযোগোহপি উপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ বিষ

কুতো ন বাচ্য ইতি চেদমুপপত্তেরেবেতাহ । তত্রোপাধোরতি পরিচ্ছেদ
পক্ষঃ নিরাকরোতি । অনাবিদ্যকত্বেন রজ্জুভুজগবদজ্ঞানরচিতত্বাভাবেন বস্তু
ভূতত্বে সত্যীত্যর্থঃ ।

অবিষয়সোতি । অগৃহ্যে ন হি গৃহ্যতে ইতি ক্রতেঃ । সর্গাপ্তশ্রুতস্য তস্য
ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ । ইদমত্র বোধ্যং । নচ উক্তচ্ছিন্নপাষণখণ্ডবদবাস্তবোপাধিশি-
চ্ছিন্নো ব্রহ্মখণ্ডবিশেষ ঈশ্বরো জীবন্ত । ব্রহ্মণশ্ছেদাভাবখণ্ডত্বাভ্যুপগমাত্ত্বাৎ ।
আদিমহাভারতশ্চৈশ্বরজীবয়োঃ । যত একস্য দ্বিধা ত্রিধা বিধানঃ ছেদনঃ । নাগ-
চ্ছিন্ন এবোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষ এব স সঃ । উপাধৌ চলত্বোপাধি-
সংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশচলনায়োগাৎ প্রতিক্ষণমুপাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশভেদাদমুক্ষণ-
বুপহিতত্বাপত্তেঃ । নচ ক্রতঃ প্রতিবিশ্বপক্ষঃ স সঃ । অনুপহিতব্রহ্মবাপদেশা-
সিদ্ধেঃ । নাপি ব্রহ্মাধিষ্ঠানমুপাধিরেব স সঃ মুক্তাবীশজীবভাবাপত্তেরিতি তদ্ব্য-
পরিচ্ছেদবাদঃ । অথ প্রতিবিশ্বপক্ষঃ নিরাকরোতি নির্দ্বন্দ্বকসোত্যাদিনা ।
নির্দ্বন্দ্বকসোপাধিসম্বন্ধাভাবাদব্যাপকস্য বিষপ্রতিবিশ্বভেদাভাবান্নিরবয়বস্য
দৃশ্যতাভাবাত্ত্বাৎ ব্রহ্মণঃ প্রতিবিশ্ব ঈশ্বরো জীবন্ত নেত্যর্থঃ । রূপাদিধর্ম্মবি-
শেষ্য পরিচ্ছিন্নস্য সাব্যয়বস্যাচ স্বর্গাদেত্তত্ত্বত্বে জলাভ্যুপাধৌ প্রতিবিশ্বো দৃষ্ট-
তদবিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ স ন শক্যো বক্তুমিত্যর্থঃ ।

অহে ! এ কথা বলিতে পার না । ব্রহ্মে যখন অবিদ্যা
কল্পিত উপাধির অবাস্তবিকত্ব, তখন অবিষয় স্বরূপ ব্রহ্মের
পরিচ্ছেদে বিষয়ত্বেরও অসম্ভব । অপর নির্দ্বন্দ্বক, ব্যাপক ও

প্রতিবিশ্বভেদাভাবাৎ দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ । উপাধিপরিচ্ছিন্না-
কাশস্য জ্যোতিরংশস্যৈব প্রতিবিশ্বো দৃশ্যতে নত্বাকাশস্য ।
দৃশ্যত্বাভাবাভাবাদেব ॥ ৩৭ ॥

তথা বাস্তবপরিচ্ছেদাদৌ সতি সামান্যাদিকরণজ্ঞান-

নত্বাকাশস্ত তাদৃশসামান্য প্রতিবিশ্বদর্শনাত্মকঃ স ভবিষ্যতীতি চেত্তয়াহোপা-
দীতি । গ্রহনক্ষত্রপ্রাণমণ্ডলসমোত্যঃ । অতথা বায়ুকালদিশামপি স দর্শ-
নীয়ঃ । যদ্বক্ষনেনঃ প্রতিবিশ্বনিবিব ব্রহ্মণঃ প্রতিবিশ্বঃ সাদিত্যাহ তত্ত্বচারু ।
অপাস্তববাদিতি প্রতিবিশ্ববাদস্বচ্ছঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মবাহমিতি জ্ঞানমাত্রেন তদ্রূপাবহিতিঃ সাদিতি যদভিন্নতং তৎ স্বলু-
পাদেবাত্তবত্বপক্ষে ন সম্ভবতীত্যাহ যথা বাস্তবেতি । আদিনা প্রতিবিশ্বো

অবয়ব রহিত বাস্তব বিশ্ব প্রতিবিশ্বত্ব যোগে উপাধি সম্বন্ধ
অভাব হেতু বিশ্ব প্রতিবিশ্ব ভেদের অভাব হেতু তথা দৃশ্যত্বের
অভাব হেতু হইতে পারে না । কারণ উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন
আকাশস্ব, যে জ্যোতিঃ পদার্থের অংশ তাহারই প্রতিবিশ্ব
দৃষ্ট হয়, আকাশের দৃশ্যত্ব অভাব প্রযুক্ত অর্থাৎ আকাশ দেখা
যায় না বলিয়া আকাশের প্রতিবিশ্ব হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

যদি বল “আমি ব্রহ্ম” এই জ্ঞানমাত্রে তদ্রূপে অবস্থিতি
হইতে পারে, এই বাহা সম্মত, তাহা উপাধির কিন্তু বাস্তব
পক্ষে সম্ভব হয় না, কেন না সেইরূপ বাস্তব বাস্তব পরিস্ফুটনাদি

মাত্রাণে তত্ত্বাগচ্চ ভবেৎ । তৎপদার্থপ্রভাবস্ত
 কারণমিতি চেদস্মাকমেব মতং সম্মতং ॥ ৩৮ ॥

উপাধেরাবিদ্যকত্বে তু তৎপরিচ্ছিন্নত্বাদেৱপ্যঘটমানত্বাদ

গ্রাহঃ । ন খলু নিগড়িতঃ কশ্চিদীনো রাজৈবাহমিতি জ্ঞানমাত্রাদ্রাজা তদ
 দৃষ্ট ইতি ভাবঃ নমু ব্রহ্মাহুসক্সিসামর্থ্যাদ্ভবেদিতি চেত্তত্রাহ । তৎপদার্থেহি
 তথাচ তদ্ব্যক্তকতিরিতি ॥ ৩৮ ॥

অথোপাধেরাবিদ্যকত্বপক্ষে পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়ঃ নিরাকরোতি । উপা
 ধেরিতি । আবিদ্যাকত্বে রজ্জুভূজগাদিবন্নিখ্যাৎ সতীত্যর্থঃ । অত্রোপাধি
 পরিচ্ছিন্নত্বংপ্রতিবিশিষ্টয়োরপাহুপদ্যমানত্বান্নিখ্যাৎসমেবতি হেতোঃ । ঘট-
 কাশাদিনু ঘটপরিচ্ছিন্নাকাশে ঘটানুপ্রতিবিশ্বাকাশে চ বাস্তবোপাধিময়দৃষ্টা
 দর্শনয়া তেষাং চিন্নাত্মাদৈতবাদিনামেকজীববাদঃ । পরিনিষ্ঠবাদবাস্তবত্ব
 দৃষ্টান্তোপজীবিনাঃ মিচ্ছান্তো ন সিধ্যতি । উপাধেমিথ্যাৎ তেন পরিচ্ছেদ

অর্থাৎ ভিন্নতাদি হইলে সামান্যাধিকরণ্যে (একাধার বর্তিৎ)
 জ্ঞান মাত্র দ্বারা উপাধি ত্যাগ হয় না । যদি বল সেই উপাধি
 ত্যাগে তৎপদার্থের প্রভাব কারণ হইয়াছে, তাহা হইলে ইহা
 আমাদেরও সম্মত বটে ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর উপাধির অবিদ্যা সম্বন্ধ পক্ষে পরিচ্ছেদাদি বা-
 দদ্বয় নিরাকরণ অর্থাৎ খণ্ডন করিতেছেন যথা । উপাধির
 অবিদ্যা সম্বন্ধ থাকাতেই ব্রহ্মে পরিচ্ছিন্নত্বাদিরও সম্ভব হয় না,
 এপ্রযুক্ত অবিদ্যা সম্বন্ধ হইয়াছে । অর্থাৎ ব্রহ্মে অবিদ্যার
 কোন সম্বন্ধ নাই ।

ঘটাকাশাদিতে অর্থাৎ ঘট পরিচ্ছিন্ন আকাশে ও ঘট

বিদ্যকত্বমেবেতি ঘটাকাশাদিসু বাস্তবোপাধিময় তদ্বদর্শনয়া
তেষামবাস্তবস্বপ্নদৃষ্টান্তোপজীবিনাং সিদ্ধান্তঃ সিধ্যতি ।
ঘটমানাঘটমানয়োঃ সঙ্গতিং কর্তুমশক্যত্বাৎ । ততশ্চ

প্রতিবিশ্বতঃ ব্রহ্মণো মিথ্যৈব সাদতো মিথ্যোপাধিদৃষ্টান্তেইন সত্যঘটঘট-
নোঃ প্রদর্শনমসম্ভবমেব । ঘটঘটানুদৃষ্টান্তপ্রদর্শনং ঘটমানং । বিদ্যাবিদ্যা-
প্রতিকপদার্থাত্মিক প্রদর্শনস্বঘটমানঃ ।

তয়োঃ সঙ্গতিঃ সাদৃশ্যলক্ষণা কর্তুমশক্যৈব সাদৃশ্যত্বাৎ । ততশ্চেতি ।
তত্ত্বসঙ্গপরিচ্ছেদপ্রতিবিশ্ব কল্পনমবিদ্যাবিলসিতমজ্ঞানবিজ্ঞিতমেবেত্যেব-

প্রতিবিশ্বতঃ আকাশে বাস্তবের উপাধিময় দৃষ্টান্ত দর্শনদ্বারা
চিন্মাত্র অদ্বৈত বাদিদিগের এক জীববাদ পরিনিষ্ঠা প্রযুক্ত
অবাস্তবঅর্থাৎ মিথ্যা স্বপ্ন দৃষ্টান্ত উপজীবদিগের সিদ্ধান্ত সিদ্ধ
হয় না যেহেতু ঘটমান ও অঘটমান এই দুইয়ের সঙ্গতি
করিতে সমর্থ হওয়া যায় না ॥

তাৎপর্য্য । উপাধির মিথ্যাত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ
ও প্রতিবিশ্ব মিথ্যা হইয়াছে, অতএব মিথ্যা উপাধি দৃষ্টান্ত-
দ্বারা সত্যরূপে ঘট ও ঘটস্থ জ্বলের প্রদর্শন অযোগ্যই হয় ।
ঘট ও ঘটানু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ঘটমান অর্থাৎ সম্ভব, আর বিদ্যা
ও অবিদ্যারূপ দার্শনিক প্রদর্শন অঘটমান অর্থাৎ অসম্ভব ।
এই দুইয়ের সঙ্গতি অর্থাৎ তুল্যত্বের অভাব প্রযুক্ত তুল্যত্ব
বিধান করিবার সামর্থ্য নাই ॥

অতএব অভেদবাদিগের সেই সেই অর্থাৎ পরিচ্ছেদ ও
প্রতিবিশ্ব কল্পন এ সমুদায় অবিদ্যাবিলসিত অর্থাৎ অজ্ঞান

তেষাং তত্ত্বসংস্পর্গবিদ্যাবিলাস এবোতি স্বরূপমপ্রাপ্তেন
 তেন তেন তত্ত্বদ্বাবস্থাপয়িতুমশক্যমিতি ॥ ৩৯ ॥
 ব্রহ্মবিদ্যায়োঃ পর্যায়মানে মতি যদেব ব্রহ্ম চিন্মাত্রত্বেনা
 বিদ্যায়োগম্যাত্যন্তাভাবাম্পদত্বাচ্ছুকং তদেবং তদেয়াগাং

যুক্তরীতি। স্বরূপমপ্রাপ্তেনাসিদ্ধেন তেন পরিচ্ছেদবাদেন তেন প্রতিপদ
 বাদেন চ তত্ত্বদ্বাবস্থাপয়িতুং প্রতিপাদয়িতুমশক্যং । তত্চ হুত্ব হুত্বাণেন বাব
 দৃষ্টপ্রকারকতদ্বিত্যাগে ক্রবঃ ॥ ৩৯ ॥

নহু পরিচ্ছেদবিবাদবয়েনাস্বাকং তাৎপর্যং । তত্ত্বাজ্ঞবোধনায় কল্পিত
 যাং কিত্ত্বকজীববাদ এব তদন্তি । সএব মায়ানবিমোহিতায়া শবীবমাত্ম
 কয়োতি স্পর্গঃ । দ্বিষয়পানাদিবিচিৎভোভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃষ্টমৈ
 ইত্যাদি । কৈবল্যোপনিষদি তত্ত্ববোপপাদিত্বাং । তদ্বাদশেখরঃ । একমেব
 দ্বিতীয়মিত্যাহুত্ব শক্তিভোক্তদ্বিতীয়চিন্মাত্রো মায়াম্ । স চাস্বস্তবিদ্যায় জগ

কল্পিতই জানিতে হইবে । কারণ উক্ত রীতি অনুসারে স্বরূ
 পের অপ্রাপ্তি অর্থাৎ অসিদ্ধিহেতু সেই সেই পরিচ্ছেদ ও প্রতি
 বিশ্ব বাদদ্বারা তত্ত্বদ্বিষয় প্রতিপন্ন করিবার শক্তি নাই ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্ম ও অবিদ্যা এই দুই অংশের হইলে, যে ব্রহ্মজ্ঞান
 মাত্র প্রযুক্ত অবিদ্যা যোগের অত্যন্ত অভাবের অম্পদ (স্থান)
 বলিয়া শুদ্ধ, তিনিই অবিদ্যায়োগে অশুদ্ধ হইয়া জীব হইয়া
 ছেন । পুনরায় সেই জীব কল্পিত মায়ার আশ্রয় হইয়া সেই
 ব্রহ্মই জৈশ্বর হইয়াছেন । আর সেই জৈশ্বরের মায়ার কর্তৃক
 অভিভূত ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন । এই বিরোধ তদবস্থ অর্থাৎ
 এককালীন অবিদ্যার আশ্রয় ও অবিদ্যার বিষয় এই দুইটাই

অশুদ্ধো জীবঃ ॥

পুনস্তদেব জীবাদিদ্যাকল্পিতমায়াশ্রয়ত্বাদীশ্বরস্তদেবচ তন্মায়া
বিষয়ত্বজ্জীব ইতি বিরোধস্তদবস্থ এব স্মাৎ ॥

তত্রচ শুদ্ধায়াং চিত্তাবিদ্যা তদবিদ্যাকল্পিতোপাধৌ

মায়াঃ তদৈষমাজাঃ কাণাসংহিতিক কল্পয়ন্তদর্থমেকং যুগ্মদর্শনং বহু-
রুপত্বাৎ । তদ্ব্যবসায়ঃ স্বরূপঃ পুরুষঃ । যুগ্মদর্শনং মহাদানীনি ভূমাত্তানি
জানি প্রকৃতিানি সপেশ্ববাখ্যাঃ পুরুষবিশেষণেচৈতাবৎ জীবদর্শনঃ । জীববিশেষ-
ণেন কবোতি মায়া চাবিদ্যাচ স্বয়মেব ভবতীতি ক্রত্যস্তরাজ্ঞঃ । গুণযোগা-
বকর্ভবভোক্বে তত্রায়ত্বধাত্তে । যথা স্বপ্নে কশ্চিৎপ্রাজ্ঞধানীঃ রাজানং তং
জ্ঞানং কল্পয়তি তদ্রিয়মায়ায়ানঞ্চ মনোতত্ত্বং । জ্ঞাতৈচ জ্ঞানে জাগরেচ
চিৎতত্বোহনাম কিক্রিদপ্তীতি চিত্তাত্তমেকমায়া বদ্বিত্তি । তমিমং বাদং নিরা-
র্থমাহ ইতি ব্রহ্মক্ৰি । ইতোবং পূর্বোক্তরীত্য পবিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়স্য
আখ্যাণে জ্ঞাতৈ ব্রহ্ম চাবিদ্যা চেতিবয়োঃ পর্যায়সানে সঙ্গীতার্থঃ । অতাস্তা-
বাস্পাদদ্বাদিত্তি । অগাহ্যাহি গৃহ্যতে ইত্যাদি শেত্বেবেতত্বার্থঃ । শুদ্ধ
কণাকখাদবিদ্যাসম্বন্ধস্তংসম্বন্ধাত্তস্য জীবত্বাৎ । তেন জীবেন কল্পিতায়া
মায়া আশ্রয়ো ভূতাত্তদ্ব্যবসায়ঃ । তত্ত্বেশ্বরস্য মায়ায়া পরিভূতং ব্রহ্মৈব
জীব ইত্যাদি বিপল্যপায় মতমবিহ্বলমেব নহু বিহ্বলমিতি ত্বাবঃ । মায়িকত্বঃ

ধিট হইল ॥

তন্মধ্যে শুদ্ধব্রহ্মে অকস্মাৎ অবিদ্যার সম্বন্ধ, সেই অবি-
দ্যার সম্বন্ধ হেতু শুদ্ধ ব্রহ্মের জীবত্ব । আর সেই জীব কল্পিত
দ্যার আশ্রয় হওয়াতে সেই ব্রহ্মই ঈশ্বর হইয়াছেন, অপর
সই ঈশ্বরের মায়া কর্তৃক অভিভূত ব্রহ্মই সেই জীব । তথা

তস্যামীশ্বরাত্মায়াং বিদ্যাতে । তথা বিদ্যাবৈক্যং হপি মায়া
কল্পমিত্যসমঞ্জসাচ কল্পনা স্মাদিত্যাদ্যনুসন্ধেয়ং ॥ ৪০ ॥
কিঞ্চ । যদ্যত্র ভেদবাদ এব তাৎপর্যমভবিষ্যৎ । তথৈ-
কমেব ব্রহ্ম অজ্ঞানেন ভিন্নং জ্ঞানেন তু তস্মৈ ভেদময়-
দুঃখং বিশ্লীষত ইত্যপশ্যদিত্যেবাবক্ষ্যৎ তথা শ্রীভগবন্তী-
লাদীনাং বাস্তবত্বাভাবে সতি শ্রীশুকহৃদয়বিরোধশ্চ

প্রত্যেকতঃ ব্রহ্মবাপ্যাত্মায়াং ব্রহ্মণো নাতিরিক্তো জীব ইত্যেব নিবেদয়তী
গতার্থা । জীবৈশাবিতি শ্রুতিস্ত মায়াবিমোহিততাকিকাদিপারিকল্পিতজীবৈশ-
পরতয়া গতার্থেতি । ন কিঞ্চিদনুপপন্নং ॥ ৪০ ॥

অনুপপত্তান্তরমাহ কিঞ্চেতি । অত্র শ্রীভাগবতে শাস্ত্রে । ইত্যেবেতি । পূর্ণ-
পুরুষঃ কশ্চিদন্তি তদাশ্রিতয়া মায়ায়া জীবো বিমোহিতোহনর্থঃ ভজতি তদনর্থোপ-

অবিদ্যা বিশিষ্ট হওয়াতেই মায়িকত্ব ইহা অযোগ্য কল্পনা হয়,
ইত্যাদি অনুসন্ধান করিতে হইবেক ॥ ৪০ ॥

আরও বলি । যদি ভাগবত শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বর এই
দুইয়ে অভেদবাদ তাৎপর্য হইত তাহা হইলে এক ব্রহ্মই
অজ্ঞানদ্বারা ভেদপ্রাপ্ত অর্থাৎ উপাধি বিশিষ্ট এবং জ্ঞানদ্বারা
তাহার ভেদময় দুঃখ বিলীন হয় ইহাই স্থির হইত । কিন্তু
বেদব্যাঙ্গ “অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং” এই শ্লোকে কোন একটী
পূর্ণ পুরুষ আছেন, তাহারই আশ্রিতা মায়া কর্তৃক জীব মুখ
হইয়া অনর্থ প্রাপ্ত হয় এবং সেই অনর্থের উপশমকারিণী
পূর্ণের ভক্তি, ইহাই দেখিয়া ছিলেন একথা বলিতেন না ॥

তথা শ্রীভগবন্তীলাদির অবাস্তবত্ব অর্থাৎ মিথ্যা হইলে

জায়তে ॥ ৪১ ॥

কস্মাৎ পরিচ্ছেদপ্রতিবিম্বাদিপ্রতিপাদকশাস্ত্রাণ্যপি
কথঞ্চিং তৎসাদৃশ্যেন গোণৈব বৃত্তা প্রবর্তেরন ।

শমনীচ পর্ণস্ত তস্ত ক্ষতিরিভাপশাদিত্যং নাবক্ষ্যামিভার্থঃ ॥ ৪১ ॥

তদ্বাদিতি । তৎসাদৃশ্যেন পরিচ্ছিন্নপ্রতিবিম্বতুল্যত্বেনেভার্থঃ । সিংহো
দেবদত্ত ইত্যন যথা গোণা বৃত্তা সিংহতুল্যত্বং দেবদত্তসোচাতে নতু সিংহত্বং
তদ্বাদিত্যর্থঃ । নদেবং কেন নির্ণীতমিতি চেৎ স্মরকৃত্য 'শ্রীবাসেনৈবেতি স্ম-
রয়' দর্শয়তি । তত্রৈকেন তদ্বাদদয়গদ্যসম্বন্ধবিস্তারস্বাতি অস্থ্যদিতি । যথাস্থনা
ভূগণ্ডস্য পরিচ্ছেদ এবমুপাধিনা ব্রহ্মপ্রদেশস্য গ্রহণাভাবাৎ । অগৃহ্যে নহি
গৃহ্যত ইতি ক্ষতিঃ । অতো ন তথাহং । ব্রহ্মণ উপাধিপরিচ্ছিন্নত্বেনেভার্থঃ ।
যথা । অস্থনি যথা বসঃ প্রতিবিম্বঃ পরিচ্ছিন্নস্য গৃহ্যতে এবমুপাধৌ ব্রহ্মণঃ
প্রতিবিম্বা বাপকস্য ন গৃহ্যতে অতো ন তথাহং তস্য প্রতিবিম্বেনেভার্থঃ ।
তর্হি শাস্ত্রদয়ং কথং সম্বন্ধতে তত্রাহ বুদ্ধীতি দ্বিতীয়েন । তদ্বয়ং ন মুখ্যবৃত্তা
প্রবর্ততে কিন্তু বুদ্ধিহাসভাকং গুণাংশবাদাদিবৈব যথা মহদয়ো ভূখণ্ডৌ যথাচ
রবিতং প্রতিবিম্বৌ বুদ্ধিহাসভাকৌ তথা পরেশজীবৌ স্যাভাঃ । কৃতঃ অস্ত-

শ্রীশুকনবেবের হৃদয়ে বিরোধ উপস্থিত হইত ॥ ৪১ ॥

অতএব পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্বাদি ও প্রতিপাদক শাস্ত্র
সকলও তৎসাদৃশ্য অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিম্ব তুল্যত্বরূপে
গোণী বৃত্তি * দ্বারা প্রবৃত্ত হয় ।

* গোণী বৃত্তি যথা । "সিংহো দেবদত্ত" এই স্থানে যেমন গোণী বৃত্তিদ্বারা
দেবদত্তের সিংহত্ব না বুঝাইয়া সিংহতুল্য গোণী বীথ্য শালিহ বোধ করাইল
তদ্রূপ জীবৈ ব্রহ্মত্ব ভান করায় ॥

অম্মুবদগ্গ্ণাত্তু ন তথাহং বৃদ্ধিহাসভাত্তু মম্মুভাবাত্তু

ভাবাং। এতন্নিম্নাংশে শাস্ত্রতাত্পর্য্য যুক্তঃ। এবং সত্ভাভ্যোদৃষ্টান্তদ্বাি
কয়োঃ সামঞ্জস্যাত্ সঙ্গতেরিতার্থঃ। পূর্ব্বন্যায়েন পরিচ্ছেদাদিবাদব্বরসা থত্তঃ
উত্তরন্যায়েষু গোপবৃত্তা তস্য ব্যবস্থাপনমিতি ব্রহ্মণঃ থত্তঃ প্রতিবিশ্বো বাচী

অতএব ঈশ্বর ও জীব এই দুইয়ের চিৎস্বরূপ হেতু জী
সমূহের দুর্ব্বট ঘটনা পটিয়সৌ পরমেশ্বরের স্বাভাবিক অচিন্ত
শক্তিদ্বারা স্বাভাবতই পরমেশ্বরের রশ্মি (জ্যোতিঃ) ও পর
মাণুগগ্ন স্থানীয় প্রযুক্ত অর্থাৎ ঈশ্বর রশ্মি স্থানীয় ও জীব পর
মাণুগগ্ন স্থানীয় হেতু তদ্ব্যতিরেক ও অব্যতিরেক হেতু দ্বার
বিরোধ পরিহার করিয়াই অগ্রে পুনঃ সেই এই ব্যাসদমাধি
লক সিদ্ধান্ত বোজনা নিমিত্ত অভেদ শাস্ত্র সকল বোজনীয়
হইয়াছে ॥

তাত্পর্য্য। যদি বল ইহা কে নিশ্চয় করিল, তাহা
উত্তর এই, ব্রহ্মসূত্রকর্তা বেদব্যাস এই স্থলে ব্রহ্মসূত্রে
তৃতীয় পাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৮। ও ১৯ অঙ্কের দুইটী সূত্র
দেখাইয়াছেন, এক সূত্র দ্বারা উক্ত দুই বাদ অসম্ভব হে
নিরাশ করিতেছেন যথা। “অম্মুবদগ্গ্ণাত্তু ন তথাহং” অর্থাৎ
যদি বল যেমন জলের দ্বারা অগ্নির পরিচ্ছেদ হয় তদ্রূপ
উপাধি দ্বারা ব্রহ্মপ্রদেশের পরিচ্ছেদ হয়। অহে! ইহা

সামঞ্জস্যাদেবমিতি পূর্বোক্তর পক্ষময়ন্যায়াভ্যাং ॥ ৪২ ॥

এবেতি স্বরূপতাং মতং । ঈশোহপি ব্রহ্মণঃ খণ্ডঃ প্রতিবিম্বো বেতি ন্যায়িনা
দীশবিসুখানাং মতমিতি বোদ্ধবাং ॥ ৪২ ॥

ইহা বলিও না । জলেরদ্বারা ভূখণ্ডের, উপাধিদ্বারা ব্রহ্মপ্রদে-
শের গ্রহণ হইতে পারে না । “অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে” এই শ্রুতি
হেতু ব্রহ্মের তদ্রূপ গ্রহণ হয় না, হইলে ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্ব
সম্ভব হয় । অথবা যেমন জলে পরিচ্ছিন্ন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব
গ্রহণ হয়, তদ্রূপ উপাধিতে ব্যাপকস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব
গ্রহণ হয় না, অতএব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হইতে পারে না ।

তবে যদি বল শাস্ত্রদ্বয় কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, তাহার
উত্তর এই যে, “বুদ্ধি হ্রাস ভাস্করমন্তর্ভাবাদুভয় সামঞ্জস্যং”
ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯ সংখ্যা সূত্রে পূর্বোক্ত দুইটি
পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ব মুখ্য বৃত্তিদ্বারা প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু বুদ্ধি
হ্রাসবিশিষ্ট গুণের অংশ গ্রহণ করিয়াই যেমন মহৎ ও অল্প
ভূমি খণ্ডদ্বয়ের, আর যেমন সূর্য্য ও সূর্য্য প্রতিবিম্বের বুদ্ধি হ্রাস
হয়, তদ্রূপ পরমেশ্বর ও জীবের হইয়া থাকে । যেহেতু সূত্রে
মন্তর্ভাব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । এই অংশে শাস্ত্র তাৎ-
পর্য্য যুক্তিসঙ্গত । এইরূপ হইলে, দৃষ্টান্ত ও দার্শনিক এই
দুইয়ের সামঞ্জস্য সঙ্গতি হয়, ইহাই ফলিতার্থ । পূর্ব ন্যায়ে
পরিচ্ছেদাদি বাদদ্বয়ের খণ্ডন, উত্তর ন্যায়ে গোণবৃত্তিদ্বারা
তাহার স্থাপন । জীব ব্রহ্মের খণ্ড অথবা প্রতিবিম্ব ইহাই
ব্রহ্মকারের মত । যাহারা ঈশ্বর পরাঙ্গুখ মায়িক লোক তাহার

ততএবাভেদশাস্ত্রাণ্যুভয়োশ্চিদ্রূপত্বেন জীবসমূহস্য দুর্ঘট
ঘটনা পটীয়স্যা স্বভাবিক তদচিস্ত্য শক্ত্যা স্বভাবত এ

তত ইতি । পরিচ্ছেদাদিশাস্ত্রদ্বয়স্য তৎসাদৃশ্যার্থকত্বেন নীতত্বাদেব হে
স্বঃ বা অহমসি ভগবদেব তে অহং বৈ ত্বমসি তত্ত্বমসীত্যাদিন্যভেদ শাস্ত্রা
তদেত্ত্ব্যাস সমানি সিদ্ধান্ত যোজনায় মুহুরপ্যাগ্রে যোজনীয়ানি ইতি সত্ব
কেন হেতুনা ইত্যাহ । উভয়োরীশ জীবয়োশ্চিদ্রূপত্বেন হেতুনা । যথা গে
শ্রাময়োত্তরুণ কুমারয়োর্বাষিপ্রয়োর্বিপ্রয়েনৈকাং । ততশ্চ জাট্যবাজে
নহু বাস্তবিতার্থঃ । তথা জীবসমূহস্য দুর্ঘটঘটনা পটীয়স্যা তদ চিস্ত্য

ঈশ্বরেতেও ব্রহ্মের খণ্ড অথবা প্রতিবিশ্ব মানিয়া থাকে, এ
তাহাদের মত জানিতে হইবে ॥ ৪২ ॥

অতএব পরিচ্ছেদাদি শাস্ত্রদ্বয়ের তৎ সাদৃশ্যার্থকত্ব
প্রাপ্তি হেতুক, তুমিই আমি অর্থাৎ ভগবানের ন্যায় আমি হ
য়াছি, আমিই তুমি হইয়াছি, “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি অভেদ শা
সকল ব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ সিদ্ধান্তের যোজনা নিমিত্ত বা
স্বার অগ্রে যোজনা করিতে হইবে । যদি বল কি জন্য যোজ
করিতে হইবে, তাহার হেতু এই যে, জীব ও ঈশ্বর এই উভ
চিৎস্বরূপ এই কারণ যোজনা করিতে হইবে । যেমন গোর
শ্যাম, অথবা তরুণ ও কুমার এই দুইজন যদি ব্রাহ্মণ হয়, ত
হইলে তাহাদের বিপ্রত্বরূপে ঐক্য হইবে । অর্থাৎ ঐ উভ
জাতিদ্বারা অভেদ হইবে, ব্যক্তিগত অভেদ হইবে না । ত
জীবসমূহের দুর্ঘট-ঘটনা পটীয়সী সেই অচিস্ত্য শক্তির
স্বভাবতই সেই রশ্মি ও পরমাণুগণ স্থানীয়ত্বপ্রযুক্ত তদ্ব্য

তদস্মি পরমাণুগণ স্থানীয়ত্বাত্ত্ব্যতিরেকেণাব্যতিরেকেণচ
বিরোধং পরিহৃত্যৈবাগ্রে মুহুরপি তদেতদ্ব্যাস সমাধিলক

ভাবত এব তদস্মি পরমাণুগণ স্থানীয়ত্বাত্ত্ব্যতিরেকেণাব্যতিরেকেণচ হেতুনা
বিরোধং পরিহৃত্যপি পরেশস্য খলু স্বরূপানুবন্ধিনী পরাখ্যা শক্তি রচুতেব
বেরস্তি । পরাস্য শক্তিরিবিধৈব জগতে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চেতি
ব্রহ্মণ্যং । বিম্বশক্তিঃ পরা প্রোক্তেতি স্মরণাচ্চ । সাহি তদিতরাবিধিলানি-
য়তি । যস্মাত্তদনো সর্বেষাঃ স্ব স্ব ভাবমত্যা জ্ঞেয়া বর্তন্তে । প্রকৃতিঃ কালঃ
মধ্য স্বাত্ত্বঃস্থিতমপীধরং স্রষ্টুং ন শক্যোতি কিন্তু ততো বিভাদেব স্ব স্ব ভাবে

রেক ও অব্যতিরেক হেতুদ্বারা বিরোধ পরিহাস করিলেও
পরমেশ্বরের স্বরূপানুবন্ধিনী অর্থাৎ স্বরূপ সম্বন্ধিনী শক্তি,
পুণ্যের অবিচ্যুতা শক্তির ন্যায়, অচ্যুতভাবে রহিয়াছে । ঐ
শক্তি পরমেশ্বর ব্যতিরিক্ত সমুদায়কে আপনার নিয়মাধীন
করেন । যেহেতু পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য যে সমুদায় অর্থ তাহারা
ধীর স্বীয় ভারপ্রাপ্ত হইয়া জীবের উপর বর্তমান হয় । প্রকৃতি,
কালও কৰ্ম ইহারা আপনার অন্তবর্তি ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে
দ্রব্য হয় না, কিন্তু সেই ঈশ্বর হইতে ভীত হইয়া স্ব স্ব ভাবে
অবস্থিতি করে । জীবগণ ঈশ্বরের সজাতীয় হইলেও সেই
জীবের সহিত ঐ সকল শক্তি ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে সমর্থ
হয় না, কিন্তু তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই রুত্তিলাভ করে, যেমন
মুখ্য প্রাণকে অবলম্বন করিয়া শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব
গ্যাপারে প্রবৃত্ত হয় তদ্রূপ । অতএব যে রুত্তি যাহার অধীন
সেইরূপ হয়, এই অভেদ শাস্ত্রেরও ভেদ শাস্ত্রের সহিত

সিদ্ধান্ত যোজনায় যোজনীয়ানি ॥ ৩৩ ॥

তদেবং ময়াশ্রয়ত্ব মায়ামোহিতত্বাভ্যাং স্থিতে তয়োর্ভেদে
তদ্ব্যজনসৈবোপাভিধেয়ত্বমায়াতং ॥ ৪৪ ॥

অতঃ শ্রীভগবত এব সর্বহিতোপদেক্ত্বাং সর্বভুঃখহর-

তিষ্ঠতি । জীবগণশ্চ তং সজ্জা তীয়োপ ন তেন সম্পশিতুং শক্যোতি কিন্তু তস্মা
শ্রয়ত্বেনৈব বৃত্তিং লভতে মুখ্য প্রাণমিব শ্রোত্রাদিরস্ত্রিয়গণ ইতি । তথাচ বহু ক্রি-
য়াধীনো স ভজ্ঞপ ইত্যভেদ শাস্ত্রস্যানপি ভেদ শাস্ত্রেণ সাক্ষমবিরোধোরঃ শ্রীব্যা-
সমাধিলক সিদ্ধান্তসাপেক্ষ ইতি । তথাচারেশ জীবয়োঃ স্বরূপাভেনো নাস্তি
সিদ্ধং ॥ ৪৩ ॥

তদেবমিতি ক্ষু টাৎ । তদ্ব্যজনস্য মায়া নিবারণসৌত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

ময়ামোহ নিবারণকত্বাদস্য ভজনমভিধেয়ং স ভগবানেব ভজ্যতাং প্রেমযোগ্য
ইত্যর্থাদাগতমিত্যাহ অত ইতি । অত মায়ামোহ নিবারণ ভজনত্বাভগবত এব

অবিরোধ শ্রীব্যাসদেবের সমাধিলক সিদ্ধান্তেরপক্ষ । এই কারণ
ঈশ্বর ও জীব এই দুইয়ের স্বরূপগত অভেদ নাই, ইহাই
সিদ্ধান্ত হইল ॥ ৪৩ ॥

অতএব এই প্রকার মায়ার আশ্রয়ত্ব ও মায়ামোহিতত্ব এই
উভয়দ্বারা ঈশ্বর ও জীবের ভেদ স্থির হওয়াতে ভগবদঙ্গীতার
“দেবী হেমা গুণময়ী” ইত্যাদি ন্যায়প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের ভজনে-
রই অভিধেয়ত্ব প্রাপ্তি হইল ॥ ৪৪ ॥

মায়ামোহ নিবারণকত্ব হেতু শ্রীকৃষ্ণের ভজন অভিধেয়, সেই
ভগবানই ভজনশীল জনবৃন্দের প্রেমযোগ্য, ইহাই উপস্থিত
হইল এই কথা বলিতেছেন (অত ইতি)

অতএব সর্বহিতের উপদেশ কর্তা, সর্বভুঃখ নিবারণক,

ত্বাং সোপাধিক গুণশালিত্বাং পরমপ্রেম যোগ্যত্বমিতি
প্রয়োজনঞ্চ স্থাপিতং ॥ ৪৫ ॥

অত্রাভিধেয়ঞ্চ তাদৃশত্বেন দৃষ্টবানপি । যতন্তুং প্রবৃত্ত্যর্থং
শ্রীভাগবতাখ্যামিমাং সাহিত্য সংহিতাং প্রবর্তিতবানিত্যাহ ।
অনর্থোতি ভক্তিয়োগোহত্র শ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণঃ সাধন-

প্ৰথম প্রেমযোগ্যত্বমিতি সন্দ্বন্ধঃ । জীবাত্মা প্রেমযোগ্যঃ পরমায়া ভগবান্ধ
প্ৰথম প্রেমযোগ্য ইত্যর্থঃ । কৃত ইতাপেক্ষায়াং হেতু চতুষ্টয়মাহ । সর্পেতি
শ্মিনামিত্যাদি । স্বর্গো যথা রশ্মিনাং স্বরূপং ন কিস্ত পরম স্বরূপমেব ভবে-
দেতোবাং জীবানাং ভগবানিতি স্বরূপেত্যং নিরন্তঃ । অন্তর্গামি ব্রাহ্মণাং সৌখ্য-
লক্ষণাচ্চ জীবায়নঃ পরগায়নঃ শরীরানি ভবন্তি সহ তেষাং শরীরীতি ভেদঃ
প্রকৃটার্থ জ্ঞাতঃ । অতঃ সর্কাদিকেন্দিতি ॥ ৪৫ ॥

অত্রাভিতি তাদৃশত্বেন মায়া নিরাকত্বেন দৃষ্টবানপি শ্রীকৃষ্ণাঃ । অচ্যুতানঃ
প্ৰতিপাদ্যঃ । তৎপ্রদানেতি সগবদমুখ্যেত্যর্থঃ । তস্য শ্রবণাদি লক্ষণাঃ ।
যস্য সাপেক্ষত্বেন কৰ্ম্মাদি পরিত্যজ্যে । জ্ঞানাদেদ্বিতি । জ্ঞানমাত্র যস্য

শ্মি সমুদায়ের সূর্য্যতুল্য সকলের পরমস্বরূপত্ব ও সর্ক্বাধিক
গুণশালিত্ব প্রযুক্ত শ্রীভগবানের পরম প্রেমযোগ্যত্ব ইহাই
প্রয়োজন স্থির হইল ॥ ৪৫ ॥

এস্থলে শ্রীবেদব্যাস মায়ানিবারকরূপে অভিধেয় দর্শনও
করিয়াছিলেন । যেহেতু ভগবানের প্রতি ভক্তিয়োগের প্রবৃত্তি
নিমিত্ত এই শ্রীভাগবত নাম্নী সাহিত্যসংহিতা প্রবর্তিত করিয়াছেন
ইহাই বলিতেছেন । প্রথম স্কন্ধের “অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ”
এই শ্লোকে । ভক্তিয়োগ শব্দের অর্থ শ্রবণ কীর্তনাদি স্বরূপ

ভক্তিয়োগঃ নতু প্রেমলক্ষণঃ । অনুষ্ঠানং হু পদেশা পেক্ষ
 প্রেমতু তৎপ্রসাদাপেক্ষমিতি তথাপি তস্য তৎপ্রসাদহে-
 তুৎপ্রেমফল গর্ভত্বাৎ সাক্ষাদেবানর্থো পশ্যমনত্বং নতু
 সাপেক্ষত্বেন ॥

যৎ কৰ্ম্মভিৰ্যতপসা জ্ঞান বৈরাগ্যতশ্চ যদিত্যাদৌ স-
 মদ্বক্তি যোগেন মদ্বক্তো লভতেহঞ্জসা । স্বর্গাপা-
 মিত্যাদেঃ । জ্ঞানাদেস্ত ভক্তিসাপেক্ষত্বমেব । শ্রে

ব্রহ্মেত্যুক্তং ব্রহ্মবিষয়কং । সম্বোধাদীতাদি রূপতামননং গ্রাহ্যং । অতঃ

সাধনভক্তি কিন্তু প্রেমভক্তি নহে । ভজনানুষ্ঠান উপা-
 অপেক্ষা করে, আর প্রেম ভগবদনুগ্রহের প্রতি সাপেক্ষ ।

এইরূপ হইলেও ভগবৎ প্রসাদের হেতু সেই শ্রবণ কী-
 নাদি অনুষ্ঠানরূপ ভক্তিবোগের ভগবৎ প্রেমফলগর্ভত্ব প্রযু-
 সাক্ষাৎ অনর্থের উপশম হয়, অন্য কৰ্ম্মাদি অপেক্ষা করে ন

যথা ১১ স্বন্ধে ২০ অধ্যায়ে ৩২ ও ৩৩ শ্লোকে । কৰ্ম্মদ্ব-
 তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা, যোগ দ্বারা, দান ধ-
 দ্বারা বা অন্য তীর্থযাত্রা ব্রতাদি শ্রেয়ঃ সাধন দ্বারা যাহা বি-
 লাভ হয় । ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন ।

আমার ভক্ত আমার ভক্তিয়োগ দ্বারা এ সমুদায় অনায়া-
 লাভ করেন এবং যদি বাঞ্ছা কবেন তাহা হইলে স্বর্গ, অপ-
 (মুক্তি) অথবা আমার সালোক্যও লাভ করিতে পারে
 এই হেতু জ্ঞানাদিরও ভক্তিসাপেক্ষত্ব আছে অর্থাৎ ভা-
 ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না ।

হৃতিং ভক্তিমুদস্যোত্যাদেঃ ॥

অথবা । অনর্থস্য সংসারব্যাসনস্য তাবৎ সাক্ষাদব্যবধানে-
নোপশমনং । সংমোহাদিহয়স্যতু প্রেমাখ্য স্বীয় ফলদ্বারে-
ণেত্যর্থঃ । অতঃ পূর্ববদেবাত্মাভিধেয়ং দর্শিতং ॥ ৪৬ ॥

অস্মানর্থোতি বাক্যে ॥ ৪৬ ॥

যথা দশমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে ॥

যে সকল দুর্ভাগ্য লোক পরম শ্রেয়ের 'বস্তু'স্বরূপ ভক্তি
পরিত্যাগ করিয়া কেবল বোধ লাভার্থ ক্রেশ করে, তাহাদিগের
তুষাবঘাতি লোকদিগের ন্যায় ক্রেশই অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ
যেমন অল্প প্রমাণ ধাতু পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে কণমাত্র হীন
স্থূল তুষ যাহা ধাতুবৎ প্রকাশ পায়, তাহা লইয়া অবঘাত
করিলে কেন ফললব্ধ হয় না, তেমনি ভক্তিকে তুচ্ছ করিয়া
কেবল বোধ লাভার্থ যত্নকারিদের কিঙ্কিণ্মাত্র ফললাভ হয় না,
কেবল ক্রেশ মাত্র পর্য্যবসান হইয়া থাকে এই হেতু ভক্তিই
জ্ঞানের জননী ॥

অথবা ১ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে অনর্থের উপশম
এই যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে অনর্থের অর্থাৎ
সংসার দুঃখের, তাবৎ সাক্ষাৎ অর্থাৎ ব্যবধান ব্যতিরেকে উপ-
শম হয় । প্রথমস্কন্ধীয় এই দুইটী শ্লোকের তাৎপর্য্যে প্রেম
নামক স্বীয় ফলদ্বারা সম্মোহন ও ত্রিগুণাত্মক মননের উপশম
হয় । অতএব এস্থলে পূর্বের ন্যায় অভিধেয়তত্ত্ব প্রদর্শিত
হইল ॥ ৪৬ ॥

॥ * ॥ ইতি অভিধেয়তত্ত্ব নিরূপণ ॥ * ॥

অথ পূর্ববদেব প্রয়োজনঞ্চ স্পষ্টয়িতুং পূর্বোক্তস্য পূর্ণ
পুরুষস্যচ শ্রীকৃষ্ণরূপত্বং ব্যঞ্জয়িতুং গ্রন্থফল নির্দেশদ্বারা
তত্র তদনুভাবান্তরং প্রতিপাদয়ম্যাহ যস্যামিতি ভক্তি
প্রেমা শ্রবণ রূপয়া সাধন ভক্ত্যা সাধ্যত্বাৎ উৎপদ্যতে
আবির্ভবতি । তস্যানুসঙ্গিক গুণমাহ শোকেতি অত্রৈবাং
সংস্কারোহপি নশ্যতীতি ভাবঃ ।

অণেতি । প্রয়োজনং ভগবৎ প্রেম লক্ষণং । তত্রৈতি তত্র সমাধৌ শ্রীব্যাস
সানানমুত্তরমিতিার্থঃ । আবির্ভবতীতি প্রেমঃ পরা সার্বাংশভেনোৎপত্ত্য সম
বাং ইতিার্থঃ । তনোতি প্রেমঃ । অণ প্রেমে সতি । কৃষ্ণস্ত ভগবানিতি

অথ প্রয়োজন নিরূপণ ॥

অনন্তর পূর্বের ন্যায় ভগবৎ প্রেমস্বরূপ প্রয়োজন স্পষ্ট
করিবার নিমিত্ত প্রথম স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে উক্ত পূর্ণ
পুরুষের শ্রীকৃষ্ণরূপত্ব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত গ্রন্থের প্রেমফল
নির্দেশদ্বারা সেই প্রেমে শ্রীব্যাসদেবের অন্য অনুভব প্রতিপাদন
করত বলিতেছেন ।

যথা ১ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে “যস্যামিতি” সপ্তম শ্লোকে ।
ভক্তি শব্দে প্রেম, যেহেতু তাহা সাধনভক্তিদ্বারা সাধ্য হয় ।
“উৎপদ্যতে” এই ক্রিয়াপদের অর্থ আবির্ভূত হয়েন । তস্য
অর্থাৎ প্রেমের আনুসঙ্গিক গুণ বলিতেছেন “শোক ইতি”
এই প্রেমে শোক মোহাদির সংস্কারও নাশ হইয়া থাকে ।
ইহাই ভাবার্থ ।

প্রীতিনির্বাবন্ম য বাহুদেব ন মুচাতে দেহযোগেন তাব-
দিত্তি শ্রী ॥ বভদেব বাক্যং । পরমপুরুষে পূর্বোক্ত পূর্ণ-
পুরুষে কিমাকার ইতাপেক্ষায়ামাহ কৃষ্ণে কৃষ্ণস্ত ভগবান্
সদ্যনিত্যাদি শাস্ত্রসহস্র ভাবিতান্তঃকরণানাং পরম্পরায়
তৎপ্রসিদ্ধ মধ্যপাতিনাং চাসংখ্যালোকানাং তন্মায়-
জ্ঞাবর্ণনাত্রেণ বঃ প্রথম প্রতীতি বিষয়ঃ স্যাৎ । তথা
তন্মানং প্রথমাক্ষর মাত্রং মন্ত্রায় কল্পামানং বস্যাতিমুখ্যায়

দ্বিগদানাং শ্রীজয়দেবাদীনাং চাসংখ্যালোকানামিত্যর্থঃ । তন্মায়মিতি তন্মায়
ইতি চোক্তময় কৃষ্ণেতি নাম বোধ্যং । কতিবিতি । প্রকৃতি প্রত্যয়সম্বন্ধবিশেষ

এককে ধ্যানভদেব বলিয়াছেন, আমি বাহুদেব, যে পর্য্যন্ত
আমাতে প্রীতি না হইবে সেই পর্য্যন্ত দেহযোগ হইতে মুক্ত
হইবে না । এই বাক্য হেতু ভক্তি শব্দে প্রেম জানিতে
হইবে ॥

১ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে “পরমপুরুষে” এই যাহা
বর্ণিত আছে, তাহা পূর্বোক্ত চতুর্থ শ্লোকে পূর্ণপুরুষ জানিতে
হইবে । তাঁহার আকার কিরূপ এই অপেক্ষায় বলিতেছেন
কৃষ্ণে । ১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণাবতার সর্ব-
প্রাপ্তি হেতু সাক্ষাৎ ভগবান্ ইত্যাদি সহস্র সহস্র শাস্ত্রদ্বারা
ওক্তান্তঃকরণদিগের এবং পরম্পরায় তৎপ্রসিদ্ধ মধ্যপাতি
শ্রীমুত ও শ্রীজয়দেবাদি অসংখ্য লোকদিগের কৃষ্ণনাম শ্রবণ-
প্রত্যয়ে যিনি প্রথম প্রতীতির বিষয় হইয়াছেন । তথা সেই
শ্রীকৃষ্ণনামের প্রথমাক্ষর মাত্র মন্ত্রের জন্য কল্পনায় হইলে

স্যাভদাকার ইত্যর্থঃ ।

আহুশ্চ নাম কৌমুদীকারাঃ ।

কৃষ্ণশব্দস্য তমাল শ্যামলদ্বিধি যশোদাস্তনাক্ষয়ে পরম-
ব্রহ্মণি রুচিস্বাদিতি ॥ ৪৭ ॥

অথ তস্মৈব প্রয়োজনস্য ব্রহ্মানন্দানুভবাদপি পরমহ্মনু-
ভূতবান্ । যতস্তাদৃশং শ্রীশুকমপি তদানন্দ বৈশিষ্ট্য-
লস্তনায় তমাপ্যাপয়ামাসেত্যাহ । স সংহিতামিতি কৃষ্ণানু-

যশোদাস্তে প্রসিদ্ধমণ্ডপশব্দসোব গৃহ বিশেষেত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

অথেতি । ব্রহ্মানন্দাদস্য ব্রহ্মেত্বাক্ত বস্তু স্বথাপি পরমহ্মনুভূতমহু ভূত

যাঁহার আভি মুখ্যের নিমিত্ত হয়, তাহাই তদাকার অর্থাৎ
শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ।

কৌমুদীকারেরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন ॥

রুচিবৃত্তি হেতু কৃষ্ণশব্দের অর্থ তমাল শ্যামলকান্তিশালি
যশোদা স্তনপানকারি পরমব্রহ্মে বর্তায়, প্রকৃতি প্রত্যয়েব
অর্থযোগে অন্য কাহাতেও বর্তে না ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর শ্রীবেদব্যাস ব্রহ্মানন্দানুভব হইতেও সেই ভগবৎ
প্রেমস্বরূপ প্রয়োজনের উৎকৃষ্টত্ব অনুভব করিয়াছিলেন ।
যেহেতু ব্রহ্মানন্দানুভবি শুকদেবকেও ব্রহ্মানন্দ হইতে বিশিষ্ট
প্রেমানন্দ অনুভব করাইবার নিমিত্ত ভাগবতীসংহিতা অধ্যয়ন
করাইয়াছিলেন ॥

ইহার প্রমাণ ১ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে দর্শিত হই-

ক্রম্য চেতি প্রথমতঃ স্বয়ং সংক্ষেপেণ । পশ্চাত্তু কৃত্ব
শ্রীনারদোপদেশাদনুক্রমেণ বিরতোত্যর্থঃ । অতএব
শ্রীমদ্ভাগবতং ভারতানন্তরমিতি যদত্র শ্রুয়তে যচ্চান্যাকো-
দশপুরাণান্তরং ভারতমিতি তদ্ব্যমপি সমাহিতং স্যাৎ
ব্রহ্মানন্দানুভব নিমগ্নস্তাৎ নিরুত্তি নিরতং সর্বতো নিরুত্তৌ

দান্ শ্রীবাসঃ । তারুণ্যং তদানন্দানুভবিনমপি তদানয়কতি কৃষ্ণপ্রেমানন্দ
প্রাপণ্যবেশ্যঃ অগ্রহণেতি । যদ্যেতি অত্র শ্রীভাগবতে অন্তরং মৎস্যাদৌ ।
অগ্রাদশপুরাণানি কুত্র সাংগতীকৃতঃ । চক্রে ভারতমাখ্যানং বেদার্থৈরুপবৃত্তং

যাহে যথা “স সংহিতাং ভাগবতীং কুহানুক্রম্য চাত্মজং ।

শুকমধ্যাপয়ামাস নিরুত্তি নিরতং মুনিং ॥

শ্লোকার্ধ এই যে । শ্রীবেদব্যাস ভাগবতী সংহিতা রচনা
করিয়া এবং যথাক্রমে ইহার শ্লোকসকল সংশোধন করিয়া
বিষয় তত্ত্ব রহিত প্রিয়পুত্র শ্রীশুকদেবকে প্রথমতঃ অধ্যয়ন
করাইলেন ॥

বেদব্যাস প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবত সংক্ষেপরূপে করিয়া পশ্চাৎ
শ্রীনারদের উপদেশে আনুপূর্বিক শোধন করিয়াছিলেন ।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে যে শুনা যায়, মহাভারতের পর
শ্রীমদ্ভাগবতের রচনা হইয়াছে । আর মৎস্যপুরাণাদিতে বর্ণিত
আছে অষ্টাদশপুরাণের পর মহাভারত হইয়াছে, এই দুই
বিষয়েরই সমাধান হইল ॥

শ্রীশুকদেব ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধিতে নিমগ্ন প্রযুক্ত নিরুত্তি

নিরতং তত্রাব্যভিচারিণমপীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

তমেতং শ্রীবেদব্যাসস্ত সমাধি জ্ঞাতানুভবং শ্রীশৌনক
প্রশ্নোত্তরেন বিশদয়ন্ সৰ্ব্বাত্মারামানুভবেন সহৈতুক
সম্বাদয়তি আত্মারামাশেচতি নিগ্রহা বিধি নিষেধাতীত
নির্গতাহঙ্কার গ্রন্থ্যো বা অহৈতুকীং ফলাভিসন্ধিরহিতাং

হিতমিত্যনেনেত্যর্থঃ তুহ্নেতি নিবৃত্ত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

সমাধিদৃষ্টসাপেক্ষা সৰ্ব্বতত্ত্বজ্ঞ সম্যক্তত্ত্বমাহ তমিত্যাदिना । निर्गता अहङ्कार

নিরত অর্থঃ সৰ্ব্বোতোভাবে নিবৃত্তিতে নিরত অর্থঃ অব্যভি
চারী ছিলেন ॥ ৪৮ ॥

বেদব্যাসের সেই এই সমাধিজাত অনুভবকে শ্রীশৌন
কের প্রশ্নোত্তরবারা ব্যক্ত করত সমুদায় আত্মারামদিগে
অনুভববারা সহৈতুক সম্বাদ বলিতেছেন ।

প্রথমস্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে শ্রীসূতের উক্তি ॥

আত্মারামমুনিমকণের কোন প্রকার হৃদয়গ্রন্থি না থাকি
লেও তাহারা উন্নতক্রম শ্রীকৃষ্ণের ফলাভিসন্ধিরহিতা ভাবি
করিয়া থাকেন, হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ যে, মূর্ত অমূর্ত
সকলেই তদর্থ সমুৎসুক হয়েন ॥

উক্ত শ্লোকে নিগ্রহশব্দের অর্থ বিধি নিষেধ বহির্ভূত
অর্থবা নির্গত অহঙ্কার । অহৈতুকশব্দের অর্থ ফল বিষয়
অনুসন্ধান রহিত । সেই স্থানে সমুদায় আক্ষেপ নিবার

তত্র সৰ্ব্বাক্ষেপ পরিহারার্থমাহ ইথম্মুত আত্মারামাণা
মপ্যাকর্ষণ স্বভাবো গুণো यस্য সঃ । ইতি তমেবার্থং
শ্রীশুকস্যাপানুভবেন সম্বাদয়তি হরেণ্ডংগেতি । শ্রীবেদ-
বাদেব যৎকিঞ্চিৎ শ্রুতেন গুণেন পূৰ্ব্বমাক্ষিপ্তা মতি-
ব্রহ্মানন্দানুভবো यस্য সঃ পশ্চাদধ্যগাৎ মহৎ বিস্তীৰ্ণমিতি ।
ততশ্চ তৎ সংকথাসৌহার্দেন নিত্যং বিষ্ণুজনাঃ প্রিয়া
যস্য তথাভূতো বা তেষাং প্রিয়ো বা স্যমভবদিত্যর্থঃ ।

৪৫। মহত্ত্ব জাগোহয়মহঙ্কারো নতু স্বরূপাত্মবক্ষ্যীতি বোধ্যঃ । তৃতীয়-
সম্ভর্ভে এণমেব নিবেশ্যমানব্রাহ্মণ তদীৰ্ষণদাবিশেষ্যানিতি । পুতনা ধাক্কী গতি-

নিমিত্ত কহিয়াছেন “ইথম্মুত” অর্থাৎ এই প্রকার আত্মারাম
দিগেরও অর্কষণ স্বভাবগুণ বাহার তিনি হরি ।

অতএব এই বিষয়ই শ্রীশুকদেবের অনুভবদ্বারা প্রকাশ
করিতেছেন । যথা প্রথমস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

“হরেণ্ডংগাক্ষিপ্ত মতির্ভগবান্ বাদরায়াণিঃ ।

অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥

শ্রীবেদাদ্যসের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ হরিগুণ শ্রবণ
করিয়া শ্রীশুকদেবের ব্রহ্মানন্দানুভব পূর্ব্ব হই তিরোহিত হয়,
পশ্চাৎ এই মহৎ অর্থাৎ বিস্তীর্ণ পুরাণ অধ্যয়ন করেন । তদ-
নন্তর সেই হরিকথায় সৌহার্দ্যদ্বারা হরিদাসসম্মল বাহার
নিত্যপ্রিয় অথবা যিনি স্বয়ংই সেই হরিদাস সকলের প্রিয়
হইরাছিলেন ॥

অয়ং ভাণঃ । ব্রহ্মবৈবর্তপুস্তানুসারেণ পূৰ্ব্বং তাবদয়ং গর্ভ-
বাসনারভ্য শ্রীকৃষ্ণস্ত স্মৈরিতয়া মায়ানিবারকত্বং জ্ঞাত-
বান্ ততঃ স্বেনয়োজনয়া শ্রীব্যাসদেবেনানীতম্য তস্তাঙ্ক-
দর্শনানন্তরং তন্নিবারণে সতি কৃতার্থতাং মন্যতয়া স্ব-
মেকান্তমেব গতবান্ । ততঃ শ্রীব্যাসদেবস্ত তং বশীকর্তৃ-
তদনন্ত সাধনং শ্রীভাগবতমেব জ্ঞাত্বা তদগুণাতিশ-
প্রকাশময়াঃ স্তুদীয় পদ্য বিশেষান্ কথঞ্চিচ্ছ্রাবয়িত্বা তে-
তমাক্ষিপ্তমতিং কৃত্বা তদেব পূর্ণং তমধ্যাপয়ামাসেতি

দান পাণ্ডবসারথা প্রতীহারহাদি প্রদর্শকান্ কতিচিৎ শ্লোকানিতার্থঃ । জ-
বৈবর্তে শুকো যোনিজাতঃ । ভাবতেত্বযোনিজাতঃ কথ্যতে । দারগ্রহণং ক-
স্তুতিশ্চেতি । তদেতৎ সৰ্ব্বং কল্পভেদেন সঙ্গমনীয়ং ॥ ৪৯ ॥

ইহার তাৎপর্যার্থ এই ॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অনুসারে জানিতে হইবে যথা ॥

শ্রীশুকদেব পূর্বের গতুকাল আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের
স্বাধীনতা প্রযুক্ত মায়া নিবারকত্ব গুণ জ্ঞাত হইয়াছিলেন।
তদনন্তর স্বীয় প্রয়োজন সাধননিমিত্ত শ্রীবেদব্যাস তাঁহাকে
আনয়ন করিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব অবলোকন করত তাঁহাকে
নিবারণ করিলে তিনি আপনাকে কৃতার্থ মানিয়া স্বয়ং নির্জ-
গমন করিয়াছিলেন । তৎপরে শ্রীব্যাসদেব তাঁহাকে বশীভূত
করিবার নিমিত্ত ঐ বশীকরণ বিষয়ে অনন্ত সাধনস্বরূপ
শ্রীমদ্ভাগবতকে অবগত হইয়া যাহাতে ভগবানের গুণ অতিশ-

শ্রীভগবত মহিমাতিশয়ঃ প্রোক্তঃ । তদেবং দর্শিতং
বক্তুঃ শ্রীশুকস্য শ্রীবেদব্যাসস্য চ সমানং হৃদয়ং । তস্মা-
দ্বক্তৃহৃদয়ানুরূপমেন সর্বত্র তাৎপর্যং পর্যালোচনীয়াং
নাশ্রুত্যা । যতদনুশ্রুত্যা পর্যালোচনং তত্র তত্র কুপথগামিতৈ-
রিত্তি নিষ্কঙ্কিতং ॥ ১ । ৭ ॥ শ্রীমৃতঃ ॥ ৪৯ ॥

অথক্রমেণ বিস্তরতন্তুথৈব তাৎপর্যং নির্ণেতুং সঙ্কল্পাভি-

পে প্রকাশ আছে, এমত শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় শ্লোক
কানরূপে শ্রীশুকদেবকে শ্রবণ করান। তদ্বারা ঐ শুক-
দেবকে আক্ষিপ্ত বুদ্ধি করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে সমুদায়
শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করান। এতদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা
মতিশয়রূপে কথিত হইল। উক্ত প্রকার শ্রীমদ্ভাগবত-বক্তা
শ্রীশুকদেবের তথা শ্রীবেদব্যাসেরও হৃদয় যে পরস্পর সমান
হইয়া প্রদর্শিত হইল। অতএব বক্তা শ্রীশুকদেবের হৃদয়ের
অনুরূপই সর্বত্র তাৎপর্য পর্যালোচনা করিতে হইবে, অন্য
প্রকার তাৎপর্য নহে। এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রেমলাভ তাৎ-
পর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যথা রূপে যে যে তাৎপর্য্য অব-
ধারণ, তাহাতে তাহাতে কুপথগামিতাই নিশ্চয় হইয়াছে
অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিব্যোগ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্য
প্রকার ব্যাখ্যা করিলে, তাহা কুপথগামিতা বলিয়া নিরূপিত
হইবে। এই সকল বিষয় ১ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে শ্রীমৃত বলিয়া-
ছেন ॥ ৪৯ ॥

ধেষ্য প্রয়োজনেষু যট্‌ভিঃসন্দর্ভে নির্ণেয়মাণেষু প্রথম-
বস্ত্র বাচ্য বাচকতা সন্ধীদং শাস্ত্রং তদেব ধর্মঃ প্রোক্ত-
তেত্যাदि पदेषु सामान्याकारितत्त्ववदाह । केन्यं वास्तव-
मत्र वस्तुति ॥ ३ ॥

টীকাচ ॥

অত্র শ্রীমতি স্কন্দরে ভাগবতে বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু
বেদ্যং নতু বৈশেষিকাদি বৎ দ্রব্যগুণাদিরূপমিত্যেব

সংক্ষেপেণোক্তং সম্বন্ধাদিকং বিস্তারেন দর্শয়িতুমপক্ৰমে তথোক্তাদি । তথৈ-
বেতি শ্রীশঙ্করাচ্ছন্দমহাত্মসারোপাখ্যায়ঃ । সামান্যত ইতি অনির্দিষ্টবস্তু-
গুণবিভূতিকথ্যেতাৎ । বৈশেষিকাদি বদিত্তি । কণাদ গোতমোক্তশাস্ত্র-

অনন্তর ক্রমে বিস্তারপূর্বক তাৎপর্য নির্ণয় করিবার
নিমিত্ত সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন সকল ছয়টি সন্দর্ভ দ্বারা
নির্ণীত হইবে । তন্মধ্যে প্রথম বাহার বাচ্য-বাচকতা সম্বন্ধ-
রূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র হইয়াছে, সেই বাচ্য-বাচকতা
নিরূপিত হইতেছে ।

“ধর্মপ্রোক্ত্বাত কৈতবেত্যাदि” দ্বিতীয় শ্লোক সামান্যা-
কারে বলিয়াছেন । “বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু” ইতি ॥ ৩ ॥

উক্ত শ্লোকের টীকায় এই শ্রীমান্ পরমহংসের ভাগবতে
বাস্তব অর্থাৎ পরমার্থভূত যে বস্তু তিনিই বেদ্য অর্থাৎ জা-
নিবার যোগ্য কিন্তু বৈশেষিকাদিয় অর্থাৎ কণাদ গোতম উক্ত
শাস্ত্রের ন্যায় দ্রব্য গুণাদিরূপ জানিবার যোগ্য নহে, শ্রীধর-
স্বামী এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এই বিষয় শ্রীবেদব্যাস

॥ ১ ॥ ১ ॥ শ্রীবেদব্যাসঃ ॥ ৫০ ॥

অথ কিংস্বরূপং তত্ত্বস্তত্ত্বমিত্যত্রাহ । বদন্তি তত্ত্ববিদ-
স্তত্ত্বং যজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়মিতি ॥ ৪ ॥

জ্ঞানং চিদেকরূপং । অদ্বয়ত্বকাস্য স্বয়ংসিদ্ধতাদৃশাতাদৃশ-
তত্ত্বাস্তরাভাবাৎ অশক্ত্যেকসহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা

বৃত্তার্থঃ ॥ ৫০ ॥

স্বরূপনির্দেশপূর্ব্বকং তত্ত্বং বস্তুমবতারয়তি । অর্থং কিমিতি । স্বয়ং-
ক্বেতি । আয়তনৈব সিদ্ধং অথু স্বয়ংসিদ্ধমুচ্যেত । স্বয়ং দাসান্তপত্নিন ইত্যত্র
পত্নিদাসামাদ্যনা তপত্নিনৈব সিদ্ধং প্রণীয়তে তদং । তাদৃশমপি জীবচেত-
ং । নহু তাদৃশপ্রকৃতিকাললক্ষণং জড়বস্তু তদভাবাদদ্বয়ত্বং । তয়োঃ স্বয়ং
কৃত্যভাবঃ কৃত ইত্যত্রাহ । পরমাশ্রয়ং তং বিনেতি । অশক্ত্যেকসহায়েহপা-

ধমস্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ে ২ শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৫০ ॥

অনন্তর সেই বস্তুর তত্ত্ব কি রূপ এই অপেক্ষায় বলিতে
হেন । কেহ কেহ তত্ত্বজিজ্ঞাসাকেই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা বলিয়া
কেন, কিন্তু তাহা নয়, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিবা অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব
শেন, সেই তত্ত্বের স্ব স্ব মতানুসারে অনেক নাম আছে ।
যা বেদজ্ঞেরা তাঁহাকে ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভোপাসকেরা পরমাত্মা
র ভগবন্তুজ্ঞেরা তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

উক্ত শ্লোকে জ্ঞান শব্দে এক চিৎ স্বরূপ । অদ্বয় শব্দে
জ্ঞানের স্বয়ং সিদ্ধ তত্রূপ ও অন্যান্যরূপ তত্ত্বাস্তরের অভাবপ্রযুক্ত
যা স্বীয় শক্তি সকলের এক মাত্র সহায় হেতু, সেই জ্ঞান

তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ ॥

তত্ত্বমিতি পরমপুরুষার্থতাদ্যোতনয়া পরমসুখরূপত্বং তা
জ্ঞানস্য বোধ্যতে । অতএব তস্য নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতং ।

শ্রীসূতঃ ॥ ৫১ ॥

নমু নীলপীতাদ্যাকারং কণিকম্বেব জ্ঞানং দৃষ্টং তৎ পু

ষয়পদং প্রযুক্তান্তে । ধর্মুর্দ্বিতীয়ঃ পাণ্ডুরিতি । নমু বেদান্তে বিজ্ঞানম্
ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানানন্দস্বরূপং ব্রহ্ম পঠ্যতে । ইহ জ্ঞানমিতি কথং তত্রাহ
মিতি । ইদমত্র তত্ত্বমিত্যুক্তে সারে বস্তুনি তত্ত্বশব্দো নীয়তে । সারঞ্চ সুখ
সর্বোবাধুপার্য্যনাং তদর্থত্বাৎ । তথাচ সুখস্বরূপত্বমপি তস্যাগতং । নমু
তানিত্যং দৃষ্টং তত্রাহ অতএবেতি । স্বয়ংসিদ্ধত্বেন ব্যাখ্যানং নিত্যং তদিত্য
সর্বকারণং বস্তুমিত্যমিতি হি তীর্থকার্য্যঃ । এবঞ্চ তাদৃশব্রহ্মসম্বন্ধি ইদং
মিত্যুক্তং ॥ ৫১ ॥

আর্থিকং নিত্যং স্থিরং কুর্ক্বন্ শাস্ত্রস্যা বিশিষ্টব্রহ্মসম্বন্ধিত্বমাহ নমু
জ্ঞানিনা । অনেনম জীবেনেত্যাদি । তদীয়োক্তৌ পরদেবতাবাক্যৌ ।

জ্ঞান পরম আশ্রয়স্বরূপ, তাহা ব্যতিরেকে শক্তি সকল
অসিদ্ধতা হয় ।

তত্ত্ব এই শব্দে পরম পুরুষার্থতার প্রকাশক বলিয়া
জ্ঞানের পরম সুখরূপত্ব জানিতে হইবে । অতএব জ্ঞা
নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইল । প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে
মুগ্ধকে লুপ্ত এই বিষয় বলিয়াছেন ॥ ৫১ ॥

যদি বল নীল পীতাদি জ্ঞান কণিক অর্থাৎ কণকাল

রদ্বয় 'ন' জ্ঞানং কথং লক্ষ্যতে । যন্নিষ্ঠমিদং শাস্ত্রমিত্যাহ
সদবেদান্তসারং যদুচ্চৈককল্পলক্ষণং ।

বস্তুদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনমিতি ॥ ৫ ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি যস্য স্বরূপযুক্তং । যেনাক্রান্তং
শ্রুতং ভবতীতি বদ্বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতং ।
সদেব সৌম্যোদমগ্র আদীদিত্যাदिना निखिलजगदेककार-
णता । तदैककृत बहुस्यामित्यानेन सङ्कल्पता च यस्या प्रति-
पादिता । तेन ब्रह्मणा स्वरूपशक्तिभ्यां सर्ववृहत्तमेन

বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, পুনরায় তাহা কি প্রকারে অবয়ব ও
নিত্য বলিয়া বোধ হইবে । যে বস্তু নিষ্ঠ এই শ্রীমদ্ভাগবত
শাস্ত্র এই বিষয়ে দ্বাদশস্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে বলিয়া
ছেন ।

সর্ব বেদান্তসার যে আত্মৈকত্ব লক্ষণ অদ্বিতীয় বস্তু,
তন্নিষ্ঠ কৈবল্যই ইহার প্রয়োজন ॥ ৫ ॥

যে অদ্বিতীয় বস্তুর সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও ব্রহ্ম বলিয়া
স্বরূপ উক্ত হইয়াছে । ঐহার দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, এবং
ঐহার বিজ্ঞানদ্বারা সমুদায় বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাত হওয়া যায় ।
হে সৌম্য ! সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ ব্রহ্ম স্বরূপই ছিল,
ইত্যাদি প্রমাণদ্বারা জ্ঞান সমস্ত জগতের মুখ্য কারণ হইয়া
ছেন । তিনি নিরীক্ষণ করিলেন আমি অনেক হইব এই
প্রমাণদ্বারা ঐহার সত্যসঙ্কল্পতা প্রতিপন্ন করা হইল । স্বরূপ

সাক্ষং অনেন জীবেনাত্মনেত্যাদি তদীয়োক্তাবিদম্বা
দির্দেশেন ।

ততো ভিন্নত্বেহপ্যাত্মতানির্দেশেন চ তদাত্মাংশবিশেষয়েন
লক্ষ্য বাদরায়ণসমাধিদৃষ্টযুক্তেরত্যস্তাভিন্নতা রহিতস্য
জীবাত্মনো যদেকত্বং তত্ত্বমসীত্যাদৌ জ্ঞাতা তদংশভূত
চিক্রপত্বেন সমানাকারতা তদেব লক্ষণং প্রথমতো জ্ঞানে
গাধকতমং ধম্য তথা ভূতং যৎ সর্ববেদা স্তসারমদ্বিতীয়ঃ

আংশ বিরোধেহন তদ্বিভিন্মাংশেহন নতু মংস্যাদিবং স্বাংশেহনেতাধঃ । জীব
াত্মনো যদেকত্বমিতি । জীবস্যা চিক্রপত্বেন জ্ঞাতা যদ্ ব্রহ্মসমানাকারত্বং তদে
তস্য ব্রহ্মণা সঠৈক্যমিতি ব্যক্তিভেদঃ প্রস্তুটঃ ।

স্বরূপ ও শক্তিদ্বারা সকল হইতে বৃহত্তম সেই ব্রহ্মের সহিত
এই জীবাত্মার ইত্যাদি পর দেবতার উক্তিহে ইদম্ভা অর্থাৎ
সম্মুখ বর্তি বস্তুর নির্দেশদ্বারা । পরব্রহ্ম হইতে জীবের
ভিন্নত্ব হইলেও আত্মতা রূপে নির্দেশ হেতু ঐ জীব পরব্রহ্মের
অংশ বিশেষ রূপে লক্ষ হইল অতএব শ্রীব্যাসদেবের সমাধি
দৃষ্ট যুক্তির অত্যন্ত অভিন্নতা রহিত অর্থাৎ অল্পাভিন্নতা প্রযুক্ত
জীবাত্মার যে একত্ব “তত্ত্বমসীতায়ি” শ্রুতিতে বিদিত হই
য়াছে তাহা অংশভূত চিৎ স্বরূপ প্রযুক্ত জীব পরম ব্রহ্মের
সহিত সমান আকার । অতএব উক্ত লক্ষণ যাঁহার প্রথমতঃ
জ্ঞান বিষয়ে মুখ্য সাধন হইয়াছে, তক্রপ যিনি সর্ব বেদান্তে
সার অবিত্যয় বস্তু, এই শ্রীমন্তাগবত তর্কিত অর্থাৎ তাঁহার

বস্তু তন্নিষ্ঠং তদেকাবষয়মিদং শ্রীভাগবতমিতি প্রাক্তন-
পদ্যস্বেনাশ্রয়ঃ । যথা জন্মপ্রভৃতি কশ্চিৎ গৃহগুহারুদ্ধঃ
সূর্য্যঃ বিবিদিষুঃ কথঞ্চিদগবাক্ষপতিতং সূর্য্য্যংশুকণং দর্শ-
য়িত্বা কেনচিছুপদিষ্যতে এষ স ইতি এতত্তদংশজ্যোতিঃ-
সমানাকারতয়া তন্মহাজ্যোতির্মণ্ডলমনুসন্ধীয়তামিত্যর্থঃ ।
তদ্বৎ জীবস্য তথা তদংশত্বং চ তদচিন্ত্যশক্তিবিশেষসিদ্ধ-
ত্বেনৈব পরমাত্মসন্দর্ভে স্থাপয়িষ্যামঃ । '

তদেতজ্জীবাদিলক্ষণাংশবিশিষ্টতয়ৈবোপনিষদস্তম্যাংশত্ব-

এবমেব যথেষ্টাদিদৃষ্টান্তেনাপি দর্শিতঃ । তদেতদ্বিতি । উপনিষদঃ সোহং কাম

এক বিষয়স্বরূপ । অতএব এই শ্লোকে প্রথমস্কন্ধের 'ধর্ম্মঃ
প্রোজ্জ্বিত' এই শ্লোকের সহিত ঐক্য হইল ॥

অপর জন্মাবধি কোন ব্যক্তি গৃহরূপ গুহায় অবরুদ্ধ ছিল,
কখন সূর্য্যদর্শন করে নাই, তাহার সূর্য্যদর্শনের ইচ্ছা হইলে
যেমন কোনব্যক্তি কথঞ্চিরূপে তাহাকে গবাক্ষ পতিত
সূর্য্যের অংশুকণ দেখাইয়া এই সেই সূর্য্য বলিয়া উপদেশ
করেন অর্থাৎ এই সেই সূর্য্যের অংশ জ্যোতির সমান আকার
প্রযুক্ত সেই মহাজ্যোতির্মণ্ডলের অনুসন্ধান কর, তদ্রূপ ।
পরব্রহ্মের শক্তিবিশেষ সিদ্ধ হেতুই জীবের তদংশত্ব পর-
মাত্মসন্দর্ভে স্থাপন করিব । সেই এই জীবাদি লক্ষণাংশ,
বিশিষ্ট হেতুই উপনিষৎ সকল কোন স্থানে জীবের অংশত্বও

মপি কচিদশদিশস্তি । নিবংশোপদেশিকা শ্রুতিস্তু কেবল
তন্নিষ্ঠা । অত্র কৈবল্যলোকপ্রয়োজনমিতি চতুর্থপাদস্য
কৈবল্যোপদেশা শুদ্ধসত্ত্বাত্মবচনত্বেন শুদ্ধত্বস্য চ শুদ্ধভক্তিত্ব
পর্যাবসানেন প্রীতিসন্দর্ভে ব্যাখ্যাস্যতে ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

ত্রীসূতঃ ॥ ৫২ ॥

তত্র যদি স্থাপদার্থস্য জীবাত্মনোজ্ঞানত্বং নিত্যত্বঞ্চ প্রথ-

যত বহুসামিত্যাদাঃ । নিবংশোপদেশিকেনিতি । সত্যং জ্ঞানমনস্তং নিবদ্য
নিক্রিয়ঃ শাস্ত্বঃ নিবদ্যঃ নিবদ্যনমিত্যাদাঃ শ্রুতিস্তু কেবলতন্নিষ্ঠা বিশেষ্যমাত্র-
পরেত্যর্থঃ । অনন্যবাক্যসম্বন্ধানুগতং ব্রহ্ম বদশীতি যাবৎ ॥ ৫২ ॥

জীবাত্মনি জ্ঞাতে পরমাত্মা স্বজ্ঞাতঃ সাদিত্যুক্তং । তদর্থং জীবাত্মানং নির-
পরিধাম্নবতারয়তি তত্র যদিহাদিনা । অনাগর্হেচতি ব্রহ্মসত্যং । দত্তবিনা

উপদেশ করিয়াছেন । আর নিবংশত্ব অর্থাৎ পরমব্রহ্মের অংশ
নাই ইত্যাদি উপদেশ কারিণী শ্রুতি কেবল তন্নিষ্ঠ অর্থাৎ
পরমব্রহ্মমাত্র পর জানিতে হইবে ।

দ্বাদশস্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ের ১০ শ্লোকের “কৈবল্যলোক
প্রয়োজনং” এই চতুর্থ পাদে কৈবল্যোপদেশ শুদ্ধসত্ত্ব মাত্র বচন
হেতু শুদ্ধস্বরূপের শুদ্ধভক্তিত্বে পর্যাবসান হয় । এই বিষয়
প্রীতিসন্দর্ভে ব্যাখ্যা করিব ॥ দ্বাদশস্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে
ত্রীসূত বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

জীবাত্মার জ্ঞান হইলে পরমাত্মা সুস্পষ্টরূপে বিদিত হইবে

মতো বিচারগোচরঃ স্যাৎ । তদেব তৎপদার্থস্য তস্য
তাদৃশত্বমপি স্ববোধঃ স্যাদিতি তদ্বোধয়িতুমন্যার্থশ্চ পরা-
মর্শ ইতি ন্যায়েন জীবাত্মনস্তদ্রূপত্বমাহ দ্বাভ্যাং ॥

ছান্দোগ্যে যথাতে । যদিদমগ্নিন্ ব্রহ্মপুরে দহরপুণ্ডরীকঃ বৈশ্বদহরোহ্নিস্তম-
কাশস্তগ্নিন্ যদন্তত্তদগ্নেষেহবামিতি । অত্রোপাসকস্য শরীরঃ ব্রহ্মপুরং । অত্র হৃৎ-
পুণ্ডরীকস্থো দহরঃ পরামাত্মা ধোয়ঃ কথ্যতে তত্রাপহৃতপাপপুণ্যাদিগুণাষ্টকমেষ-
ষ্টবাসুপদিশাতে ইতি সিদ্ধান্তি তং । তদ্বাক্যমধো স এব সংপ্রসাদোহন্যচ্ছরীরং
সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদা যেন রূপেণাভিনিম্পদাতে স উত্তমঃ পুরুষ ইতি
বাক্যং পঠিতং । অত্র সৎপ্রসাদো লক্ষবিজ্ঞানো জীবন্তেন যৎ পরং জ্যোতিরূপ-
পদং স এব পুরুষোত্তম ইত্যর্থঃ । দহরবাক্যখরালে জীবপরামর্শঃ কিমর্থমিতি
চেত্তরাহান্যার্থ ইতি । অত্র জীবপরামর্শানাথাৎ । কথং প্রাপ্য জীবঃ স্বস্বরূপে-
ণাভিনিম্পদাতে স পরমায়েতি পরমাঅজ্ঞানার্থ ইত্যর্থঃ ॥

একারণ জীবাত্মা নিরূপণ করিতেছেন । যথা পরমাত্মা ও
জীবাত্মা এই দুইয়ের মধ্যে যদি তৎপদার্থস্বরূপ জীবাত্মার জ্ঞান
ও নিত্যত্ব প্রথমে বিচার গোচর হয়, তাহা হইলে সেই তৎ-
পদার্থ পরমব্রহ্মেরও সেই প্রকার স্বন্দররূপে বোধ হইতে
পারে । তাঁহাকে বুঝাইবার নিমিত্ত ব্রহ্মসূত্রের প্রথম পাদের
তৃতীয় অধ্যায়ের “অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ” অর্থাৎ ঐহাকে প্রাপ্ত
হইয়া স্বীয়রূপে জীব অভিন্ন নিম্পন্ন হয়েন সেই এই আত্মা,
কিন্তু পরমাত্মার অর্থ বিচার যোগ্য । এই সপ্তদশ সূত্রের
শ্রায় প্রযুক্ত জীবাত্মার পরমব্রহ্মস্বরূপ ১১ স্কন্ধের তৃতীয়

নাত্মা জজ্ঞান ন গরিষ্যতি নৈধতেহসৌ
 ন কীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচাণাং হি ।
 সৰ্বত্র শব্দদনপায়াপলক্ষিমাত্রং
 প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ॥ ৬ ॥
 আত্মা শুদ্ধো জীবঃ ন জজ্ঞান ন জাতঃ জন্মাভাবাদেব তদ-
 নন্তরাস্তিতালক্ষণো বিকারোহপি নাস্তি । নৈধতে ন
 বর্দ্ধতে বুদ্ধাভাবাদেব পরিণামোহপি নিরন্তঃ । হি যস্মা-
 দ্ব্যভিচারিণামাগমাপায়িনাং বালযুবাদিদেহিনাং দেবমনুষ্যা-

ন জজ্ঞানেতি । জায়তেহন্তি বর্দ্ধতে বিপর্যয়মতেহপকীয়তে নশ্যতি চেতি
 ভাববিকারাঃ ষটপঠিতান্তে জীবস্য নরন্তি ইতি সমুদায়ার্থঃ । নহু, নীলজ্ঞান-

অধ্যায়ে ৩৯ । ৪০ এই দুই শ্লোকে বলিতেছেন যথা ॥

গিপ্পলায়ন ঋষি নিমিরাজকে কহিলেন, মহারাজ ! আত্মার
 জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় নাই, ব্যভিচারিদিগের কালবেত্তা, সৰ্বত্র
 নিরন্তর অনপায়ী অর্থাৎ অবিনাশী, কেবল উপলক্ষিমাত্র,
 প্রাণ যেমন ইন্দ্রিয়বলদ্বারা কল্পিত হয় তদ্রূপ ॥ ৬ ॥

আত্মশব্দে শুদ্ধজীব, ইনি জন্মেন না, ইহঁার জন্মের অভাব
 হেতু তদনন্তর আস্তিতা লক্ষণ বিকারও নাই । নৈধতে অর্থাৎ
 বৃদ্ধি পায় না, বৃদ্ধির অভাব হেতু পরিণাম অর্থাৎ অবস্থান্তর
 প্রাপ্তি ও নিরন্ত হইল অতএব আগমাপায়ী অর্থাৎ জন্ম বিনাশ
 শালী বাল যুবাদি দেহসকলের অথবা দেবমনুষ্যাদি আকার
 বিশিষ্ট দেহ সমুদায়ের সবনবিৎ অর্থাৎ সেই সেইকালের

দ্যাকার দেহানাং বা সর্বনবিৎ তত্তৎকালদ্রষ্টা নহবস্থা-
বতাং দ্রষ্টা তদবস্থো ভবতীত্যর্থঃ । নিরবস্থাঃ কোহ
সাবায়া অত আহ উপলক্ষিমাত্রং জ্ঞানৈকরূপং কথংভূতং
সর্বদেহে শব্দং সদানুবর্তমানমিতি ।

ননু নীলজ্ঞানং নষ্টং পীতজ্ঞানং জাতমিতি প্রতীতেন জ্ঞান
গ্যানপায়িত্বং তত্রাহ ইন্দ্রিয়বলেণ বিবিধং কল্পিতং ।
নীলাদ্যাকারা বৃত্তয় এব জায়ন্তে নশ্যন্তি চ ন জ্ঞানমিতি

তাদি । জ্ঞানরূপমাত্মবস্ত জাত ভবতি প্রকাশয়িতা যথা । ততশ্চ স্বরূ
পবন্ধিত্বজ্জ্ঞানং তস্য নিত্যং তস্যোপলক্ষ্যপ্রমাণানা নীলাদিনিষ্ঠা বা বিষয়তা
তিপদবাচ্যা সৈব নীলাদাপগমে নশ্যতীতি ॥ ৫৩ ॥

ষ্টা মাত্র ।

যেহেতু অবস্থা সকলের দ্রষ্টা তদ্রূপ অবস্থা বিশিষ্ট হয়েন
। যদি বল অবস্থা শূন্য আয়া কে ? তাহার উত্তর এই যে,
। আ কেবল উপলক্ষি মাত্র অর্থাৎ কেবল এক জ্ঞান স্বরূপ ।
দি বল সেই জ্ঞান কি প্রকার, তাহার উত্তর এই, তিনি
কল দেহে সর্বদা বর্তমান । অহে ! যদি এরূপ আশঙ্কা কর
ল জ্ঞান নষ্ট হইলে পীত জ্ঞান জন্মে, এই প্রতীতি হেতু
। নের নিত্যত্ব হইতে পারে না, ইহার উত্তর এই নিত্য স্বরূপ
ক জ্ঞানই ইন্দ্রিয় বলে বিবিধ প্রকার হয়, নীলাদি অকার
তি সকলের জন্ম ও নাশ হইয়া থাকে কিন্তু জ্ঞানের জন্মও
ইও বিনাশও নাই এই তাৎপর্য ॥

ভাবঃ । অয়মাগমাপায়ি তদবধিভেদেন প্রথমস্তর্কঃ ।

দ্রষ্টৃদৃশ্যভেদেন দ্বিতীয়োহপি তর্কো জ্ঞেয়ঃ ব্যভিচারি
স্ববাস্তিতস্যাপ্যব্যভিচারে দৃষ্টান্তঃ । প্রাণো যথেন্তি ॥ ৫৩
দৃষ্টান্তঃ বিরূপং ইন্দ্রিয়াদিলয়েন নির্বিকারাত্মোপলব্ধি
দর্শয়তি ॥

অণ্ডেষু পেশিষু তরুস্ববিনিশ্চিতেষু
প্রাণোহি জীবগুপধাবতি তত্র তত্র ।
সম্মে যদিদ্রিয়গণেহহমিচ প্রস্তুপ্তে

দৃষ্টান্তমিতি । প্রাণস্য নানা দেহেষ্বৈকরূপান্নির্বিকারত্বমিত্যর্থঃ । তন্নি
অনি । উপাধেলিঙ্গশবীরসাভাবাদিল্লেক্ষ্যাদিত্যর্থঃ । তদাপ্যতিহৃদ্বায়া বা
নায়াঃ সত্ত্বাস্তুক্তেরভাব ইতি জ্ঞেয়ঃ । প্রাকৃতাহঙ্কারে লীনেহপি স্বরূপানুর্বা
নোহহমর্গস্য সত্ত্বাস্তেন স্পৃগমহমস্বাপ্সমিতি বিমর্শাস্তবতীতি পতিপাদয়ি

আগমাপায়ি ও তাহার অবধি ভেদদ্বারা এই প্রথম তর্ক
দ্রষ্টা ও দৃশ্য ভেদদ্বারা দ্বিতীয় তর্কও জানিতে হইবে । ব্যা
চারি সকলে অবস্থিতেরও অব্যভিচারে দৃষ্টান্ত । যেমন প্রা
সকল দেহে অবস্থিত থাকেন তদ্রূপ ॥ ৫৩ ॥

একাদশ শ্লোকের ৩ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে দৃষ্টান্ত দেখাই
ছেন, হে রাজন ! যেমন অণ্ড, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ ও ষেদ
এই চতুর্বিধ জীবশরীরে অধিকাররূপে প্রাণ অনুবৃত্ত হয়ে
তঁদ্রূপ স্রুপ্তি কালে ইন্দ্রিয়গণ ও অহঙ্কার বিলীন হই
বিকার হেতু লিঙ্গশরীরের আশয়াভাবে কূটস্থ আত্মা অবিকার

কূটস্থ আশয়যুক্তে তদনুস্মৃতি নঃ ॥ ৭ ॥

অণ্ডেয়ু অণ্ডজেষু পেশীষু জরায়ুজেষু তরুযু উদ্ভিজ্জেষু উপ
ধাবতি অনুবর্ততে । এবং দৃষ্টান্তে নির্বিকারত্বং প্রদর্শ্য
দার্ক্যান্তিকেহপি দর্শয়তি । কথং তদেবাত্মা সবিকার ইব
প্রতীয়তে । যদা জাগরে ইন্দ্রিয়গণঃ যদাচ স্বপ্নে তৎ
সংস্কারবানহঙ্কারঃ । যদা তু প্রসুপ্তং তদা তস্মিন্ আত্মনি
প্রসুপ্তে ইন্দ্রিয়গণে সম্মে লীনেহহমি অহঙ্কারে চ গমে
কূটস্থো নির্বিকার এবাত্মা । কৃতঃ । আশয়যুক্তে লিঙ্গ-

থাকেন এবং সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইলে আমাদের অনুস্মৃতি
হয় ॥ ৭ ॥

অণ্ড শব্দের অর্থ অণ্ডজ, পেশী শব্দের অর্থ জরায়ুজ ।
তরুশব্দের অর্থ উদ্ভিজ্জ । অবিনিশ্চত শব্দের অর্থ স্বেদজ ।
উপাধাবতি ক্রিয়ার অর্থ অনুবর্তি ॥

এই প্রকার দৃষ্টান্তে নির্বিকারত্ব দেখাইয়া দার্ক্যান্তিকেও
দেখাইতেছেন ।

যখন জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ এবং স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়
গণস্কার বিশিষ্ট অহঙ্কার প্রতীত হইয়া থাকে, তখন আত্মা কি
প্রকারে সবিকারের ন্যায় প্রতীত হয়েন । যখন প্রসুপ্ত তখন
সেই প্রসুপ্তে ইন্দ্রিয়গণ সম্মে অর্থাৎ লীন হইলে এবং অহঙ্কার
ও লীন হইলে কূটস্থ আত্মা তখনও নির্বিকার হইয়া থাকেন ।
যদি বল কি যেতু আশয় ব্যতিরেকে অর্থাৎ লিঙ্গশরীর

শরীরমুপাধিং বিনা । বিকারহেতোর্লীনত্বাদিত্যর্থঃ । নহ
হঙ্কারপর্যাস্তস্য সর্বস্য লয়ে শূন্যমেবাবশিষ্যেত
ক তদা কূটস্থ আত্মা অত আহ তদনুস্মৃতি নঃ
তস্যাত্মগুণানঃ স্মৃতিপ্তিসাক্ষীগণঃ স্মৃতির্নোহস্ম্যাকং জা
দুর্ফটুণাং জায়তে । এতাবস্তং কালং স্মৃতমহমস্মাপ্স
কিঞ্চিদবেদিষ্যমিতি । অতোহননুভূতস্য তস্যাস্মরণাদন্তো

মাহ নবিত্যাঙ্গি । শূন্যমেবেতি অহং প্রত্যয়ঃ বিনাশ্বনোহপ্রতীতির
ভাবঃ । অতঃপশ্যন ইতি । অনুরূপত্বাধিভাগানহসৌর্থঃ । নহ স্বা
হুখিতস্যাত্মনোহহঙ্কারেণ যোগাৎ স্মৃতমহমস্মাপ্সমিতি বিমর্শে জাগরে সিধা

বিদ্যামানে জীবের নির্বিকারত্ব হয় না, তখন জীবও লো
হইয়া থাকে এই হেতু উপাধি রূপ যে লিঙ্গ শরীর তদ্বা
রেকে অর্থাৎ বিকার হেতু যে উপাধি তাহার অভাব প্রযুক্ত
নির্বিকার হয়েন ॥

অহে ! যদি বল অহঙ্কার সকলের লয় হইলে শূন্য
অবশিষ্ট হইয়া থাকে কূটস্থ আত্মার কিরূপে অনুভব হই
পারে এই হেতু বলিতেছেন । “তদনুস্মৃতি নঃ” অর্থাৎ ত
স্বরূপ প্রযুক্ত বিভাগের অযোগ্য মে অতঃ কূটস্থ আত্ম
অর্থাৎ যিনি স্মৃতির সাক্ষিস্বরূপ, জাগ্রদুচ্চৈ। যে আমি
আমাদের তাঁহার স্মৃতি হইয়া থাকে । যথা । আমি একা
পর্যাস্ত স্মৃতি শয়ন করিয়াছিলাম কিছু মাত্র জানিতে পারি নাই
অতএব তাঁহার অনুভব হয় না সেই কূটস্থ আত্মার অস্ম

স্বযুগ্মী তাদৃগাত্মানুভবঃ । বিষয়সম্বন্ধাচ্চ ন স্পষ্ট ইতি
ভাবঃ ॥

অতঃ প্রকাশনাত্ৰবস্তনঃ সূর্যাদেঃ প্রকাশবহুপলক্ষিতাত্র-
শ্রাপ্যাত্মন উপলক্ষিঃ স্বাশ্রয়াস্ত্যেবেত্যায়াতং ॥

তথাচ শ্রুতি ॥

যং বৈতং ন পশ্যতি পশ্যান্ বৈ দ্রষ্টব্যাম পশ্যতি । নহি
দ্রষ্টৃদৃষ্টের্বিপরিণোপো বিদ্যত ইতি । অয়ং সাক্ষিসাক্ষ্য-

স্বযুগ্মী চিত্রাত্মাঃ স ইতি চৈতন্যাহ অতোহনমুভূতস্যোতি । অনুভাব অরণ্যোঃ
গামানাদিকরণ্যাদিত্যর্থঃ । তন্মাত্তস্যামপ্যাহুত্বিতৈবাত্মোতি সিদ্ধং । ননু
পলক্ষিতাত্রমিত্যাহুত্বোপলক্ষ্যঃ কথং তত্রাহ অত ইত্যাদি যদৈ ইতি তদাত্ম
চৈতন্যং কৰ্ত্ত্ব স্বযুগ্মী ন পশ্যতীতি যদ্ব্যচ্যোত তং তন্ম দ্রষ্টব্যবিষয়াভাবাদেব

হেতু স্বযুগ্মীতে তদ্রূপ আত্মার অনুভব আছে, কিন্তু বিষয়
দৃষ্টকের অভাবহেতু স্পষ্টরূপে অনুভব হয় না ॥

অতএব প্রকাশনাত্ৰ বস্তু সূর্যাদির প্রকাশের ন্যায় উপ-
লক্ষিতাত্র সেই আত্মার স্বীয় আশ্রয়েতে উপলক্ষি হইয়া থাকে
ইহাই নিশ্চয় হইল ॥

শ্রুতিও এইরূপ বলিয়াছেন ॥

যেহেতু নিশ্চয় সেই আত্ম চৈতন্য প্রপঞ্চকে দেখিয়াও
দেখেন না, দর্শনযোগ্য বস্তুসকলও অবলোকন করেন না,
চারণ, দ্রষ্টার দৃষ্টির বিনাশ হয় না, সাক্ষি সাক্ষ্য বিভাগদ্বারা
এই তৃতীয় তর্ক ॥

বিভাগেন তৃতীয়ঃ । স্বখাবশেষাৎ দুঃখিপ্রেমাস্পদত্ব বিভাগেন চতুর্থোহপি তর্কোহবগম্যব্যঃ ॥ ৫৪ ॥
তদুক্তং ।

অন্বয়ব্যতিরেকাখ্যাত্তর্কঃ স্যাক্ততুরাত্ত্বকঃ ।

আগমপায়িতদধিভেদেন প্রথমো মতঃ ।

দ্রষ্টৃদৃশ্য বিভাগেন দ্বিতীয়োহপি মতস্তথা ।

সাক্ষিসাক্ষ্যবিভাগেন তৃতীয়ঃ সম্মতঃ সত্যতঃ ।

দুঃখিপ্রেমাস্পদত্বেন চতুর্থঃ স্বখবোধক ইতি ॥

নতু দ্রষ্টৃভাবাদিতার্থঃ । স্মৃটমনাং ॥ ৫৪ ॥

পদ্যায়োর্ব্যাখ্যানে চচারত্বক। যোজিতাত্তর্কাত্তানভিযুক্তোক্তাভ্যাং সাক্ষ্যকারিকাভ্যাং নির্দিশতি অস্ময়েতি । তর্কশব্দেন তর্কাক্রমমুমানঃ বোধ্যঃ আগমপায়িনো দৃশ্যাং সাক্ষ্যাদুঃখাস্পদত্বাচ্চ দেহাদেবাত্মাভিপদাতে । তদবধিভাৱদ্রষ্টৃভাবত্বংসাক্ষ্যভ্যাং প্রেমাস্পদত্বাচ্চেতি ক্রমেণ হেতবো নেয়াঃ

স্বপ্নের অবশেষ জন্য দুঃখি ও প্রেমাস্পদত্ব বিভাগদ্বারা চতুর্থ তর্কও জানিতে হইবে ॥ ৪৫ ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে যথা ॥

অন্বয়ব্যতিরেক নামক তর্ক চারি প্রকার হয় । আগম ও অপায়ী অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশশালির সেই অবধি ভেদ দ্বারা প্রথম তর্ক বলিয়া সম্মত । দ্রষ্টৃ দৃশ্য বিভাগদ্বারা দ্বিতীয় তর্কও সেইরূপ সম্মত, সাক্ষি সাক্ষ্য বিভাগদ্বারা সং সর্বত্র তৃতীয় তর্ক সম্মত ও দুঃখি প্রেমাস্পদত্বরূপে চতুর্থ তর্ক স্বাভাবিকরূপ এই চারিটি তর্ক ॥

১১। ৩। শ্রীপিপ্পলায়নো নিমিঃ ॥ ৫৫ ॥

এবমুক্তানাং জীবানাং চিন্মাত্রং যৎস্বরূপং তথৈবাকৃত্য।
তদংশিত্বেন চ তদভিন্নং যন্তদ্বং তদত্র বাচ্যমিতি বাষ্টি-
নির্দেশদ্বারা প্রোক্তং । তদেব হ্যাশ্রয়সংজ্ঞা মহাপূরণ-
লক্ষণকর্মে; সর্গাদিভিরর্থৈঃ সমষ্টিনির্দেশদ্বারাহপি লক্ষ্যত

॥ শিবকশেচাহঃ ॥ ৫৫ ॥

ঈশ্বরজ্ঞানার্গ জীবস্বরূপজ্ঞান নির্ণীতং । অথ তৎসাদৃশোনেশ্বররূপং
নৈর্বেত পূর্বেক্কে যোজয়তি । এবমুক্তানামিত্যাদি চিন্মাত্রং তৎস্বরূপমিতি ।
চত্বিৎ চেতি বোধঃ পূর্বনিরূপণং । তথৈবাকৃত্যেতি । চিন্মাত্রত্বে সতি
চত্বিৎকৃত্বং বা আকৃতি জ্ঞাতিস্বয়ংতার্থঃ । আকৃতিস্ত্ব স্থিতি রূপে সামান্য
পষোবপি ইতি মেদিনী । তদংশিত্বেন চেতার্থঃ । তদভিন্নং জীবা যদ্ব্যক্তত্বং ।
অংশঃ খলু অংশিনো ন ভিদাত পুরুষাদিব দংশিনো দণ্ডঃ । বাষ্টিতি । সমুদায়ঃ
সমষ্টিঃ সদৃশদেবশব্দ বাষ্টিবিকারঃ । জীবাদিশক্তিগদ্বয়সমষ্টিঃ । জীবস্ত বাষ্টিঃ ।
এবমুক্তানামিত্যাদি শাস্ত্রসংজ্ঞা সঙ্কসদৃশিত্বমুক্তং । অথ জীবাদিবিশিষ্টসমষ্টিব্রহ্ম-

একাদশস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে পিপ্পলায়ন ঋষি নিমি-
জাকৈ এ বিষয় বলিয়াছেন ॥ ৫৫ ॥

এইরূপ জীবসকলের চিন্মাত্র যে স্বরূপ সেই আকৃতি
দ্বারা জীবের (১) অংশিত্বরূপে জীব হইতে অভিন্ন যে ব্রহ্মত্ব
গাহাই এখানে বাচ্য । ইহা বাষ্টি (২) নির্দেশদ্বারা কথিত
হইল ॥

(১) যাহা হইতে অংশ নির্গত হয় ॥

(২) সমুদায়ের নাম সমষ্টি, সমষ্টির একদেশকে বাষ্টি বলে । জীবাদি
কিংশিষ্ট যে ব্রহ্ম তিনি সমষ্টি, আর জীব তাঁহার এক দেশ হেতু বাষ্টি ॥

ইতি তত্রাহ দ্বাভ্যাং ॥

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমুতয়ঃ ।

মম্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাত্রয়ঃ ।

দশমস্য বিশুদ্ধার্থং নবানামিহ লক্ষণং ।

বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ৮ ॥

মম্বন্তরাগিচ ঐশানুকথাশ্চ মম্বন্তরেশানুকথাঃ । অত্র

নিরূপণেন তস্য তথ্যং বক্তব্যমিত্যর্থঃ । দশমস্য চেত্বরস্য । অবশিষ্ট
স্কুটার্থঃ ॥ ৫৬ ॥

ঐ ব্রহ্মই আশ্রয় পদার্থ, তিনি যে মহাপুরাণের দ্বিতীয়
স্কন্ধের ১০ অধ্যায়ে লক্ষণরূপ ১।২ শ্লোকে সর্গ বিসর্গাদি
অর্থদ্বারা তথা সমষ্টি নির্দেশদ্বারা লক্ষিত হইয়াছেন, তাহাই
এস্থলে প্রকাশ করিতেছেন ॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্ । এই ভাগবতে দশটী অর্থ
আছে যথা সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মম্বন্তর, ঐশকথা
নিরোধ মুক্তি এবং আশ্রয় এই দশটী অর্থ লক্ষিত হয় ॥

যদিও এই দশটীর অর্থ পরস্পর ভিন্ন, তথাচ ইহাতে শাস্ত্র
ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ দশমপদার্থ যে আশ্রয়
তাহার তত্ত্বজ্ঞানার্থ মহাত্মগণ কোথাও শ্রুতিদ্বারা কোথাও
সাক্ষাৎ, কোথাও তাৎপর্য দ্বারা অন্য নয়টীর লক্ষণ বর্ণন
করেন ॥ ৮ ॥

মম্বন্তরেশানুকথা ইহার অর্থ এই মম্বন্তর সকল ও ঐশ্বরে

সর্গাদয়ো দশার্থাঃ লক্ষ্যাস্ত ইত্যর্থঃ । তত্রৈচ দশমস্য আশ্র-
য়স্য বিশুদ্ধ্যর্থঃ (তত্ত্বজ্ঞানার্থঃ) নবান্নাং লক্ষণং স্বরূপং বর্ণ-
য়ন্তি । নন্বত্র নৈবং প্রতীয়তে অত আহ, শ্রুতেন দশায়া ।
কঠোক্তৈব স্তত্যাদিস্থানেষু অঙ্গসা সাক্ষাদ্বর্ণয়ন্তি, অর্থেন
তাৎপর্যবৃত্ত্যা চ তত্তদাখ্যানেষু ॥৫৬॥

তদেবং দশমং বিস্পষ্টয়িতুং তেষাং দশানাং ব্যুৎপাদিকং
সপ্তশ্লোকীমাহ ॥

ভূতমাত্রৈশ্রিয়ধিযাং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ ॥

সর্গাদীন ব্যুৎপাদয়তি তদেবমিত্যাদিনা ।

মল্লুকথা । এই গ্রন্থে সর্গাদি দশটি পদার্থ লক্ষিত হইয়াছে ।
ইহাদের মধ্যে দশম আশ্রয় পদার্থের বিশুদ্ধিনিমিত্ত অর্থাৎ
তত্ত্বজ্ঞানজন্য নয়টির লক্ষণ (স্বরূপ) বর্ণন করিতেছেন ।

অহে ! যদি বল এস্থলে একরূপ প্রতীতি হয় না, এই জন্য
বর্ণিতেছেন, কোন স্থানে শ্রুতি দ্বারা অর্থাৎ কঠোক্তিদ্বারা
স্তত্যাদি স্থানসকলে সাক্ষাৎ, কোথাও অর্থ দ্বারা অর্থাৎ তাৎ-
পর্য্য বৃত্তি দ্বারা সেই সেই আখ্যান সকলেও বর্ণন করিয়া
ছেন ॥ ৫৬ ॥

সেই দশম পদার্থকেই স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত উক্ত দশ
লক্ষণের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ তাৎপর্য্য প্রকাশক দ্বিতীয় স্কন্ধের
১০ অধ্যায়ের ৩ শ্লোক হইতে সাতটি শ্লোক বলিতেছেন যথা ।
হে রাজন্ ! গুণত্রয়ের পরিণাম হেতু কর্তা পরমেশ্বর

ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্ বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥

ভূতানি খাদীনি, মাত্ৰাণিচ শব্দাদীনি ইন্দ্রিয়াণিচ । ধী-
শব্দেন মহদহঙ্কারৌ গুণানাং বৈষম্যাৎ পরিণামাৎ । ব্রহ্মণঃ
পরমেশ্বরাৎ কর্তৃভূতাদীনাং জন্ম সর্গঃ । পুরুষো বৈরাজো
ব্রহ্মা তৎকৃতঃ পৌরুষঃ । চরাচরসর্গৌ বিসর্গ ইত্যর্থঃ ॥
স্থিতিবৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ ॥

ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরাদিতি । কারণসৃষ্টিঃ পারমেশ্বরী কার্যাসৃষ্টিস্ত বৈরাকীত্যাঃ ।

হইতে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, তথা
একাদশ ইন্দ্রিয়, মহত্ত্ব এবং অহঙ্কার তত্ত্ব, এই সকলের
বিরাট্‌ রূপে ও স্বরূপে-যে উৎপত্তি তাহারাই নাম সর্গ, আর
ব্রহ্মা হইতে যে চরাচর সৃষ্টি তাহার নাম বিসর্গ ॥ ৯ ॥

এই শ্লোকে ভূতশব্দে আকাশাদি, মাত্ৰাশব্দে শব্দাদি
পঞ্চতন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়সকল । ধীশব্দে মহত্ত্ব ও অহঙ্কার-
তত্ত্ব । গুণত্রয়ের বৈষম্য অর্থাৎ পরিণাম হেতু কর্তা পরমেশ্বর
ব্রহ্ম হইতে সকলের যে জন্ম তাহার নাম সর্গ । পুরুষ শব্দে
বৈরাজ ব্রহ্মা তাহার কৃত অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্তৃক চরাচরের যে
সৃষ্টি তাহাকে বিসর্গ বলে । অপর সৃষ্ট জীবদিগের তত্ত্ব
মর্যাদা পালন দ্বারা যে উৎকর্ষ তাহার নাম স্থিতি, আর স্বী-
ভক্তের প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ তাহার নাম পোষণ এবং
কর্মের বাসনার নাম উত্তি । ঐ উত্তি অকৃতি চুক্তিনিবন্ধন
বন্ধনের হেতু । অপিচ ভগবানের অনুগ্রহীত সাধু ব্যক্তিদিগের

মহাস্তরাণি সন্ধর্ম উতয়ঃ কর্মবাসনাঃ ॥ ১০ ॥

বৈকুণ্ঠস্য ভগবতো বিজয়ঃ স্ফটানাং তত্ত্বমর্থাদাপালনে-
নোৎকর্ষঃ । স্থিতিঃ স্থানং । ততঃ স্থিতেষু স্বভক্তেষু তস্মা-
নুগ্রহঃ পোষণং । মহাস্তরাণি তত্ত্বমহাস্তরস্থিতানাং মন্বা-
দীনাং তদনুগ্রহীতানাং সতাংচরিতানিচ তান্যেব ধর্মং
সুদুপাসনাখ্যঃ সন্ধর্মঃ । তত্রৈব স্থিতৌ নানাকর্মবাসনা
উতয়ঃ ॥

অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্ত্রানুবর্তিনাং ।

পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ ॥ ১১ ॥

স্থিতাবেব হরেরবতারানুচরিতং অস্ত্রানুবর্তিনাঞ্চ কথাঃ

যে ধর্ম তাহার নাম মহাস্তর ॥ ১০ ॥

উক্ত শ্লোকে বৈকুণ্ঠ শব্দে ভগবান্, তাঁহার বিজয় অর্থাৎ
স্ফট জীবদিগের তৎ তৎ মর্থাদাপালন দ্বারা যে উৎকর্ষ
তাহারই নাম স্থিতি অর্থাৎ স্থান । তদনস্তর স্থিত ভক্তসকলে
ভগবানের যে অনুগ্রহ, তাহার নাম পোষণ, মহাস্তর শব্দে
সেই সেই মহাস্তরস্থিত ভগবদনুগ্রহীত মনুপ্রভৃতি মৎসকলের
যে চরিত তাহাই ধর্ম, ভগবানের উপাসনারূপ ধর্মকে সন্ধর্ম
বলে । স্থিতিতে নানা কর্মের বাসনার নাম উতি ॥

আর ভগবান্ হরির অবতারচরিত্র ও তাঁহার অনুবর্তী
মহাপুরুষদিগের কথা তাহার নাম ঐশ কথা । ঐ কথা নানা
বিধ আখ্যানে পরিবর্দ্ধিত আছে ॥ ১১ ॥

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য । স্থিতি বিষয়ে হরির অবতারানু-

ঈশানুকথাঃ প্রোক্তা ইত্যর্থঃ ॥

নিরোধোহস্তানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ ।

মুক্তির্হিহান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ১২ ॥

স্থিত্যনন্তরং চাত্মনো জীবস্য শক্তিভিঃ স্বেপাদিভিঃ সহ
অস্ত্য হরেরনুশয়নং হরিশয়নানুগতত্বেন শয়নং নিরোধ
ইত্যর্থঃ । তত্র হরেঃ শয়নং প্রপঞ্চং প্রতি দৃষ্টিনিমীলনং
জীবানাং শয়নং তত্র লয় ইতি জ্ঞেয়ং । তত্রৈ

মুক্তিরিতি । ভগবদ্বৈমুখানুগতয়াহবিদ্যায়া রচিতমনাথারূপং নরাত্মিশূনা
ভগবৎসম্বোধো হিতিমুক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

চরিত ও তাঁহার অনুবর্তি দাসসকলের যে কথা তাহার নাম
ঈশানুকথা ॥

হে রাজন্ ! ভগবান্ হরি যোগনিদ্রা অলম্বন করিয়া
পশ্চাৎ জীবের আত্ম উপাদির সহিত যে লয় তাহার নাম
নিরোধ, আর অন্যথা রূপ অর্থাৎ অবিদ্যাদ্বারা আরোপিত
কর্তৃত্বাদি অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্বক স্বরূপে অর্থাৎ প্রকৃত
রূপে যে অবস্থিতি তাহার নাম মুক্তি ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য । স্থিতির পর আত্মা জীবের শক্তি সকলের অর্থাৎ
উপাদিসকলের সহিত হরির শয়নের অনুগতত্ব রূপে যে শয়ন
তাহার নাম নিরোধ । এই হরির শয়ন জগতের প্রতি দৃষ্টি
মুদ্রিত করা । জীবসকলের শয়ন অর্থাৎ তাহাতেই লয়
ইহাই জানিতে হইবেক । এবং সেই নিরোধে অন্যথা রূপ

নিরোধে অন্যথারূপঃ অবিন্যাধ্যন্তমজ্জাদিকঃ হিহা
স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিমুক্তিঃ ॥ ৫৭ ॥

আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোহস্তাধাবসীয়তে ।

স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মৈতি শব্দাতে ॥ ১৩ ॥

আভাসঃ সৃষ্টিঃ, নিরোধো লয়শ্চ যতো ভবতি অধাবসীয়তে
উপলভ্যতে জীবানাং জ্ঞানেন্দ্রিয়েষু প্রকাশতে চ, স
ব্রহ্মৈতি পরমাত্মৈতি প্রসিদ্ধ আশ্রয়ঃ কথ্যতে । ইতি-
শব্দঃ প্রকারার্থঃ । তেন ভগবান্নিতি চ । অস্যা বিবৃতিরগ্রে
বিধেয়া ।

অথ নবভিঃ সর্গাদিভিলক্ষণীয়মাশ্রয়ত্বমাহ আভাসশ্চেতি । যত ইতি
হেতৌ পঞ্চমী ॥ ৫৮ ॥

(অবিন্যা দ্বারা অধ্যাস্) অর্থাৎ দেবমানাদি অজ্ঞত ভাব
পরিভাগ করিয়া স্বরূপে যে অবস্থিতি তাহার নাম মুক্তি ॥ ৫৭

পরন্তু যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি ও লয় হয় এবং
যাহা হইতে এই বিশ্ব প্রকাশ পায়, তিনি পরমব্রহ্ম ও পর-
গীয়া নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহাকেই আশ্রয় বলা যায় ॥ ১৩ ॥

আভাস শব্দে সৃষ্টি, নিরোধ শব্দে লয়, এই দুই যাহা
হইতে উপলব্ধ হয় অর্থাৎ জীবদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়মধ্যে প্রকাশ
পায় “অধাবসীয়তে” এই ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ, সেই ব্রহ্ম
পরমাত্মা প্রসিদ্ধ আশ্রয় বলিয়া কথিত হয়েন । ইতি
শব্দের অর্থ প্রকারার্থ, ইহাতে ভগবান্কেও জানিতে হইবেক ।
অগ্রে ইহার বিস্তার করিব । স্থিতি বিষয়ে সেইলক্ষণে আশ্রয়
স্বরূপকে পরোক্ষানুভব দ্বারা এবং ব্যক্তিধারাও স্পষ্ট রূপে

স্থিতৌচ তত্রাশ্রয়স্বরূপমপরোক্ষানুভবেন ব্যাপ্তি দ্বারাপি
স্পষ্টঃ দর্শয়িতুং অধ্যাত্মাদিবিভাগেনাহ দ্বাভ্যাং ॥

যোহধ্যাত্মিকোহয়ং পুরুষঃ সোহমাবেবাধিদৈবিকঃ ।

যন্ত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হ্যাধিতৌতিকঃ ।

একমেকতরাভাবে যদা নোপলভামহে ।

ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ ॥ ১৪ ॥

যোহয়মাধ্যাত্মিকঃ পুরুষঃ চক্ষুরাদিকরণাভিমানী দ্রষ্টা

দেখাইবার নিমিত্ত দুই শ্লোকে অধ্যাত্মাদি বিভাগ দেখাইতে
ছেন যথা ॥

হে রাজন্ । চক্ষুরাদি করণাভিমানী দ্রষ্টা জীব স্বরূপ
আধ্যাত্মিক পুরুষ তিনিই আধিদৈবিক অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়
গণের সূর্য্যাদি রূপ অধিষ্ঠাতা এবং ঐ উভয় ভিন্ন চক্ষুর
গোলকাদিবিশিষ্ট যে দৃশ্য দেহ তাঁহাকে পুরুষ অর্থাৎ পুরুষ
রূপ জীবের উপাধি জানিবে ॥

উক্ত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতয়ের অভাব হইলে একটীকে
আমরা দেখিতে পাই না, যিনি সাক্ষিস্বরূপে ত্রিতয়কে
আলোচনারূপ প্রত্যয়দ্বারা দেখিতেছেন সেই পরমাশ্রয়
আশ্রয় কিন্তু তিনি অনন্যাশ্রয় অর্থাৎ কেহ তাঁহার আশ্রয়
নাই ॥ ১৪ ॥

এই যে আধ্যাত্মিক পুরুষ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াভিমানী দ্রষ্টা
জীব তিনিই আধিদৈবিক, চক্ষুঃপ্রভৃতির অধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদি।

জীবঃ, সএবাধিদৈবিকশ্চক্ষুরাদ্যাধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিঃ । দেহ-
 সৃষ্টিঃ পূর্ব্বং করণানামধিষ্ঠানাত্মাবেনাক্ষমতয়া করণ-
 প্রকাশকর্তৃত্বাভিমানিতং সহায়য়োরুভয়োরপি তয়ো র্ব্তি-
 ভেদানুদয়েন জীবত্বমাত্রাবশেষাৎ । ততশ্চ উভয়ঃ করণা-
 ভিমানিতদধিষ্ঠাতৃদেবতারূপো দ্বিরূপো বিচ্ছেদো যস্মাৎ,
 স আধিভৌতিকঃ চক্ষুর্গোলকাদ্যুপলক্ষিতো দৃশ্যো
 দেহঃ পুরুষ ইতি পুরুষস্য জীবসোপাধিঃ । স বা এষ
 পুরুষোহম্বরসময়ঃ ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৫৮ ॥
 এককমেতরাভাব ইতি । এষামন্যো-
 ন্যাপেক্ষসিদ্ধত্বেনাত্মত্বং দর্শয়তি ।

নহু করণাভিমানিনো জীবসা করণপ্রবর্তকসূর্য্যাদিহ মত্র কথং তত্রাহ

দেহ সৃষ্টির পূর্ব্ব ইন্দ্রিয়সকলের অধিষ্ঠানের অভাবহেতু
 অক্ষমরূপে ইন্দ্রিয়প্রকাশ কর্তৃত্বাভিমানি ও তাহার সহায়
 সেই উভয়েরই র্ব্তিভেদের অপ্রকাশদ্বারা জীবত্বমাত্রের
 অবিশেষহেতু । তদনন্তর উভয় ইন্দ্রিয়াভিমানি ও তাহার
 অধিষ্ঠাতৃদেবতা এই দুই রূপের বিচ্ছেদ যাহা হইতে হয় ।
 অর্থাৎ চক্ষুর গোলোকাদি দ্বারা উপলক্ষিত যে দৃশ্য দেহ,
 তাহাই আধিভৌতিক । পুরুষ এই পদে, পুরুষ অর্থাৎ জীবের
 উপাধি । সেই এই পুরুষ অম্বরসময় ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ
 হেতু পুরুষশব্দে জীবের উপাধি ॥ ৫৮ ॥

একের অভাবে আমরা এককে দেখিতে পাই না, ইহার
 অর্থ এই যে, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং

তথাহি, দৃশ্যং বিনা তৎপ্রতীত্যনুমেয়ং করণং ন সিধ্যতি,
নাপি দ্রষ্ট ন চ তদ্বিনা করণা-

প্রবৃত্ত্যানুমেয়স্তদধিষ্ঠাতা সূর্যাদিঃ । ন চ তং বিনা করণং
প্রবর্ততে ন চ তদ্বিনা দৃশ্যমিত্যেকতরম্যাতাবে একং
নোপলভামহে । তত্র তদা তদ্বিতয়ং আলোচনাত্মকেন
প্রত্যয়েন যো বেদ সাক্ষিতয়া পশ্যতি স পরমাত্মা আশ্রয়ঃ ।
তেষামপি পরম্পরমাশ্রয়ত্বমন্তীতি তদ্ব্যবচ্ছেদার্থং বিশে-

দেহস্থঃ পূরমিতি । করণানামিতি । অধিষ্ঠানাতাবেন চক্ষুর্গোলকায়

দেহের পরম্পর সাপেক্ষসিদ্ধত্ব দ্বারা ইহাদের অনাত্মতা
অর্থাৎ আত্মভিন্নতা দেখাইতেছেন ।

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ ॥

দৃশ্য যে দেহাদি তাহা ব্যতিরেকে দেহ প্রতীতির অনুমান-
যোগ্য যে করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় তাহা সিদ্ধ হয় না, । দ্রষ্টাও
সিদ্ধ হয় না, দ্রষ্টা ব্যতিরেকে করণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের
প্রবৃত্তি দ্বারা তাহার অধিষ্ঠাতা সূর্যাদিও সিদ্ধ হয়েন না ।
ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সূর্যাদি ব্যতিরেকে দৃশ্য যে দেহ তাহার
প্রবৃত্তি হয় না । এই হেতু উক্ত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতয়ের মধ্যে
একের অভাব হইলে এককে আমরা দেখিতে পাই না । তৎ
কালে যিনি সাক্ষিরূপে ঐ আধ্যাত্মিকাদি তিনটীকে আলো-
চনা রূপ প্রত্যয়দ্বারা দেখিতেছেন, সেই পরমাত্মা আশ্রয়ঃ ।
ঐ তিনের অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও অধিষ্ঠাতৃদেবতা এই
সকলের পরম্পর আশ্রয়ত্ব আছে, তাহার ভিন্নতার নিষিদ্ধ



ষণং । স্বাশ্রয়োহনন্যাশ্রয়ঃ স চালাবন্যেষামাশ্রয়শ্চেতি ।

তত্রাংশাংশিনোঃ শুদ্ধজীবপরমাত্মানোরভেদাংশস্বীকারে-

নৈবাশ্রয় উক্তঃ । অতঃ পরোহপি মনুতেহনর্থমিতি-

জাত্ৰং স্বপ্নঃ স্মৃপ্তঞ্চ গুণতে । বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ । ভাসাং বিল-

গ্যেত্যর্থঃ । উভয়োরপি তয়োবৃত্তিভেদাদুদয়েনেতি । করণানাং বিষয়গ্রহণং
বৃত্তিঃ । অয়মত্র নিকর্ষঃ । দেহোৎপত্তেঃ পূর্বমপি জীবেন সাক্ষিমিত্রিয়াণি তদেব-
গচ্চ সন্ত্যেব তদা তেষাং তেষাঞ্চ বৃত্তান্তাবাজ্জীবহস্তর্ভাবো বিবক্ষিতঃ উৎপন্নত্ব-
দেহে তয়োবিভাগো যদ্ববতীত্যাহ ততশ্চোভয় ইতি ॥

আধায়াগিকাদীনাং ত্রয়াণাং মিথঃ সুসাপেক্ষত্বেন সিদ্ধেস্তেষামাশ্রয়ঃ নাস্তীতি
গাঢ়ে একমেবতরত্যাদিনা । ত্রিতয়সামায়াগিকাদিত্রয়ঃ ।

মু শুদ্ধস্য 'জীবস্য দেহেজ্জিয়াদিসাক্ষিত্বাভিধানেনান্যনপেক্ষসিদ্ধেস্তস্যোশ্রয়ত্বং
হুতো ন ক্রমে তত্রাহ । অংশাংশিনোরিতি । অংশানাংশোহপি ইহ

বিশেষণ । স্বাশ্রয় শব্দের অর্থ যাঁহার অন্য আশ্রয় নাই ।

দেই পরমাত্মা অন্য সকলের আশ্রয়, কিন্তু তাঁহার কেহই
আশ্রয় নাই ।

এ স্থলে অংশাংশিরূপ শুদ্ধ জীব ও পরমাত্মার অভেদাংশ
স্বীকার দ্বারাই আশ্রয় উক্ত হইয়াছে ।

অতএব প্রথমস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে বলিয়াছেন,
জীব সকল স্বয়ং গুণাতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক
জ্ঞান করে । তথা ১১ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে জাত্ৰং
ষপ্ন ও স্মৃপ্তি এই তিন বুদ্ধির বৃত্তি বটে, কিন্তু স্বাভাবিক বৃত্তি
নহে, ইহার সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের কার্য্যমাত্র, আর জীব

ক্ষণে জীবঃ সাক্ষিহ্মেন বিনিশ্চিত ইতি (ক) । শুদ্ধো বিচ্যে
হবিশুদ্ধকর্তৃরিত্যাভ্যুজস্য সাক্ষিসংজ্ঞিনঃ শুদ্ধজীবস্য।
প্রয়ত্নং নাশঙ্কনীয়ং । অথবা । নমু আধ্যাত্মিকাদীনামপ্য।
প্রয়ত্নমন্ত্যেব । সত্যং । তথাপি পরস্পরাপ্রয়ত্নাৎ ন তত্র।
প্রয়ত্নকৈবল্যমিতি তেহাপ্রয়ত্নশব্দেন মুখ্যতয়া নোচ্যন্তে
ইত্যাহ একমিতি । তর্হি সাক্ষিণ এবাস্তানাপ্রয়ত্নং তত্রাহ
ত্রিতয়মিতি । স আত্মা সাক্ষী জীবস্ত যঃ স্বাপ্রয়োহনন্যাপ্রয়ঃ

গৃহীত ইত্যর্থঃ । অসন্তোষাখ্যাখ্যাত্তরমথনেনিতি । তর্হি ইতি । সাক্ষিণঃ জ

তাহাদিগের সাক্ষিরূপে বর্তমান, স্ততরাং সে সকল হইতে
ভিন্ন হয়েন ।

অপর যিনি অবিশুদ্ধ কর্তা হইতেও শুদ্ধ, তিনিই বিবি
চেষ্টা করেন, ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা উক্ত সাক্ষিস্বরূপ শু
জীবের আশ্রয় আশঙ্কা করিতে হইবে না ।

অথবা । অহে ! যদি বল আধ্যাত্মিকাদিরও আশ্রয়
আছে । সত্য, তথাপি পরস্পরের আশ্রয় প্রযুক্ত তাহাতে
তাহাদের আশ্রয়তা কৈবল্য অর্থাৎ নিরপেক্ষ নহে । আশ্র
শব্দ দ্বারা আধ্যাত্মিকাদি মুখ্যত্ব রূপে উক্ত হয় নাই, এই
অভিপ্রায়ে দ্বিতীয়স্কন্ধের ১০ অধ্যায়ের ৯ শ্লোকে “একমেক
তরাভাবে” ইত্যাদি স্থলে কহিয়াছেন ॥

তবে সাক্ষী স্বরূপ শুদ্ধ জীবের আশ্রয় হউক, এই বিষয়
কহিয়াছেন “ত্রিতয়মিতি” অর্থাৎ যিনি স্বাক্ষিস্বরূপে ত্রি

(ক) বিনিশ্চিত ইত্যত্র বিবক্ষিত ইতি পাঠাঙ্কঃ ॥

পরমাত্মা, স এবাশ্রয়ো যস্য তথাভূত ইতি (খ) অনয়ো-
র্ভেদঃ । বক্ষ্যতেচ হংসগুহ্যন্তবে ॥

সর্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো

ন বেদ সর্বজ্ঞমনন্তমীড়ে । ইতি ॥

তস্মাদাভাসশ্চ ত্যাগিনোক্তঃ পরমাত্মৈবাত্ম্য ইতি ॥ ২।১০

শ্রীশুকঃ ॥ ৫৯ ॥

অস্য শ্রীভাগবতস্য মহাপুরাণত্বব্যঞ্জকলক্ষণং প্রকারান্ত-

বস্য সৰ্বমিতি । পুমান্ জীবঃ ॥ ৫৯ ॥

অসোতি । প্রকারান্তরেণেতি কচিয়ামান্তরবাদবাস্তবান্তরবাদেতাব্যঃ ।

কে আলোচনা রূপ প্রত্যয় দ্বারা দেখিতেছেন তিনি আত্মা
। কী জীব, যিনি স্বাত্ম্য অর্থাৎ অনন্যাশ্রয় পরমাত্মা তিনিই
। শ্রয়, যাঁহার এই অর্থে জীবাত্মা পরমাত্মার আশ্রিত ॥

এই উভয়ের ভেদ ৬ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে হংস-
। য় স্তবে বলিবেন ।

পুরুষ অর্থাৎ জীব দেহ, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াদিষ্ঠাতৃ দেবতা,
। এই তিনকে এবং এই তিনের মূলীভূত গুণমকলকেও জানেন
। খাচ তিনি ঐ রূপ জ্ঞাতা হইয়াও যিনি সর্বজ্ঞ ভগবান্
। গাহাকে জানিতে পারেন না, আমি সেই অনন্ত ভগবান্কে
। যব করি । অতএব “আভাসশ্চ” ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত পরমা-
। যাই আশ্রয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন । এই সকল বিষয়
। দ্বিতীয়স্কন্ধের ১০ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

এই শ্রীভাগবতের মহাপুরাণত্ব প্রকাশক লক্ষণ প্রকারান্তরে

(খ) অনয়োর্ভেদঃ ইতি কচিংনাশ্তি ॥

রেণচ বদনপি তসৌবাশ্রয়ত্বমাহ দ্বয়েন-
 সর্গোহস্যাত্ৰ বিসর্গশ্চ বৃত্তীরক্ষাস্তুরাণিচ ।
 বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ ।
 দশভিলক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ ।
 কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মণ্ মহদল্লব্যবস্থয়া ॥ ১৫ ॥
 অস্তুরাণি মন্বস্তুরাণি ।
 পঞ্চবিধং- .
 সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বস্তুরাণিচ ।

বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াও সেই পরমাত্মারই আশ্রয়ত্ব দুই শ্লোকে
 বলিয়াছেন যথা ।

১২ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে শ্রীসূতের উক্তি ॥

এই বিশ্বের উৎপত্তি, অবাস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি, পালন, মন্ব-
 স্তুর বংশ কথন, বংশানুচরিত কথন, সংস্থা, হেতু ও আশ্রয়।
 পৌরাণিকেরা এই দশ লক্ষণযুক্ত গ্রন্থকে মহাপুরাণ বলিয়া
 বর্ণন করেন। হে ব্রহ্মণ্ ! কেহ কেহ পঞ্চলক্ষণযুক্ত গ্রন্থ-
 কেও পুরাণ কহেন, কিন্তু সেখানে এই ব্যবস্থা করেন, দশ
 লক্ষণ মহাপুরাণ ও পঞ্চ লক্ষণ (সর্গ, প্রতি সর্গ, বংশ, মন্বস্তুর
 ও বংশানুচরিত) অল্প অর্থাৎ পুরাণ ॥ ১৫ ॥

অস্তুর শব্দের অর্থ মন্বস্তুর ।

পঞ্চবিধ লক্ষণ যথা ।

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বস্তুর, বংশোৎপন্ন ব্যক্তিদ্বিগণ

বংশ্যানুচরিতক্ষেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণং ॥

ইতি কেচিৎ‌দন্তি । সচ মতভেদো মহদল্লব্যবস্থয়া
মহাপুরাণমল্লপুরাণমিতি ভিন্নাধিকরণত্বেন । যদ্যপি
বিষ্ণুপুরাণাদাবপি দশাপি তানি লক্ষ্যন্তে তথাপি তত্র
পঞ্চানামেব প্রাধান্যেনোক্তত্বাদল্লত্বং । অত্র দশানামা-
র্থানাং স্কন্ধেষু যথাক্রমং প্রবেশো ন বিবিক্ষিতঃ । তেষাং
দ্বাদশসংখ্যাত্বাৎ । দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তানামপি তেষাং তৃতীয়াদিষু
যথাসংখ্যং ন সমাবেশঃ নিরোধাদীনাং দশমাдиষু অষ্টম-
বর্জমন্যেষামপ্যন্যেষু যথোক্তলক্ষণতয়া সমাবেশানা-

এতানি দশ লক্ষণানি কোচিৎ‌ তৃতীয়াদিষু ক্রমেণ স্থলধিযো যোজয়ন্তি তানো

চরিত এই পঞ্চ লক্ষণকে কোন কোন পণ্ডিত পুরাণ বলিয়া
ছেন । ইহা মহৎ ও অল্প ব্যবস্থা দ্বারা মতভেদ জানিতে
হইবে । যে হেতু মহাপুরাণ ও অল্পপুরাণ এই দুইয়ের অধি-
করণ ভিন্ন হওয়াতে অর্থাৎ যাহাতে মহাপুরাণ বর্ত্তে তাহাতে
অল্প পুরাণবর্ত্তে না ।

যদিচ বিষ্ণুপুরাণাদিতেও উক্ত দশটী লক্ষণই দেখা যায়,
তথাপি পঞ্চলক্ষণের প্রাধান্য হেতু তাহার অল্প পুরাণত্ব
হইয়াছে ।

এই শ্রীমদ্ভাগবতে স্কন্ধ সকলে দশটী লক্ষণের যথাক্রম
প্রবেশ বলা হয় নাই, যে হেতু স্কন্ধ সকলের দ্বাদশ সংখ্যা
সুতরা ক্রমপূর্ব্বক দশটী অর্থ প্রবেশ হইতে পারে না ।
দ্বিতীয় স্কন্ধে দশ লক্ষণ উক্ত হইলেও সেই সকল লক্ষণের
তৃতীয় স্কন্ধাদিতে যথাসংখ্য সমাবেশ হয় নাই । দশমাদিস্কন্ধ

শক্যত্বাদেঃ । তদুক্তং শ্রীস্বামিভিরেব ॥
 দশমে কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তিবিভানামোপবর্ণ্যতে ।
 ধর্ম্মাগ্নানিনিমিত্তস্ত নিরোধো দুষ্কভূজাং ।
 প্রাকৃতাদিচতুর্দ্ধা যে! নিরোধঃ সতু বর্ণিতঃ ।
 অতোহত্র স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণরূপম্যাশ্রয়ণৈব বর্ণনপ্রাধান্যং
 তৈর্বিবক্ষিতং ॥
 উক্তঞ্চ স্যামেব ॥

দশমে দশমঃ লক্ষ্যমাশ্রিত্যভ্যবিত্ত্বাহসতি । এবমন্যত্রো-

বাহ । দ্বিতীয় স্কন্ধোক্তানামিতি । অষ্টাদশসহস্রিংশদাশক্ৰিষ্ণভাগবত-

সকলে নিরোপাদি অর্থ সকলের অষ্টম অর্থ বর্জন করিয়া
 অন্যান্য স্কন্ধ সকলে বথোক্ত লক্ষণ সমাবেশ দ্বারা অসামর্থ্য
 প্রযুক্ত সমিবেশ হয় নাই ॥

এই বিষয় শ্রীধরস্বামীও বলিয়াছেন যথা ॥

দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কীৰ্ত্তি বিস্তার জন্য, দুষ্ক রাজগণের
 ধর্ম্মাগ্নানি নিমিত্ত যে নিরোধ তাহা বর্ণিত হইবে । প্রাকৃতাদি
 চারি প্রকার যে প্রলয় তাহা বর্ণিত হইয়াছে ॥

অতএব এই দশমস্কন্ধে শ্রীধরস্বামিকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণরূপ
 আশ্রয়েরই প্রাধান্য বর্ণন বিবক্ষিত হইয়াছে ॥

স্বয়ং শ্রীধরস্বামীও বলিয়াছেন ॥

যাঁহার বিগ্রহ অর্থাৎ শরীর আশ্রিত সকলের আশ্রয়,
 সেই দশম পদার্থ এই দশমস্কন্ধে লক্ষ্য হইয়াছেন । এই প্রকার

পু্যমেয়ং । অতঃ প্রায়শঃ সর্বেহর্থাঃ সর্বেষ্বেব ক্ষক্ষেযু
 গুণত্বেন বা মুখ্যত্বেন বা নিরূপ্যন্তে, ইত্যেব তেষামভি-
 মতং । অতেনার্থেন চাঙ্গসেত্যত্র চ তথৈব প্রতিপন্নং,
 তত্ত্বংসম্ভ বাৎ । ততশ্চ প্রথমদ্বিতীয়য়োরাপি মহা-
 পুরাণত্যাং প্রবেশঃ স্যাৎ । তস্মাৎ ক্রমো ন গৃহীতঃ ॥ ৬০
 অথ সর্গাদীনাং লক্ষণমাহ ।

লক্ষণং ব্যাকুপোৎ । অধারপুঠৌ ভাগবতবৌদ্ধিশ্চ ন সন্তবেদিতিচ বোধ্যঃ
 শুকভাবিতকৈভাগবতঃ তর্হি প্রথমস্য দাদশশেষস্য চ তত্ত্বানাপত্তিঃ । তস্মা-
 দষ্টাদশমহত্বি তৎপিতুরাচার্যাঙ্কুকেনাধীতঃ কথিতঃ চেতি সাস্প্রতং । সযাদাত
 তথৈবানাদিসিদ্ধানিবর্জা ইতি সাস্প্রতং ॥ ৬০ ॥

অন্যত্রও জানিতে হইবে ॥

অতএব প্রায় সকল অর্থ সমুদায় স্বক্কে গোণ মুখ্য দ্বারা
 নিরূপণ করিবেন, তাঁহার ইহাই অভিপ্রায় । কোথাও শ্রুতি
 দ্বারা কোথাও তাৎপর্য্য দ্বারা নম্বটী লক্ষণ বর্ণন করিবেন, এই
 প্রমাণে সেই রূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন । যে হেতু সকল
 স্থানে তত্ত্ব বিষয়ের সম্ভব আছে ॥

অতএব প্রথমক্ষকে ও দ্বিতীয়ক্ষকেও শ্রীমদ্ভাগবতের মহা
 পুরাণতা রূপে প্রবেশ হইয়াছে, এ কারণ ক্রম গৃহীত হয়
 নাই ॥ ৬০ ॥

অথ সর্গাদির লক্ষণ বর্ণিয়াছেন যথা ॥

১২ ক্ষকের ৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

অব্যাকৃতগুণকোভাষ্যহতস্ত্রিরূতোহহমঃ ।

ভূতমাত্রৈন্দ্রিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

প্রধানগুণকোভাষ্যহান্, তস্মাৎ ত্রিগুণোহহঙ্কারঃ,
তস্মাৎ ভূতমাত্রাণাং ভূতনৃক্ষাণাং ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ, সূক্ষ-
ভূতানাঞ্চ, তদুপলক্ষিততত্ত্বদেবতানাঞ্চ সম্ভবঃ সর্গঃ, কারণ
সৃষ্টিঃ সর্গ ইত্যর্থঃ ।

পুরুষানুগৃহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ ।

বিসর্গোহয়ং সমাহারো বীজাদীজং চরাচরং ॥ ১৭ ॥

উদ্দিষ্টানাং সর্গাদীনাং ক্রমেণ লক্ষণানি দর্শয়িতুমাহাথেতাদি ।

অব্যাকৃতোক্তি । ত্রিবিংগদং মহতোহপি বিশেষণং বোধ্যং । সাত্ত্বিকো
রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিণা মহানিতি ত্রীবিম্ববাৎ । পুরুষঃ পরমাত্মা বিরিক্

প্রকৃতির গুণ সমাহার হইতে মহত্ত্ব, তাহা হইতে
ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার তত্ত্ব, ভূতনৃক্ষ, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থের
যে সৃষ্টি তাহার নাম সর্গ অর্থাৎ কারণসকলের উৎপত্তি ॥ ১৬ ॥
প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির গুণকোভ হেতু মহত্ত্ব, তাহা হইতে
ত্রিগুণ স্বরূপ অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ভূতনৃক্ষ, ইন্দ্রিয়, সূক্ষ
ভূত ও তদুপলক্ষিত তত্ত্ব দেবতা সকলের যে সম্ভব তাহাই
সর্গ । অর্থাৎ কারণ সৃষ্টিকে সর্গ বলে ॥

ঈশ্বরানুগৃহীত মহাদির পূর্ব পূর্ব বাসনাময় বীজ হইতে
বীজোৎপত্তির ন্যায় সমাহার রূপ চরাচর উৎপত্তিকে বিসর্গ
বলে ॥ ১৭ ॥

পুরুষঃ পরমাত্মা এতেষাং মহদানীনাং জীবস্য পূর্বকর্ম-
বাসনাপ্রধানোহয়ং সমাহারঃ কার্যভূতশ্চ চরাচরপ্রাণি-
রূপো বীজাদ্বীজমিব প্রবাহাপম্নো বিসর্গ উচ্যতে । ব্যষ্টি-
সৃষ্টি বিসর্গ ইত্যর্থঃ । অনেন উতিরপ্যুক্তা ॥

বৃতিভূতানি ভূতানাং চরাণামচরাণিচ ।

কৃতা স্মেন নৃণাং ত্বত্র কামাচ্চোদনয়্যাপি বা ॥ ১৮ ॥

চরাণাং ভূতানাং সামান্যতোহ্চরাণি চকারাচ্চরাণিচ
কামান্ বৃতিঃ । তত্রতু নৃণাং স্মেন স্বভাবেন কামাং চোদ-

ত্ব ইতি বোধঃ । ক্ষুটানি শিষ্টানি ॥ ৬২ ॥

পুরুষ শব্দে পরমাত্মা, এই সমুদায় মহদাদি জীবের পূর্ব
কর্ম ও বাসনাপ্রধান এই সমূহের কার্যভূত চরাচর প্রাণিরূপ
যেমন বীজ হইতে বীজ উৎপন্ন হয় তদ্রূপ প্রবাহপ্রাপ্ত বিসর্গ
লিয়া উক্ত হইয়াছে । ব্যষ্টি সৃষ্টির নাম বিসর্গ । ইহা দ্বারা
উতিও উক্ত হইল ॥

চরভূতের কাম্য বিষয় চরাচর রূপ যে উপজীবিকা, আর
মনুষ্যদিগের স্বভাবতঃ ও কামকৃত বা বিধিবোধিত যে জীবনো-
পায় তাহার নাম বৃতি ॥ ১৮ ॥

চরভূত সকলের সামান্যতঃ অচর ভূতসকল, তথা চকারা-
ধীন চরভূত সকলও ইচ্ছাপ্রযুক্ত বৃতি হইয়াছে । চরভূত
সকলে মনুষ্যদিগের স্বীয় স্বভাব দ্বারা অথবা কামাধীন ক্রিয়া
বিধি দ্বারা যে বৃতি অর্থাৎ জীবিকা বিহিত হইয়াছে তাহাকেই

নয়্যপি বা যা নিয়তা বৃত্তিজীবিকা কৃতা সা বৃত্তি রুচ্যতে
ইত্যর্থঃ ।

রক্ষাচূতবতারেহা বিশ্বস্যামুযুগে যুগে ।

তির্য্যাক্ মর্ত্যার্ষি দেহেষু হন্যন্তে যৈ স্ত্রয়ীদ্বিষঃ ॥ ১৯ ॥

যৈরবতারৈঃ । অনেনেশকথা স্থানং পোষণং চেতি ত্রয়-
মপ্যুক্তং ।

মম্বস্তুরং মম্বুর্দেবাঃ মম্বুপুত্রাঃ সুরেশ্বরঃ ।

ঋষয়োঃশাবতারাস্চ হরেঃ ষড্‌বিধমুচ্যতে ॥ ২০ ॥

মম্বাদ্যাচরণকথনেন সদ্ধর্ম্ম এবাত্র বিবাক্ত

ইত্যর্থঃ । ততশ্চ প্রাক্তনগ্রন্থেনৈকার্থ্যং ।

রাক্তাং বংশপ্রসূতানাং বংশস্ত্রৈকালিকোহন্বয়ঃ ।

বৃত্তি বলে ॥

বিশ্ব মধ্যে যুগে যুগে বেদবিদ্বেষী দৈত্যকর্তৃক দেবতির্য্যাক্
মম্বুষ্য ঋষি দিগের কার্য্য নাশোপক্রমে নারায়ণের যে বিশেষ
বিশেষ অবতার তাহাকে রক্ষা বলে ॥ ১৯ ॥

যৈঃ শব্দে অবতার সকল দ্বারা । এতদ্বারা ঈশকথা, স্থান ও
পোষণ এই তিনটি উক্ত হইল ॥

মম্বু, দেবতাবিশেষ, মম্বুপুত্রগণ, দেবেশ্বর সকল, ঋষি
গণ ও হরির অবতার, যখন স্বীয় স্বীয় অধিকারে থাকেন,
তখন তাঁহাদিগকে মম্বস্তুর কহে ॥ ২০ ॥

মম্বু প্রভৃতির আচরণ কথন দ্বারা এস্থানে সদ্ধর্ম্মও বিব-
কিত হইয়াছে । অতএব পূর্বতন গ্রন্থের সহিত একার্থ হইল ॥

বংশ্যানুচরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরাশ্চ য়ে ॥ ২১ ॥

তেষাং রাজ্যাং চ য়েচ তদ্বংশধরাশ্চেষাঞ্চ বৃত্তং বংশ্যানু-
চরিতং ॥ ৬১ ॥

নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যস্তিকো লয়ঃ ।

সংস্থেতি কবিভিঃ প্রোক্তশ্চতুর্ধাম্য স্বভাবতঃ ॥ ২২ ॥

অস্য পরমেশ্বরস্য স্বভাবতঃ । আত্যস্তিক ইত্যেনে ন মুক্তি-
রপ্যত্র প্রবেশিতা ।

হেতুজীগোহস্য সর্গাদেববিদ্যা কর্মকারকঃ ।

পূর্বোক্তায়াং দশলক্ষ্যাং মুক্তিরেকলক্ষণং । অস্যান্ত চতুর্বিধায়াং সংস্থায়-
াত্তিকলয়শপিতা মুক্তিরানীতেতি । ষকাহুণায়িনমিতি ভুক্তশিষ্টকর্ম-

প্রমা হইতে উৎপন্ন শুদ্ধ বংশীয় রাজাদিগের ভূত ভবি-
ং বর্তমান এই ত্রৈকালিক পুরুষপরম্পরা বর্ণনের নাম বংশ-
ধন । আর তাহাদিগের বংশে উৎপন্ন বংশধরগণের চরিত্র
নিকে বংশানুকথন বলে ॥ ২১ ॥

সেই সকল রাজাদিগের ও তাঁহাদিগের বংশজ সকলের
রত তাহার নাম বংশ্যানুচরিত ॥ ২১ ॥

নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যস্তিক, স্বভাববশ-
ই হউক বা ঈশ্বরের মায়াবশতই হউক বিশ্বের এই চারি
কার অবস্থার নাম প্রলয় ॥ ২২ ॥

এই পরমেশ্বরের স্বভাব অর্থাৎ শক্তিদ্বারা আত্যস্তিক
ট ইহার দ্বারা মুক্তিও প্রবেশিত হইল ।

অজ্ঞান বশতঃ কর্মকর্তা জীব এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি

যং চানুশয়িনং প্রাহুরব্যাকৃতমুতাপরে ॥ ২৩ ॥

হেতুনিমিত্তং । অস্য বিশ্বস্য যতোহয়মবিদ্যায়া কৰ্ম্ম-
কারকঃ । যমেৰ হেতুং কেচিচ্চৈতন্যপ্রাধান্যেনানুশয়িনং
প্রাহুঃ । অপরে উপাধিপ্রাধান্যেনাব্যাকৃতমিতি ।

বাতিরেকাশ্রয়ো यस্য জাগ্রৎস্বপ্নভূপ্তিষু ।

মায়াময়েষু তদ্ব্রহ্ম জীববুদ্ধিস্বপাশ্রয়ঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীবাদরায়ণসমাধিলক্কার্থবিরোধাদত্র জীবশুদ্ধস্বরূপমেবা-

বিশিষ্টো জীবোহনুশয়ীহ্যচ্যতে ॥ ৬৩ ॥

ভঙ্গের হেতু, কেহ তাহাকে অনুশয় বলে, কেহ বা অবিদ্যা
বলে, তাহার নাম জীববাসনা ॥ ২৩ ॥

হেতু অর্থাৎ নিমিত্ত । অস্য শব্দের অর্থ এই বিশ্বের । যে
হেতু এই জীব অবিদ্যা দ্বারা কৰ্ম্মকারক হইয়াছেন, কোন
কোন পণ্ডিত চৈতন্যপ্রাধান্য দ্বারা অনুশয় বলিয়া থাকেন।
অপর পণ্ডিতেরা উপাধি প্রাধান্য দ্বারা অব্যাকৃত বলেন ॥

মায়াময় বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞাদি জীবনিষ্ঠ জাগ্রৎ স্বপ্ন
ভূপ্তি অবস্থায় সাক্ষিরূপে যাঁহার অবয়ব ও সমাধিকালে
সেই সকল অবস্থায় যাঁহার ব্যতিরেক, সেই অধিষ্ঠানের নাম
আশ্রয় ॥ ২৪ ॥

শ্রীবাসদেবের সমাধিলক্ক অর্থের বিরোধ হেতু এস্থলেও
জীবের শুদ্ধসহ স্বরূপকেও আশ্রয় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই,

শ্রয়ত্বেন ন ব্যাখ্যায়তে । কিস্ত্বয়মেবার্থঃ ।

জাগ্রদাদিহ্রবস্থাসু মায়াশক্তিকল্পিতেষু মহাদি-
দেবেষু চ, জীববৃত্তিষু শুদ্ধজীবস্বরূপাসু স্বশক্তিবৃত্তিষুচ
কেবলস্বরূপেণ ব্যতিরেকঃ পরমসাক্ষিতয়াহ্রয়শ্চ যস্য
তদ্ব্যাপাশ্রয় উচ্যতে । তস্মাদপকৃষ্টানামন্যেমাং
সমস্তানামাশ্রয় ইত্যর্থঃ ।

জীবানাং বৃত্তিষু শুদ্ধস্বরূপতয়া সোপানিতয়াচ বর্ত্তনেষু
স্থিতিষু অপাশ্রয়সর্বমতিক্রম্যাশ্রয় ইত্যর্থঃ । অপেত্যে-
তং খলু বর্জনে । বর্জনকাতিক্রমে পর্য্যবস্যকীতি । তদেব
মপাশ্রয়াভিব্যক্তিদ্বারভূতং হেতুশব্দব্যপদিক্টস্য জীবস্য

সিদ্ধি ইহার এই অর্থ । মায়াশক্তি কল্পিত জাগ্রদাদি অবস্থা
কলে ও মহাদি দেবা সকলেও এবং জীববৃত্তি অর্থাৎ শুদ্ধ
জীবস্বরূপা স্বীয় বৃত্তি সকলেতেও কেবল স্বস্বরূপদ্বারা
তিরেকে অর্থাৎ অভাব এবং পরম সাক্ষি প্রযুক্ত যাহার অহ্রয়
ইয়াছে সেই বুদ্ধ আশ্রয় বলিয়া কথিত হয়েন । অতএব
ক পকৃষ্ট সকলের ও অন্য সমস্তের আশ্রয় এই অর্থ ।

জীব সকলের বৃত্তি সমুদায়ে শুদ্ধস্বরূপতা ও উপাদি
শিক্তি দ্বারা বর্ত্তন অর্থাৎ স্থিতি সকলে অপাশ্রয় অর্থাৎ
কলকে অতিক্রম করিয়া যিনি আশ্রয় হইরাছেন ।

অপাশ্রয়ের অর্থ বর্জন । বর্জন এই শব্দটি অতিক্রমে পর্য্যব-
সায় হয় । অতএব অপাশ্রয়ের অভিব্যক্তি দ্বারা স্বরূপ হেতু

শুদ্ধস্বরূপজ্ঞানমাহ দ্বাভ্যাং ।

পদার্থেষু যথা দ্রব্যং তন্মাত্রং রূপনামহ ।

বীজাদিপঞ্চতাস্তাস্থ হবস্থাস্থ বুতায়ুতং ।

বিরমেত যদা চিন্তং হিত্বা বৃত্তিত্রয়ং স্বয়ং ।

যোগেন বা তদাত্মানং বেদেহায়া নিবর্ততে ॥ ২৫ ॥ ৬২ ॥

রূপনামাত্মকেষু পদার্থেষু ঘটাদিষু যথা দ্রব্যং পৃথিব্যাদি
যুতমযুতঞ্চ ভরতি । কার্যাদৃষ্টিং বিনাহপ্যুপলভ্যতে (ক) ।

তন্মাত্রং শুদ্ধং জীবচৈতন্যমাত্রং অবস্থাস্থ গর্ভাধানা-
দিত্যেব

রূপেতি । মূর্ত্তা সংজ্ঞয়া চোপেতেত্যর্থঃ । কার্যাদৃষ্টিমিতি । ঘটাদিত্যঃ

শব্দ ব্যপদীকৃত জীবের শুদ্ধস্বরূপ জ্ঞান ইহাই দুই শ্লোকে
বলিতেছেন যথা ॥

যেমন ঘটাদি পদার্থে যুদাদি দ্রব্য ও রূপ নামাদিতে সত্তা
মাত্র, তাহার ন্যায় বীজ অবধি পঞ্চত্ব পর্য্যন্ত জীবের সমুদায়
অবস্থাতে যিনি যুক্ত ও অযুক্ত আছেন তিনিই আশ্রয় ॥

যখন সৃষ্টির মায়াময়ত্ব অনুসন্ধান দ্বারা কিসা যোগদ্বারা
জাগ্রৎ সপ্ন স্মৃষ্টি রূপ বৃত্তিত্রয় হইতে অন্তঃকরণ স্বয়ং নিবৃত্ত
হয়, তখনই আত্মাকে জানিতে পারে ও সংসারচক্ৰ
নিবৃত্ত ইতি হয় ॥ ২৫ ॥ ৬২ ॥

রূপনামবিশিষ্ট ঘটাদি পদার্থ সকলে যেমন পৃথিব্যাদি
দ্রব্য যুক্ত ও অযুক্ত হয়। যেহেতু কার্য্য দৃষ্টি ব্যতিরেকেও
উপলব্ধি হইয়া থাকে । তন্মাত্র শব্দে শুদ্ধ জীব চৈতন্যমাত্র

(ক) উপলভ্যতে ইত্যত্র উপলভ্যতাং ইতি পাঠান্তরং ॥

পঞ্চতান্ত্রাস্ত্র নবমপি দেহাবস্থাস্ত্র অবিদ্যায়া যুতং স্বতত্ত্ব-
যুতমিতি । শুদ্ধমাত্মানগিত্বং জ্ঞাত্বা নির্বিঘ্নঃ সমপাশ্রয়ানু-
সন্ধানযোগ্যো ভবতীত্যাহ বিরমেতেতি ।

বৃত্তিত্রয়ং জাগ্রৎস্বপ্নহুশুপ্তিরূপং আত্মানং পরমাত্মানং ।
স্বয়ং বামদেবাদেদিব মায়াময়ত্বানুসন্ধানেন । দেবহুতা-
দেবিরানুষ্ঠিতেন যোগেন বা । ততশ্চ ঈহায়াস্তদনুশীলন-
ব্যতিরিক্তচেষ্ঠায়াঃ ॥

এপি পৃথিব্যাদেঃ প্রাপ্তেরিত্যর্থঃ । অপাশ্রয়েতি ঈশ্বরধ্যানযোগ্যো ভবতি
র্থঃ । স্বয়মিতি । বামদেবঃ খলু গর্ভস্থ এবং পরমাত্মানং বুবুধে । যোগেন
হুতীত্যর্থঃ ।

ইহা সকলে অর্থাৎ গর্ভধানাদি যত্ন্যপর্যাস্ত নয়টি দেহের
স্থাতে অবিদ্যায় যুক্ত, কিন্তু স্বতঃ অযুক্ত হইয়াছেন ।

এই রূপ শুদ্ধ আত্মাকে অবগত হইয়া নির্বেদ যুক্ত
লে অপাশ্রয়ের অর্থাৎ আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিতে যোগ্য
ইহাই বলিতেছেন । বিরমেতি এই শ্লোকে । বৃত্তিত্রয়
ং জাগ্রৎ স্বপ্ন ও হুশুপ্তি রূপ । আত্মাকে অর্থাৎ পরমা-
ক । স্বয়ং অর্থাৎ বামদেবাদির ন্যায় মায়াময়ত্ব অনুসন্ধান
তথা দেবহুতি প্রভৃতির ন্যায় অনুষ্ঠানযোগ দ্বারা
াকে জানিতে পারিয়া ঈহা অর্থাৎ তদনুশীলন ব্যতিরিক্ত

১২ ॥ ১৭ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৬৩ :

উদ্দিক্টঃ সম্বন্ধঃ ॥

ইতি কলিযুগপাবনশ্চভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতার শ্রীত্রী
ভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবচরণানুচরবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাসভাজঃ
ভাজনশ্রীরূপসনাতনানুশাসনভারতগর্ভে শ্রীভাগবত
সন্দর্ভে তত্ত্বসন্দর্ভে নাম প্রথমঃ সন্দর্ভঃ ॥ * ॥
তত্ত্বসন্দর্ভে ৪৭৫ শ্লোকাঃ ॥

ইতি কল্যাণী কলিযুগপাবনঃ যঃ স্বভজনঃ বিতরণং প্রয়োজনং বা
তাদৃশাবতারঃ প্রাহুর্ভাবো যস্য তস্য শ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য চরণে
রহুচরৌ বিশ্বস্মিন্ যে বৈষ্ণবরাজ্যেযাং সভাস্থ যঃ সভাজনং সংকারণ
ভাজনে পার্শ্বে যৌ শ্রীরূপসনাতনৌ তরোরনুশাসন ভারত্যউপদেশবাক্য
গর্ভে মদো যস্য তস্মিন্ ॥

টিপ্পনী তত্ত্বসন্দর্ভে বিদ্যাহৃদয়নির্মিতা । শ্রীজীবপাঠসংপূর্ণা সহস্রে
বিশোধাতাং ॥ ৬৩ ॥

চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন । ১২ দ্বাদশ স্কন্ধের
অধ্যায়ে শ্রীসূত এই সকল বলিয়াছেন ॥ ৬৩ ॥

ইতি সম্বন্ধ উদ্দিক্ট হইল ॥

কলিযুগ পবিত্র কারি যে স্বীয় ভজন তাহার বিতরণ
নিমিত্ত অবতীর্ণ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য দেবের দাসানুশাসন
বৈষ্ণবরাজ সকলের সম্মানপাত্র শ্রীরূপ সনাতনের অনুশাসন
বাক্যগর্ভে শ্রীভাগবতসন্দর্ভে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নানুদিত
তত্ত্বসন্দর্ভনাম প্রথমসন্দর্ভে সমাপ্ত ॥ * ॥

ভগবৎসন্দର୍ভঃ ।

—०ঃ१ঃ०—

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ-জীবগোস্বামিপ্রণীতঃ

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নেনানুদিতঃ

শ্রীরাসবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থেন

গংশোধিতঃ ।

শ্রীরামদেবমিশ্রকর্তৃক—

দ্বিতীয়সংস্করণং

প্রকাশিতক ।



মুর্শিদাবাদ;

শ্রীশ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনীসভাভঃ

বহরমপুর,—রাধারমণযন্ত্রে

শ্রীব্রজনাথমিশ্র-পিণ্ডারোগ

মুদ্রিতং ।

—१ঃ—

১৩২৪ মাল-বৈশাখে ।

ভগবৎসম্ভাষণঃ।

—:~:—

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দো জয়তঃ ॥

তো সন্তোষয়তা সন্তো শ্রীলরূপসনাতনো ।

দক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরুত্থিবিচ্যতে ॥ ১ ॥

তস্যাদ্যগ্রন্থনালেখং ক্রাস্তব্যংক্রাস্তখণ্ডিতং ।

পর্যালোচ্যাপ পর্যায়াং কৃতা লিখতি জীবকঃ ॥ ২ ॥

অথৈবমদ্বয়জ্ঞানলক্ষণং তত্ত্বং সামান্যতো লক্ষয়িত্বা

পুনরুপাসকযোগ্যতাবৈশিষ্ট্যেন প্রকটিতনিজসত্তাবিশেষং

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দাভ্যাং নমঃ ॥

প্রসিদ্ধ শ্রীল রূপ সনাতনের সন্তোষকারী দক্ষিণদেশীয়
শ্রীগোপালভট্ট পুনরায় এই গ্রন্থের বিচার করিতেছেন ॥ ১ ॥

জীবনামা কোন ব্যক্তি তাঁহার আদ্য লিখিত গ্রন্থ পর্যা-
লোচনা করিয়া ক্রম ব্যতিক্রম খণ্ডন পূর্বক পর্যায়ক্রমে
লিখিতেছেন ॥ ২ ॥

অনন্তর এই প্রকার অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ সেই তত্ত্বকে সামান্য
রূপে নিরূপণ করিয়া পুনরায় উপাসকের যোগ্যতা বৈশিষ্ট্য
দ্বারা যিনি স্বীয় সত্তাকে অর্থাৎ বিদ্যমানতাকে বিশেষ রূপে

বিশেষতো নিরূপয়তি বদন্তীত্যনৈবোত্তরান্বেন ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৩ ॥ ১ ॥

অত্র শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য এব শাস্ত্রে কচিদন্যত্রাপি তদেকং
তদ্বৎ ত্রিধা শব্দ্যতে । কচিদ্ব্রহ্মেতি । কচিৎ পরমাত্মেতি ।
কচিস্তগবানিতি চ ।

কিস্তুত্র শ্রীমদ্ব্যাসমখিলক্লেদোদাজ্জীব ইতি শব্দ্যত
ইতি নোক্তমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৪ ॥

তত্র ব্রহ্মভগবতোবাখ্যাতয়োঃ পরমাত্মা স্বয়মেব ব্যাখ্যা-
তো ভবতীতি প্রথমতস্তাবেব প্রস্তুয়েতে । মূলেতু ক্রমাদ্-

প্রকটিত করিয়াছেন, তাঁহাকেই বিশেষরূপে ১ স্কন্ধের
২ অধ্যায়ে বদন্তীতি ১১ শ্লোকের উত্তরার্ধ দ্বারা নিরূপণ
করিতেছেন । যথা ॥

তদ্ব্রহ্ম ব্যক্তিরা সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা
ও ভগবান্ বলিয়া কীর্তন করেন ॥ ৩ ॥ ১ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে, কখন অন্যত্রও সেই এক তত্ত্বকে
তিন প্রকারে বলিয়াছেন । যথা কোন স্থানে ব্রহ্ম, কোন স্থানে
পরমাত্মা এবং কোথাও ভগবান্ । কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতে
বেদব্যাঙ্গের সমাখিলক্লেদপ্রযুক্ত জীবকেও যে বলিয়াছেন,
তাঁহা উক্ত হয় নাই, জানিতে হইবে ॥ ৪ ॥

উক্ত তিনের মধ্যে ব্রহ্ম ও ভগবান্কে ব্যাখ্যা করিলে
পরমাত্মা আপনিই ব্যাখ্যাত হইবেন । অতএব প্রথমতঃ

বৈশিষ্ট্যোদ্যোতনায় তথা বিন্যাসঃ । অয়মর্থঃ ॥ ৫ ॥

তদেকমেবাখণ্ডানন্দস্বরূপং তত্ত্বং খুংকৃতপারমেষ্ঠ্যাদিকা-
নন্দসমুদায়ানাং পরমহংসানাং সাধনবশাভাদাত্ম্যাপ্যম্মে
সত্যামপি তদীয়স্বরূপশক্তিবৈচিত্র্যাং তদগ্রহণাসামর্থ্যে
চেতসি যথা সামান্যতো লক্ষিতং তথৈব ক্ষুরদ্বা তদ্বদেবা-
বিনিত্তশক্তিশক্তিমত্তাভেদতয়া প্রতিপাদ্যমানং বা ব্রহ্মোক্তি
শব্দ্যতে ॥ ৬ ॥

অথ তদেকা তত্ত্বং স্বরূপভূতৈব শক্ত্যা । কমপি বিশেষঃ

ব্রহ্ম ও ভগবান্ এই দুইকে নিরূপণ করা হইতেছে ।

মূলে যে ক্রমপূর্বক লিখিত হইয়াছে, তাহার উত্তরোত্তর
শ্রেষ্ঠতা প্রকাশের নিমিত্ত তদ্রূপ বিন্যাস । ইহার এই অর্থ ॥ ৫

যাঁহারা পারমেষ্ঠ্যাদি সূখসকলকে খুংকার করিয়াছেন,
যাঁহাদেব চিত্ত সাধনাদীন তৎস্বরূপতাকে প্রাপ্ত হইয়াও সেই
তত্ত্বের স্বরূপশক্তির বৈচিত্র্য হেতু তাহা গ্রহণ করিতে অস-
মর্থচিত্ত হইয়াছেন, এতাদৃশ পরমহংসদিগের যথাবৎ সামান্য-
রূপে লক্ষিত ও তদ্রূপে ক্ষুর্তি হওয়াতে অথবা শক্তি ও শক্তি-
মানকে পৃথক্ না করিয়া তদ্ব্যভেদের অভেদত্ব প্রতিপন্ন হও-
য়াতে, তাঁহারা সেই এক পূর্ণানন্দস্বরূপ তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলিয়া
কীৰ্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

অস্তুর স্বরূপভূতা অর্থাৎ অস্তুরঙ্গা শক্তিদ্বারা কোন বিশে-
ষকে ধারণ করিয়া যিনি অন্যান্য শক্তি সকলের মূল আশ্রয়

ধর্তৃ পরাসামপি শক্তৌনাং মূলপ্রায়রূপং তদনুভবানন্দসন্দো-
 হাস্তর্ভাবিতাদৃশব্রহ্মনন্দানাং ভাগবতপরমহংসানাং তথা-
 নুভবৈকসাধকতমতদীয়স্বরূপানন্দশক্তিবিশেষাত্মকভক্তি-
 ভাবিতেষ্বস্তবৈহিরপীন্দ্রিয়েষু পরিস্ফুরদ্ধা তদ্বদেব বিবিক্ত-
 তাদৃশশক্তিশক্তিমত্তাভেদেন প্রতিপাদ্যমানং
 . বা ভগবানিতি শব্দতে ॥ ৭ ॥
 এবমৈবোক্তং শ্রীজড়ভরতেন ।
 জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক-
 মনন্তরং হ্রবহিব্রহ্ম সত্যং ।

হইয়াছেন, তাঁহারই অনুভবরূপ আনন্দসমূহে যে সকল
 ব্রহ্মানন্দসম্পন্ন ভাগবত পরমহংসদিগের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ
 হইয়াছে, তাঁহাদিগেরই তদ্রূপ অনুভবের মুখ্যসাধক স্বরূপ
 তদীয় স্বরূপানন্দ শক্তি বিশেষাত্মক যে ভক্তি, তদ্বারা পরি-
 শুদ্ধ অন্তর্বাহ ইন্দ্রিয়সকলে বিনি সর্বতোভাবে স্ফূর্তি
 পাইয়া থাকেন, অথবা পৃথক্ তাদৃশ শক্তিমানের ভেদদ্বারা
 প্রতিপন্ন হইয়েন, সেই তত্ত্বই ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়া
 ছেন ॥ ৭ ॥

৫ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে রত্নগণের প্রতি ঐ
 প্রকার জড়ভরত কহিয়াছেন ॥

— মহারাজ ! বিশুদ্ধ, বাহ্যভাস্তর শূন্য, পরিপূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন
 এবং নির্মিকার যে জ্ঞান, তাহাই পরমার্থ সত্য, সেই জ্ঞানের

প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং

যদ্বাস্তদেবং কবয়ো বদন্তীতি ॥

শ্রীধ্রুবং প্রতিমমূরুবাচ ।

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্তে

আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তাবিতি ॥ ৮ ॥

এবঞ্চ আনন্দমাত্রং বিশেষ্যং সমস্তাঃ শক্তয়ো বিশেষণানি

বিশিষ্টো ভগবানিত্যাত্মাতং তথা চৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে

পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাথগুণতত্ত্বরূপোহসৌ ভগবান্ ব্রহ্ম তু

নাম ভগবৎ শব্দ, সেই জ্ঞানকেই পণ্ডিতেরা বাস্তব বলিয়া থাকেন ॥

৪ স্কন্ধে ১১ শ্লোকে শ্রীধ্রুবের প্রতি স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়া ছেন ॥

হে তাত ! তিনি প্রত্যগাত্মা, ভগবান্, অনন্ত এবং সমস্ত শক্তিসম্পন্ন, আনন্দমাত্র তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার প্রতি ভক্তি করিলে ক্রমে “আগি আমার” ইত্যাকার সূদৃঢ় অহঙ্কার ভেদ করিতে পারিবে ॥ ৮ ॥

এই প্রকার হওয়াতে আনন্দমাত্রই বিশেষ্য এবং সকল শক্তিই বিশেষণ । সর্বাপেক্ষা ভগবান্‌ই শ্রেষ্ঠ হইলেন, উক্ত বচন দ্বয়ে ইহাই প্রাপ্ত হইল ।

এই রূপে ভগবানের বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হওয়ায় পূর্ণাবির্ভাব প্রযুক্ত ভগবান্‌ই অথগুণতত্ত্বরূপ । আর ব্রহ্ম সামান্য সত্তা

ক্ষুটমগ্রকটিতবৈশিষ্ট্যাকার্ষেণ (সামান্যসত্তাকার্ষেণ)
তসৌবাসম্যাগাবির্ভাব ইত্যায়াতং । ইদন্ত পুরতো বিস্ত-
রেণ বিবেচনীয়ং ॥ ৯ ॥

ভগবচ্ছদার্থশ্চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রোক্তঃ ।

যত্নব্যক্তমজ্জরমচিন্ত্যমজমক্ষয়ং ।

অনির্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতং ।

বিভুং সর্বগতং নিত্যং ভূতযোনিম্কারণং ।

ব্যাপ্যব্যাপ্যং যতঃ সর্বং তদৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ।

তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ব্যয়ং মোক্ষকাজিহ্বাং ।

শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং

তদেতদ্ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ ।

প্রযুক্ত তাঁহার সমগ্র আবির্ভাব নহে ইহাই প্রাপ্ত হইল।
যাহা হউক, ইহা অগ্রে বিস্তার রূপে বিচার করিব ॥ ৯ ॥

ভগবৎ শব্দের অর্থ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ।

যিনি অব্যক্ত, জরারহিত, অচিন্ত্য জন্মশূন্য, অক্ষয়, অনি-
র্দেশ্য, অরূপ, প্রাকৃত হস্ত পদাদিতে অসংযুক্ত, বিভু, সর্ব-
গত, নিত্য, ভূতসকলের উৎপত্তি স্থান, কারণাতীত, সর্ব-
ব্যাপক, অব্যাপ্য, যাহা হইতে সমুদায় হইতেছে, পণ্ডিতগণ
তাঁহাকেই দর্শন করেন । তিনিই পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম,
মোক্ষাভিলাষিদিগের ধ্যেয় এবং বেদবাক্যে সূক্ষ্ম পরমা-
র্থাধিষ্ঠিত, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ । পরমাত্মার ইহাই
ভগবদ্বাচ্য স্বরূপ কিন্তু লক্ষ্যস্বরূপ নহে । আতএব সেই আত্মা

বাচকো ভগচ্ছব্দস্তস্যাদ্যশ্রাক্ষরাজ্ঞনঃ ।

ইত্যাদ্যুক্তা ॥ ১০ ॥

সংভর্তেতি তথা ভর্তা ভকারোহর্থরয়ান্বিতঃ ।

নেতা গময়িতা অক্ষা গকারার্থত্বা যুনে ॥

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ জিহ্বাঃ ।

জ্ঞানবৈরাগ্যমোহৈশ্চ ব যশাং ভগ ইতীক্ষণা ।

বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাজ্ঞানখিলাজ্ঞানি ।

সচ ভূতেশ্বশেষেষু বকারার্থস্ততোহব্যয়ঃ ইতি চোক্তা ॥ ১১ ॥

জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্যবীর্যতেজাংশ্বশেষতঃ ।

ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈগুণাদিভিঃ । ইতি পর্য্যন্তেন

পূর্ববিদত্রেচ বিশেষণবিশিষ্টতা বিবেচনীয়া ॥ ১২ ॥

অবিচ্যুত আজ্ঞার বাচক ভগবৎ শব্দ ইত্যাদি বলিয়া ॥ ১০ ॥

সংভর্তা ও ভর্তা এই দুইটী অর্থ সমন্বিত, আর গকার নেতা, গময়িতা ও অক্ষা এই তিন অর্থবিশিষ্ট । অতএব হে যুনে ! সমগ্র ঐশ্বর্য সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য এই ছয়টির নাম ভগ । সেই অখিল ভূতাজ্ঞান ভূত সকল বাস করিতেছে এবং সেই অখিল ভূতাজ্ঞান ভূত-সকলে বাস করিতেছেন, ইহাই বা বকারের অর্থ, এই হেতু তিনি অব্যয়, ইহাই বলিয়া ॥ ১১ ॥

অশেষ জ্ঞান, অশেষ শক্তি, অশেষ বল, অশেষ ঐশ্বর্য, অশেষ বীর্য এবং অশেষ তেজঃ ইত্যাদি সকল ভগবৎ শব্দের বাচ্য, ইহাতে হেয় গুণসকল কিছু মাত্র নাই । বিষ্ণুপুরাণে এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন । পূর্বের ন্যায় এস্থলেও বিশেষ্যের বিশেষণবিশিষ্টতা বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ১২ ॥

বিশেষণসাপ্যাহেয়ত্বং ন্যক্তৌভবিষ্যতীতিঅরূপং পাণি-
পাদাদ্যসংযুতমিতীদং ব্রহ্মাখ্যকেবলবিশেষ্যাবির্ভাবনিষ্ঠং ।
ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্যেত্যাদিকং কেবলবিশেষণনিষ্ঠং । বিভূঃ
সর্বগতমিত্যাদিকিস্তু বিশিষ্টনিষ্ঠং * । অথবা অরূপমিত্যা-
দিকং প্রাকৃতরূপাদিনিষেধনিষ্ঠং । অতএব পাণিপাদাদ্য-
সংযুতমিতি সংযোগসম্বন্ধ এব পরিহ্রিয়তে নতু সমবায়-
সম্বন্ধ ইতি ভ্লেয়ং ॥ ১৩ ॥

বিভূমিতি সর্ববৈভবযুক্তমিত্যর্থঃ । সর্বগতমপরিচ্ছিন্নং ।
ব্যাপীতি সর্বব্যাপকং । অব্যাপ্যমনোনতু ব্যাপ্তুমশক্যং ।
ভদেতদব্রহ্মস্বরূপং ভগবচ্ছন্দেন বাচ্যং নতু লক্ষ্যং তদেব

বিশেষণের অহেয়ত্ব অর্থাৎ অতুচ্ছত্ব ব্যক্ত হইবে । অরূপ
ও পাণিপাদাদি অসংযুক্ত ইহা কেবল ব্রহ্মাখ্য বিশেষ্যের
আবির্ভাবনিষ্ঠ ।

সমগ্র ঐশ্বর্য ইত্যাদি পদ কেবল বিশেষণনিষ্ঠ । বিভূ ও
ভগবৎ ইত্যাদি পদ বিশিষ্টনিষ্ঠ । অথবা অরূপ ইত্যাদি পদ
প্রাকৃত রূপাদিনিষেধনিষ্ঠ । অতএব ইহাও জানিতে হইবে
যে, পাণি-পাদাদি অসংযুক্ত এই পদটি কেবল সংযোগসম্বন্ধ-
কেই পরিহার করিতেছে কিন্তু সমবায়সম্বন্ধকে পারিত্যাগ
করে নাই ॥ ১৩ ॥

বিভূ এই শব্দের অর্থ সমুদায় বৈভবযুক্ত । ব্যাপী অর্থাৎ
সর্বব্যাপক । অব্যাপ্য শব্দের অর্থ অন্যো যাহাকে ব্যাপিতে

* বিশিষ্টলক্ষেন ঐগরূপাদি বিশিষ্টতা বোধ্য । সাত্ত্বরূপ স্বরূপযোগা,
ভগবতি চ কলোপধারিকা ॥ (আনু, এস,)

নির্দ্ধারয়তি ॥ ১৪ ॥

ভগবচ্ছব্দোহয়ং তস্য নদীবিশেষস্য গঙ্গাশব্দব্যাচক এব
নতু তটশব্দবল্লক্ষকঃ ॥ ১৫ ॥

এবং সতি অক্ষরসাম্যামিক্রিয়াদিত্তি নিরুক্তমতমাশ্রিত্য
(ক্রটিমপ্যাশ্রিত্য) ভগাদিশব্দানামর্থমাহ ॥ ১৬ ॥

সম্ভর্তেতি । সম্ভর্তা স্বভক্তানাম্ পোষকঃ । ভর্তা 'ধারকঃ'
স্থাপক ইত্যর্থঃ । নেতা স্বভক্তিফলস্য প্রেমঃ প্রাপকঃ ।

পারে না । সেই এই ব্রহ্মস্বরূপ ভগৱৎ শব্দ দ্বারা বাচ্য
কিন্তু লক্ষ্য নহে ॥ ১৪ ॥

এই বিষয় নির্দ্ধারণ করিতেছেন । যেমন গঙ্গাশব্দ নদীবিশেষের
বাচক তদ্রূপ ভগবৎ শব্দ ব্রহ্মের বাচক মাত্র, তট শব্দের
ন্যায় লক্ষ্য নহে অর্থাৎ তট শব্দ যেমন নদীকে লক্ষ্য করে
তাহার ন্যায় ভগবৎ শব্দ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে না ॥ ১৫ ॥

এই প্রকার হইলে অক্ষয় সাম্য প্রযুক্ত ব্রহ্ম ও ভগবানে
গমতা বলিতে হইবে ।

যাহা হউক, এক্ষণে বেদান্ত বিশেষের মতকে আশ্রয়
করিয়া এবং ক্রটি বৃত্তিকেও অবলম্বন করিয়া ভগু প্রভৃতি শব্দ
সকলের অর্থ বলিতেছেন যথা ॥ ১৬ ॥

সম্ভর্তা শব্দের অর্থ স্বীয় ভক্তসকলের পোষক, ভর্তা
শব্দে ধারক অর্থাৎ স্থাপক । নেতা শব্দে স্বীয় ভক্তিফলরূপ
প্রেমের প্রাপক অর্থাৎ প্রাপ্তি করাইয়া দেন । গময়িতা শব্দে

গময়িতা স্বলোকপ্রাপকঃ । অষ্টা স্বভক্তেষু তত্তদুণ-
সোদ্যোগময়িতা । জগৎপোষকত্বাদিকন্তু তস্য পরম্পরায়ৈব
নতু সাক্ষাদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৭ ॥

ঐশ্বর্য্যং সর্ব্ববলীকারিত্বং । সমগ্রস্যেতি সর্ব্বত্রাস্মেতি ।
বীর্য্যং মণিমস্ত্রাদেরিব প্রভাবঃ । যশো বাহ্মনঃশরীরগাং
সাদৃশ্যখ্যাতিঃ । শ্রীশঃ সর্ব্বপ্রকারা সম্পৎ । জ্ঞানং সর্ব্ব-
জ্ঞত্বং । বৈরাগ্যং প্রপঞ্চবস্ত্বনাসক্তিঃ । ইক্ষনা সংজ্ঞা ॥ ১৮ ॥
অক্ষরসাম্যপক্ষে ভগবানিতি বক্তব্যো মতুপো বলোপ-

স্বীয় লোক (ধাম) প্রাপ্ত করান । অষ্টা শব্দে স্বীয় ভক্ত
সকলে তত্তৎ গুণ সকল বোধ করান । জগৎ পোষকত্বাদি
পরম্পরাদ্বারা হইয়া থাকে, তিনি সাক্ষাৎ করেন না, ইহা
জানিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

ঐশ্বর্য্য শব্দের অর্থ সর্ব্ববলীকারিত্ব । সমগ্র এই পদ ঐশ্ব-
র্য্যাদি ছয়টির সহিত অন্বয় হইবে । বীর্য্য শব্দের অর্থ মণিমস্ত্রা-
দির ন্যায় প্রভাব, যশঃ শব্দের অর্থ বাক্য, মন ও শরীরের
সাদৃশ্যখ্যাতি । শ্রীশব্দে সর্ব্বপ্রকার সম্পৎ । জ্ঞানশব্দে
সর্ব্বজ্ঞত্ব, বৈরাগ্যশব্দে প্রপঞ্চ বস্ত্তে অনাসক্তি । ইক্ষনা
শব্দে নাম ॥ ১৮ ॥

অক্ষরের সমতা পক্ষে ভগবান্ এই শব্দ প্রয়োগ করিতে
হয়, কিন্তু তাহা যে উক্ত হয় নাই, ইহার কারণ এই যে

শ্চান্দসঃ । সম্ভর্ত্তেত্যাदिषু সম্ভর্ত্ত্বাদিভেব তাৎপর্যং । যথা
সুপ্তিঙ্‌স্তচয়ো বাক্যমিত্যত্র পচতি ভবতীত্যস্য বাক্যস্য
পাকো ভবতীত্যর্থঃ ক্রিয়তে । যথাবা সত্তারামস্তি ভবতী-
ত্যত্র ধাত্বর্থ এব বিবক্ষিতঃ

তদেবমেব ভগবানিত্যত্র মতুবর্থো যোজয়িতুং শক্যতে ॥১৯
প্রকারান্তরেণ যদ্ভগান্ দর্শয়তি জ্ঞানশক্তৌতি ।
জ্ঞানমন্তঃকরণস্য, শক্তিরিন্দ্রিয়াণাং, বলং শরীরস্য ।
ঐখর্যাবীর্ঘ্যে ব্যাখ্যাতে । তেজঃ কাস্তিঃ । অশেষতঃ সাম-

দস সূত্রে মতুপের বকার লোপ হইয়াছে ।

সম্ভর্ত্তা ইত্যাদিতে সম্ভর্ত্ত্বাদি ইহাই তাৎপর্য । যেমন
প্তিঙ্‌স্ত সমূহ বাক্য, এস্থলে পচতি ভবতি এই বাক্যের
ক হইতেছে এই রূপ অর্থ করিয়া থাকেন । অথবা সত্তা
র অর্থে অসম্বাদু ও ভূপাতুর প্রয়োগ অস্তি ও ভবতি অর্থাৎ
ছে ও হইতেছে, এ স্থলে যেমন কেবল ধাত্বর্থমাত্রই
তার তাৎপর্য তদ্রূপ ভগবান্ এই স্থলে পণ্ডিতগণ মতুপের
যোজনা করিতে সমর্থ হইয়া না ॥ ১৯ ॥

অতএব অন্য প্রকারে ভগবৎশব্দের অর্থসকল দেখাইতে-
ন যথা ॥

জ্ঞান অন্তঃকরণের, শক্তি ইন্দ্রিয়সকলের, বল শরীরের ।
র্ঘ্য ও বীর্ঘ্য পূর্বের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । তেজঃ শব্দে
স্তি । অশেষতঃ শব্দের অর্থ সমগ্ররূপে । ভগবৎশব্দের

গ্রোণেত্যর্থঃ । ভাগবচ্ছব্দ বাচ্যানীতি ভগবতো বিশেষ-
ণান্যেবৈতানি নতুপলক্ষণানীত্যর্থঃ । অত্র ভগবানিতি
নিত্যযোগে মতুপ্ ॥ ২০ ॥

অথ তথাবিধভগবদ্রূপপূর্ণাবির্ভাবং তত্ত্বং পূর্ববজ্জীবাদি-
নিম্নয়ত্বেন ক্ষুরদ্বা প্রতিপাদ্যমানং বা পরমাত্মৈতি শব্দাত
ইতি । যদ্যপ্যেতে ব্রহ্মাদিশব্দা প্রায়োমেথাৎপথে
বর্তন্তে তথাপি তত্র সঙ্কেতপ্রাধান্যবিবক্ষয়েদমুক্তং ॥ ১ ॥
২ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ২১ ॥

এবমেব প্রশ্নোত্তরাভ্যাং বিবৃণোতি ।

বাচ্য এই পদের অর্থ ইহার। সকল ভগবানের বিশেষণ, কিন্তু
উপলক্ষণ নহে ভগবান্ এই স্থলে নিত্যযোগে মতুপ্ হই-
য়াছে ॥ ২০ ॥

অন্তের উক্ত প্রকার ভগবদ্রূপের পূর্ণাবির্ভাব রূপ সেই
তত্ত্বকেই পূর্বের ন্যায় জীবাদির নিম্নত্ব রূপে ক্ষুণ্ণ হই-
য়াতে অথবা প্রতিপাদ্যমান অর্থাৎ জ্ঞাপনের বিষয় হওয়াতে
পরমাত্মা বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । যদিও এই ব্রহ্মাদি শব্দ
সকল প্রায় পরস্পর অর্থ সকলে বর্তমান হইয়াছে, তথাপি
সেই সেই ব্রহ্মাদি স্থলে সঙ্কেত প্রাধান্য কখনোছায় এইরূপ
উক্ত হইয়াছে । এই সকল বিষয় প্রথমস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে
শ্রীসূত বলিয়াছেন ॥ ২১ ॥

এই প্রকার প্রশ্নোত্তর দ্বারা ১১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩৫।৩৬

রাজোবাচ ॥

নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।

নিষ্ঠামর্হৎ নো বক্তুং যুয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥

শ্রীপিপ্পলায়ন উবাচ ॥

স্থিত্যন্তবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য

যৎস্বপ্নজাগরস্বপ্তিযু সর্বহিষ্চ ॥

দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন

সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥ ২২ ॥ ২ ॥

অত্র প্রশ্নসার্থঃ ।

নারায়ণাভিধানস্য ভগবতঃ ব্রহ্মেন্তি পরমাত্মেন্তাদি-

শ্রীকে বিস্তার করিতেছেন যথা ॥

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করিলেন হে ঋষিগণ ! আপনারা
কাজদিগের শ্রেষ্ঠ, অতএব নারায়ণ নামক পরমাত্মা পর-
মার বিরূপ নিষ্ঠা অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কি আমাকে উপ-
দেশ করুন ॥

পিপ্পলায়ন কহিলেন, হে নরেন্দ্র ! যিনি এই জগতের সৃষ্টি
ত প্রলয়ের হেতু ও স্বয়ং অহেতু এবং যিনি স্বপ্ন জাগ্রৎ
ও কালে ও সমাধিতে সদ্ধপে বর্তমান, আর দেহ ইন্দ্রিয়
ইহার। যঁাহার দ্বারা জীবিত থাকিয়া বিচরণ করে তাঁহা-
ই পরমতত্ত্ব বলিয়া জানিবা ॥ ২২ ॥ ২ ॥

উক্ত স্থলে প্রশ্নের এই অর্থ ॥

প্রসিদ্ধতৎসমুদায়তৃতীয়তয়া পাঠাৎ । (স্বাংশেন বিকৃ-
পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ।) ইত্যত্র তৎসমা-
নার্থত্বাৎ । নারায়ণস্বমিত্যাদৌ বক্ষ্যমাণনিরুক্তানুসারাক্ষ ।
নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিত্তে ইত্যাদৌ স্পষ্ট-
ভাবিত্বাচ্চ । নিষ্ঠাং তদ্বং ॥ ২৩ ॥

প্রশ্নক্রমেণোত্তরমাহ স্থিতীতি যৎ স্থিত্যাদিহেতু-

নারায়ণনামক ভগবানের ব্রহ্ম ও পরমাত্মা ইত্যাদি
বলিয়া যে সকল নাম প্রসিদ্ধ আছে তৎসমুদায়ের তৃতীয়া
পাঠ হেতু । স্বস্বক পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরী নির্মাণ-
পূর্বক অংশরূপে তাহাতে প্রবেশ করত আদিদেব নারায়ণ
পুরুষ সংজ্ঞা ধারণ করিয়াছেন । ইহা একাদশস্কন্ধের
অধ্যায়ে ৩ শ্লোকের অর্থের সহিত সমানার্থ প্রযুক্ত, নারায়ণ-
মিত্যাদি দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে বক্ষ্যমাণ সিদ্ধান্ত হেতু
নারায়ণে তুরীয়াখ্যে অর্থাৎ তুরীয় নারায়ণ রূপ ভগবৎ শব্দ-
শব্দিত আমাতে যে যোগী মন ধারণ করেন, তিনি মন্বন্তর-
বিশিষ্ট হইয়া বশিত্ব প্রাপ্ত হইবেন ।

এই বিষয় একাদশস্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে স্পষ্ট
হইবে, এ প্রযুক্ত নারায়ণ শব্দ ভগবান্কেই লক্ষ্য করিয়াহে
নিষ্ঠা শব্দের অর্থ তদ্বং ॥ ২৩ ॥

প্রশ্নক্রমে উত্তর করিতেছেন যথা স্থিতীতি । বিদ্ব-
স্থিত্যাদির হেতু ও স্বয়ং অহেতু এবং যিনি জাগ্রৎ প্রভৃতি

রহেতুশ্চ ভবতি যচ্চ জাগরাদিষু সম্বহিষ্চ ভবতি যেনচ
দেহাদৌনি সংজীবিতানি সন্তি চরন্তি । তদেকমেব পরং
তত্ত্বং প্রশ্নক্রমেণ নারায়ণাদিরূপং বিদ্বীতি যোজনীয়ং ॥২৪
তথাপি ব্রহ্মত্বস্পষ্টীকরণায় বিপর্যয়েণ ব্যাখ্যায়তে ।
তত্রৈকসৈস্যেব বিশেষণভেদেন তদবিশিষ্টেহেনচ প্রতিপাদ-
নাং তথৈব তত্ত্বরূপাসকপুরুষানুভবভেদাচ্চাবির্ভাবনাম্ভে-
র্ভেদ ইত্যন্তরবাক্যতাৎপর্যং ॥ ২৫ ॥

এতদুক্তং ভবতি । স্বয়মহেতুঃ স্বরূপশক্ত্যেকবিলাসময়-

ও সমাধিতে সক্রূপে বর্তমান আছেন । আর যাঁহার দ্বারা
দেহেন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, এই সকল জীবিত থাকিয়া বিচরণ করে
সেই এক পরম তত্ত্বকে প্রশ্ন ক্রমে নারায়ণাদিরূপ জানিবা ।
ইহাই যোজনা করিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

তথাপি ব্রহ্মকে স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত বিপর্যয়রূপে
ব্যাখ্যা করিতেছেন যথা ॥

তন্মধ্যে একেরই বিশেষণভেদ ও তাঁহার বিশিষ্টত্ব প্রতি-
পাদন হেতু এবং সেই রূপই তত্ত্বরূপাসক পুরুষের অনুভব-
ভেদাদীন, আবির্ভাব ও নামের ভেদ হইয়াছে । ইহাই উত্তর
বাক্যের তাৎপর্য ॥ ২৫ ॥

ইহাদ্বারা ইহাই বলা হইল, যথা—

স্বরূপশক্তির এক বিলাসরূপ প্রযুক্ত যিনি স্বয়ং
হতু হইয়াছেন । স্থিত্যদি বিষয়ে উদাসীন হইয়াও যিনি

ত্বেন তত্রোদাসীনমপি প্রকৃতিজীবপ্রবর্তকাবস্থাপরমাত্মা-
পরপর্যায়স্বাংশলক্ষণপুরুষদ্বারা যদস্য সর্গস্থিত্যাদিহেতু-
র্ভবতি তদুপলক্ষণং বিদ্ধি ॥ ২৬ ॥

পরমাত্মা চৈবমুপতিষ্ঠতীত্যাহ পুনস্তেনৈব যেন হেতু-
কর্তা। আত্মাংশভূতজীবপ্রবেশনদ্বারা সংজীবিতানি সন্নি-
দেহাদীনি তদুপলক্ষণানি প্রধানাদিসর্বকাণ্যেব তদ্বানি
যেনৈব প্রেরিততয়ৈব চরন্তি স্বস্বকার্যে প্রবর্ত্তন্তে তৎপর-
মাত্মরূপং বিদ্ধি ॥ ২৭ ॥

তথাচ । তস্মৈ নমো ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মেন । ইত্য-
বরুণকৃতশ্রীকৃষ্ণস্ততো । টীকাচ । পরমাত্মনে সর্বজীবনিয়তে

প্রাকৃত ও জীবের প্রবর্ত্তক অবস্থায় পরমাত্মার অন্যপর্যায়-
নিমিত্ত স্বীয় অংশস্বরূপ পুরুষদ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিত্যা-
দির হেতু হইয়াছেন, তাঁহাকেই ভগবদ্ভূপ বলিবে ॥ ২৬ ॥

পুনরায় সেই প্রকারেই যিনি হেতুকর্তা। ষাঁহার আত্মা-
ভূত জীবরূপে প্রবেশ দ্বারা দেহাদি এবং দেহাদি উপলক্ষ্যে
প্রকৃতি প্রভৃতি তদ্বসকল সংজীবিত হইয়াছে এবং ষাঁ-
হ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া চরিত অর্থাৎ স্বস্ব কার্যে প্রবর্ত্ত হই-
তেছে । তাঁহাকেই পরমাত্মরূপ বলিয়া জানিবা ॥ ২৭ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ ॥

তুমি ভগবান্, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার । দশ-
স্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে বরুণকৃত এই শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিতে শ্রী

ইত্যেবা । জীবম্যাত্মত্বং তদপেক্ষয়া তস্য পরমাত্মত্বমিত্যতঃ
পরমাত্মশব্দেন তৎসহযোগী স এব ব্যজ্যতে ইতি । তত্ত-
দবশিষ্টত্বেন ব্রহ্মত্বমাত্রং চৈবমুপতিষ্ঠতীত্যাহ স্বপ্নেতি ।
জাগরে স্বপ্নে সুষুপ্তৌচ যৎ সৎ অদ্বিতং তদ্বহিঃ সমাখ্যা-
দৌচ যদবশিষ্টং চিন্মাত্রত্বেন প্রকাশমানং ॥ ২৮ ॥

যদ্যপি । জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিরূপতঃ । তাসাং
বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ । ইতি দর্শনেন
শুদ্ধ জীব স্বরূপমেবাত্মোপাস্থিতং ভবতি তথাপ্যত্র ন

স্বামী টীকাতে বলিয়াছেন, পরমাত্মা শব্দের অর্থ সমস্তজীবের
নিয়ন্তা । এই রূপ ব্যাখ্যায় জীবের আত্মত্ব এবং জীব অপেক্ষা
উঁহার পরমাত্মত্ব, অতএব পরমাত্মশব্দ দ্বারা তিনি জীবের
সহযোগী ইহাই প্রকাশ হইতেছে । আর ভগবান্ ও পরমাত্মা
এই দুইয়ের অবশিষ্টতা প্রযুক্ত কেবল ব্রহ্মত্বই উপস্থিত হই-
তেছে, এই বিষয় বলিতেছেন “স্বপ্নেতি” । যিনি জাগরণ,
স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি কালে অদ্বিত (যুক্ত) তিনিই সমাধিতে
অদ্বিত, অতএব যিনি অবশিষ্ট অর্থাৎ কেবল চৈতন্যরূপে
প্রকাশমান, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ॥ ২৮ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন বুদ্ধির বৃত্তি বটে, কিন্তু
স্বাভাবিক বৃত্তি নহে, ইহারা সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য-
মাত্র, আর জীব তাহাদিগের সাক্ষিরূপে বর্তমান, সুতরাং সে
সকল হইতে ভিন্ন হয়েন । এই একাদশস্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ের

তন্মাত্রং বিবক্ষিতং কিন্তু স্তূভূক্তজীবাখ্যাশক্তিকং পূর্ণ-
চিহ্নপমেব বিবক্ষিতং ॥ ২৯ ॥

যত্র পূর্ণং বস্তু দর্শয়িতুং ন শকাতে তত্রৈকদেশনির্দেশে-
নৈবোদ্दिश्यते । অস্পৃশ্যগ্রে সমুদ্রোহয়গতিবৎ । ব্রহ্ম-
গ্রহণং চাভেদদৃষ্ট্যৈব স্যাদিতি তদভেদনির্দেশশ্চাত্রোপ-
যুক্ত এব । এবমন্যত্রোপ্যভয়ো বিবেচীয়ঃ । যদি ভেদো-
ক্তোপনীয়স্তদা, স্পর্শাদৌ যদন্বয়েন স্থিতং যচ্চ তদ্বহিঃ শুদ্ধা-
য়াং জীবাখ্যশক্তৌ তথা স্থিতং চকারাৎ ততঃ পরত্রাপি

২৬ শ্লোকের উক্তি হেতু এ স্থলে শুদ্ধ জীবস্বরূপ উপস্থিত
হইলেও তথাপি জীবমাত্রই নহে, কিন্তু অন্তর্ভূত জীবাখ্যাশি-
ক্তিকেই এ স্থলে পূর্ণ চিহ্নপেই কহিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

যে স্থলে পূর্ণ বস্তুকে দেখাইতে সমর্থ না হইয়েন, সে স্থলে
একদেশের নির্দেশদ্বারাই উদ্দেশ করিয়া থাকেন । যেমন এই
সমুদ্র বলিয়া অঙ্গুলির অগ্রদ্বারা নির্দেশ করেন, তদ্রূপ, এস্থলে

ব্রহ্মের সহিত জীবাখ্যার অভেদ নির্দেশ উপযুক্তই হই-
য়াছে । এই প্রকার অন্যত্রও অভেদনির্দেশ বিবেচনা করিতে
হইবে । যদি ভেদ জানাইবার আবশ্যক হয় তবে স্বপ্নাদিতে
যিনি অন্বয়দ্বারা স্থিত হইয়াছেন এবং যিনি তাহার বাহিরে
অর্থাৎ শুদ্ধ জীবাখ্য শক্তিতে তদ্রূপভাবে অবস্থিত । চকার
প্রয়োগ হেতু তাহার পরেও যিনি ব্যতিরেকদ্বারা অবস্থিত

ত্রাপি ব্যতিরেকেণ স্থিতং স্বয়মবশিষ্টমিতি ব্যাখ্যেয়ং
তদৈবং যং ত্রিবিধত্বেনৈবাবির্ভবতি তৎপরমেব তদ্ব্যবহৈ-
হীতি ॥ ১১ ॥ ৩ ॥ শ্রীনারদঃ ॥ ৩০ ॥

ইদমেব ত্রয়ং সিদ্ধিপ্রসঙ্গেহপ্যাহ ত্রিভিঃ—

বিক্ষো ভ্র্যদীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে ।

স ঈশিত্বমবাপ্নোতি ক্ষেত্রং ক্ষেত্রস্তচোদনং ।

নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতো ।

মনো ময়াদধদেবাগৌ মঙ্গল্যাবশিতামিয়াং ।

এবং যিনি স্বয়ং অবশিষ্ট, তাঁহাকেই ব্রহ্মরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা
করিলে। অতএব এই প্রকারে যিনি ত্রিবিধ অর্থাৎ ব্রহ্ম
মাত্মা ও ভগবান্ নামে আবির্ভূত হয়েন তাহাকেই পরমতত্ত্ব
লিয়া অবগত হইবা। এই বিষয় একাদশস্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে
পেঙ্গলায়ন বলিয়াছেন। এই সমুদায় নারদের উক্তি ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ এই তিনকেই সিদ্ধিপ্রসঙ্গেও ১১
স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ১৫। ১৬। ১৭। এই তিন শ্লোকে
গবান্ উদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন যথা।

কালকলয়িতা ত্রিগুণমায়াধীশ্বর বিষ্ণুরূপ আমাতে যে
শক্তি মন ধারণ করেন, তিনি উপাধির সহিত জীবের রচয়িতা
প ঈশিত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥

তুরীয় নারায়ণরূপ ভগবৎশব্দে শব্দিত আমাতে যে যোগী
ন ধারণ করেন, তিনি মঙ্গল্যাবশিষ্ট হইয়া বশিত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥

নিগুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ ।

পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কামোহবসীয়তে ॥ ৩ ॥

টীকাচ । ত্র্যধীশ্বরে ত্রিগুণমায়া নিয়ন্তরি । অতএব কাল-

বিগ্রহে আকলয়িতরূপে অন্তর্ধামিণি । তুরীয়াখ্যে—

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেতু্যপাধয়ঃ । ঐশস্য যজ্ঞি-

ভিহীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুঃ । ইত্যেবংলক্ষণে । যত্রাং

ভগ ইতীক্ষনা তদ্বতি ভগবচ্ছব্দশব্দিতো ইত্যেবা ॥ ৩১ ॥

১৫ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ৩ ॥

অথ বদন্তীত্যাদ্যস্য প্রত্যবস্থাপনং যাবত্ তীয়সন্দর্ভমুক্তা-

নিগুণ ব্রহ্মরূপ আমাতে যিনি নির্মল মন ধারণ করেন, তিনি ক্ষুৎ পিপাসাদি ষড়্‌শ্রি রহিত হইয়া যথায় কামের অব-
সান হয়, তাদৃশ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামির টীকা যে, ত্র্যধীশ্বর অর্থাৎ ত্রিগুণ মায়া
নিয়ন্তা, অতএব কালবিগ্রহ, কালকলয়িতা, অন্তর্ধামী ও
তুরীয়াখ্য । তুরীয়াখ্যের অর্থ এই যে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও
কারণ অর্থাৎ স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ এই তিনটি
ঐশ্বরের উপাধি, যিনি এই তিনটি বর্জিত তাঁহার নাম তুরীয় ।
সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্ঘ্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সম্পৎ, সমগ্র
জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য, এই ছয়টির নাম ভগ । যিনি এই সম-
দায় বিশিষ্ট তিনিই ভগবৎশব্দের বাচ্য ॥ ৩১ ॥

অনন্তর ১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ের “বদন্তীতি” এই আদ্য শ্লোকে

ব্যতে । তত্র যোগ্যতাবৈশিষ্ট্যেনাবির্ভাববৈশিষ্ট্যং বক্তুং
ব্রহ্মাবির্ভাবে তাবদযোগ্যতামাহ ।

তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে বিবোধুর্মহতামলাস্তুরাকৃতিঃ ।
অবিক্রিয়াং স্বাস্থ্যভবাদরূতো হৃদন্যবোধাত্মতয়া নচান্যথা ॥৪॥

যদ্যপি ব্রহ্মত্বে ভগবন্তেচ দুর্জের্যত্মকং তথাপি, হে
ভূমন্ স্বরূপেণ গুণেনচ অনন্ত আবিষ্কৃতসর্বগুণস্বরূপতয়া
পরিপূর্ণপ্রকাশ । অগুণস্যানাবিকৃতস্বরূপভূতগুণস্য সতন্ত্বে

তৃতীয় সন্দর্ভপর্যন্ত স্থাপন করিব, তন্মধ্যে যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য
বলিবার নিমিত্ত ব্রহ্মের আবির্ভাবের যোগ্যতা কহিতেছেন ।

যথা দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীভগ-
বান্কে বলিয়াছেন ॥

হে অপরিচ্ছিন্ন ! যদিও সগুণ নিগুণ উভয়ই অবিশেষে
দুর্জের্য, তথাপি প্রত্যাহত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা অগুণের মহিমা
ব্রহ্মজ্ঞান গোচর হইবার সম্ভব, যে হেতু আত্মাকার অন্তঃ-
করণের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । বিশেষাকাররহিত হও-
য়াতে ঐ আত্মাকারতা অসম্ভব নহে । পরন্তু যদিও অন্তঃকরণ
সাক্ষাৎকারের বিষয়, তথাপি ফলবিশেষ না হওয়াতে অনা-
য়ত্ব প্রসক্তি নাই । প্রভো ! স্বপ্রকাশত্বহেতু উহার স্ফূর্তি
হইয়া থাকে, অন্য প্রকার হইলে তাহা হইত না ॥ ৪ ॥

যদিচ ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ব উভয়ই দুর্জের্যত্ব বলিয়া উক্ত হই
মাছে, তথাপি হে ভূমন্ ! অর্থাৎ আবিষ্কৃত সর্বগুণস্বরূপযুক্ত

তব যো মহিমা মহত্ত্বং বৃহত্ত্বং ব্রহ্মত্বমিতি যাবৎ । অথ
কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চেতি শ্রুতেঃ । স তব
মহিমা অমলাস্তুরাত্মাভিঃ প্রত্যাহতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শুদ্ধান্তঃ
করণৈর্জনৈর্বিবোধুং বোধগোচরৌভবিতুমহঁতি তেষাং
বোধে প্রকাশিতুমহঁতি সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ । কস্মা
ম্মিতান্তত্রাহ স্বানুভবাৎ (শুদ্ধত্বম্পদার্থস্য বোধো)
শুদ্ধাত্মাকারান্তঃকরণসাক্ষাৎকারাৎ । নহন্তঃকরণমপি
সবিকারমেব বিষয়ীকরোতীতি কথং তদাকারতা তস্য অথ
আহ অবিক্রিয়াদिति । বিক্রিয়া দেহেইন্দ্রিয়াদ্যাকারস্তুভূত
তাৎ । দেহেইন্দ্রিয়াদ্যাকারপরিত্যাগ এবাত্মাকারেত্যর্থঃ
নহন্তঃকরণসাক্ষাৎকারবিষয়ত্বেনাপ্যনাত্মত্বং প্রসজ্জ

আপনি পরিপূর্ণ প্রকাশ । আপনি অগুণ অর্থাৎ গুণ প্রকা
করেন নাই একারণ আপনার মহিমা অর্থাৎ মহত্ত্ব । মহত্ত্ব
অর্থ বৃহত্ত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মত্ব । যাহারা অমলাস্তুরাত্মা অর্থাৎ ইন্দ্রি
সকলকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের
ঐ ব্রহ্মত্ব বোধের বিষয় হইয়া থাকেন । যদি বলেন অস্ত
করণও সবিকার পদার্থকেই বিষয় করে তবে কি প্রকারে
অন্তঃকরণের তদাকারতা হইবে, ইহার উত্তর এই যে, অবি
ক্রিয় অর্থাৎ বিক্রিয়া শব্দে ইন্দ্রিয়াদির আকার তাহার অভাব
হেতু অন্তঃকরণের আত্মাকারতা হয় । দেহেইন্দ্রিয়াদির আকা
পরিত্যাগকেই আত্মাকারতা বলে ।

যদি বলেন অন্তঃকরণ সাক্ষাৎকারের বিষয় হইলে অন্য

তত্রাহ অরূপত ইতি । রূপ্যতে ভাব্যতে ইতি রূপো
বিষয়ঃ । অবিষয়াৎ তদাকারতারহিতাৎ । (†) বৃত্তিবিষ-
য়ত্বমেবাত্মনো নতু ফলবিষয়ত্বং অকো নাযং দোষ ইতি
ভাবঃ । বৃত্তির্হি বর্তমানমাত্রং ফলস্ত তত্তন্ত্বেদাকারতয়ৈব ।
নমু কথমাআকারান্তঃকরণে ভগবৎস্বরূপভূতস্য ব্রহ্মণঃ
ক্ষুঃতিঃ । তত্রাহ । অনন্যবোধাত্মতয়া চিদাকারতাসাম্যেন
অশুদ্ধাত্মৈক্যভাবনাবোধাস্বরূপতয়া । তথা চিস্তনে স্বাত্মনি
স্বয়মেব তৎ প্রকাশত ইত্যর্থঃ ।

যদ্যপি তাদৃগাত্মানুভবানন্তরং তদনন্যবোধাত্মা-
কূর্তো সাধকশক্তির্নাস্তি তথাপি পূর্বং তদর্থমেব কৃতয়া

প্রসঙ্গ হয়, ইহার উত্তর এই যে “অরূপতঃ” অর্থাৎ রূপ-
শব্দের অর্থ বিষয়, সেই বিষয়বহির্ভূত হেতু অনাত্মত্ব-প্রসঙ্গ
হয় না । আত্মার বৃত্তিবিষয়ত্বই হইয়া থাকে, ফলবিষয়ত্ব হয়
না, অতএব ইহা দোষ নহে । বৃত্তি শব্দের অর্থ কেবল বর্ত-
মান মাত্র, আর ফল শব্দের অর্থ তত্তন্ত্বেদের আকারস্বরূপ
মর্থাৎ বিষয়াকার চিদাভাসের অহঙ্কারযুক্তকেই ফল বলে ।
মপর যদি বলেন আত্মাস্বরূপ অন্তঃকরণে কি প্রকারে ভগবৎ-
রূপবিশেষ ব্রহ্মের ক্ষুঃতি হইতে পারে ? তাহাতে উত্তর
এই যে, অনন্যবোধাত্ম প্রযুক্ত অর্থাৎ চিদাকারের সমতা
আর স্বীয় শুদ্ধ আত্মার ঐক্য ভাবনার বোধযোগ্য স্বরূপ

(†) অস্বায়মতিরিক্তঃ পাঠোহপি দৃশ্যে যথা— “দেহদ্বয়াবেশুবিষয়াকার-
রাহিত্যে সতি স্বয়ং শুদ্ধরূপদার্থঃ প্রকাশতে ইতি ভাবঃ । নমু স্বল্পচিৎস্বরূপ-
বাহুভবে কথং পূর্ণচিদাকাররূপমদীয়ব্রহ্মব্রহ্মণঃ ক্ষুরতু তত্রাহ, অনন্য-
বোধাত্মতয়া, চিদাকারতাসাম্যেন শুদ্ধরূপদার্থৈক্যবোধাস্বরূপতয়া ।” অতঃপরং
সাপি ইত্যাদি মূলপাঠঃ ।

সর্বত্রাপুপজীব্যায়। সাধনভক্ত্যারাধিতস্য শ্রীভগবতঃ
প্রভাবাদেব তদপি তত্রোদয়ত ইতি ভাবঃ ॥

যত্ন বদন্তীত্যস্যানন্তরং “তচ্ছুদ্ধানাং মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্য
যুক্তয়া” ইতি পদ্যে সামান্যেন তত্তত্ত্বং ভক্ত্যেব গৃহ্যতে
ইত্যুক্তং, তৎ খলু ভক্তিং বিনা তথাভূতব্রহ্মানুভবোহপি
ন সম্ভবেদিত্যেবং বিবক্ষিতং । কিং তদনুভবে সাধনা-
ত্মিকৈবং সা জ্ঞেয়া ॥ ১০ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তং ॥ ৩২ ॥

হেতু তদ্রূপ চিন্তা করাতে স্বীয় অন্তঃকরণে ব্রহ্ম স্বয়ংই
প্রকাশ পাইয়া থাকেন । যদিচ আত্মার ঐ প্রকার অনু-
ভবের পর, তাঁহার অনন্যবোধ্যতা-করণে সাধকের শক্তি নাই,
তথাপি পূর্বে তত্রোধের নিমিত্ত সর্বত্রই উপজীব্য-স্বরূপ
সাধনভক্তি দ্বারা আরাধিত শ্রীভগবানের প্রভাবাদীন সেই
ব্রহ্মের তাহাতে উদয় হইয়া থাকে । এই বিষয় ১ স্কন্ধের
২ অধ্যায়ে বদন্তীতি পদের পর “তচ্ছুদ্ধানাং” অর্থাৎ যে সকল
শ্রদ্ধাশালিদিগের বেদান্ত শ্রবণদ্বারা জ্ঞান এবং বৈরাগ্য যুক্ত
ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাঁহারা ই তদ্বারা আপনাতে সেই তত্ত্ব
দেখিতে পান । এই দ্বাদশ শ্লোকে সামান্য রূপে সেই তত্ত্ব
কেবল ভক্তিদ্বারা ই গ্রাহ্য হয়, ইহাই উক্ত হইল । অতএব
ভক্তিবাতিরেকে তদ্রূপ ব্রহ্মের অনুভবও সম্ভব হয় না, ইহাই
কখনেছার বিষয় হইল, । কিন্তু ইহার অনুভবকরণ বিষয়ে
সাধনাত্মিকা ভক্তিকেই মুখ্য কারণ জানিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

তাদৃশাবির্ভাবো যথা সার্দ্ধেন—

শব্দং প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং

শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাজ্ঞতত্ত্বং ।

শব্দো ন যত্র পুরস্কারকবান্ ক্রিয়ার্থো

মায়া পরিত্যজ্যমুখেচ বিলজ্জমানা ॥

তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্যা পুংসো

ব্রহ্মৈতি যদ্বিহুরজস্রুথং বিশোকং ॥ ৫ ॥ (ভা ২।৭।৪৭)

অজস্রং নিত্যঞ্চ তৎ স্রুথং চেতি অজস্রস্রুথং বিশোকঞ্চ

যৎ তদ্ব্রহ্মৈতি বিহুরিত্যন্বয়ঃ । অজস্রস্রুথত্বে হেতুঃ—

উক্ত প্রকার আবির্ভাব ২ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে সার্ক ৪৬
শ্লোকে নারদের প্রতি ব্রহ্মা কহিয়াছেন যথা—

বৎস ! মুনিগণ ঐহাকে ব্রহ্ম বলেন, তাহাই সেই ভগ-
বানের রূপ, তাহাই নিত্য স্রুথ স্বরূপ, তাহাতে শোকের
লেশমাত্র নাই, সর্বদা প্রশান্ত, অভয় এবং ভেদশূন্য, ফলতঃ
তাঁহার রূপ, বিষয় ও করণের সম্বন্ধশূন্য, নির্মল জ্ঞানমাত্র, সেই
জ্ঞানও জ্ঞাতার স্বরূপ, কোন প্রকার শব্দব্যাপার তাঁহার
বোধক নহে, অপর তাঁহাতে চতুর্বিধ উৎপত্ত্যাদি ক্রিয়া-
ফলও কিছুই নাই, আর মায়াও তাঁহার অভিমুখে অবস্থিতি
করিতে লজ্জিতা হইয়া দূরে প্রস্থান করেন ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য । অজস্র শব্দের অর্থ নিত্য । যিনি নিত্য স্রুথ-
স্বরূপ, ঐহাতে শোকের লেশমাত্র নাই, মুনিগণ তাঁহাকেই

শব্দং সদা প্রশান্তং নিত্যমেব ক্লোভরহিতং । বিশোকহে
 হেতুঃ-অভয়ং, কুতঃ যতঃ সমং ভেদশূন্যং । দ্বিতীয়াদৈ
 ভয়ং ভবতীতি শ্রুতেঃ । তং কুতঃ-প্রতিবোধমাত্রা
 জ্ঞানৈকরসং । নমু জ্ঞানস্যাপি নীলাদ্যাকারত্বেন চক্ষুরাদি-
 করণভেদেনচ ভেদো দৃশ্যতে ন শুদ্ধং নির্মলং তং কুতঃ
 সদসতঃ পরং বিষয়করণসঙ্গশূন্যং কারণকার্য্যবর্গা-
 ছুপরিস্থিতং । তাদৃশপ্রতিবোধমাত্রত্বাদেব নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ পুরু

ত্রক্স বলিয়া জানেন । তাঁহার নিত্য সুখত্বের প্রতি হেতু এই
 যে, শব্দং শব্দের অর্থ সদা । তিনি সর্বদা প্রশান্ত অর্থাৎ
 নিত্য ক্লোভরহিত । বিশোকত্বের প্রতি হেতু এই যে, তিনি
 অভয় অর্থাৎ ভয়রহিত । যদি বলেন অভয় কি প্রকারে হয়,
 তাহার প্রতি হেতু এই যে, তিনি সম অর্থাৎ ভেদশূন্য ।
 কারণ দ্বিতীয় হইতেই ভয় হইয়া থাকে । এই বিষয় শ্রুতিতে
 বর্ণিত আছে । যদি বলেন অভয় কি প্রকারে হয়, তাহার
 কারণ, এই, তিনি প্রতিবোধমাত্র অর্থাৎ জ্ঞানের এক রস-
 স্বরূপ । যদি বলেন, নীলাদি আকারত্ব প্রযুক্ত জ্ঞানেরও ভেদ
 দৃষ্ট হয়, ইহা বলিতে পারেন না । তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্মল ।
 যদি বলেন তিনি নির্মল কি রূপে হইলেন, তাহার প্রতি
 কারণ এই । তিনি সৎ ও অসৎ হইতে পর অর্থাৎ শব্দস্পর্শ
 রূপাদি ও ইন্দ্রিয়সম্বন্ধশূন্য । অপর তিনি ঐ প্রকার প্রতি-
 বোধ অর্থাৎ অনুভবমাত্র প্রযুক্ত নিষ্ক্রিয়, স্তবরাং তাঁহাকে
 বোধ করাইবার জন্য “পুরুকারকবান্” অর্থাৎ কর্তৃ কন্মাদি

কারকবান্ কর্তৃকর্মাদিকারকাস্থিতঃ ।

তথা ক্রিয়ার্থঃ ক্রিয়ায়া অর্থঃ উৎপত্তিপ্রাপ্তিবিকার-
সংস্কাররূপং চতুর্বিধং ফলং, তদাত্মকশ্চ শব্দো যত্র
নাস্তি । প্রতিবোধমাত্রাদিশব্দবোধাত্তে তু ন তন্মাত্রত্বাদি-
হানিঃ তচ্ছব্দবলাদেবেতি ভাবঃ । কারকোৎপত্ত্যা-
ভাবাচ্চ তস্য স্তমস্যাজস্রমপি ব্যক্তং ।

ননুৎপত্ত্যাভাবেইপি মায়ামলাপকরণেন বিকার্যত্বং
স্যাদেব ত্রীহীণামিব তুষাপকরণেন । ইত্যশঙ্কাহ ।
মায়্যা অভিমুখে যদ্রম্মুগতয়া স্থিতে জীবম্মুক্তগণে স্মাতুঃ
বিলজ্জমানেনব মস্মাৎ পরৈতি দূরতো হপসরতি । যদনু-

হ্ কারক বিশিষ্ট, তথা ক্রিয়ার্থ অর্থাৎ ক্রিয়ার যে অর্থ
উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কাররূপ চারি প্রকার ফল,
এস্বরূপ কোন শব্দ যাহাতে নাই । প্রতিবোধমাত্রাদি
ব্দের বোধবিষয় হওয়াতে তৎশব্দের বল প্ৰযুক্ত তাঁহার
মাত্রের অর্থাৎ প্ৰতিবোধ মাত্রত্বাদির হানি হয় নাই ।
কারক ও উৎপত্ত্যাদির অভাবপ্ৰযুক্ত সেই স্থানের অজস্রত্ব
র্থাৎ নিত্যত্ব ব্যক্ত হইল । যদি বলেন উৎপত্ত্যাদির অভাব
ইলেও মায়ার বল দূরীকরণ নিমিত্ত তিনি বিকারী হইবেন,
যেন ধান্যাদির তুষ দূরীকরণ দ্বারা বিকারিত্ব প্রকাশ পায়
ক্রপ । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন । মায়্যা সম্মুখে অবস্থিতি
রিতে লজ্জিতার ন্যায় হইয়া তাঁহার নিকট হইতে
দূর পলায়ন করেন । কারণ, যাঁহার অনুভবে আপনার কার্য্য

ভবে সতি সা স্বকর্ষ্যা নানুভূয়ত ইত্যর্থঃ ।

নম্নেতেন তস্য স্বরূপশক্তিরন্যা লক্ষ্যতে । যথাভিভূত
হসৌ পলায়ত ইতি । তৎ কথং তস্য তাদৃশত্বমিত্যা
লোচ্যাহ ভগবতঃ পদমিতি । ব্যক্তসচ্চিদানন্দঘন
ভগবতঃ সামান্যসত্তাকারপ্রকাশরূপত্বেন প্রথমাবিব্যক্ত
সত্তদভিব্যক্তিস্থানতয়া রূপ্যমিত্যর্থঃ । ততস্তদপ্যস্কট
স্বরূপশক্তির্মৎ । যতএব সধর্ম্মত্বাৎ প্রশান্তাদিবিশেষণভেদ
বিধিমুখেন বা ব্যাবৃতিমুখেন বা ঘটন্তে নান্যথেষ
ভাবঃ ॥ ২ ॥ ৭ ॥ শ্রীব্রহ্ম নারদং ॥ ৩৩ ॥

অনুভব করিতে পারেন না । যদি বলেন এতদ্বারা ভগবানে
অন্য কোন স্বরূপশক্তি লক্ষিত হইতেছে, কারণ যাঁহা কর্তৃ
অভিভূতা হইয়া মায়া পলায়ন করেন । তবে কি প্রকারে ভগ
বানের তাদৃশত্ব অর্থাৎ প্রতিবোধ মাত্রত্ব হইবে, এই আলো
চনা পূর্বক কহিতেছেন “ভগবতঃ পদং” অর্থাৎ ব্যক্ত সচ্চি
দানন্দঘনস্বরূপ ভগবানের সামান্য সত্তাকার প্রকাশরূপ
হেতু প্রথম অবিব্যক্ত যে সৎ, তিনি সেই সেই প্রকাশ স্বা
বলিয়া নিরূপণীয় হইয়াছেন । অতএব তাহাও অস্কট শক্তি
বিশিষ্ট । যে হেতু সধর্ম্মত্ব ও প্রশান্তত্বাদি ভেদসকল বিধি
মুখে অথবা ব্যাবৃতি অর্থাৎ খণ্ডনমুখে সংঘটিত হয়, অন্য
প্রকারে হয় না ॥ ৩৩ ॥

ব্যঞ্জিতে ভগবত্তে ব্রহ্ম চ ব্যাখ্যাতে স্বয়ং ।
 অতোহত্র ব্রহ্মসন্দর্ভোহপ্যবাস্তুরতয়া মতঃ ॥ ৩৪ ॥
 অথ ভগবদবির্ভাবে যোগ্যতামাহ—
 ভক্তিয়োগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে ।
 অপশাৎ পুরুষং পূর্ণমিতি (১ । ৭ । ৪) ॥ ৬ ॥
 ব্যাখ্যাতমেব ॥ ১ ॥ ৭ ॥ তদিত্থং ব্রহ্মণা চোক্তং—
 ত্বং ভক্তিয়োগপরিভাবিতহিংসরোজ্ঞে, আস্‌সে ত্রুতে-
 ক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাং । ইতি (ভা । ৩ । ৯ । ১১)
 শ্রীসূতঃ ॥ ৩৫ ॥ তদাবির্ভাবমাহ সার্বৈদর্শভিঃ—
 তন্মৈ স্বলোকং ভগবান্‌ সভাজিতঃ

ভগবত্ত্ব প্রকাশ হইলে ব্রহ্ম আপনিই প্রকাশ পাইবেন,
 এ৷ এস্থলে ব্রহ্মসন্দর্ভও এই ভগবৎসন্দর্ভের অবাস্তুর
 ৷ ইহারই কিঞ্চিৎ ভেদ বলিয়া মানিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥
 অনন্তর ভগবানের আবির্ভাবের যোগ্যতা বলিয়াছেন ॥
 প্রথমস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে শ্রীসূত কহিয়াছেন ॥
 ভক্তিয়োগ দ্বারা নির্মলচিত্ত সম্যক্‌ রূপে স্থস্থির হইলে
 যতঃ পূর্ণস্বরূপ পুরুষ, তদনন্তর তদধীনা মায়া বেদব্যাসের
 নগোচর হইলেন । ইহা পূর্বে ব্যাখ্যা করা হই-
 ছ ॥ ৬ ॥ ৩৫ ॥

ভগবানের আবির্ভাব বলিতেছেন ॥

দ্বিতীয়স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে হইতে সার্কি অষ্টাদশ
 াক পর্য্যন্ত সার্কি দশ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকের,
 তি যথা ॥

ব্রহ্মার ঐ রূপ তপস্যাতে ভগবান্‌ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে

সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরং ।
 বাপেতসংক্লেশ-বিমোহসাধনং
 স্বদৃষ্টবস্তিবিবুধৈরভিষ্টং ॥ ৩৬ ॥
 প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
 সম্বন্ধ মিশ্রং নচ কালবিক্রমঃ ।
 ন যত্র মায়া কিমুত্তাপরে হরে-
 রনুভূতা যত্র স্বরাস্বরার্চিতাঃ ॥ ৩৭ ॥
 শ্যামানদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ
 পিসঙ্গবদ্রাঃ স্কন্ধচঃ স্থপেশসঃ ।

আপনার পরম শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠলোকদর্শন করাইলেন, ঐ লোকে
 অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, ঘেঘ ও অভিনিবেশ রূপ পঞ্চ মা-
 ক্লেশ, তথা মোহ, ভয় ইত্যাদির লেশমাত্রও নাই, পুণ্য
 পুরুষেরা সর্বদাই তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

অপর সে স্থানে রজো বা তমোগুণের প্রভাব নাই এবং
 ঐ দুইগুণে মিশ্রিত সমুত্তম তথায় প্রবেশ করিতে পা-
 ন, আর সে স্থানে কালকৃত বিনাশও হয় না, ইহাতে অ-
 শোক মোহাদির কথা কি ? অর্থাৎ সে স্থানে উহাদের থাকি-
 বার অধিকার নাই, এনিমিত্ত তত্রত্য ভগবৎপার্বদগণকে হা-
 এবং অস্বরগণে নিরন্তর অর্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

উক্ত বৈকুণ্ঠে যে সকল পারিষদগণ আছেন, তাঁহাদের
 শরীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চক্ষুঃ পদ্মদৃশ, পৌতবসন পরিধা-

সর্বে চতুর্বিহব উন্মিষমাণি—

প্রবেকনিষ্কভরণাঃ স্তবচ্চসঃ ॥ ৩৮ ॥

প্রবালবৈদূর্য্যম্মণালবচ্চসঃ

পরিস্কুরংকুণ্ডল-মৌলিমালিনঃ ॥ ৩৯ ॥

ভ্রাজ্জিস্তিভিঃ পরিতো বিরাজতে

লসদ্ভিমানাবলিভির্মহাস্থনাং ।

বিদ্যোতমান-প্রমদোত্তমাছাভিঃ

সবিদ্যাদব্‌ভাবলিভির্ঘথা নভঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীর্ষত্র রূপগুরুগায়পাদয়োঃ

অতি কমনীয় ও সুকুমার আকার, সকলেই চতুর্ভুজ, সকলেরই বক্ষঃস্থলে অতিশয় প্রভাশালি মণিবুক্ত পদক দেদীপ্যমান এবং সকলেই অতিশয় তেজস্বী ॥ ৩৮ ॥

অপর তাঁহাদিগের বর্ণ প্রবাল, বৈদূর্য্য ও ম্মণালের তুল্য, আর তাঁহারা সকলেই দীপ্তিশালি কুণ্ডল এবং মৌলি ও মালা ধারণ করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

আর বৈকুণ্ঠের চতুর্দিকে মহাস্থাদিগের বিমানশ্রেণী দেদীপ্যমান, তাহাতে তাহার অতিশয় শোভা হইয়াছে, আর দিব্যাস্ত্রনাগের রূপলাবণ্য দ্বারাও তাহা অতিশয় শোভমান, ফলতঃ বিদুঃসহ মেঘ শ্রেণী গগনমণ্ডলে উদিত হইলে তাহার যেমন শোভা হয় ঐ শোভা সতত তদ্রূপে বিরাজমান ॥ ৪০ ॥

ঐ স্থানে সম্পত্তিরূপিণী লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া নানাবিধ

করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ ।

প্রেম্যং প্রিতা বা কুসুমাকরানুগৈ—

বিগীয়মানা প্রিয়কৰ্ম্ম গায়তী ॥ ৪১ ॥

দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং

প্রিয়ঃপতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিং ।

সুনন্দনন্দপ্রবলাহঁগাদিভিঃ

স্বপার্ষদাঐশ্র্যঃ পরিষেবিতং বিভুং ॥ ৪২ ॥

ভূত্যপ্রসাদাভিমুখং দৃগাসবং

প্রসন্নহাসারুণলোচনাননং ॥

বিভব দ্বারা ভগবানের পদদ্বয়ের সেবা করিতেছেন, কিন্তু বন-
স্তের অমুচর ভ্রমরসকল নানাপ্রকারে গুণ গান করাতে ঐ
লক্ষ্যাকে যেন আন্দোলন আশ্রয় করিতে হইয়াছে, পরন্তু
তিনি আত্মপ্রিয় হরির কীর্তি গান করিতে ক্ষণকালের জন্যও
ক্লান্ত নহেন ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মা দেখিলেন উক্তরূপ বৈকুণ্ঠে সুনন্দ, নন্দ, প্রবল,
অর্হণ ইত্যাদি প্রধান প্রধান পারিষদগণ কর্তৃক চতুর্দিকে পরি-
বেষ্টিত হইয়া অখিল ভক্তের পতি, যজ্ঞের পতি, এবং জগৎ-
পতি ভগবান্ শ্রীপতি দেবিত হইতেছেন ॥ ৪২ ॥

তিনি ভূত্যবর্গের প্রতি প্রসাদ বিস্তার নিমিত্ত যেন অতি
মুখ হইতেছেন, তাঁহার দৃষ্টি যেন দর্শকদিগের হর্ষকর আশা
তুণ্য দেখাইতেছে, অপর তাঁহার বদন হাস্যযুক্ত, লোচন-

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভূজং
 পীতাংশুকং বক্ষাস লক্ষিতং শ্রিয়া ॥ ৪৩ ॥
 অধ্যাহ্নীয়াসনমাস্থিতং পরং
 বৃতং চতুঃষোড়শপঞ্চশক্তিভিঃ ।
 যুক্তং ভগৈঃ স্মরিতরত্র চাক্রবৈঃ
 স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরং ॥ ৪৪ ॥
 তদর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতান্তরো
 হব্যন্তনুঃ প্রেমভরাশ্রলোচনঃ ।
 ননাম পাদানুজমস্য বিশ্বসৃগ্

রূপবর্ণ, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, পীতাম্বর পরিধান,
 র তাঁহার চারিটী হস্ত এবং বক্ষস্থল লক্ষ্মীদ্বারা অলঙ্কৃত ॥ ৪৩
 অপর তিনি উত্তম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং প্রকৃতি পুরুষ,
 ৫, অহঙ্কার এই চারি তথা একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহা-
 ৫ এই ষোড়শ, অপর পঞ্চ তন্মাত্র এই পঞ্চ শক্তিতে পরি-
 ঠিত । আর স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যে এবং যোগিদ্বিগের আগন্তুক
 ঐশ্বর্য্যে সম্পন্ন । পরন্তু এই প্রকার হইয়াও আপনার স্বরূপেই
 ড়া করিতেছেন এবং স্বয়ং ঐশ্বর্য্যই আছেন ॥ ৪৪ ॥

ভগবানের ঐ রূপ দর্শন করিয়া ব্রহ্মার অস্ত্যকরণ আনন্দে
 প্ত এবং শরীর লোমাক্ষিত হইল, আর প্রেমভরে লোচন-
 হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল । তিনি ভক্তিপূর্ব্বক

যৎ পারমহংসেন পথাহধিগম্যতে ॥ ৪৫ ॥

তং প্রায়মাণং সমুপস্থিতং কবিং

প্রজাবিসর্গে নিজশাসনাহরণং ।

বভাষ ঈষৎস্মিতগোচিনা গিরা

প্রিয়ঃ প্রিয়ং প্রীতমনাঃ করে স্পৃশন্ ॥ ৭ ॥ ৪৬ ॥

তস্মৈ ভগবদাজ্ঞাপুরস্কারেণ নারায়ণাহবয়পুরুষনাভিপঃ

স্থিত্বৈব তত্তোষণৈস্তপোভির্ভজতে ব্রহ্মাণে সভাজিতা

ভজনেন বশীকৃতঃ সন্ স্বলোকং বৈকুণ্ঠং ভুবনোত্তমং ভঃ

সম্যাক্ দর্শয়ামাস । যদ্ যতো বৈকুণ্ঠলোকাৎ পরং

বৈকুণ্ঠং পরং শ্রেষ্ঠং ন বিদ্যতে পরমভগবদ্বৈকুণ্ঠ

তাহার সেই পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন, যাহা কেবল
মার্গদ্বারাই লভ্য হয় ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মাকে দেখিয়া ভগবান্ বিবেচনা করিলেন, ও
নিয়োগযোগ্য প্রজাসৃষ্টি কার্য্যার্থ ইনি উপস্থিত হইয়া
এ বিষয়ে ইহাকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক, অতএব
শয় সম্ভাষ প্রকাশপূর্বক আপনার হস্তদ্বারা তাহার
স্পর্শ করত ঈষৎ হাস্যদ্বারা শোভাশালি বাক্য কহিতে
করিলেন ॥ ৭ ॥ ৪৬ ॥

তাৎপর্য্য । শ্রীভগবানের আজ্ঞা পুরস্কারদ্বারা ব্রহ্মা
ঋণ নামক পুরুষের নাভিপঙ্কজে উপবেশন করিয়াই ভগ
তুষ্টিজনক তপস্যাদ্বারা তাহার আরাধনা করায়, ও
সেই ভজনে বশীভূত হইয়া ব্রহ্মাকে আপনার অতুল
বৈকুণ্ঠলোক সম্যক্রূপে দর্শন করাইয়াছিলেন । যে

যদ্বা । যদ্যতো বৈকুণ্ঠাং পরং ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বং পরং ভিন্নং
ন ভবতি । স্বরূপশক্তিবিশেষাবিকারেণ মায়াবানবৃত্তং
তদেব তদ্রূপমিত্যর্থঃ । অগ্রে হি দং ব্যক্তীকরিষ্যতে ।
তাদৃশত্বে হেতুঃ । ব্যাপেতেতি স্বদৃষ্টেতি চ । অবিদ্যা অস্মিতা-
রাগদ্বेषাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ, বিমোহস্তৈর্বেচিত্ত্যং,
সাধ্বসং ভয়ং, ব্যাপেতানি যত্র তং । স্বস্য দৃষ্টং দর্শনং তদ্বি-
দ্যাতে যেষাং তৈরাহু বিস্তিরপি অভিতঃ সর্ববংশেনৈব
স্তুতং শ্লাঘিতং ॥ ৪৭ ॥

হইতে অন্য শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ আর নাই, যে হেতু পরম ভগবান্ই
বৈকুণ্ঠ ।

অথবা যে বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রহ্মনামক তত্ত্ব ভিন্ন নহে ।
স্বরূপশক্তির বিশেষ আবিষ্কার দ্বারা মায়াবৃত্তি এবং ভগবৎ
কারণ এই যে, “স্বদৃষ্টেতি” অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং
অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ । বিমোহশব্দের অর্থ চিত্তের
বিভ্রম । সাধ্বস শব্দের অর্থ ভয় । ইত্যাদি ক্লেশসকল যে স্থানে
নিবৃত্ত হইয়াছে । “যাহাদের সম্বন্ধে আপনাদের দর্শন বিদ্যমান
সেই সকল আত্মতত্ত্ব পুরুষ সর্বতোভাবে ঐ ধামের প্রশংসা
করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

তৃতীয় স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে দেবগণের প্রতি
ব্রহ্মার বাক্য ॥

অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনং ।

বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠঞ্চ স্বয়ং প্রভুং ॥

ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যানুমান্যচ ।

প্রতিজ্ঞমুঃ প্রমুদিতাঃ সংশস্তো বৈষ্ণবীং শ্রিয়ং ॥ ভা ৩।১৬

ইতি তৃতীয়াং ॥ ৩৮ ॥

পুনস্তাদৃশত্বমেব ব্যনক্তি প্রবর্তত ইতি । যত্র বৈকুণ্ঠে
রজস্তুমশ্চ ৩ প্রবর্ততে । তয়োর্মিশ্রং সহচরং জড়ং যৎ
সহং তদপি ন কিস্তু অনাদেব । তচ্চ যা সৃষ্ট জ্ঞাপয়িষ্যমাণা
মায়াতঃ পরা ভগবৎস্বরূপশক্তিস্তুস্যা বৃত্তিহীন চিদ্রূপং

অনন্তর সেই মুনিগণ বিকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ উভয়রূপে দর্শন
করিলেন । ভগবান্ এবং তদীয় নিবাসভবন উভয়ই নেত্রোৎ-
সবজনক ও সচ্চিদানন্দ প্রযুক্ত স্বয়ং প্রকাশমান, স্তত্রাৎ
তদবলোকনে তাঁহাদের অতিশয় আনন্দানুভব হইল । পরে
তাঁহারা প্রদক্ষিণপূর্বক প্রণাম করিয়া ভগবানের অনুমতি গ্রহণ
করত প্রমুদিত হইয়া ভগবানের ঐশ্বর্য্যের কথা কহিতে
কহিতে স্বস্থ স্থানে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৪৮ ॥

পুনরায় ব্রহ্মস্বরূপস্থ প্রকাশ করিতেছেন, যথা—

“প্রবর্তত ইতি” পূর্বোক্ত দ্বিতীয় স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১০
শ্লোকের তাৎপর্য্য । যে বৈকুণ্ঠে রজোগুণ ও তমোগুণের
প্রবেশ নাই, ঐ দুই গুণে মিশ্র অর্থাৎ সহচর জড়স্বরূপ যে
সহ তাহাও নাই, কিন্তু ভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিস্বরূপ
অন্য প্রকার সহই বিরাজমান যাহা পরে স্তন্দররূপে জানান
হইবে এবং যাহা মায়া হইতে পরা অর্থাৎ তথায় জ্ঞানময়

শুদ্ধসহ্যাত্ম্যং সত্বমিতি তদীয়প্রকারণং। এষ জ্ঞাপয়ি-
যাতে । তদেবচ সত্বং প্রবর্ততে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

তথাচ নারদপঞ্চরাত্রে “জিতন্তে” স্তোত্রে —

লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষড়্‌গুণসংযুতং ।

অবৈষ্ণবানাম প্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জিতং । ইতি ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডেতু বৈকুণ্ঠনিরূপণে তস্য সত্বম্যা প্রাকৃতত্বং
ক্ষুটমেব দর্শিতং । যত উক্তং প্রকৃতিবিভূতিবর্ণনানন্তরং ।

এবং প্রাকৃতরূপায়া বিভূতেরূপমুদ্ভবং ।

ত্রিপাদ্বিভূতিরূপস্ত শৃণু ভূধরনন্দিনি ।

শুদ্ধসত্ব নামক সত্ব বর্তমান আছে ইহা সেই প্রকরণে জানান
হইবে ॥ ৪৯ ॥

অতএব নারদপঞ্চরাত্রে “জিতন্তে” স্তোত্রে উক্ত হইয়াছে—

বৈকুণ্ঠনামক লোক অলৌকিক ষড়্‌গুণসম্পন্ন, গুণত্রয়-
বর্জিত এবং ষাঁহারা বৈষ্ণব নহেন তাঁহাদের ঐ লোক প্রাপ্তি
য না ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও বৈকুণ্ঠনিরূপণে বৈকুণ্ঠস্থ সত্বের
প্রাকৃতত্ব স্পষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে । যে হেতু, প্রকৃতি-
ভূতির বর্ণনের পর পার্শ্বতীর প্রতি মহাদেব কহিয়াছেন
যা—

হে পরবর্তনন্দিনি । এই প্রকার প্রাকৃতরূপা বিভূতির
ক্ষুট রূপ বর্ণন করিলাম, এক্ষণে ত্রিপাদ্বিভূতির রূপ বলি
বর্ণ কর ।

প্রধানপরমব্যোম্মোরস্তুরে বিরজা নদী ।

বেদাঙ্গশ্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ।

তস্তাঃ পারে পরব্যোম্মি ত্রিপাদুতং সনাতনং ।

অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং ।

শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদং ॥ ৫০ ॥

প্রাকৃতগুণানাং পরস্পরাব্যভিচারিত্বং তুচ্ছং সাংখ্যাত
কৌমুদ্যাং । অন্তোন্মিথুনরহস্য ইতি ।

তট্টাকায়াক্ষ । অন্তোন্মসহচরা অবিনাভাববৃত্তয় ই
যাবৎ । ভবতি চাত্রাগমঃ ॥

প্রকৃতি ও পরব্যোম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ এই দুইয়ের মধ্যে
বেদাঙ্গশ্বেদজনিত জলদ্বারা পবিত্ররূপা বিরজা নদী প্রস্রা-
বিত হইতেছেন । উহার পারে পরব্যোম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, তাহা
ত্রিপাদস্বরূপ, সনাতন, অমৃত, শাশ্বত, নিত্য, অনন্ত, যে
পদ এবং শুদ্ধসত্ত্বময়, অলৌকিক ও চ্যুতিরহিত তাহাই ব্রহ্ম
পরমপদ ইত্যাদি ॥ ৫০ ॥

প্রাকৃত গুণ সকলের পরস্পর ব্যভিচার নাই । অত-
সাংখ্যাচার্য্য ত্রিপাদ ঈশ্বরকৃষ্ণ-রূত সাংখ্যাতত্ত্বকৌমুদীতে উ-
হইয়াছে ॥

গুণসকল পরস্পর মিথুন অর্থাৎ যুগলবৃত্তি । টীকা-
ষড়্‌দর্শনব্যাখ্যাতা শ্রীল বাচস্পতিমিশ্রও ব্যাখ্যা করি-
ছেন । গুণসকল পরস্পর সহচর অর্থাৎ সঙ্গী, ইহার আ-
নাভাববৃত্তি অর্থাৎ গুণসকলের পরস্পর পৃথক বৃত্তি না
সকলেরই একবৃত্তি । এ বিষয়ে তন্ত্রও আছে যথা—

অন্যোন্যমিথুনাঃ সৰ্বৈ সৰ্বৈ সৰ্বত্র গাগিনঃ ।

রজসো মিথুনং সত্বং ইত্যাদ্যপক্রম্য

নৈষামাদিশ্চ সংযোগো বিয়োগো বোপা লভ্যত ॥ ইতি ॥

তস্মাদত্র রজসোহসত্ত্ববাদস্যজ্যত্বং তমসোহসত্ত্ববাদনাশ্চত্বং
প্রাকৃতসত্ত্বাভাবাচ্চ সচ্চিদানন্দরূপত্বং তস্য দর্শিতং ॥ ৫১ ॥

তত্র হেতুঃ নচ কালবিক্রম ইতি । কালবিক্রমেণ হি
প্রকৃতিফোভাৎ সত্ত্বাদয়ঃ পৃথক্ ক্রিয়ন্তে । তস্মাদন্যত্রাসো

গুণ সকল পরস্পর মিথুন এবং সকল গুণই সকল স্থানে
যাইতে পারে । রজোগুণের মিথুন সত্বগুণ, ইত্যাদি আরম্ভ
করিয়া শেষে বলিয়াছেন, গুণসকলের আদি নাই অর্থাৎ
অগ্রে কোন গুণ হইয়াছে, ইহার স্থিরতা নাই এবং ঐ সকলের
সংযোগ, বিয়োগ ও উপলব্ধি হয় না, অতএব রজোগুণের
অভাব হেতু অস্বজ্যত্ব অর্থাৎ কাহারও কতৃক বৈকুণ্ঠ নির্মিত
নহে । আর তমোগুণের অসত্ত্বাব হেতু অনাশ্রয় অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের
বিনাশ নাই । প্রাকৃত সত্ত্বের অভাব হেতু বৈকুণ্ঠের সচ্চিদানন্দ
রূপত্ব অর্থাৎ নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ প্রদর্শিত হইল ॥ ৫১

তদ্বিময়ে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বে হেতু এই
যে, পূর্বোক্ত দ্বিতীয় স্কন্ধ পদ্যে “নচ কালবিক্রমঃ” অর্থাৎ
বৈকুণ্ঠে কালের বিক্রম নাই, তাহার কারণ এই, কালের
বিক্রম কতৃক প্রকৃতি ফোভযুক্ত হইলে তাহা হইতে সত্ত্বাদি
গুণত্রয় পৃথক্ পৃথক্ কৃত হয়, অর্থাৎ কালই সত্বগুণ, রজোগুণ

ষড়্‌ভাববিকারহেতুঃ কালবিক্রম এব ন প্রবর্ততে তে
 তেষামভাবঃ স্তত্রামেবেতি ভাবঃ । কিঞ্চ তেষাং মূল
 এব কুঠার ইত্যাং ॥ ৫২ ॥

ন যত্র মায়েতি । মায়াইত্র জগৎসৃষ্টাদিহেতুর্ভগবচ্ছতি
 ন তু কাপট্যমাত্ররজজাদিনিষেধেনৈব তদ্ব্যাদাসাৎ অথ
 যত্র তযোঃ সম্বন্ধি সত্বং যত্নদপি ন প্রবর্ততে মিত্র
 অপৃথগ্ভূতগুণত্রয়ং প্রধানঞ্চ । অতএবোশিতব্যভাবা

ভ্রমোণ্ডগকে ভিন্ন করিয়া বিভাগ করেন । অতএব ঐ বৈকুণ্ঠ
 ষড়্‌ বিকার অর্থাৎ বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতুরূপ বিকারে
 কারণস্বরূপ কালের বিক্রম অধিকার করিতে পারে ন
 স্তত্রাং সেই বৈকুণ্ঠে ষড়্‌ বিকারের অর্থাৎ বসন্তাদি ঋ
 সকলের প্রবেশ নাই ॥

আরও বলি ॥

ঐ সকল ষড়্‌বিকারের মূলে কুঠার পাত হইয়াছে, অর্থাৎ
 বৃক্ষের মূলে যেমন কুঠার পাত হইলে বৃক্ষ ছিন্ন হয় তদ্রূপ
 এই বিষয়ে বলিতেছেন ॥ ৫২ ॥

“ন যত্র মায়েতি” যে স্থানে মায়া নাই । এস্থলে মায়া
 শব্দে জাগৎসৃষ্টাদির কারণরূপা ভগবানের শক্তিকে বোঝা
 করায়, কেবল কপটতামাত্র নহে, রজোণ্ডগাদি নিষেধ দ্বারা
 কপটতা উদন্ত (নিরন্ত) হইয়াছে, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে কাপট্য
 নাই ।

অথবা যে স্থানে রজস্তমঃ সম্বন্ধি যে প্রাকৃত সত্ত্ব, তাহা
 প্রবেশ করিতে পারে না । এবং যে স্থানে মিত্র অর্থাৎ অপৃথক

কালমায়ে অপি ন স্তঃ । অগ্রে মায়া প্রধানয়োর্ভেদো
বিবেচনীয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

কৈমুত্যোনোক্তমেবার্থঃ দ্রুতয়তি । কিমুতাপরে ইতি ।
তয়োবিমিশ্রং কিঞ্চিদ্রজস্তমোমিশ্রং সত্ত্বং চ নেতি
ব্যাখ্যাতু পিষ্টপেষণমেব । সামান্যতো রজস্তমোনিষেধে-
নৈব তৎপ্রতিপত্তেঃ ॥ ৫৪ ॥

বক্ষ্যতেচ তস্য সত্ত্বস্য প্রাকৃতাদন্যতমত্বং দ্বাদশে । শ্রীনারা
য়ণর্ধিং প্রতি মার্কণ্ডেয়েন ।

প গুণত্রয় ও প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি ইহাদের প্রযুক্তি নাই ।
তএব দ্রুতত্বের অর্থাৎ স্বীয় অধীনস্থ করার অভাব হেতু
'বৈকুণ্ঠে কাল ও মায়া এই দুয়েরই প্রবেশ নিরস্ত হইল ।
য়া ও প্রধান এই উভয়ের ভেদ পরে বিচার করি ॥ ৫৩ ॥

কৈমুতিক শ্রায় দ্বারা উক্ত অর্থকে দৃঢ়ীভূত করিতেছেন ॥

"কিমুতাপরে ইতি" অর্থাৎ আর অধিক কি বলিব, ঐ
বৈকুণ্ঠে রজস্তমোমিশ্র অর্থাৎ কিঞ্চিৎ রজঃ ও কিঞ্চিত্তমো-
শ্র সত্ত্ব নাই । এইরূপ ব্যাখ্যা করাও কেবল পিষ্টপেষণ
ত্র অর্থাৎ চূর্ণকে যেমন চূর্ণ করিতে গেলে কোন ফল হয়
তদ্রূপ মাত্র । সামান্যাকারে রজস্তমোর নিষেধবাবাই
কিঞ্চিৎ রজস্তমোমিশ্রিত সত্ত্বেরও নিষেধ প্রতিপন্ন হই-
ছে ॥ ৫৪ ॥

সেই বৈকুণ্ঠস্থ সত্ত্বের প্রাকৃত সত্ত্ব হইতে ভিন্নত্ব, এই
ষট্‌সন্দর্ভের ৮ অধ্যায়ে ৩৯ । ৪০ এই দুই শ্লোকে
নারায়ণ ঋষির প্রতি মার্কণ্ডেয় কহিবেন । যথা ॥

সত্বং রজস্তম ইতীশ তবাত্মবন্ধে।
 মায়াময়াঃ স্থিতিলয়োস্তুবহেতবোহস্য ।
 লীলাধ্বতা যদ্ পিসত্বময়ী প্রশান্ত্যৈ
 নান্যে নৃণাং ব্যসনমোহভিমিশ্র যাত্যাং ॥
 তস্মাস্তুবেহ ভগবদ্বথ তাবকানাং
 শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি ।
 যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্বং
 লোকো যতোহভয়মুতাত্মস্বং নচান্যদিতি ॥
 অনয়েরর্থঃ । হে ঈশ যদিচ সত্বং রজস্তম ইতি তে
 মায়াকৃতা লীলাঃ । কথন্তু তাঃ ! অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদিহেত
 তথাপি যা সত্বময়ী নৈব প্রশান্ত্যৈ প্রকৃষ্টস্থখায় ভবতি
 নান্যে রজস্তমোমযৌ । ন কেবলং প্রশান্ত্যভাবমা
 মন্যোঃ । কিন্তুনিষ্কণ্ডেত্যাহ ব্যসনেতি । হে ভগ

শ্লোকদ্বয়ের অর্থ এই যে ॥

হে ঈশ । যদিচ সত্ব রজস্তমঃ এই গুণত্রয় তোমারই মা
 কৃত লীলা, এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু স্বরূপ
 তথাপি যে সত্বময়ী লীলা, তাহাই প্রকৃষ্ট স্থখের নিমিত্ত হই
 থাকে, রজস্তম তদ্রূপ নহে । অপর ঐ রজস্তমের কে
 প্রকৃষ্ট স্থখের অভাবমাত্র এমন নহে, বরং তাহাতে অনি
 ঘটিয়া থাকে, ইহাই কহিতেছেন “ব্যসনেতি” অর্থাৎ রা
 গুণ ও তমোগুণময়ী লীলা ব্যসন, মোহ ও ভয়ের হেতু স্বরূপ

তস্মাত্তব শুক্লাং সত্বময়ালীলাধিত্রীং তনুং শ্রীবিষ্ণুরূপাং
কুশলা নিপুণা ভজন্তি সেবন্তে, নত্বন্যাং ব্রহ্মরূদ্ররূপাং
তে ভজন্তি অনুসরাস্তি নতু দক্ষভৈরবাদিরূপাং কথং-
ভূতাং স্বস্য তবাপি দয়িতাং লোকশাস্তিকরত্বাৎ ॥ ৫৫ ॥
ননু মম রূপমপি সত্বাত্মকমিতি প্রসিদ্ধং তর্হি কথং
তস্যাপি মায়াময়ত্বমেব নহি নহীত্যাহ সাত্বতাঃ শ্রীভাগবতা
যৎ সত্বং পুরুষস্য তব রূপং প্রকাশমুশস্তি মন্যন্তে যতশ্চ
সত্বাৎ লোকে। বৈকুণ্ঠাখ্যঃ প্রকাশতে তদভয়মাত্মস্বং

হে ভগবন্ ! সেই হেতু তোমার শুক্লা অর্থাৎ সত্বময়ী লীলা-
ধিত্রী শ্রীবিষ্ণুরূপা তনুকে নিপুণ ব্যক্তিগণ সেবা করিয়া
কেন, অন্য ব্রহ্ম রূদ্রাদি রূপের সেবা করেন না। কিন্তু
হারা হৃদয় জীবগণের মধ্যে যে সকল কেবল তোমার ভক্ত
রূপ স্বায়ত্ত্ব মনু প্রভৃতি রূপ একান্ত সত্ব গুণনিষ্ঠ তনু,
ই সকলের অনুসরণ করিয়া থাকেন, দক্ষ ভৈরবাদি মূর্তির
অনুসরণ করেন না। পরন্তু ঐ স্বায়ত্ত্ববাদি সত্বতনু তোমার
প্রিয়তম স্বরূপ, যে হেতু তদ্বারা লোকের শান্তি বিধান
হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

ইহাতে ভগবান যদি বলেন অহে ! আমার রূপও স্বত্ব
রূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তবে কি প্রকারে তাহারও মায়াময়ত্ব
ললা, এই বিতর্কের সমাধান করিয়া বলিতেছেন, তা নয়,
নয়, শ্রীভগবন্ত সাকল যে সত্বকে পুরুষ-রূপি তোমার
কাশ বলিয়া মানিয়া থাকেন এবং যে সত্ব হইতে বৈকুণ্ঠ

পরব্রহ্মানন্দস্বরূপমেব নত্বন্যং প্রকৃতিজং সত্ত্বং তদ্বিতি
অত্র সত্ত্বশব্দেন স্বপ্রকাশতালক্ষণস্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষে
উচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বাসুদেবশক্তিং, যদিও তে তত্র পুমানপার
ইত্যাদ্যাদাহরিষ্যমাণানুসারাৎ । অগোচরত্বে হেতু
প্রকৃতিগুণঃ সত্ত্বমিত্যশুদ্ধসত্ত্ব লক্ষণপ্রসিদ্ধ্যানুসারেণ তথা

লোকও প্রকাশ-পাইতেছে, সেই অভয় আত্মস্থ অর্থাৎ
পরম ব্রহ্মানন্দ স্বরূপই তোমার সত্ত্ব রূপ, তাহা প্রকৃতিজনি
সত্ত্ব নহে । এস্থলে সত্ত্বশব্দে স্বপ্রকাশতালক্ষণ স্বরূপবৃত্তি
বিশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥

চতুর্থ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে “সত্ত্বং বিশুদ্ধং” এই ২১ শ্লোকে
মহাদেব কহিলেন, হে সূন্দরি । আমি কেবল অভ্যাগত
ব্যক্তিকে বাসুদেব বোধে নমস্কার করি এমনত নহে, নিত্য
মনোমধ্যে বাসুদেবের চিন্তা করিয়া থাকি, বিশুদ্ধ যে শু
তাহাই বাসুদেব এই শব্দে উক্ত হয়, যে হেতু নির্মল সত্ত্বগুণে
পরম পুরুষ বাসুদেব প্রকাশ পান । এই কারণে সেই সত্ত্ব
স্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান্ বাসুদেবকে আমি
মনঃ দ্বারা সতত নমস্কারপূর্বক সেবা করি ।

এই যে উদাহরণ করিব । তদনুসারে অগোচরের অর্থাৎ
প্রাকৃত অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ প্রাকৃত সত্ত্ব
অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অশুদ্ধ সত্ত্ব লক্ষণ অনুসারে হইয়া থাকে তথা

ভূতশিচ্ছক্তিৰূপ্তিবিশেষঃ সত্বমিতি সঙ্গতিলাভাচ্চ ॥ ৫৭ ॥
 ততশ্চ তস্য স্বরূপশক্তিৰূপ্তিভেদেন স্বরূপাত্মত্বেভ্যুত্থাৎ
 তদভয়মাত্মস্থমিতি । শক্তিপ্রাধান্যবিক্রিয়োক্তং লোকো
 যত ইতি । অর্থান্তরে ভগবদ্বিগ্রহং প্রতি রূপং যদেত-
 দিত্যাদৌ শুদ্ধস্বস্বরূপমাত্রপ্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ । অভয়মি-
 ত্যাদৌ প্রাঞ্জলতাহানিশ্চ ভবতি । অন্যৎপদৈশ্চ কষ্টৈশ্চ
 রজস্তমশ্চেতি দ্বিরাবৃত্তৌ প্রতিপত্তিগৌরবং চোৎপ-
 দ্যতে ।

অপ্রাকৃত, অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রত্যয়ে ঐ প্রতি কারণ চিচ্ছক্তি
 বিশেষ সত্ব, ইহাই সঙ্গতি হইতেছে ॥ ৫৭ ॥

সেই হেতু ঐসত্ত্বের স্বরূপশক্তির রূপ্তির প্রযুক্ত আত্ম-
 স্বরূপই উক্ত হইয়াছে, অতএব ঐ বৈকুণ্ঠ অভয় ও আত্মস্থ
 স্বরূপ । শক্তির প্রাধান্য কথনেচ্ছায় উক্ত হইয়াছে যদ্বারা
 বৈকুণ্ঠলোক ইতি ॥

অর্থান্তরে ভগবানের ত্রীমূর্তির প্রতি দ্বিতীয় স্বন্ধের ৮
 মধ্যায়ে “রূপং যদেতৎ” এই ২ শ্লোকে শুদ্ধ স্বরূপমাত্রের
 প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, তথা অভয় ইত্যাদি স্থলে প্রাঞ্জলতা হানি হই-
 য়াছে । অন্যৎ এই এক পদেরই রজস্তম এই দ্বিরাবৃত্তি অর্থাৎ
 ইয়ের কথনে প্রতিপত্তি গৌরব উপস্থিত হইয়াছে । পূর্বে
 অর্থাৎ “সত্বং রজস্তম” এই শ্লোকে “নান্যে” এই পদে দ্বিঘটন

পূর্বমপি নানো হীতি দ্বিষচেনেনৈব পরায়ুষ্টে । তস্মাদপি
প্রগিদ্ধাদন্যং স্বরূপভূতং সত্বং ॥ ৫৮ ॥

যদেবৈকাদশে, যৎকায় এষ ভুবনত্রয়সম্মিবেশ ইত্যাদে
জ্ঞানং স্বত ইত্যত্র টীকাকৃত্যতং যস্য স্বরূপভূতাং সত্বা
তনুভূতাং জ্ঞানমিত্যনেন । তথা পরোরজঃ সবিতুর্জাত
বেদো দেবস্য ভর্গ ইত্যাদৌ শ্রীভরতজ্ঞাপ্যে তস্ম্যতং পরে
রজঃ রজসঃ প্রকৃতেঃ পরং শুদ্ধসত্বাত্মকমিত্যাदिना अत
এব প্রাকৃতাঃ সত্বদয়ো গুণা জীবন্তৌব নস্তীশস্তৌ
শ্রীকৃতে ॥ ৫৯ ॥

অথৈকাদশে ॥

নির্দেশ করায় রজস্তমঃ বিবেচিত হইয়াছে । অতএব প্রসি
দিত হইতে অম্য স্বরূপভূত সত্ব আছে ॥ ৫৮ ॥

যাহা একাদশ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে “যৎকায় এষ
ইত্যাদি স্থলে, “জ্ঞানং স্বতঃ” এ স্থলেও টীকাকারের মত
এই যে, যাহার স্বরূপভূত সত্ব হইতে দেহধারিদ্বিগের জ্ঞান
হইয়া থাকে ইত্যাদি দ্বারা । তথা পঞ্চম স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে
২৪ শ্লোকে ভরতের জ্ঞাপ্যমন্ত্রে । তাহার মত এই যে
“পরোরজঃ” রজঃ শব্দে প্রকৃতি, অর্থাৎ যিনি প্রকৃতির পর
শুদ্ধসত্ব স্বরূপ ইত্যাদি দ্বারা । অতএব প্রাকৃত সত্বাদি গুণ
সকল জীবেরই, ঈশ্বরের শুনা যায় না ॥ ৫৯ ॥

যথা একাদশ স্কন্ধে অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবন্ত্য নৈব মে ইতি ।

শ্রীভগবদুপনিষৎসূ চ ॥

যেচ বৈ সাত্ত্বিকাভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে ।

মন্ত এবৈতি তান্ বিদ্ধি নহং তেষু তে ময়ি ।

ত্রিভিগুণমগ্নৈর্ভাবৈরেতিঃসর্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানান্তি মাগেভাঃ পরমব্যয়ং ।

দৈবী হ্যেবা গুণময়ী মম মায়া দুরতয়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি ত ইতি ॥ ৬০ ॥

যথা দশমে ॥

ভগবান্ কহিষেম হে উদ্ধব ! সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ সকল
জীবের ধর্ম আমার নহে ॥

ভগবদগী শান্তেও যথা ॥

হে অর্জুন ! যে সকল সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভাব,
তৎসমুদায় আমি হইতে উৎপন্ন জানিবা, কিন্তু ঐ সকল
ভাবে আমি নাই এবং তাহারাও আমাতে নাই ॥

এই ত্রিবিধ গুণময়ীভাবদ্বারা এই সমস্ত জগৎ মোহিত
হইয়া এই সকল গুণের পর যে আমি, আমাকে জানিতে
পারে না ।

হে অর্জুন ! যাহারা কেবল আমাকেই আশ্রয় করেন,
গাহারাই দৈবী গুণময়ী দুর্লভজননী আমার মায়া হইতে
উত্তীর্ণ হইবেন ॥ ৬০ ॥

যথা দশমস্কন্ধে ৮৮ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে ॥

হরির্হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

স সর্বদৃগুপদ্রফা তং ভজমিগুণো ভবেদिति ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ ॥

সত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্রচ প্রাকৃতা গুণাঃ ।

স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদত্বতি ।

অত্র প্রাকৃতা ইতি বিশিষ্য অপ্রাকৃতাস্থন্যে গুণান্ত্বিন

সন্ত্যেবেতি ব্যঞ্জিতং তত্রৈব ॥

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্বযোকা সর্বসংশ্রয়ে ।

হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিত ইতি ॥ ৬১ ॥

হরি সাক্ষাৎ নিগুণ পুরুষ, প্রকৃতির পর ও সর্বসাক্ষী
তঁাহাকে ভজনা করিলেই নিগুণত্ব প্রাপ্তি হয় ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও ॥

সত্বাদি প্রাকৃত গুণ সকল যে ঈশ্বরে নাই, সমুদায় শুদ্ধ
হইতে শুদ্ধ, সেই আদ্য পুরুষ প্রসন্ন হউন ॥

এই বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে প্রাকৃত এই শব্দ উল্লেখ হেতু
প্রাকৃত সত্বাদি ভিন্ন অন্য বিশিষ্ট অপ্রাকৃত গুণ সকল হরিতে
বিদ্যমান আছে, ইহাই প্রকাশ হইল ॥

ঐ শ্রীবিষ্ণুপুরাণেই বলিয়াছেন ॥

হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিত্ব এই তিন শক্তি সর্বশ্রয়
তোমাতে একরূপা হইয়া অবস্থিত আছেন, গুণবর্জিত
তোমাকে আহ্লাদ ও তাপকরী মিশ্রা শক্তির প্রবেশ মাত্র
নাই ॥ ৬১ ॥

তথাচ শ্রীদশমে । দেবেন্দ্রেনোক্তং ॥

বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শাস্ত্রং

তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কং ।

মায়াময়ো হ্যং গুণসং প্রবাহো

ন বিদ্যতে তে হ গ্রাণানুবন্ধ ইতি ॥

অয়মর্থঃ । ধাম স্বরূপভূত প্রকাশ শক্তিঃ । বিশুদ্ধত্বাহ

বিশেষণব্রয়েন । ধ্বস্তরজস্তমস্কং তপোময়মিতি চ ।

তপোহত্র জ্ঞানং স তপোহতপ্যতেতি শ্রুতেঃ । তপো

ময়ং প্রচুরজ্ঞানস্বরূপং । জাড্যাংশেনাপি রহিতমিত্যর্থঃ

অতএব দশমস্কন্ধে ২৭ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে

ইন্দ্রের উক্তি যথা ॥

হে ভগবন্ ! আপনকার স্বরূপ শাস্ত্র অর্থাৎ একরূপ, তপোময় এবং জ্ঞানপ্রচুর অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, তাহাতে রজোগুণ ও তমোগুণ ধ্বস্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব অতএব অস্মাদৃশ জন সম্মিথানে দৃশ্যমান এই যে মায়াময় সংসার বাহ্য অজ্ঞানে অনুবন্ধ, তাহা আপনকার নাই ॥

তাৎপর্য । ধামশব্দে স্বরূপ ভূত প্রকাশশক্তি । দুইটা বিশেষণ দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্ব কহিতেছেন, “ধ্বস্তরজস্তমস্কং, তপোময়ং” । এস্থলে তপঃ শব্দে জ্ঞান । শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তিতি তপসা করেন । তপোময় শব্দের অর্থ প্রচুর জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ তাহাতে জড়ের লেশ মাত্র নাই । আজ্ঞা জ্ঞানময় ও শুদ্ধ এই বচনাধীন তাহাতে জাড্যাংশ মাত্র নাই ।

আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধ ইতিবৎ । অতঃ প্রাকৃত সত্ত্বমপি
ব্যাবৃত্তং । অতএব মায়াময়োহয়ং সত্ত্বাদি গুণ প্রবাহ স্তে
তব ন বিদ্যাতে । যতোহদ্যাবজ্ঞানেনৈবানুবন্ধ ইতি ॥ ৬২ ॥
অতএব শ্রীভগবন্তঃ প্রতি ব্রহ্মাদীনাং সমুক্তিকং ।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি-
স্তবাহৰ্ণং যেন জনঃ সমীহতে ॥
সত্ত্বং ন চৈকাতরিতং ভবে-

অতএব প্রাকৃত সত্ত্ব নিরস্ত হইল । এ কারণ মায়াময় এই
সত্ত্বাদি গুণ প্রবাহ ভোমার নাই । যে হেতু এই গুণপ্রবাহ
সংসার অজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ ॥ ৬২ ॥

অতএব ভগবানের প্রতি ব্রহ্মাদির সমুক্তিক বাক্য যথা
দশমস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২৮ । ২৯ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে প্রভো ! আপনি স্থিতিকালে বিশুদ্ধ
সত্ত্ব রূপ শরীর আশ্রয় করিয়া থাকেন, আপনকার সেই দেহ
দেহিদিগের কৰ্ম্ম ফল দায়ক, অতএব স্থখাবহ, যে হেতু সেই
শরীর যোগে লোকে বেদ, ক্রিয়া, যোগ, তপস্যা এবং সমাধি
দ্বারা অর্থাৎ চতুর্বিধ আশ্রম ধৰ্ম্ম দ্বারা আপনকার পূজা করিয়া
থাকেন । আপনি শরীর আশ্রয় না করিলে পূজার অভাবে
কুৰ্ম্মফল সিদ্ধ হইতে পারিত না ॥

হে ধাতঃ ! এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব যদি আপনকার নিজ শরীর

দ্বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনং ।

গুণপ্রকাশৈরনুমীযতে ভবান্

প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণ ইতি ॥ ৬৩ ॥

অর্থঃ । সত্বঃ তেন প্রকাশমানত্বাৎ তদভিন্নতয়া রূপিতং
বপুর্ভবান্ শ্রীতে প্রকটয়তি । কথমুতং সত্বং বিশুদ্ধং ।

অন্যন্ত রজস্তমোভ্যামমিশ্রস্যাপি প্রাকৃতত্বেন জাড্যাংশ-

না হয়, তাহা হইলে বিশিষ্ট জ্ঞান যাহাতে অজ্ঞান ও অজ্ঞান
কৃত ভেদ নিবর্ত্ত হয়, তাহাও হইতে পারে না, গুণ প্রকাশ
দ্বারা আপনি সর্বসাক্ষী, পরিপূর্ণ স্বরূপ, এই প্রকার কল্পনাই
হইতে পারে অর্থাৎ আপনকার বুদ্ধাদি গুণ প্রকাশ পাইতেছে
আপনিও গুণসাক্ষী, বুদ্ধিতে আরোহণ করিয়া প্রমাতা হও-
য়াতে আপনকার গুণ প্রকাশ হইল এরূপ অনুমান করা
যাইতে পারে, আপনাকে সাক্ষাৎ করিতে পারা যায় না ।
পরন্তু শুদ্ধ সত্বমূর্ত্তির সেবা করিলে সেবকের অন্তঃকরণ আপন-
কার আকার প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আপনকার প্রসাদে অবশ্যই
সাক্ষাৎ কার ঘটে ॥ ৬৩ ॥

তাৎপর্য্য । শুদ্ধ সত্বের দ্বারা প্রকাশমানত্ব হেতু তাহা
হইতে অভিন্ন রূপে নিরূপিত শরীর আপনি প্রকট করেন,
সেই শরীর কি রূপ এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন, তাহা বিশুদ্ধ
সত্ব । ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে অন্য সত্বের রজ
স্তম গুণদ্বারা অমিশ্র হইলে প্রাকৃতত্ব হেতু, জাড্যাংশ সম্বলিত

সম্বলিতত্বান্ন বিশেষেণ শুদ্ধত্বং । অন্যস্য রজস্তমোভ্যা
 ত্রস্যাপি প্রাকৃতত্বেন জাড্যাংশ সম্বলিতত্বান্ন বিশে
 শুদ্ধত্বং । এতত্ত্ব স্বরূপশক্ত্যাত্মত্বেন তদংশস্যাপ্যস
 দতীব শুদ্ধমিত্যর্থঃ । কিমর্থং শ্রেয়ে । শরীরিণাং স্থি
 নিজচরণারবিন্দে মনঃ স্থৈর্য্যায় সর্বত্র ভক্তিসুখদানী
 ত্বদীযমুখ্য প্রয়োজনহাদিতি ভাবঃ । ভক্তিযোগবিধা
 মিতি শ্রীকৃষ্ণীবাক্যাৎ ॥ ৬৪ ॥

কথন্তুতং বপুঃ শ্রেয়সাং সর্বেষাং পুরুষার্থানাং উপা
 আশ্রয়ং । নিত্যানন্দপরমানন্দরূপমিত্যর্থঃ । ত

প্রযুক্ত বিশিষ্ট রূপে শুদ্ধি হয় না । আপনার এই বিশুদ্ধ
 স্বরূপ শক্তির প্রকাশ হেতু ইহাতে জড়াত্মশরীরও স্পর্শ
 অতএব ইহা অতিশয় শুদ্ধ । যদি বলেন, আমি এই শ
 কেন আশ্রয় করি, ইহার সমাধান করিয়া কহিতেছেন, আ
 স্থিতি কালে দেহধারিদিগের নিজ চরণারবিন্দে মনঃ ।
 করিবার নিমিত্ত ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্ব শরীর প্রকটন করেন ।
 হেতু সর্বত্র ভক্তি সুখ প্রকটন করাই আপনার মুখ্য প্রা
 জন । কেন না প্রথমস্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে কুস্তি বর্ণি
 যাছেন, ভক্তিযোগ বিধানের নিমিত্ত তুমি জন্ম গ্রহণ ক
 যাছ ॥ ৬৪ ॥

কি রূপ বপুঃ এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন, ঐ শরীর দ
 পুরুষার্থের আশ্রয় অর্থাৎ নিত্য, অনন্ত ও পরমানন্দ রূ
 অতএব শরীর ও তোমার এই ভেদ নিরূপণ, কেবল আরোপ

বপুষস্তব চ ভেদনির্দেশোহয়মৌপচারিক এবেতি ভাষঃ ।
 অতএব যেন বপুষা যদ্বপুর্নালম্বনেনৈব জনস্তবাহং পূজাং
 কৰোতি । কৈঃ সাধনৈঃ বেদাদিভিস্তদালম্বকৈরিত্যর্থঃ ।
 সাধারণৈস্তুর্পি তৈরেব হৃদহং প্রায়তাসিদ্ধাবপি বপুষো
 হনপেক্ষত্বাৎ । তাদৃশবপুঃপ্রকাশহেতুত্বেন স্বরূপাত্মকত্বং
 স্পষ্টয়ন্তি ॥ ৬৫ ॥

হে ধাতশ্চেদযদি ইদং সত্ত্বং যত্তব নিজং বিজ্ঞানং অনুভবঃ
 তদাভিক্রা স্বপ্রকাশতাশক্তিরিত্যর্থঃ । তম্ভ ভবেৎ তর্হি তু
 অজ্ঞানভিদা স্বপ্রকাশস্য তবানুভবপ্রকার এব মার্জনং
 শুদ্ধিমবাপ । সৈব জগতি পর্যাবসীযতে নতু তবানুভব-

৬৬ । কারণ যে বপু দ্বারা অর্থাৎ বপু আশ্রয় করাতেই জন-
 ল তোমার পূজা করিয়া থাকে । যদি বলেন কি কি সাধন
 ॥ আমার পূজা করে, তাহার উত্তর এই, তুমি যাহাদের
 ধ্যেয় হইয়াছ সেই বেদাদি দ্বারা পূজা করিয়া থাকে । সাধা-
 রূপে অর্পিত হইলেও তোমার অর্চন প্রায় সিদ্ধ হয় সত্য,
 ॥ হইলে শরীরের অপেক্ষা করিত না । ঐ প্রকার বপু
 গণ করণের হেতুতেই ঐবিশুদ্ধ সত্ত্বের স্বরূপাত্মকই স্পষ্ট
 ॥ ৬৫ ॥

হে ধাতঃ ! যদি এই যে সত্ত্ব তোমার নিজ বিজ্ঞান
 (অনুভব) স্বপ্রকাশতা শক্তি না হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান
 ভেদ দ্বারা স্বপ্রকাশ স্বরূপ তোমার অনুভব প্রকারেই
 প্রাপ্ত হইত না । জগতে সেই অজ্ঞান কৃত ভেদই পর্যাব

লেশোপী শ্রুতঃ । ননু প্রাকৃত সত্ত্ব গুণেনৈধ ভবতু ।
নিজেনেত্যাহ । প্রাকৃতগুণপ্রকাশৈর্ভবান্ কেবল
মীয়তে নতু সাক্ষাৎ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ । অথবা । তব বিজ্ঞ
রূপং অজ্ঞানভিদায়া অপমার্জনং চ যম্মিজং সত্ত্বং তদ
ন ভবেৎ নাবির্ভবতি তদৈব প্রাকৃতসত্ত্বাদিগুণপ্রকা
র্ভবাননুমীয়তে স্বম্মিজসত্ত্বাবির্ভাবেনতু সাক্ষাৎ ক্রি
এবেত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

তদেব স্পষ্টয়িতুং তত্রানুমাণে দ্বৈবিধ্যমাহঃ যস্য
প্রকাশত ইতি । অস্বরূপভূতস্যৈব সত্ত্বাদিগুণস্য স্ব

সিত হইত, তোমার অনুভবেয় লেশ মাত্র হইত না ॥

যদি বলেন প্রাকৃত সত্ত্ব দ্বারাই আমার অনুভব হই
নিজ সত্ত্ব দ্বারা কি হইবে এই বিষয় বলিতেছেন । প্রাকৃত
সকলের প্রকাশ দ্বারা তুমি কেবল অনুমানের বিষয়
তোমাকে সাক্ষাৎ করিতে পারা যায় না । অথবা তো
বিজ্ঞানরূপ ও অজ্ঞানভেদের অপমার্জন যে নিজের সত্ত্ব
যদি আবির্ভূত না হইত তাহা হইলে প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণ
লের প্রকাশ দ্বারা তুমি অনুমিত হইত, তোমার নিজ স
আবির্ভাব দ্বারা তুমি সাক্ষাৎকৃত হও ॥ ৬৬ ॥

ইহাই স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত তদ্বিয়ক অনুমাণে
প্রকার দেখাইতেছেন । যাহার গুণ প্রকাশ হয় অথবা
দ্বারা গুণ প্রকাশ হয় । যাহা স্বরূপ ভূত নহে এমত
সত্ত্বাদি গুণের তোমার অব্যভিচারি সম্বন্ধিত্ব মাত্র দ্বারা

ভিচারি সম্বন্ধিত্বমাত্রেন বা ত্বদেকপ্রকাশ্যমানতামাত্রেন
বা ত্বল্লিঙ্গত্বমিত্যর্থঃ । যথা অরুণোদয় সূর্য্যোদয় সান্নিধ্য-
লিঙ্গত্বং যথা বা ধূমস্তাগ্নিলিঙ্গত্বমিতি তত উভয়থাহপি
তব সাক্ষাৎকারে তস্য সাধকতমত্বাভাবো যুক্ত ইতি
ভাবঃ । তদেবমপ্রাকৃতসত্ত্বস্য তদীয়স্বপ্রকাশরূপত্বং
যেন স্বপ্রকাশস্য তব সাক্ষাৎকারো ভবতীতি স্থাপিতং
অত্র যে বিশুদ্ধসত্ত্বং নাম প্রাকৃতমেব রজস্তমঃশূন্যং মত্বা
তৎ কার্যং ভগবদ্ধিগ্রাহাদিকং মন্যন্তে তেতু ন কেনা-
প্যনুগৃহীতাঃ ॥ ৬৭ ॥

রজঃসম্বন্ধাভাবেন স্বতঃপ্রশান্তস্বভাবস্য সর্বত্রোদাসীনতা-

গমার প্রকাশ্যমানতামাত্রদ্বারা তোমার স্বরূপ প্রকাশ
। অরুণোদয় যেমন সূর্য্যোদয়ের সান্নিধ্য প্রকাশক, অথবা
। যেমন অগ্নির প্রকাশক, সেই হেতু উদয়প্রকারেই
। আমার সাক্ষাৎকার বিষয়ে প্রাকৃতগুণের উত্তর সাধকত্বের
ভাব যুক্ত বটে ইহাই ভাবার্থ । এই প্রকারে অপ্রাকৃত সত্ত্বের
দ্বারা স্বপ্রকাশরূপত্ব হইল, উহার দ্বারা স্বপ্রকাশ তোমার
সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল ।

এ স্থলে যাহারা বিশুদ্ধ সত্ত্বকে প্রাকৃত রজস্তমঃশূন্য জ্ঞান
রিয়া তাহার কার্যরূপে ভগবদ্ধিগ্রাহাদিকে বোধ করেন,
। হারা কাহারও নিকট অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারেন না ॥ ৬৭
রজঃসম্বন্ধের অভাবনিমিত্ত স্বতঃসিদ্ধ শাস্ত্রস্বভাবের

কৃতিহেতোস্তস্য ক্ৰোভাসম্ভাবাৎ বিদ্যাময়ত্বেন ।
বস্থিতবস্তুরপ্রকাশিতামাত্র ধর্মত্বাৎ । তস্য কল্পনাস্ত
যোগ্যত্বাচ্চ । তদুক্তমপি অগোচরস্য গোচরত্বে হে
প্রকৃতিগুণঃ সত্ত্বঃ । গোচরস্য বহুরূপত্বে রজঃ । বহুরূপ
তিরোহিতত্বে তমঃ । তথা পরস্পরোদাসীনত্বে স
উপকারিত্বে রজঃ । অপকারিত্বে তমঃ । গোচরত্বাদ
স্থিতিস্থিতিসংহারঃ, উদাসীনত্বাদীনি চেতি ॥ ৬৮ ॥

অথ রজোলাশে তত্র মন্ত্যব্যে বিশুদ্ধপদবৈয়র্থ্যমিত্য

সর্বত্র উদাসীনতা আকৃতি হেতু, সেই সত্ত্বের ক্ৰোভ অস
হেতু, জ্ঞানময়ত্ব প্রযুক্ত, যথাবস্থিত বস্তু প্রকাশ মাত্র ধর্ম
এবং তাহার কল্পনাস্তরের অযোগ্যত্ব প্রযুক্ত ভগবদ্বিগ্রহ
গুণকার্যত্ব সম্ভব হয় না ॥

অতএব উক্ত হইয়াছে ॥

অপ্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষ বিষয়ে প্রকৃতির সত্ত্বগুণ ও
প্রত্যক্ষের বহুরূপত্ববিষয়ে রজোগুণ হেতু এবং বহুরূপ
অস্তিত্ববিষয়ে তমোগুণ হেতু, তথা পরস্পর উদাসী
বিষয়ে সত্ত্বগুণ, উপকারিত্ববিষয়ে রজোগুণ এবং অপকারি
বিষয়ে তমোগুণ । গোচরত্বাদি অর্থাৎ গোচরত্ব, বহুরূপ
তিরোহিতত্ব, অর্থাৎ স্থিতি স্থিতি এবং সংহার বিষয়ে উদাসী
উপকারিত্ব ও অপকারিত্ব জানিতে হইবে ॥ ৬৮ ॥

অপর ঐ সত্ত্বের রজোগুণের লেশ আছে বলিয়া যদি মানা

তন্মাত্রজোঘটপ্রঘটনয়েতি । পাদ্মোক্তবথেষু বৈকুণ্ঠ-
নিকূপণে তস্য সত্ত্বম্যাপ্রাকৃতত্বং স্ফুটমেব দর্শিতং । যত
উক্তং প্রকৃতিবিভূতিবর্ণনাস্তুরং ॥

এবং প্রাকৃতরূপায় বিভূতেরূপমুত্তমং ।

ত্রিপাদ্বিভূতিরূপস্ত শৃণু ভূধরনন্দিনি ।

প্রধানপরমব্যোম্মোরস্তরে বিরজানদী ।

বেদাঙ্গশ্বেদজনিততৌয়েঃ প্রস্রাবিতা শুভা ।

তস্যাপারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং ।

অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং ।

তাহা হইলে বিশুদ্ধ পদের ব্যর্থতা হয়, অতএব ঐ মতস্বরূপ
রজোঘটের চালনাঘ প্রয়োজন নাই ।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বৈকুণ্ঠনিকূপণে ঐ সত্ত্বের অপ্রা-
কৃতত্ব স্পষ্টই দেখাইয়াছেন, যে হেতু তাহা প্রকৃতিবিভূতির
বর্ণনের পর উক্ত হইয়াছে ।

পার্বতীর প্রতি মহাদেব কহিয়াছেন, হে পার্বতনন্দিনি !
এইত প্রাকৃত বিভূতির অত্যাভ্রম রূপ বর্ণন করিলাম, এখন
ত্রিপাদ্বিভূতির রূপ বর্ণন করি শ্রবণ কর ।

প্রকৃতি ও বৈকুণ্ঠ এই দুইয়ের মধ্যে পবিত্র বিরজা নামে
নদী আছেন, উহা বেদাঙ্গ বস্ম জনিত জলসমূহে প্রস্রাবিত,
উহারই পারে পরব্যোম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, তাহা ত্রিপাদরূপ,
সনাতন, অমৃত, শাশ্বত, নিত্য, অনন্ত, পরম পদ, শুদ্ধসত্ত্বময়,
অণৌকিক, অবিনশ্বর ও ব্রহ্মের পরমপদ ইত্যাদি । প্রসঙ্গা-

শুদ্ধসমুদয়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদমিত্যাदि ।

তদেতৎ সমাপ্তং প্রাগ্জিহ্বং শুদ্ধসমুদয়ং বিবেচনং ॥

অথ প্রবর্ততে ইত্যাদি প্রকৃতমেব পদ্যং ব্যাখ্যায়তে ॥ ৬১ ॥
নমু গুণাদ্যভাবান্নির্কিশেষ এবাসৌ লোক ইত্যাক্ষ্য তৎ
বিশেষস্তাসাঃ শুদ্ধসমুদয়িকায়ঃ স্বরূপানতিরিক্তশক্তে
রেব বিলাসরূপ ইতি দ্যোতয়ন্তমেব বিশেষং দর্শয়তি
হরোরিতি । সুরাঃ সমুদ্রপ্রভবাঃ অসুরাঃ রজস্তমঃপ্রভবাঃ বৈ
রর্চ্চिताঃ । তেভ্যোহহর্তমা ইত্যর্থঃ । গুণাতীতত্বাদেবেতি
ভাবঃ ॥ ৭০ ॥

তানেব বর্ণয়তি শ্যামাবদাতা ইতি । শ্যামাশ্চ অবদাত

ধীন প্রাপ্ত সেই এই শুদ্ধসমুদয়ের বিচার সমাপ্ত হইল । এক্ষণে
দ্বিতীয় স্কন্ধের “প্রবর্ততে” ইত্যাদি প্রকৃত পদ্যের ব্যাখ্যা
করি ॥ ৬১ ॥

অহে ! গুণাদির অভাব হেতু এই বৈকুণ্ঠলোক নিরীকিশেষ
যদি একরূপ আশঙ্কা কর, তাহাতে বিশেষ এই যে, সেই শুদ্ধ-
সমুদয়িকার অর্থাৎ স্বরূপের অনতিরিক্ত শক্তিরই বিলাস রূপ
ইহাই প্রকাশ করত সেই বিশেষ দেখাইতেছেন । “হরোরিতি”
বৈকুণ্ঠস্ব ভগবৎপারিষদগণকে সমুদ্রপ্রভব দেবগণ, এবং রজ-
স্তমঃপ্রভব অসুরগণ পূজা করিয়া থাকেন । অর্থাৎ সেই সকল
দেব অসুর হইতে তাঁহারা পূজ্যতম, যে হেতু তাঁহারা সকলেই
গুণাতীত, অতএব সকলেরই পূজনীয় ইতি ভাবার্থ ॥ ৭০ ॥

সেই ভগবৎপারিষদসকলের রূপ কহিতেছেন, দ্বিতীয়

উজ্জ্বলাশ্চ তে । পীতবস্ত্রাঃ স্থপেশসোহতিস্বকুমাঃ উন্মি-
ষন্ত ইব প্রভাবস্তো মণিপ্রবেকা মণ্যুগুমা যেষু তানি
নিষ্কাণি পদকান্যাভরণানি যেযাং তে স্বার্চনস্তজ্-
স্বিনঃ ॥ ৭১ ॥

প্রবালেতি । কেহপি তেভ্যঃ শ্রীভগবৎসারূপ্যং লব্ধবস্ত্রো
হন্যে প্রবালাদিসমন্বর্গাঃ । পুনরপি লোকং বৃণয়তি ভ্রাজি-
সুভিরিতি । শ্রীর্ষত্রেতি শ্রীঃ স্বরূপশক্তিঃ রূপিণী তৎ-
প্রেমসৌরুপা মানং পূজাং বিভূতিভিঃ স্বসগৌরুপাভিঃ ।
প্রেক্ষা আন্দোলনং শ্রিতা বিলাসেন । কুতুমাকরো বসন্ত-

কক্ষে ৯ অধ্যায়ের “শ্যামাবদাতাঃ” এই ১১ শ্লোকের তাৎ-
পর্য্য যথা ॥

তঁাহারা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পীতবসন পরিধান, অতি স্নকুমার
অত্যন্ত প্রভাশালী, উত্তম উত্তম মণিযুক্ত পদকে দেনৌপ্যমান
এবং সকলেই তেজস্বী ॥ ৭১ ॥

“প্রবালেতি” যঁাহারা ভগবৎসারূপ্য লাভ করিয়াছেন
তঁাহাদিগের হইতে অন্যান্য বৈকুণ্ঠস্থ ব্যক্তিগণের বর্ণ প্রবাল,
বৈদূর্য্য ও মৃণালের তুল্য ॥

পুনরায় বৈকুণ্ঠ বর্ণন করিতেছেন ॥

“শ্রীর্ষত্রেতি” যে স্থলে স্বরূপশক্তিস্বরূপা ভগবৎ প্রেমসী
লক্ষ্মী স্বীয় সখীগণের সহিত ভগবানের পূজা করিতেছেন,
কিন্তু বসন্তের অনুচর ভ্রমর সকল নানা প্রকারে গুণগান
করাতে ঐ লক্ষ্মীকে যেন ক্রৌড়া নিবন্ধন আন্দোলন আশ্রয়

স্তদনুগা ভমরান্টুর্নিবিধং গীয়মানা । স্বয়ং প্রিয়মা হরে
কর্ম্য গায়ন্তী ভবতি ॥ ৭২ ॥

দদর্শেতি তত্র লোক ইতি প্রাক্তনানাং যচ্ছদানাং বিশেষ্য
অখিলসাত্বতাং সর্বেষাং সাত্বতানাং যাদববীরাণাং পতি
প্রিয়ঃপতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতির্ধীর্ঘাংপতিলোকপতি
ধীরাপতিঃ । পতি গতি শাক্কক বুধি সাত্বতাং প্রস
দতাং মে ভগবান্ সতাংপতিরিত্যেতদ্বাক্যসম্বাদিত্বাং
শ্রীভাগবতমতে শ্রীকৃষ্ণসৈব স্বয়ং ভগবত্বেন প্রতি পান

করিতে হইয়াছে, পরন্তু তিনি স্বয়ং আত্মপ্রিয় হরির কী
গানকরণে ক্ষণকালের জন্যও ক্ষান্তা নহেন ॥ ৭২ ॥

“দদর্শেতি” তত্র এই শব্দে সেই বৈকুণ্ঠলোকে, পূর্বে
সকল যৎ শব্দ হইয়াছে, তত্র শব্দ সেই সকল শব্দে
বিশেষ্য । অখিল সাত্বতসকলের অর্থাৎ সমস্ত যাদববী
দিগের পতি ॥

দ্বিতীয় স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রা
শুকদেব কহিয়াছেন, তিনি লক্ষ্মীর পতি, যজ্ঞপতি, প্রজাপতি
বুদ্ধির পতি, লোকের পতি, পৃথিবীর পতি, তথা অন্ধব
বুধি ও সাত্বতগণে সকল আপদসময়ে রক্ষক এবং
পতি । আর তিনি সাধুদিগের পতি, সেই ভগবান্ আরা
প্রতি পসন্ন হউন । এই বাক্যের সম্বাদিত্বহেতু শ্রীভাগবতমতে
শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্বরূপে প্রতিপন্ন হইবে এইহেতু । অপা

মিমাংসাগতঃ । যচ্চৈতদনন্তরং ব্রহ্মণে চতুঃশ্লোকীকরণং
ভাগবতং শ্রীভগবতোপদিষ্টং তত্রৈচ ।

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে
পদ্যে নিমগ্নায় মমাদিসর্গে ।

জ্ঞানং পরং মম্মহিমাবভাসং

যং শূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥

ইতি তৃতীয়ে উক্তবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যানুসারেণ ॥ ৭৩ ॥

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্নং

০ যবিদ্যাস্তস্মৈ গাপয়তি স্র কৃষ্ণঃ ।

ইহার পরে দ্বিতীয়স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৯ হইতে ৪ শ্লোকে
শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন ।

তৎপরে ৩ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে উক্তবের প্রতি
শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, হে উক্তব ! পূর্বে পাদ্মকল্মে সৃষ্টির উপ-
ক্রমমধ্যে আমি আপনার নাভিপদ্যে অবস্থিত ব্রহ্মাকে
আত্মমহিমপকাশক পরমজ্ঞান কতিয়াছিলাম, জ্ঞানিগণ
উঁহাকেই ভাগবত বলিয়া থাকেন । এই বাক্যানুসারে সাহিত্য-
পতি শব্দে যত্নদিগের পতি শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৭৩ ॥

যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টি কালে ব্রহ্মাকে রচনা করিয়া
ছেন এবং তদর্থ হয়গ্রীব ও মংস্য মূর্তি ধারণপূর্বক প্রলয়
পয়োদ্বিজল হইতে গোপাল বিদ্যারূপ বেদগণকে রক্ষা করত
উঁহাকে উপদেশ করিয়াছেন, সেই আত্ম বুদ্ধি প্রকাশক

তং হ দেবমাক্তবুদ্ধিপ্ৰকাশঃ

মমুক্ষুর্কৈ শরণময়ং ব্রজেদিতি ।।

শ্রীগোপালতাপন্যনুসারেণ চ তস্যৈ বোপদেক্তৃত্বশ্রুতেঃ
তদুহোবাচ ব্রাহ্মণোহসাবনবরতং মে ধাতঃ স্তুতঃ পরাধ্বাৎ
মোহবুধ্যত গোপবেশো মে পুরস্তাদাবিনভূবেতি শ্রীণে
পালতাপন্যনুসারেণৈব কচিং কল্পে শ্রীগোপালরূপে
সৃষ্টাদাবিখ্যমেব ব্রহ্মণে দর্শিতনিজরূপতঃ তদ্ব্যয়ে
মহাবৈকুণ্ঠেন শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে মাধয়িষ্যমাণত্বাচ্চ দ্বারকা

দেবকে মোক্ষার্থী হইয়া আশ্রয় করিবেক, গোপালতাপনী
অনুসারেও সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে কহিয়াছেন এই ব্রহ্মা
আছে ।

“তদুহোবাচ ব্রহ্মসননং চরতো মে ধাতঃ স্তুতঃ পরাধ্বাৎ
মোহবুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবিনভূব”
ব্রহ্মা সনকাদিকে কহিলেন পুত্রগণ ! এই যে আগি বর
মান আছি, আগার পূর্ব পরাধ্বকাল আমা কর্তৃক পরব্র
শ্রীকৃষ্ণ ধাত ও স্তুত হইলেন, পরে ব্রাহ্মী নিশার অবসান হইলে
সেই গোপবেশ পুরুষ যোগনিদ্রা হইতে উদ্ধৃত হইয়া আমা
অগ্রে আনিভূত হইয়াছিলেন ।

এই গোপালতাপনীর অনুসারেও কোন কল্পে শ্রীগোপা
রূপে সৃষ্টাদি বিষয়ে ব্রহ্মাকে নিজরূপ দর্শন করাইয়াছি
এই হেতু সাত্ত্বতপতি শব্দে যদুবারদিগের পতি শ্রীকৃষ্ণ
সেই শ্রীকৃষ্ণের ধাম মহাবৈকুণ্ঠ, ইহা কৃষ্ণসন্দর্ভে স্থাপ

প্রাকট্যাধসরে ঐতত্ত্বনন্দনন্দাদিসাহচর্যেণ শ্রীপ্রবলা-
দয়োহপি জ্ঞেয়াঃ ।

যথোক্তং প্রথমে ॥

অনন্দনন্দশীর্ষণ্য! যে চাম্যে সাক্ষতর্ঘভা ইতি ॥ ৭৪ ॥

ভূতাপ্রসাদেতি দৃগেবাদন ইব দ্রষ্টৃণাং মনকরী যস্য তং ।
শ্রীরা বক্ষ্যোবামভাগে স্বর্ণরেখাকারয়া । অধ্যাহণীয়েতি
চতস্রঃ শক্তয়ো ধর্মাদ্যাঃ । পাদ্যোত্তরথণ্ডে যোগপীঠে
ত এব কথিতাঃ । ন বহিরঙ্গা অধর্মাদ্যা ইতি । তথাহি ।

করিব । দ্বারকায় প্রকটলীলা কালীন শ্রীনন্দাদির সাহচর্য্য
হেতু প্রবল প্রভৃতিকণ্ড জ্ঞানিতে হইবে ॥

এই বিষয় প্রথম স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে উক্ত
ইয়াতে যথা ।

অনন্দনন্দ প্রভৃতি যে কেহ সাক্ষত শ্রোত, ইহারা ত
কলে কুশলে আছেন ? ॥ ৭৪ ॥

“ভূতাপ্রসাদেতি” দ্বিতীয় স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকের
তাৎপর্য্য এই যে । তাঁহার দৃষ্টি যেন দ্রষ্টাদিগের আসব তুল্য
ধর্মকারী দেখাইতেছে এবং বক্ষ্যঃস্থলের বামভাগে স্বর্ণরেখা
রূপ লক্ষ্মী দ্বারা অলঙ্কৃত ॥

“অধ্যাহণীয়েতি” ২ স্কন্ধের ১৭ শ্লোকের তাৎপর্য্য ।
দ্রাদি চারিটি শক্তি । পদ্মপুরাণে উত্তরথণ্ডে যোগপীঠে ঐ
বিটীই কথিত হইয়াছে, অধর্মাদি বদিরঙ্গ কথিত হয় নাই ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা ॥

ধর্মজ্ঞানতথৈশ্বর্য্যবৈরাগ্যৈঃ পাদবিগ্রহৈঃ । স্বাণ্ডযজুঃ
সামথর্দাণরূপৈর্নিত্যং বৃত্তং ক্রমাদিতি । সমস্তান্ততথা
শব্দপ্রয়োগস্বার্থঃ । ষোড়শশতমশ্চণ্ডাদ্যাঃ ॥ ৭৫ ॥

তথাচ তত্রৈব ॥

চণ্ডাদি দ্বারপালৈস্তু কুমুদাদৈঃ সুরক্ষিতেতি । নগরীতি
পূর্বেণাম্বয়ঃ । তেচ—

চণ্ডপ্রচণ্ডৌ প্রাগ্‌দ্বারে যামো ভদ্রসুভদ্রকৌ ।

বারুণ্যং জয়বিজয়ৌ সৌম্যো দ্বাতৃবিধাতরৌ ।

কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোহথ বামনঃ ।

শঙ্কুকর্ণঃ সর্ব্বনেত্রঃ স্মৃগঃ স্প্রাতিষ্ঠিতঃ ।

এতে দিক্‌পতয়ঃ প্রেক্ষাঃ পূর্য্যামত্র স্তশোভনে ইতি ॥

স্বাক্ষ, যজুঃ, সাম ও অথর্দা রূপ পাদ বিগ্রহ, ধর্ম, জ্ঞান,
ঐশ্বর্য্য এবং বৈরাগ্যদ্বারা ক্রমান্বয়ে নিত্য আবৃত । “ধর্মজ্ঞান-
তথৈশ্বর্য্য” এইস্থলে সমাসান্ত তথাশব্দের প্রয়োগ আর্ষ ।
চণ্ডাদি ষোড়শ শক্তি ॥ ৭৫ ॥

এ পদ্মপুরাণের উক্তবর্ণনায় ॥

চণ্ডাদি দ্বারপাল ও কুমুদাদি দিক্‌পাল দ্বারা এই বৈকুণ্ঠ-
পুরী সন্দররূপে রক্ষিত হইয়া রহিয়াছে ।

এ সকল দ্বারপালদিগের মধ্যে পূর্বে দ্বারে চণ্ড, প্রচণ্ড,
দক্ষিণ দ্বারে ভদ্র সুভদ্র, পশ্চিম দ্বারে জয় বিজয় এবং উত্তর
দ্বারে দ্বাতা ও বিধাতা দ্বারপাল অবস্থিত ।

অপিচ কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্ব-
নেত্র, স্মৃগ ও স্প্রাতিষ্ঠিত, এই আট জন এই মনোহর বৈকুণ্ঠ-

কুমুদাদয়স্ত দ্বৌ দ্বাবায়েয়াদিদিক্পত্য ইতি শেষঃ ॥ ৭৬ ॥

পঞ্চশক্তয়ঃ কুর্মাণ্যোঃ ॥

তথাচ তত্রৈব ।

কুর্মাশ্চ নাগরাজশ্চ বৈনতেয়স্ত্রয়োদশৈশ্চ ॥

ছন্দাংসি সর্বমস্ত্রাশ্চ পীঠরুত্মাস্থিতা ইতি ॥

ত্রয়োদশ ইতি বৈনতেয়বিশেষণং । তস্য ছন্দোময়ত্বাৎ ।

যদ্যপুত্তরখণ্ডবচনং তং পরমব্যোমপুরু তথাপি তৎ-

সাদৃশ্যাগমাগমাদিপ্রসিক্বেশ্চ । শ্রীকৃষ্ণযোগপীঠমপিচ

তত্রজ্জ্যেয়ং । অত্র মোড়শ শক্তয়ঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণে এব

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে পুরস্তাদুদাহরিষ্যমাণ প্রভাসখণ্ডচনাৎ

পুরীর দিক্পাল । অর্থাৎ কুমুদাদি দুইটী করিয়া অগ্নি কোণা-
দির দিক্পতি হইয়াছেন ॥ ৭৬ ॥

ঐ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ॥

কুর্মা, নাগরাজ, দেবদীপ্তর গরুড়, ছন্দ ও মন্ত্র সকল পীঠ-
রূপে অবস্থিত । ত্রয়োদশ এই পদটী গরুড়ের বিশেষণ, যে হেতু
তিনি ছন্দোময় ।

যদিচ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বচন ঐ পরব্যোম অর্থাৎ
বৈকুণ্ঠপর, তথাপি তৎসাদৃশ্য আগমাদিপ্রসিক্বে হেতু শ্রীকৃ-
ষ্ণের যোগপীঠকেও সেই রূপ জানিতে হইবে । এস্থলে সাক্ষাৎ
শ্রীকৃষ্ণেরই ষোলটী শক্তি, পরে কৃষ্ণসন্দর্ভে প্রভাসখণ্ডের
যে বচন উদাহরণ দেওয়া হইবে সেই বচন প্রযুক্ত ত্রুতা,

প্রভালস্থিষ্ঠাদয় এব বা ক্ষেয়া ইতি ॥ ৭৭ ॥

স্বৈঃ স্বরূপভূতৈরৈশ্বর্যাদিভিসু ক্তং । ইতরত্র যোগিষু
অক্ৰবৈঃ আগন্তুকনশ্বরৈঃ । তৎপ্রসাদাদেব কদাচিত্তদা-
ভাসরূপতয়েব প্রাপ্তৈরিত্যর্থঃ । স্বস্বরূপ এব ধামনি
ক্রীবৈকুণ্ঠে রমমাণঃ অতএবেশ্বরং । কথমপি পরাধীন-
সিদ্ধত্বাভাবাৎ ॥ ৭৮ ॥

তদ্বশেনেতি ১ যৎ পদাস্বজং পারমহংসেন পথাধিগম্যত
ইতি সচ্চিদানন্দঘনং তস্য ব্যনক্তি । স্বং প্রীয়মাণমিতি
তং ব্রহ্মাণং ভগবান্ বভাষে । প্রজাবিসর্গে কার্যে নিজস্য

আলম্বিনী প্রভৃতি শক্তি সকলকেও জানিতে হইবেক ॥ ৭৭ ॥

পূর্বোক্ত দ্বিতীয় স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে ।

স্বৈঃ পদের অর্থ স্বরূপভূত ঐশ্বর্যাসমূহে যুক্ত, ইতরত্র
যোগি সকলে অক্ৰব অর্থাৎ আগন্তুক নশ্বর ঐশ্বর্যাসকলে
সম্পন্ন অর্থাৎ ভগবানের অনুগ্রহাধীনই কখন তাহা আভাস
রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । “স্ব এব ধামন্” ইহার অর্থ এই
যে স্বীয় স্বরূপভূত বৈকুণ্ঠধামেই রমমাণ । অতএব তিনি
ঈশ্বর, কোন ক্রমেই পরাধীন হয়েন না ॥ ৭৮ ॥

“তদ্বশেনেতি” ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে । ইহার
চরণাস্বজে পারমহংস্য পথদ্বারা গম্য হয়, এতদ্বারা তাঁহার
সচ্চিদানন্দঘনত্ব প্রকাশ করিলেন ॥

“তং প্রীয়মাণমিতি” ঐ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে ।
প্রজাসৃষ্টি কার্যে নিজের অংশস্বরূপ পুরুষের আশ্রয়ণ্য

স্বাংশভূতস্য পুরুষস্য শাসনেহর্ষণং যোগ্যং ।

নমসৌ পুরুষ এব তমমুগ্ধাতু শ্রীভগবতন্ত পরাবন্দ্যাতেন
প্রাকৃতসৃষ্টিকর্তা। সংবন্ধোহপি ন সম্বন্ধ ইত্যশঙ্ক্য তস্য
ভক্তবাৎসল্যাতিশয় এবায়মিত্যাহ । প্রিয়ং তস্মিন্ প্রেম-
বস্তং । যতঃ সোহপি প্রিয়ঃ প্রেমবশঃ । তত্রাপি প্রীয়-
মাণমিতি প্রীতমনা ইতিচ বিশেষণং তদানীং প্রেমোন্মাদা-
তিশয়দোষাতকং । তং প্রতি ভগবচ্ছিহ্নদর্শনে তস্যাপি
তত্র প্রীত্যাতিশয়ং ব্যঞ্জয়তি ঐষৎস্মিতরোচিষা গিরেতি
করে স্পৃহমিতিচ । অস্য শ্রীকৃষ্ণোপাসকত্বং শ্রীগোপাল-

ব্রহ্মাকে কহিলেন । অহে । যদি বল, ঐ অংশস্বরূপ পুরুষই
ব্রহ্মাকে অনুগ্রহ করুন, শ্রীভগবান্ নিগুণ তুরীয় পদার্থ, একা-
রণ প্রাকৃত সৃষ্টিকর্তার সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহা সম্বন্ধ
নয়, এই আশঙ্কায়, ইহা তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের আতিশয়
মাত্র, এই বিষয়ে বলিতেছেন “প্রিয়ং” অর্থাৎ ঐ ব্রহ্মার প্রতি
অতিশয় প্রেমবান্, যে হেতু তিনিও প্রিয়, অর্থাৎ প্রেমের
অধীন । তাহাতেও প্রীয়মাণ এবং প্রীতমনা এই দুইটি বিশেষণ
তৎ কালীন প্রেমের অতিশয় উল্লাস প্রকাশ করিতেছে ।
ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের প্রীতিচিহ্ন দর্শনে, ব্রহ্মারও ভগবানের
প্রতি অতিশয় প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছিল, ইষৎ হস্ত্য বশতঃ
শাভাশালি বাক্য দ্বারা তথা হস্তদ্বারা হস্তস্পর্শ করিয়া এই
ই পদে বোধ করাইতেছে ॥

অপর শ্রীগোপালতাপনীর বাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, এই

তাপনী বাক্যেন দর্শিতং ॥ ৭৯ ॥

তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥

তত্র ব্রহ্মা ভবদ্ভূয়শ্চতুর্বেদী চতুর্মুখঃ ।

স হ্রতো ভগবচ্ছক্ত্যা তৎকালং কিল চোদিতঃ ।

দিস্মৃক্ষায়াং মতিক্ষত্রে পূর্বসংস্কারসংস্কৃতাং ।

দদর্শ কেবলং ধ্বান্তং নানাং কিমপি সর্বতঃ ।

উবাচ পুত্রতন্তুস্মৈ তস্মা দিব্যা সরস্বতী ।

কামঃ কৃষ্ণায় গোবিন্দ ও গোপীজন ইত্যপি ।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন ॥ ৭৯ ॥

ঐ প্রকার ব্রহ্মসংহিতাতেও বর্ণিত আছে ॥

ভগবানের নাভি হইতে যে পদ্ম উৎপন্ন হইল তাহা চতুর্বেদ স্বরূপ চতুর্মুখবিশিষ্ট ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন তিনি জন্মগ্রহণ করত তখন ভগবৎ শক্তি দ্বারা প্রেরিত হই পূর্বে যে সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই সংস্কারদ্বারা সংস্কৃতা অর্থাৎ অভ্যাসপ্রাপ্ত সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । কিন্তু তৎকালে কেবল অন্ধকারময় জগৎ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান নাই ।

ব্রহ্মাকে চিন্তিতমনা অবলোকন করিয়া ভগবান্ পর পুরুষ দৈববাণীতে তাঁহাকে তাহার পূর্বোপাস্য উপাসক মন্ত্ররাজ উপদেশ করিলেন । ভো ব্রহ্মন্ ! “আমি তোমার প্রতি রূপা করিয়া তোমার পূর্ব্বারাধিত মন্ত্র স্মরণ করিতেছি, “কামবীজপূর্ব্বক কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজ

বল্লভায় প্রিয়াবহ্নেরয়ং তে দাস্ত্যতি প্রিয়ং ।

তপ ত্বং তপ এতেন তব সিদ্ধিৰ্ভবিষ্যতি ।

অথ তেপে স সূচিরং গ্রীণন্ গোবিন্দমব্যয়মিত্যাदि ॥ ২ ॥৯

শ্রীশুকঃ ॥ ৮০ ॥

অথ সা ভগবত্তাচ নারোপিতা কিস্তু স্বরূপভূতৈবেত্যে-
তমর্থং পুনর্বিশেষতঃ স্থাপয়িতুং প্রকরণ্যন্তরমারভ্যতে ।

তত্র বস্তুনস্তস্য শক্তিত্বমাহ !

বেদ্যং বাস্তুবমত্র বস্ত্বিত্যস্ত বিশেষণাভ্যাং শিবদং

বল্লভায় বহ্নিজায়ান্ত অর্থাৎ “ক্লীং কৃণায় গোবিন্দায় গোপীজন-
বল্লভায় স্বাহা” এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র উপাসনা কর, ইনি
তোমার প্রিয় বিধান করিবেন ॥

পরম আকাশসমুত বাকে ভগবান্ ব্রহ্মাকে এই উপদেশ
করিলেন যে, তুমি তপস্যা কর, তোমার অভিলাষিত ফলসিদ্ধি
হইবে। আকাশবাণী শ্রবণানন্তর জগদ্বিধাতা সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন
করিবার নিমিত্ত স্বীয় আসন পদ্মোপরিপউবিষ্ট হইয়া একান্ত
ভাবে বহু কাল ব্যাপিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৮০

অনন্তর এই ভগবদ্ব আরোপিত নহে, ইহা স্বরূপভূত,
অঃএব পুনরায় বিশেষ করিয়া এই গত স্থাপন করিবার নিমিত্ত
অঙ্গ প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন ।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে

শ্রীব্যাসবাক্য যথা ॥

“বেদ্যং বাস্তুবমত্র বস্তু” ইহার শিবদ ও তাপত্রয়োন্মূলন

তাপত্রয়োন্মূলনমিতি ॥ ৮ ॥

শিবং পরমানন্দঃ তদানং স্বরূপশক্ত্যা । তাপত্রয়ং মায়া-
শক্তিকার্য্যং তদুন্মূলনং চ ত্রৈবে ত ॥ ১১ ॥ শ্রীব্যাংসঃ ॥ ৮১ ॥

তেচ মায়াশক্তিস্বরূপশক্তী পরস্পরবিরুদ্ধে তথা তয়ো-
বৃত্তয়শ্চ স্বস্বগণ এব পরস্পরবিরুদ্ধা অপি বহ্যঃ ।

তথাপি তুসামেকং নিধানং তদেবেতাহ ।

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ

বিবাদসম্বাদভূবো ভবন্তি ।

এই দুই বিশেষণদ্বারা এস্থলে সেই বস্তুর শক্তিস্বরূপ কহিয়া-
ছেন ॥ ৮ ॥

শিব শব্দের অর্থ পরম আনন্দ স্বরূপশক্তি দ্বারা তাহাই
দান করেন । তাপত্রয় শব্দের অর্থ মায়াশক্তির কার্য্য, এ
স্বরূপশক্তি দ্বারাই উন্মূলন করেন ॥ ৮১ ॥

সেই মায়াশক্তি ও স্বরূপশক্তি পরস্পরবিরুদ্ধ, তথা এ
দুইয়ের বৃত্তিসবলও পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও স্বীয় স্বীয় গণে
বহু হইলেও, তথাপি তাহাদের একমাত্র সেই ভগবানই
আশ্রয়, এই বিষয় কহিতেছেন ॥

৬ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে শ্রীপুরুষোত্তমের এটি
দণ্ডের স্তুতি যথা ॥

সাঁহার মায়া ও বিদ্যাশক্তি সকল বিবাদকারি বাদি-
দিগের নিকট কখন বিবাদের কখন বা সম্বাদের স্থান হইয়া

কুর্দন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং

তস্মৈ নমোহিনন্তুগায় ভূম্নে ॥ ৯ ॥

স্পষ্টং ॥ ৬ । ৪ ॥ দক্ষঃ শ্রীপুরুষোত্তমং ॥ ৮২ ॥

তথা ॥

যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ'নিশং পতন্তি

বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্যা ।

তদ্বদ্বা বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-

মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রাপদ্যে ॥ ১০ ॥

আনুপূর্ব্যা স্ববর্গে উত্তমমধ্যমকনিষ্ঠভাবেন বর্তমানা

বিবিধশক্তয়ঃ প্রায়ঃ পরস্পরং বিরুদ্ধগতয়োহপি

ধাকে এবং সেই সকল বাদিদিগের আত্মাতে মুহূর্হুঃ মোদ

উপস্থিত করিয়া দেয়, সেই অনন্ত গুণে অলঙ্কৃত পরমপুরুষ

ভগবান্কে আমি নমস্কার করি ॥ ৯ ॥ ৮২ ॥

উক্ত রূপ ৪ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে ভগবান্ পুষ্টি-
গর্ত্তের প্রতি ধ্রুবের বাক্য যথা ॥

অহো! যাহাদের গতি পরস্পর বিরুদ্ধ এবং যাহাদের
শক্তি বিবিধ প্রকার, সেই সকল বিদ্যাাদি নিরন্তর যথাক্রমে
যাঁহা হইতে উদ্ভাবিত হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই এই
বিশ্বের উৎপাদক, তিনি অখণ্ড, অনাদি, অবিকার এবং আনন্দ-
মাত্র, অদ্য আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য । উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাব দ্বারা স্বীয় বর্গে
আনুপূর্ব্বিক বিবিধ শক্তি সকল প্রায় পরস্পর বিরুদ্ধ গতি

যস্মিন্ যদাজিত্য অনিশং পতন্তি স্বস্বব্যাপারং কুর্কন্তি
॥ ৪ ॥ ৯ ॥ ধ্রুবঃ শ্রীপৃষ্ণিগব্র্তঃ ॥

তথা ॥

সর্গাদি যোহস্যানুরূপাঙ্কি শক্তিভি-

র্জ্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ ।

তস্মৈ সমুদ্রবিরুদ্ধশক্তয়ে

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে ॥ ১১ ॥

অনুরূপাঙ্কি কৰোতি ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ো বিদ্বয়ং ।

তামামচিন্ত্যত্বমাহ । আত্মেশ্বরোহতর্কাসহস্রশক্তিরিতি ।

হইয়াও বাঁহাকে আজয় করিয়া নিরস্তুর পতিত হইতেছে
অর্থাৎ স্ব স্ব ব্যাপার করিতেছে ॥

উক্ত প্রকার ৪ স্কন্ধে ১৭ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে মৈত্রেয়
ঋষি বিদ্বয়কে পৃথুর প্রতি পৃথিবীর বাক্য কহিয়াছেন যথা ।

আপনার শক্তিস্বরূপ যে সকল মহাত্মত, ইন্দ্রিয়, দেবতা
বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি না
করিতেছেন, আপনি সেই পুরুষ, আপনকার শক্তি অচিন্ত্য
আমি কেবল আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

এই শ্লোকে রূপাঙ্কি ক্রিয়ার করিতেছেন এই অর্থ ॥

এ সকল শক্তির অচিন্ত্যত্ব কহিতেছেন ।

৩ স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে কপিলদেবের প্রতি
শ্রীদেবহুতির বাক্য যথা ।

তুমি জীবসকলের ঈশ্বর, তোমার সহস্র শক্তি, তা

১২ ॥ স্পষ্টং ॥

উক্তং চাচিন্ত্যত্বং শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাদিত্যাদৌ ।

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হীত্যাদৌ চ ॥ ৩ ॥ ৩৩ ॥ ৮৩ ॥

শ্রীদেবহূতিঃ কপিলদেবং ।

শক্তিস্তৎস্বাভাবিকরূপত্বমাহ ।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিদেকমাদৌ

সূত্রং মহানহমিতি প্রবদাস্তু জীবং ।

সমুদায় তর্কের গোচর হয় না ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমপাদে “শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বং” এই অষ্টাবিংশতি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সগুণ নিগুণত্বাদি শ্রুতির অর্থাৎ শ্রবণের বেদোক্ত শব্দই মূল । তথা “আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি” এই উনবিংশ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে পরমাত্মার শক্তি সকল বিচিত্র, জীবের তজ্রূপ নহে, এই দুই সূত্রে ভগবৎ শক্তি সকলের অচিন্ত্যত্ব কথিত হইয়াছে ॥ ৮৩ ॥

শক্তির এবং ভগবানের স্বাভাবিক রূপ বলিতেছেন ॥

১১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে নিমিরাজের প্রতি পিপ্পলায়নের বাক্য যথা ॥

৩৭ শ্লোকের তাৎপর্য্যে এরূপ অনুভব হইতেছে যে, প্রণাণের অবিষয় প্রযুক্ত ব্রহ্ম নাই এই রূপ প্রসক্তি হইল, অতএব সমাধান পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্ ! সৃষ্টির পূর্ব্ব একমাত্র ব্রহ্ম, সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান রূপে উক্ত

জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি-

ব্রহ্মৈব ভাতি সদসীচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মৈব উরুশক্তি অনেকাত্মকশক্তিগুণ্ডাতি এব কারণ
ব্রহ্মণ এবস্যা শক্তি ন তু কল্পিণেতি স্বাভাবিকরূপত্ব
শক্তের্বোদগতি ॥

তত্র হেতুঃ যৎ ব্রহ্ম সৎ সূক্ষ্মং কার্যং পৃথিবাদিরূপং ।
অসৎ সূক্ষ্মং কারণং প্রকৃতিাদিরূপং । তয়োর্বাহিরঙ্গ-
বৈভবয়োঃ পরং স্বরূপবৈভবং শ্রীবৈকুণ্ঠাদি রূপং ।
তটস্থবৈভবং শুদ্ধজীবরূপত্ব । অন্যথা তত্তদ্ভাবসিদ্ধিঃ ।

হয়েন, পরে তিনি জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি দ্বারা মহান্ বলিয়া উক্ত
হয়েন, তৎপরে অহঙ্কারাত্মক জ্ঞান রূপে কথিত হয়েন, যে
হেতু সেই উরুশক্তি ব্রহ্মই কার্য কারণ এবং তদুভয়েরও
কারণ হয়েন ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য । ব্রহ্মই উরুশক্তি অর্থাৎ অনেকাত্মক শক্তি-
বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন । এব শব্দ প্রয়োগদ্বারা
ব্রহ্মেরই সেই শক্তি, উহা কল্পিত নহে । এতদ্বারা শক্তির
স্বাভাবিকরূপত্ব বোধ করাইতেছে । তদ্বিময়ে হেতু এই যে ।
যে ব্রহ্ম, সৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম পৃথিবী প্রভৃতি কার্যরূপ । এবং
অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম প্রকৃতি প্রভৃতি কারণরূপ, এই দুই বহি-
রঙ্গ বৈভবের পর অর্থাৎ স্বরূপবৈভব শ্রীবৈকুণ্ঠাদি রূপ
তথা তটস্থ বৈভব শুদ্ধ জীবরূপও হয়েন । তাহা না হইলে
অর্থাৎ ঐ সকল ব্রহ্ম না হইলে সেই সেই ভাবের সিদ্ধি
হইত না । যদি বল সেই সেই ভাবের রূপ কি ? এই প্রে-

কিংরূপতয়া তত্ত্বরূপং তত্রাহ ঐ জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপ
তয়া । মহাদাদিলক্ষণজ্ঞানশক্তিরূপত্বেন সূত্রাদিলক্ষণ-
ক্রিয়াশক্তিরূপত্বেন তন্মাত্রাদিলক্ষণার্থরূপত্বেন । প্রকৃতি-
লক্ষণতত্ত্বং সর্বাঙ্গিকরূপত্বেন তয়োঃ পরং । তত্র স
পুরুষার্থস্বরূপং সর্বৈবভবং ভগবদাখ্যং চিদ্বস্তু । তদনুগত-
ত্বাচ্ছুদ্ধজীবাখ্যং চিদ্বস্তু চ । এতেন জ্ঞানক্রিয়াদি রূপে-
ণোরুশক্তিত্বং ব্যঞ্জিতং ॥ ৮৪ ॥

শক্তেঃ স্বাভাবিকস্বরূপত্বং সুপ্রমাণং স্পষ্টয়তি ।

আদৌ যদেকং ব্রহ্ম তদেব সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিৎ

কহিতেছেন, জ্ঞান, ক্রিয়া, অর্থ ও ফলরূপ দ্বারা অর্থাৎ মহ-
ত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানশক্তি দ্বারা সূত্রাদিরূপ ক্রিয়াশক্তি দ্বারা,
তন্মাত্রাদি অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি অর্থরূপ দ্বারা, প্রকৃতি
রূপ সেই সেই মহাদাদি সকলের ঐক্যরূপ দ্বারা এবং সৎ
অসৎ স্বরূপ ফলরূপ দ্বারা সেই ব্রহ্ম ঐ দুই স্থূল সূক্ষ্মের পর ॥

তন্মধ্যে পুরুষার্থস্বরূপ, সর্বৈবভব ভগবন্মামক চৈতন্যবস্তু
এবং তাঁহার অনুগত প্রযুক্ত শুদ্ধ জীবনামক চৈতন্য বস্তু এই
দুইকে ফল বলাযায় । এই জ্ঞান ক্রিয়াদি রূপ দ্বারা ব্রহ্মের
বহু শক্তিত্ব প্রকাশ হইল ॥ ৮৪ ॥

শক্তির স্বাভাবিক স্বরূপত্ব প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট করিছেন ॥

আদিতে যে এক ব্রহ্ম, তিনিই সত্ত্ব রজ স্তমঃ এই ত্রিগুণ
স্বরূপ প্রধান । তৎপরে ক্রিয়াশক্তি দ্বারা সূত্র এবং জ্ঞান

প্রধানং । ততঃ ক্রিয়াশক্ত্যা সূত্রং জ্ঞানশক্ত্যা মহানিতি
 ততোহহমহঙ্কার ইতি তদেবচ জীবঃ শুদ্ধস্বরূপঃ জীবা-
 ত্মানঃ । তদুপলক্ষণং বৈকুণ্ঠাদি বৈভবঞ্চ প্রবদন্তি বেদাঃ ।
 তে চ সদেব সৌম্যোদমগ্র আদীদিত্যাद्याঃ । আদাবেকং
 ততস্তদ্রূপত্বমিতি স্বাভাবিকত্বমেব শক্তেরায়াতং । অন্যাস্য
 অসম্ভাবেনোপাধিকছাযোগাৎ স্বরূপবৈভবস্যঙ্গপ্রত্যক্ষবৎ
 নিত্যসিদ্ধত্বংপি সূর্য্যসত্তয়া তজ্জ্যোতিঃ পরমাণুরূপস্যেব
 তৎসত্তয়া লক্ষণতাকত্বাত্তদুপাদানকত্বং তদাদিকত্বঞ্চ

শক্তি দ্বারা মহান্ । তদনন্তর অহঙ্কার, ঐ অহঙ্কারই জীব
 অর্থাৎ শুদ্ধ স্বরূপ জীবাত্মা । ঐ শুদ্ধ জীবাত্মা উপলক্ষিত
 বৈকুণ্ঠাদি ঐশ্বর্য্য, বেদ সকল এই রূপ বলেন ॥

বেদের উক্তি এই যে ॥

হে সৌম্য ! অগ্রে এই জগৎ সং অর্থাৎ ব্রহ্মরূপেই
 ছিল । ইত্যাদি । প্রথমে এক, তৎপরে মহাদাদি রূপত্ব, এত-
 দ্বারা শক্তির স্বাভাবিকত্ব প্রাপ্তি হইল । অন্যের অর্থাৎ মহাদা-
 দির অসম্ভাব দ্বারা ঐ ব্রহ্মের উপাধি না থাকায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
 ভূল্য স্বরূপ বৈভবের নিত্যসিদ্ধত্ব হইলেও যেমন সূর্য্যের
 বিদ্যমানতা দ্বারা তাঁহার রশ্মি পরমাণু সকলের সত্তা লাভ
 হয়, তাহার ন্যায় তদীয় সত্তা দ্বারা মহান্ প্রভৃতি সত্তা লাভ
 করায় তদুপাদানকত্ব এবং তদাদিকত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মই তাহাদের
 উপাদান ও ব্রহ্মই তাহাদের আদি হইয়াছেন ॥

স্যাৎ যস্য ভাসা সর্বমিদং বিস্তাতি ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৮৫ ॥

শক্তের চিন্তাত্মক স্বাভাবিকত্ব চোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥
নিগুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ । কথং সর্গাদি-
কর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে । ইতি মৈত্রেয়প্রশ্নানস্তরং
শ্রীপরাশর উবাচ । শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞান-
গোচরাঃ । যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা তাবশতয়ঃ ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য শ্বযথোক্ততেতি । অত্র
শ্রীধরস্বামিটীকাচ । তদেবং ব্রহ্মণঃ সৃষ্টাদিকর্তৃত্ব-

শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যাহার দীপ্তি এই সমুদায় মহাদা-
দিকে প্রকাশ করিতেছে ॥ ৮৫ ॥

শক্তির অচিন্ত্যত্ব ও স্বাভাবিকত্ব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত
হইয়াছে যথা ॥

যিনি নিগুণ, পরিচ্ছেদ শূন্য, শুদ্ধ ও নির্মল স্বরূপ, সেই
ব্রহ্মের কি প্রকারে সৃষ্টাদি কর্তৃত্ব স্বীকার করা যাইতে
পারে । মৈত্রেয় মুনি এই রূপ প্রশ্ন করিলে পরাশর কহিলেন
হে তাপসশ্রেষ্ঠ ! যে হেতু সমুদায় বস্তুর শক্তি সকল অচিন্ত্য-
জ্ঞানের গোচর, সেই সেই হেতু ব্রহ্মেরও সৃষ্টি প্রভৃতি ভাব
শক্তি সকল অচিন্ত্য জ্ঞানের গোচর, যেমন অগ্নির উষ্ণতা শক্তি
অনুভব করা যায় না তদ্রূপ ।

এই স্থলে শ্রীধরস্বামী টীকাতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অত-
এব এই প্রকারে ব্রহ্মের সৃষ্টাদি কর্তৃত্ব উক্ত হইল । ইহাতে

মুক্ত । তত্র শঙ্কতে নিগুণস্যোতি সত্বাদিগুণরহিতস্য
অপ্রমেয়স্য দেশকালাদপরিচ্ছিন্নস্য শুদ্ধস্য অদেহস্য সহ-
কারিশূন্যস্যোতি বা । অমলাস্থানঃ পুণ্যপাপ সংস্কারশূন্যস্য
রাগাদিশূন্যস্যোতি বা এবম্ভূতস্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদি-
কর্তৃত্বমিষ্যতে । এতদ্বিগল্ফণস্যৈব লোকে ঘটাদি-
কর্তৃত্বাদিদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

পরিহরতি শঙ্কয় ইতি সার্দ্ধেন । লোকেহি সর্বেষাং
ভাবানাং মণিমস্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ
অচিন্ত্যাঃ তর্কাসহং যৎজ্ঞানং কার্যান্যথানুপপত্তি-
প্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি । যদ্বা । অচিন্ত্যা ভিন্না

এই বিতর্ক উপস্থিত হইতেছে । অহে ! যিনি নিগুণ অর্থাৎ
সত্বাদি গুণ রহিত, অপ্রমেয় অর্থাৎ দেশ কালাদি পরিচ্ছিন্ন
শূন্য, শুদ্ধ অর্থাৎ দেহরহিত অথবা সহকারিশূন্য এবং অম-
লাস্থ্য অর্থাৎ পাপ পুণ্য সংস্কার শূন্য, কিন্তু রাগাদিশূন্য
এতাদৃশ সেই ব্রহ্মের কি প্রকারে সৃষ্টিাদির প্রতি কর্তৃত্ব
স্বীকার করা যায়, যে হেতু 'এই রূপ লক্ষণরহিত ব্যক্তিরই
লোক মধ্যে ঘটাদি নির্মাণ বিষয়ে কর্তৃত্ব দেখিতেছি ॥ ৮৬ ॥

বিতর্কের সমাধান করত "শক্তয়ঃ" এই সার্দ্ধ শ্লোকে
কহিতেছেন । সংসারমধ্যে মণিমস্ত্রাদি পদার্থ সমূহের
শক্তি সকল অচিন্ত্য জ্ঞান গোচর অর্থাৎ অচিন্ত্য শব্দে
তর্কের অগোচর যে জ্ঞান কার্যের অন্য প্রকার অসঙ্গতি

ভিন্নত্বাদিনিকল্লৈশ্চিস্ত্যিতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তি-
জ্ঞানগোচরাঃ সন্তি । যত এবং, অতো ব্রহ্মণোহপি ভাস্ত্বা
বিবিধা শক্তয়ঃ স্বার্থাদিহেতুভূতা ভাবশক্তয়ঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ
শক্তয়ঃ সম্ভাব্য পাবকস্য দাহকত্বাদিশক্তিবৎ, অতো
গুণাদিহীনস্যপি অচিন্ত্যশক্তিমত্বাদ্ভ্রমঃ সর্গাদিকর্তৃত্বং
ঘটতে ইত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

শ্রুতিশ্চ ॥

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যাতে

ন তৎসমশ্চাভাদিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্মা শক্তির্বিবিন্ধৈব শ্রুয়তে

প্রমাণস্বরূপ ঐ সকল শক্তি তাঁহারই গোচর হয় । অথবা
অচিন্ত্য অর্থাৎ ভিন্ন অভিন্ন প্রভৃতি বিবিধ কল্পনাদ্বারা চিন্তা
করিবার নিমিত্ত অসমর্থ হেতু কেবল অর্থাপত্তিজ্ঞানের গম্য
হয়, যখন এই প্রকার হইল, তখন ব্রহ্মেরও সেই প্রকার বিবিধ
শক্তি সকল অর্থাৎ সৃষ্টিপ্রভৃতির হেতুভূত ভাবশক্তি সকল
অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ শক্তিসকল আছে ।
অতএব গুণাদিহীন, অচিন্ত্য শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মেরও সৃষ্টিপ্রভৃতি
কার্য্যে কর্তৃত্ব সম্ভব হয় ॥ ৮৭ ॥

এই বিষয়ে শ্রুতি যথা ॥

ব্রহ্মের কার্য্য নাই, করণও নাই, তাঁহার সমান বা তাঁহা
অপেক্ষা অধিকও দৃষ্ট হয় না । তাঁহার স্বাভাবিক নানা প্রকার

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।

মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাম্মাণিস্থ মহেশ্বরমিত্যাদেঃ ।
যদ্যেবং যোজনা । সর্বেষাং ভাবানাং পাবকসৌক্ষতা-
শক্তিবদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব । ব্রহ্মণঃ
পুনস্তাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ পরাস্য শক্তি-
বিবৈধৈবশ্রুয়তে ইতি শ্রুতেঃ । অতো মণিমস্ত্রাদিভি-
রগ্নৌক্ষবম কেনচিদিহস্তং শক্যন্তে । অতএব তস্য নিরঙ্কুশ-
মৈশ্বর্যং । তথাচ শ্রুতিঃ । স বা অয়মস্যা বশী সর্বমেশ্যানঃ
সর্বস্যাধিপতিরিত্যাদিঃ । যত এবং ততো ব্রহ্মণো হেতোঃ

পরশক্তি তথা জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াশক্তিও শ্রুত আছে ॥

মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়াবিশিষ্টকে মহেশ্বর জানিবে
ইত্যাদি । যদি এই প্রকার যোজনা হইল, তাহা হইলে
অগ্নির উষ্ণতাশক্তির ন্যায় সমস্ত বস্তুর অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর
শক্তিসকল আছে । অতএব ব্রহ্মের সেই স্বাভাবিক স্বরূপের
অভিন্ন শক্তি সকল সিদ্ধ হইল, যে হেতু শ্রুতিতে বলিয়াছেন,
ইহার বিবিধ প্রকার পরা শক্তি শ্রুত হইয়াছে । এই কারণ
মণিমস্ত্রাদি দ্বারা অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় তাঁহার শক্তিসকলকে
কেহ বিনষ্ট করিতে পারে না । অতএব তাঁহার ঐশ্বর্য্য নির-
ঙ্কুশ অর্থাৎ বাধাশূন্য, এই বিষয়ে শ্রুতি এই যে, সেই এই
ব্রহ্ম এই জগতের বশকারী, সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের
অধিপতি ইত্যাদি । যখন শ্রুতিতে এই রূপ বর্ণন করিলেন,

সর্গাদ্যা ভবন্তি নাত্র কাচিদনুপপত্তিরিত্যেবা ॥ ৮৮ ॥

অত্র প্রশ্নঃ । সোহয়ং ব্রহ্ম খলু নির্বিশেষমেবেতি
পক্ষমাপ্তিত্য । পরিহারস্ত সৰ্বিশেষমেবেতি পক্ষমাপ্তিত্য
কৃত ইতি জ্ঞেয়ং । অতএব প্রশ্নে শুদ্ধস্যোত্যাভাদেহস্যে-
ত্যাদি ব্যাখ্যাং । শুদ্ধং হত্র কেবলত্বং মতং । তচ্চ
যুক্তং, পরিহারে ব্রহ্মণি শক্তিস্থাপনাং, পূর্বপক্ষমতে
ব্রহ্মণি শক্তিরপি নাস্তীতি গম্যতে ততঃ প্রশ্নবাক্যো-
হপ্যেবমর্থান্তরং জ্ঞেয়ং ॥ ৮৯ ॥

নিগুণস্য প্রাকৃতগুণরহিতস্য অতএব প্রমাণাগোচরস্য

তখন এই ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টিাদি হইয়া থাকে । এই রূপ
হইলে এস্থলে কোন অনুপপত্তি অর্থাৎ অসঙ্গতি নাই ॥ ৮৮ ॥

সেই এই ব্রহ্ম নির্বিশেষই, এই পক্ষ আশ্রয় করিয়া
এস্থলে প্রশ্ন । তিনি বিশেষ, এই পক্ষ আশ্রয় করিয়া সমাধান
করা হইয়াছে, ইহা জানিতে হইবেক, অতএব প্রশ্নে শুদ্ধ
সত্ত্বের, এই স্থলে দেহরহিতের এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,
শুদ্ধ এই স্থলে কেবলত্ব বলিয়া সম্মত । ইহা উপযুক্ত । শক্তি-
স্থাপন হেতু ব্রহ্মে পরিহার হইয়াছে । পূর্ব পক্ষ মতে ব্রহ্মে
শক্তিমাত্র নাই ইহাই বোধ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্ন-
বাক্যেও এই প্রকার অর্থান্তর জানিতে হইবে ॥ ৮৯ ॥

ব্রহ্ম নিগুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণরহিত, অতএব প্রমাণের

তত এবামলাগ্ননোহপি শুদ্ধস্য নহু স্ফটিকাদেৱিষ পর-
 ছায়াহন্যথাদৃষ্টস্য তদেবং নিৰ্বিশেষতামবলম্ব্য প্রাপ্তে
 সিদ্ধে পরিহারে তু প্রথমযোজনায়াং নিৰ্বিশেষপক্ষমনা-
 দৃত্য ব্রহ্মণি কর্তৃত্ব প্রতিপত্ত্যর্থং শক্তয়ঃ সাধিতাঃ । দ্বিতীয়-
 যোজনায়াং তত্রৈব বিশেষপ্রতিপত্ত্যর্থং যথা জলাদিষু
 কদাচিচ্ছৃতা দিকমাগন্তুকং স্যান্তথা ব্রহ্মণি ন স্যাদিতি
 নির্দ্ধারিতং ন তৎসমশ্চাভাধিকশ্চ দৃশ্যতে ইতি শ্রুতং ॥১০

তথা মণিমন্ত্রাদিভিরিতি ব্যতিরেক এব দৃষ্টান্ত ইত্যতো

অগোচর ।। সেই হেতুই অমলাগ্না অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মের স্ফটিক-
 কাদির ন্যায় অন্যের প্রভাবারা অন্য প্রকার দৃষ্ট হয়েন না,
 অতএব নিৰ্বিশেষ পক্ষ আশ্রয় করিয়া প্রাপ্ত সিদ্ধ হইয়াছে
 পরিহার অর্থাৎ উত্তরেও তাঁহার শক্তি যে অচিন্ত্য এই প্রথম
 যোজনায নিৰ্বিশেষ পক্ষকে অনাদর করিয়া ব্রহ্মের কর্তৃত্ব
 প্রতিপাদননিমিত্ত শক্তিসকল সাধিত হইয়াছে । তাঁহার শক্তি
 যে স্বতঃসিদ্ধ এই দ্বিতীয়যোজনায তাঁহাতে বিশেষ প্রতিপাদ-
 নিমিত্ত । যেমন জলাদিতে কখন উষ্ণতা দি আগন্তুক হয়, ত্রুদে
 তদ্রূপ হয় না, ইহাই নির্দ্ধারিত হইল । কেন না শ্রুতিতে বলি-
 যাছেন, তাঁহা অপেক্ষা সমান বা তদপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হ-
 .না ॥ ১০ ॥

অপর মণিমন্ত্র দ্বারা এই বাহা উল্লেখ করা হইয়াছে

ব্রহ্মশক্তয়স্ত নান্যেন পরাভূতা ইত্যেতচ্চ দর্শিতং উত্তর-
ত্রচ । স্বরূপশক্তিপ্রভাবমাত্রেন প্রাকৃতসত্ত্বাদিগুণপরিণাম-
রূপসর্গাদিসাধকত্বাদাবেশাভাবেন তদ্বোধস্যালেপশ্চ
দর্শিতঃ । কিন্তু ব্রহ্মপদেন সর্বং খলিদং ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং
ব্যজ্য সত্ত্বাদিগুণময় মায়াযাস্তদনন্যত্বেহপি নিগুণস্যেতি,
প্রাকৃতগুণৈরম্পৃষ্টত্বমঙ্গীকৃত্য তেষাং বহিরগত্বং স্বীকৃতং
তদেতদেব, মায়াঞ্চ প্রকৃতিং বিদ্যাদিত্যেযা শ্রুতিঃ স্বী-

য়াহা এস্থলে ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে । অতএব
ব্রহ্মের শক্তিসকল অন্যাকর্তৃক পরাভূত হয় না ইহাও উত-
ত্র অর্থাৎ প্রথমযোজনায় ও দ্বিতীয়যোজনায় দেখান হইল ॥

অর্থাৎ স্বরূপশক্তির প্রভাবমাত্র দ্বারা প্রাকৃত সত্ত্বাদি
গুণের পরিণামরূপ সৃষ্টাদির সাধক হেতু, আবেশের অভাব
দ্বারা পূর্বকথিত দোষ লিপ্ত হয় না, ইহাও দর্শিত হইল ॥

আরও ॥

ব্রহ্মপদ দ্বারা, নিশ্চয় এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম, এই প্রসিদ্ধ
শ্রুতি প্রকাশ করিয়া তিনি সত্ত্বাদি গুণমায়ার অনন্যত্ব হইলেও,
নিগুণের প্রাকৃত গুণদ্বারা অম্পৃষ্টত্ব অঙ্গীকার করিয়া সেই
মহাদির বহিরগত্ব স্বীকার করা হইল । এই কারণেই মায়া-
কেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, এই শ্রুতি স্বীকার করিয়াছেন ।



চকার। মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ামিতিবদ্যমহেশ্বরাং মায়ায়া বরি
রপায়া আশ্রয় ইতি তাং পরাভূয় স্থিতিরिति
লভ্যতে ॥ ৯১ ॥

তস্যাং পূর্ববদত্রাপি শক্তিমাত্রস্য স্বাভাবিকত্বং মা
দোষাস্পৃষ্টত্বঞ্চ সাধিতং। অতএব প্রয়োগশচাযং। ত্র
স্বাভাবিকশক্তিমং বস্তুত্বাং, অগ্নিবং ব্যতিরেকে শশবিষ
ণাদিবদ্বিতি। শ্রুতৌ চ ॥

প্রথমস্কন্ধে ব্যাসের সমাধিদর্শনে তাঁহার অপাশ্রয়া মায়াকে
দেখিতে পাইলেন, অতএব সেই ব্রহ্ম মহেশ্বর হেতু বহিরঃ
মায়ার আশ্রয়। অপর আশ্রয় এই শব্দে ঐ মায়াকে পরাত
করিয়া অবস্থিত আছেন ইহাও উপলব্ধি হইল ॥ ৯১ ॥

অতএব পূর্বের ন্যায় এস্থলেও শক্তিমাত্রের এবং মা
দোষের অস্পৃষ্টত্ব অর্থাৎ মায়াদোষ স্পর্শ করিতে পারেন
ইহাও সাধিত হইল ॥

ইহার প্রয়োগ এই ॥

ব্রহ্ম স্বাভাবিক শক্তিবিশিষ্ট, তাহার কারণ এই তি
বস্তু। যেমন অগ্নিপদার্থ দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট তদ্রূপ। ব্যতি
রেকে অর্থাৎ অভাবস্থলে যেমন শশশৃঙ্গ, তাহার স্তায় ব্র
অলীক নহেন ॥

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন ॥

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনস্তু মহেশ্বরমিতি ।

ন তস্মাৎকার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে

ন তৎ সমস্তাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাহস্য শক্তির্বহুধৈব ক্ষয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি ॥ ৯২ ॥

ত্রিগীতোপনিষৎস্থচ ॥

জ্ঞেয়ং যন্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জাত্বাহমৃতমম্মুতে ।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সন্তমাসদুচ্যতে ।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তদিত্যাदि ॥ ৯৩ ॥

অত্রেয়ং প্রক্রিয়া ॥

মায়াকে প্রকৃতি জানিবা এবং মায়াবিশিষ্টকে মহেশ্বর জানিবা । তাঁহার কার্য্য নাই, করণ নাই এবং তাঁহার সমান ঃ অধিকও দেখা যায় না । তাঁহার বহুপ্রকার শক্তি শুনা যায় এবং তাঁহার জ্ঞান, বল, ক্রিয়া, এ সকল স্বাভাবিকী অর্থাৎ এসকলই নিত্যস্বরূপ ॥ ৯২ ॥

ভগবদ্‌গীতোপনিষদে যথা ॥

যাহা জানিবার যোগ্য তাহা আমি কহিব, তাহা জানিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় । পরম ব্রহ্ম অনাদি বিশিষ্ট অর্থাৎ তাঁহার আদি নাই । তিনি সৎ ও অসৎ বলিয়া উক্ত হয়েন নাই । তাঁহার সকল দিকেই হস্ত, সকল দিকেই পদ ইত্যাদি ॥ ৯৩ ॥

এই স্থলের এই প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রকার ॥

একমেব তৎ পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বদৈ
স্বরূপতদ্রূপবৈভবজীবপ্রধানরূপেণ চতুর্দ্বাণতিষ্ঠতে
সূর্যাস্তর্মণ্ডলস্থতেজ ইব মণ্ডলতদ্বহির্গতরশ্মিতৎপ্রতি
চ্ছবিরশ্মাদিরূপেণ ॥ ৯৪ ॥

এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥

একদেশস্থিতস্যাজ্যেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগদিতি ॥
যস্য ভাষা সর্বমিদং বিভাতিতি শ্রুতেঃ ॥

এক মাত্র পরম ব্রহ্ম স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা সর্ব
দাই স্বরূপ, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্য, জীব ও প্রধানরূপে চারি প্রকারে
অবস্থিত । যেমন সূর্য্যের অন্তর্গত মণ্ডলস্থ তেজ, মণ্ডল, মণ্ড
লের বহির্গত রশ্মি ও তাহার প্রতিবিম্ব রশ্মি রূপদ্বারা চতুর্বিধ
হয় তদ্রূপ ॥ ৯৪ ॥

এই প্রকারই শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে ॥

যেমন একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না সকলদেশে
বিস্তৃত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় পরব্রহ্মের শক্তি এই জগতে
বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে ॥

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যাহার তেজ দ্বারা এই সমুদায়
জগৎ প্রকাশ পাইতেছে ॥

এস্থলে যদি এরূপ বল, পরম ব্রহ্ম সর্বব্যাপক তাহার
পূর্বোক্ত প্রকার চতুর্দ্বয় রূপে অবস্থিতি সম্ভব হয় না,

অত্র ব্যাপকত্বাদিনা তত্ত্বং সমাবেশাদ্যনুপপত্তিশ্চ শক্তে-
রচিন্ত্যত্বেনৈব পরাহতা । তুর্ঘটঘটকত্বং চাচিন্ত্যত্বং ॥ ৯০ ॥

শক্তিশ্চ সা ত্রিধা । অন্তরঙ্গা তটস্থ্য বহিরঙ্গাচ । তত্রা-
ন্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যায়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদি
স্বরূপবৈভবরূপেণ চাবতিষ্ঠতে । তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয়-
চিদেকাত্মশুদ্ধজীবরূপেণ বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যায়া প্রতিচ্ছবি-
গতবর্ণশাবল্যস্থানীয়-বহিরঙ্গবৈভব-জড়াত্ম-প্রধান-রূপেণচ
ইতি চতুর্দ্ধাত্বং ॥ ৯৬ ॥

ইহার সমাধান করত কহিতেছেন, পরব্রহ্মের শক্তি অচিন্ত্য
এ প্রযুক্ত ঐ অনুপপত্তি নিরস্ত হইল অর্থাৎ অচিন্ত্য শক্তি
দ্বারা সকলই সম্ভব হয়, অচিন্ত্য শব্দের অর্থ এই যে, যাহা
টিনা হয় না তাহা সম্পন্ন করা ॥ ৯৫ ॥

ঐ শক্তি তিন প্রকার, যথা—অন্তরঙ্গা তটস্থ্য ও বহিরঙ্গা ।
মাধ্যো স্বরূপনাম্নী অন্তরঙ্গা শক্তিদ্বারা পরমব্রহ্ম সূর্য্যমণ্ডল
ানীয় পূর্ণ স্বরূপই বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপ ঐশ্বর্য্যরূপে অবস্থিত
য়েন । জীবনাম্নী তটস্থ্য শক্তি দ্বারা রশ্মিস্থানীয় চিন্ময় শুদ্ধ-
ব রূপে অবস্থিত হয়েন এবং মায়া নাম্নী বহিরঙ্গা শক্তি
দ্বারা প্রতিবিম্বগত বর্ণশাবল্য অর্থাৎ মলিন বর্ণ স্থানীয় তদায়
হিরঙ্গ ঐশ্বর্য্য জড় স্বরূপ প্রধান (প্রকৃতি) রূপে অবস্থিত
য়েন । পরম ব্রহ্মের এই চারি প্রকারে অবস্থান হয় ॥ ৯৬ ॥

অতএব তদাত্মকত্বেন জীবস্যৈব তটস্থশক্তিত্বং প্রধানম
 মায়াস্তূত্বমভিপ্রেত্য শক্তিত্রয়ং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে গণিত
 বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাহি পরা ।
 অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞাহন্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ইতি ।
 তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা ।
 সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥ ইতি ।
 অবিদ্যা কর্ম কার্য্যং যদ্যাঃ সা তৎসঙ্গা মায়েত্যর্থঃ ।
 যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা তথাপ্যস্যা তটস্থশক্তির্ময়
 জীবমাবরিত্বং সামর্থ্যমন্তীত্যাহ তয়েতি । তারতম্যে

অতএব তটস্থ শক্তি স্বরূপত্ব প্রযুক্ত জীবেরই ত
 শক্তিত্ব, আর প্রধানের মায়ার অন্তর্ভূতত্ব অভিপ্রায় কা
 বিষ্ণুপুরাণে তিন শক্তি গণনা করিয়াছেন যথা । বিষ্ণুশক্তি
 পরা অর্থাৎ অন্তরঙ্গা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাকে অপরা অর্থাৎ তা
 বলিয়া কথিত হইয়াছে, আর অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞা অন্তা অ
 মায়ী, পণ্ডিতগণ এই তিন প্রকার শক্তি ইচ্ছা করেন ।
 ভূপাল ! ক্ষেত্রজ্ঞা জীবশক্তি-মায়ীশক্তি দ্বারা অন্তর্দ্বাপিত হ
 সকল ভূতে তারতম্য রূপে বর্তমান আছেন, । অবিদ্যা
 অর্থাৎ কার্য্য যাহার সেই তন্ময় বিশিষ্টাকে মায়ী বলে ॥
 যদ্যপি ইনি বহিরঙ্গা তথাপি ইহঁার তটস্থ শক্তি য
 জীবকে আবরণ করিবার শক্তি আছে, এই বিষয় বলি
 ছেন যথা । “তয়েতি” এই শ্লোকে তারতম্য রূপে অ

তৎকৃতাবরণস্য ব্রহ্মাদিস্বাবরাভ্যুপলব্ধগুরুভাবেণ বর্ততু
ইত্যর্থঃ ।

তদুক্তং । যয়া সংমোহিতো জীব ইতি যম্মৈবা-
হচিস্ত্যয়া মায়য়া চিদ্রূপতানির্বিকারতাদিগুণরহিতস্য
প্রধানস্য বিকারিত্বং চেতি জ্ঞেয়ং । প্রধানস্য মায়াব্যঙ্গ্যত্বং
চাগ্রে দর্শয়িষ্যতে ॥ ৯৭ ॥

অতএব জীবস্য রশ্মিস্থানীয়ত্বাৎ মণ্ডলবিলক্ষণং মায়া-
ব্যবধানতিরোধাপনীয় বৈভবত্বং যুক্তং । তদনন্তরং চোক্তং
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা তারতম্যেন বর্তত ইতি । অত্রাস্ত

মায়াকৃত আবরণের ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্ত সকলের লঘু গুরু ভাবে
বর্তমান হয় ॥

এই বিষয় উক্ত হইরাছে ॥

প্রথমস্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে যয়া সংমোহিত এই শ্লোকে ।
যে অচিস্ত্য মায়া দ্বারা চিৎস্বরূপতা ও নির্বিকারতাদি
গুণরহিত প্রধানের বিকারিত্ব জানিতে হইবে । প্রধানের মায়া
ব্যঙ্গত্ব অর্থাৎ মায়াত্যাগপর্য্যকত্ব পরে দেখাইব ॥ ৯৭ ॥

অতএব জীবের রশ্মি স্থানীয়ত্ব প্রযুক্ত মণ্ডল হইতে ভিন্নত্ব
ও মায়া ব্যবধান দ্বারা অন্তর্হিত ঐশ্বর্য্যত্ব বুদ্ধিসঙ্গত । তদন-
ন্তর কথিত হইরাছে । মায়াকর্তৃক ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি, লঘু গুরু
রূপে অবস্থিত হয়েন ॥

এস্থলে অন্তরঙ্গত্ব, তটস্থত্ব ও বহিরঙ্গত্বাদি দ্বারাই সেই

- রস্বত্ব তটস্থত্ব বহিরঙ্গত্বাদনৈব তেষামেকান্তানাং তত্ত্বং-
সাম্যং নতু সৰ্ব্বাভিন্নেতি তত্ত্বংস্থানীয়ত্বমেবোক্তং নতু তত্ত্ব-
দ্রূপত্বং । তত্ত্বস্তত্ত্বদোষা অপি নাবকাশং লভন্ত ইতি ॥ ১১
॥ ৩ ॥ শ্রীপিপ্পলায়নো নির্মিঃ ॥ ৯৮ ॥

তদেবং সৰ্ব্বাভিমিলিত্বা চিদচিচ্ছক্তির্ভগবান্ । এব-
মেব পরমেশ্বরত্বেন স্তূয়মানং ব্রহ্মাণং প্রতি হিরণ্যকশিপু-
নাইপুংক্তে । চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায়েতি । চিদ্বস্তনশ্চিদ্বস্তনুরা
শ্রয়ত্বং রশ্ম্যভাসাদি জ্যোতিষো জ্যোতির্মণ্ডলাশ্রয়ত্বমিহ ।

একাত্মক সকলের অর্থাৎ স্বরূপবৈভব জীব প্রধানদিগের
তত্ত্বং বিষয়ে সমতা, কিন্তু সৰ্ব্বপ্রকারে নহে, তত্ত্বং স্থানীয়-
ত্বই উক্ত হইয়াছে তত্ত্বদ্রূপত্ব উক্ত হয় নাই । অতএব তত্ত্ব-
বিষয়ক দোষসকলও প্রবেশ করিতে অবকাশ লাভ করিতে
পারে নাই ॥ ৯৮ ॥

অতএব এই প্রকারে সকল শক্তির সহিত মিলিত হইয়া
ভগবান্ চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট
হইয়াছে । এই প্রকারই সপ্তমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে
পরমেশ্বর রূপে স্তব করত ব্রহ্মার প্রতি হিরণ্যকশিপুও কহি-
য়াছেন । আপনি চিৎ শক্তি (বিদ্যা) এবং অচিৎ শক্তি
(মায়া) এই উভয়ে মিলিত । চিদ্বস্তুর চিদ্বস্তু আশ্রয়ত্ব । যেমন
রশ্ম্যভাসাদি অর্থাৎ চাক্টিক্য ছটা দি তত্রস্থ জ্যোতির্ময়
পদার্থ সকলের জ্যোতির্মণ্ডল আশ্রয়ত্ব তদ্রূপ । অপর অব-

তটস্থাত্মা জীবশক্তি যথাবসরং পরমাত্মসন্দর্ভে বিবরণীয়া ।
 অন্তরঙ্গাত্ম্যবিবরণায় বহিরঙ্গাহপ্যুদ্दिश्याते ॥ ৯৯ ॥
 যেচাহ পরা পরাচেতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রুয়তে ।
 সৰ্বভূতেষু সৰ্ব্বাত্মন্য শক্তিরপরা তব ।
 গুণাশ্রয়া নমস্তম্যৈ শাস্তাত্মৈশ্বরেণব ।
 যাহতীতাগোচরা বাচ্যং মনসাং বাবিশেষণা ।
 জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদা বন্দে তামীশ্বরীং পরামিতি ॥
 সৈমা বহুব্রহ্মীকব জ্ঞেয়া । পরাস্য শক্তির্বহুধৈব শ্রুয়তে
 ইতি শ্রুতেঃ ॥

কাশক্রমে পরমাত্মসন্দর্ভে তটস্থাত্মা জীবশক্তির বিবরণ বিস্তার
 করিব । এক্ষণে অন্তরঙ্গা নাম্নী শক্তির বিবরণ নিমিত্ত বহিরঙ্গা
 শক্তিরও উদ্দেশ্য করা হইতেছে ॥ ৯৯ ॥

অপরা ও পরা যে শক্তিদ্বয়, তাহা বিষ্ণুপুরাণে শ্রুত হই-
 যাছে যথা—হে সৰ্ব্বাত্মন ! হে দেবেশ্বর ! সকলভূতে তোমার
 গুণময়ী যে শক্তি তাহার নাম অপরা, ঐ নিত্যরূপা শক্তিকে
 নমস্কার করি । আর যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, যাহার
 বিশেষ নাই এবং যিনি জ্ঞানিদিগের জ্ঞানের চরম সীমা সেই
 ঈশ্বরী পরা শক্তিকে নমস্কার করি ॥

সেই এই পরা শক্তিকে বহুব্রহ্মবিশিষ্ট বলিয়া জানিতে
 হইবে, যে হেতু শ্রুতিতে বলিয়াছেন এই পরমেশ্বরের বিবিধ
 প্রকার শক্তি শ্রুত আছে ॥

তত্র বহিরঙ্গায়াহ ॥

স্বাভেৎর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।

তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ১৪ ॥

অর্থং পরমার্থভূতং মাং বিনা যৎ প্রতীয়েত মা
প্রতীতৌ তৎ প্রতীত্যভাবাৎ । মন্তো বহিরেব যস্য প্রতী
তিরিত্যর্থঃ । যচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত যস্য চ মদাশ্রয়ত্বং বি

তন্মধ্যে বহিরঙ্গা শক্তি কহিতেছেন দ্বিতীয়ক্ষণের

৯ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন হে ব্রহ্মন্ ! আমার মায়ার স্বরূপ এ
যে, যে যে বস্তু কোন অর্থ ব্যতিরেকে প্রতীয়মান হয় এবং
সৎ হইলেও যাহা আত্মাতে প্রতীয়মান হয় না, তাহাই আমার
মায়া অর্থাৎ দুই চন্দ্র যেমন অর্থ বিনা প্রতীতিমাত্র হয়, আ
যেমন অন্ধকার বস্তুতঃ একটা পদার্থ হইলেও প্রকাশ পায় না
তাহার ন্যায় মায়ারও কখন কখন আত্মাতে প্রকাশ হয় না ॥১

তাৎপর্য্য । অর্থশব্দে পরমার্থস্বরূপ । আমি ব্যতিরেকে
যাহা প্রতীত হয়, এবং আমার প্রতীতি হইলে যাহার প্রতীতি
হয় না । অর্থাৎ আমি হইতে বাহ্যেতেই যাহার প্রতীতি
যাহা আত্মাতে প্রকাশ পায় না, ইহার অর্থ এই যে, আমি
আশ্রয়ত্ব ব্যতীত যাহার আপনা হইতে প্রতীতি হয় না । এ
রূপ লক্ষণাক্রান্ত বস্তুকে আমি যে পরমেশ্বর আমার মায়া

স্বতঃ প্রতীতিনাস্তীত্যর্থঃ তথা । লক্ষণং বস্তু । আত্মানো মম
পরমেশ্বরস্য মায়াং জীবমায়া গুণমায়েতি দ্ব্যাত্মিকং
মায়াখ্যশক্তিং বিদ্যাৎ ॥ ১০০ ॥

অত্র শুদ্ধজীবস্যাপি চিত্রপদ্বাবিশেষগতদীয়রশ্মিস্বা-
নীয়ন্তেন চ স্বাভঃপাত এব বিবক্ষিতঃ । তত্রাহস্য দ্ব্যাত্মি-
কত্বেনাভিধানং দৃষ্টান্তদ্বৈবিধ্যেন লভ্যতে তত্র জীব-
মায়াখ্যস্য প্রথমাংশস্য তাদৃশত্বং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়ন্ অস-
ম্ভাবনাং নিরসয়তি যথাভাস ইতি ॥ ১০১ ॥

আভাসো জ্যোতির্বিশ্বস্য স্বকীয়প্রকাশাব্যবহিত-

জানিবে অর্থাৎ জীবমায়া ভেদে মায়াখ্য শক্তি দুই প্রকার
হইয়া থাকেন ॥ ১০০ ॥

এস্থলে শুদ্ধ জীবেরও চিত্তস্বরূপত্বের অবিশেষ দ্বারা
তাহার রশ্মিস্থানীয়ত্ব দ্বারাও আপনার অন্তঃপাতও বিবক্ষিত
হইয়াছে । তন্মধ্যে এই মায়ার দ্ব্যাত্মিকত্ব রূপে অর্থাৎ
জীবমায়া ও গুণমায়া বলিয়া যে সংজ্ঞা হইয়াছে, তাহা দুই
প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা উপলব্ধি হয় । তন্মধ্যে প্রথমাংশ জীব-
মায়াখ্যের যে মায়াত্ব তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত
অসম্ভাবনা নিরাস পূর্বক কহিতেছেন “যথাভাস ইতি” ॥ ১০১

জ্যোতির্বিশ্বের আভাস স্বকীয় প্রকাশ হইতে ব্যবহৃত
স্থানে কোন প্রকারে উচ্ছলিত প্রতিবিশ্ব বিশেষ যেমন

কথঞ্চিচ্ছলিতচ্ছটাবিশেষঃ স যথা তস্মাদ্বহিরেব প্রতী-
 যতে নচ তং বিনা তস্য প্রতীতিস্তথা সাহচর্যার্থঃ ।
 অনেনাভাসসম্বন্ধেণ তস্যাভাসাভাসাখ্যত্বমপি ধ্বনিতং ।
 অতন্তং কার্যাস্যাভাসাখ্যত্বং কচিৎ । অভাসশ্চ নিরোধ-
 শ্চেত্যাদৌ । অত্র স যথা কচিদত্যন্তোদ্ভূতাত্মা স্বচাক্-
 চিক্যচ্ছটাপতিতেনৈত্রাণাং নেত্রপ্রকাশমাবণোতি ॥

তমৌরস্য চ সেনাত্যন্তোদ্ভূততেজস্বেনৈব দ্রষ্টৃনেত্রং
 ব্যাকুলয়ন স্বোপকণ্ঠে বর্ণনাবল্যমুদগারতি । কদাচিত্তদেব
 পৃথগ্ভাবেন নানাকারতয়া পরিণময়তি । তথেষমপি

জ্যোতির্বিষয়ের বাহিরেই প্রতীত হয়, কিন্তু জ্যোতির্বিষ-
 য়তিরেকে অভাসের প্রতীতি হয় না, তাহার ন্যায় মায়া
 উপলব্ধি হয় না । এতদ্বারা অভাসসম্বন্ধ প্রযুক্ত মায়া
 অভাসাখ্যত্বও ধ্বনিত (শব্দিত) হইল । অতএব মায়া
 কার্যের অভাসত্বও কোন স্থানে অর্থাৎ যথা দ্বিতীয়ন্ধের
 ১০ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে । “অভাসশ্চ নিরোধশ্চ” ইত্যাদি
 স্থলে বর্ণিত হইয়াছে । এইস্থলে অত্যন্ত উদ্ভূত স্বরূপ অভাস
 যেমন কোথাও নিজের চাক্‌চিক্যচ্ছটায় পতিতনেত্র জন-
 সকলের নেত্রপ্রকাশকে আবরণ করে, স্মীয় অত্যন্ত উদ্ভূত
 তেজস্ব দ্বারাই সেই দ্রষ্টার নেত্রে ব্যাকুল করত স্মীয়
 সমীপে বর্ণনাবল্যকে উদগার করে, কখন বর্ণনাবল্য-
 কেই পৃথক্ ভাব দ্বারা নানা প্রকার রূপে বিকারাপন্ন

জীবজ্ঞানমায়ুগোতি সত্বাদিগুণসাম্যরূপাং গুণমায়াদ্যাং
জড়াং প্রকৃতিমুদগিরতি । কদাচিৎ পৃথগ্ভূতান্ সত্বাদি-
গুণান্ নানাকারতয়া পরিণময়তি চেত্যপি জ্ঞেয়ং ॥ ১০২ ॥
তদুক্তং । একদেশস্থিতস্যামেরিত্যাदि ।

তথাচ । আয়ুর্বেদবিদঃ ।

জগদ্যোনিরাচম্ভস্য চিদানন্দৈকরূপিণঃ ।

পুংসোহস্তি প্রকৃতির্নিত্যা প্রতিচ্ছায়েব ভাস্বতঃ ।

অচেতনাপি চৈতন্যযোগেন পরমাত্মনঃ ।

অকরোদিশ্বমখিলমনিত্যং নাটকাকৃতিরিতি ।

করায়, সেই রূপ এই মায়ীও জীবের জ্ঞানকে আবরণ করে ।
সত্বাদি গুণের সাম্যরূপা গুণমায়ানাম্নী জড়া প্রকৃতিকে
উদগিরণ করে এবং কখন কখন পৃথগ্ভূত সত্বাদি গুণ স্ফ-
লকে নানা প্রকারে বিকারাপন্ন করে, ইহাও জানিতে
হইবে ॥ ১০২ ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে ॥

যেমন একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না সর্বত্রঃ সঞ্চারিত
হয় তদ্রূপ ।

এই প্রকার আয়ুর্বেদবেত্তাও বলিয়াছেন ॥

অচিন্ত্য এবং এক চিদানন্দ স্বরূপ পুরুষের সূর্য্যের প্র-
ত্যাচার ন্যায়, জগদ্যোনি, নাটকাকৃতি নিত্যা প্রকৃতি আছেন,
তিনি অচেতনা হইয়াও পরমাত্মার চৈতন্যযোগ দ্বারা অনিত্য,
অখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন । অতএব এই প্রকার নিম্ন-
স্তাংশ জীবমায়ী ও উপাদানংশ গুণমায়ী পরে বিচার

তদেবং নিমিত্তাংশো গুণমায়েত্যেহপি বিবেচনীয়াং ॥ ১০০ ॥
 অথৈবং সিদ্ধং জীবমায়াখ্যং গুণমায়াখ্যং দ্বিতীয়মপ্যাংশ
 দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যথা তম ইতি । তমঃশব্দেনাত
 পূর্বপ্রোক্তং তমঃপ্রায়ং বর্ণশাবল্যমুচ্যতে । তদযথা তন্মূল
 জ্যোতিষ্যসদপি তদাশ্রয়ত্বং বিনা ন সম্ভবতি তদ্বদীয়
 পীতি । অথবা মায়ামাত্রনিরূপণ এব পৃথগ্ দৃষ্টান্ত
 দ্বয়ং । তত্রোভাসদৃষ্টান্তো ব্যাখ্যাতঃ । তমোদৃষ্টান্তস্তচ যথ
 অঙ্ককারো জ্যোতিষোহন্যত্রৈব প্রতীয়তে জ্যোতির্বািনা

করিব ॥ ১০৩ ॥

অনন্তর এই প্রকারে জীবমায়াখ্য সিদ্ধ করিয়া গুণমায়াখ্য
 দ্বিতীয়কেও দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন “যথা তম ইতি”

এস্থলে তমঃশব্দে পূর্বকথিত তমঃপ্রায় বর্ণশাবল্যবে
 বলা যায় । যেমন স্থায়ী স্থায়ী মূল স্বরূপ জ্যোতিতে অবিদ্য
 মান থাকিয়াও ঐ জ্যোতির আশ্রয় ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না
 তদ্রূপ এই মায়াকেও জানিতে হইবে । অথবা মায়ামাত্র
 নিরূপণে দুইটী দৃষ্টান্ত পৃথক্ হইয়াছে । তন্মধ্যে আভাস
 ব্যাখ্যা করা হইল ॥

তমো দৃষ্টান্তও ব্যাখ্যা করিতেছি ॥

• যেমন অঙ্ককার জ্যোতির অন্যত্রই প্রতীত হয়, কিং
 জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে তাহার প্রতীতি হয় না এবং জ্যোতিঃ

ন প্রতীয়তে । জ্যোতিরাত্মনা চক্ষুষৈব তৎপ্রতীতিন্
পৃষ্ঠাদিনেতি তথেষমপীত্যেব জ্ঞেয়ং । ততশ্চাংশদ্বয়স্ত
প্রবৃত্তিতেদেনৈবেকং নতু দৃষ্টান্তভেদেন । প্রাক্তনদৃষ্টান্ত-
দেধাতিপ্রায়েণ তু পূর্বস্যা আভাসপর্যায়চ্ছায়াশব্দেন
কচিৎ প্রয়োগঃ উত্তরস্যাস্তমঃশব্দেনৈব বেতি ॥ ১০৪ ॥

যথা ॥

সসজ্জ ছায়াহবিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ ।

তমো মোহো মহামোহস্তামিশ্রো হৃদ্যসংজ্ঞিতঃ ।

ইত্যত্র তথাচ । কাহং তমো মহদহমিত্যাদৌ ।

পূর্ব্বত্রাবিদ্যাবিদ্যাখ্যনিমিত্তশক্তি-বৃত্তিত্বাজ্জীববিষয়কত্বেন-

স্বরূপ চক্ষুর্দ্বারাই তাহার প্রতীতি হয় কিন্তু পৃষ্ঠদেশের দ্বারা
প্রতীতি হয় না, সেইরূপ এই মায়াও হইয়াছেন, ইহা জানিতে
হইবে। অতএব অংশদ্বয়ও প্রবৃত্তিতেদ দ্বারাই ইষ্ট হইয়াছে,
দৃষ্টান্তভেদ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত জীবমায়ার 'আভাসপর্যায় ছায়া
শব্দ দ্বারা, উত্তরোক্ত গুণমায়ার তমঃশব্দ দ্বারা কোথাও
প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ১০৪ ॥

৩ স্কন্ধের ২০ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে যথা ॥

অগ্রে প্রভাপ্রতিযোগিনী ছায়া দ্বারা অর্থাৎ অবুদ্ধিকরণক
পঞ্চপ্রকার অবিদ্যা অর্থাৎ তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিশ্র ও
অন্ধতামিশ্র এই পাঁচটি সৃষ্টি করিলেন। এস্থলে তথা ১০
স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে "কাহং তমোমহদহং" ইত্যাদি ১১শ্লোকে ।

জীবমায়াত্বং । উত্তরত্র স্বীয়তত্তদগুণময়মহাদাদ্যপাদান-
শক্তিবৃত্তিত্বাদ্ গুণমায়াত্বং । তথা সসর্জ্যেত্যাদৌ ছায়া-
শক্তিং মায়ামবলম্ব্য সৃষ্টিারম্ভে ব্রহ্মা স্বয়মবিদ্যামাবির্ভাবি-
তবানিত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

বিদ্যাবিদ্যে মম তনু বিদ্যুদ্বব শরীরিণাং । বন্ধমোক্ষ
করী আদ্যে মায়ায়া মে বিনির্মিতে । ইতুক্তত্বাৎ অনয়ো
রাবির্ভাবশ্চ শ্রুয়তে । তত্র পূর্বস্যাঃ পাদ্যে শ্রীকৃষ্ণসত্য
ভামাসম্বাদীয়কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে দেবগণকৃতমায়াস্ততো

পূর্বে অবিদ্যা ও বিদ্যা নামক নিমিত্তশক্তি বৃত্তিহেতু জীব
বিষয়কত্ব রূপে জীবমায়াত্ব, উত্তর ভাগে স্বীয় সেই সেই গুণম
মহাদাদির অপাদান শক্তিবৃত্তিত্ব প্রযুক্ত গুণমায়াত্ব হইয়াছে
তথা “সসর্জ” এই তৃতীয়স্বকীয় পদ্যে ছায়া শক্তি মায়াকে অব
লম্বন করিয়া সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্মা স্বয়ং অবিদ্যাকে আবির্ভা
করাইয়াছিলেন ॥ ১০৫ ॥

একাদশস্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে ॥

ভগবান্ কহিলেন হে উদ্ধব ! বিদ্যা ও অবিদ্যা উভ
আমার শক্তি, উভয়েই শরীরদিগের বন্ধমোক্ষকরী ও উভয়
অনাদি, ঐ উভকেই আমার মায়াদ্বারা নির্মিত জানিবে ॥

এই উক্তিপ্রযুক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যার আবির্ভাবভেদ
শুনা যায় । তন্মধ্যে পূর্ববার অর্থাৎ বিদ্যার ভেদ পদ্মপুরাণে
শ্রীকৃষ্ণসত্যভামা-সম্বাদসম্বন্ধে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে দেবগণকৃত

ইতি স্তবস্তস্তে দেবাস্তেজোমণ্ডলসংস্থিতাং ।
 দদৃশুর্গগণে তত্র তেজোব্যাণ্ডিগন্তরং ।
 তন্মধ্যাস্তারতীং সর্বৈ শুশ্রুব্যোমচারিণীং ।
 অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈশ্চৈগৈরিত্যাदि ॥
 উত্তরস্যাঃ পান্নোত্তরখণ্ডে ।
 অলঙ্ঘ্যং প্রকৃতিস্থানং নিবিড়ধ্বাস্তমব্যয়মিতি
 ২।৯। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাণং ॥ ১০৬ ॥
 অথ স্বরূপভূতাখ্যামন্তরঙ্গাং শক্তিং সর্বস্যাপি প্রবৃত্ত্যন্থা
 রূপপত্ত্যা তাবদাহ দ্বাত্যাং ॥

মায়াস্ততিতে যথা ॥

দেবগণ তেজোমণ্ডলসংস্থিতা বিদ্যাকে এই প্রকার স্তব
 করিতে করিতে সেই গগণে, তেজঃপরিপূর্ণ দিক্‌সকল অব-
 লোকন করিলেন, পরে ঐ তেজোমধ্যে, “আমিই ত্রিগুণ দ্বারা
 তিন রূপে ভিন্ন হইয়া অবস্থিত আছি” এই রূপ আকাশবাণী
 শ্রবণ করিয়াছিলেন ।

অনন্তর উত্তরা অবিদ্যার আবির্ভাব যথা পদ্মপুরাণের
 উত্তর খণ্ডে । যাহার বিনাশ নাই, ঘোর অন্ধকারময় এমনত
 ্য প্রকৃতির স্থান দর্শক করিয়াছিলেন । ২।৯। দ্বিতীয়-
 ক্ষণে নয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার প্রতি কহিয়াছেন ॥ ১০৬

অনন্তর সকলেরই প্রবৃত্তির অন্য প্রকার অনুপত্তি দ্বারা
 স্বরূপময়ী অন্তরঙ্গা শক্তি দুই শ্লোকে কহিয়াছেন যথা ॥

যম্ম স্পৃশস্তি ন বিহুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ ।
 অন্তর্কর্ষিষ্ণু বিততং ব্যোমবত্তমতোহস্ম্যাং ।
 দেহেন্দ্রিয় প্রাণমনোধিয়োহমী
 যদংশবিক্রাঃ প্রচণ্ডস্তি কস্মিন্মহা ।
 নৈবান্যদা লোহমিবাপ্রতপ্তং

৬ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ১৯। ২০ শ্লোকে

চিত্রকেতুর প্রতি নারদের বাক্য যথা ॥

আকাশের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে বিতত হইলেও যাহাতে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সকল ক্রিয়া শক্তি দ্বারা স্পর্শ করিতে এবং জ্ঞানশক্তি দ্বারা জানিতে পারে না তিনিই ব্রহ্ম তাঁহাকে নমস্কার করি ॥

ফলতঃ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এসকল আয় চৈতন্যাংশে আবিস্কৃত হইয়াই জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে স্ব স্ব বিষয়ে প্রচরণশীল হয় । অন্য সময়ে অর্থাৎ সুষুপ্তি ও মূচ্ছাদির কালে চৈতন্যাংশ না থাকাতে অপ্রতপ্ত লোহ যেমন দগ্ধ করিতে পারে না, তাহায় ন্যায় স্ব স্ব বিষয়ে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হয় না, অতএব যদ্রূপ লোহ অগ্নিশক্তি দ্বারা দাহক হইয়া থাকে অথচ অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না তদ্রূপ, দেহাদি ব্রহ্মগত জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি দ্বারা যদিও ক্রিয়াবান্ ও জ্ঞানবান্ হয় তথাচ তাঁহাকে স্পর্শ করে না এবং জানিতেও পারে না, যদ্যপি তাই ব্রহ্ম থাকেন সত্য, তথাচ জীবেরও জানিবার সম্ভব নাই,

স্থানেষু তদ্রূপে পদশমেতি ॥ ১৫ ॥

টীকাচ । যদ্রূক্ষ বোমবদ্বিততমপি অসবঃ প্রাণাঃ
ক্রিয়াশক্ত্যা ন স্পৃশস্তি মন আদীনিচ জ্ঞানশক্ত্যা ন বিদুঃ
তদ্রূক্ষ নতোহস্মি । তেষাং তদজ্ঞানে হেতুমাহ দেহেন্দ্রি-
য়াদয়োহমী যদংশবিক্রা যচ্চৈতন্যাংশেনাবিক্রাঃ সন্তুঃ কৰ্ম্মস্ব
স্বস্ববিষয়েষু প্রচরন্তি জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ অন্যদা সুষুপ্তি-
মূচ্ছাদৌ নৈব প্রচরন্তি । যথা অপ্রতপ্তং লৌহং ন দহতি ।

যে হেতু জাগ্রদাদি অবস্থায় সেই সময়ের নিমিত্তই তিনি ব্রহ্ম
এই নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ১৫ ॥

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের টীকা ॥

আকাশের ন্যায় বিস্তৃত হইলেও যে ব্রহ্মকে অল্প (প্রাণ)
সকল ক্রিয়াশক্তি দ্বারা স্পর্শ করিতে পারে না, এবং মন
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল জ্ঞানশক্তি দ্বারা যে ব্রহ্মকে জানিতে
পারে না, আমি সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি । ঐ ব্রহ্মকে না
জানিতে পারার কারণ এই যে, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ মন এবং
বুদ্ধি এ সকল ঘাঁহার চৈতন্যাংশে আবিক্ত হইয়া জাগ্রৎ ও স্বপ্ন
কালে স্থায়ী স্থায়ী বিষয়ে প্রচরণশীল হয়, অন্যসময়ে অর্থাৎ
সুষুপ্তি মূচ্ছাদিতে প্রচরণ করে না, অপ্রতপ্ত লৌহ যেমন দগ্ধ
করিতে পারে না তদ্রূপ, অতএব লৌহ যেমন অগ্নিশক্তি
দ্বারাই অন্যকে দগ্ধ করে কিন্তু অগ্নিকে দগ্ধ করে না । এই

অতো যথা লোহমগ্নিশৈত্যেব দাহকং সদগ্নিং ন দহতি
এবং ব্রহ্মগতজ্ঞানক্রিয়াশক্তিস্ত্য্যং প্রবর্তমানা দেহাদয়ঃ
স্পর্শস্তি ন বিদুশ্চেতি ভাবঃ । ইত্যেযা ॥ ১০৭ ॥

অত্রাঈদৈতশারীরকেহপি সাত্ব্যামাক্ষিপ্যোক্তং যথ
অথ পুনঃ সাক্ষিনিমিত্তমীক্ষিত্বং প্রধানস্য কল্লোত । যঃ
হ্মিনিমিত্তময়ঃপিণ্ডাদেদং কৃত্বং । তথা সতি যন্নিমিত্তঃ
ক্ষিত্বং প্রধানস্য তদেব সর্বজ্ঞং মুখ্যং জগতঃ কার
মিত্তি ॥ ১০৮ ॥

শ্রুতিশ্চাত্র ॥

তমেব ভাস্তমমুভাতি সর্বং, কো হ্যেবান্যাং কঃ প্রাণ

প্রকার ব্রহ্মগত জ্ঞানও ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রবর্তমান দেহ
ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে অর্থাৎ জানিতে পারে না ॥ ১০৭ ॥

এই স্থলে অদ্বৈতশারীরকেও সাত্ব্যকে আক্ষেপ
করিয়া বলিয়াছেন যথা ॥

যেমন অগ্নিনিমিত্ত লৌহপিণ্ডাদির দাহকতা শক্তি হ
তরূপ সাক্ষিস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে প্রধানের দর্শনকর্তৃত্ব অথ
জগৎকারণত্ব শক্তি কল্পিত হইয়াছে । ঐ রূপ হইলে যাহা
নিমিত্ত করিয়া প্রধানের ঐক্ষণকর্তৃত্ব হইয়াছে, সেই সর্ব
ব্রহ্মই জগতের মুখ্য কারণ হইলেন ॥ ১০৮ ॥

এস্থলে শ্রুতিও কহিয়াছেন ॥

সেই দীপ্তিমান ব্রহ্মেরই দীপ্তিতে সমুদায় জগৎ এক

দ্যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ । চক্ষুষ্চক্ষু রুত
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিত্যাद्या ॥ ১০৯ ॥

অথ প্রকৃতাংশিকাটিকা । জীবন্তুর্হি দ্রষ্টৃজাজ্ঞানাতু
নেত্যাং । স্থানেষু জাগ্রদাদিষু দ্রষ্টৃপদেশঃ দ্রষ্টৃসংজ্ঞাং
তদেব এতি প্রাপ্নোতি । নান্যো জীবো নামান্তি নান্য-
তৌহস্তি দ্রষ্টেত্যাদিশ্রুতঃ । যবা । দ্রষ্টৃপদেশঃ দ্রষ্টৃসংজ্ঞাং
জীবমপি তদৈবেতি জানাতি নতু জীবন্তুং জানাতীত্যর্থঃ
ইতোষা । তদ্বক্তং । ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা

পাইতেছে । অন্য কোন্ প্রাণী অপানচক্ষো করিবে ? অন্য
কোন্ প্রাণী প্রাণচক্ষো করিবে ? । যে হেতু এই আনন্দ
আকাশে নাই । তিনি চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র । ইত্যাদি ॥ ১০৯

অনন্তর পূর্বোক্ত টীকার অবশেষ ॥

জীবের যদি দ্রষ্টৃ অর্থাৎ দর্শনকারিত্ব হইল তবে জীব
ব্রহ্মকে জানুন এই প্রশ্নে কহিতেছেন, জীব জানিতে পারেন
না, কেবল তিনি জাগ্রদাদি অবস্থাত্রে দ্রষ্টা এই নামমাত্র
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, জীবনামে অন্য কেহ নাই । পরব্রহ্ম
হইতে অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, শ্রুতিতে এই রূপ বর্ণিত হই-
য়াছে । অথবা দ্রষ্টৃ নামক জীবকেও সেই পরব্রহ্মই জানেন,
জীব তাঁহাকে জানিতে পারেন না ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাকে যিনি জানেন, তিনিই

আশ্রয়াশ্রয় ইতি ॥

শ্রুতৌচ ॥

জীবনামাহতোহন্যঃ স্বয়ংসিদ্ধো নাস্তি পরস্তু তদ
জ্ঞক এবৈত্যর্থঃ । তথাহতোহনো দ্রষ্টা নাস্তি সর্কদ্রষ্টা
সাপরো দ্রষ্টা নাস্তীত্যর্থঃ ইতি ব্যাখ্যায়ং ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥
শ্রীনামুচ্চিৎসকেতুং ॥ ১১০ ॥

কিঞ্চ ॥

দেহোহসবোহঙ্কা মনবো ভূতমাত্রা

নাজ্ঞানমন্যঞ্চ বিদুঃ পরং যৎ ।

আজ্ঞা, তাঁহার কেহ আশ্রয় নাই, তিনিই সকলের আশ্রয় ।

শ্রুতিতেও কহিয়াছেন ॥

এই পরব্রহ্ম হইতে জীবনামে স্বয়ংসিদ্ধ অন্য কেহ নাই
পরস্ত পরব্রহ্ম স্বরূপই আছেন । অতএব পরব্রহ্ম হইতে অ-
দ্রষ্টা নাই অর্থাৎ সর্কদ্রষ্টা পরব্রহ্মের অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই
এই ব্যাখ্যা হইল ॥ ১০০ ॥

আরও ॥

৬ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে দক্ষ শ্রীপুরুষোত্তম
কহিয়াছেন যথা ॥

দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ পঞ্চভূত ও পঞ্চতম
ইহারা আজ্ঞাতে অর্থাৎ স্বীয় রূপকে, অন্য ইন্দ্রিয়বর্গকে এ-
ঐ ছুয়ের শ্রেষ্ঠ দেবতাবর্গকে জানিতে পারে না, যদিও পুরু

সর্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো

ন বেদ সর্বজ্ঞমনন্তমীড়ে ॥ ১৬ ॥

দেহশ্চাসবশ্চ প্রাণা অক্ষাণীন্দ্রিয়াণিচ মনবোহস্তঃ-
করণানি ভূতানিচ মাত্ৰাশ্চ তন্মাত্রাণি আত্মানং স্বস্বরূপং
অন্যং স্বস্ববিষয়বর্গং তয়োঃ পরং দেবতাবর্গকং ন বিদুঃ ।
পুমান্ জীবন্ত সর্বং আত্মানং স্বস্বরূপং তদন্যং প্রমাতারং
তয়োঃ পরং দেহাদ্যর্থজাতং । তদধিষ্ঠাতৃদেবতাবর্গকং
বেদ । তথা দেহাদিমূলভূতান্ গুণাংশ্চ সত্বাদীন্ বেদ
তত্তজ্জ্ঞোহপ্যসৌ যং সর্বজ্ঞঃ দেহাদিজীবাস্তাশেষ-

অর্থাৎ জীব এই তিন এবং ঐ তিনের মূলীভূত গুণসকলকেও
জানেন, তথাচ তিনি ঐরূপ জ্ঞাতা হইয়াও যে সর্বজ্ঞ ভগ-
বান্কে জানিতে পারেন না, আমি সেই ভগবান্ অনন্তদেবকে
স্তব করি ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য । দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অস্তঃকরণ, পৃথিব্যাदि
পঞ্চভূত এবং রূপ প্রভৃতি পঞ্চ তন্মাত্র, ইহারা সকল আপ-
নাকে অর্থাৎ স্বস্বরূপকে, অন্য অর্থাৎ স্বস্ব বিষয়বর্গকে,
এবং ঐ দুই হইতে পৃথক্ দেবতাবর্গকে জানিতে পারে না,
কিন্তু পুরুষ অর্থাৎ জীব আপনাকে (স্বীয় স্বরূপকে) তাহা
হইতে অন্য প্রমাতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গকে ও তদুভয় ভিন্ন
দেহাদি অর্থ সকলকে এবং তদধিষ্ঠাতৃদেবতাবর্গকে, তথা
দেহাদির মূলীভূত সত্বাদি গুণ সকলকে জানিয়াও যে সর্ব-

জ্ঞাতারং ন বেদ । তমনন্তং স্বয়মনন্তত্বাৎ স্বরূপভূতান
শক্তিমোড়ে ॥ ১১১ ॥

অতএব যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইত
পশ্যাতীত্যারভ্য জীবসোত্তরদ্রষ্টৃভূক্ত্য যত্র ত্বয়া সম
মাত্মৈবাত্মং, তৎ কেন কং পশ্যেদিত্যাदि। তস্য পরমাত্ম
দ্রষ্টৃভূক্ত্য নিষিদ্ধা পরমাত্মনস্ত তত্ত্বং সর্বদ্রষ্টৃ
স্বদ্রষ্টৃভূক্ত্যসমপাত্তৌ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদি

জ্ঞকে অর্থাৎ দেহাদি জীবপর্যন্ত সকলের জ্ঞাতাকে জা
না। যিনি অনন্ত অর্থাৎ স্বয়ং অনন্ত প্রযুক্ত স্বরূপভূত অ
শক্তি। আমি তাঁহাকে স্তব করি ॥ ১১১ ॥

অতএব যাহাতে অর্থাৎ মায়াশৈভবে যিনি দ্বৈতের ন
হয়েন, তিনি ইতর ইতরকে অবলোকন করেন, এই ব
বলিতে প্ররত্ত হইয়া জীবের ইতর দ্রষ্টৃভূক্ত্য অর্থাৎ সামান্য
দর্শনকারিত্ব উল্লেখ করত যাহাতে এই জীবের আত্মাই স
হইয়াছেন। তাহাতে সেই জীব কাহার দ্বারা কাহাকে দে
বেন, এই পর্য্যন্ত বলিয়া সেই জীবের পরমাত্মদ্রষ্টৃভূক্ত্য অ
পরমাত্মাকে জানিতে পারা নিষেধ করিয়া, পরমাত্মার
সেই সমুদায়ের দ্রষ্টৃভূক্ত্য অর্থাৎ আপনাকে জনিবার সমর্থ
আছে। অরে! বিজ্ঞাতাকে অর্থাৎ সর্বজ্ঞকে কে জানি
পারে ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বলিতেছেন। পরমাত্মার অধি
স্বরূপ এই জীবের যিনি আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা তিনি

নেনাহ অস্য জীবস্য তদধিষ্ঠানভূতস্য য আত্মা পরমাত্মা
স এব যত্র স্বরূপে তচ্ছক্ত্যাদিকং সর্বমভূৎ । নতু বস্তু
স্তরপ্রবেশেনেত্যর্থঃ ॥ ১১২ ॥

অনর্থঃ । যত্র মায়াবৈভবে দ্বৈতমিব ভবতি তন্মূল-
কত্বাভেদনন্যদপি মায়াখ্যাচিন্ত্যশক্তিহেতুকতয়া জড়গলিন
নশ্বরত্বেন তদ্বিলক্ষণতয়া সম্পাদিতং ততঃ স্বতন্ত্রসত্তাকমিব
মূর্জায়াতে তত্র ইতরো জীব ইতরং পদার্থং পশ্যতি
তস্য করণদৃশ্যয়ো মিথো যোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ । যত্রতু
স্বরূপবৈভবে অস্য জীবস্য রশ্মিস্থানীয়স্য মণ্ডলস্থানীয়ো

যাহাতে অর্থাৎ মায়াবৈভবে নিজস্বরূপে স্বীয় শক্তিপ্রভৃতি
সমুদায় হইয়াছেন, অন্য কোন বস্তুর প্রবেশদ্বারা অর্থাৎ
কোন বস্তুর সংযোগে হয় নাই ॥ ১১২ ॥

ইহার অর্থ এই ॥

যে মায়াবৈভবে (জগতে) মায়ার মূলহেতু ব্রহ্ম দ্বৈতের
ন্যায় হইয়াছেন, জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াও মায়াবান্ধী
অচিন্ত্য শক্তির হেতু জড়, মলিন ও নশ্বরত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্ম হইতে
ভিন্ন রূপে সম্পাদিত হইয়াছে, অর্থাৎ স্বতন্ত্র বিদ্যমানের ন্যায়
বারবার জন্মিতেছে । ইতর (জীব) করণ (ইন্দ্রিয়) দৃশ্য
(দেহ) জীব, ইন্দ্রিয় ও দেহ এই দুয়ের পরস্পর যোগ থাকা
প্রযুক্ত ইতর পদার্থকে অবলোকন করে । যে স্বরূপবৈভব্রে
এই রশ্মিস্থানীয় জীবের মণ্ডলস্থানীয় যে আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা

য আত্মা পরমাত্মা স এব যত্র অগ্নিন্ স্বরূপে তচ্ছক্ত
সর্বমভূৎ অনাদিত এব ভবমাস্তে নতু বস্তুস্তরপ্রবেশে
নেত্যর্থঃ । তত্র ইতরঃ স জীবঃ কেনেতরেণ করণভূত
কং পদার্থং পশ্যেৎ ন কেনাপি কমপি পশ্যেৎ নহি রশ্মা
অশক্ত্যা সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গতবৈভবং প্রকাশয়েয়ুঃ । নচার্চি
বহিঃ নির্দেহ্যুরিতি ভাবঃ ॥ ১১৩ ॥

তদেবং সতি যস্য খল্বেবমনন্তস্বরূপবৈভবং তং বিজ্ঞ
তারঃসর্বজ্ঞং পরমাত্মানং কেনেতরেণ করণেন বিজ্ঞানোয়া
ন কেনাপীত্যর্থঃ । তদেব জ্ঞানশক্তৌ তত্র সিদ্ধায়

তিনিই স্বরূপশক্তিরূপা সকল হইয়াছেন অর্থাৎ অনা
কাল হইতে রহিয়াছেন, কিন্তু অন্য বস্তুর সহিত প্রবেশ করে
নাই । সেই স্বরূপবৈভবে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে সেই জীব কো
ইতর ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন পদার্থকে দেখিবে ? অর্থাৎ কাহা
দ্বারাও দেখিতে পান না, অর্থাৎ কিরণ সকল আপনার শক্তি
দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্গত বৈভবকে প্রকাশ করিতে পা
না, যেমন অগ্নির জ্বালা সকল অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে
তদ্রূপ ॥ ১১৩ ॥

অতএব এই প্রকার হওয়াতে নিশ্চয় যাহার এই প্রকা
অনন্ত স্বরূপ বৈভব, সেই বিজ্ঞাতাকে অর্থাৎ সর্বজ্ঞ পরম
জ্ঞাকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারিবে ? অর্থাৎ কোন
ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিবার শক্তি নাই, অতএব এই প্রকার সে

ক্রিয়েচ্ছা শক্তৌ লক্ষ্যোতে ॥

। ৬ । ৪ । দক্ষঃ স্রীপুরুষোত্তমঃ ॥ ১১৪ ॥

বশীকৃতমায়ত্রেণাপি তাংমাহ ।

স ত্বং হি নিত্যবিজ্ঞানাত্মগুণঃ স্বধাম্না

কালো বশীকৃতবিসৃজ্যাবিসর্গশক্তিরিতি ॥ ১১৭ ॥

স্বধাম্না চিচ্ছক্ত্যা যতঃ কালো মায়াপ্রেরক ইতি ।

টীকাচ । আত্মা ত্বত্র জীবঃ তস্য গুণাঃ সত্বাদয়ঃ সত্বঃ

জ্ঞানশক্তি দ্বিত্ব হওয়াতে ক্রিয়া ও ইচ্ছাশক্তি লক্ষিত হই-
তেছে ॥ ১১৪ ॥

ভগবান্ যে মায়া বশীভূত করিয়াছেন তাহার স্বরূপ কহি-
তেছেন ।

৭ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ॥

প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে কহিয়াছেন ॥

হে ভগবান্ । যিনি চিৎ-শক্তি দ্বারা বুদ্ধির গুণ সকলকে
নিত্য জয় করিয়াছেন, আপনি সেই পুরুষ । অপর, যে হেতু
আপনি কালস্বরূপ, অতএব কার্য্য কারণ সকলের শক্তি
আপনকার বশীভূত ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরশাস্ত্রির টীকা এই যে, স্বধাম শব্দে চিৎশক্তি, তদ্বারা
যে হেতু কাল অর্থাৎ মায়ার প্রেরক । ইহার তাৎপর্য্য এই যে,
এ স্থলে আত্মা শব্দে জীব, জীবেরই সত্ব প্রভৃতি গুণ, কেন না
ভগবান্ কহিয়াছেন সত্ব রজঃ এবং তমঃ, এই তিন গুণ জীবের

রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে ইতুক্ত্বাং । ৭ । ৯ ।

শ্রীপ্রহ্লাদঃ শ্রীনরসিংহং ॥ ১১৬ ॥

তথাচ ॥

করোতি বিশ্বস্থিতিসংঘমোদয়ং

যদ্যোপ্সিতং নেন্সিতমোক্ষিতুং গৈঃ ।

মায়া যথায়ো ভ্রমতে তদাশ্রয়ং

প্রাপ্নো নমস্তে গুণকর্ম্মসাক্ষিণে ॥ ১৮ ॥

টীকাচ ॥

যশ্চেক্ষিতুজ্জীবার্থমীপ্সিতং । অত্যস্তানিচ্ছায়ামীক্ষীণ-
যোগাৎ স্বার্থং তু নেন্সিতং । বিশ্বস্থিত্যাদি স্বগুণৈ-

কিস্তু ইহা আমার নহে ॥ ১১৫ ॥

অতএব ৫ স্কন্ধের ১৮ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে পৃথিবী
শ্রীবরাহদেবকে কহিয়াছেন ॥

যেমন অয়স্কান্ত মণির সন্নিবর্তন হেতু লোহ তদভিমুখবর্তী-
হইয়া ভ্রমণ করে তাহার ন্যায়, যে মায়াদ্রষ্টা পরমেশ্বরের
ঈক্ষণ হেতু জীবের নিমিত্ত আপনার ঈপ্সিত না হইলেও এই
বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিতেছেন, সেই গুণ কর্ম্ম এবং অদৃ-
ষ্টের সাক্ষিস্বরূপ ভগবানকে নমস্কার করি ॥ ১৮ ॥

উক্তশ্লোকের টীকা এই যে, দর্শনকর্তা ঈশ্বরের বিশ্ব সৃষ্টি
স্থিতি প্রলয়ের প্রতি যে ইচ্ছা তাহা জীবের নিমিত্তই, আপ-

মায়া করোতি । তস্যা জড়হৈবীশ্বরগমিধানাং প্রকৃতিঃ
দৃষ্টান্তেনাহ যথাহয়ো লোহং গ্রাণোহ্যস্তাস্তানিমিত্তাং
ভ্রমতি তদাশ্রয়ং তদভিমুখং সঃ গুণানাং কর্মণাক জীবা-
দৃষ্টানাং সাক্ষিপে তস্মৈ নম ইত্যোবা । ৫ । ১৮ । শ্রুঃ
শ্রীবরাহদেবঃ ॥ ১১৬ ॥

• অথ মায়াশক্তিশাবল্যে কৈবল্যানুপপত্তেঃ কৈবল্যো
হ্যামুভবাভাবে তদানন্দসাম্প্রতিমানুপপত্তেচ্চাত্ত্বানু-
পপত্তিঃ প্রমাণাতস্তাদেবাহ ।

নার নিমিত্ত নহ, কেন, না, যদি ঈশ্বরের অভ্যন্ত অনিচ্ছা
হইত, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ হইত না ।
মায়া নিজের সত্ত্বাদিগুণ দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টাদি করিতেছেন,
ইহা দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইতেছেন, যেমন অয়ঃ (লৌহ) গ্রাণ
অর্থাৎ অমস্কান্ত মণিনিমিত্ত তাহার অভিমুখে ভ্রমণ করে,
তক্রপ গুণ, কর্ম ও জীবের অদৃষ্টের সাক্ষিস্বরূপ যে পরমেশ্বর
তাঁহার গমিধানপ্রযুক্ত সেই মায়া জড় হইয়াও সৃষ্টিকার্য্যে
প্রবৃত্ত হইয়াছেন অতএব সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার
করি ॥ ১১৬ ॥

অপর পরমেশ্বর যদি মায়াশক্তিবৃত্ত করেন, তাহা হইলে
কৈবল্যের অর্থাৎ মোক্ষের সম্ভাবিত হয় না, কৈবল্যেও অনু-
ভবের অর্থাৎ জ্ঞানের অভাবে মোক্ষানন্দের বিষয় হইয়া,
একারণ অন্যপ্রকার অসম্ভবতার প্রমাণদ্বারা সেই মায়াশক্তিকে
কহিতেছেন ॥

হ্রাদাঃ পুরুষঃ সাকাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

মায়াশুদ্ধস্য চিহ্নস্তা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥ ১৯ ॥

হং সাক্ষাৎ স্বয়মেবাদ্যাঃ পুরুষো ভগবান্ তথা । য ইশ্বরঃ
অন্তর্যাম্যাত্মাঃ পুরুষঃ সোহপি হ্রমেব । তদেবমুভয়-
শ্রিষ্যপি প্রকাশে প্রকৃতেঃ পরস্তদসঙ্গী । নমু কথং
কেবলাশুভবানন্দস্যাপি তদমুভবিত্বং যতো ভগবত্ত্বমপি
লভ্যেত । কথং চেশ্বরহাৎ প্রকৃত্যধীতাত্ত্বহপি তদ-
সঙ্গিত্বং তত্রাহ মায়াঃ বৃদসোতি । অব্যতিচারিণী স্বরূপ-

যথা প্রথমস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে ॥

শ্রীঅর্জুনের বাক্যে ॥

অর্জুন কহিলেন হে ভগবন্ ! তুমি আদিপুরুষ, তুমিই
সাক্ষাৎ সর্বনিয়ন্তা ইশ্বর এবং প্রকৃতির প্রবর্তক, তুমিই চৈ-
শক্তি দ্বারা মায়ার অভিভব করিয়া পরমানন্দস্বরূপে অব-
স্থিত ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য । তুমি সাক্ষাৎ আদ্যপুরুষ অর্থাৎ ভগবান্, তথা
যিনি ইশ্বর অর্থাৎ অন্তর্যামিনামক পুরুষ তাহাও তুমিই, অত-
এব তুমি ভগবান্ ও পরমাত্মরূপে প্রকাশ হইলেও তুমি
প্রকৃতির পর অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গী নহ । অহে ! যদি বল
যিনি কেবল অশুভবানন্দ স্বরূপ, তিনি কিপ্রকারে আনন্দ
অশুভব করেন ? যে হেতু তাঁহার ভগবত্ত্ব লক্ষ্য হইতেছে ।
আমি কি প্রকারেই বা ইশ্বরত্ব প্রযুক্ত তাঁহার প্রকৃতির অধি-

শক্ত্যা তামাভাসশক্তিং দূরে বিধায় তথৈব স্বরূপশক্ত্যা
কৈবল্যে,—

পাশরাগাং পরম আস্ত্রে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ ।

কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ ॥

ইত্যেকাদশোক্তরীত্যা কৈলাথে কেবলানুভবানন্দে
আগ্নিনি স্বরূপে স্থিতঃ অনুভূতস্বরূপস্থ ইত্যর্থঃ ॥১১৭॥
তদুক্তং ষষ্ঠে দেবৈরপি । স্বয়মুপলব্ধনিজস্থানুভবো
ভবানিতি । সন্দোহশব্দেন চ একাদশে বৈচিত্রী দর্শিতা

ঐত্বং ও প্রকৃতির অসঙ্গতি হয় ? এই দুই বাদের নিরাকরণ
পূর্বক কহিতেছেন, তিনি মায়াকে অভিভব করিয়া অর্থাৎ
অবাতিরিণী স্বীয় শক্তিদ্বারা সেই আভাসশক্তি মায়াকে
দূরে রাখিয়া ঐ স্বরূপশক্তি সহকারে কৈবল্যে অর্থাৎ যোক্ষ-
স্বরূপে । পর ব্রহ্মাদি ও অপর মুক্তজীব, এসকলের প্রাপ্য
যোক্ষস্বরূপে অবস্থান করেন, যে হেতু তিনি নির্বিষয়, স্বপ্র-
কাশ ও আনন্দসন্দোহ এবং নিরুপাধিক হয়েন । এই একাদশ-
স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে কথিত রীতি অনুসারে কৈবল্য
নামক কেবল অনুভবানন্দ আত্মায় (নিজস্বরূপে) অবস্থিত,
অর্থাৎ তিনি অনুভূতস্থস্বরূপ ॥ ১১৭ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩০ গণ্যে দেবগণ

উল্লিখিত বিষয় বর্ণন করিয়াছেন ।

হে ভগবন্ ! হে নারায়ণ ! হে বাসুদেব ! হে আদিপুরুষ !
হে মহানুভব ! হে পরমমঙ্গল ! হে পরমকল্যাণ ! হে পরম-

চ। শক্তিবৈচিত্র্যাদেব ভবতীতি ॥

অতএবমন্ত্যেব স্বরূপশক্তিঃ । প্রকৃতির্নামাত্র মায়ায়া
স্ত্রৈগুণ্যং । এবমেব শক্তিত্রয়বিবৃতিঃ স্বামিভিরেব
দর্শিতা ॥ ১১৮ ॥

তথাহি শ্রীদেবহুতিবাক্যে ॥

কারুণিক ! হে সর্বেশ্বর ! হে লক্ষ্মীনাথ ! পরমহংস পরিব্রাজ-
কেরা অকীপসমস্থিত পরম আশ্রয়োগরারা যে সমাধি অর্থাৎ
চিত্তৈকাগ্র্য হ', সেই সমাধির অনুষ্ঠানপূর্বক যে পরিষ্কৃত
পারমহংস্য ধর্মের অনুশীলন করেন, তাহাতে যখন তাঁহাদের
চিত্তের তমোরূপ কবাট উদ্ধাটিত এবং প্রত্যক্স্বরূপ আত্ম-
লোক প্রক শমান হয়, সেই সময় যে স্বীয় স্বরূপস্থত স্বয়ং
অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তুমি তাহার অনুভবস্বরূপ অতএব
তোমাকে নমস্কার করি ॥

সন্দোহ শব্দরাও একাদশস্কন্ধে বিচিত্রতা দেখান হই
যাচ্ছে । শক্তির বিচিত্রতা হেতুই হইয়া থাকে । অতএব এই
প্রকারে স্বরূপ শক্তি আছেন, এস্থলে মায়ার সহাদি গুণত্রয়কে
প্রকৃতি বলে । শ্রীধরস্বামী এইরূপ শাক্তত্রয়ের বিস্তার দেখা-
ইয়াছেন ॥ ১১৮ ॥

যথা তৃতীয়স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে

শ্রীকর্দমের বাক্যে ॥

কর্দম কহিলেন হে ঈশ ! তুমি পরমেশ্বর, যে যে হেতু
তোমার শক্তি স্বাধান, তুমিই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিস্বরূপ

পরং প্রধানং পুরুষং মহাস্তং

কালং কবিং ত্রিব্রতং লোকপালং ।

আত্মানুভূত্যানুগত প্রপঞ্চং

স্বচ্ছন্দশক্তিং কপিলং প্রপদ্যে ॥

ইত্যত্র পরং পরমেশ্বরং । তত্র হেতুঃ । স্বচ্ছন্দাঃ শক্তয়ো যস্য
তাৎএবাহ প্রধানং প্রকৃতিরূপং পুরুষং তদধিষ্ঠাতারং মহাস্তং
মহত্ত্বরূপং কালং তেষাং ক্ষোভকং ত্রিব্রতমহাকারভূতং
লোকায়কং তৎপালকঞ্চ । তদেবং ম'য়া প্রধানাদিরূপতা-
মুক্ত্বা চিচ্ছক্ত্যা নিম্প্রপঞ্চতামাহ আত্মানুভূত্যা অনুগতঃ

তুমিই পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, তুমিই মহৎ অর্থাৎ
মহত্তর, তুমিই কাল অর্থাৎ সকলের ক্ষোভক, তুমিই ত্রিব্রৎ
অর্থাৎ অহঙ্কারস্বরূপ, তুমিই লোকপাল অর্থাৎ ঐ অহঙ্কারের
এং এই প্রপঞ্চ বাহাতে জ্ঞানশক্তি দ্বারা লীন হয় তুমি সেই
সংযুক্ত অর্থাৎ প্রধানাদির আনির্ভাব ও তিরোতাবের সাক্ষী,
অতএব আমি তোমারই শরণাপন্ন হইলাম ॥

এই শ্লোকে স্বামির টীকার ব্যাখ্যা । পর শব্দের অর্থ পর-
মেশ্বর, তাহাতে হেতু এই যে, তাঁহার শক্তিসকল স্বাধীন,
সেই শক্তিসকল কহিতেছেন । প্রধানশব্দে প্রকৃতিরূপ,
পুরুষশব্দে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, মহান্ শব্দে মহত্ত্বরূপ,

স্বস্মিন্ লীনঃ প্রপঞ্চো যস্য ভং কবিং সর্বজ্ঞং প্রধানাদ্য-
বির্ভাবসাক্ষীগিতার্থঃ । অত্র পুরুষস্যাপি মায়াহন্তঃপাতিতঃ
তদধিষ্ঠাতৃময়োপচর্যাত এব । বস্তুতন্তস্যাতু তম্যাঃ পরমঃ ।
তথাচ ক্রীকলিদেববাক্যে ॥

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গতঃ প্রবর্তেঃ পরঃ ।

কাল শব্দে ঐ সকল প্রকৃতিপ্রভৃতির ক্ষোভক, ত্রিব্রহ্ম শব্দে
অহঙ্কার রূপ লোকাঙ্কক এবং ঐ লোকের পালক । অতএব
এই প্রকারে মায়াদ্বারা প্রধানাদি রূপ উল্লেখ করিয়া চিৎ-
শক্তি দ্বারা পুরুষের নিম্প্রপঞ্চত্ব অর্থাৎ জগৎ হইতে
তাঁহার ভিন্নত্ব কহিতেছেন ॥

যিনি আত্মানুভূতি অর্থাৎ চিৎশক্তি দ্বারা অনুগত অর্থাৎ
আপনাতে জগৎকে লীন করিয়াছেন । কবি শব্দের অর্থ সর্বজ্ঞ
অর্থাৎ প্রধানাদির আবির্ভাবের সাক্ষী । এস্থলে পুরুষেও
মায়ার অধিষ্ঠাতৃত্ব প্রযুক্ত মায়ার অন্তঃপাতিতা উপচারনাত্ত্ব
হয়, বস্তুতঃ তিনি মায়ার পর অর্থাৎ মায়া হইতে ভিন্ন ।

এই বিষয় ৩ স্কন্ধের ২৬ অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে কপিল-
দেবের বাক্যে প্রমাণীকৃত হইয়াছে সখা—

কপিলদেব দেবত্বতিকে কহিলেন মা ! সর্বৈশ্বর্যের অগম্য
ধামবিশিষ্ট যে আত্মা তিনিই পুরুষ, তিনিই অনাদি, তিনিই
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ প্রকৃতির সম্বর্জিত, নির্গত এবং

প্রত্যগ্‌শায়া স্বয়ংজ্যোতির্বিধং সেন সমম্বিতমিতি ॥ ১১৯ ॥

নাম স্বরূপয়োনিরূপণেন মহাসংহিতায়ামপি বিবিক্তং
তল্লিখিত্তি ॥

শ্রীভূত্বংগেতি যা ভিন্না জীবমায়া মহাজ্ঞানঃ ।

আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎকুণমায়া জড়াত্মিকেতি ॥

আসার্থঃ । শ্রীরত্র জগৎপালনশক্তিঃ ভূত্বং সৃষ্টিশক্তিঃ

দুর্গা তৎপ্রলয়শক্তিঃ, তদ্রূপেণ যা ভেদং প্রাপ্তা সা

জীববিষয়া তচ্ছক্তিঃ জীবমায়েত্যাচ্যতে ॥ ১২০ ॥

স্বয়ং প্রকাশ, এই বিশ্ব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশ
পাইয়া থাকে ॥ ১১৯ ॥

নাম ও স্বরূপের নিরূপণ দ্বারা মহাসংহিতায় পূর্বোক্ত
ঐ তিন শক্তির বিস্তার হইয় ছে যথা ॥

পরমাত্মার যে শক্তি শ্রী, ভূ ও দুর্গা নামে ভেদপ্রাপ্ত
হইয়াছেন, তাঁহার নাম জীবমায়া, আর পরমাত্মার ইচ্ছারূপা
যে শক্তি, তাঁহার নাম আত্মমায়া এবং যে শক্তি জড়স্বরূপা
তাঁহার নাম গুণমায়া ॥

উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥

শ্রী এস্থলে জগৎপালন শক্তি, ভূ পরমাত্মার সৃষ্টিশক্তি
এবং দুর্গা তাঁহার প্রলয়শক্তি । এই তিন রূপে যিনি ভেদপ্রাপ্ত
হইয়াছেন, তিনি জীববিষয়া, তাঁহার নাম জীবমায়া ॥ ১২০ ॥

পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণস্যভ্যাসা-সম্বাদীয় কার্তিকমাহাত্ম্যে ॥
অহমেব ত্রিধা ভিমা তিস্মি ত্রিবিধৈশ্চৈগৈরিত্যেত্যং-
তদ্বাক্যানস্তরং ।

ততঃ সর্বৈহপি তে দেবাঃ শ্রদ্ধা তদ্বাক্যচাষিতাঃ ।
গৌরীং লক্ষ্মীং ধরাকৈবং প্রণেমুর্ভক্তি তৎপরঃ ॥ ইতি ।

একাদশে চ ॥

এষা মায়া ভগবতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ।
ত্রিবার্ণ্য বর্ণিতাহম্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসীতি ॥
আত্মমায়া স্বরূপশক্তিঃ মীয়তেহনয়েতি মায়াশব্দেন শক্তি-
মাত্রমপি ভণ্যতে ।

পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণস্যভ্যাসাসম্বাদ বিষয়ক কার্তিক-
মাহাত্ম্যে ॥

আমিই ত্রিবিধ গুণ দ্বারা তিন প্রকার ভেদে ভিন্ন হইয়া
অবস্থিতি করিতেছি । তাঁহার এই বাক্যানস্তর । পরে সেই
সকল দেবগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার বাক্যে
হোৱিত হইয়া ভক্তিসহকারে গৌরী, লক্ষ্মী ও ধরাকে প্রণাম
করিলেন ॥

একাদশস্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকেও কথিত হইয়াছে ।

অস্তুরীক নিমিকে কহিলেন হে রাজন্ ! ভগবানের এই
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশকা রণী ত্রিগুণরূপা মায়ায় স্বরূপ বর্ণন
করিলাম, এক্ষণে আপনি কি শুনিতে ইচ্ছা করেন বলুন ॥

আত্মমায়ায় অর্থ স্বরূপশক্তি । তাঁহার দ্বারা পরিমল

স্বরূপভূত্বা নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যায়া যুতঃ ।

অতো মায়াময়ং নিযুং প্রবদন্তি সনাতনমিতি ॥

চতুর্নৈদাখ্যা প্রতীশ্চ তথৈব প্রবর্ততে অতশ্চাত্মায়া
তদ্বিচ্ছা গ্যা দিতি অত্র জ্ঞানক্রিয়াবৃত্ত্যোরপীচ্ছোপলক্ষিত-
ত্বাতে অপি গৃহ্যেতে । অতএব মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি
নির্মলৌ পর্যায়শব্দাঃ ॥ ১২১ ॥

ত্রিগুণাঙ্কিকাং জ্ঞানকং বিযুক্তিস্তত্বেবচ ।

করা যায় তাঁহার নাম মায়া । মায়াশব্দ দ্বারা স্বরূপশক্তি-
মাত্রকেই কহা যায় ॥

চতুর্নৈদশিখানাম্ভী প্রতীশ্চ এই প্রকার বর্ণন

করিয়াছেন যথা ॥

পরব্রহ্ম নামানাম্ভী স্বরূপভূতা নিত্যশক্তি যুক্ত, একারণ
সনাতন বিযুক্তকে মায়াময় করিয়া বর্ণন করেন । এই হেতু উক্ত
হইয়াছে, আত্মায়া শব্দে পরব্রহ্মের ইচ্ছা । এস্থলে জ্ঞান
ও ক্রিয়া এই দুই বৃত্তি ইচ্ছার অধীন প্রযুক্ত এই জ্ঞান ক্রিয়া-
কেই গ্রহণ করা যায় । অতএব নির্মল দুই অর্থায় শব্দ প্রমাণীয়
কোষে, মায়া, বয়ুন ও জ্ঞান এই সকল পর্যায় শব্দ ॥ ১২১ ॥

শব্দগহোদধিগ্রহে বর্ণিত হইয়াছে ॥

শব্দতদ্বার্থবেতা পণ্ডিতসকল মায়াশব্দে ত্রিগুণাঙ্কিকা,
জ্ঞান ও বিযুক্তি এই ত্রিবিধ ভেদ বর্ণন করেন । ত্রিগুণা-

মায়াশব্দেন ভ্যাস্তে শব্দত্বার্থবৈদিত্তিরিতি শব্দমহা-
দধৌ । ত্রিগুণাত্মিকা জগৎসৃষ্টাদিশক্তিঃ সাচ দ্বৈধ-
ভ্যাক্তমেব । মায়া স্যাচ্ছাস্বরীবুদ্ধ্যারিতি ত্রিকাণ্ডশেষে ।
মায়া নন্তে কৃপায়াফেতি বিশ্বপ্রকাশে ॥ ১২২ ॥

ব্যাখ্যাতঞ্চ । টীকাকৃষ্টিরেকাদশে । কালো মায়ায়
জীবে । ইত্যত্র মায়াপ্রবর্তকে জ্ঞানময়ে নেতি । নবমে
দৌহস্তিরত্যগাম্মায়াং দেবানাং গুরুমায়াবিত্যত্র দেবা-
নামপি বৈভবমিতি ॥

তৃতীয়েহপি আপুঃ পরাং মূদমিত্যাদৌ যোগমায়াশব্দে-

ত্মিকা এস্থলে জগৎসৃষ্টাদি শক্তি । ঐ শক্তি দুই প্রকারে
কথিত হইয়াছে । ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে মায়াকে শাস্ত্রী
ও বুদ্ধি কহিয়াছেন । বিশ্বপ্রকাশ অভিধানে মায়াশব্দে দম
ও কৃপা কহিয়াছেন ॥ ১২২ ॥

একাদশস্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে টীকাকার ব্যাখ্যা
করিয়াছেন । “কালো মায়ায় জীবে” এই স্থলে মায়াশব্দ-
শব্দে মায়াপ্রবর্তক অথবা জ্ঞানময় । নবমস্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে
১৭ শ্লোকে । দুহস্তপুত্র ভরত দেবতাসকলের মায়া অক্রিয়
করিয়া গুরু অর্থাৎ হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এস্থলে মায়া-
শব্দের অর্থ বৈভব । তৃতীয়স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকেও
“আপুঃ পরাং মূদমপূর্বমুপেত্যা যোগমায়াবলেন মুন্যন্তদগো-
বিকৃতঃ” এই শ্লোকের তাৎপর্য্য । হে হে দেবগণ ! অন্তর

মনকাদিবষ্টাঙ্গযোগপ্রভাবং ব্যাখ্যায় পরমেশ্বরে তু
চিহ্নভিত্তিবিলাসে ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১২৩ ॥

তন্ম্যাং তমোবনৈহারং খদ্যোতার্চ্চিরিবাহনি ।

মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহস্ত্যাত্মনি যুঞ্জত ইতি

ব্রহ্মবাক্যং তথৈব সঙ্গচ্ছতে । শক্তিমাভ্রস্য তারতম্যং
হি তত্ত্ব বিবক্ষিতং ॥ ১২৪ ॥

স্বপ্না শক্তিঃ খল্বনৃতস্য সত্যস্ত বা বাঞ্জিকা ভবতু নাম

মনকাদি মূর্নিগণ যোগমায়া বলে অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগপ্রভাবে
উক্ত বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইয়া পরমোৎকৃষ্ট হর্ষপ্রাপ্ত হই-
লেন। এই স্থলে মনকাদিতে অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভাব ব্যাখ্যা
করিয়া পরমেশ্বর চিৎ শক্তি বিলাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ১২৩ ॥

দশমস্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে ।

হে রাজন্ ! তমিস্রা রজনীতে হিমকণ প্রভব অন্ধকার
যজ্রপ পৃথক্ আবরণকারী হয় না, রাত্রির অন্ধকারেই লীন
হয় এবং রাত্রিকালীন খদ্যোতের জ্যোতিঃ যজ্রপ দিবসে
পৃথক্ প্রকাশ হয় না, সূর্য্যকিরণেই লীন হইয়া যায়, তজ্রপ
যে পুষ্কম মতঃ পুষ্কমে আত্মযোগ করণে তাঁহার প্রতি ইতর
মায়া কিছু করিতে পারে না, আপনারই সামর্থ্য বিনষ্ট করে।
এই ব্রহ্মগাধ্য তজ্রপই সঙ্গত হয়। ঐ স্থলে শক্তিমাভ্রের
তারতম্যই কখনেছায় বিষয় হইয়াছে ॥ ১২৪ ॥

অতঃ শক্তি মিথ্যা কিন্বা সত্যের প্রকাশিকা হইলেও

পরাতপাৎ কল্পত এত ইতি হি তত্র গম্যতে দৃষ্টান্তাভ্যাং
তথৈব প্রকটিতং তম্যাং তমোবদিতাদিত্যাং । তথা যুদ্ধে
মায়াময়শস্ত্রাদিনা বহবশ্চুম্বিতিকা জাতা ইতি পুরাণা-
দিশু শ্রুয়তে ততঃ সাচ মায়া মিথ্যা কল্পিকা ন ভবতীতি
গম্যতে নহি মরুমরীচিকাজলেন কেচিদার্ত্তং ভগ্নপ্তীতি ।
ততঃ স্তুভৈদৈরাঙ্গমায়েতি সিদ্ধং ॥ ১২৫ ॥

যদু । মহামায়েতারিণ্যেতি নিয়াতি মোহিনীতি চ ।

প্রকৃতিবাসিনেত্যেবং তবেচ্ছাহনস্ত কথ্যত ইতি ।

জীবমায়ায়া অপীচ্ছাৎ দৃশ্যতে তদ্বিচ্ছাভাসেইণৈবেতি

তাৎ পরাতপের নিমিত্তই হইয়া থাকে, ইহা সেই স্থলেই
বোধ হইয়াছে । “তম্যাং তমোবদিত্যাং ঋদ্যোতা’র্চরিতা হনি”
এই দুই দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই রূপট প্রকাশ হইয়াছে । তথা
যুদ্ধক্ষেত্রে মায়াময় শস্ত্রমকল দ্বারা অনেকেরই ছিন্ন ভিন্ন হই-
য়াছে, ইহা পুরাণাদিতে শুনা যায় । অতএব সেই মারা মিথ্যা
কল্পিকা নয়, ইহা বোধ হইতেছে । কেন না মরুমরীচিকা
অর্থাৎ মুগতৃক্ষার জল দ্বারা কেহ আর্দ্র হয় নাই এই কারণে
জ্ঞান, ক্রিয়া ও ইচ্ছা এই ত্রিবিধ ভেদ দ্বারা আঙ্গমায়া সিদ্ধ
হইল ॥ ১২৫ ॥

যে হেতু উক্ত হইয়াছে । হে অনন্ত ! মহামায়া, অবিনাশী,
নিয়তি, মোহিনী, প্রকৃতি ও বাসনা, এই সকলকে পাণ্ডিত্যগণ
তোমার ইচ্ছা কহিয়াছেন ॥

জীবমায়াও যে ইচ্ছাত্ব দৃষ্ট হইতেছে, তাহাও ভগবানের

জ্ঞেয়ং । জগৎকার্য্যাহেতো তদাং সাক্ষাৎচিচ্ছাত্তানুভূ-
 পগমাং । গুণমায়া ত্রিগুণমায়াং প্রধানমিতি । অথবা
 ত্র্যমাদাঃ পুরুষ ইত্যাদি মূলপদ্যমেবমবতারাং শ্রীমৈকুণ্ঠে
 মায়াং নিবেশয়পি সাক্ষাত্তামেবাহ । ত্র্যমাদ্য ইতি ।
 কৈবল্যো মোক্ষার্থো শ্রীমদৈকুণ্ঠলক্ষণে আত্মনি স্বাংশ এব
 স্থিতঃ । কিং কৃত্বা তত্রাতিবিরাজমানয়া চিচ্ছত্মা মায়াং
 দ্রব্ধিতাগপি তিরস্কৃত্যাব । মতশ্চৈতন্যাদিকং নিবেশতা

ইচ্ছার আভাসত্ব রূপই জানেতে হইবে । যে হেতু জগৎ-
 কার্য্য নিমিত্ত ঐ জীবমায়াতে ভগবানের সাক্ষাৎ ইচ্ছাত্ত্বের
 অভ্যুপগম অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয় হয় নাই । অপর গুণমায়া
 ত্রিগুণমায়া প্রধান বলিয়া কথিত হইলেন ॥

যাহা হউক এক্ষণে প্রথমস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ের “ত্র্যমাদাঃ
 পুরুষঃ সাক্ষাৎ” এই মূল শ্লোকের অবতরণ করা যাউক ॥

শ্রীমৈকুণ্ঠে মায়াকে নিবেশ করিয়াই সাক্ষাৎ সেই চিচ্ছ-
 ত্ত্বকেই কহিতেছেন । “ত্র্যমাদাঃ” এই শ্লোকে কৈবল্য শব্দের
 মূল যে ক্ষ নামক শ্রীমদৈকুণ্ঠলোক, আত্মা শব্দের অর্থ স্বীয়
 অংশ অর্থাৎ মোক্ষনামক শ্রীমদৈকুণ্ঠলোক বাহ্য স্বীয় অংশ
 স্বরূপ, তাহাতে অবস্থিত । বর্ণ বলক রূপে আছেন, তাহার
 উত্তর এই যে, সেই মৈকুণ্ঠ অতিশয়রূপে বিবাজমানা চিৎ
 ত্ত্বিত্বের মায়া দূরে থাকলেও তাহাকে তিরস্কার করিয়াই
 অবস্থিত আছেন ॥

শ্রীশুকদেবেন ।

প্রকৃত্তে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ

সত্বঞ্চ মিশ্রং নচ কালবিক্রমঃ ।

ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে

রমুত্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতা ইতি ॥

মোক্শং পরংপদং লিপ্সমমৃতং বিষ্ণুমন্দিরমিতি পাণ্ডোত্তর-
খণ্ডে শ্রীবৈকুণ্ঠপর্যায়শব্দাঃ ॥ ১৭ ॥

অৰ্জুনঃ শ্রীভগবন্তুং ॥ ১২৬ ॥

মায়া নিষেধকারি শুকদেবও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

বৈকুণ্ঠে রজ বা তম গুণের প্রভাব নাই এবং ঐ দুই গুণ
মিশ্রিত সত্বগুণও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না, আর সে
স্থানে কালকৃত্ত বিনাশও হয় না, অধিক কি বলিব মায়াও সে
স্থানে যাইতে পারে না, ইহাতে অন্যান্য শৌক মোচাদির
বক্তব্য কি ? অর্থাৎ সে স্থানে উহাদের থাকিবার অধকার
নাই, এ নিমিত্ত তত্রতা ভগবৎ পারম্যদ্ব্যংগকে সুর এবং অমুর-
গণে নিরস্তুর অর্চনা করিয়া থাকেন ॥

অপর পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে-বৈকুণ্ঠ শব্দের মোক্ষ, পরং-
পদ, লিপ্স অমৃত ও বিষ্ণুমন্দির এই সকল পর্যায় কহিয়া
ছেন ॥

উক্ত বিষয় প্রথমস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে অৰ্জুন ভগবান্কে
কহিয়াছেন ॥ ১২৬ ॥

অত উর্দ্ধং গুণাদানাং স্বরূপাত্মকত্বনিগমাৎ স্বরূপশক্তি-
রেব পুনরপি বিব্রিয়তে যাবৎসন্দর্ভগমাপ্তি ।

তত্র গুণাদানাং স্বরূপাত্মকত্বমাহঃ শ্রুতয়ঃ ॥

স যদজয়াত্বজা মনুষ্যীত গুণাংশ্চ জুসন্

ভজত স্বরূপতাং তদনুযুত্বামপেতভগঃ ।

ভুমুত জহাসি তামহরিব ত্ৰচমাত্তভগো

মহসি মহীয়সেহৃষ্ট গুণিতে হপরিমেয়ভগঃ ॥ ২০ ॥

সতু জীবঃ যৎ যস্মাৎ অজগা মায়য়া অজাবিদ্যামনুষ্যীত
আশিষ্টেক । তস্মাৎ গুণাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন জুসন্

ইহার পর গুণাদির স্বরূপাত্মক নিগম হেতু, সন্দর্ভ
গমাপ্তি পর্যাস্ত তাবৎ স্বরূপশক্তিরই বিস্তার করিব ॥

তন্মধ্যে গুণসকলের স্বরূপাত্মকত্ব ১০ স্বন্ধের ৮৭
অধ্যায়ে ৫৮ শ্লোকে শ্রুতিসকল কহিয়াছেন যথা ॥

সেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করেন,
তখন দেহেন্দ্রিয়াদির সেবা করত পশ্চাৎ তদ্বর্ষযুক্ত হইয়া
স্বরূপ বিস্মৃতিপূর্বক জন্মমরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হইয়েন,
কিন্তু ত্রিসি যখন ত্ৰচ বিনির্মুক্ত মর্পের ন্যায় সেই মায়াকে
পরিণ্যাস করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হও তখন অনিমাদি অষ্টগুণিত
পরৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া অপরিচ্ছিন্ন রূপে পূজনীয় হইয়া
পক ১০ ॥

উক্ত শ্লোকের টীকা এই যে । সেই জীব যখন মায়ার দ্বারা

সেনমানঃ আজ্ঞতয়া অধ্যম্যন্ । তদনু তদনন্তরং স্বরূপভাঃ
তদ্ব্যর্থযোগঞ্চ জ্ঞান্ অশেষভগঃ পিহিতানন্দাদিগুণ
সন্ যত্নাং সংসারং ভজন্তি প্রাপ্নোতি ত্রুত স্বং তু জহামি
তাং মায়াং । ননু সা ময়োবাস্তি কথং ত্যাগঃ তত্রাহ
অহিরিব ভ্রমসিতি । অয়ং ভাবঃ । যথা ভুজঙ্গঃ স্বগতমপ
কঞ্চুকং গুণবুদ্ধা নাভিসংগৃহ্যে তথা ত্রুতভাঃ মায়াং ।
নহি নিবন্তরাহ্লাদিমংনিংকামধেনুবন্দপতেরকমাকম
মিতি তাম্ উপেক্ষে । কুত এতদ্বদাহ । আত্মভগঃ নিম
প্রাপ্তৈশ্বর্য্যঃ মহসি পরমৈশ্বর্য্যে । অন্তঃগৃহিতে অনিমান্দর্ভে

সেনা অর্থাৎ আপনার বলিয়া স্বীকার করেন, তখন ঐ
দেহেন্দ্রিয়াদির স্বরূপত্ব অর্থাৎ স্বভাবনিশিষ্ট হইয়া অনন্-
ত্বের বিরহিত হওত সংসার প্রাপ্ত হইলেন । কিন্তু তুমি সেই
মায়াটুক পরিত্যাগ কর । যদি বলেন, অহে ! সেই মায়া
আমাকেই আছে কি রূপে তাহার ত্যাগ হইবে, এই প্রশ্ন
কহিতেছেন, সর্পের কঞ্চুক পরিত্যাগ করায় নায, ইহার ভাব
এই, সর্প যেন স্বদেহস্থ কঞ্চুককে গুণবুদ্ধিতে অর্থাৎ আদর-
ণীয় বস্তু বনেচনায় আদর করে না, তদ্রূপ তুমি মায়াকে
আদর কর না, কেন না যে ব্যক্তি নিরন্তর আহ্লাদপ্রদ জ্ঞান
রূপ কাশ্যধেনুবন্দের পতি, তাহার অজ্ঞা (ছাগী) বরা
কোন কার্য্য নাই, তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই থাকেন । যদি
বলেন ইহা কি রূপে হয়, তাহার উত্তর এই, তুমি আত্মভগ
অর্থাৎ সর্বদা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া অনিমান্দর্ভে অর্থাৎ বিদূতরূপ

নিভূতিমতি মহীয়সে বিরাজসে । কথং ভূতঃ অপরিমেয়-
ভগঃ অপরিমেয়ৈশ্বর্যঃ । নহ্মমোয়ামিব দেশকাল পরি-
চ্ছিন্নং তবাক্ষণি শৈশ্বর্যং অপিতু' পরিপূর্ণ স্বরূপানুব-
ন্ধিত্বাদপরিমিতমিত্যর্থ ইত্যেমা ॥ ১২৭ ॥

তথাচ । তত্রৈব প্ৰদিস্মৃতং ।

ত্বমি যদিহ্মনা সমবরুন্ধ সমস্তভগঃ ইতি স্বীভাবিকঃ ।
যদা অহিরি১ ত্বচমিত্যত্র ত্বক্‌শব্দেন পরিত্যক্তজীর্ণব্ধে-
বোচ্যতে । স যথা তাং জহাতি তৎসমগৌপমপি ন

পরম ঐশ্বর্য পূজিত হইতেছে যদি বল তাহা কি রূপ, তাহার
উত্তর এই, তুমি অপরিমেয় ভগ অর্থাৎ তোমার ঐশ্বর্যের
পরিমাণ নাই । কিন্তু অন্যের ন্যায় তোমার অগ্নিাদি অষ্ট
ঐশ্বর্য দেশ ও কালে পরিচ্ছিন্ন নহে, বস্তুতঃ পরিপূর্ণস্বরূপানু-
বন্ধি হেতু অপরিমিত হইয়াছে ॥ ১২৭ ॥

উক্ত রূপই ১৭ স্কন্ধের ৮৭ অব্যাহে ১০ শ্লোকে প্রতিগণ
করিয়াছেন, হে ভগবন্ ! তুমি স্বীয় স্বরূপ আবরণার্থ গৃহীত
বস্ত্রাদি গুণবিশিষ্ট অবিবাক্যে নষ্ট কর, যে হেতু তুমি স্বরূ-
পঃ সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়াছ, পরব্রহ্মের ইহা স্বাভাবিক
ঐশ্বর্য ॥

অথবা “অহিরি১ ত্বচং” এই স্থলে ত্বক্‌ শব্দে পরিত্যক্ত
জীর্ণ ত্বক্‌ই বলা যায় । মর্প যেমন জীর্ণত্বক্‌ পরিত্যাগ করিয়া
নূর তাহার নিকট যায় না, তাহার ন্যায় তুমিও মায়া

ব্রজতি তথা ত্বমপি মায়াসমীপং ন বাসীত্যর্থঃ । অন্যত্র
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থা

সমাপ্তসর্বার্থমোঘবাহিতমিতি ॥

তদোক্তবৎ প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ॥

সিদ্ধয়োহৃষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণা যোগপারগৈঃ ।

তাসামকৌ মৎপ্রধানা দর্শৈব গুণহেতব ইতি ॥

অগ্রেচ ॥

এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টানোৎপত্তিকা মতা ইতি ॥১২॥

তথা দৈত্যবালকান্ প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যং ॥

সমীপে গমন কর না ॥

অন্যত্রও ঐরূপ কথিত হইয়াছে ॥

পরমব্রহ্ম বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন, তিনি আত্মস্ব স্বরূপ শরিত্ত্বারা সকল অর্থই প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥

উক্ত রূপ একাদশস্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে

। উক্তবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন যোগপারগ ঋষিগণ সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার ও ধারণাও অষ্টাদশ প্রকার কহিয়াছেন, তাহাঙ্গিগের মধ্যে আটটি আমার আশ্রিত, অবশিষ্ট দশটি গুণকার্য্য ॥

ইহার পর ঐ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে কহিয়াছেন । হে সৌম্য এই অষ্টসিদ্ধি আমার স্বাভাবিকী ॥ ২৮ ॥

এই রূপ সপ্তমস্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে

কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ ।

মায়য়াহন্তু হি তৈশ্বর্য্য ঈয়তে গুণসর্গয়েতি ॥

টীকাচ ॥

নমু সএব চেৎ সর্ব্বত্র তর্হি সর্ব্বজ্জ্ঞাত্যুপলভ্যেত তত্রাহ ।
গুণাত্মকঃ সর্গো যস্য্যাঃ তয়া মায়য়া অন্তর্হিতমৈশ্বর্য্যং যেন
ইত্যেযা । অত্র ভগবদৈশ্বর্য্যস্য মায়য়া হন্তর্হিতেন গুণ-
সর্গয়েতি মায়য়া বিশেষণবিন্যাসেন তদতীতত্বং বোধয়তি
স্বরূপবৎ । অতঃ পরমেশ্বর ইতি বিশেষণমপি তৎসহ-
যোগেন পূর্ব্বমেব দত্তমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ১২৯ ॥

প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে কহিয়াছেন, হে বয়স্যবর্গ !
পরমেশ্বর কেবল অনুভব স্বরূপ, তিনি গুণসৃষ্টিক্রুপা মায়া-
দ্বারা ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করিয়া থাকেন ॥

টীকা যথা ॥

অহে ! যদি এরূপ বল সেই পরমেশ্বরই যদি সর্ব্বত্র, তবে
সর্ব্বত্র সজ্জ্ঞাত্যুপলব্ধি হউক, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন ।
যাহার গুণরূপা সৃষ্টি সেই মায়া দ্বারা যিনি ঐশ্বর্য্য অন্তর্ভুক্তান
করিয়ছেন । এস্থলে ভগবদৈশ্বর্য্যের মায়া দ্বারা অন্তর্হিত হও-
গাতে মায়ার গুণসর্গা এই বিশেষণ বিন্যাস দ্বারাও পরমেশ্বরের
মায়াতীতত্ব স্বরূপের ন্যায় বোধ করাইতেছে । 'অতএব পরমে-
শ্বর এই বিশেষণও মায়া সহযোগ প্রযুক্ত পূর্ব্বই দেওয়া হই-
য়াছে জানিতে হইবে ॥ ১২৯ ॥

শ্রুতয়শ্চ ॥

অজামেকাং লোহিতশূর কৃতাং

বহুীং প্রজাং স্বজমানাং স্বরূপাং ।

অজো হ্যেকো জুমাণোহনুশেতে

জহাতেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যাঃ ॥

যদাত্মকো ভগবাৎসুদাত্মিকা শক্তিঃ, কিমাত্মকো ভগবান্

জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চ । দেবাত্মশক্তিঃ

স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতাদ্যাঃ । অত্র স্বগুণৈরিতি যা তাঃ

শ্রুতিসকল যথা ॥

রক্ত, শূর ও কৃষ্ণবর্ণা এক যে অজা অর্থাৎ মায়াঃ তিনি
আত্মতুণ্য অর্থাৎ রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণময় বহু বহু প্রজা সৃষ্টি
করিয়াছেন । কিন্তু এক অজ অর্থাৎ জীব ঐ মায়ার গুণসনকে
দেবন করিয়া তাহাতে অনুশয়ন অর্থাৎ মুগ্ধ হইয়াছেন । আর
অন্য এক যে অজ অর্থাৎ পরমেশ্বর তিনি মায়ার গুণসকল
উপভোগ করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন ॥

ভগবান্ যৈ রূপ, তাঁহার শক্তিও তদ্ব্যুৎপাদ ॥

ভগবানের স্বরূপ কি এই আকাঙ্ক্ষায় কহিতেছেন । তিনি
জ্ঞানময়, ঐশ্বর্য্যময় এবং শক্তিঃ ময় । হে দেব ! তোমার শক্তি
স্বীয় গুণে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন । এ স্থলে যে মায়া

অগোচরামিত্যুক্তৈঃ স্বীয়স্বভাবৈরিভার্থঃ ।

অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে ॥

নিরস্তাতিশয়াহ্লাদেত্যাদি প্রকরণং । তদীয়শ্রীধরস্বামি-
টীকা চানুসন্ধেয়া ॥ ১০ ॥ ৮৭ ॥ শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তং ॥
॥ ১৩০ ॥ তথা ॥

মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বৈ নিগুণং নিরপেক্ষকং ।

ব্রহ্মদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গদয়ো গুণাঃ ॥ ২১ ॥

টীকাচ । কথমুতাঃ অগুণাঃ গুণপরিণামরূপেণ ভবন্তি
কিন্তু নিত্যা ইত্যর্থ ইত্যেযা ॥

অগোচরা, তিনি স্বীয় স্বভাবে আবৃত হইয়াছেন । এস্থলে
বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাঙ্কে “নিরস্তাতিশয়াহ্লাদ” ইত্যাদি প্রকরণে
তদীয় শ্রীধরস্বামির টীকা অনুসন্ধান করিতে হইবে ॥ ১৩০ ॥

উক্ত রূপ একাদশস্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে

শ্রীহংসদেব সনকাদিকে কহিয়াছেন যথা ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! আমি নিগুণ, নিরপেক্ষ, ব্রহ্মদ, প্রিয়,
আত্মা, সমুদায় নিত্যসাম্য অসঙ্গাদি গুণ সকল আমাকে
ভজনা করে ॥

এই শ্লোকের টীকা । অগুণ সকল কিরূপ এই আকাঙ্ক্ষায়
কহিতেছেন, তাহার গুণের পরিণামরূপে হয়, কিন্তু তৎ
সমুদায় নিত্য ॥

তথাচ নারদপঞ্চরাত্রে জিতস্তে স্তোত্রে ॥
 নমঃ সর্বগুণাতীত যদ্গুণায়াদিবেধস ইতি ॥
 তদুক্তং ব্রহ্মতর্কে ॥
 গুণঃ স্বরূপভূতৈস্তে গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ ।
 ন বিষ্ণো ন চ মুক্তানাং কাপি ভিন্নো গুণো মত ইতি ॥
 কালিকাপুরাণে দেবীকৃতবিষ্ণুস্তবে ॥
 যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ।
 ন বিব্রবন্তি রূপাণি বর্ণনীয়ঃ কথং স মে ।
 দ্বিত্বা ময়া তে কিং জ্ঞেয়া নিগুণস্য গুণাঃ প্রভো ।

উক্ত রূপই নারদ পঞ্চরাত্রে জিতস্তে স্তোত্রে ॥
 তুমি সর্বগুণাতীত, যদ্গুণ, আদি বিধাতা, তোমাকে
 নমস্কার ॥

উক্তরূপ ব্রহ্মতর্কে কথিত হইয়াছে ॥

স্বরূপভূতগুণসমূহ দ্বারা এই হরি ঈশ্বর গুনবান্ হইয়াছেন ।
 পন্নস্ত বিষ্ণু ও যুক্তপুরুষসকলের গুণ কেথাও ভিন্ন বলিয়া
 অভিमत হয় নাই ॥

কালিকাপুরাণে দেবীকৃত বিষ্ণুস্তবে যথা ॥

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেব এবং তপোধন মুনীগণ ঐহিক রূপ
 সকল বর্ণন করিতে সমর্থ হয়েন না, কি প্রকারে আমি তাঁহাকে
 বর্ণন করিব ॥

হে প্রভো ! ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও ঐহিক রূপ জানিতে

নৈব জানন্তি যক্রপঃ সেন্দ্রা অপি সুরা ইতি ॥ ১১ ॥ ১৩ ॥

শ্রীহংসদেবঃ সনকাদীন ॥ ১৩১ ॥

অন্যত্রৈচ । শ্রীহংসবাক্যস্থিতাদিগ্রহণক্রোড়ীকৃতান্ তান্
বহুনেব সত্যং শৌচমিত্যাদিভির্গণয়িষ্যাহ ॥

ইমে চান্যেচ ভগবন্মিত্যা যত্র মহাগুণাঃ ।

প্রার্থ্যা মহত্বমিচ্ছন্তি ন বিয়ন্তি স্ম কহি'চিৎ ॥ ২২ ॥

টীকাচ । এতে একোনচত্বারিংশৎ । অন্যেচ ব্রহ্মণ্যত্ব-
শরণ্যত্বাদয়ো মহাত্তো গুণা যস্মিন্ নিত্যাঃ সহজা ন

পারেন না, আমি স্ত্রী হইয়া নিগুণ যে তুমি তোমার গুণ কি
রূপে জানিতে পারিব ? ॥ ১৩১ ॥

অন্যত্রৈও শ্রীহংসের বাক্যস্থিত আদি পদগ্রহণে ক্রোড়ী-
কৃত সেই সত্য শৌচ ইত্যাদি গুণের সহিত গণনা করিয়া
বহু গুণ কহিয়াছেন ॥

যথা প্রথমস্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে পৃথিবী

ধর্মকে কহিয়াছেন ॥

হে ধর্ম ! এই একোন চত্বারিংশদগুণ ঐহাতে স্বভাবত
নিতাই বর্তমান আছে, কখন ক্ষয় পায় না, ঐহারা মহত্ব ইচ্ছা
করেন তাঁহারা ঐ সকল গুণকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন ॥ ২২

টীকা যথা । এই একোনচত্বারিংশৎ । অন্য পদে ব্রহ্মণ্যত্ব,
শরণ্যত্ব, প্রভৃতি মহা গুণ সকল ঐহাতে নিত্য অর্থাৎ সহজ ।

• বিয়ন্তি নক্ষীয়ন্তে স্নেতোবা ॥

অত্র শ্রীবিষ্ণুপু ৭ং ॥

কলা মুহূর্তাদিময়শ্চ কালো ন যদিভূতেঃ পরিণামহেতুরিতি

॥ ১ ॥ ১৬ ॥ শ্রীপৃথিবী ধর্ম্যং ॥ ১৩২ ॥

অতএবাহ ॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ।

ন যত্র শ্রয়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা ॥ ২৩ ॥

যত্র ভগবদাদিত্বেন ত্রিবিধৈব স্ফুরতি স্বরূপে মায়া ন

ত বিয়ন্তি এই ক্রিয়াপদের অর্থ, ক্ষয় হয় না ॥

এই স্থলে শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ॥

কলা মুহূর্তাদি রূপ যে কাল তিনিও যাঁহার বিভূতির
পরিণামের কারণ হয়েন না ॥ ১৩২ ॥

অতএব দশমস্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে ভগবানের

প্রতি বরুণ কহিয়াছেন যথা ॥

বরুণ কহিলেন হে প্রভো ! আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য
রূপী পূর্ণ স্বরূপ এবং সর্ব জীবের নিয়ন্তা, কারণ যে মায়া
লোকসৃষ্টি বিকল্পিত করে তাহাও আপনাকে আশ্রয় করে না,
অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১২৩ ॥

— যাঁহাতে ভগবত্ত্ব প্রভূতি তিন প্রকারই স্ফূর্তি পাইতেছে,
সেই স্বরূপে মায়া শ্রুত হওয়া যায় না, তাঁহার তথা তথা

শ্রুতং তস্য তথা তথা স্ফুর্তি মায়ান ভবতীত্যর্থঃ ।
তত্র হেতুঃ লোকসৃষ্টাবেব কল্পিতুং সৃষ্টি স্থিতি সংহারৈ-
ববিধং নির্মাণুং শীলং যদ্যাঃ সা অতএব ভূগোলপ্রস-
হেতুজেন রাজাহপ্যুক্তং । ভগবতো গুণময়ে স্থূলরূপ
আবেশিতং মনো হৃগুণেহপি সূক্ষ্মতম আভ্যজ্যোতিষি
পরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাহুদেবাথ্যে ক্রমমাবেশিতুমিতি ॥
॥ ১০ ॥ ২৭ ॥ বরুণঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ১৩৩ ॥

তথা ॥

তস্মৈ নমো ভগবতে বাহুদেবায় ধীমহি ।

অর্থাৎ ভগবদাদিরূপে স্ফুর্তি মায়ার দ্বারা সম্ভব হয় হয় না ।
তাহার হেতু এই, মায়ার লোকসৃষ্টিতেই বিকল্প করিবাক
নিমিত্ত অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি সংহার দ্বারা বিবিধ রূপে নির্মাণ
করিবার জন্য স্বভাব হইয়াছে ॥

অতএব ভূগোলপ্রসে হেতু রূপে ৫ স্কন্ধে ১৬

অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে পরিক্ষীতের বাক্য যথা ॥

হে যুনে । শ্রীভগবানের গুণময় স্থূল রূপে নিবেশিত মনও
কদাচিত্ নিগুণ সূক্ষ্মতম জ্যোতির্ময় পরমব্রহ্ম স্বরূপ যে
পরম পুরুষ বাহুদেব, তাঁহাতে নিবিষ্ট হইতে সক্ষম হয় ॥ ১৩৩ ॥

উক্তরূপ দ্বিতীয়স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ১২ । ১৩ শ্লোকে

ব্রহ্ম নারদকে কহিয়াছেন ॥

সেই ভগবান্ বাহুদেবকে নমস্কার করি এবং তাঁহাকেই

যান্মায়য়া দুর্জয়য়া মাং বদন্তি জগদ্গুরুং ॥

বিলজ্জমানয়া যস্য স্নাতুমীক্ষাপথেমুহয়া ।

বিমোহিতা বিকথন্তে মহাহমিতি দুর্জয়ঃ ॥ ২৪ ॥

তম আদিময়ত্বেন স্বস্য সন্দোষত্বাৎ সচ্চিদানন্দধনত্বে

তস্য নির্দোষস্য নেত্রগোচরে বিলজ্জমানয়া অমুয়া মায়া

বিমোহিতা অস্মদাদয়ো দুর্জয়ঃ ॥ ২ ॥ ৫ ॥ শ্রীভ্রম

শ্রীনারদং ॥ ১৩৪ ॥

তদেবং ঐশ্বর্যাদি যট্‌কস্য স্বরূপ ভূতত্বমুক্তা শ্রীবিগ্রহা

ধান করি, তাঁহার দুর্জয় মায়াতে মুগ্ধ হইয়া তোমরা আমা-
জগতের গুরু বলিতেছ ॥

কিন্তু ঐ মায়া “এই মদীয় প্রভু আমার কপট জানেন
এই বলিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জিতা হয়, স্তম্ভ
তাঁহার উপরে আপনার কার্য্য করিতে পারে না, কেবল অশ-
দাদি সদৃশ দুর্ব্বুদ্ধি লোকদিগকেই মোহিত করে এবং দুর্ধে
লোকদিগেরই জ্ঞান অবিদ্যাতে আচ্ছন্ন হওয়াতে তাহার
“আমি আমার” এই রূপ আত্মপ্রাণা করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

ক্সম আদি স্বরূপা মায়া নিজের সন্দোষত্ব হেতু, সচ্চিদ-
নন্দধনত্ব প্রযুক্ত নির্দোষ পরমেশ্বরের নেত্রগোচরে থাকি-
বিলজ্জমানা মায়ায় মোহিত হইয়া আমরা সকল দুর্ব্ব-
হইয়াছি ॥ ১৩৪ ॥

অতএব এই প্রকার ঐশ্বর্যাদি ছয়টির স্বরূপ ভূতত্ব বর্ণ

পূর্ণস্বরূপভূতত্বং বক্তুং প্রকরণমারভ্যতে ॥
 অত্র তস্য তাদৃশত্বং সচিবং নিত্যত্বং তাবিদাহ ত্রিভিঃ ॥
 নষ্টে লোকে দ্বিপরাদ্ধাবসানে
 মহাভূতেষাদিভূতং গতেষু ।
 বক্তোহব্যক্তং কালবেগেন যাতে
 ভ্রম্ননেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ ॥ ২৫ ॥
 অতঃ শেষসংজ্ঞঃ । তত্র যুক্তিঃ ॥
 যোহয়ং কালস্তস্য তেহব্যক্তব্যক্তে।

করিয়া ত্রিবিগ্রহেরপূর্ণ স্বরূপ ভূতত্ব বলিবার জন্য প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন ॥

তদ্বিশয়ে ত্রিবিগ্রহের স্বরূপ ভূতত্বের সহায় এবং নিত্যত্ব
 শব্দস্বরের ও অধ্যায়ে ২২। ২৩। ২৪ এই তিন শ্লোকে
 প্রভো ! দ্বিপরাদ্ধ কালের অবসানে চরাচর শ্লোক বিনষ্ট
 হয়, সে সময় পৃথিব্যাदि মহাভূত আদিভূতে অর্থাৎ সুক্ষ্মভূতে
 বিলয় পায়, পরে ব্যক্ত সেই আদিভূত কাবশতঃ অব্যক্ত
 অর্থাৎ প্রধানকে প্রাপ্ত হইলে এক আপনিই অবশিষ্ট থাকেন ।
 সে সময় অশেষাত্মক প্রধানে আপনকার প্রজ্ঞা হয় অর্থাৎ
 মাঝেই এই সমস্ত বিলীন আছে এই রূপ বোধ করেন ॥ ২৫
 অতএব শেষসংজ্ঞ এই স্থলে এই যুক্তি। অপিচ হে
 প্রকৃতিপ্রবর্তক ভগবন্ ! নিমেষাদি বৎসর পর্যন্ত দ্বিপরাদ্ধ

চেট্টামাহ্‌শ্চেষ্টতে যেন বিধঃ ।

নিমেষাদিবৎসরাস্তো মহীতঃ ।

স্তং ত্বেশানং কেনদাম প্রপদ্যে ॥ ২৬ ॥

হে অব্যক্তবন্ধো! সামিধ্যমাত্রেণ প্রকৃতিপ্রবর্তক চেট্টাঃ
নিমেষোন্মেষরূপাং ॥

শ্রুতিশ্চ ॥

সর্বৈ নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যাতঃ পুরুষাদধীতি ॥

সর্বৈ নিমেষাদয়ঃ কালাবয়বাঃ । বিশেষণ দোহতে
বিদ্যাতঃ পুরুষঃ পরমাত্মৈতি শ্রুতিপদার্থঃ সর্বত্র সৃষ্টি

রূপ এই কাল, যাহাতে বিশ্বের পরিবর্তন হইতেছে, তবঙ্গ
পণ্ডিতেরা বলেন ঐ কাল তোমার লীলা মাত্র । প্রভো তুমি
এতাদৃশ অভয় স্থান, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ২৯ ॥

হে অব্যক্তবন্ধো! তুমি সামিধ্যমাত্রে প্রকৃতির প্রবর্তক ।
চেট্টা শব্দের অর্থ নিমেষ ও উন্মেষ অর্থাৎ চক্ষুঃসূত্রিত করা
ও প্রকাশ করা ॥

শ্রুতিও যথা ॥

তেজোময় পুরুষকে অধিকার করিয়া নিমেষ সকল জন্ম
যাচ্ছে ॥

সমুদায় নিমেষ, কালের অবয়ব । বিশেষ রূপে প্রকাশ
পান এই অর্থে বিদ্যাতঃ পুরুষ শব্দে পরমাত্মা, শ্রুতিপদের
এই অর্থ ॥

সংহারয়ো নির্মিত্ত কালএব তস্যাত্ত তদনচেষ্ঠারূপত্বাৎ
তৌ তত্র ন সম্ভবত এবতি ভাবঃ । হেতুস্তরং ক্ষেপ-
ধামেতি । ত্বা ত্বাং অত্র স্বাভীকৃতস্মাদাবির্ভাবাদেব কংস-
ভয়ং কৈমুত্যেনন বারিতবতী ॥

তথৈব স্পষ্টং পুনরাহ ॥

মর্তো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্

লোকান্ সর্শ্বানির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ ।

ত্বংপাদাজং প্রাপ্য যদ্যদ্য

সর্শ্বত্র সৃষ্টি সংহারের প্রতি কালই নির্মিত্ত, সেই কাল
তোমার অঙ্গ চেষ্ঠা স্বরূপ হওয়ায়, তুমি যে ভগবান্ তোমাতে
সৃষ্টিসংহার নাই অর্থাৎ তোমার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই ।
তদ্বিষয়ে অন্য হেতু এই যে, তুমি ক্ষেপধাম অর্থাৎ অভয়
স্থান । ত্বা অর্থাৎ তোমাতে । এস্থলে নিজের অভীকৃত সেই
আবির্ভাব হইতেই কংসভয়কে কৈমুতিক ন্যায় দ্বারা নিবারণ
করিলেন ।

ঐ প্রকার স্পষ্ট রূপে পুনরায় কহিলেন ॥

হে আদ্য ! এই মর্ত্যলোকে মৃত্যুরূপ বিষময় হইতে
ভীত হইয়া পলায়ন করত সকল লোকের প্রতিই ধাবমান
হইয়াছিল, কাহাকেও নির্ভয় পায় নাই ! কোন অনির্ব-
চনীয় ভাগ্যোদয় হেতু তোমার পাদপদ্ম প্রাপ্ত বওয়াতে একপে-
হু হইয়া শয়ন করিতেছে, ইহার নিকট হইতে মৃত্যু অব-

হৃদঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥ ২৭ ॥

লোকান্ প্রাপ্য নির্ভয়ং ভৃশাভাবং । হৃৎপাদাজ্ঞাং তু
প্রাপ্যেত্যান্তমপ্রাপ্যহয়ং । অত্র হৃৎপাদাজ্ঞামিতি শ্রীবিগ্রহ-
মেব তথা বিস্পষ্টং সাধিতবতী । অতএবামৃতবপূরিতি
সহস্রনামস্তোত্রে । মৃতং মরণং তদ্রহিতং বপূরস্যোতামৃত-
বপূরিতি ॥

শঙ্করভাষ্যেহপি ॥

আদ্যোক্তি জন্মাভাবোহপি দর্শিতঃ । স জন্মানি সর্বত্র
সাদিহস্যেব সিদ্ধেঃ ॥ ১৩৫ ॥ তদুক্তং ।

গত হইল ॥ ২৭ ॥

লোকমকলকে প্রাপ্ত হইয়া । নির্ভয় শব্দের অর্থ ভয়াভাব ।
তোমার পাদপদ্মকে প্রাপ্ত, এই বাক্যটির উভয় স্থানেই
অহয় । এস্থলে তোমার পাদপদ্ম এতদ্বারা শ্রীদেবকীদেবী
শ্রীবিগ্রহকেই স্পষ্টরূপে গাধন করিলেন । অতএব অমৃতবপুঃ
ইহা সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত হইয়াছে । মৃত শব্দের অর্থ
মরণ, মরণরহিত বপুঃ যাহার এই অর্থে অমৃতবপুঃ ॥

শঙ্করভাষ্যেও বর্ণিত আছে ॥

আদ্য এই বিশেষণ দ্বারা জন্মের অভাব দর্শিত হইয়াছে ।
যাহার আদি আছে সর্বত্র তাহারই জন্ম সিদ্ধি হয় ॥ ১৩৫ ॥

একারণ ১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে শুকদেব কহি-

প্রাতুৱাসীদযথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুৱিব পুঙ্কল ইতি ॥

শ্রুতিশ্চাত্ত্ব ।

স ব্রহ্মণা সৃজতি স রুদ্রেণ বিলাপয়তি । সোহক্ষুংপতি-
রলয় এব হরিঃ পরঃ পরমানন্দ ইতি মহোপনিষদি ॥

॥ ১০ ॥ ৫ ॥ শ্রীদেবকী শ্রীভগবন্তুং ॥

তথা উৎপত্তিস্থিতিলয়েত্যাदि পদ্যে যজ্ঞপং-
ক্রবমকৃত
মিতি ॥ ২৮ ॥

যস্য শ্রীসঙ্কর্ষণস্য রূপং ধ্রুবমনন্তং অকৃতং চানাদি । অত-

য়াচ্ছেন ॥

পূর্বদিকে যেমন চন্দ্র প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় দেব
কপিণী দেবকীর গর্ভে সর্কাস্ত্র্যামো ভগবান্ হরি ঐশ্বররূপে
আবির্ভূত হইলেন ॥

এস্থলে শ্রুতিপ্রমাণও যথা ॥

সেই পরমেশ্বর ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি করেন এবং তিনি রুদ্র
দ্বারা সংহার করেন, তাহার উৎপত্তিও নাই ও বিনাশও নাই,
সেই হরিই পরমানন্দ স্বরূপ । এই বিষয় মহোপনিষদে
বর্ণিত আছে ॥

উক্ত রূপ ৫ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে “উৎপত্তি স্থিতি লয়”
এই ৯ শ্লোকে শ্রীশুকদেব কহিয়াছেন, বাহার রূপ ধ্রুব ও
অকৃত ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য—যে সঙ্কর্ণের রূপ ধ্রুব অর্থাৎ অমন্ত এবং

এব বর্ষাদিপোপাসনা বর্ণনে ভবেনাপি তজ্জগদধিক-
ত্বোক্তং ।

ন যস্য মায়া গুণচিহ্নবৃত্তিভি

নিরাক্তো হুণপি দৃষ্টিরজ্যত ইতি ।

যত্ন তত্র তদেব রূপমধিকৃত্য ক্রীণুকেন ।

যা বৈ কলা ভগবত্তামসীতি ভবানীনাথৈরিত্যা-
দিত্যে তামসী মূর্তিমিত্যুক্তং । তন্নিজাংশশিবদ্বারা তসো-

অকৃত অর্থাৎ অনাদি ॥

অতএব ৫ স্কন্ধের ১৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে বর্ষাদিপের
উপাসনা বর্ণন বিষয়ে ঐ সঙ্কর্ষণের রূপকে অধিকার করিয়া
ক্ৰীমহাদেবও কহিয়াছেন । অহো ! আমরা ক্রোধবশে জর
করণে অমসর্ঘ হওয়াতে আমাদের দৃষ্টি যেন ভগবান্ ঈশ্বরে
বিলিপ্ত হয় না, তেমনি যিনি নিরীক্ষণ করিলেও বাঁহার
দৃষ্টি মায়ার গুণ যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ, তাহাতে এবং অন্তঃকরণে
অত্যন্ত লিপ্ত হয় না । ইন্দ্রিয়জ্ঞেয় ছু এবং মুমুকু কোন্ পুরুষ
সমাদর না করিবে ? ॥

অপর ঐ পঞ্চমস্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে “যা বৈ কলা ভগবত-
স্তামসীতি” এই ১ সংখ্যক গদ্যে । তথা ৫ স্কন্ধের ২৭ অধ্যায়ে
“ভবানীনাথৈরিত্যা” ১৭ সংখ্যক গদ্যে উক্ত রূপ অধিকার
করিয়া শুকদেব তামসী মূর্তি বর্ণন করিয়াছেন ॥

যাহা হউক, ঐ তামসী মূর্তি স্বীয় অংশ শিব দ্বারা তসো-

উপেক্ষাকারকত্বেন জ্ঞেয়ং । উৎপত্তিস্থিতিলয়েত্যাদি-
গদানন্তরং শ্রীশুকেনৈব ॥

মূর্তিঃ নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্বঃ

সংশ্লক্সং সদসদিনং বিভাতি যত্রেত্ব্যুক্তহাং ।

তস্মান্নিত্যমেব সর্বং ভগবদ্রূপং ॥ ১৩৬ ॥

তথাচ পাদ্যোত্তরখণ্ডে তৎস্তুতিঃ ॥

অনাদিনিধনানন্তবগ্নুমে বিশ্বরূপিনে ইতি ॥

যদত্র স্কান্দাদৌ কচিদ্ভ্রামকমস্তি । তত্ তৎপুরাণানাং

পূর্বের উপকার নিমিত্ত জানিতে হইবে ॥

অপর ৫ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ের “উৎপত্তি স্থিতিলয়েত্যাদি”
সংখ্যক গদ্যের পর শ্রীশুকদেব কহিয়াছেন ॥

বঁহাতে সৎ অসৎ বস্তু সমুদায় প্রকাশ পায়, যিনি অশ্ল-
দি তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি অতিশয় কৃপা পুরস্কার শুদ্ধসত্ত্ব মূর্তি
ধারণ করিয়াছিলেন । এই উক্তি হেতু, সমুদায় ভগবদ্রূপই
নৈত্য ॥ ৩৬ ॥

উক্ত রূপই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দেবকীস্তুবে যথা-
তুস্মি অনাদিনিধন অর্থাৎ তোমার আদিও নাই এবং অন্তও
নাই, তুস্মি অনন্তমূর্তি ও বিশ্বরূপী তোমাকে নমস্কার ॥

অপর যে স্কন্দপুরাণাদিতে কোন স্থানে ভ্রমজনক বর্ণন
নাহে, তাহা সেই সেই পুরাণসংকলের ভাষ্য শাস্ত্র বিশেষ

বরণাদ্যযুক্তমিব তদিত্তি ন ভগবৎপ্রতিপাদনপরঃ শুক-
বৈরাগ্যশিবমহিমাাদিতাংপর্য্যকত্বাৎ । ততস্তৎপরয়া-
ভাবান্ন তত্র যাথার্থ্যঞ্চ । তথাবিধং শিবাদিপ্রতিপাদক-
শাস্ত্রং চ বৈষ্ণবৈর্ন গ্রাহ্যমিতি স্কান্ধএন যমুখং প্রতি-
শ্রীশিবেনোক্তং ।

শিবশাস্ত্রেহপি বদ্যুগ্রাহ্যং বিষ্ণুশাস্ত্রোপযোগিম্বুদিত্তি ।
অতএব পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ তথাবিধপুরাণানামপি তাম-
সদ্বশেবোক্তং । ন চৈবং তেষাং পুরাণানামপ্রামাণ্যমপ-
তিতং পরমাত্মসন্দর্ভে দর্শয়িমাগাণেন মৎস্তপুরাণবচনানু-

কথায়ত্বং হেতু সেনৈ সেনৈ শাস্ত্র বিশেষেও শ্রীভগবান্ কর্তৃক
স্বীয় মহিমার আবরণ প্রযুক্ত তাহা অযুক্ত হইয়াছে । তাহা
ভগবৎ প্রতিপাদন পর নহে, যে হেতু তৎসমুদায়ের শুদ্ধ
বৈরাগ্য ও শিবমহিমাাদি তাৎপর্য্য জানিতে হইবে ॥

উক্ত প্রকার শিবাদি প্রতিপাদক শাস্ত্রও বৈষ্ণবগণের গ্রহ-
ণীয় নহে । স্কন্ধপুরাণেই কার্ত্তিকের প্রক্তি শ্রীশিব কহিয়াছেন ।

শিবশাস্ত্রের মধ্যে যাহা বিষ্ণুশাস্ত্রের উপযোগী তাহাই
গ্রহণ করিবে ॥

অতএব পাদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডাদিতে উক্ত প্রকার পুরাণ
সকলের তামসত্বই কথিত হইয়াছে ॥

এতদ্বারা ঐ সমস্ত পুরাণের অপ্ৰামাণ্য হইল না । পর-
মাত্মসন্দর্ভে মৎস্যপুরাণের যে বচন দেখান বইবে, তদনু-

সারেণ রাজসতামসকল্পকথাময়ত্বং তেবাং । সাত্ত্বিককল্প-
কথাময়ত্বং তু বিষ্ণুপ্রতিপাদকানাং তত্ত্বদগুণময়ত্বমিতি
তৎকল্পং প্রাপ্য শ্রীবিষ্ণুরেব তথাত্মনাং প্রত্যায়িতে
ইতি ॥ ১৩৭ ॥

তথা ঐশেবচ তত্ত্বং পুরাণং প্রস্তুতি তস্মাদ্‌যথাদৃষ্টমেব
তত্ত্ববচনং নান্যথা ত্বং বহতি কিন্তু সত্বাং সংজ্ঞায়ক্তে জ্ঞান-
মিতি ব্রহ্মকাণ্ডেন্যেব সাত্ত্বিকপুরাণানাং সর্বোচ্চং জ্ঞানমি-
ত্যেব লভ্যতে । তচ্চ সাত্ত্বিকপুরাণ এব দৃশ্যতে । তদপি
পরমাত্মসন্দর্ভে লেখ্যং ॥

পাদপাতালখণ্ডবৈশাখমাহাত্ম্যে চ ॥

গারে ঐ সকল পুরাণের তামস রাজস কল্প কথাময়ত্ব জানিতে
হইবে । অপর যাহা সাত্ত্বিক কল্প কথাময়ত্ব তাহা বিষ্ণুপ্রতিপা-
দক শাস্ত্র সকলের তত্ত্বদগুণময়ত্ব অর্থাৎ সাত্ত্বিকত্ব জানিতে
হইবে । সেই কল্প অর্থাৎ শাস্ত্রবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুই
সাপনার স্বরূপকে সেই রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন ॥ ১৩৭ ॥

তত্ত্বরূপেই সেই সেই পুরাণকে প্রশংসা করিতেছেন ।
কারণ যথাদৃষ্টই তত্ত্ববচন উল্লেখ করিব, অন্যথা কল্পনা
হইবে না ॥

কিন্তু সত্ব হইতে জ্ঞান জন্মায় এই ব্রহ্মকাণ্ডের ন্যায়
সাত্ত্বিকপুরাণসকলের সর্বোপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান ইহাই লাভ
হইতেছে । ঐ জ্ঞান সাত্ত্বিকপুরাণেই দৃষ্ট হয় । এই বিষয়
পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিত হইবে ॥

ব্যাংমোহায় চরাচরস্য জগতন্তেতে পুরাণাগমা ইত্যুক্তং ।

শ্রীমদ্ভাগবতেনাপি ॥

এবং বদন্তি রাজর্ষে ইত্যাদিনা তাদৃশং মতং দৃষিতং ।
স্বমতন্তু* । সত্যং শোচং দয়া কান্তিরিত্যাদিনা শ্রীপৃথিবী-
বাক্যেন । কান্তিসহওজ্ঞোৎসাহানামপি স্বাভাবিকস্বম্যা-
ভিচারিত্বং চ দর্শয়তা দর্শিতং । নষ্টে লোক ইত্যাদিনা

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে নৈশাধমাহাত্ম্যেও বর্ণিত আছে,
সেই সেই পুরাণ ও আগম সকল চরাচর জগতের মোহ
নিমিও জানিবে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারাও অর্থাৎ ১০ স্কন্ধের ৭৭ অধ্যায়ের
২০ শ্লোকে “এবং বদন্তি রাজর্ষে” অর্থাৎ হে রাজর্ষে ! পূর্বা-
পরামুগন্ধান রহিত কোন কোন খাঘিরা এই রূপ বর্ণন করেন,
কিন্তু তাঁহারা স্বীয় বাক্যের বিরুদ্ধতা স্মরণ করেন না । এই
বচন দ্বারা ঐ প্রকার মত দৃষিত হইয়াছে ॥

স্বীয় মত এই যে । সত্য শোচ দয়া, কান্তি ইত্যাদি
প্রথম স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে শ্রীপৃথিবীর বাক্য দ্বারা
কান্তি, সহ, ওজ এবং বল এ সকলেও স্বাভাবিকত্ব ও অব্যভি-
চারিত্ব দেখাইয়া তথা “নষ্টে লোকে বিপরাক্ষাবসানে” দশম-
স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের “নষ্টে লোকে” ইত্যাদি শ্রীদেবকীদেবীর
বাক্য-দ্বারা শ্রীশুকদেব স্বীয় মত দেখাইয়াছেন । অতএব ৫
স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে “উৎপত্তি স্থিতি লয়” এই ৯ শ্লোকে যে

শ্রীদেবকীদেবীবাকোন চ । তস্মাৎ সাধুভ্যং যজ্ঞপং ক্রী-
মকৃতমিতি ॥ ৫ ॥ ২৫ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৩৮ ॥

বিভূত্বমাহ ॥

নচাস্ত ন বহির্বস্য ন পূর্বং নাপি চাপরং ।

পূর্বাপরং বহিঃচাস্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥

তং মহাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যালিঙ্গমধোকজং ।

গোপিকোলুপলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ২৯ ॥

টীকাচ । বন্ধনং হি বহিঃ পরীতেন দাম্না অন্তরাবৃত্তস্য

রূপং ক্রীণ ও অকৃত শ্রীশুকদেব এই যাহা কহিয়াছেন তাহা
সাধু বলা হইয়াছে ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীভগবদ্ভূতির বিভূত্ব কহিতেছেন যথা ॥

দশমস্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১১ । ১২ শ্লোকে শ্রীশুকদেব
কহিয়াছেন । হে রাজন্ ! যশোদাকে কেন অনভিজ্ঞা কহি-
লাম তাহার কারণ শুন, সাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই, পূর্ব
নাই, পর নাই, যিনি স্বয়ং জগতে জগতের পূর্বাপর, অন্তর
বাহির, তথা আপনি জগতের স্বরূপ ॥

মানবলীলাকারি সেই অব্যক্ত অধোকজকে আত্মজ জ্ঞান
করিয়া গোপী প্রাকৃতবালকের তুল্য রজ্জু দিয়া উদুপলে বন্ধন
করিলেন ॥ ২৯ ॥

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের টীকা ॥

বাহিরে পরিবেষ্টিত রজ্জু দ্বারা অন্তরে আবৃত্ত বস্তুর বন্ধন

ভবতি । তথা পূর্বাপর বিভাগবতো বস্তুনঃ পূর্বতো নাম
ধ্বংসঃ পরন্তঃ পর্যবেষ্টনেন ভবতি । নত্রেতদন্তীত্যাহ ন
চাস্তুরিতি ।

কিঞ্চ । ব্যাপকেন ব্যাপ্যস্য বন্ধো ভবতি । তচ্ছাত্র বিপ-
রীতমিত্যাহ পূর্বাপরমিতি ।

কিঞ্চ । তদ্ব্যতিরিক্তস্য চাভাবান্নবন্ধ ইত্যাহ জগচ্চ যঃ
ইতি । তং মর্ত্যালিঙ্গমধোকজমাত্মজং মহা ববন্ধেতি-
ইতোষা । অত্র জগচ্ছ ইত্যত্র যস্য কারণস্য ব্যতিরেকেণ

হইয়া থাকে । এই রূপ পূর্ব ও অপর বিভাগ বিশিষ্ট বস্তুর
পূর্বদিকে রজ্জু ধারণ করিয়া অন্য দিকে বেষ্টন করিলে
বন্ধন হয় । কিন্তু “নচাস্ত ন বহিঃ” ইত্যাদি পদে ত্রীকৃষ্ণ
বিগ্রহের অন্ত বাহ্য নাই ॥

আরও ॥

ব্যাপক দ্বারা ব্যাপ্যের বন্ধন ঘটে । কিন্তু তাহা এখানে
বিপরীত, যে হেতু পূর্বাপর এই পদ নির্দেশ করায় ত্রীকৃষ্ণের
পূর্বও নাই এবং পরও নাই ॥

আরও ॥

ত্রীকৃষ্ণ—ব্যতিরিক্ত বস্তুর অভাব প্রযুক্ত বন্ধন হইতে
পারে না এই বিষয়ে কহিলেন, ত্রীকৃষ্ণ জগতের স্বরূপ । সেই
ঈর্ষ্যমূর্তি অধোকজকে আশ্রয় জ্ঞান করিয়া যশোদা বন্ধন
করিয়াছিলেন ॥

এই শ্লোকে “জগচ্চ” এখানে, বে কারণের অভাবে কার্য্য

কার্যস্য জগতো ব্যতিরেকঃ স্যামিতি তদন্যান্য জগতন্ত-
চ্ছৈত্যং শক্তেস্তদংশাংশ রূপয়া রজ্জ্বা কথং বন্ধঃ স্যাৎ
নহি বহ্নিমর্চ্চিষা দহেয়ুরিতি ভাবঃ তং মর্ত্যালিঙ্গমিত্যাশ্রিতৌ
টীকাকৃতাময়মভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩৯ ॥

নহি ব্রহ্মাণ্ডগোলোকাদিকমপি কশ্চিৎপ্রতি তত্রাহ
মর্ত্যালিঙ্গং মনুষ্যানিগ্রহং তর্হি কথং ব্যাপকত্বং তত্রাহ
অধোকজং অধঃকৃতং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন তং সর্বৈন্দ্রিয়
জ্ঞানাগোচরং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণৈরচিন্ত্যস্বরূপমিত্যর্থঃ ।

রূপ জগতেরও অভাব হইয়া থাকে । ঐ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন
জগতের, তাঁহার শক্তি দ্বারা ই শক্তির অংশাংশ রূপ রজ্জ্ব
দ্বারা কি প্রকারে তাঁহার বন্ধন হইতে পারে, কেন না, অগ্নির
জ্বালা কখন অগ্নিকে দাহ করিতে পারে না এই ভাবার্থ “তং
মর্ত্যালিঙ্গ” ইত্যাদি স্থানে টীকাকারের এই অভিপ্রায় ॥ ১৩৯ ॥

অহে ! সর্বব্যাপককে কি প্রকারে বন্ধন করিলেন, যে
হেই ব্রহ্মাণ্ড ও গোলোকাদিকে কেহ বন্ধন করিতে পারে
না । এই প্রশ্নে কহিতেছেন । মর্ত্যালিঙ্গ শব্দের অর্থ মনুষ্য-
বিগ্রহ । তপে কি প্রকারে তাঁহার ব্যাপকত্ব হইল । এই প্রশ্নে
কহিতেছেন, তিনি অধোকজ অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়জনিত
জ্ঞানকে অদঃ করিয়াছেন । তিনি সর্বৈন্দ্রিয়জ্ঞানের অগোচর
অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা অচিন্ত্যস্বরূপ । অতএব

তস্মাত্তদাকারেহপি তস্মিন্ বিভুত্বমন্ত্যেব ইতি ভাবঃ ।
 অধোকজহাদেবান্যক্তত্বংপি ব্যাখ্যাতমিতি তন্মোক্তং ।
 ননু মনুষ্যবিগ্রহেহপ্যপরিত্যক্তবিভুত্বং কথং মাতুলানুকূ-
 রং । তত্রাহ । আত্মজং মত্রেতি । বৎসাদ্যভিধেয়মগ-
 বিশেষস্য স্বভাবোহয়ং যদসৌ স্বানন্দপূরেণ তস্য তাদৃশত্ব-
 প্রত্যনুভবপদ্ধতি মায়ণোত্তীত্যর্থ ইতি । ইথং চাত্তবীৰ্য্য-
 কোবিদত্বং তস্য। মাহাত্ম্যমো তং রজ্জুভিবর্কমপি কর্ণ-
 স্তস্য প্রেমরসস্যানুভাবরূপত্বাৎ ॥ ১৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যের আকার হইলেও তাঁহাতে বিভুত্ব আছে, এই
 তাৎপর্য্য । অধোকজহ প্রযুক্ত অন্যক্তত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে,
 কিন্তু আমি তাহা উদ্ধার করিলাম না ॥

অহে ! শ্রীকৃষ্ণ যদি মনুষ্য বিগ্রহেও বিভুত্ব পরিভাষা
 করেন নাই, তবে কেন তাহা শ্রীযশোদার স্মৃতি হয় নাই,
 এই আশঙ্কায় কহিতেছেন । শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণকে আত্মজ
 রূপে মানিয়াছিলেন । একারণ বাৎসল্য নামক প্রেমরসবিশে-
 ষের স্বভাব এই যে, উহা নিজানন্দ প্রবাহদ্বারা তাঁহার বিভু-
 ত্বের প্রতি অনুভব পথ আবরণ করিয়াছিল । এই প্রকারই
 শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম বিষয়ে অবিজ্ঞত্বই শ্রীযশোর মাহাত্ম্য ।
 অপর শ্রীকৃষ্ণ যে রজ্জু দ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছিলেন ইহা
 কারণ, বন্ধনকারি প্রেমরসেরই প্রভাব জানিতে হইবে ॥ ১৪০

তদুক্তং ॥

নেমঃ বিরিকো ন ভব ইত্যাদি । প্রাকৃতং যথেষ্টানেন
অদোক্‌জমিত্যনেন চ বস্তুতো ব্যাপকত্বং সারয়া তু মর্ত্য-
লিঙ্গমিত্যপি পরিহৃতং । যন্নি তর্কগোচরো ভবতি
তত্রৈব কদাচিদসম্ভবরীতিদর্শনেন সাহচর্যপগম্যাতে ।
যন্তু অতএব তদতীতং তত্র তৎস্বীকৃতিরতীতমুর্থতা । যথ-
বাড়নাম্মো বহুর্জলনিদিগম্যা এব দেদীপ্যমানতায়-

এই বিষয় ১০ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে

শ্রীশুকদেব কহিয়াছেন ॥

হে রাজন্ ! ভগবানের প্রসাদ অন্য ভক্তজনেরাও প্রাপ্ত
হয় সত্য, কিন্তু যুক্তিপ্রদ ভগবান্ হইতে যশোদা যে প্রসন্নতা
লাভ করিলেন, তাহা কি ব্রহ্মা পুত্র হইলেও, কি ভব আজ্ঞা
হইলেও, কি অঙ্গাঙ্গিতা লক্ষ্মী ভাৰ্য্যা হইলেও, কাহারও
কখন সে রূপ প্রসাদ লাভ হয় নাই ॥

অপিচ যজ্ঞপ প্রাকৃত বালককে বন্ধন করে তাহার নাম
যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিলেন, এতদ্বারা এবং অদোক্‌জ
এতদ্বারাও, বাস্তবিক ব্যাপকত্ব, কিন্তু মায়াদ্বারা মনুষ্যালিঙ্গত্ব
পরিহৃত হইল । নিশ্চয় যাহা তর্কের গোচর হয়, তাহাতেই
যদি কখন অসম্ভব রীতি দেখা যায়, তাহা হইলে তাহা সার্যা
বলিয়া বোধ হয় । আর যাহা স্বভাবতই তর্কের অগোচর
তাহাতে মায়ার দীকার অতিশয় মুর্থতা, যেমন 'সমুদ্রমধ্যে

মৈত্রেয়জালিকতাস্বীকরণং ।

শ্রুতিঃ ।

অর্থাৎ অর্থাৎ অস্য বিসর্জনেনাথ কো নৈব যত আবভূ-
ত্যায়া ॥ ১৪১ ॥

কিঞ্চ ॥

যদগতং বন্ধনং তস্য ত্রিবিগ্রহস্যৈব ব্যাপকত্বং বিবক্ষিতং ।
যত্নদোঃ সামান্যাদিকরণ্যাৎ । তস্যান্ত্রাকোবিদ্যোপ-
পাদনাচ্চ । তত্র বিগ্রহত্বং পরিচ্ছিন্নতায়ামেব সংভবতি ।
করচরণাদ্যাকারসমিবেশাৎ । তস্মাদন্ত্যোব তস্মিন্

বাড়বাগ্নির প্রকাশে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া স্বীকার করা তদ্রূপ ॥

শ্রুতিও কহিয়াছেন ॥

অর্থাৎ অর্থাৎ পূর্ববর্তী দেবতাসকল ইহাঁর বিসর্জনে
অর্থাৎ পরিত্যাগে প্রভু হয়েন না, কে তাঁহাকে জানিবে, যাঁহা
হইতে সকলের উদ্ভব হইয়াছে ॥ ১৪১ ॥

আরও ॥

যে শরীরগত বন্ধন সেই শরীরেরই ব্যাপকত্ব ইহাঁই
কথনেচ্ছার বিষয় হইয়াছে । যে হেতু যৎ শব্দ ও তৎ শব্দের
সামান্যাদিকরণ্য অর্থাৎ যাহাতে যৎ শব্দ থাকে তাহাতেই
তৎ শব্দের প্রয়োগ হয় । আর ঐ যশোদার তাহাতে অকো-
বিদ্য অর্থাৎ ত্রিকমপ্রভাবের অনভিজ্ঞত্ব হেতু ব্যাপক দেহে-
রই বন্ধন জানিতে হইবে । এ স্থানে পরিচ্ছিন্নতাতেই (ব্যাপা-
পদার্থেই) বিগ্রহত্ব সম্ভব হয়, কেন না তাহাতে হস্ত পদাদি

পরিচ্ছিন্নত্বং বিভূত্বঞ্চ যুগপদেব । মূলসিদ্ধান্ত এব পর-
স্পরবিরোবিশক্তিশতনিধানত্বং তস্য দর্শিতং । দৃশ্যতে
ইপি লোকে ত্রিদোষদ্বয়মহৌষধাদীনাং তাদৃশং তথৈব
বিভূত্বমুক্তং ॥ ১৪২ ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥

পন্থাস্ত্ব কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো

বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাং ।

সোহপ্যস্তি যৎ প্রপদসীম্যবিচিস্ত্যতত্ত্বে

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং তজামীতি ॥

আকারের সন্নিবেশ আছে । অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে পরি-
চ্ছিন্নত্ব এবং ব্যাপকত্ব এই দুই এক কালীনই রহিয়াছে ।
মূল সিদ্ধান্ত গ্রন্থেও ঐ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের পরস্পর বিরোধি শত
শত শক্তির নিধানত্ব দর্শিত হইয়াছে । অপর সংসারমধ্যে
যেমন ত্রিদোষনাশক মহৌষধ সকলের এককালীন পরস্পর
বিরোধি শক্তিসকল দেখা যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেরও
বিভূত্ব জানিতে হইবে ॥ ১৪২ ॥

ঐ রূপ বিভূত্ব ব্রহ্মসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে যথা ॥

বায়ু ভীতব্রগামী, তদপেক্ষা মন অতিশয় ভীতব্রগামী । কিন্তু
মুনিশ্রেষ্ঠদিগের কোটিশতবৎসর মন বায়ুপথে গমন করিয়াও
যে অচিস্ত্য তত্ত্বের চরণাগ্রে গমন করিতে পারে না, সেই
আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥

শ্রুতিশ্চ মধ্যভাষ্যপ্রমাণিতা ।

অস্থলোহনগুরুমধ্যমো মধ্যমে হব্যাপকো ব্যাপকো হরি-
রাদিরনাদিরবিশ্বো বিশ্বঃ সগুণো নিগুণ ইতি ॥

তথা নৃসিংহতাপনী চ ॥

তুরীয়মতুরীয়মাত্মানমনাত্মানমুগ্রমনুগ্রং বীরমণীরং মহান্ত-
মমহান্তং সর্বতোমুখমসর্বতোমুখমিত্যাদিকা ॥ ১৪৩ ॥

ত্রৈলোক্যপুராণেচ ॥

অস্থলোহনগুরুরূপোহসাববিশ্বো বিশ্ব এব চ ।

বিরুদ্ধধর্মরূপোসাধৈর্ধর্ম্যাং পুরুষান্তম ইতি ॥

মধ্যভাষ্যে প্রমাণিত শ্রুতিও কহিয়াছেন ॥

হরি অস্থল, অসূক্ষ্ম, অমধ্যম, মধ্যম, ব্যাপক, অব্যাপক,
আদি, অনাদি, অবিশ্ব, বিশ্ব, সগুণ ও নিগুণ ॥

ঐ রূপ নৃসিংহতাপনীয়ও কহিয়াছেন ॥

ভগবান্ তুরীয় (ত্রৈলোক্য) অতুরীয়, আত্মা, অনাত্মা, উগ্র,
অনুগ্র, বীর, অবীর, মহান্, অমহান্, বিষ্ণু, অবিষ্ণু, জগন্মুখ,
অজগন্মুখ, সর্বতোমুখ এবং অসর্বতোমুখ ইত্যাদি ॥ ১৪৩ ॥

ত্রৈলোক্যপুরাণেও ॥

এই ভগবান্ স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন অথচ স্থূলও
সূক্ষ্মও বটেন, তথা বিশ্ব নহেন অথচ বিশ্ব, বিরুদ্ধ
ধর্মরূপী এই হরি ঐশ্বর্য্যধীন পুরুষোত্তম নামে কথিত হইল ॥

তথৈব চ দৃষ্টং ত্রিবিম্বধর্ম্মে ॥

পরমাণুস্তপর্যস্তসহস্রাংশাণুমূর্ত্তয়ে ।

জঠরাস্তায়ুতাংশাস্থস্থিতব্রহ্মাণ্ডধারিণে ইতি ॥

অতঃ ত্রীগীতোপনিষদশ্চ ॥

নয়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি নচাহং তেষ্ববস্থি তঃ ।

নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরমিতি ॥

অব্যক্তমূর্ত্তিনেতি অদৃশ্যরূপত্বাৎ বুদ্ধিদবভবাগোচরস্বভাব-

বিম্বধর্ম্মেও ঐ রূপ দৃষ্ট হইয়াছে ॥

যাঁহার পরমাণুর অন্তপর্যাস্ত সহস্রাংশে সূক্ষ্ম মূর্ত্তি এবং
নি জঠর পর্যন্ত অযুতাংশ মধ্যবর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়াছেন
সই হরিকে নমস্কার ॥

অতএব ত্রীগীতোপনিষৎ সকল যথা ॥

৯ অধ্যায়ের ৪ । ৫ শ্লোকে ভগবান্ অর্জুনকে কহিলেন,
খে! আমার অব্যক্ত মূর্ত্তিকর্তৃক এই সমস্ত জগৎ প্রকটিত
ইয়াছে, সকল মহাভূত আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, আমি
স্বাদিগকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করি না ॥

অথচ আমার ঐশ্বরিক যোগ অর্থাৎ সংঘটন দর্শন কর
য, ঐ সকল ভূত আমাতে নাই, এবং আমি ভূতগণের লালন
পালন করিয়াও ভূতস্থ হই না । অব্যক্তমূর্ত্তি শব্দের অর্থ
ই যে, অদৃশ্যরূপত্ব হেতু বুদ্ধিবৈভবের অগোচর স্বভাব

বিগ্রহেণেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৪৪ ॥

তদেবং পরিচ্ছিন্নস্যৈব তদাকারস্য বিভূত্বং পুনর্বিদ্বানমু-
ভবেনোক্তপোষন্যায়েন দর্শয়িতুং প্রকরণমারভ্যতে ॥

তত্রৈকাদশ পদ্যানাহ ॥

কাহং তমো মহদহমিত্যাदि ॥ ৩০ ॥ স্পষ্টং ॥

বিশিষ্ট বিগ্রহ ॥ ১৪৪ ॥

অতএব এই প্রকার পরিচ্ছিন্নরূপ ভগবদাকারের বিভূত্বকে
পুনরুৎপাদন বিদ্বজ্জনের অনুভব সহকারে উক্তপোষ ন্যায্যতার
দেখাইবার নিমিত্ত প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন ॥

তদ্বিশেষে একাদশ শ্লোক কহিতেছেন ॥

দয়মস্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে যথা ॥

“কাহং তমো মহদহং খচরাগ্নিবাত্ত্ব-
সম্বেষ্টিতাণ্ডঘট সপ্তবিতস্তিকায়ঃ ।

কেদৃগ্নিধাহবিগগিতাণ্ডপরাণুচর্যা

বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বং” ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে ভগবন্! প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার,
আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল এবং পৃথিবী এই সকলে পরিবেষ্টিত
যে অণ্ডঘট, তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্তবিতস্তি মাত্র
পরিমিত আমার শরীর, আমি আর আর আপনার মহিমাই
বা কোথায়? অতএব ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ বলিয়া আমি আপনাকে
ঈশ্বর বলিতে পারি না। ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীর বটে, কিন্তু

উৎক্ষেপণং গর্ত্তগতস্যেত্যাদি ॥ ৩১ ॥

অতঃ সর্বস্য কুক্ষিগতত্বেন মমাপি তথাহ্মাত্বদপরাধঃ
সোঢব্য ইতি ভাবঃ ॥

তাদৃশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণু সকলের পরিভ্রমণার্থ
গাফের ন্যায় আপনকার শরীরের প্রত্যেক কোমলবিষয়,
তএব আমি অতিতুচ্ছ, আমাকে অনুকম্পা করুন ॥ ৩০ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট ॥

দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১২ অঙ্কে যথা ॥

“উৎক্ষেপণং গর্ত্তগতস্য পাদয়োঃ

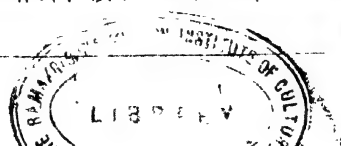
কিং কল্পতে মাতুরধোকজাগসে ।

কিমস্তি-নাস্তি-ব্যপদেশভূষিতঃ

তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপানস্তঃ” ॥

হে অধোকজ ! গর্ত্তস্থ শিশু জননী জঠরে থাকিয়া যে পাদ
ক্ষেপ করে, তাহাতে কি জননীর প্রতি তাহার অপরাধ হয় ?
সংসারমধ্যে ভাণ অভাব শব্দে কথিত যত বস্তু আছে, তন্মধ্যে
ক্ষিণ্মাত্র বস্তু আপনার কুক্ষির বহিঃস্থ নহে, অতএব সমস্ত
স্ব আপনার কুক্ষিগত হওয়াতে আমিও আপনার কুক্ষির
স্থিত, মাতৃবৎ আপনাকে আগার অপরাধ সহিতে
ইবে ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য। সমস্ত কুক্ষিগত প্রযুক্ত আমিও আপনকার
ক্ষিগত হইলাম, অতএব মাতার ন্যায় অপরাধ সহ্য করুন ॥



কিঞ্চ । বিশেষতস্ত্ব হৃত্তো মজ্জম্ম প্রসিদ্ধমিত্যাহ ॥

জগজ্জয়াস্তোদধীত্যাди ॥ ৩২ ॥

তথাপি ত্বৎ হৃত্তঃ কিং নু নোৎপম্নোহস্মি অপি ত্বৎ
এবোৎপম্নোহস্মীত্যর্থঃ । ননু যদ্যহং প্রলয়োদধিশা

আরও ॥

বিশেষতঃ তোমা হইতেই আমার জন্ম, ইহা প্রসিদ্ধ, বিষয় ঐ ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে কহিয়া যথা ॥

“জগজ্জয়াস্তোদধিসংপ্লবোদে

নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ ।

বিনির্গতোহজ্জস্বিত্তি বাঙ্‌ন বৈ মুষা

কিং স্বীশ্বর তম্ব বিনির্গতোহস্মি” ॥

হে ঈশ্বর ! জগতের অন্তে অর্থাৎ প্রলয়কালে যখন সা সকলের একত্র যোগ হয়, তখন জলশায়ি নারায়ণের উদর নাভিনাল হইতে অজ (ব্রহ্মা) বিনির্গত হয়েন, এই যে এক প্রবাদ আছে তাহা মিথ্যা নহে, কারণ আমি কি আপ হইতে উৎপন্ন হই নাই ? আপনা হইতেই ত আমার উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য । তথাপি আপনা হইতে কি আমি উৎপত্তি হই নাই, অবশ্য আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি ॥

ভগবান্ যদি এই কথা কহেন, ব্রহ্মান্ ! আমি যদি প্রলয় সমুদ্রশায়ী নারায়ণ হইতাম তাহা হইলে তুমি আমা হই

নারায়ণঃ স্যাৎ তর্হি মত্তজ্ঞমুৎপমোহস্যত্যপি ষটতে তত্ত্বনী-
থৈবেত্যাশঙ্ক্যাহ ॥

নারায়ণস্ত্বং নহীত্যাদি ॥ ৩৩ ॥

উৎপন্ন হইয়াছে ইহা ঘটনা হইত, তাহা নয়, তোমার উদ্ভব
নারায়ণ হইতে হইয়াছে এই আশঙ্কায় দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে
১৪ শ্লোকে ব্রহ্মা কহিয়াছেন ॥

“নারায়ণস্ত্বং নহি সর্বদেহিনা-

মাজ্জাম্যধীশাখিললোকসাকী।

নারায়ণৌহস্বং নরভূজলায়না-

ভক্তাপি সত্যং ন তবৈব ময়া” ॥

হে অধীশ! আপনি কি নারায়ণ নহেন, আমি নিশ্চয়
গহিতে পারি আপনিই নারায়ণ, যে হেতু আপনি সর্বদেহির
পিতা, একরূপ হইয়াও আপনি নারায়ণ নহেন এমন নহে,
রায় নর অর্থাৎ জীবসমূহ আপনার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়,
তএব সর্বদেহির আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত আপনিই নারায়ণ। অপর
দেব! আপনি অখিললোকের সাকী অর্থাৎ সমুদায়
লোকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন ইহাতেও আপনি নারায়ণ
দগাঢ় কারণ নার অর্থাৎ লোকসমূহকে যিনি অয়ন
অর্থাৎ পরিভ্রমণ করেন তিনিই নারায়ণ। ভগবন্! মর হইতে
হুত যে সকল পদার্থ অর্থাৎ চতুর্বিংশতিভুত, তথা তাহা
তে উৎপন্ন যে জল, তন্মাত্র অয়ন আশ্রয় হওয়াতে যে

হে অধীশ ঈশস্য সর্বভাস্ত্র্যর্থ্যামিনে নারায়ণস্যাপ্যপরি
বর্তমান হে ভগবন্মিত্যর্থঃ । হি নিশ্চতং স নারায়ণস্তং
নাসি কিন্তু নারায়ণোহসৌ তবৈবান্ধমংশঃ । যদ্যপ্যেব
মথাপি মম তদঙ্গোৎপন্নহৃদঙ্গিনস্তত্ত এবোৎপত্তিরিতি
ভাবঃ । কথমসৌ নারায়ণ উচ্যতে কথং বা মম তন্মদৈ-
লক্ষণ্যং তত্রাহ । যোহসৌ দেহিনামাত্মা অস্ত্র্যর্থ্যামিপুরুষঃ ।
অতএব নারস্য জীবস্য অয়নং আশ্রয়ো যত্রোতি তস্য

নারায়ণ প্রসিদ্ধ, তিনিও আপনার মূর্তি ইহা সত্যই, আপনার
মায়া নহে ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য । হে অধীশ ইহার অর্থ এই যে, সর্বভাস্ত্র্যর্থ্যামি
ঈশ্বর নারায়ণেরও উপরে বর্তমান, অর্থাৎ হে ভগবান্ । । সেই
নারায়ণ তোমারই অঙ্গ (অংশ) । যদি এই রূপ হইল তথাপি
আমি তাঁহার অঙ্গোৎপন্ন হওয়ায় অঙ্গী যে আপনি, আপনা
হইতেই আমার উদ্ভব হইয়াছে ॥

ভগবন্ । যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, কি প্রকারে তিনি
নারায়ণ বলিয়া কথিত হইবেন, কি প্রকারেই বা তাঁহা হইতে
আমার বৈলক্ষণ্য, এই বিষয় সমাধান করিয়া কহিতেছেন ।
যিনি এই দেহধারি সকলের আত্মা অর্থাৎ অস্ত্র্যর্থ্যামি পুরুষ ।
অতএব নার অর্থাৎ জীবের আশ্রয় যাহাতে হইয়াছে, ঐত-
দ্দ্বারা তাঁহার নারায়ণত্ব । আর সাক্ষাৎ ভগবান্ যে আপনি

নারায়ণত্বং সাক্ষাৎগবতস্তব তু তদন্তর্যামিতায়ামপ্যোদা-
সীন্যমিতি ভীষঃ ॥ ১৪৫ ॥

কিঞ্চ । অখিললোকসাক্ষী । যস্মাদখিললোকং সাক্ষাৎ
পশ্যতি তস্মাৎসারময়তে জানাতীতি নারায়ণোহসৌ । তৎ
পুনস্তেনাংশেনৈব তদ্রূপী নতু সাক্ষাদিতি । তস্মাদ্বি-
লক্ষণ ইত্যর্থঃ । তর্হি স নারায়ণত্বং ন ভবসীতি সমাপ্যন্যথা
নারায়ণত্বমন্তীতি ভবতা হস্তিপ্রেতং তৎ কথমিত্যসোত্তরং
তেনৈব সম্বোধনেন ব্যঞ্জয়তি । অধীশেতি ঈশ প্রবর্তক ।

আপনার ঐ নারায়ণের অন্তর্যামিতাতেও উদাসিন্য রহি-
য়াছে ॥ ১৪৫ ॥

আরও ॥

নারায়ণ অখিললোকের সাক্ষী, যে হেতু সমুদায় লোককে
সাক্ষাৎ দেখিতেছেন । অপর নার অর্থাৎ জীবকে জানেন
ন্য তিনি নারায়ণ । কিন্তু আপনি ঐ নারায়ণনামক অংশ
। উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সাক্ষাৎ করেন না,
কারণে আপনি নারায়ণ হইতে বিলক্ষণ ॥

তবে আপনি কি সেই নারায়ণ নছেন, ব্রহ্মার এই বাক্যে
বান্ যদি একরূপ আশঙ্কা করেন, তবে আমারও অন্য
র নারায়ণত্ব আছে তোমার অভিপ্রায়ে বোধ হইতেছে,
ব তাহা কি রূপ, এই প্রশ্নের উত্তর, হে অধীশ এই সম্বো-
দনদ্বারাই প্রকাশ করিতেছেন ॥

ততশ্চ নারায়ণস্য অয়নং প্রবৃতির্ষম্মাং স নারায়ণঃ । যথা
মণ্ডলেশ্বরোহপি নৃপতিস্তেষাং দ্বিপোহপি নৃপতিরিতি ।
শ্রীকৃষ্ণনৈব সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবত্বেন তস্মাদপি পরমঃ
কৃষ্ণসন্দর্ভে প্রবন্ধেন দর্শয়িষ্যতে ॥ ১৪৬ ॥

ননু নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারায়ণীতি বিদ্বদ্বর্ধাঃ ।

তস্য তান্যয়নং পূর্বে তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি ।

তস্যাপি নারায়ণত্বমন্যথা প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ ।

হে অদীশ ! এই পদে ঈশশব্দের অর্থ প্রবর্তক, অতএব

নারের অয়ন অর্থাৎ প্রবৃতি যাঁহা হইতে হয়, তিনি নারায়ণ,
ঐ নারায়ণ অপেক্ষা আপনার অধিক ঐশ্বর্য্য হেতু আপনি
অদীশ, অর্থাৎ আপনিই নারায়ণ । যেমন মণ্ডলেশ্বর নৃপতি
বলিয়া কথিত হইলেও ঐ মণ্ডলেশ্বর নৃপতির অধিপতিকেও
নৃপতি বলা যায় তদ্রূপ ॥

শ্রীকৃষ্ণেরই সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবত্ব প্রযুক্ত, শ্রীনারায়ণ
অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ, এই বিষয় কৃষ্ণসন্দর্ভে প্রবন্ধদ্বারা
দেখান হইবে ॥ ১৪৬ ॥

অহো ! নর হইতে জাত তত্ত্ব সকলকে পণ্ডিতগণ নার
বলিয়া থাকেন, পূর্বে সেই সকল নায় যাঁহার অয়ন অর্থাৎ
আশ্রয়, একারণ তিনি নারায়ণ শব্দে অভিহিত হয়েন । অত-
এ তঁহার নারায়ণত্ব অন্য প্রকারে প্রসিদ্ধ আছে, এই
আশঙ্কায় কহিতেনে “নরভুজলায়নাত্তচাপীতি” নর হইতে

নরভূজলায়নাত্তচাপীতি । নরাভূজতা যেহর্থাস্তথা নরা-
জ্ঞাতং যজ্ঞলং তদয়নাৎ যতঃ তচ্চাপি নারায়ণত্বং ভবতি ।
তর্হি কথং প্রসিক্তি পরিত্যাগেনান্যথা নির্বক্ষ্যত্যত আহ
সত্যং নেতি । তৎপ্রলয়োদমিজলাদ্যাশ্রয়ত্বং সত্যং ন কিন্তু
তথা জ্ঞানং তবৈব মায়েত্যর্থঃ । দুর্বিতর্ক স্বরূপশক্ত্যেব
শ্লোকপরিচ্ছিন্নায়াস্তম্মুর্তে—জলাদিভিরপরিচ্ছে—দাদিতি
ভাবঃ । চতুর্ক্টয়ে হস্মিন্ বস্য নারায়ণস্যাস্তভূতং মহদা-
দিকং সর্বমেব জগৎ মোহপি তবাস্তভূত ইতি তাৎ-
পর্য্যং ॥ ১৪৭ ॥

নারায়ণস্য তাদৃশত্বে মন্ত্রবর্ণঃ ॥

যে সকল অর্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তথা নর হইতে উৎপন্ন যে
জল তন্মাত্র অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় হওয়াতে তাহাও নারায়ণত্ব
হয়। অহে! তবে কেন প্রসিক্তিপরিত্যাগ করিয়া অন্য
প্রকার কহিতেছ, এই প্রশ্নে কহিতেছেন “সত্যং নেতি” সেই
প্রণয় সমুদ্ভূত জলাদির আশ্রয়ত্ব সত্য নহে, কিন্তু ঐ রূপ
যে জ্ঞান হয় তাহা আপনারই মায়া, কেননা তর্কাতীত স্বরূপ-
শক্তি দ্বারা আপনার পরিচ্ছিন্না মূর্তির জলাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ
হয় নাই ॥

“কাহং তমোমহদহং” ইত্যাদি কথিত চারি শ্লোকে যে
নারায়ণের অন্তভূত মহাদাদি সমুদায় জগৎ আছে, তিনিও
আপনার অন্তভূত আছেন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১৪৭ ॥

নারায়ণের মন্ত্রবর্ণ যথা ॥

যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সৰ্বং দৃশ্যতে শ্রীযতেহপি বা ।
 অন্তবহিষ্ঠ তৎ সৰ্বং বাপ্য নারায়ণঃ স্থিত ইতি ।
 তন্মূর্ত্তেৰ্জলাদিভিরপরিচ্ছেদে স্বানুভাবং প্রমাণয়তি ॥
 তচ্চেজ্জলস্থমিত্যাदि ॥ ৩৪ ॥

অন্তর বাহ্যে যে কিছু জগৎ সমুদায় দেখা বা শুনা যায়,
 তৎ সমুদায় ব্যাপিয়া নারায়ণ অবস্থিত আছেন ॥

ভগবন্তুষ্টির জলাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ না হওয়াতে ব্রহ্মা
 স্বীয় অনুভব প্রমাণ করিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে যথা ॥

“তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ

কিং মে ন দৃষ্টং ভগবৎস্তদৈব হি ।

কিঞ্চা হৃদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব

কিং নোপসদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি ॥

হে দেব ! জগতের আশ্রয়ভূত আপনার ঐ শরীর কল্লান্তে
 জলশায়ি ছিল, ইং যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি আপ-
 নার নাভিকমলের নালরূপ বস্ত্রযোগে আপনার অভ্যন্তরে
 প্রবিষ্ট হইয়া শত বৎসর পর্য্যন্ত অশ্বেষণ করিয়াছি, সে সময়ে
 কেন তাহা দৃষ্ট হয় নাই । যদি বলেন আমার শরীর বাহ্যে
 দৃষ্ট হইয়া পরে অন্তঃকরণে দৃশ্য হয়, তাহাতেও বক্তব্য এই,
 তখন আমি তাহা ছদয়েতেও দেখিতে পাই নাই, পরন্তু তৎ-
 কালেই আমি তপস্যা করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্কন্দরূপে

জগদাশ্রয়ভূতং নারায়ণাভিধং তদ্বপুঃ জলস্থমেবেত্যেবং
 যদি সৎ সত্যং স্যাৎ তর্হি তদৈব কমলনামার্গেণাস্তঃ
 প্রবিশ্য সম্বৎসরশতং বিচিস্ততাহপি ময়া হে ভগবন্তচিহ্নে
 শর্য্য । তৎ কিমপি ন দৃষ্টং যদিচ তদ্বপুর্মার্য্যাত্রং ময়া
 স্যাচ্ছাস্বরীবুদ্ধ্যোরিতি ত্রিকাংশেষরীত্যা মিথ্যাবাক্য-
 কলাবিশেষদর্শিতমাত্রং স্যাৎ তর্হি কিম্বা রুঢ়সমাধি-
 যোগবিরুঢ়বোধেন ময়া হৃদি তদৈব স্তূর্ত্তু সক্তিদানন্দ-
 ঘনভেন্দুদৃষ্টং সমাখ্যনস্তরং কিংবা পুনঃ সপদ্যোব নো

দৃষ্ট হইয়াছে । তাহাতে উহা মার্য্যাত্র এখন এমন বোধ
 হইতেছে । অতএব আপনার শ্রীমূর্ত্তির দেশ বিশেষে পরিচ্ছেদ
 গতা নহে ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য । হে ভগবন্ ! অর্থাৎ অচিহ্নশর্য্য । জগতের
 আশ্রয়স্বরূপ নারায়ণনামক আপনকার সেই বপুঃ জলস্থ
 ইহাই যদি সত্য হইত, তবে পদ্মনাল মার্গদ্বারা অন্তরে
 প্রবেশ করিয়া শতবৎসর পর্য্যন্ত অশ্বেষণ করিয়াও তৎকালে
 আপনকার সেই বপুঃ আমার দৃষ্ট হইল না কেন? যদিচ
 সেই বপুঃ মার্য্যাত্র, অর্থাৎ মার্য্যাক্ষে শাস্বরী ও বুদ্ধি, এই-
 ত্রিকাংশেষ রীতিদ্বারা মিথ্যাপ্রকাশক কলাবিশেষের দর্শন-
 মাত্র হইত, অথবা সমাধি যোগাবলম্বী জ্ঞাতবোধ আমার
 দ্বারা তৎকালেই স্তূন্দররূপে সক্তিদানন্দঘন আপনকার
 বপু দৃষ্ট না হইত তাহা, হইলে সমাধির পর কিম্বা পুনর্বার
 তৎকালে দৃষ্ট হইত না । অতএব আপনকার মূর্ত্তির মার্য্য

ব্যদর্শিন দৃষ্টং । অতন্তুমূর্ত্তেমায়াময়ত্বং দেশবিশেষ
কৃতপরিচ্ছেদশ্চ সত্যো ন ভবতীত্যর্থঃ । এতদ্ব্যাখ্যান-
নিদানং তৃতীয়স্কন্ধেতিহাসো দ্রষ্টব্যঃ ॥

অত্র তচ্চাপি সত্যমিত্যত্র তচ্চাপি অঙ্গং সত্যমেব নতু
বিরাড্‌ন্যাস্যেতি । তচ্চেজ্জলস্বমিত্যত্র চ তচ্চেজ্জলস্বং সঙ্গং
তব বপুর্যদি জগৎ প্রপঞ্চাস্তঃপাতি স্যাদিতি শ্বাকু-
র্ষস্তি । তস্মাদেব নারায়ণাঙ্গকস্য ভগবদ্বিগ্রহস্য বিশ্বো-
ইপি প্রপঞ্চাহন্তভূত ইতি স্বয়ং ভগবতা দর্শিতং শ্রীমত্যা
জননৈবানুভূতমিত্যাহ ॥

ময়ত্ব দেশবিশেষ দ্বারা কৃতপরিচ্ছেদত্ব সত্য নহে । এই
ব্যাখ্যার কারণ জানিতে হইলে তৃতীয়স্কন্ধের ইতিহাসের
প্রতি দৃষ্টি করা কর্তব্য ॥

এস্থলে “তচ্চাপি সত্যং” এই বাক্যে, সেই অঙ্গ সত্যই
বটে, বিরাটের ন্যায় মায়াময় নহে । “তচ্চেজ্জলস্বং” এস্থলেও
সেই জলস্ব নিত্য স্বরূপ আপনার বপু যদি জগৎ অর্থাৎ প্রপ-
ঞ্চের অন্তর্গত হয়, এই বিষয় ব্যাখ্যাখ্যা করিতেছেন । অতএব
নারায়ণ ষাঁহার অঙ্গ সেই ভগবদ্বিগ্রহের বিশ্বও অর্থাৎ প্রপ-
ঞ্চও অন্তর্ভূত হয়, ইহা ভগবান্‌ আপনিই জননীকে দেখাইয়া-
ছেন এবং জননীও তাহা অনুভব করিয়াছেন । এই বিষয় দশম
স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে কহিতেছেন যথা ॥

অত্রৈব মায়াধর্মাবতার ইত্যাদি ॥ ৩৫ ॥

অত্রৈব তাবৎ শ্রীকৃষ্ণাখ্যে মায়াপশমনে অবতারে প্রাচু-
র্ভাবে বহিষ্চার্ত্তজঠরে চ স্ফুটস্য দৃষ্টস্য কৃৎসনস্য জগতঃ
মধ্যক্ষে পূর্বোক্তং যৎ মায়াত্বং প্রপঞ্চকৃত্ত্বপরিচ্ছেদ্যত্বস্য
মিথ্যাত্বং তদেব জননৈ তে ত্বয়া একটীকৃতং দর্শিতং ।
তগ্গান্ধবান্ জগদন্তঃস্ব এব জগন্তু ভববহির্ভূতমিত্যেব”

“অত্রৈব মায়াধর্মাবতারে

তস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃ স্ফুটস্য ।

কৃৎসনস্য চাস্ত্তজঠরে জনন্যা

মায়াত্বমেব একটীকৃতং তে” ॥

হে মায়াপশমন ! আপনি এই অবতারেই বহিঃ স্পষ্ট
এই সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ আপনার জঠরমধ্যে জননীকে দর্শাই-
ছেন, ওদ্বারাও এ সকলের মায়াত্ব একটীকৃত হইয়াছে ।
অতএব জলাদি প্রপঞ্চ সত্য না হওয়াতে তদ্বারা আপনার
পরিচ্ছেদ সত্য নহে ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য । এই মায়াশাসক শ্রীকৃষ্ণনামক অবতারে অর্থাৎ
প্রাচুর্ভাবে বাহিরে এবং জঠরমধ্যে স্ফুট (দৃষ্ট) সমগ্র
জগৎমধ্যক্ষে পূর্বোক্ত যে মায়াত্ব এবং প্রপঞ্চকৃত আপনার
পরিচ্ছেদ্যত্বের যে মিথ্যাত্ব তাহা আপনি জননীকে দর্শন
করাইয়াছেন । অতএব আপনি জগতের মধ্যস্থই আছেন কিন্তু
জগৎ আপনাই হইতে বাহির্ভূত রহিয়াছে, ইহাই মায়াধর্ম ॥

মায়াধর্মঃ । বস্তুতস্তু দুর্বিবর্তকস্বরূপশক্ত্যা মধ্যমত্বেহপি
ব্যাপকোহসীতি ভাবঃ ॥ ১৪৮ ॥

হে মায়াধমন মায়াপশমনেতি সম্বোধনং যদ্ব্যবতা কৃপয়া
যথাদৃষ্টপ্রমাণেহপি ত্রীবিগ্রহে সর্বোহপি প্রপঞ্চোহন্ত-
ভূত ইতি দর্শিতং তৎসত্যমেবেতি দ্যোতনার্থঃ । ভগব-
ন্ত্যপ্যন্যথাপ্রতীতিনিরসনার্থঞ্চ । পূর্বমেবার্থমুপপাদয়তি ॥
যস্য কুক্ষাবিত্যাগি ॥ ৩৬ ॥

ফলতঃ অনিবর্তক স্বরূপ শক্তি দ্বারা মধ্যম হইয়াও আপনি
ব্যাপক হইয়াছেন ॥ ১৪৮ ॥

হে মায়াধমন ! অর্থাৎ হে মায়াপশমন ! এই সম্বোধন
পদ । যে হেতু আপনি কৃপা করিয়া যথাদৃষ্ট প্রমাণ ত্রীবিগ্র-
হেতেও সমুদায় প্রপঞ্চ অন্তভূত আছে ইহা দেখাইয়াছেন ॥
ক্সাহা গত্যই ইহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, তথা ভগবান্দে
অন্য প্রকার জ্ঞান নিরসন জন্যও পূর্বের অর্থই সম্পন্ন করি-
তেছেন ।

দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে যথা ॥

“ যস্য কুক্ষাবিদং সর্বং সাত্ম্য ভাতি যথা তথা ।

তদ্ব্যপ্যগীহ তৎ সর্বং কিমিদং মায়ায়া বিনা ॥ ”

ভগবন্ আপনার সহিত এই নমস্ত জগৎ আপনার কুক্ষিতে
যে প্রকারে প্রকাশ পায়, সে সকল বাহিরেও সেই প্রকারেই
প্রকাশ পাইয়া থাকে, প্রভো ! মায়াব্যতিরেকে কি আপ-
নাকে এ সকল ঘটিতে পারে ? অতএব বহিঃস্থিত জগৎপঞ্চ

যস্য তব কুক্ষৌ সর্বমিদং সাক্ষাৎ ত্বং সহিতং যথা ভাতি
তং সর্বমিহ বহিরপি তথৈব ত্বয়ি ভাতিত্যম্বয়ঃ । অয়-
মর্থঃ স্বস্য ব্রজেহন্তুভূততা দর্শয়ন্ তচ্চাত্তবহির্দর্শনং কিং
স্বপ্ন এতদুত দেবমাত্ত্যাদৌ ত্রীজনন্যা এব বিচারে
স্বাপ্নিক মায়িকত্ব বিশ্ব প্রতিবিশ্বতা নাম যোগ্যত্বাদেক-
ক্ষেবেত্যভিজ্ঞাপয়ন্ কিং স্বপ্ন ইত্যাদাবেব যঃ কক্ষন
উৎপত্তিক আত্মযোগ ইত্যেনৈ চরমপক্ষাবসিতয়া ছবি-

আপনার জঠরমধ্যে প্রতিবিম্বিত ইহাও বলিতে পারা গেল না,
কারণ তাহা হইলে আপনি আদর্শ স্থানীয় হইয়া পড়েন,
এবং আপনাতে ইহা প্রতিতি হয় না, সুতরাং জগৎ প্রাপক
মিথ্যা মাত্র ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য । যে আপনকার কুক্ষিতে এই সমুদায় জগৎ
আপনার সহিত যে রূপ প্রকাশ পাইতেছে, তৎ সমুদায়
বাহিরেও আপনাতে প্রকাশ পাইতেছে, ইহার অর্থ এই যে,
ব্রহ্মণ্ডলমধ্যে স্থায়ী অন্তর্ভাব দর্শনের সহিত আপনাতে ব্রহ্ম
মণ্ডলের অন্তর্ভাব দর্শন করাইবার নিগিত্ত, সেই অন্তর বাহ্য
দর্শন “কিং স্বপ্ন এতদুতদেব মায়া” ইত্যাদি ১০ স্কন্ধের
৮ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে, জননীর বিচারে স্বাপ্নিক, মায়িক, বিশ্ব
ও প্রতিবিশ্বত্বের অযোগ্য হেতু একটা মাত্র জানাইয়া “কিং
স্বপ্ন” ইত্যাদি শ্লোকেই যে কোন অনির্বচনীয় স্বাভাবিক আত্ম
যোগ, ইহার দ্বারা শেষ পক্ষ অবশিষ্ট হওয়ায় তর্কাতীত

তর্কস্বরূপশৈল্যেব মধ্যমপরিমাণবিশেষ এব সর্বব্যাপকে
হসীতি স্বয়মেব ভগবান্ জননীং প্রতি যুগপচ্ছয়াত্মকং
নিজধর্মবিশেষং দর্শিতবান্ ॥ ১৪৯ ॥

অতএব দ্বিতীয়ে গৃহীত যদ্বদুপবন্ধমমুমা মাতেত্যাদৌ

স্বরূপ শক্তি দ্বারাই মধ্যম পরিমাণ বিশেষেও আপনি যে
সর্ব ব্যাপক হইয়াছেন, ইহা ভগবান্ স্বয়ংই জননীং প্রতি
এক কালীন উভয়াত্মক অর্থাৎ ব্যাপ্য ব্যাপক স্বীয় ধর্ম
বিশেষ দেখাইয়াছেন ॥ ১৪৯ ॥

অতএব দ্বিতীয়স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে ॥

“গৃহীত যদ্বদুপবন্ধমমুমা মা তা

শুভ্রং সূতস্য ন তু ততদমুমা মাতি ।

যজ্জুস্ততোহস্য বদমে ভুবনানি গোপী

মসীক্ষ্য শঙ্কিতমনাঃ প্রতিবোধিতানৌ ॥

ব্রহ্ম নারদকে কহিলেন, যশোদা শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন নিমিত্ত
যত যত রত্ন গ্ৰহণ কবেন, সে সকল তাঁহার বন্ধনে পর্যাণ্ড
হয় নাই, ইতিমধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জুস্তাত্যাগার্থ বদন
বাদান করিলে তাঁহার মুখমধ্যে চতুর্দশ ভুবন দৃষ্ট হইল,
তাঁহাতে যশোদা বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য জানিতে
পারিলেন। বৎস নারদ! এ বিষয়ও অলৌকিকের ন্যায়,
ইহাও কি অন্য হইতে সম্ভাব্য হয়? ॥

এই শ্লোকে যশোদা প্রতিবোধিতা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের

প্রতিবেদিতাদীদিত্যুক্তং । তস্মাদ্ভব কৃষ্ণো সর্বমিদং
বখ্যাতাতি ইহ বহিরপি তথা, তদন্তর্ভূতোহপি তদ্ব্যাপকো
হমীতি একারেণৈব ত্রয়ি তৎ সর্বং ভাতীতি । তদেবং
তদিদং প্রপঞ্চেন পরিচ্ছেদ্যত্বপ্রত্যয়নং তব মায়য়া
স্বযথার্থ্যাচরণশক্ত্যা বিনা কিং সম্ভবতি নৈব সম্ভব-
তীত্যর্থঃ । মায়্যাপ্যেবমেবানুভূতমিত্যাহ ॥

অদৈব বদতেহস্যেত্যাदि ॥ ৩৭ ॥

“অদৈব বদতেহস্য কিং মম ন তে মায়্যাহমাদর্শিত
মেকোহমি প্রথমং ততো ব্রহ্মসুহৃৎসাঃ সমস্তা অপি ।
তাবন্তোহপি চতুর্ভূজা স্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদয়ং শিষ্যস্তে ॥

ঐশ্বর্য জানিতে পারিয়াছিলেন, ইহা উক্ত হইয়াছে । অতএব
আপনার কৃষ্ণিতে এই সমস্ত জগৎ যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে
বাহিরেও তদ্রূপ রহিয়াছে । অতএব আপনি জগতের অন্ত-
র্গত হইয়াও জগতের ব্যাপক হইয়াছেন । এই প্রকরণ দ্বারাই
আপনাতে সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে । যাহা হউক এই
প্রকার প্রপঞ্চ দ্বারা সেই এই পরিচ্ছেদ্যত্ব অর্থাৎ বিভাগ
বিশিষ্ট জ্ঞান আপনকার স্বার্থার্থ্য আচরণ শক্তিশালিনী মায়ী
ব্যতিরেকে কি সম্ভব হয় ? অর্থাৎ কখন সম্ভব হয় না ॥

আসিও এই প্রকার অনুভব করিয়াছি, ইহা কহিতেছেন
১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে যথা ॥

অদৈব তে হুয়া কিমস্য বিশ্বস্য হৃদতে তন্তোবহি
 মায়াত্মং মায়্যৈব স্ফুরণং ভবতীতি সম মাং প্রতি ন
 দর্শিতং অপি তু দর্শিতমেব । এতন্মরাকাররূপত্বাত্তো
 বহিরেবেদং জগদ্বিত্তি যম্মুখানাং ভাতি তন্মায়্যৈবেত্যর্থঃ ।
 কথমেতদাকাররূপস্য সম তাদৃশত্বং তত্রাহ । এত-

‘প্রভো ! আপনি যে কেবল জননীকেই মায়া দেখাইয়া-
 ছেন এমত নয়, আপনা ভিন্ন এই বিশ্বের মায়াত্ব আমাকেও
 কি দেখান নাই, অদাই দেখাইলেন, তাহার নিদর্শন এই
 প্রথমে একাকী ছিলেন, তাহার পর আপনিই সমস্ত ব্রজবাদী
 বান্ধব এবং সমুদায় বৎস হইলেন, আমি যে সকলকে আবার
 চতুর্ভূজ নিরীক্ষণ করি, তদনন্তর আমি অখিল তত্ত্বাদির সহিত
 উপাসনা করিলে সেই সমস্ত ব্যক্তি চতুর্ভূজ হইয়াও তাবৎ
 সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড হয় ! এক্ষণে অপরিমিত অদ্বয় ব্রহ্মমাত্র অব-
 শিষ্ট আছেন ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য । আপনকার বাহিরে এই বিশ্বের মায়াত্ব অর্থাৎ
 মায়াস্ফুরণ অদ্যই আপনি কি আমাকে দেখান নাই, বস্তুত
 দেখাইয়াছেন । এই মনুম্বাচার রূপ বিশিষ্ট আপনা হইতে
 বাহিরেই এই জগৎ বাহা মায়ামুখ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে
 প্রকাশ পায়, তাহা মায়া দ্বারাই জানিতে হইবে ।

ভগবান্ যদি এরূপ বলেন, নরাকাররূপী আমার কি
 প্রকারে এতাদৃশত্ব অর্থাৎ ব্যাপকত্ব হইল এই আশঙ্কায় কহি-

হ্রস্বীণি ব্রজস্বহৃদাদিরূপং যদযস্মাদাবিভূতং তত্তদখিল
মধুনা তিরোধানসময়ে যেন পুনরনেন শ্রীবিগ্রহরূপেণ
অবশিষ্যতে তদদ্বয়ং ব্রহ্মবেত্যর্থঃ । অশেষপ্রাপঞ্চিকা-
প্রাপঞ্চিকবস্তুনাং প্রাচুর্ভাবস্থিতিতিরোভাবদর্শনেন তল-
লক্ষণাক্রান্তবাদিতি ভাষ্য । ততশ্চাস্য ব্রহ্মস্বৈ সিদ্ধে
বাপকত্বমপি সিদ্ধ্য নীতি তাৎপর্য্যং ॥ ১৫০ ॥

ননু সৃষ্টাদৌ ব্রহ্মবিয়োগহেতুগা ভিন্না এব কারণভূতা-
স্তথা স্থিতৌ কেচিদন্যেহবতারাশ্চ তৎ কথং মমৈব সর্ব

তেছেন । আপ'ন প্রথমে এক ছিলেন, তৎপরে যে ব্রজস্বহৃ-
দাদি অর্থাৎ ব্রজবালকাদি রূপ তাহাও আপনকার সেই
নাকার রূপ হইতে আবিভূত হইয়াছে । এক্ষণে সেই
সমুদায় অখিল রূপের তিরোধান সময়ে পুনর্বার যে আপনি
এই শ্রীবিগ্রহ রূপে অবশিষ্ট হইলেন তাহা অদ্বিতীয় ব্রহ্মই
জানিতে হইবে । কারণ প্রপঞ্চ জাত ও অপ্রপঞ্চ জাত অশেষ
বস্তু সকলের প্রাচুর্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব দর্শন দ্বারা
আপনি পূর্বোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়াছেন ॥

অতএব এই শ্রীবিগ্রহে ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইলে ব্যাশঙ্ক্য ও
সিদ্ধ হইল ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১৫০ ॥

অহে ! যদি সৃষ্টাদিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইহঁরা
পৃথক্ রূপেই কারণ স্বরূপ হইলেন, তথা স্থিতি বিষয়ে অন্য
কোন কোন অবতার কারণ হইয়াছেন, এই প্রশ্নে ব্রহ্মা দর্শন

কারণত্বমুচ্যতে । তত্রাহ । অজ্ঞানতামিত্যাदि ॥ ৩৮ ॥
 ত্বমিত্যস্য ভাগীভ্যনেনাস্বয়ঃ । কর্তুঃ ক্রিয়ান্বয়স্যৈব
 প্রাথমিকত্বাৎ কর্তা চাত্র ত্বমিত্যেব মধ্যমপুরুষেণ
 যোজ্যেতে তস্মাদত্র ন ইব শব্দঃ সম্বন্ধাতে কিন্তু এষ
 ইত্যত্রৈব নাস্য চাযং শ্রীবিগ্রহোবাচ্যঃ স্বয়ং ভগবৎস্বেনাদ্য

স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে কহিতেছেন যথা ॥

“অজ্ঞানতাং কংপদনীমমাত্মা

নাত্মাত্মনা ভাগিণিত্য মায়াং ।

সৃষ্টিবিবাহং জগতো বিধান

ইব ত্বমেমোহন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ” ॥

প্রভো! আপনিই প্রকৃতিস্থ আত্মা, যে সকল ব্যক্তি
 আপনকার স্বরূপ জানে না তাহাদের নিকট আপনি স্বতন্ত্র
 রূপে মায়া বিস্তার করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন, যেমন জগ-
 তের সৃষ্টিতে আগি, পালনে আপনি এবং সংহারে ত্রিনেত্র
 প্রকাশ পান তদ্রূপ ॥ ৩৮ ॥

ত্বং এতপদের ভাগি ক্রিয়ার সহিত অস্বয় । যে তেতু
 কর্তার ক্রিয়ার সহিত অস্বয়েরই প্রাথমিকত্ব অর্থাৎ প্রথম
 সম্বন্ধ । এস্থলে আপনি কর্তা ইহাই মধ্যম পুরুষের সহিত
 যোগ আছে, একারণ এস্থলে ইব শব্দের সহিত সম্বন্ধ হয়
 নাই কিন্তু “এষ” এই স্থলে “অস্য” পদের বাচ্য শ্রীবিগ্রহ
 নহে, ইহাঁর স্বয়ং ভগবৎ প্রযুক্ত গুণাবতারের অর্থাৎ

গুণাবতারভাবাৎ অদৈব্য ত্বদৃতেহস্যোক্ত্যেনোব্যবহিত
বচনেন বিরুদ্ধত্বাচ্চ । তস্মাদিয়মর্থঃ । ত্বংপদবীঃ তব তথা
ভূঃ স্বরূপমজানতাং অজানতঃ প্রতি আত্মা তত্তদংশি
স্বরূপভূগেব আত্মনা তত্তদংশেন মায়াং সৃষ্ট্যাদি নিমিত্ত
শক্তিং অনাত্মনি জড়রূপে মহদাত্ম্যোপাদানে প্রধানেন
বিতৃত্য প্রবর্ত্য তত্ত্বং কার্য্যভেদেন ভিন্ন ইব ভাসীত্যর্থঃ ।
কথং জগতঃ সৃষ্টিবহং ব্রহ্মৈব বিধানেন পালনে এষ ইব
এতং কার্য্য পরিচ্ছিন্ন ইব পালনমাত্র কার্য্য ইব ॥

আছে, যে হেতু দশমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে “অদৈব্য ত্বদৃতে
ইম্য” এই অষ্টাদশ সংখ্যক অব্যবহিত বচনের সহিত বিরুদ্ধ
হয়। অতএব ইহার অর্থ এই। “ত্বংপদবীঃ” অর্থাৎ আপন-
কার ঐ প্রকার স্বরূপ যাহারা জানে না, তাহাদের প্রতি
আপনিই আত্মা অর্থাৎ সেই সেই অংশি স্বরূপ। “আত্মনা”
এই পদের অর্থ সেই সেই অংশ দ্বারা মায়াকে অর্থাৎ সৃষ্টি-
দিব শক্তি নিমিত্ত শক্তিকে “অনাাত্মনি” অর্থাৎ জড়রূপ মহ-
ত্ত্ব প্রভৃতির উপাদান স্বরূপ প্রকৃতিতে “বিতৃত্য” অর্থাৎ
প্রবর্তিত করিয়া তত্ত্বং কার্য্যভেদে ভিন্নের ন্যায় প্রকাশ
পান। যদি বলেন জগতের সৃষ্টি বিষয়ে আমি ব্রহ্মার ন্যায়,
পালনে “এব” অর্থাৎ আপনকার মত। এই কার্য্য পরিচ্ছিন্নের
নাম অর্থাৎ পালনমাত্র কার্য্য সদৃশ ॥

অতএব দ্বিতীয়স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে ব্রহ্মা

যতো দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবাক্যঃ ॥

সৃজামি তন্নিযুক্তোহং হরো হরতি তদ্বশঃ ।

বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিমুগতি ।

অতো ভগবৎস্বরূপৈকত্বেন ন ব্রহ্মাদিবদ্বিকুরিবেতি
নির্দিষ্টং । অস্তে ত্রিনেত্রে ইবেতি বস্তুত স্তমেব তত্‌ক্র-
পেণ বর্তসে মূঢ়াস্ত্ব ত্তস্তান্ পৃথক্ পশ্যন্তীতি ভা-
বঃ এবং যথা গুণাবতারা স্তথাহন্যোপ্যবতারা ইত্যাহ ॥

অরেষ্‌ষিষীশেত্যাদি ॥ ৩৯ ॥

নারদকে কহিলেন বৎস । তাঁহার নিয়োগে আমি এই বিশ্বের
সৃজন করি, রুদ্রে তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া এই বিশ্বের সংহার
করেন, তিনি মায়াবী স্রষ্টা বিষ্ণু রূপ ধারণ করিয়া ইহার
পালন করেন ॥

অতএব ভগবৎ স্বরূপের একত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মার তুল্য “বিষ্ণু
ইব” এরূপ শব্দ প্রয়োগ হয় নাই । অস্তে ত্রিনেত্রের ন্যায়
ইহার ভাবার্থ এই যে, বাস্তবিক আপনিই সেই সেই রূপে
বর্তমান আছেন, কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিরা আপনা হইতে তাঁহার
দিগকে পৃথক্ দেখিয়া থাকে । এই প্রকার যেমন আপনি
গুণাবতার হইয়াছেন, তদ্রূপ অন্যান্য অবতার সকল
হইয়াছেন ॥

এই বিষয় ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে
কহিতেছেন যথা ॥

অজ্ঞনস্য জন্মেত্যেনেন প্রাদুর্ভাবমাত্রং জন্মেতি বোধ-
য়তি নমু ব্রহ্মন্ কিমত্র বিচারিতং ভবতা । যদেকস্য
এব মম মূর্ত্তে ব্যাপকত্বে সত্যান্যাসাং দর্শনস্থানং ন সম্ভ-
বতি । তথা জড়বস্তূনাং ঘটাদীনামেব প্রাকট্য প্রকারো
লোকে দৃষ্টঃ কথং তদিতর স্বভাবানাং চিহ্নবস্তূনাং মম
শ্রীমূর্ত্তাদীনামিতি । তথা যাবন্ত্যো বিভূতয়ো মম ভবতা

“নরেশ্বষীশ তথৈব নৃষপি
তির্য্যাকু যাদঃস্বপি তে হজ্ঞনস্য ।
জন্মাসতাং দুর্ম্মদনিগ্রহায়
প্রতো বিধাতঃ সদনুগ্রহায়” ॥

হে ঈশ ! হে প্রভো ! হে বিধাতা ! আপনি জন্ম রহিত
হইয়াও যে দেব, ঋষি, মনুষ্য, তথা তির্য্যাকু যোনি সকলে
জন্ম গ্রহণ করেন তাহা অসৎ ও দুর্ম্মদ জনের নিগ্রহ এবং
সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ নিমিত্ত মাত্র ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য । অজ্ঞনের জন্ম এস্থলে প্রাদুর্ভাব মাত্রকেই
জন্ম বোধ করাইতেছে । ভগবান্ যদি একরূপ বলেন, ব্রহ্মন্ !
তুমি এস্থলে কি বিচার করিলে, যে হেতু আমার এক মূর্ত্তির
ব্যাপকত্ব হইলে অন্য মূর্ত্তি সকলের দর্শন স্থান সম্ভব হয় না ।
তথা জড় বস্তু ঘটাদি সকলেরই প্রাকট্য প্রকার লোকে দৃষ্ট
হয়, তবে কি প্রকারে ঐ জড় হইতে ভিন্ন স্বভাব আমার
শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতি চিহ্নস্ব সকলের দর্শন হইবে ? । অপর আমার

দৃষ্টাঃ তাবতীভিরেব ভবান্ বিস্মিতো নাপরাঃ সন্তীতি
 সম্ভাবয়ন্নিব তৎ পরিমিততামধিগতবানস্তীতি । তথা যে
 মমাংগাঃ পূর্ব্বং বালবৎসাদি রূপান্ত এব চতুর্ভূজা অ-
 বস্মিতি কস্যাপি রূপস্য কদাচিদুদ্ভবঃ কস্যাপি কদাচি-
 দিতি । কিম্বা সত্যজ্ঞানানন্তানন্দৈক রসমূর্ত্তিহাং যুগ-
 পদেব সর্ব্বমপি তত্তদ্রূপং বর্ত্ততে এব কিন্তু যুগং সর্ব্বদা
 সর্ব্বং ন পশ্যথেনি । তত্রৈচ যোগপদ্যং কথামিতি । তত্রাহ
 কো বেত্তি ভূমিস্ত্যাদি ॥ ৪০ ॥

যত বিভূতি আছে তৎ সমুদায় তুমি দেখিয়াছ এবং সেই
 সকল মূর্ত্তিতেও তুমি বিস্মিত হইয়াছিলে । অপর মূর্ত্তি সকল
 নাই, ভগবান্ ইহা যেন ব্রহ্মাকে সম্ভাবনা করাইলে ব্রহ্মা
 তাহারই পরিমিতত্ব অবগত হইলেন । তথা আমার যে সকল
 অংশ পূর্ব্বং বাল বৎসাদি রূপ ছিল, পরে তাহারাই চতুর্ভূজ
 হয় । কোন রূপের কখন উদ্ভব হয়, কোন রূপের কখন
 উদ্ভব হয় । অথবা সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দ স্বরূপ এক রস
 মূর্ত্তিই প্রযুক্ত এককালীনই সেই সেই রূপ সকল বিদ্যমানই
 আছে, কিন্তু তোমরা সর্ব্বদা সকল রূপ দেখিতে পাও না,
 তাহাতে কি প্রকারে এককালীন সকল রূপ দেখিবো ?
 ভগবানের এই অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা কহিলেন ॥

১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে যথা ॥

ক্বা কথং কতিবা কদাবা যোগমায়াং দুস্তর্কাং চিচ্ছক্তিং
বিস্তারয়ন্ তথা তথা প্রবর্তয়ন্ জীড়নোতি ভবত উত্তী
লালাঃ ত্রিলোক্যাং কো বেত্তি ন কোহপীশ্যতঃ ।
যস্যামতং মতং তস্য মতং যস্য ন বেদ স ইতি ভাবঃ ॥

“কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোহী ভবত ত্রিলোক্যাং ।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ জীড়াস যোগমায়াং” ॥

হে ভূমন্ ! হে ভগবন্ ! হে পরাত্মন্ ! হে যোগেশ্বর !
ত্রিলোকী মধ্যে কোন ব্যক্তি কোথায় কি প্রকারে কত
এবং কবেই বা আপনার উত্তী (নীলা) জানিতে পারে?
কলতঃ আপনার মায়া নৈভব অচিন্ত্য, আপনি যোগমায়া
বিস্তার করিয়া সত্যই জীড়া করিতেছেন ॥ ৪০ ॥

কোন স্থানে বা, কি প্রকারে বা, কত বা, এবং কোন
সময়ে বা যোগমায়াকে (তর্কাগীত চিচ্ছক্তিকে) বিস্তার
করিয়া অর্থাৎ সেই রূপে প্রবর্তিত করিয়া আপনি জীড়া
করিতেছেন। ত্রিলোকী মধ্যে আপনার উত্তী (নীলা)
কে জানিতে পারে অর্থাৎ কাহারও জানিবার শক্তি নাই।
ভগবত্বকে যে বলে আমি জানি না, সেই জানে, আর যে
বলে আমি জানি, সে কিছুই জানেনা ইহাই তাৎপর্যার্থ ॥

অত্র দুজ্জৈয়তা পুরস্কৃতে নৈব সম্বোধন চতুর্কথেন চতুষ্প্র-
যুক্তিমাং । হে ভূমন্ ক্রোড়ীকৃতানন্তমূর্ত্যাক্ক শ্রীমূর্তে ॥
অয়ং ভাবঃ ॥

একমপি মুখ্যং ভগবৎরূপং যুগপদনন্তরূপায় কং ভবতি ॥ ১৫০ ॥
তথৈবাক্রুরেণ স্তবং । বহুমূর্ত্যেকমূর্ত্তিকমিতি ।
তথাচাধিষ্ঠতিঃ ॥

একং সমুৎ বহুধা দৃশ্যমানমিতি । ততো যদা যাদৃশং
যেষামুপাসনাফলোদয় ভূমিকাবস্থানং তদা তথৈব তে

অতএব ভগবন্তীলা দুজ্জৈয়ত্ব প্রযুক্ত সম্বোধন চতুর্কথ
দ্বারা চারিটিতে যুক্তি কহিতেছেন । হে ভূমন্! অর্থাৎ
আপনান শ্রীমূর্ত্তিতে বহুতর মূর্ত্তির সম্মিলন আছে । ইহার
তাৎপর্য্য এই । ভগবানের একটা মাত্রই রূপ মুখ্য কিন্তু
এককালীন বহুতর রূপ হইয়া থাকেন ॥ ১৫১ ॥

উক্ত রূপই শ্রীঅক্রুর ১০ স্কন্ধের ৪০ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে
স্তব করিয়াছেন । আপনি বহু মূর্ত্তিতেও এক মূর্ত্তি ॥

এ প্রকারে ঐশ্বর্য্যেও কহিয়াছেন ॥

এক হইয়া বহু প্রকারে দৃশ্যমান হয়েন ॥

উক্ত প্রকারই ঐশ্বর্য্য যথা ॥

এক হইয়া বহু প্রকারে দৃশ্যমান হয়েন ।

অতএব যখন যীহাদের যে প্রকার উপাসনার ফলের
উদয় ভূমিতে অবস্থান হয়, তখন তাঁহারা সেই রূপ দর্শন

পশ্যন্তি । তথাচ প্রজ্ঞাস্তর পৃথক্‌বৎ দৃষ্টিশ্চ তদুক্ত
মিতাত্ত তু ব্রহ্মসূত্রে মধ্বভাষ্যঃ । উপাশ্রিত্যভেদাদর্শন
ভেদ ইতি ॥

দৃষ্টাস্তশ্চ যথৈকমেব পট্ট বস্ত্র বিশেষ পিঞ্জাবয়ব বিশে-
ষাদি দ্রব্যঃ নানা বর্ণময় প্রধানৈক বর্ণমপি কুতশ্চিৎ
স্থান বিশেষাদতচক্ষুষো জনস্য কেনাপি বর্ণ বিশেষণ
প্রতিভাভীতি । তত্রাত্ত পট্ট বস্ত্র বিশেষাদি স্থানীয়ঃ
নিজ প্রধান ভাষ্যাস্তর্ভাবিত তত্তজ্ঞপাস্তরঃ শ্রীকৃষ্ণরূপঃ ।

করেন ॥

উল্লিখিত প্রকারই ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়
পাদের “প্রজ্ঞাস্তর পৃথক্‌ বৎ দৃষ্টিশ্চ তদুক্তঃ” এই ৪৮
সংখ্যক সূত্রে মধ্বভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, উপাশ্রিত্যভেদ
হেতু দর্শনের ভেদ হয় ॥

এস্থলে দৃষ্টাস্ত এই যে, যেনন এক মাত্র পট্টবস্ত্র বিশেষ
তথা ময়ুর পুচ্ছের অবয়ব বিশেষ দ্রব্যে নানা বর্ণ স্বরূপ
প্রধান এক বর্ণ হইলেও তাহা কোন স্থান বিশেষে দৃষ্টি-
পাতকারি মনুষ্যের সম্মুখে বর্ণ বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়
তজপ ।

এস্থলে অর্থও পট্ট বস্ত্র বিশেষ স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণরূপ নিজের
প্রধান দীপ্তি দ্বারা সেই সেই রূপাস্তরকে অন্তর্ভাব করিয়া-
ছেন । অন্য রূপ সকল সেই সেই বর্ণের প্রভা স্থানীয়

তত্ত্ববর্ণনং স্থানীয়ানি রূপান্তরাণীতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৫২ ॥

তথা শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ॥

মাণ যথা বিভাগেন নীল পীতাভিযুতঃ ।

রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাভিদা বিভূরিতি ।

মাণরত্রে বৈদুর্ঘ্যাত্ম্যঃ তদেবং কৈত্ম্য যুক্তিরুক্তা ।

এবমেব শ্রীবামনাবতারমুপলক্ষ্য শ্রীশুকবাক্যং ॥

যত্ত্বপুভূতি বিভূষণায়ুধৈ

রবাস্তা চত্বস্তমধারয়দ্ধারিঃ ।

বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ

জানিতে হইবে ॥ ১৫২ ॥

ঐ প্রকার নারদপঞ্চরাত্রে ॥

মণি যেমন নীল পীতাদি বিভাগবশতঃ রূপ ভেদ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ধ্যান ভেদাধীন অচ্যুত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকেন ॥

এস্থলে মণি বৈদুর্ঘ্য নামক মণি । অতএব এই প্রকার কোথায়, ইহার এই যুক্তি কথিত হইল ।

এই প্রকারই বামনাবতার উপলক্ষ্য করিয়া ৮ স্কন্ধের ১৮ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ ! ঐ যে ব্যক্ত বিগ্রহ ধারণ করিলেন যাহাতে চিৎ অব্যক্ত ছিল, স্বীয় দূতি এবং ভূষণ ও আয়ুধ সহিত সেই শরীর নুটের ন্যায় দর্শন কার

সংপশ্যতো দিব্যগতির্বথা নট ইতি ॥

অর্থ স্চায়াং ॥

যদ্বপুঃ শরীরং ন কেনাপি ব্যক্ত্যে যৎ চিৎ পূর্ণানন্দঃ
তৎ স্বরূপমেব সৎ বিভূষণায়ুধৈ ভীতি । তদ্বপুস্তদা
প্রপঞ্চেহপি ব্যক্তঃ যথা স্যাত্তথা অপারয়ং স্থাপিতবান্ ।
পুনশ্চ তেনৈব বপুমা বামনো বটু বভূব হরিঃ । এব
কারেণ পরিণাম বেশান্তর যোগাদিকং নিষিদ্ধং । কদা-
পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ । তেনৈব বপুমা তদ্বাবে হেতুঃ ।

যাঁতাপিতার সমক্ষে বামন ব্রাহ্মণ কুমার হইলেন । তাঁহার
গতি দিব্য, ঐ রূপ হওয়া বিচিত্র নহে ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই । যে বপুঃ অর্থাৎ শরীর কাহারও
দ্বারা প্রকাশ হয় না । যাহা চিৎ অর্থাৎ পূর্ণ আনন্দ তাহাই
যরূপ হওয়াতে সেই বপুঃ বিভূষণ ও অস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা
দীপ্তি পাইতে লাগিল । সেই বপুঃ তৎকালীন ভগতেও
যে প্রকার ব্যক্ত হয় তরূপ ধারণ অর্থাৎ স্থাপন করিয়া
ছিলেন । পুনর্ব্বার সেই বপুঃ দ্বারাই হরি বামন বটু হইয়া-
ছিলেন । “তেনৈব” এই পদে এং শব্দ দ্বারা ভগবদ্বিগ্রহে
পরিণাম বিশিষ্ট অনিত্য অপর বেশের যোগাদি নিষিদ্ধ অর্থাৎ
ভগবদ্বিগ্রহে অন্য মায়িক বেশ ভূষাদির সংযোগ হয় না, তাহা
নাহঁলে পিতা যাতার সমক্ষে সেই বপুঃ দ্বারাই বামন বটু
হইয়াছিলেন । উক্ত প্রকার রূপ ধারণ করার হেতু এই

দিব্যাঃ পরমাচিন্ত্যঃ । যদগতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্ছেত্যপি
শ্রুতেঃ ॥ ১৫৩ ॥

অস্মিন্নেব নিত্যস্থিতানাং নানা সংস্থানানাং প্রকাশনা
প্রকাশন রূপা গতিয় চেষ্টা যস্য সঃ । তত্রালঙ্কিত
স্বধর্ম মাত্রোল্লাসাংশে দৃষ্টান্তুলেশঃ । যথা নট ইতি
নটোহপি কশ্চিদাশ্চর্য্যমঃ দিব্যা পরম বিস্মাপিকা
গতি হস্তকর রূপা চেষ্টা যস্য তথা ভূতঃ সন্ তেনৈব
রূপেণ বেষ মায়াদিকমনুরীকৃত্যপি নানাকারনাং
দর্শয়তি । স্বর্গো নটো বা দিব্যগতিঃ । ততশ্চ তত্ত-
দনুকরণং তদ্যাভ্যন্ততদাকারমেব ভবতি ॥

তাহার গতি দিব্য অর্থাৎ পরম অচিন্ত্য, যেহেতু শ্রুতিতে
উক্ত হইয়াছে, যাহা হইয়াছে, যাহা হইতেছে এবং যাহা
হইবে এ সমুদায়ই তিনি ॥ ১৫৩ ॥

অপর যাহার আপনাতেই নিত্য স্থিতি নানা সংস্থানের
প্রকাশন ও অপ্রকাশনরূপ গতি অর্থাৎ চেষ্টা হইয়াছে।
তিনি এস্থলে অপরিজ্ঞাত স্রীর ধর্ম মাত্রের আনন্দাংশে
কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত এই যে “যথা নট ইতি” যেমন কোন
অভ্যাশ্চর্য্য নট পরম বিস্মাপিকা হস্ত কর রূপা যে গতি
তদ্বিশিষ্ট হইয়া বেষ মায়াদি স্বাকার না করিয়াও সেইরূপেই
বিবিধ প্রকার স্বাকার দর্শন করায় তদ্রূপা অথবা দিব্য
গতি অর্থাৎ স্বর্গীয় নট। অতএব তাহার সেই সেই অমু-

অত্র পরমেশ্বরং বিনাহন্যস্য সর্ব্বাংশে তাদৃশত্বাভাবাৎ
নচ দৃষ্টান্তে খণ্ডত্বদোষঃ প্রসঙ্গনীয়ঃ । যথা ভক্ষিত কীট-
পরিণামলালাজাততন্তুসামানোহুপূর্ণনাভঃ পরমেশ্বরস্য
জগৎসৃষ্টাবননাসাধনত্বে দৃষ্টান্তঃ শ্রুয়তে । যথোৰ্গনাভি
হৃদয়াদিত্যাদৌ তদ্বৎ ॥ ১৫৪ ॥

তদৈবং শ্রীরক্ষণাপি সর্ব্বরূপসম্ভাবাভিপ্ৰায়ে
নৈবোক্তং ॥

করণ অতিশয় রূপে তদ্রূপ আকারই হইয়া থাকে ।

এস্থলে পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্যের সর্ব্বাংশে নানা
রূপ হওয়ার অভাব প্রযুক্ত দৃষ্টান্তে খণ্ডত্ব দোষ প্রসঙ্গ হয়
না । যেমন ভক্ষিতকীটের পরিণাম প্রাপ্ত লালা জাত তন্তু
সাধন রূপই উৰ্গনাভি (মাকড়শ) তদ্রূপ পরমেশ্বরের
জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে অনন্য সাধনত্ব । উৰ্গনাভির সহিত পরমে-
শ্বরের এই অংশে দৃষ্টান্ত শুনা যায় ।

যথা ১১ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ।

“যথোৰ্গনাভিহৃদয়াদূৰ্গাঃ সংতত্য বজ্রতঃ ।

তথা বিহত্য ভূয়স্তাং এসত্যেব মহেশ্বরঃ ॥”

তাৎপর্য্য । যেমন উৰ্গনাভ হৃদয় হইতে উৰ্গা বিস্তৃত
করিয়া তাহাতে ক্রীড়া করতঃ পুনরবার তাহা গ্রাস করে,
তদ্রূপ মহেশ্বর এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন । এই
বচনে মাকড়শার সহিত পরমেশ্বরের দৃষ্টান্ত আছে ॥ ১৫৪ ॥

হুং ভক্তিয়োগপরিভাবিতহুংসরোজ
 আস্‌মে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাং ।
 যদ্যচ্ছয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
 তত্ত্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়েতি ॥
 প্রণয়সে প্রকটয়ামি প্রাপয়ামি শ্রুতেক্ষিতপথ ইত্য-

অতএব শ্রীকৃষ্ণে সর্ব প্রকার রূপের সন্তাব আছে এই
 অভিপ্রায়ে শ্রীব্রহ্মাণ্ড ৩ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১১ শ্লোকে
 কহিয়াছেন যথা ॥

হে নাথ ! পুরুষদিগের হুংগম ভক্তিয়োগে শোধিত
 হইলে ত্বদীয় শ্রবণ দ্বারা তাহারা আপনকার পথ দেখিতে
 পায় এবং পুরুষ সকল তদ্রূপ হইলেই তাহাদের সেই হৃদয়
 সরোজে গিয়া আপনি অধিষ্ঠান করেন । হে উরুগায় ! আপ-
 নার রূপার কথা কি বলিব ? আপনার ভক্তগণ শ্রবণ ব্যতি-
 রেকেও স্বেচ্ছাক্রমে মনো দ্বারা আপনকার যে যে মূর্তি কল্পনা
 করিয়া ধ্যান করেন, আপনি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ
 প্রকাশ করিয়া স্বয়ং সেই সেই রূপই প্রকটিত করেন ॥

তাৎপর্য্য । “প্রণয়সে” এই ক্রিয়ার অর্থ প্রকটিত করেন।
 “শ্রুতেক্ষিত পথ” এতদ্বারা কল্পনা নিরস্ত হইয়াছে । অতএব
 ভগবানের সর্ব রূপত্বেও ৩ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে
 শ্রীকর্দম বাক্যে ভক্তগণের অনভিরুচিত রূপ বিষয়ে অপবাদ

নেন কল্পনায়া নিরন্তরাং সর্ব রূপত্বেহপি ভক্তানভি-
রূচিত রূপত্বেহপবাদঃ শ্রীকর্দম বাকোন ॥ ১৫৫ ॥

তান্যেব তে হভিরূপাণি রূপাণি ভগবৎস্বব ।

যানি যানি চ রোচন্তে সজনা নাম কানি চৈব ॥

যানি যানি চ ত্বদীয় সজনে স্যা রোচন্তে স্যা তানি ॥

রূপাণি তে তব অভিরূপাণি যোগ্যানি নান্যানি শব্দাঃ ।

অনন্যানি চ যাদৃশং রস্তিদেবায় কুংসিতং রূপং প্রাপ্যতিতং

তাদৃশানি জ্ঞেয়ানি । তাদৃশস্য চ মাধিকত্বমেব হি তত্রো-

ক্তং ॥ ১৫৬ ॥

অর্থাৎ বিশেষ দেখাইয়াছেন ॥ যথা ॥ ১৫৫ ॥

কিন্তু হে ভগবন্ ! যদিও আপনি বস্তুতঃ প্রাকৃত রূপ
রহিত তথাচ আপনার যে সকল অলৌকিক চতুর্ভুজাদি রূপ
এবং যে যে রূপ আপনার ভক্তজনের অভিরূচি হয়, সে সকল
রূপই আপনার উপযুক্ত ॥

তাৎপর্য্য । আপনকার ভক্তজনের রুচিজনক সেই সেই
রূপই আপনকার উপযুক্ত, অন্য রূপ নহে । অর্থাৎ রস্তি-
দেবের নিকট যে কুংসিত রূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন সেই
প্রকার রূপ সকল আপনকার উপযুক্ত নহে । ঐ প্রকার
রূপই মাধিকত্ব অর্থাৎ রস্তিদেবের ১০ ধ্যে রূপ দেখাইয়াছিলেন
নিশ্চয়ই তাহা মারামর এ বিষয় ৯ স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে

তস্য ত্রিভুবনাদীনাং ফলদাঃ ফলমিচ্ছতাং ।

আত্মানং দর্শয়াক্রুমায়া বিষ্ণুর্বিনির্মিতা ইতি ॥

টীকাচ ॥

ত্রিভুবনাদীনাং ব্রহ্মাদয়ঃ মায়াঃ তদীয় ধৈর্য্য পরীক্ষার্থং
প্রথমং মায়ায়া বৃষলাদি রূপেণ প্রতীতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ ।
ইত্যোষা ॥

অনভিরূপত্বে হেতুঃ । অরূপিণ ইতি প্রাকৃত রূপ
রহিতস্যোক্ত টীকাচ । অপ্রাকৃতেন কুংসিতত্বাৎ

১০ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যথা ॥ ১৫৬ ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ ! ত্রিভুবনের অধীশ্বর যে
মকল ব্রহ্মাদি দেব ফলাকাঙ্ক্ষিপুরুষদিগকে ফলদান করি-
থাকেন, তাঁহারা মহারাজ রন্তিদেবের ধৈর্য্য পরীক্ষার্থ বিষ্ণু
নির্মিত মায়া হইয়া বৃষলাদি রূপে স্ব স্ব বৃর্ত্তি প্রদর্শন করান ॥

টীকার অর্থ এই ॥

ত্রিভুবনের অধীশ্বর ব্রহ্মাদি দেব মায়া অর্থাৎ রন্তিদেবের
ধৈর্য্য পরীক্ষার নিমিত্ত প্রথমে মায়া দ্বারা বৃষলাদি রূপে
প্রতীত হইয়াছিলেন ইত্যাদি ॥

অভিমত রূপ না হওয়ার হেতু এই যে ৩ স্কন্ধের ২৪
অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে কদম কহিয়াছেন আপনি অরূপী
অর্থাৎ আপনার প্রাকৃত রূপ নাই । অতএব শ্রীভগবান্মুর্তি

বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৫৮ ॥

অথ প্রকৃতপণ্যস্য কথং বেত্যাদি ত্রয়যুক্তয়েঃ বশিকং
সম্বোধনত্রয়ং ব্যাখ্যায়তে হে ভগবন্ অচিন্ত্যশক্তে !
অচিন্ত্যম্ভগবন্মূর্ত্যাদ্যাবির্ভাবমানাথানুপপত্তে রচিন্ত্যা-
শক্তিরেব কারণমিতি ভাবঃ । ইয়ং কথং বেত্যস্য
যুক্তিঃ ॥ ১৫৮ ॥

তথা হে পরাজন্ পরেষাং প্রত্যেক মপ্যনন্ত শক্তীনং
পুরুষাদ্যবতাবাণা মানুসবৎতাবিন্ । ত্রয়ি ত্ৰ শাসাং

মপ্রাকৃত প্রযুক্ত তাঁহাতে কুংসিং রূপের সম্ভাবনা ইহতে
পাবে না ॥ ১৫৭ ॥

এক্ষণে পূর্বোক্ত ১০ ক্ষণের ১৭ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকের
“কথং বা কতি বা কদোত” এই তিনে যুক্ত নির্মিত্ত অব-
শিষ্ট তিনটী সম্বোধন পদের ব্যাখ্যা করিতেছি ॥

হে ভগবন্ ! এই সম্বোধন পদের অর্থ, হে অচিন্ত্য
শক্তে ! এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে চিন্তাতীত ভগবন্মূর্তি
প্রভৃতি আবির্ভাবের সম্ভাবিত হয় না, এ নির্মিত্ত অচিন্ত্য শক্তিই
কারণ হইয়াছে । কথং বা এই পদের এই যুক্তি ॥ ১৫৮ ॥

ঐ প্রকারই, হে পরাজন্ ! এই সম্বোধন পদের অর্থ
এই যে, আপনি এক একটী অনন্ত শক্তি সম্পন্ন পুরুষাদি
অবতার সকলেরই আজ্ঞা অর্থাৎ অবগামী ! অতরাং
আপনাতে সেই সকল মূর্তির অসংখ্য প্রযুক্ত তৎ সমুদা-

হৃদরামনস্তদ্বাং তদাবির্ভাব বিভূতয়ঃ কতি বা বাঙ্মন-
স গোচরস্ত নাপদ্যেরমিতি ভাবঃ ইয়ং কতি বেত্যস্য
যুক্তিঃ ॥ ১৫৯ ॥

তথা হে যোগেশ্বর ! একস্মিন্নেব রূপে নানা রূপ যোজন-
লক্ষণায়াঃ যোগমায়ানাম্নাঃ স্বরূপশক্তে ব্ৰহ্মা বা ঈশন-
শীল । অয়ং ভাবঃ । যথা তব প্রধানং রূপং অন্তর্ভূতানন্ত-
রূপং তথা তবাংশ রূপঞ্চ । ততশ্চ যদা তব যত্রাংশে
তত্তদুপাসনা ফলরূপস্য যস্য রূপস্য প্রকাশনেচ্ছা তদৈব
তত্র তত্র তদ্রূপং প্রকাশত ইতি । ইয়ং কদেত্যস্য যুক্তিঃ
তস্মাদ্ভিত্তং সদসমপি তস্মিন ॥

যের আবির্ভাব রূপ বিভূতি কত বা বাক্য মনের গোচরহ
প্রাপ্ত হইবে ? অর্থাৎ সেই সকল বিভূতির অন্ত করিবার
শক্তি নাই, ইহার এই তাৎপর্য্য । কতি বা এই পদের এই
যুক্তি ॥ ১৫৯ ॥

ঐ প্রকার হে যোগেশ্বর ! অর্থাৎ আপনি এক রূপেই
নানা রূপের যোজনা স্বরূপ যোগমায়া নাম্নী স্বরূপ শক্তির
অথবা ঐ শক্তির দ্বারা ঈশনশীল হইয়াছেন । ইহার তাৎ-
পর্য্য এই যে যেমন আপনার প্রধান রূপ ও অন্তর্গত অনন্ত
রূপ সেই প্রকার অংশ রূপও হইয়াছে । একারণ যখন
আপনার যে অংশে তত্তৎ উপাসনার ফল স্বরূপ যে রূপের
প্রকাশ করণের ইচ্ছা হয় তখনই সেই অংশে সেই রূপ

শ্রীকৃষ্ণরূপে হস্তভূতমিত্যেবমত্রাপি তাৎপর্য্যং ॥ ১৬০ ॥

উপসংহরতি ॥

তস্মাদিদং জগদশেষমগৎস্বরূপং

স্বপ্নাত্মস্তুমিমাং পুরুষঃখড়্গঃখং ।

ত্বয়োহ নিত্যস্বখবোধনাবনন্তে

মীয়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাক্তি ইত্যাদি ॥ ৪১ ॥

যস্মাদেবং প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ বস্তুনাং সূর্য্যেষামপি তদ্বিপ্র-

প্রকাশ পাইয়া থাকে । কদা এই গানের এই বৃক্তি ॥

অতএব প্রদান রূপ, অন্তর্গত অনন্তরূপ ও অংশ রূপ
এ সমুদায়ই সেই শ্রীকৃষ্ণরূপে অন্তর্ভূত আছে, এস্থলে ইহাই
তাৎপর্য্য ॥ ১৬০ ॥

উপসংহার অর্থাৎ সমাপন করিতেছেন ।

১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে যথা ॥

অতএব অসৎ পুরুষ, স্বপ্ন ভুগ্য প্রতিভাশ শূন্য, খড়্গ
বহন, এই অশেষ জগৎ নিত্য স্তব্ধ ও নিত্য জ্ঞানরূপী অনন্ত
যে আপনি আপনাতে মায়া দ্বারা উদ্ভূত হওয়াতে যদিও
শেষে নিমগ্ন তথাচ নিত্যবৎ প্রকাশ পাইতেছে অর্থাৎ
আপনি অধিষ্ঠান হওয়াতে আপনার গুণে তত্ত্বৎ প্রকারে
প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য । আপনি যখন এই প্রকার প্রপঞ্চ ও অপ্রপঞ্চ
সমুদায় বস্তুরই তত্ত্বমূর্ত্তি হইয়াছেন, তখনই নিত্য স্তব্ধ স্বরূপ

হোহি তস্মাদেব নিত্যস্বৰ্ণবোধ লক্ষণা যা তদুন্তং স্বরূপে
অমন্তে স্বযোগাশেষমিদং জগদবতীভ্যাহ্বয়ঃ । কথং ভূতঃ
সং । উদ্যদপি যং মুহুরুদ্ভবতিরোভক্ত । যৎ যস্মিন্
মূলজায়তে লীয়তে চ তত্তস্মিন্নেব ভাতি ভুবি তদ্বিকার
ইবেতি ভাবঃ ॥ ১৭১ ॥

তর্হি কিং নম বিকারিত্বং নেত্যাহ মায়াভো "মায়া
হ্রদীয়াচিন্ত্যশক্তিবিশেষেণ বিকারাদিরহিতমৈস্যব । অত
স্ত শব্দমূলহাদিত্যাদৌ পরিণাম স্বীকারাৎ । মুহুরুদ্ভ-
বতিরোভবত্বাদেব স্বপাতং তদুন্তং নহস্তানমাত্র কয়ি

য়ে মুক্তি, তৎ স্বরূপ অনন্তরূপী আপনাতে এই অশেষ
জগৎ প্রকাশ পাই তেছে । ঐ জগৎ কি প্রকার সং
(নিত্য) এই প্রশ্নে কহিতেছেন "উদ্যদপি যং" অর্থাৎ এই
জগৎ বারম্বার উদ্ভূত ও তিরোভূত হইয়া বাহাতে মুহুর্তঃ
জন্ম ও লয় পায় স্ততরাং তাহাতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে,
বেমন পৃথিবীতে পৃথিবীর বিকার ঘটাদি তদ্রূপ ॥ ১৬১ ॥

ভগবান্ যদি এরূপ কহেন তবে কি আমার বিকারিত্ব
হইল, এই আশঙ্কায় প্রশ্না করিতেছেন তাহা নয়, আপনি
বিকার রহিত, আপনকার অচিন্ত্য শক্তি বিশেষ মায়া দ্বারা
জগতের উদ্ভব ও তিরোভাব হইয়া থাকে । কেননা ব্রহ্ম-
সূত্রের ২ অধ্যায়ের প্রথম পাদে ২৮ সূত্রে "অকর্তেস্ত শব্দ

তদ্বাদপি । বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবদিতি ।

ন্যায়েন ॥ ১৬২ ॥

তথা অবিদ্যাবৃত্তিক মায়াকার্য্যত্বাচ্চ অস্ত্রধিষণ্ণ জীব পর-
মার্থ জ্ঞানলোপকর্তৃ । উভয়স্মাদপি হেতোঃ পুরু ছুঃখ
ছুঃখং তদীয় স্থাভাসম্যাপি বস্তুতো ছুঃখরূপত্বাৎ । বিনা
• ক্রং সন্তয়াতু অসং স্বরূপং শশবিবাণতুল্যং । তদেবং
ভূতমপি সদিব অনশ্বরমিবাভাতি মুগ্ধানামিতি শেষঃ ।

মূলত্বাৎ” অর্থাৎ সগুণ নিগূর্ণ শ্রুতির (প্রবণের) বেদোক্ত
শব্দই মূল, ইত্যাদি স্থলে পরিণাম স্বীকার করিয়াছেন অস্ত্র-
এব এই জগতে মূলমূর্ছঃ উদ্ভূত ও তিরোভূত প্রযুক্ত স্বপ্ন
ভূগা কিন্তু অজ্ঞানমাত্র কল্পিত নয় । যে হেতু ব্রহ্ম সূত্রের ২
অধ্যায়ের ২ পাদে “বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদি বং” এই ২৭ সূত্রে
বৈধর্ম্য প্রযুক্ত এই জগৎ স্বপ্নাদির ন্যায় বলিয়াছেন ॥ ১৬২ ॥

তথা ঐ জগৎ অবিদ্যা বৃত্তিক মায়ার কার্য্য হেতু “অস্ত্র
ধিষণ্ণ” অর্থাৎ জীবের পরমার্থ জ্ঞানের নাশক । এই ছুই
কারণে বহু ছুঃখের আশ্পদ জগতের যে স্থখ রূপ আভাস
তাহাও বস্তুত ছুঃখ স্বরূপ । হে ভগবন্ ! আপনকার সঙ্গ
ব্যতিরেকে জগৎ অসং স্বরূপ অর্থাৎ শশবিবাণ তুল্য । অত-
এব এই প্রকার হইয়াও সতের ন্যায় অর্থাৎ মুগ্ধ ব্যক্তিদিগের
মদ্যক্রে অনশ্বর তুল্য প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥

উপলক্ষণং চৈতৎ । বাবহার জ্ঞানময় মহাদাত্মক স্বাৎ
জ্ঞানোদ্রোণকমিব স্বর্গাদাত্মকত্বাৎ স্বর্গমিব চ । তদেবম-
নাস্য তৎপরিচ্ছেদ্যত্বাৎ স্বরূপশক্ত্যেব পরিচ্ছিন্ন মপরি-
চ্ছিন্নঞ্চ তদেবং বপূরিত্তি প্রকরণার্থঃ ॥ ১০ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তঃ ॥ ১৬৩ ॥

তদ্বিশং মধ্যমাকার এব সর্বাধারত্বাদিভূতং । সর্ব গত্য-
দপি সাধাতে ॥

চিত্রং বৈশ্বত্নেকেন বপুশা যুগপৎ পৃথক্ ।

ইহা উপলক্ষণ মাত্র । বাবহার জ্ঞানময় মহাদাত্মক স্বরূপ
হওয়াতে জ্ঞানের উদ্রোণকের ন্যায় তথা স্বর্গাদি স্বরূপ প্রযুক্ত
ত্বের ন্যায়ও হইয়াছে । অতএব অন্যের পরিচ্ছেদ্যত্ব অর্থাৎ
পরিমেয়ত্ব হেতু স্বরূপ শক্তি দ্বারাই আপনকার এই শরীর
পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন হইয়াছে । ইহা প্রকরণার্থ ॥ ১৬৩ ॥

অতএব এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের মধ্যমাকারেই সকলের
আবার স্বরূপত্ব প্রযুক্ত নিভূত্ব সাধন করা হইল ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞের সর্ব গত্য প্রযুক্তও বিভূত্ব সাধন
করিতেছেন ।

১০ স্কন্ধের ৬৯ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে যথা ॥

এক শ্রীকৃষ্ণ একদা যোড়শ মহত্স জ্ঞীর পাণি গ্রহণ
পূর্বক একশরীরে প্রত্যেক জ্ঞীর গৃহে যে অবস্থান করেন

গৃহেয়ু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহং ॥ ৪২ ॥

এতদ্বত অহো চিত্রং । কিং তৎ । এক এব স্ত্রীকৃষ্ণ দ্ব্যষ্ট
সহস্র স্ত্রী বহুদাবহং পরিণীতবান্ । ননু কিমত্রাশ্চর্য্যং
তত্রাহ । গৃহেষিতি তৎ সংখ্যাকেষু সর্বেষিতি শেষঃ ।
তদহু ততোহপি কিং তত্রাহ পৃথক্ পৃথগেব স্ত্রীয়া পানি-
গ্রহণাদি নির্ধঃ কৃতবান্ । ননু ক্রমশ উদ্বাহে নাসম্ভব
এতত্তত্রাহ যুগপদিতি । ননু যোগেশ্বরোহপি যুগপন্নান
বপংনি বিধায় তদ্বিধাতুং ।

শব্দোক্তি কিমত্র যোগেশ্বরান্যচরণানাং যুগ্মাকমপি

ইহা অতি আশ্চর্য্য । ইহা ভাবিয়া উৎকৃষ্ট চিত্তে নারদ তদ-
শ্রবণ দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য । এক আশ্চর্য্য ! এক স্ত্রীকৃষ্ণই মোড়শ সহস্র
সংখ্যক স্ত্রীগণের পানি গ্রহণ করিয়াছিলেন । যদি বল ইহাতে
আশ্চর্য্য কি, তাহার উত্তর এই যে, তাবৎ সংখ্যক গৃহ
নগরে । হটুক তাহাতেই বা কি হইল ? এই প্রশ্নে কহিতে-
ছেন, স্ত্রীকৃষ্ণ পৃথক্ পৃথক্ গৃহে অবস্থিতি করিয়া পানি গ্রহ-
ণাদি বিবিধ কার্য্য করিয়াছেন । অহে ! ক্রমশঃ বিবাহে ইণ
সম্ভব নহে, এই প্রশ্নে কহিতেছেন, তিনি এক কালীন
মোড়শ সহস্র স্ত্রীর পানি গ্রহণ করিয়াছিলেন । অহে !
যোগেশ্বর ব্যক্তিও যখন এককালীন নানা দেহ ধারণ করিয়া
উহা বিধান করিতে সমর্থ হইলেন, তখন যোগেশ্বর যাহাদিগের

চিত্রং । তত্রাহ । একেন বপুমেতি । তর্হি কথমনেক
 বাহ্যাদিকেন ব্যাপকেমৈকেন বপুসা তৎ কৃতবান্ মৈঃ ॥
 আসাং বৃহৃষ্ঠ একশ্লিষ্টানাগারেবু ষোষিতাং ।
 সবিশং জগৃহে পানীননুরূপঃ সমাধয়েতি ॥
 শ্রীমজ্জব ব্যাক্যাদৌ তদনুরূপতা প্রসিদ্ধেঃ । ইত্যদি
 প্রেক্ষ পূর্বেনৈব পদোপন্যাসেন পরিহরতি পৃথগিতি

চরণ আরাধনা করিয়া থাকেন তাদৃশ আপনাদিগের উহ
 বিধান করা আশ্চর্য্য কি ? এই আশঙ্কায় কহিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ
 এক শরীরের দ্বারা ইহা । অহে ! তবে কি প্রকারে হস্তাদি যুগ
 ব্যাপক এক শরীর দ্বারা সেই কার্য্য করিয়াছিলেন । এই
 আশঙ্কায় কহিতেছেন ইহা বলিও না । ও ক্ষম্বে ও অধ্যায়ে
 ৮ স্লোকে বর্ণিত হইয়াছে ॥

ঐ সকল রাজকন্যা ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অবাস্থিত ছিলেন
 ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মায়া দ্বারা যিনি যেমন তদনুরূপ হইয়া
 যথাবিধি বিবাহোচিত রীতির সহিত তাঁহাদের পাণি গ্রহ
 করেন ॥

এই উক্তবের ব্যাক্যাদিতে সেই সেই অনুরূপত্ব প্রসি
 আছে, এই অভিপ্রায়ে পূর্ব বর্ণিত “পৃথক্” এই পদ উপক
 করিয়া সমাধান করিতেছেন । যথা ॥

একেন নরাকারেণৈব বপুমা পৃথক্ পৃথক্‌স্বেন দৃশ্যমান
স্তথা বিজিতবান্ । তস্মাদেকমেব নরবপুৰ্য্যতো যুগপৎ সৰ্ব্বং
দেশং সৰ্ব্বক্ৰিয়াঞ্চ ব্যাপ্নোতি তস্মান্মহদেতদ্বাশ্চর্য্যমিতি
ব্যাক্যার্থঃ ॥ ১ ॥

ইথমৈব চ পঞ্চমে ॥

লোকালোকাদিষ্ঠাতুঃ শ্রীভগবদ্বিগ্রহস্য তেষামিত্যাদি
গদ্যোপদিষ্টস্য ব্যাখ্যাতং আদৃশ শ্রীধরমিচরণৈঃ । মহা-
বিভূতঃ পরমৈশ্বর্য্যস্য পতিত্বাদেকমৈব মূর্ত্ত্য সন্মত্তাদাস্ত
ইতি ।

এক নরাকার শরীর দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্‌ রূপে দৃশ্যমান
হইয়া ঐ রূপ কার্য্য করিয়াছেন ! অতএব নর বপুঃ একটী
মাত্র, তাহা যখন এককালীন সকল দেশ ও সকল ক্রিয়া
ব্যাপিয়াছিল তখন উহা সহৎ আশ্চর্য্য, ইহাই ব্যাক্যার্থ ॥ ১ ॥

এই প্রকারই ৫ স্কন্ধের ২০ অধ্যায়ে “তেষাং” ইত্যাদি
৩১ সংখ্যক গদ্যোপদিষ্ট লোকালোক পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতৃ
শ্রীভগবদ্বিগ্রহের আদৃশ শ্রীধরমিচরণৈঃ কৰ্ত্ত্বক ব্যাখ্যাত হই-
য়াছে যথা । ভগবান্ মহাবিভূতির অর্থাৎ পরম ঐশ্বর্য্যের
পতি, এ প্রযুক্ত এক মূর্ত্তি দ্বারাই সন্মত্ত ব্যাপিয়া আছেন ॥

২০ স্কন্ধের ৫৯ অধ্যায়ে ৩১ স্লোকে যথা ॥

অথো মুহূর্ত্ত একস্মিন্‌বাগারেণ তাত্‌ স্ত্রিয়ঃ ।
 যথোপযেমে ভগবান্‌ ভাবক্রপধরোহব্যয়ঃ ॥
 ইত্যত্রোপ্যত্‌ স্তাবক্রপধরস্বং নাম যুগপত্‌ভাবং প্রদেদ্য
 প্রকাশত্বমেবেতি ব্যাখ্যেয়ং নতু নারায়ণাদিবং ভিন্নাকার-
 স্বং । বথোক্তং ॥
 অনেকত্র প্রকটতা রূপসৌকম্যং যৈকদা ।
 মৰ্কটখা ৩৫ স্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীৰ্য্যতে ॥
 এস এবান্যত্রোকারণ্য প্রকাশস্য চ ভেদোক্তঃ ॥ ১০ ॥ ৬২
 শ্রীনারদঃ ॥ ২ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এক মুহূর্ত্ত কাজ মধ্যে সেই সকল ব্রী
 সংখ্যক মূর্ত্তি ধারণ করত নানা গৃহে গমন পূর্ব্বক এক সময়
 সেই সকল কন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন ॥

এস্থলেও ভগবানের ভাবং সংখ্যক রূপ ধারণ এবং এক
 কালেই ভাবং প্রদেদ্য প্রকাশ ইহাই ব্যাখ্যার যোগ্য, নারায়ণ
 ষণ্‌দির ন্যায় ভিন্ন আকার নহে ।

সংক্ষেপে ভগবতাস্ত্রিতে কথিত হইয়াছে ॥

এককালীন অনেক গৃহে এক রূপের যে প্রকটতা এবং
 যাহা মৰ্কটখা এক স্বরূপই থাকে, পণ্ডিত গণ তাহাকে
 স্বপ্রকাশ বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন ॥

অন্য স্থলে আকার ও প্রকাশের ইহাই ভেদ জানিতে
 হইবে ॥ ২ ॥

তথৈবাহ ॥

ইত্যাচরন্তঃ সৰ্বশ্মান্ পাবনান্ গৃহমেধিনাং ।

তমেব সৰ্বগেহেষু সন্তমেকং দদর্শ হ ॥ ৪৩ ॥

সৰ্বগেহেষু তমেব নতু তনাংগান্ । একমেব সন্তং নতু
কায়বাহেন বহুকপং ।

• একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানমিতি শ্রুতং ॥ ৩ ॥

ন চাস্তনবহি র্যগোত্যাदिना विभुवदिकेष्ट । ह स्फुट

১০ স্কন্ধের ৬৯ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে শ্রীশুকদেব
কহিয়াছেন ॥

এই রূপে অনুগৃহীত নারদ গৃহাশ্রমিদিগের অতি পবিত্র
শোভন দর্শ্য আচরণ করত সৰ্ব গৃহে বর্তমান অথচ একমাত্র
শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য । নারদ সকল গৃহে তাঁহাকেই দর্শন করিয়া-
ছিলেন কিন্তু তাঁহার অংশ সকলকে দর্শন করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণ
একাকীই বর্তমান ছিলেন কিন্তু কায়বাহে অর্থাৎ এক মূর্তি
হইতে অনেক মূর্তি প্রকাশ দ্বারা বহু রূপ হয়েন নাই ॥

যে হেতু শ্রুতিতে বলিয়াছেন এক রূপে বর্তমান
ধাকিয়া বহু প্রকারে দৃশ্যমান হয়েন ॥ ৩ ॥

অপর ১০ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে “নচাস্ত নবহিৰ্যস্য” অর্থাৎ
যাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই, পূর্ব নাই, পর নাই, যিনি

মেব । দদর্শ ভগবদ্ভক্ত্য সাক্ষাদেবানুভূতবান্ নতু
কেবলমনুগিতবান্ । নারদ ইতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

অতএব ॥

কৃষ্ণস্যানন্তবীৰ্য্যস্য যোগমায়ামহোদয়ঃ ।

মুহূর্দ্ধুখা ঋষিভূদ্বিশ্রিতো জাতকৌতুকঃ ॥ ৪৪ ॥

অত্র যোগমায়া দুর্ঘটঘটনৌ চিচ্ছক্তিঃ । তৃতীয়ে শ্রীমদকা-

শ্যং জগতের পূর্ন পর, অস্তুর বাহির তথা আপনি জগতের
স্বরূপ । এই একাদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের এক মূর্তিরই বিভূষ
সিদ্ধ আছে ॥

উল্লিখিত শ্লোকে যে “হ” এই বর্ণের প্রয়োগ করিয়া-
ছেন তাহার অর্থ স্পষ্ট । “দদর্শ” ক্রিয়ার অর্থ নারদ ভগবদ্ভক্ত
শক্তি দ্বারা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন কিন্তু কেবল
অনুমান করেন নাই ॥ ৪ ॥

অতএব দশম স্কন্ধের ৬৩ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে শ্রীশুকদেব
কহিয়াছেন ॥

নারদ অনন্তবীৰ্য্য শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার প্রভাব জ্ঞাত
কৌতুকে বারম্বার শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হই-
লেন ॥

এই শ্লোকে যোগমায়া শব্দের অর্থ দুর্ঘট ঘটনৌ চিৎ
শক্তি ॥

এই বিষয় তৃতীয় স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে

দীনং বৈকুণ্ঠগমনে যোগমায়াশব্দেন পরমেশ্বরে তু প্রযু-
জ্যমানে চিচ্ছক্তিরূচ্যতে ইতি স্বামিভিরপি ব্যাখ্যাত-
মস্তি । জাতকৌতুকো মুনি মুর্ছদৃষ্টা বিস্মিতোহভূৎ ।
কায়বূহস্তাবতাদৃশেষপি বহুশ্বেব সম্ভবতি তং বিনাহপি
মধ্যমাকারে তস্মিন্ সর্বব্যাপকত্বমপূর্ণমিতি তস্যাপি
• ক্রিয়ায়ৈ হেতুর্নান্যথেতি স্পষ্টমেব যথোক্তং জ্ঞেয়ং ॥ ৫ ॥
অনেন সর্গতঃ পাণিপাদভূদিতি তাদৃশ্যাং শ্রীমূর্ত্যামেব
ব্যাখ্যাতং ভবতি । অতএব স্বস্থানতোহপি পরমোভয়-

মনকাদি ঋষিগণের বৈকুণ্ঠ গমন বিষয়ে যোগমায়া শব্দ
প্রয়োগ করিয়াছেন, পরমেশ্বরে প্রয়োগ করা হইলে ঐ
যোগমায়াশে চিচ্ছক্তি (জ্ঞান শক্তি) বলা যায়, শ্রীধরস্বামির
টীকায় এই রূপ লিখিত আছে ॥

জাতকৌতুক মুনি নারদ বারম্বার দর্শন করিয়া বিস্মিত
হইয়াছিলেন । নারদ সদৃশ অনেক ব্যক্তিতেই কায়বূহ সম্ভব
হয় কিন্তু কায়বূহ ব্যতিরেকেও শ্রীকৃষ্ণের সেই মধ্যমাকারে
যে সর্বব্যাপকত্ব ইহা শ্রীনারদেরও আশ্চর্য্যের প্রতি কারণ
হইয়াছিল, অন্য প্রকার নহে । এই বাহ্য কথিত হইয়াছে
তাহা স্পষ্টই জানিতে হইবে ॥ ৫ ॥

অপর সকল দিকেই হস্ত, সকল দিকেই চরণ ইত্যাদি
বচন দ্বারা ঐ প্রকার শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিতেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।
অতএব সকল স্থানেই পরমেশ্বরের উভয় রূপ । তত্ত্ববাদি-

লিঙ্গং সর্বত্র হীতি সূত্রং তদ্বাদিভিরেবং যোজিতং ।
স্থানাপেক্ষাপি পরমাত্মনো ন ভিন্নং রূপং হি ষ্মাদি-
ক্রপং সর্বত্রৈব সর্বভূতেষেব তমেব ব্রহ্মেত্যাচক্ষত ইতি
শ্রুতেঃ ॥

এক এব পরোবিষ্ণুঃ সর্বত্রাপি ন সংশয়ঃ ।

ঐশ্বর্যাক্রপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়ত ইতি মাৎস্যঃ ॥

প্রতি দৃশ্যমিব নৈকধার্কমেকং

সমাধিগতোহস্মি বিধূতভেদমোহ ইতি শ্রীভাগবতাদেব ॥

গণ এই সূত্রে এই প্রকারেই যোজনা করিয়াছেন। অর্থাৎ
স্থান অপেক্ষা করিয়াও পরমাত্মার রূপ ভিন্ন হয় না যেহেতু
ঐ রূপেই সকল ভূতে অবস্থিত। কারণ তাঁহাকেই ব্রহ্ম
বলে এই শ্রুতি আছে ॥

অপিচ মাৎস্য পুরাণে বলিয়াছেন ॥

এক পরম ব্রহ্ম বিষ্ণু সকল স্থানেই অবস্থিত আছেন
ইহাতে কোন সংশয় নাই। ঐ বিষ্ণু এক রূপ হইলেও ঐশ্বর্য্য
সূর্য্যের ন্যায় বহু প্রকারে প্রণীত হইয়া থাকেন ॥

শ্রীভাগবতেও বলিয়াছেন, যেমন এক সূর্য্য প্রত্যেক
দৃষ্টিতে অনেকধা রূপে প্রকাশমান হন, তাহার ন্যায় ইনিও
অধিষ্ঠান ভেদে বহুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, যাহা হউক
আমি ইহাকে প্রাপ্ত হইলাম, ইহার দর্শনে আমার মোহ ও

এবং ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতব্রচনাদিতোত্তমা অপি
 চৈবমেবম্ ইত্যোত্তস্য চ সূত্রস্য ব্যাখ্যানং তদ্ব্যর্থো
 দৃশ্যঃ ॥ ১০ ॥ ৬৯ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৬ ॥
 তথাচ । তমিমমহমজ্জগিত্যাদি ॥ ৪৫ ॥

ভেদ জ্ঞান নিগারণ হইল ॥

এই প্রকার, “ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতব্রচনাং”
 তথা “অপিচৈবমেবম্” ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়
 পাদের একাদশ ও দ্বাদশ এই দুই সূত্রের ব্যাখ্যা ভাষ্যে
 দেখিতে হইবে ॥ ৬ ॥

এ প্রকারই প্রথম স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে ভীষ্ম
 মহাশয়ও কহিয়াছেন ॥

“তমিমমহমজ্জং শরীরভাজাং
 হৃদি হৃদি দিষ্ঠিতান্নকল্লিতানাং ।
 প্রতি দৃশ্যিব নৈকধার্কমেকং
 সমদ্বিগতোহস্মি বিধৃতভেদমোহঃ” ॥

এই শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞ অর্থাৎ ইহাঁর জন্ম নাই অথচ স্বয়ং
 অনির্দিষ্ট প্রাণিদিগের প্রত্যেক হৃদয়ে অদিষ্ঠিত আছেন,
 যেমন এক সূর্য্য প্রত্যেক দৃষ্টিতে অনেকধা রূপে প্রকাশ-
 মান হন, তাহার ন্যায়, ইনিও অধিষ্ঠান ভেদে বহুরূপে
 প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, বাহ্য হইক আমি ইহাঁকে প্রাপ্ত
 হইলাম, ইহাঁর দর্শনে আমার মোহ ও ভেদ জ্ঞান নিবারণ

তমিমমগ্রক এণোপাবিন্টঃ ক্রীকৃষ্ণং ব্যাক্ত্যন্তর্যামি রূপেণ
 নিজাংশেন শরীরসাজাং হৃদং হৃদং ধর্তি ২২ । দেহিৎ দ্য-
 দেহান্তহৃদয়াবদাণে প্রাদেশম'তং পুরুষং বসন্ত'মন্ত্যাক-
 দিশা তত্তক্রপেণ ভিন্ন মূর্ত্তিঃ দ্বন্দ্বমাশ্রিত্য একমভিন্নমূর্ত্তিমেব
 সমধিগতা হ'স্মি । অয়ং পবন মোহন বিগ্রহ এব ব্যাপকঃ
 স্বাস্ত'ভূতেন নিজাকার বিশেষেনান্তর্যামিতয়া তত্ত্বাত্ত্ব-
 ক্ষুণ্ণতীতি বিজ্ঞাতবানস্মি । যতোহং বিধুঃ ভেদ-
 মোহঃ । অসৌব কৃপয়া দূরীত্বো ভেদমোহঃ ভগবান্-

ইইল ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য । যিনি শরীরধারিদিগের প্রতি হৃদয়ে স্বীয়
 অংশ রূপ ব্যাক্ত্যন্তর্যামি স্বরূপে প্রবাসিত, সেই এই শ্রীকৃষ্ণ
 আমার অণেই উপবিন্ট আছেন ॥

২ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে “কতকগুলি লোকে স্ব
 স্ব দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয় রূপ অবকাশ আছে তাহাতে
 বাসকারি প্রাদেশ মাত্র পরিমাণ পুরুষেরই প্রতি সনোধারণ
 করিয়া তাঁহারই স্মরণ করিয়া থাকেন । এই দিগদর্শন দ্বারা
 সেই সেই ভিন্ন মূর্ত্তির ন্যায় বাস করিয়াও যিনি এক অর্থাৎ
 অভিন্ন মূর্ত্তি তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইলাম, অর্থাৎ এই পরম
 মোহন ক্রীমূর্ত্তিই ব্যাপক, ইনি প্রিয় অংশবিশেষ অন্তর্যামি
 রূপে সেই সেই হৃদয়ে প্রকাশ পাঠিতেছেন, ইহাই জানিতে
 পারিলাম । যেহেতু আমার ভেদ মোহ নিবারণ হইল।

এহস্য ব্যাপকত্বাভাবাৎ জ্ঞানং • স্মানাত্ জ্ঞানং লক্ষণে।
 মোহো যন্ত তথা ভ্রমোহহং । • যু ব্যাপকত্বে হেতুঃ ।
 আত্মলক্ষিতানাং আত্মত্ববোধিতানে প্রাদুর্ভূতানাং অত্র
 দৃষ্টান্তং প্রাদুর্ভূতমিতি । প্রাণিনাং নানা দেশ স্থানানি-
 বলাকনং প্রতি যথৈক এবাকৌরুককুডারাঢ্যপরিগতত্বেন
 তত্রাণি কুত্রোদয়াবধানং সম্পূর্ণত্বেন সবাবধানস্তসম্পূর্ণ-
 ত্বেনানেকবা দৃশ্যতে তথৈক্যার্থঃ । দৃষ্টান্তো হযমেকসম্যব-
 তত্র তত্রোদয় রুচ্যতয়াত্রাংশে । বস্তু • স্ত্রী ভীষ্মদ্বি-

গর্থাৎ ভগবদ্বিগ্রহের ব্যাপকত্ব বিষয়ে আত্মাবনা জ্ঞানিত
 তদায় নানাত্ব রূপ যে আমার মোহ তাহাই হইবার হৃদয় দূরী-
 কৃত হইল ॥

সেই সকলে ব্যাপকত্বের প্রতি কারণ এই যে, আত্ম
 কল্প • অর্থাৎ আত্ম রূপ আধাবে প্রকাশিত প্রাণিনমূহের ।
 এখানে দৃষ্টান্ত এই যে “প্রাণিদৃশং” অর্থাৎ নানা দেশস্থিত
 প্রাণি সমূহের দর্শনের প্রতি যেমন এক সূর্য, বৃক্ষ প্রাচীরাদির
 উপরে অবস্থিত হইয়াও, তাহাতে আবার কোন স্থানে সম্পূর্ণ
 রূপে অব্যবধান, কোথাও বা অসম্পূর্ণরূপে সবাবধান হইয়া
 অনেক প্রকারে প্রকাশমান হয়েন, তদ্রূপ এই শ্রীকৃষ্ণ হইয়া-
 ছেন । সূর্যের সহিত এই যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইবে তাহা একে-
 রই সেই সেই স্থানে উদয় এই মাত্র অংশে জানিতে হইবে ।
 বস্তুতঃ অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা শ্রীভগবদ্বিগ্রহ একরূপে প্রকাশ

গ্রহোচ্চিস্ত্যশক্ত্যা ভাগতে । সূর্য্যাস্ত দূরস্থ বিস্তীর্ণাক্রান্ত
স্বভাবেনেতি বিশেষঃ ॥ ৭ ॥

অথবা তং পূর্ব্ববর্ণিত স্বরূপমিমগগ্রত এবোপবিষ্টং শরীর
ভাজং হৃদি হৃদি সমুদগতাহ্মি । যদ্যপি অন্ত-
র্য্যামি রূপগেতস্মাক্রপাদন্যাকারং তথাপ্যেতদ্রূপমেবা ধুনা
তত্র তত্র পশ্যামি । সর্ব্বতো মহাপ্রভাবস্তুতস্ত, রূপস্তা-
এতৌহন্যরূপ স্ফূরণাশক্তে রিতি ভাবঃ । অত্র দৃষ্টান্তো
দেশভেদেহপ্যভেদ বোধনায় জ্ঞেয়ঃ নতু পূর্ণাপূর্ণত্ব বিব-
ক্ষাযৈ ॥ ৮ ॥

পান, কিন্তু সূর্য্য দূরস্থ অতিনিষ্ঠীর্ণ স্বরূপ স্বভাব হেতু প্রকাশ
পাইয়া থাকেন এই ছুইয়ে এই মাত্র প্রভেদ ॥ ৭ ॥

অথাগে সেই পূর্ণ বর্ণিত এই শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ শরীরধারি-
দিগের প্রত্যেক হৃদয়ে অবস্থিত হইলেও “ত্রিভুবন কমল
তমালগণঃ” ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত স্বরূপে আমার অগ্রে
উপবিষ্ট আছেন, আমি ইহাকে জানিতে পারিলাম । যদি চ
এই রূপ হইতে অন্তর্য্যামি রূপ অন্য প্রকার, তথাপি আমি
একগে সেই সেই স্থানে এই রূপ দেখিতেছি । কেননা
সর্ব্বতো ভাবে মহাপ্রভাব স্বরূপ এই রূপের অগ্রে অন্য রূপ
প্রকাশ পাইতে সমর্থ হয় না । এস্থলে দেশভেদেও অভেদ
জানাইবার নিমিত্ত দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে, কিন্তু পূর্ণত্ব ও
অপূর্ণত্ব ভেদ কথনের জন্য নহে ॥ ৮ ॥

অমূলিত দৃষ্ট্যধারয়দিতি কৃষ্ণ এবং ভগবতি মনো বাক্যায়
দৃষ্টিভিরিত্যুপক্রমোপসংহারাদিভিরত্র শ্রীবিগ্রহে এবং প্রস্তু-
রতে ততো নেনং পদ্যং ব্রহ্মপরং ব্যাখ্যেয়ং তদেবং পরি-
চ্ছিন্নত্বাপরিচ্ছিন্নত্বয়োয়ুগপৎস্থিতে রচরং চরমেব চেত্যে
তদপ্যত্র স্পন্দচ্ছতে । অতো বিভূত্বৈহপি লীলাযার্থ্যঃ
— সিক্যতি ॥ ১ ॥ ৯ ॥

ভীষ্ম মহাশয় ১ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে সম্মুখ
স্থিত পীতাম্বরধারি চতুর্ভুজ আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে অসঙ্গ মনঃ
ধারণ করিলেন, কিন্তু তিনি এই রূপে ধ্যানস্থ হইলেও শ্রী-
কৃষ্ণদর্শনার্থ তাঁহার নেত্রদ্বয় নিম্নলিখিত হইল না ॥

*তপা ৪০ শ্লোকে ভীষ্ম এই রূপে মনঃ বাক্য এবং দৃষ্টি
রহিত দ্বারা পরমাত্ম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসংযোগ করিয়া উপ-
রতি প্রাপ্ত হইলেন, প্রাণ ত্যাগ সময়ে তাঁহার নিখাস বহির্ভাগে
নির্গত না হইয়া অন্তরেই বিলীন হইল ॥

এই আরম্ভ ও সমাপন দ্বারা এস্থলে শ্রীবিগ্রহকেই স্তব
করিয়াছিলেন অতএব প্রথম স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের “তমিস্র মহ-
মজঃ শরীরভাজাং” এই ৩৯ শ্লোকে ব্রহ্মপর ব্যাখ্যাত হয়
নাই, অতএব এই প্রকার পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন এক
কালীন শ্রীভগবদ্বিগ্রহে স্থিত প্রযুক্ত “অচরং চরমেবচ” এই
শ্রুতি এস্থলে স্পন্দত হইতেছে অতএব বিভূত্বৈও লীলার
সার্থার্থ্য সিদ্ধ হইল ॥ ৯ ॥

ভীষ্মঃ শ্রীভগবন্তঃ ॥ ৯ ॥

এবং তস্য নিত্যত্ব বিভূত্বৈ সাধিতৈ তথৈব ব্যাখ্যাতঃ
শ্রীস্বামিভিরন্যত্রাপি ।

অনাবিরাবিরাসেয়ং নাভূতাভূদিতি ক্রবন্ ।

ব্রহ্মাভিপ্রৈতি নিত্যত্ব বিভূত্বৈ ভগবন্তনোরিতি ॥

তথাহি শ্লোকদ্বয়ং তটিকা চ ।

অজাতজন্মস্থিতি সংঘয়া

হুণ্ণায় নির্বাণস্থার্থবায় ।

অণোরগিন্মেহপরিগণ্যধাম্বে

উক্ত রূপ অষ্টম স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের ভাষণ
দীপিকায় শ্রীধরস্বামীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা । ভগবানের
এই শ্রীমূর্তি আবির্ভাব না হইয়াও আবির্ভাব হইয়াছেন, ইহা
বলিয়া ব্রহ্মা ভগবানের শ্রীমূর্তি যে নিত্য ও সর্ব ব্যাপক এই
এই অভিপ্রায়ে স্তব করিয়াছেন ॥

ইহার প্রমাণ সরূপ ৮ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ের ৮ । ৯ শ্লোক
ও ঐ দুই শ্লোকের টীকা যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে ভগবন্ ! শ্রীমূর্তির এ আবির্ভাব মাত্র
অস্মদাদির ন্যায় আপনকার জন্মাদি নাই, কারণ আপনকার
জন্ম স্থিতি ও সংঘম এই তিনই উৎপন্ন হয় না, তাহার হেতু
আপনি নিগুণ, এই কারণে জ্ঞানিগণ আপনাকে নির্বাণ
স্থরের অর্ণব বলিয়া থাকেন । পরন্তু আপনি ঐ রূপ হইলেও

মহানুভাবায় নমো নমস্তে ॥

রূপং তবৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যং

শ্রেয়োর্থিভিবৈদিকতান্ত্রিকৈঃ ।

বোগেন ধাতঃ সহ নস্ত্রিলোকান্

পশ্যাম্যমুগ্মিহু হ বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ১০ ॥

— ইতিদং পদ্যদ্বয়ং শ্রীমূর্ত্তেরয়মাবির্ভাব এষ নহুস্মাদাদি-
বজ্জন্ম তবাস্তীত্যাহ ন জাতা জন্মাদগো যস্য কুতঃ অণু-

দুজ্জেরয়ং প্রযুক্ত সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, বস্তুতঃ আপনকার
মূর্ত্তির ইয়ত্তা নাই । প্রভো ! আমি যাহা যাহা বলিলাম কিছুই
অসম্ভব নহে, যেহেতু আপনকার অনুভাব অচিন্ত্য অতএব
আপনাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি ॥

হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ ! হে ধাতঃ ! কল্যাণার্থি পুরুষেরা
বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায় দ্বারা আপনকার এই মূর্ত্তির সর্বদা
পূজা করিয়া থাকেন । ভগবন্ ! আমরা দেবতা, পূজ্যত্ব রূপে
প্রসিদ্ধ হইয়াছি সত্য, কিন্তু আপনাতে ত্রিভুবন সহিত আমা-
দের সকলকেই অবলোকন করিতেছি, আপনকার এই মূর্ত্তি
ত্রিকাণ্ডের আধার অতএব আপনকার এই রূপ পরিচ্ছিন্ন
নহে ॥ ১০ ॥

এই দুই শ্লোক শ্রীমূর্ত্তির ইহা আবির্ভাব মাত্র, আমাদের
ন্যায় আপনকার জন্মাদি নাই এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ।

আপনকার জন্মাদি নাই যেহেতু আপনি অণুণ অতএব

গায় অতো নির্বাণস্থখম্যার্ণবায় অপারমোক্ষস্থখরূপায়ে-
 ত্যর্থঃ । তথাপি অণোরগিন্ধে অতি সূক্ষ্মায় দুৰ্জ্ঞানহাং
 বস্ত্তস্তস্ত অপরিগণ্যমিয়দাতীতং ধাম মূর্তি র্মস্য তস্মৈ ।
 ন চৈতদদমস্তাবিতং যতো মহান্ অচিন্ত্যানুভাবো যস্য
 তন্মূর্ত্তেঃ সনাতনত্বমপরিমেয়ত্বং চোপপাদয়তি রূপমিতি ।
 হে পুরুষর্ষভ হে ধাতঃ এতত্ত্বং রূপং বৈদিক তান্ত্রিক-
 চ যোগেন শ্রেয়োর্থিতিঃ সদা ইজ্যং পূজ্যং । অতোনৈ-
 মিদানীমপূর্বং জাতমিতি ভাবঃ । নতু যুযং দেবায় পূজ্য-
 ত্বেন প্রসিদ্ধাঃ সত্যং সর্বৈহপ্যত্রৈবাস্তভূতা ইত্যাহ উ

নির্বাণ স্থখের সমুদ্র অর্থাৎ অপার মোক্ষ স্বরূপ । পরন্তু
 আপনি ঐ রূপ হইলেও দুৰ্জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম ।
 বস্ত্ততঃ আপনকার মূর্ত্তির ইয়ত্তা নাই । প্রভো ! আমি যাহা
 যাহা কহিলাম কিছুই অসম্ভব নহে, যেহেতু আপনি মহান
 অর্থাৎ আপনার অচিন্ত্য প্রভাব । ঐ মূর্ত্তির নিত্যত্ব ও
 অপরিমেয়ত্ব উপপন্ন করিতেছেন যথা, “রূপমিতি” । হে
 পুরুষ শ্রেষ্ঠ ! হে ধাতঃ ! আপনার এই রূপ কল্যাণার্থে
 পুরুষ সকল বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায় দ্বারা আপনকার এই
 মূর্ত্তির সর্বদা পূজা করেন । অতএব এখন এই মূর্ত্তি অপূর্ণ
 হইয়া উৎপন্ন হয় নাই । হে ভগবন্, আমরা দেবতা পূজ্য
 রূপে প্রসিদ্ধ সত্য, সকলেই এই শ্রীমূর্ত্তিতে অন্তর্ভূত আছি

অহো । হ স্ফুটং । অমুস্মিন্ ত্বয়ি নঃ অস্মাংস্ত্রিলোকাংশ্চ
সহ পশ্যামি, তত্র হেতুঃ বিশ্বমূর্তৌ বিশ্বং মূর্তৌ যস্য
অতন্তবৈতক্রপং পরিচ্ছিন্নমপি ন ভবতীত্যর্থ ইত্যেযা ।
অত্র নির্ব্যাণস্বখার্ণবায়েত্যর্ণবরূপকেষু নির্ব্যাণস্বখমাত্রস্বঃ
নিরস্য ততোহধিকমহাস্বখত্বং দর্শিতং ॥ ১১ ॥

• • • • • শ্রীকৃষ্ণে ॥

যা নিবৃত্তিস্তনুভূতামিত্যাदि । তথা অপোরণিন্নে ইতি

এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন । উ শব্দের অর্থ অহো । হ
শব্দের অর্থ স্ফুট । আপনাতে ত্রিভুবন সহিত আমাদের
সকলকেই দেখিতেছি । তাহাতে হেতু এই যে, আপনকার
এই মূর্তি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, অতএব আপনকার এই মূর্তি
পরিচ্ছিন্ন নহে । এস্থলে নির্ব্যাণ স্বখার্ণব পদের অর্থ ংর্ণব
রূপক দ্বারা নির্ব্যাণ স্বখ মাত্রকে নিরাস করিয়া তাহা ইহাতেও
অধিক মহা স্বখত্ব দর্শিত হইল ॥ ১১ ॥

অতর্ণব চতুর্থ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ

কহিয়াছেন যথা ॥

“যা নিবৃত্তিস্তনুভূতাং তব পাদপদ্ম-

ধ্যানাক্তবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ ।

সা ব্রহ্মণি স্বমহিমুন্যপি নাথ মা ভূং

কিস্বস্তকামিলুপিতাং পততাং বিমানাং ॥”

প্রোচ্যাপরিমেয়ধাম ইত্যুক্তেরচিন্ত্যশক্তিত্বরূপেণ মহানু-
ভাবত্বেন সর্বপরিমাণাধারত্বং তত্র দর্শিতমিতি বিশেষো
ইপি জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২ ॥

অথ সূক্ষ্মসূক্ষ্মাতিরিক্ততামাহ দ্বাভ্যাং ।

স বৈ ন দেবাস্ত্রমর্ত্যতির্য্যাক্

হে নাথ ! আপনকার পাদপদ্ম ধ্যান অথবা আপনকার
ভক্ত জনের কথা শ্রবণে দেহধারি ব্যক্তিদিগের যে নিরুতি
হয় আনন্দ রূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও সে অর্থ লভ্য হয় না,
ইহাতে যে সকল লোক অন্তকের কাল রূপ অসি দ্বারা
কর্ত্তিত বিমান হইতে পতিত হইতেছে তাহাদের কথা কি ?
অর্থাৎ ঐ সকল লোকের ঐ রূপ নিরুতি লাভ সম্ভাবনা নাই,
ইহা বলা বাহুল্য মাত্র ॥

তথা পূর্বোক্ত ৮ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে “অণো
রগিন্মে” এই উল্লেখ করিয়া “অপরিমেয় ধামঃ” এই উক্তি
হেতু অচিন্ত্য শক্তিত্বরূপে অর্থাৎ মহানুভবত্ব রূপে সকল
পরিমাণের আধারত্ব সেই স্থানে দেখান হইয়াছে, এই মাত্র
বিশেষ জানিতে হইবে ॥ ১২ ॥

অনন্তর ৮ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ২৪ ও ৩০ এই দুই
শ্লোকে শ্রীভগবান্মূর্তির সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে অতিরিক্ততা
কহিতেছেন যথা ॥

তিনি দেব নহেন, দানব নহেন, তির্য্যাক্ (পশু পক্ষী)

ন স্ত্রী ন ষষ্ঠো ন পুমান্‌জন্তুঃ ।

নাযং গুণঃ কৰ্ম্ম ন সম্ভাস-

মিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ ॥

এবং গজেন্দ্রমূপবর্ণিত নির্বিশেষঃ

ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ ।

নৈতে যদোপসম্পূর্ণিখিলাত্মকত্বা-

ভত্ৰাখিলামরময়ো হরিরাবিরাদীৎ ॥ ৪৬ ॥

যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা ইত্যাদি প্রাক্তন পদ্যদ্বয়েন যস্মাৎ

নহেন, স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, নপুংসক নহেন এবং লিঙ্গ
ত্রয় শূন্য প্রাণিমাত্রও নহেন। অপর গুণ নহেন, কৰ্ম্ম নহেন
সং নহেন, অসং নহেন, সকল পদার্থের নিষেধ অবধিত্ত
রূপে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই তিনি, পরমাত্মা দ্বারা
অশেষাজ্ঞা হইয়া থাকেন, সেই ভগবান্‌ আমার মোচনार्थ
আশু আবির্ভূত হউন ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্‌! সেই গজেন্দ্র মূর্ত্তি ভেদ
না করিয়া পরমাত্মা বর্ণন করিতে থাকিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ
ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্ত্যভিমানী, একারণ যখন ঐ গজেন্দ্রের মোচনार्थ
নিকটে গমন না করিলেন, তখন অখিলের আত্মা ঐশ্বর্যমুক্ত
সর্বদেবময় ভগবান্‌ হরি স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

ইহারইপূর্ব বর্তি ২২! ২৩ শ্লোকে যথা ॥

“যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা বেদা লোকাশ্চরাচরাঃ ।

সর্গকারণত্বং ব্যঞ্জিতং তস্মাদ্বেবাদীনাং মধ্যে কোপি ন
ভবতি । বৈলক্ষণ্যং চ মাত্মিকত্বভৌতিকত্বাদিহীনতৈব
স্ত্রীত্বপুরুষত্বহীনতাচ প্রাকৃততত্ত্বকর্মরাহিত্যং । অত

নামরূপবিভেদেন ফল্যাচ কলয়া কৃতাঃ ॥

যথার্চিসো হৃগ্নেঃ সবিহু গভস্তয়ো

নির্যাপ্তি সংযান্ত্যসকুং স্বরোচিষঃ ।

তথা যতোহয়ং গুণসংপ্রবাহো

বুদ্ধিগর্ভঃ খানি শরীরসর্গাঃ ॥

শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য ।

যাঁহার অত্যাশ্রয় অংশে সমস্ত বেদ, ব্রহ্মাদি দেব এবং
চরাচর লোক সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ বিশিষ্ট হইয়া বির-
চিত হইয়াছে ॥

অপর যেমন অগ্নি হইতে শিখা ও সূর্য্য হইতে কিরণ
সমূহ উদ্গত হইয়া তাহাতেই লীন হয়, তেমনি যাঁহা হইতে
গুণ প্রবাহ অর্থাৎ বুদ্ধি, মন এবং শরীর সকল নির্গত ও
যাহাতে বিলীন হইতেছে ॥

এই দুই শ্লোক দ্বারা যখন শ্রীভগবানের সর্গ কারণত্ব
প্রকাশিত হইল, তখন তিনি দেবগণের মধ্যে কেহই নহেন
মাত্মিক ও ভৌতিকাদি না থাকাই তাঁহার বৈলক্ষণ্য । আর
স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব হীনতাই তাঁহার প্রাকৃত তত্ত্বকর্ম রাহিত্য ।
অতএব তিনি যখন নপুংসক নহেন এই যে উক্ত হইয়াছে

এব ন সত্ত্ব ইত্যুক্তং । তস্মায় কোহপি জন্তুঃ কারণভূতঃ
 সত্ত্বাদিগুণঃ পুণ্যপাপস্বরূপং কর্ম চ নেত্যাহ নায়ং গুণঃ
 কর্মোতি তয়োৱপি প্রযুক্তকল্পাদিত্যি ভাবঃ । কিং বহুনা ।
 যদত্র সৎ স্কুলং অসৎ সূক্ষ্মং তদেকমপি ন ভবতি স্ব
 প্রকাশরূপত্বাদিত্যি ভাবঃ । কিন্তু সর্বম্য নিষেধে অব
 বিহেন নিমাত ইতি নিষেধশেষঃ । মায়য়া তত্তদশেষা
 অকশ্চ । জয়তাং মদ্বিমোক্ষণায়াবির্ভবত্বিত্তি ॥ ১৩ ॥

টীকাচ ॥

এবমুপবর্ণিতং নির্নিশেষং দেবাদিরূপং নিনা পরং তত্ত্বং

তখন তিনি লিঙ্গত্রয়শূন্য প্রাণিমাত্র নহেন, অপর তিনি
 কারণ স্বরূপ সত্ত্বাদি গুণ বা পুণ্য পাপ স্বরূপ কর্ম এ সকল
 কিছুই নহেন এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন । “নায়ং গুণঃ
 কর্ম” অর্থাৎ তিনি গুণ নহেন, কর্ম নহেন কিন্তু তিনি ঐ
 দুইয়েরই প্রযুক্তক । আর অধিক কি বলিল, তিনি সৎ অসৎ
 অর্থাৎ স্কুল সূক্ষ্ম এই দুইয়ের মধ্যে একটীও নহেন, অতএব
 তিনি সপ্রকাশ । অপর সকল পদার্থের নিষেধে যাহা অবশি
 রূপে অবশেষ থাকে তাহাই তিনি । পরন্তু তিনি মায়ী দ্বারা
 বিশেষায়িত হইয়া থাকেন । অতএব তাঁহার জয় হউক ॥ ১৩ ॥

৩০ শ্লোকের শ্রীধরস্বামির টীকার ব্যাখ্যায় যথা ॥

“এবং গজেন্দ্রমূপবর্ণিতনির্নিশেষ” গজেন্দ্র.এই প্রকারে

যেন তং গজেন্দ্রং বিবিধলিঙ্গভিমাভিমানাঃ নিবিধা চাসৌ
লিঙ্গভিদা দেবাদিরূপভেদশ্চ তস্যামভিমানো যেষাং
অতএব তে ব্রহ্মাদয়ো স্ফা নোপজগ্মুঃ তত্র তদা নিখিলা-
ত্বকত্বাৎ নিখিলানাং তেষাং পরমাত্মস্বরূপত্বাৎ তদ্বি-
লক্ষণো মায়ায়া অশেষাত্মকত্বাদখিলামরসয়ো হরিরাবি-
রাসীদিতি । এবমাবির্ভাবং প্রার্থয়গানে শ্রীগজেন্দ্রে স্ফা
পেণাবিভূতং তং খলু তদেন ভবিভুমহতীতি সাধু-
স্থূলসূক্ষ্মবস্তুরিত্ততচ্ছ্রীবিগ্রহ ইতি । অন্যথা ত্রপাণি-
পাদরূপত্বেনৈব তচ্চৈতস্যাবিভূতং তদ্বিন্দ্যাং । তদুক্তং

দেবাদিরূপ ব্যতিরেকে পরতত্ত্ব বর্ণন করিতে থাকিলে ব্রহ্মাদি
দেবগণ বিবিধ মূর্ত্যভিমানী একারণ যখন ঐ গজেন্দ্রের মোচ-
নার্থ নিকটে আগমন না করিলেন, তখন অখিলের আত্মা
অর্থাৎ সেই সকলের পরমাত্ম স্বরূপ এবং সেই সকল
হইতে বিলক্ষণ ও মায়া দ্বারা অশেষরূপ প্রযুক্ত সর্বদেবরূপ হরি
আবিভূত হইলেন । যাহা হউক, গজেন্দ্র এই প্রকার আবি-
র্ভাব প্রার্থনা করিলে ভগবান্ যে রূপে আবিভূত হইয়াছিলেন
নিশ্চয় সেই রূপই আবির্ভাবযোগ্য । যাহা হউক উত্তম বলা
হইয়াছে । অতএব শ্রীভগবদ্বিগ্রহ স্থূল সূক্ষ্ম বস্তুরিত্ত
রিত্ত । তাহা না হইলে হস্তপাদ শূন্য রূপ দ্বারাই সেই রূপ
আবির্ভাব করিয়া গজেন্দ্রকে মোচন করিতেন ॥

সেচ্ছা ময়স্যোতি । শ্লোকদ্বয়মিদং ব্যবহিতমপ্যর্থেনাব্যব-

অতএব ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ২ শ্লোকে উক্ত
হইয়াছে যথা ॥

“অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোহপি ।
নেশে ম’হ স্ববসিতুং মনসাস্তুরেণ
সাক্ষাত্‌বৈব কিমুতান্নস্বখানুভূতেঃ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন ভগবান্ ! আমি আপনার স্তব করিতে
প্রতিজ্ঞা করিয়া যে এরূপ স্বরূপানুবাদ করিতেছি ইহার কারণ
আছে । হে দেব ! স্থলভঙ্গ রূপে প্রকাশিত আপনার এই যে
বপুঃ অর্থাৎ অবতার, ইহারও মহিমা নিরুদ্ধ মনের দ্বারাও অব-
গত হইতে আমি সমর্থ হইলাম না কিম্বা অন্যোও জানিতে
পারিবে না, হে ভগবন্ ! আমি আপনার এই অবতারকে স্থলভ
বলিতেছি কেন, ইহা হইতে আমার মহৎ অনুগ্রহ লাভ হইল,
আর এই রূপ ভক্তজনের যথা যথা ইচ্ছা, ততদ্রুপ হয়, কিন্তু
হে দেব ! অন্যান্য মূর্তির ন্যায় ইহা ভূতময় নহে, এরূপ অচিন্ত্য
ও শুদ্ধসত্ত্বময় প্রভো ! যখন এই রূপেরই মহিমা জানা যায় না
তখন কেবল আত্মস্বখানুভবমাত্র স্বরূপ গুণাতীত অবতারী যে
আপনি আপনার প্রকৃত মহিমা অবগত হইতে কোন্ ব্যক্তি
সমর্থ হইবে ? । অপর মূল শ্লোকে “ননু ভূতময়স্য” এই পাঠ
সঙ্গত হইলে তাহার অর্থ এই যখন ভূতময় বিরাট্‌ রূপি আপ-

হিতত্বাং যুগলতয়োদধ্রে ॥ ৮ ॥ ৩ ॥

প্রথমং পদ্যং গজেন্দ্রঃ শ্রীহরিং । দ্বিতীয়ঃ শ্রীশুকঃ ॥ ১৪ ॥ #

অথ প্রত্যগ্রূপত্বমপ্যাহ ॥

স ত্বং কথং মম বিভোহক্ষপথঃ পনাত্মা

যোগেশ্বরৈঃ শ্রুতিদৃশানলহুদ্বিভাব্যঃ ।

নার অর্থাৎ আপনার নিয়ম্য বিরটি বপুর মহিমা অধগীত হইতে কেহ সমর্থ হয় না, তখন অসাধারণ নিয়ম্য নিয়ন্তৃত্ব ভেদরহিত উক্ত স্বরূপ আপনার মহিমা জানিতে কে সমর্থ হইবে ? ॥

উল্লিখিত ৮ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২৪ এবং ৩০ এই দুইটী শ্লোক পরস্পর দূরবর্তী হইলেও অর্থদ্বারা সন্নিহিত হইয়াছে একারণ যুগ্ম রূপে উদ্ধৃত হইল ॥

প্রথম শ্লোক গজেন্দ্র শ্রীহরিকে স্তব করিয়াছে । দ্বিতীয় শ্লোক শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ # ॥

অনন্তর প্রত্যক্ (সর্বাস্তর্ভামি) রূপ কহিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধে ৬৪ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে যথা ॥

নৃগ কহিলেন হে বিভো ! আপনি পরমাত্মা, আপনি উপ-নিষৎ রূপ চক্ষু দ্বারা যোগেশ্বরদিগের নির্ম্মল হৃদয়ে বিভাব্য অতএব কি আশ্চর্য্য ভাগ্য । আপনি আমার নয়ন গোচর হই-রাছেন, আপনি সাক্ষাৎ অধোক্ষজ, যে বস্তুর সংসারবন্ধন মোচন হইবে তাহারই আপনি দৃশ্য হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত

সাক্ষাদধোক্ষজ উরুব্যসনাক্ষবুদ্ধেঃ

স্যাম্বেহরুদৃশ্য ইহ যস্য ভবাপবর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকা ॥

হে বিভো স ত্বং মমাক্ষপথঃ লোচনগোচরঃ সন্ কথং
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষোহসীত্যর্থঃ। কিমত্রাশ্চর্য্যং তদাহ পর-
মাত্মা অতএব যোগেশ্বরৈপি অতিদৃশ্য অমলে হৃদি বিভা
বাস্চিন্ত্যঃ যতোহধোক্ষজঃ। অক্ষজমৈন্দ্রিয়কং জ্ঞানং তৎ
অধঃ অর্কবাগেব যস্য সং যস্য হি ভবাপবর্গো ভবেৎ তস্য
ভবানুদৃশ্যঃ স্যাৎ। উরু ব্যসনেন কৃকলাশভবদুঃখে-

কৃকলাশ ভব দুঃখে অক্ষ যে আমি, আমার নিকটে আপনি
দৃশ্য হইলেন ॥ ৪৭ ॥

ইহার টীকা এই যে, হে বিভো ! আপনি আমার অক্ষপথ
অর্থাৎ নয়নগোচর হইয়া কি প্রকারে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হই-
লেন। যদি বলেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?। ইহার উত্তর এই।
আপনি পরমাত্মা অতএব উপনিষৎ রূপ চক্ষুদ্বারা যোগেশ্বর-
দিগের নির্মল হৃদয়ে বিভাণ্য অর্থাৎ যোগেশ্বরগণ স্ব স্ব বিমল
হৃদয়ে আপনাকে চিন্তা করিয়া থাকেন, যে হেতু আপনি অধো-
ক্ষজ একারণ ইন্দ্রিয়জন্য যে জ্ঞান তাহা আপনার অধঃ অর্থাৎ
অর্ধাক্ষ হইয়াছে। যে ব্যক্তির সংসারবন্ধন মোচন হইবে
তাহারই আপনি দৃশ্য হইয়া থাকেন কিন্তু কৃকলাশজন্ম-জ্ঞানিত
দুঃখে অক্ষবুদ্ধি যে আমি, আমার সম্বন্ধে আপনার এই যে

নাক্ষবুদ্ধেস্ত মম এতচ্চিত্তমিত্যর্থ ইত্যেবা ॥ ১ ॥

দর্শনে কারণস্তু ক্তং নারায়ণাধ্যাত্ম্যে ॥

নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ ।

ত্ৰায়তে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুমিতি ॥

তাদৃশশক্তেরপ্যল্লাসে তংকুপৈব কারণং ॥

তচ্ছক্তং শ্রুতৌ ॥

ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্যা যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ-
স্তুসৈষ আত্মা বিরূণুতে তনুং স্বামিতি ॥

এবমেব মোক্ষধর্মে নারায়ণীয়ে । নারদং প্রতি শ্রীশ্রুত-

দর্শন ইহা অতি আশ্চর্য্য ॥ ১ ॥

নারায়ণাধ্যাত্ম্যে দর্শনের কারণ কথিত হইয়াছে যথা ॥

ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও নিজশক্তি দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকেন, সেই শক্তি ব্যতিরেকে অপরিমেয় সর্ব সমর্থ পর-
মাত্মাকে কে দেখিত পায় ? । ঐ প্রকার শক্তির প্রকাশে
তঁাহার রূপাই কারণ ॥

এই বিষয় শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যথা ॥

চক্ষুর্বারা কোন বাক্তি ইহার রূপ দেখিতে পায় না,
ইনি ঐহাকে অনুগ্রহ করেন, তিনিই ইহাকে লাভ করেন ।
এই আত্মা তাহাকেই স্থায়ী মূর্ত্তি দর্শন দেন ॥

এই প্রকারই মোক্ষধর্মে নারায়ণীয়ে নারদের প্রতি

দ্বীপপতিনোক্তং ॥

এতদ্ব্যয়ং ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে ।

ইচ্ছামুহূর্তমশোহয়মীশোহং জগতোগুরুঃ ॥

যথাহন্তোরূপবানিতি হেতোদৃশ্যেত তথাহয়মপীত্যেতৎ
ত্বয়া ন জ্ঞেয়ং ততশ্চ স্বস্য রূপিত্বেহপ্যদৃশ্যমুক্তং । নিজ-
রূপস্যাপ্রকৃতত্বমেব দর্শিতং । তদদর্শনেচ পরমরূপামষ্য
কুণ্ডা মমেচ্ছৈব কারণমিত্যাহ ইচ্ছমিতি । নশ্যেয়ং অদৃ-
শ্যতামাপদেয়ং । অত্র স্বাতন্ত্র্যং জগদ্বিলক্ষণত্বঞ্চ হেতুমাহ

শ্রীশ্বেতদ্বীপপতিঃ বাক্যং ॥

হে নারদ ! যেমন অন্য রূপবান্ এই কারণে দৃষ্ট হয়,
তাহার ন্যায় আমি ইহা বলিয়া তুমি আমার এরূপ জানিতে
পারি বা না, আমি স্বেচ্ছাধীন তোমাকে দর্শন দিলাম, ইহা
মুহূর্ত মধ্যে অদৃশ্য হইবে, যে যে হেতু আমি জগতের ঈশ্বর ও
গুরু ॥

তাৎপর্য্য । যেমন অন্য রূপবান্ এই হেতু দৃষ্ট হয় তাহার
ন্যায় আমিও রূপবান্, ইহা বলিয়া তুমি আমাকে জানিতে
পারি বা না । অতএব আপনার রূপবিশিষ্টত্বেও অদৃশ্যত্ব
কহিয়া স্বীয় রূপের অপ্রাকৃতত্ব দেখান হইল । হে নারদ !
আমি যে তোমাকে আমার রূপ দেখাইলাম তদ্বিষয়ে আমার
রূপাময়ী অকুণ্ডা ইচ্ছাই কারণ জানি বা এই অভিপ্রায়ে কহি-
লেন “ইচ্ছমিতি” । “নশ্যেয়ং” ইহার অর্থ এই যে অদৃশ্যত্ব

ঈশ ইত্যাদি তথাপি মাং সর্বভূতগুণৈযুক্তং যৎ পশ্যসি
তদ্যুক্তেন যৎ প্রত্যোষি এষা মায়া ময়ৈব সৃষ্টা নম মায়া-
য়ৈব তথা ভানমিত্যর্থঃ । তস্মান্মৈবমিত্যাди । মায়াইত্র
প্রতারণাশক্তিঃ । স্যাৎ কৃপাদম্বয়োর্মীয়েতি বিশ্ব-
প্রকাশঃ ॥ ২ ॥

তথাচ তত্রৈব শ্রী ভীষ্মবচনং ।

প্রীতস্ততোহস্য ভগবান্ দেবদেবঃ সনাতনঃ ।

সাক্ষাত্তং দর্শয়ামাস সৌহৃদৃশ্যোহনেন কেনচিদিতি ॥

তং উপরিচরং বস্তুং প্রতি স্বাত্মানমিতি শেষঃ ।

প্রাপ্ত হয় । তদ্বিষয়ে আপনার স্বাধীনত্ব এবং জগৎ হইতে ভিন্নত্ব
হেতু কহিতেছেন আমি জগতের ঈশ্বর ইত্যাদি । তথাপি
আমাকে সর্বভূতের গুণবিশিষ্ট রূপে যে দেখিতেছ অর্থাৎ
তদ্যুক্ত বলিয়া যে বোধ করিতেছ আমিই এই মায়া সৃষ্টি
করিয়াছি অর্থাৎ আমার মায়া দ্বারাই ঐ রূপ প্রতীত হই-
য়াছে । অতএব এই প্রকার নয় ইত্যাদি । এস্থলে মায়া শব্দে
প্রতারণাকারিণী শক্তি, মায়া শব্দে কৃপা ও দম্ব বিশ্বপ্রকাশ
অভিধানে এই উল্লেখ আছে ॥ ২ ॥

ঐ নারায়ণীয়েও উক্ত প্রকারেই ভীষ্মের বাক্য যথা ॥

অতএব ভগবান্ প্রীত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ সেই রূপ
দর্শন করাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি অন্য কাহারও দৃশ্য হয়েন
না ॥

“তং” শব্দে উপরিচর বস্তু প্রতি আপনার যুক্তিদর্শন

তদগ্রে চ বস্বাদিবাক্যং ॥

ন শক্যং স ত্বয়া দ্রষ্টুং স্মৃতির্কী। বৃহস্পতে ।

যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুং মহতীতি ॥

তদেবং ঐশ্বর্যপাদ্যদৃশ্যত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রীবিগ্রহৈর্দৈব
উক্তাঃ ॥ ১০ ॥ ৬৪ ॥

নৃগঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ৩ ॥

অতএব তত্র প্রকৃতানি রূপাদীনি বিপ্রতিপদ্যান্যানি
সংপ্রতিপদ্যন্তে ॥

ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কৰ্ম্ম বা

দিয়াছিলেন । ইহাই তাৎপর্য্য ॥

ঐ গ্রন্থেরই কিঞ্চিৎ অগ্রেও বস্তুপ্রভৃতির বাক্য যথা ॥

হে বৃহস্পতে ! তুমি এবং আমরা কেহই সেই ভগবানকে
দর্শন করিতে সমর্থ হই না, তিনি যাঁহার প্রতি প্রণম্য হয়েন
তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পান ॥

সেই হেতু এই প্রকার ঐশ্বর্য্যতেও শ্রীবিগ্রহের দৃশ্যত্ব
প্রভৃতি ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অতএব ঐ শ্রীবিগ্রহে প্রাকৃত রূপাদির বিরোধসকল
সম্প্রতি প্রতিপন্ন করিতেছি ॥

৮ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে যথা ॥

যাঁহার জন্ম নাই, কৰ্ম্ম নাই, নাম রূপ নাই, গুণ দোষ
নাই, তথাপি লোকের উৎপত্তি ও বিনাশ নিমিত্ত যিনি নিজ

ন নামরূপে গুণদোষ এব বা ।

তথাপি লোকাপ্যয়সংভবায় যঃ

স্বমায়য়া তান্যনুকূলমুচ্ছতি ॥ ৪৮ ॥

অয়মর্থঃ । অবস্থাস্তরপ্রাপ্তিবি'কারঃ । তত্র প্রথমো
বিকারো জন্মেতি অপূর্ণস্য নিজপূর্ত্যর্থী চেচ্চ। কৰ্ম্মেতি ।
মনোগ্রাহস্য বস্তুনো ব্যবহারার্থং কেনাপি শব্দেতিজ্ঞে
শব্দো নামেতি । চক্ষুষা গ্রাহ্যে গুণো রূপমিতি । সত্বাদি
প্রাকৃতগুণনিদানো দ্রব্যস্যোৎকর্ষহেতুধর্ম্মাবিশেষো গুণ
ইতি প্রকৃতিজ্ঞে লোকে দৃশ্যতে । যস্য তু সর্বদা স্বরূপ
স্বাভাৱং পূর্ণত্বাৎ মনসোহপ্যগোচরত্বাৎ প্রকৃত্যতীতত্বাৎ-

মায়া দ্বারা সময়ে সময়ে ঐ সকল জন্মাদি স্বীকার করিয়া-
থাকেন, আমি সেই ভগবান্কে নমস্কার করি ॥ ৪৮ ॥

ইহার অর্থ এই—

অবস্থাস্তর প্রাপ্তির নাম বিকার । তন্মধ্যে প্রথম বিকার
জন্ম । অপূর্ণের স্বীয় পূরণ জন্য যে চেচ্চ তাহার নাম কৰ্ম্ম ।
মনের গ্রহণীয় বস্তুর ব্যবহার নিমিত্ত কাহারও কর্তৃক যে
সঙ্কেতিত শব্দ তাহাকে নাম বলে । চক্ষু দ্বারা যে গুণ গ্রহ-
ণীয় হয় তাহার নাম রূপ । সত্বাদি প্রাকৃত গুণের মূল কারণ
স্বরূপ দ্রব্যের উৎকর্ষ হেতু যে ধর্ম্ম বিশেষ তাহার নাম গুণ,
ইহাই প্রাকৃত লোকে দৃশ্য হয় ।

পরন্তু যিনি সর্বদা স্বীয় রূপে স্থিত, পূর্ণ ও মনেরও

তানি ন বিদ্যন্তে । তথাপি যন্তানি স্বচ্ছতি প্রাপ্নোতি
তস্যৈ নম ইত্যুত্তরশ্লোকস্বেনাশ্রয়ঃ ॥ ৪ ॥

অতএব শ্রুত্যাপি । নিকলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তমিত্যাদৌ
অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদৌচ তন্নিবিধ্যাপি সর্বকর্ম্মা
সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরস ইত্যাদৌ বিধীয়তে । গুণ-
দোষ ইতি অপরমার্থত্বাদ্ গুণ এব দোষ ইত্যর্থঃ । ততো
রূঢ়দোষস্ত সর্বথা ন সম্ভবতোবেতি ব্যজতে ॥ ৫ ॥ তথাচ
কৌশ্লে ॥

অগোচর এবং প্রকৃতি সম্বন্ধ রহিত তাঁহার ঐ সকল জন্মাদি
নাই । তথাপি যিনি ঐ সকল জন্মাদিকে প্রাপ্ত করেন, তাঁহাকে
নমস্কার । এই পর শ্লোকের সহিত অশ্রয় ॥ ৪ ॥

অতএব শ্রুতিদ্বারাও—

যিনি নিকল (পূর্ণ) নিষ্ক্রিয় (ক্রিয়াশূন্য) এবং শাস্ত
ইত্যাদি প্রমাণে । তথা যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ এবং
অব্যয় ইত্যাদি প্রমাণেও ঐ সকল জন্ম কর্ম্মাদি নিষেধ
করিয়াও তিনি সর্বকর্ম্ম, সর্বকাম, সর্বগন্ধ এবং সর্বরস
ইত্যাদি প্রমাণে বিধান করিতেছেন । “গুণদোষ ইতি”
অপরমার্থত্ব অর্থাৎ অপরার্থত্ব প্রযুক্ত গুণই দোষ স্বরূপ হয় ।
অতএব ভগবদ্বিগ্রহে সর্ব প্রকারে প্রসিদ্ধ দোষ সম্ভব হয়
না, ইহাই প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

কুর্শ্মপুরাণে যথা ॥

ঐশ্বর্য্যামোগান্তগান্ বিরুদ্ধার্থেহভিধীয়তে ।

তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্য্যঃ কথঞ্চন ।

গুণা বিরুদ্ধা অপিতু সমাহার্য্য্য্যশ্চ সঙ্গত ইতি ॥

অয়মাত্মাহতপাপেপুত্যায়া শ্রুতিশ্চ ।

এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে এতং সর্ব্বাণি বামান্যভি-
সংযন্তি এষ উ এব বামনী এষ উ এব ভামনী এষ স্বর্কেষু
বেদেষু ভাতীত্যায়াচ । অতএব সর্ব্বগন্ধ ইত্যাদৌ গন্ধাদি
শব্দেন মৌগন্ধাদিকমেবোচ্যতে ।

যদাতু ঋচ্ছতি নাম্ব্যস্তদা গুণস্য দোষত্বে নিক্রপণমবিব

যদপি ভগবান্ বিরুদ্ধার্থেহ অভিধেয় অর্থাৎ বাচ্য হইয়া-
ছেন তথাপি ঐশ্বর্য্য্যাদীন পরমেশ্বরে দোষসকল কখন ব্যবহৃত
হয় না, গুণ সকল বিরুদ্ধ হইলেও সর্ব্বতোভাবে পরমেশ্বরে
উদাহরণ করিবে ॥

এই আত্মা পাপরহিত ইত্যাদি শ্রুতিও । এই পরমাত্মা
সংযদ্বাম ইহা বলিতেছেন । অর্থাৎ এই পরমাত্মাতে সমস্ত
মনোহর বস্তু প্রবেশ করে । ইনিই সমুদায় মনোহরকে প্রাপ্ত
করান, ইনিই বিরুদ্ধ সকলকে প্রাপ্ত করান । ইনি সমস্ত বেদে
প্রকাশ পান ইত্যাদি শ্রুতিও । অতএব সর্ব্ব গন্ধ ইত্যাদি
স্থলে গন্ধাদি শব্দ মৌগন্ধাদিকেই কহিয়াছে ॥

পরন্তু অকর্তৃমস্কন্ধীয় পদ্যে যখন ঋচ্ছতি ক্রিয়ার সহিত
সম্বন্ধ হইয়াছে তখন গুণকে দোষ রূপ করিয়া বলিতে ইচ্ছা

ক্ষিতং । শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাৎ । পরমার্থস্থেনৈব প্রতিপাদ-
য়িষ্যমাণত্বাচ্চ ॥ ৬ ॥

নস্বেকত্র তেযাং জন্মাদীনাং ভাবাভাবয়োবিরোধঃ ইত্যা-
শঙ্ক্য তদবিরোধে হেতুমাৎ স্বমায়য়েতি । অন্যথাঃ নুপপত্তি-
প্রমিতা দুস্তরকা স্বরূপশক্তিরেব তত্র হেতুঃ । তত এবচ
স্বরূপভূতত্বেন তেভাঃ প্রাকৃতভ্যো বিলক্ষণত্বাৎ ।
তান্যপি ন বিদ্যন্ত ইতি বক্তুং শক্যত্ব ইতি ভাবঃ ।

যথা শঙ্করশারীরকে সমাকর্ষাদিত্যত্র নামরূপব্যাকৃত-

করেন নাই । যে হেতু শ্রুতিবিরুদ্ধ । তথা পরমার্থই রূপেই
প্রতিপন্ন করিবেন ॥ ৬ ॥

অহে ! এই বস্তুতে সেই জন্মাদির ভাব ও অভাব বিরুদ্ধ,
এই আশঙ্কা করিয়া সেই জন্মাদির অবিরোধে হেতু কহিতে-
ছেন । “স্বমায়য়ে অর্থাৎ স্বীয় মায়া দ্বারা । তাহা না হইলে
অভাবের প্রমাণ রূপা দুস্তরকা স্বরূপশক্তিই তাহাতে কারণ ।
অতএব স্বরূপ ভূতত্ব প্রযুক্তই সেই সকল প্রাকৃত জন্মাদি
হইতে ভগবান্ বিলক্ষণ অর্থাৎ বিভিন্ন হইয়াছেন । সেই জন্মাদি
তাহাতে বিদ্যমান নাই ইহাই বলিবার নিমিত্ত সক্ষম হইয়াছি ।
যথা শঙ্করশারীরকে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম পাদের ৪র্থ অধ্যায়ের
‘সমাকর্ষাৎ’ এই ১৬ সূত্রে অর্থাৎ পরমাত্ম বাচী শব্দ সকল
মন্যত্রে আকর্ষণ করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এখানে নাম
বাক্য বিশিষ্ট বস্তু বিষয় সং শব্দ প্রয়ই প্রসিদ্ধ, যে হেতু

বস্তুবিষয়ঃ সচ্ছন্দঃ প্রায়েণ প্রসিদ্ধ ইতি তদ্ব্যাকরণ-
ভাবাপেক্ষয়া প্রাপ্তপক্ষেঃ সদেব ব্রহ্ম ক্ষতিবস্তুদ্ব্যপ-
চর্য্যত ইত্যুক্তং ভূতৈব জ্ঞেয়ং ॥ ৭ ॥

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥

গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ যুনে ব্যতীত ইত্যুক্ত্বা পুনরাত্ম সমস্ত-
কল্যাণগুণাত্মকোহীতি । তথা ।

জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যাবীৰ্য্যতেজাঃস্যাশেষতঃ ।

ভগবচ্ছন্দব্যাচ্যানি বিনা হেয়ৈগুণাদিভিরিতি ॥ ৮ ॥

পাদ্যোত্তরখণ্ডে চ ॥

উহা ব্যাকরণের অভাব অপেক্ষায় পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছে ।
সংই ব্রহ্ম এই ক্ষতিপ্রমাণে অসং উপচারমাত্র, ইহাই উক্ত
হইয়াছে । তদ্রূপ ভগবানে জন্ম কর্মাদি বিরুদ্ধ ভাব সকল
জানিতে হইবে ॥ ৭ ॥

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে ॥

হে যুনে ! ভগবান্ গুণ ও দোষ সকলকে অতিক্রম করি-
য়াছেন ইহা কহিয়া পুনরায় কহিয়াছেন, সেই ভগবান্ সমস্ত
কল্যাণগুণস্বরূপ । তথা । হেয় গুণাদি দ্যতিরেকে অশেষ
জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য ও তেজ এই ছয়টি ভগবৎ
শব্দের ব্যাচ্য অর্থাৎ ভগবান্ বলিলে এই ছয় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন
ব্যক্তিকে বুঝায় ॥ ৮ ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও ॥

যোহসৌ নিগুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ ।
 প্রাকৃতৈতর্হেয়সংযুক্তৈগুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে ইতি ॥
 নচ স্বমায়েতান্যার্থং মন্তব্যং ।
 স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখয়া যুতঃ ।
 অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনমিতি শ্রুতৈঃ ।
 আজ্ঞমায়া তদিচ্ছা সাদ্যদিতি মহাসংহিতাতঃ ।
 ত্রিগুণাজ্জিকাণ স্তানক বিষ্ণুশক্তিস্তথৈব চ ।
 মায়াশব্দেন ভগ্যন্তে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভিরিতি শব্দমহো-
 দধেঃ ॥

শাস্ত্রে যে এই জগদীশ্বর নিগুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন,
 তাহা এস্থলে হেয়সংযুক্ত প্রাকৃত গুণসমূহে বিরহিত বলিয়া
 বিতর্কিত হয় ॥

অপর “স্বমায়া” স্বীয় মায়া দ্বারা ইহার অন্য প্রকার
 অর্থার্থ প্রকৃতি বাচক অর্থ মনে করিও না । যে হেতু
 ইতিতে বলিয়াছেন ॥

জগদীশ্বর যে হেতু মায়াবান্নী স্বরূপভূতা নিত্যশক্তি-
 ক্ত, এই কারণে পণ্ডিতগণ বিষ্ণুকে মায়াময় বলিয়া বর্ণন
 করিয়াছেন ॥

মহাসংহিতাতেও আজ্ঞমায়া শব্দে তাঁহার (জগদীশ্বরের)
 ছাকহিয়াছেন ॥

শব্দমহোদধিগ্রন্থে বর্ণিত হইরাছে ॥

মায়া বয়ুনঃ জ্ঞানমিতি নির্ধণে । মায়া স্যাচ্ছান্দ্রবুদ্ধো-
রিত্তি ত্রিকাশেষাৎ ॥ ৯ ॥

বিশুদ্ধবিত্তাধনং স্বসংস্থা

সমাপ্তসর্বার্থমমোঘবাহুষ্টি কং ।

অতেজসা নিত্যানিবৃত্তমায়া-

গুণপ্রবাহং ভগবন্তমৌমহি ।

ইতি শ্রীনারদবাক্যাৎ । স্বল্পখনিভূতেত্যাদি বক্তৃ-

শব্দতদ্বার্থবেত্তা পশুতিগগণ মায়াশব্দে ত্রিগুণাত্মিকা, জ্ঞান
এবং বিশুদ্ধভক্তি এই তিনকে বলিয়া থাকেন ॥

নির্ধণে গ্রন্থে মায়াশব্দে বয়ুন ও জ্ঞান এবং ত্রিকাশেষ
অভিধানে মায়াশব্দে শাস্ত্রী ও বুদ্ধিকে কহিয়াছেন ॥ ৯ ॥

১০ স্কন্ধে ৩৭ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে

শ্রীনারদ কহিলেন হে ভগবন্ ! আপনি কেবল জ্ঞানের
এক-মূর্তি, পরমানন্দ স্বরূপ, স্বীয় সমক্ স্থিতিদ্বারা সমাক্
প্রকারে সকল অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপনার বাঞ্ছিত
অমোঘ, কিন্তু নিজ তেজে মায়াগুণ প্রবাহ আপনা হইতে
নিত্যানিবৃত্ত হইয়াছে অতএব আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্যশালী ।
আমি আপনকার শরণ গ্রহণ করি ॥

শ্রীনারদের এই বাক্য হেতু । তথা দ্বাদশ স্কন্ধের ১২
অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকের অর্থ ॥

“স্বল্পখনিভূতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো

হৃদয়বিরোধাত্মক । ততঃ সর্বথা চিহ্নকৃত্যর্থঃ । অতঃ
স্বামিভিরপি যোগমায়াশব্দেন চিহ্নকৃত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥
ননু প্রাপ্তোত্তীত্বাক্তে কাদাচিৎকল্পমপ্যবগম্যতে । তত্রাহ
অনুকালং নিত্যমেব প্রাপ্তোত্তীত্ব কদাচিদপি ন ত্যজতী-
ত্যর্থঃ । স্বরূপশক্তিপ্রকাশিতত্বস্য চ মিথো হেতুহেতু-
মতাং জ্ঞেয়া ॥ ১১ ॥

প্যাজিতরুচিরলীলাকুটমারম্ভদীপঃ ।

ব্যতনুত রূপমা যন্তুদ্বদীপং পুরাণং

তমখিলবুজিনম্নং ব্যাসসূনুং নতোহস্মি”

শ্লোকার্থ । স্বীয় স্তখে পূর্ণচিত্তে, অনাভাব-বর্জিত, তগবান্
জিতের রুচির লীলায় আকৃষ্টান্তঃকরণ যে স্বামি এই তব-
প পুরাণসংহিতা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই অখিল পাপনাশক
বাসপুত্র শুকদেবকে নমস্কার করি ॥

এই শ্লোকে বক্তার হৃদয়ের বিরোধ হেতু, সর্ব প্রকারে
মায়াশব্দে চিৎ শক্তি জানিতে হইবে । অতএব শ্রীধর স্বামীও
মায়াশব্দে চিৎ শক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

অহে ! প্রাপ্ত হন এই কথা বলিলে “কখন প্রাপ্ত হন” এই
বোধ করায়, এই প্রশ্নে কহিতেছেন, অনুকাল অর্থাৎ
তাই প্রাপ্ত হন, কখন ত্যাগ করেন না । স্বরূপশক্তি প্রকা-
শত্বে পরস্পর হেতু হেতুমন্তাব অর্থাৎ কার্য কারণ ভাব
জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

নমু কথং জন্মকৰ্ম্মণোনিত্যত্বং । তে হি ক্রিয়ে ক্রিয়ায়
প্রতি নিজাংশমপ্যারম্ভপরিসমাপ্তিভ্যামেব সিধ্যতী।
তে বিনা স্বরূপহান্যা প্ৰতিঃ নৈষ দোষঃ । শ্রীভগবতি স্মৈ
বাকারানন্ত্যাং প্রকাশানন্ত্যাং জন্মকৰ্ম্মলক্ষণলীলানন্ত্যা
অনন্তপ্রপঞ্চানন্তবৈকুণ্ঠগততত্ত্বলীলাপরিকরাণাং ব্যতি
প্রকাশঘোরানন্ত্যাচ্চ ॥ ১২ ॥

অতএব সত্যোরপি ততদাকারপ্রকাশগত্যোন্তদার
সমাপ্তোরেকত্বৈকত্ব তে জন্মকৰ্ম্মণোরংশা যাবৎ সম
প্যন্তে ন সমাপ্যন্তে বা তাবদেবান্যত্রান্যত্রাপ্যার

অহে ! জন্ম ও কৰ্ম্মের নিত্যত্ব কি প্রকারে হইল ? ।
জন্ম কৰ্ম্ম রূপ ক্রিয়া । ক্রিয়াত্বের প্রতি নিজাংশই আর
পরিসমাপ্তি দ্বারাই সিদ্ধ হয় । ঐ আরম্ভ সমাপ্তি বাতির
স্বরূপ হানির যে আপত্তি হইয়া থাকে তাহা শ্রীভগবানে দো
হয় না, যে হেতু সকল কালেই তাঁহার আকার অনন্ত, প্রকা
অনন্ত ও জন্মকৰ্ম্ম-রূপ লীলাও অনন্ত । তথা অনন্ত ব্রহ্মা
ও অনন্ত বৈকুণ্ঠগত সেই সেই লীলার পরিকর সকলে আকা
ও প্রকাশ অনন্ত ॥ ১২ ॥

যে হেতু সেই সেই আকার ও প্রকাশগত আরম্ভ
পরিসমাপ্তি ক্রিয়াত্বের এক একটী স্থানে সেই সেই জন্ম
ও কৰ্ম্মের অংশসকল যাবৎ সমাপ্ত হয় বা সমাপ্ত না হয়
তাবৎ কালের মধ্যেই অন্যান্য স্থানে জন্মকৰ্ম্মাদির আর

ভবন্তীত্যেবং শ্রীভগবতি বিচ্ছেদাভাবান্নিত্যে এব তে জন্ম
কৰ্ম্মণী বর্ত্ততে ।

তত্র তে কচিৎ কিঞ্চিৎ বিলক্ষণত্বেনারভ্যেতে কচিদৈক-
রূপ্যেণ চেতি জ্ঞেয়ং বিশেষণভেদাৎ বিশেষণৈক্যাচ্চ ।
এক এবাকারঃ প্রকাশভেদেন পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াস্পদং
ভবতীতি চিত্রং বর্ত্তিতদেকেন বপুষেত্যাদৌ প্রতিপা-
দিতং ॥ ১৩ ॥

ততঃ ক্রিয়াভেদাৎ তত্তৎক্রিয়াস্বকেষু প্রকাশভেদেষু ভি-
দ্যানভেদশ্চ গম্যতে । তথা সত্যেকত্বৈকত্র লীলাক্রম

হইয়া থাকে । এই প্রকার জন্ম কৰ্ম্মাদির বিচ্ছেদের অভাব
প্রযুক্ত শ্রীভগবানে জন্ম কৰ্ম্ম নিত্যই বর্ত্তমান আছে । যাহা
হউক উহাতে বিশেষণের ভেদ ও বিশেষণের ঐক্যপ্রযুক্ত
ঐ দুই জন্ম কৰ্ম্ম কোন স্থানে কিঞ্চিৎ বিলক্ষণ রূপে ও
কোথাও এক রূপে আরম্ভ হয়, ইহা জানিতে হইবে ॥

বস্তুতঃ একমাত্র আকার প্রকাশভেদে পৃথক্ পৃথক্, ক্রিয়ার

“চিত্রং বর্ত্তিতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।

গৃহেষু দ্ব্যৰ্থসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ” ॥

এই দ্বিতীয় শ্লোকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

অতএব ক্রিয়াভেদ প্রযুক্ত সেই সেই ক্রিয়াস্বরূপ প্রকাশ-
ভেদ সকলে অভিমান ভেদও বোধ হইতেছে, ঐ রূপ হইলে
এক এক স্থানে লীলার ক্রমজন্য রসের উদ্বোধ ও জন্মিল ॥

জনিত রসোদ্বোধশ্চ জায়তে ॥

নতু কথং তে এব জন্মকৰ্ম্মণী বৰ্ত্তেতে ইত্যুক্তং পৃথগারক-
ত্বাদন্যে এবেতি । উচ্যতে । কালভেদেনোদিতানামপি
সমানরূপাণাং ক্রিয়াণামেকত্বং । যথা শঙ্করশারীরকে । দ্বিগো
শব্দোহয়মুচ্চরিতো নতু দ্বৌ গোশব্দাবিতি প্রতীতিনির্ধীতং
শব্দৈকত্বং তথৈব দ্বিঃ পাকঃ কৃতেহনেন নতু দ্বিপাকঃ
কৃতোহনেনেতি প্রতীত্যা ভবিষ্যতি । ততো জন্মকৰ্ম্মণো-

অহে ! যদি একরূপ বল কি প্রকারে সেই জন্ম কৰ্ম্ম বৰ্ত্ত-
মান আছে এই কথা উক্ত হইল, পৃথক্ আরম্ভ প্রযুক্ত সেই
সকল জন্ম ও কৰ্ম্ম ভিন্ন হইবে ? উত্তর । কালভেদে প্রকা-
শিত হইলেও সমান রূপ ক্রিয়া সকলের একত্ব আছে ॥

যথা শঙ্করশারীরক ভাষ্যে ॥

যে স্থানে দুইটী গো উচ্চারণ করিতে হইবে সে স্থানে
দ্বিগো এই কথা বলিয়াছেন “দ্বৌ গার্বৌ” এ কথা বলেন
নাই, কারণ দ্বি বলিলেই দ্বিত্ববিশিষ্টে প্রতীতি হইয়া থাকে,
অতএব অস্থলে শব্দের একত্বেই দ্বিত্ব প্রতীতি হইল । সেই
রূপ যে স্থানে দুই পাক বলিতে হইবে সে স্থানেতেও দ্বিপাক
এই শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে “দ্বৌ পাকৌ” এরূপ শব্দ প্রয়োগ
হয় নাই, কারণ অস্থলে দ্বিশব্দেও দ্বিপ্রকার অর্থকে প্রতিপা-
দন করে, হুতরাং এই রূপে জন্ম কৰ্ম্ম অনেকধা হইলেও

রপি নিত্যতা যুক্তৈব ॥ ১৪ ॥

অতএবাগমাদাবপি ভূতপূর্বলীলোপাসনবিধানং যুক্তং ।
তথা চোক্তং মাধ্বভাষ্যে পরমাত্মসম্বন্ধিত্বেন নিত্যত্বাৎ
ত্রিবিক্রমাদিশপ্যুপহার্যত্বং যুক্ত্যত ইতি । অনুমতং চৈত-
চ্ছ্রুত্যা । যদগতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চৈতন্যৈব । উপসংহার্যত্ব-
মুপাসনায়ামুপাদেয়ত্বনিত্যর্থঃ । তত্র তস্য জন্মনঃ প্রাকৃত্যৎ

প্রতীতি সাপেক্ষ তাহারও নিত্যতা স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১৪

অতএব পূর্বে যে লীলা হইয়াগিয়াছে আমাদিগকেও
তাহার যে উপাসনা বিধান করিয়াছেন তাহারও নিত্যত্ব যুক্ত
হইল ॥

এই রূপ মাধ্বভাষ্যেও কথিত হইয়াছে ॥

পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টত্ব রূপে নিত্যত্ব প্রযুক্ত
ত্রিবিক্রম প্রভৃতিতেও উপসংহার্যত্ব উপযুক্ত হয় । যে হেতু,
যাহা হইয়াছে, যাহা হইতেছে এবং যাহা হইবে এই শ্রুতি
দ্বারা জন্ম কর্মের নিত্যত্ব স্বীকার করা হইয়াছে । উপসংহার্যত্ব
এই শব্দের অর্থ উপাসনাবিষয়ে উপাদেয়ত্ব ॥

যাহা হউক, তন্মধ্যে (জন্ম কর্মের মধ্যে) সেই জন্মের
প্রাকৃত জন্ম হইতে বিভিন্নত্ব অর্থাৎ প্রাকৃত জন্মের অনুক-
রণ দ্বারা আবির্ভাব মাত্র এবং কোথাও বা সেই সেই জন্মের
অনুকরণ দ্বারা ভগবানের জন্মের বিলক্ষণত্ব জানিতে হইবে,

স্তম্ভে সভায়াং ন যুগং ন মানুসমিতি ॥ ১৬ ॥

কর্দমং বার্য্যমাপন্ন ইত্যত্র শ্রীকপিলদেবাবতারপ্রসঙ্গে
হপি কর্দমস্য ভক্তিসামর্থ্যবশীভূত ইত্যেব ব্যাখ্যেয়ং
বীৰ্য্যশব্দন্যাসস্ত প্রসিদ্ধং পুত্রত্বমপি শ্লিষ্টং ভবতীত্যে-
মর্থঃ । তথা কর্মণো বৈলক্ষণ্যং স্বরূপানন্দবিলাসমাত্রত্বং
তদ্যথা লোকবত্তু লীলাকৈবল্যমিতি । ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্

অতিশয় অদ্বুত ॥ ১৬ ॥

অপর ৩ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে কহিয়াছেন ॥

“তস্যাং বহুহি কালে ভগবান্ মধুসূদনঃ ।

কর্দমং বীৰ্য্যমাপন্ন জজ্ঞেহগ্নিরিব দারুণি” ॥

শ্লোকার্থ । দেবহুতির ঐরূপ আরাধনায় বহুতর কার
অতিক্রান্ত হইল, কাঠে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয় তাহার ন্যায়
ভগবান্ মধুসূদন কর্দমের বীৰ্য্য আশ্রয় করিয়া দেবহুতীর
গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন ॥

এস্থলে কপিলদেবের অবতার প্রসঙ্গেতেও কর্দমের ভক্তি-
সামর্থ্যে বশীভূত হইয়া এই প্রকার ব্যাখ্যা যুক্তি সঙ্গত । বীৰ্য্য
শব্দ ন্যাস, প্রসিদ্ধ পুত্র বাচক হইলেও শ্লিষ্টার্থ হয় ইহাই
তাৎপর্য্য । উক্ত প্রকার কর্মের বৈলক্ষণ্য স্বরূপানন্দের কেবল
বিলাস মাত্র ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথঃ

বাদিভিঃ । যথা লোকে মত্তস্য স্বেখোদ্রেকাদেব নৃত্যাদি
লীলা নতু প্রয়োজনাপেক্ষয়া এবমেবেশ্বরস্য ॥ ১৭ ॥

নারায়ণসংহিতায়াঃ ॥

সৃষ্ট্যা দিকং হরিনৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু ।

কুরুতে কেবলানন্দাদবধা মত্তস্য নর্তনং ।

পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ ।

মুক্তা অপ্যাশুকামাঃ স্যুঃ কিমুতাস্যাখিলাত্নন ইতি ।

পাদে ৩৪ সূত্রে ॥

“লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং” ॥

তদ্বাদিগণ এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । সংসার মধ্যে
মত্ত ব্যক্তির যেমন নৃত্যাদি লীলা স্বেখের আতিশয্য বশতই
হইয়া থাকে প্রয়োজন অপেক্ষা করে না, এই প্রকারই পরমে-
শ্বরের জানিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহার লীলার কোন প্রকার
প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই ॥ ১৭ ॥

নারায়ণসংহিতাতেও ॥

হরি প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়া কেবল আনন্দ প্রযুক্ত
সৃষ্ট্যা দি কার্য্য করেন যেমন মত্তব্যক্তির নর্তন তদ্রূপ ॥

অপর সেই পূর্ণানন্দস্বরূপ ভগবানের সৃষ্টিবিষয়ে
প্রয়োজন বুদ্ধি কেন হইবে ? যাহারা মুক্ত তাঁহারাও যখন পূর্ণ-
কাম হইয়া থাকেন, তখন অখিলাত্না ভগবানের পূর্ণকামত্ব হইবে

নচোন্মত্তদৃষ্টাস্তেনাসর্বজ্ঞত্বমপি সঙ্করিতব্যং । স্বরূপান-
ন্দোদ্বেগেণ স্বপ্রয়োজনমনমুসন্ধায়ৈব লীলায়ত ইত্যেত-
দংশেনৈব স্বীকারাৎ ॥ ১৮ ॥

উচ্ছ্বাসপ্রখ্যাসদৃষ্টান্তত্বেহপি স্মৃপ্ত্যাদৌ তদোবা-
ভাৎ । তস্মাৎ স্বরূপানন্দস্বাভাবিকোব তল্লালা । অতিশ-
য়েনৈষ স্বভাবোহরমাপ্তকামস্য কা স্পৃহেতি । অত্র
প্রাকৃতস্বক্টাদিগতস্য সাক্ষান্তগবচ্চেক্টাজ্জকস্য স্বীকৃপাদি-

আশ্চর্য্য কি ? ।

প্রত্যএব উন্মত্তের সহিত দৃষ্টান্ত দ্বারা পরমেশ্বরের অসর্ব-
জ্ঞত্বের গ্রহণ হয় নাই । তিনি স্বরূপানন্দের আতিশয়াবশতই
যৌ প্রয়োজনের অমুসন্ধান না করিয়াই লীলা করিয়া থাকেন ।
এই স্বক্টাদি লীলা অংশ দ্বারা স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

কেননা স্মৃপ্ত্যাদিতে উচ্ছ্বাস ও প্রখ্যাস দৃষ্টান্তেও উল্লি-
খিত দোষ আপত্তিত হয় । অতএব সেই লীলা স্বরূপানন্দের
স্বাভাবিকীই জানিতে হইবে ॥

অতিপ্রমাণেও যথা ॥

পূর্ণকাম দেবের এই স্বভাব, তাঁহার স্পৃহা কি ? অর্থাৎ
কোন বিষয়েই স্পৃহা নাই ॥

এখানে প্রাকৃত স্বক্টাদি গত সাক্ষাৎ ভগবানের চেক্টা
স্বরূপ দর্শনাদি কর্ণের, বস্তুতঃ তথাবিধে অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্বে
বৈকৃষ্ঠাদি গত দর্শনাদি কর্ণের কৈমূত্যন্যায় উপস্থিত হইলে

কর্মণো বস্ত্তস্তথাবিধয়ে বৈকুণ্ঠাদিগত্য কৈমুত্যাংনো-
পত্তিতং ॥ ১৯ ॥

যথোক্তং নাগপত্নীভিঃ ॥

অব্যাকৃতবিহারায়ৈতি ।

অতএব শ্রীশুকাদীনামপি তল্লালাশ্রবণে রাগতঃ প্রবৃতি-
যুজ্যতে । অতশ্চ ॥

হইল অর্থাৎ যখন প্রাকৃত সৃষ্টাদিতেই দর্শনাদি কর্ম করেন
বৈকুণ্ঠে যে করিবেন না ইহার কথা কি ? অবশ্যই করি-
বেন ॥ ১৯ ॥

১০ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে ।

নাগপত্নীগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥

“অব্যাকৃতবিহারায় সর্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে ।

হৃষীকেশ নমস্তভ্যং যুনেয়ে মৌনশীলিনে” ॥

তাৎপর্য্য । হে ভগবন্ ! আপনার মহিমা অতর্ক্য, আপনি
সর্ব কার্য্যোৎপত্তি প্রকাশের হেতু, একারণ উপলক্ষণযোগ্য ।
হে ইন্দ্রিয়প্রবর্তক ! আপনি যুনি অর্থাৎ আত্মারাম এবং
মৌনশীল অর্থাৎ আত্মারামই স্বভাব আপনাকে নমস্কার ॥

অতএব শ্রীশুকদেবপ্রভৃতিরও সেই সেই লীলা শ্রবণে
অমুরাগবশতঃ যে প্রবৃতি ইহাই উপযুক্ত ॥

এই কারণে ১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে বর্ণিত হই-
য়াছে যথা ॥

এবং জ্ঞানানি কৰ্ম্মানি হকর্তু রজনস্য চ ।

বর্ণয়তি স্ম কবয়ো বেদগুহ্যানি হুংপতেঃ ।

ইত্যত্র জ্ঞানগুহ্যধারণপদোহপেবমেব ব্যাখ্যেয়ং ।

যত্রেমে সদসঙ্গপে ইত্যাদিত্যামবাহিতপ্রাচীনপদ্যাত্মাঃ

এই প্রকার জীবের তুল্য ভগবানের জ্ঞান এবং কৰ্ম্মাদি কল্পিত হইলেও জীব পপেক্ষা তাঁহার অনেক বিশেষ আছে তিনি অবলীলা ক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন এবং অন্তর্ধামি রূপে সকল ভূতের মধ্যে অবস্থিত আছেন, তথা ইন্দ্রিয় ষড়্‌বর্গের বিষয় গ্রহণ করিতেছেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত নহেন, যে হেতু স্বাধীন এবং ইন্দ্রিয়ষড়্‌বর্গের নিয়ন্তা ॥

এস্থলে জ্ঞানগুহ্য অধ্যায় শ্লোকেও এই প্রকারই ব্যাখ্যা করিতেছেন ॥

১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায় ৩৩ । ৩৪ শ্লোকদ্বয় যথা ॥

“যত্রেমে সদসঙ্গপে প্রতিলিঙ্গে স্বসম্বিতা ।

অবিদ্যায়াজ্ঞানি কৃতে ইতি যদ্বাক্ষদর্শনং ॥”

যদ্যেযোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ ।

সম্পন্ন এবোতি বিদুমহিম্নি স্মে মহীমতে” ॥

তাৎপর্য্য । সং অসং অর্থাৎ স্কুলসূক্ষ্ম ছুই দেহ অবিদ্যা কর্তৃক আচ্ছাদিত কল্পিত হইয়াছে, ইহারা যখন স্ব স্ব স্বরূপের সম্যক জ্ঞান দ্বারা প্রতিলিঙ্গ অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া অবধারিত

যথা স্বরূপসম্যগ্জ্ঞানেনৈব কৃতস্যাবিদ্যাকৃতাত্মা ধ্যান
সদসজ্জপনিবেশস্য হেতোত্রক্ষদর্শনং ভবতি । যথাচ
মায়োপরভাবেব স্বরূপসংপত্তির্ভবতীত্যুক্তং ॥ ২০ ॥

এবমৈব কবয় আত্মারামা হংপতেঃ পরমাত্মনো

হইবে, তখন সেই জীব ত্রক্ষ স্বরূপই হইবেন, সেই ত্রক্ষের
অন্য আকার নাই, জ্ঞানই তাঁহার একমাত্র স্বরূপ ॥

সংসারচক্রে ক্রীড়াকারিণী ঐশ্বরী মায়া দেবী যদি
বিদ্যারূপে পরিণতা হইয়া স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপ জীবোপাধি
পদ্ধ করত স্বয়ং যদি নিরিক্ষন অগ্নির ন্যায় উপশম প্রাপ্ত হন,
তাহা হইলে ত্রক্ষস্বরূপ প্রাপ্তি হয়, তদ্বজ্জেরা এই রূপ বোধ
করেন। তৎপরেই জীব পরমানন্দ স্বরূপে স্বীয় মহিমায়
বিরাজমান হইতে থাকেন ॥

এই অব্যবহিত প্রাচীন শ্লোকদ্বয় দ্বারা যথা স্বরূপের
সম্যক্ জ্ঞানদ্বারাই কৃতের অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত আত্মায় যে
আরোপ সং অসং (স্থূল সূক্ষ্ম) রূপে তাহার নিমেধ হেতুই
ত্রক্ষ দর্শন হয়। যে হেতু মায়ায় উপরতি হইলেই স্বরূপ
সম্পত্তি হইয়া থাকে ইহাই কথিত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

এই প্রকারই কবিগণ অর্থাৎ আত্মারাম সকল হংপতি
পরমাত্মার জন্ম ও কর্ম সকল বর্ণন করেন। অর্থাৎ স্থূল
সূক্ষ্মের প্রতিবেধে অবিদ্যার উপরতি হওয়াতে জন্ম কর্মের

জ্ঞানানি কৰ্ম্মাণি চ বর্ণয়ন্তি । তত্ত্বং প্রতিবেধে তদুপরতো
 চৈব সত্যং তজ্জ্ঞানকৰ্ম্মানুভবসম্পত্তী ভবত ইত্যর্থঃ ।
 সম্পত্তিরত্র সাক্ষাদ্দর্শনং । তস্যাং স্বরূপানন্দাতিশয়িত-
 ভগবদানন্দবিলাসরূপাণ্যেব তানীতি ভাবঃ ॥
 অতএব প্রাকৃতবৈলক্ষণ্যাদিকর্তৃরজনস্যেত্বাক্তং ।
 অতএব বেদগুহ্যানাপি তানীতি ॥ ২১ ॥

তথা । অক্রুরস্ততো হ্রয়োদিত ইত্যাদিহ্রয়টীকায়।

অনুভবরূপ সম্পত্তি হয় । সম্পত্তিশব্দের অর্থ সাক্ষাৎ দর্শন ।
 এই হেতু জ্ঞান ও কৰ্ম্ম সকল স্বরূপানন্দাতিশয় ভগবানের
 আনন্দবিলাস মাত্র অতএব প্রাকৃত বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত অকর্তার
 ও অজনের ইহাই উক্ত হইয়াছে । এই কারণেই সেই জ্ঞান
 ও কৰ্ম্ম সকল বেদগুহ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

এই প্রকার ১০ স্কন্ধের ৪৮ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে অক্রু-
 রের স্তব যথা ॥

“হ্রয়োদিতোহয়ং জগতো হিতায়

যদা যদা বেদপথঃ পুরাণঃ ।

বধ্যোক্ত পাষণ্ডপথৈরদম্ভি-

স্তদা ভবান্ সত্বগুণং বিভর্তি” ॥

স ত্বং বিভোহদ্য বহুদেবগৃহেহবতীর্ণঃ

স্বাংশেন ভারমপনেতুমিহাসি ভূমেঃ ।

মেবেশ্বমুখাপিতং । নমু তর্হি মমাবতারাস্তুরিতানি
চ শুক্লিরজতবদবিদ্যাকল্পিতান্যেব কিং নহি নহি ইয়ন্ত

অকৌহিণীশতবধেন সুরেতরাংশ-

রাজ্ঞামমুখ্য চ কুলস্য যশো বিতন্তন ॥

শ্লোক ঘরের অর্থ । পরন্তু যদিও আপনকার বন্ধ ও মোক্ষ
কল্পিত মাত্র, তথাচ আপনকার অবতার ও সে সকলের চরিত্র
বলিতে পারি না, সে সকল আপনার লীলামাত্র ফলতঃ
আপনি জগতের হিতার্থে যে পুরাণ বেদপথ প্রকাশ করিয়া-
ছেন, তাহা যখন যখন পামণ্ডপথবর্তী অনজ্ঞন কর্তৃক বাধিত
হয়, তখনই আপনি সত্ত্ব গুণ ধারণ করিয়া থাকেন ॥

সেই আপনি অমরাংশোৎপন্ন নরপতিদিগের শত শত
অকৌহিণী সেনা বধ দ্বারা সৃষ্টির ভার অপনয়ন নিমিত্ত এই
বংশের যশঃ বিস্তার করত নিজ অংশ বলভদ্র সহ বহুদেব-
ভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥

এই ছুই শ্লোকের টীকাতেও এই প্রকার অর্থ উত্থাপিত
হইয়াছে ॥

অহে ! তবে কি আমার অবতার সমুদায় ও তাঁহাদের
চরিত্রসকল শুক্লিরজতের ন্যায় অর্থাৎ ঝিনুকে রৌপ্যের
তুল্য হইল, ভগবান্ যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, তাহাতে
অজ্ঞান তাহা নয়, তাহা নয়, ইহা আপনার লীলা এই বলিয়া

তব লীলেত্যাহ স্বয়ম স্বয়োদিত ইতীতি ।
 তথৈবচ ভগবৎস্বরূপস্যোনোক্তং বৈষ্ণবে ॥
 নামরূপস্বরূপাণি ন পরিচ্ছেদগোচরে ।
 যস্যানিলপ্রমাণানাং স বিষ্ণুর্গর্ত্তগন্তবেতি ।
 রূপ কশ্মেতি পাঠান্তরং ॥ ২২ ॥
 ইথমেবাভিপ্রেতং শ্রীগীতোপনিষদ্বিঃ ।
 জন্ম কশ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেতি তদ্বত ইতি । তথা
 নাম্নো বৈলক্ষণ্যবাস্ত্বানসাগোচরগুণাবলম্বিষ্মেন স্বতঃ

“স্বয়োদিত” ইত্যাদি দুই শ্লোকে কহিলেন ॥

এই প্রকারই ভগবৎ স্বরূপ সাম্য প্রযুক্ত বিষ্ণুপূর্ণাণে-
 কথিত হইয়াছে ॥

যাঁহার নাম, কশ্ম এবং স্বরূপ নিখিল প্রমাণ সকলের
 পরিচ্ছেদ ও গোচর হয় না সেই বিষ্ণু তোমার ‘গর্ত্তগত’ হই-
 যাছেন । এই শ্লোকে রূপ ও কশ্ম এই পাঠান্তর আছে ॥ ২২ ॥

এই প্রকার অভিপ্রায় করিয়া শ্রীগীতা উপনিষদেও বলি-
 যাছেন ॥

আমার এই প্রকার জন্ম ও কশ্ম যে ব্যক্তি যথার্থরূপে
 জানে ॥

তথা নামের বিভিন্নত্ব বাক্য মনের অগোচর গুণাবল-

সিদ্ধত্বং ।

তদযথা বাহুদেবাধ্যাভ্যো ॥

অপ্রসিক্তেন্দ্রিয়ানাং নামহস্যে প্রকীৰ্তিত ইতি ॥

ব্রাহ্মে ॥

অনামাহস্যে প্রসিক্তবাদরূপোভূতবর্জনাদিতি ॥

অতএব নামকর্ম্যস্বরূপাণীতি পূর্বোদাহরণানুসারেণাসা

হপি বৈষম্যবাক্যস্যায়মেবার্থঃ ॥

ন যত্র নাথ বিদ্যন্তে নাম জাত্যাদিকল্পনাং ।

তদ্বাক্ত পরমং নিত্যমবিকারি ভবানজ ।

ন কল্পনামৃতেহর্ষস্য সর্বস্যাদিগমো যতঃ ।

শিহ প্রযুক্ত স্বতঃ সিদ্ধত্বং হইয়াছে ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বাহুদেবাধ্যাভ্যে যথা ॥

সেই ভগবানের গুণ সকলের অপ্রসিক্তি হেতু তিনি অনাম
বলিয়া কীৰ্তিত হইয়াছেন ॥

ব্রহ্মপুরাণে যথা ॥

ইনি অপ্রসিক্ত প্রযুক্ত অনাম এবং ভূতবর্জন হেতু অরূপ ॥

অতএব নাম কর্ম ও গুণ এই পূর্বোদাহরণের অনুসারে
বিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যেরও ইহাই অর্থ ॥

হে নাথ ! হে অজ ! যাহাতে নাম ও জাতি প্রভৃতির
কল্পনা নাই আপনি সেই নিত্য অবিকার পরম ব্রহ্ম,
কেমনা কল্পনা ব্যতিরেকে সকল অর্থের বোধগম্য হয় না ।

ততঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্তবিষ্ণুণামভিন্নীভাস্য ইত্যস্য ।

ইত্যেতদ্বৈষ্ণববচনাস্তরমপি ন বিরুদ্ধং ॥ ২৩ ॥

তথাহি অপাতপ্রতীত্যর্থঃ কল্পনাশব্দো ব্যর্থঃ স্যাৎ
নামজন্মাদয়ো ন বিদ্যন্তে ইত্যনেনৈব বিবক্তিতার্থমিহ্নেঃ
স্বয়মেব ব্রহ্মাজাদিশব্দানাং পরমার্থপ্রতিপাদকনাম-
তয়াহীনীকৃতেশ্চ । অজ্ঞামেকাং লোহিতশুককৃষ্ণামি-
ত্যাদিষজ্ঞায়মানলক্ষণজ্ঞাতিশ্চ দৃশ্যত এব তথা নামাদি-
কল্পনা ন বিদ্যন্তে ইত্যুক্তা স্বয়ং কৃষ্ণাদিনামকল্পনোক্তি-
বিরুদ্ধা স্যাৎ কল্পনয়া বা কথমীভ্যতা স্যাৎ কল্পনয়া

অতএব কৃষ্ণ, অচ্যুত, অনন্ত এবং বিষ্ণু ইত্যাদি নাম সকল
দ্বারা পণ্ডিতগণ আপনাকে স্তব করেন, এই বিষ্ণুপুরাণের
অন্যবচনও বিরুদ্ধ নহে ॥ ২৩ ॥

উক্তার্থের দৃঢ়তাকরণ যথা ॥

এই স্থলে অপাততঃ প্রতীত অর্থে কল্পনা শব্দ ব্যর্থ
হইল । যে হেতু নাম জন্মাদি নাই ইহার দ্বারা বিবক্তিত
(কথনেচ্ছার বিষয়ীভূত) অর্থ সিদ্ধি তথা ব্রহ্ম অজ প্রভৃতি
শব্দ সকলের পরমার্থপ্রতিপাদক রূপে অঙ্গীকার করা হই-
য়াছে ॥

লোহিত শুক কৃষ্ণ এক অজ্ঞাকে ইত্যাদি প্রমাণে জন্ম-
রহিত লক্ষণ জ্ঞাতিও দৃষ্ট হইতেছে । তথা নামাদি কল্পনা
যাহাতে বিদ্যমান নাই ইহা বলিয়া স্বয়ং যে কৃষ্ণনামাদির
কল্পনা করিয়াছেন ইহা বিরুদ্ধ হইল, অপর কল্পনা দ্বারা

অনিয়তত্বাচ্চ । কথং কৃষ্ণাদিনামনৈয়ত্যানুচ্যতে তস্মাদাম-
কর্মস্বরূপাণীত্যনুসারাক্ষয়মেবার্থঃ । যথা । যত্র নামজাত্যা-
দীনাং নামানি কৃষ্ণাদি জাতয়ো দেবত্বমনুষ্যত্বকত্রিয়-
ত্বাদ্যা লীলাঃ ॥

তদাদীনাং কল্পনা ন বিদ্যাস্তে কিন্তু, অসংস্থয়া সমাপ্ত
সর্বার্থমিত্যুক্তাদিশা স্বরূপসিদ্ধনিত্যশক্তিবিলাসরূপাণ্যেব
তানীত্যর্থঃ ।

ততশ্চ যতো যস্মাৎ সর্বস্যাপি দৃষ্টস্য বস্তুনঃ কল্পনামু-
অধিগমো ন ভবতি । ততস্তস্মাদেব হেতোঃ কল্পনাময়ঃ

বা কি প্রকারে স্তবের যোগ্য হইতে পারে, যে হেতু কল্পনার
নিয়তত্ব নাই । তবে কি প্রকারে কৃষ্ণাদি নামের নিয়তত্ব
কথিত হইল । অতএব নাম, কর্ম ও স্বরূপ এই অনুসারধীন
ইহার এই অর্থ । যথা, যে স্থানে নাম জাতি প্রভৃতির অর্থাৎ
নাম কৃষ্ণাদি, জাতি দেব মনুষ্য কত্রিয়ত্বাদি লীলা । এই সক-
লের কল্পনা সাঁহাতে নাই কিন্তু স্বীয় সংস্থান দ্বারা সকল
অর্থকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন । এই কথিত দিশ্চর্চন দ্বারা নাম
জাতি প্রভৃতি স্বরূপসিদ্ধ নিত্যশক্তির বিলাসস্বরূপ হই-
য়াছে । অতএব যেহেতু সকল দৃষ্ট বস্তুরই নামরূপাদি কল্পনা
ব্যতিরেকে অধিগম অর্থাৎ ব্যবহারিক বোধ হয় না, সেই
কারণেই কল্পনা রূপ নাম ও তাহার নামী অর্থ সকল পরি-
ত্যাগ করিয়া সমগ্র প্রমাণ পরিচ্ছেদের অগোচর দ্বারা বেদের

নাম তন্মামিনং চার্থং চর্ব্বং পরিত্যজ্য নিখিলপ্রমাণপরি-
চ্ছেদাগোচরত্বেন বেদাতত্বেন স্বতঃ সিদ্ধৈঃ কৃষ্ণাদি নামো-
পলক্ষণৈঃ প্রসিদ্ধৈরেব নামভিঃ স্বতঃসিদ্ধত্বমেবেভ্যসে
মুনিভিবেদৈশ্চ স্তূয়সে নতু কল্পনাময়ৈরন্যৈস্ত্বমপি
শ্লাঘ্যসে । যদ্বা । তৈরেবেভ্যসে ব্যক্তমাহাত্ম্যঃ ক্রিয়সে
ইতি । তাদৃশমহিমভিত্তৈরেব তব মহিমা ব্যক্তীভব-
তীতি ॥ ২৩ ॥

অতো যৈঃ শাস্ত্রেহতিপ্রসিদ্ধৈঃ শ্রীভগবানেব ঋটিতি
প্রতীতো ভবতি যেষাং চ সাক্ষেত্যাদাবপি তাদৃশঃ প্রভা-
বঃ শ্রীযতে তেষাং স্বতঃসিদ্ধত্বমন্যেবাং কল্পনাময়ত্বং

অজ্ঞাত রূপে স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণাদি নামোপলক্ষণ প্রসিদ্ধ নাম
সকল দ্বারা মুনিগণ ও বেদসকল আপনাকে স্তব করিয়া থাকেন
কল্পনাময় অন্য সকলের দ্বারা আপনি স্তবের বিষয়ীভূত
হয়েন না । অথবা “তৈরেব ঐভ্যসে” অর্থাৎ তাহাদের
দ্বারাই মাহাত্ম্য ব্যক্ত করেন, কেন না তাদৃশ মহিমাবিশিষ্ট
সেই সকল দ্বারাই আপনার মহিমা ব্যক্ত হয় ॥ ২৪ ॥

এস্থলে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ যে সকল নাম দ্বারা শ্রীভগবান্‌ই
শীঘ্র বোধগম্য হয়েন এবং যে সকল নামের সাক্ষেত্যাদিতেও
ঐ প্রকার প্রভাব শুনা যায়, সেই সকল নামের স্বতঃসিদ্ধত্ব
এবং অন্যের কল্পনাময়ত্ব জানিতে হইবে ॥

জ্ঞেয়ং । অথবা হে নাথ যত্র নামজাত্যাदीनां कल्लना
न विद्यन्ते तत् केवलविशेष्यरूपं परमत्रयं भवान्
तत्तत्कल्लनाया अविवर्धते हेतुः । विशेषेण करोति
लीलायत इति विकारि तथा न भवताविकारीति । तज्जपेण
न जायते न प्रकटीभवतीति हेअज्जेति च । ततः किमव-
लम्ब्य तत्र नामजातादिकल्लनाः त्रियस्त्यामिति भावः ॥ २५
तत्तत्कल्लनां विनाच सर्वसाप्यर्थस्य वस्तुमात्रम्यादि-
गममात्रं न भवेत् किमुत तादृशत्रयरूपस्य भवतः

অথবা হে নাথ ! যাহাতে নামজাত্যাদির কল্লনা না
আপনি কেবল সেই বিশেষ্যরূপ পরমত্রয় হইয়াছেন ।

ভগবন্ ! সেই সেই কল্লনার অবিবর্ধনের প্রতি কারণ এই
যে, বিশেষ রূপে যিনি করেন অর্থাৎ লীলার ন্যায় পাপাচার
করেন তাঁহার নাম বিকারী এবং যিনি ঐ রূপ না হয়ে
তাঁহাকে অবিকারী বলে । ঐ রূপে যিনি না জন্মান অর্থাৎ
প্রকট না হয়েন তিনি অজ । এনিমিত্ত হে অজ ! এই সম্বোধন
পদ, অতএব কি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে নাম জাতির কল্লন
করিবে ॥ ২৫ ॥

হে ভগবন্ ! যখন সেই সেই নাম জাত্যাদির কল্লনা ব্যতি-
রেকে সকল অর্থের অর্থাৎ বস্তুমাত্রের অধিগম (বোধ) হ-
না, তখন তাদৃশ অর্থাৎ অবিকারী অজ ত্রয়রূপ আপনা

কল্পনানামজাত্যাদয়স্তু ন কস্যাপি স্বরূপধর্ম্মা ভবন্তি ।
 যতএবং ততঃ সাক্ষেত্যাदिना भाविताैरपि भवानिब सर्व-
 पूरुषार्थप्रदैः तत्तद्विशेषप्रतिपादकैः कृष्णादिनाम-
 भिरेव त्वमाद्यसे नित्यसिद्धश्रुतिपुराणादिभिः श्लाघ्यसे
 नतु निर्विशेषता प्रतिपादकैर्नतु कल्पनामयैरित्यर्थः,
 किन्तु कृष्णादीनां चतुर्णां नाम्नामुपलक्षणमेव ज्ञेयम् । नारा-
 यणादिनाम्नामपि सাক্ষेत्त्यादौ तथा प्रभावश्रवणात् ॥ २७ ॥
 वर्णएव शब्द इति भगवान्मुपवर्ष इत्यनेन तस्य च नित्य-

কথা কি ? । পরন্তু কল্পনাময় নামজাতি প্রভৃতি কাহারও
 স্বরূপ ধর্ম্ম হয় না । যখন এই প্রকার হইল তখন সাক্ষেত্যাदि
 দ্বারা যুক্ত হইয়াও আপনকার ন্যায় সর্ব পুরুষার্থপ্রদ সেই
 সেই নাম জাত্যাदि বিশেষ প্রতিপাদক কৃষ্ণাদি নামসমূহে
 আপনি স্তবের বিষয়ীভূত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ
 শ্রুতি পুরাণাদি আপনকার প্রশংসা করেন কিন্তু তাঁহারা নির্বি-
 শেষপ্রতিপাদক কল্পনাময় নামজাত্যাदि দ্বারা প্রশংসা
 করেন না ॥

পরন্তু ২৩ অঙ্কধৃত বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের কৃষ্ণাদি অর্থাৎ
 কৃষ্ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বিষ্ণু এই চারিটি নামের উপলক্ষণ
 জানিতে হইবে, কেন না সাক্ষেত্যাदিতে নারায়ণাদি নামেরও
 ঐ রূপ প্রভাব শ্রুত আছে ॥ ২৬ ॥

পরন্তু বর্ণই শব্দ । ভগবান্ উপবর্ষ এতদ্বারা সেই

ত্বাদিত্যেন চ ন্যায়েন বর্ণতয়েব নিত্যত্বমস্য বেদসার-
বর্ণাঙ্কনাম্নঃ সিধ্যতি । তথৈব গোপালতাপনীশ্রুতৌ
নামময়াষ্টদশাঙ্করপ্রসঙ্গে ব্রহ্মবাক্যং ॥

তেষ্বক্ষরেষু ভবিষ্যৎ যথা যথা ভগবৎস্বরূপাভিম্বং জগ-
জ্রপং প্রকাশয়মিতি ।

অত্রাবরকালজাতশব্দাদিময়জগৎকারণত্বেন তদ্বৈলক্ষণ্যং
স্বতঃ সিদ্ধত্বং তথা ভগবৎস্বরূপাভিম্বং চ তদ্বৈলক্ষণ্যং
নাম্নঃ ॥ ২৭ ॥

তদবধা শ্রুতৌ ॥

ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্ধিক্তন্ মহন্তে বিষ্ণো হুমতিং

বর্ণেরও নিত্যত্ব প্রযুক্ত এই বর্ণনায় দ্বারাই বেদসার বর্ণা-
ঙ্কক নামের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল ॥

এই বিষয়েই গোপালতাপনীশ্রুতিতে নামময় অষ্টাদশাঙ্কর-
প্রসঙ্গে ব্রহ্মবাক্য যথা ॥

সেই অষ্টাদশাঙ্কর মন্ত্রের অক্ষর সকলে ভবিষ্যৎ যথা ভগ-
বৎ স্বরূপের অভিম্ব জপজ্রপ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত
ইত্যাদি ॥

এস্থলে অবর কালজাত শব্দাদিময় জগৎকারণত্ব প্রযুক্ত
তাহার বৈলক্ষণ্য হেতু, নামের স্বতঃ সিদ্ধত্ব এবং ভগবৎস্বরূপ
হইতে অভিম্ব ইহাই তাহা হইতে ভিন্নত্ব ॥ ২৭ ॥

এই বিষয় শ্রুতিতে যথা ॥

ভজামহে ওঁ তৎ সদিত্যাদি ॥

অয়মর্থঃ ॥

হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ
স্বপ্রকাশরূপং । তস্মাৎ অস্য নাম আ ঈষদপি জানন্তুঃ
নতু সম্যক্ উচ্চারমাহাত্ম্যাদিপূরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন্থ
ক্রমাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্বাণাঃ স্মৃতিং
তদ্বিশয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ । যতন্তদেব প্রণবব্য-
ঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃ সিদ্ধমিতি । অতএব ভয়ব্বেষাদৌ
শ্রীমূর্তেঃ স্ফূর্তেরেব সাক্ষেত্যাদাবস্য মুক্তিদঙ্ক-
শ্রয়তে ॥ ২৮ ॥

“ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিৎস্বরূপমহন্তে

বিষ্ণো স্মৃতিং ভজামহে ওঁ তৎসদিত্যাদি ॥”

ইহার এই অর্থ ॥

হে বিষ্ণো ! তোমার নাম চিৎস্বরূপ অতএব মহঃ অর্থাৎ
স্বপ্রকাশস্বরূপ । সেই কারণে এই নামের আ (ঈষৎ) জানি-
য়াছি কিন্তু সম্যক্ উচ্চারণ ও মাহাত্ম্যাদি পূরস্কার দ্বারা জানিতে
পারি নাই, পরন্তু তথাপি কেবল নামের অক্ষরমাত্র অভ্যাস
করিয়া স্মৃতি অর্থাৎ তদ্বিশয়া বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, যে হেতু
তাহাই প্রণব (ওঁ) প্রকাশিত স্বতঃসিদ্ধ বস্তু । অতএব ভয়
॥ ব্বেষ প্রভৃতিতে শ্রীমূর্তির স্ফূর্তিরই সাক্ষেত্যাদি বচনে এই
নামের মুক্তিপ্রদত্ত শ্রুতি আছে ॥ ২৮ ॥

তথা চোক্তং ব্রাহ্মে ॥

অপান্যচিহ্নঃ ক্রুদ্ধো বা যঃ সদা কীর্তয়েদ্ধরিং ।

সোহপি বদ্ধকরায়মুক্তিং লভেচ্ছেদিপতির্ষথেনিতি ॥

তথা শ্রীভগবত ইব তস্য স কৃদপি সাক্ষাৎকারঃ সংসার
ধ্বংসকো ভবতি ।

যথা পুরাণান্তরে ॥

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং ।

বদ্ধঃ পরিকরন্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতীতি ॥ ২৯ ॥

প্রত্যুচ প্রণবমুদ্দিশ্য ॥

এই বিষয়ই ব্রহ্মপুরাণে কহিয়াছেন ॥

যদি কোন ব্যক্তি অনামনস্ক বা ক্রুদ্ধ হইয়া সর্বদা হরি
কীর্তন করেন, তাহা হইলে তিনিও চেদিপতি শিশুপালে
ন্যায় সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন ॥

তথা শ্রীভগবানের ন্যায় ঐ নামের একবার মাত্র উচ্চা
হইলে তাহা সংসার নাশ করেন ॥

এই বিষয় পুরাণান্তরে অর্থাৎ স্কন্দপুরাণে যথা ॥

যিনি একবার মাত্র হরি এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করে
তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া অর্থাৎ কোমর বাঁধিয়া মোক্ষের প্রা
গমন করেন ॥ ২৯ ॥

প্রতিতেও প্রণব উদ্দেশ করিয়া কহিয়াছেন ॥

ওমিতোত্তরদ্বন্ধেণো নেদিষ্ঠং নাম যস্মাদ্ভুত্কার্যমাণং এব
সংসারভয়ান্তারয়তি তস্মাদ্ভুত্যাতে তার ইত্যাদি বহুতরং
ন চাস্যার্থবাদঃ চিন্ত্যঃ । তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পন-
মিতি পাদ্মাদ্যনুসারেণাপরাধাপাতাৎ । যস্য তু গৃহীত-
নাম্নোহপি পুনঃ সংসারস্তম্য ॥ ৩০ ॥

নানুরজ্জতি যো মোহাদ্ভুজস্তং পরমেশ্বরং ।

জ্ঞানাগ্নিদন্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্বন্ধরাক্ষস ইতি শ্রীবিষ্ণু-
ভক্তিচন্দ্রোদয়াদি প্রমাণিতপুরণবচনবৎ মহাপরাধ-

“ওঁ ” এইটী ব্রহ্মের নিকটবর্তী নাম, যে হেতু ইনি উচ্চ-
রত হইয়াই সংসার ভয় হইতে তারণ করেন, একারণ পণ্ডিত-
ণ প্রণবকে তার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন । ইত্যাদি বহুতর
প্রমাণ আছে ॥

এই নামের অর্থবাদ অর্থাৎ কাল্পনিক ফলশ্রুতি চিন্তা
গরিতে নাই, যে হেতু-হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা, ইহা পদ-
রাগাদির অনুসারে অপরাধ হয় ॥

পরন্তু যে ব্যক্তি নাম গ্রহণ করিতেছে তাহারও যে বার-
র সংসার হয় তাহা, নামাপরাধ বশতই হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

পরমেশ্বর গমন করিতেছেন দেখিয়া যে ব্যক্তি অজ্ঞান
পতঃ অনুগমন না করে, সে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দ্বন্দ্বকর্ম্ম হইয়াও
করাক্ষস হয় । শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদি দ্বারা প্রমাণিত

তদর্থবাদকল্পনাদিকং প্রতিবন্ধকং জ্ঞেয়ং । অতএবান্য
রূপত্বমস্য মহাক্কদয়সাক্ষিকং যথা শ্রীবিগ্রহস্য ॥

তদুক্তং শ্রীশৌনকেন ॥

ভদ্রশাসারং হৃদয়ং বতেদং

যদগৃহ্মাণৈর্হরিমাগধৈরৈঃ ।

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো

নেত্রে জলং গাত্ররূহেযু হর্ষ ইতি ॥ ৩১ ॥

অতএব প্রভাসখণ্ডে কণ্ঠোক্ত্যা কথিতৈহেতুভিঃ সর্ব

বেদফলত্বেন চ ভগবৎস্বরূপত্বমেব প্রতিপাদিতং ।

পুরাণ বচনের ন্যায় মহাপরাণ রূপ যে তদীয় অর্থবাদকা
নাদি তাহাই এস্থলে প্রতিবন্ধক জ্ঞানিতে হইবে ॥

অতএব শ্রীবিগ্রহের ন্যায় এই নাম আনন্দ স্বরূপ ও মহ
হৃদয়ের সাক্ষী ॥

এই বিষয় ২ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে শ্রীশৌন
সূতকে কহিয়াছেন ॥

হে সূত ! হরি নাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার
জন্মে ও বিকার হইলেও যদি নেত্রে অশ্রু এবং গাত্রে লোমা
না হয়, তবে সেই হৃদয় পাষণ্ডুল্য কঠিন ॥ ৩১ ॥

অতএব প্রভাসখণ্ডে কণ্ঠোক্তি রূপে কথিত হেতু সমা
ধারা নাম সকল বেদের ফল স্বরূপ হওয়াতে ঐ নামের ভ
যৎ স্বরূপত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে যথা ॥

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসংফলং চিৎস্বরূপং ।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ।
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনামেতি ॥
তস্মাৎ ভগবৎস্বরূপমেব নাম । স্পষ্টং চোক্তং ॥
ত্রীনারদপঞ্চরাত্রৈ অষ্টাঙ্করমুদ্दिश्य ॥
ব্যক্তং হি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ং ।
অষ্টাঙ্করস্বরূপেণ মুখেযু পরিবর্তত ইতি ॥
মাণ্ডুক্যোপনিষৎসুচ প্রণবমুद्दिश्य ॥
ওঁকার এবৈদং সর্বং ওমিত্যেতদঙ্করমিদং সর্বং ।

হে শৌনক ! কৃষ্ণ নাম মধুর অপেক্ষাও মধুর, সকল মঙ্গ-
লের মঙ্গল ও সমস্ত বেদরূপ লতার সংফল এবং জ্ঞান স্বরূপ,
এই নাম শ্রদ্ধা অথবা হেলাতেও যদি একবার মাত্র উচ্চারিত
হয়েন তাহা হইলে ইনি মনুষ্য মাত্রকে উদ্ধার করেন ॥

অতএব নাম সাক্ষাৎ ভগবানেরই স্বরূপ ॥

এই বিষয় নারদপঞ্চরাত্রৈ অষ্টাঙ্কর মন্ত্র উদ্দেশ করিয়া
স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে যথা ॥

সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান্‌ই স্বয়ং অষ্টাঙ্কর স্বরূপে মুখ
সকলে বিরাজিত হয়েন ॥

প্রণব উদ্দেশ করিয়া মাণ্ডুক্য উপনিষদে বর্ণিত আছে ॥

প্রণবোহি পরং ব্রহ্ম প্রণশ্চ পরং স্মৃতং ।
 অপূর্বোহনন্তরো বাহো ন পরঃ প্রণবো যতঃ ।
 সর্বস্য প্রণবো হাদির্মধ্যমন্তস্তথৈব চ ।
 এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যঙ্গুতে তদনন্তরং ।
 প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্বস্য হৃদয়ে স্থিতং ।
 সর্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি ।
 অমাত্রোহনন্তমাত্রশ্চ বৈতম্যোপশমঃ শিবঃ ।
 ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নৈরো জন ইতি ॥

ওঁ কারই এই সমুদায় জগৎ, ওঁ কারই এই সমুদায় অক্ষর ॥

প্রণবই পরম ব্রহ্ম, প্রণবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে ।
 প্রণবের পূর্ব নাই, প্রণবের মধ্য নাই, প্রণবের শেষ নাই
 ও প্রণবের পর নাই, যে হেতু প্রণবই সকলের আদি, প্রণবই
 সকলের মধ্য এবং প্রণবই সকলের অন্ত । এই প্রকার প্রণ-
 বকে জানিয়াই তাহার পর মোক্ষ প্রাপ্তি হয় । প্রণবকেই
 ঈশ্বর জানিবে, এই ওঙ্কারকে সকলের হৃদয়স্থ ও সর্বব্যাপি
 রূপে জানিতে পারিলে ধীরব্যক্তিকে আর শোক করিতে
 হয় না ॥

অপর এই প্রণবের মাত্রা নাই কিন্তু ইহা অসংখ্য মাত্রা
 স্বরূপ, সংসারনাশক ও মঙ্গলময় । যে ব্যক্তি এই ওঙ্কার কে
 জানিতে পারেন তিনি মুনি, ইতর ব্যক্তি নহেন ॥

নতু পরমেশ্বরস্যৈব তদেবাগ্যতাপস্তুবান্বর্ণমাত্রেস্যা তথো-
ক্তিঃ স্তুতিরূপেবেতি মন্তব্যং । অবতারাস্তরবৎ পরমেশ্বর-
স্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোহয়মিত্যশ্মিন্নর্থো তেনৈব ঐশ্ব-
বলেনাদ্বীকৃতে তদভেদেন ভুৎসম্ভবাৎ । তস্মাৎ নামমামি-
নোরভেদ এব ॥ ৩২ ॥

তদুক্তং পাদ্যে ॥

নামচিস্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তো হভিন্নস্বাম্যনামিনোরিতি ॥

অস্যার্থঃ ॥

অহে ! পরমেশ্বরের ন্যায় তত্ত্ববিষয়ের যোগ্যতা হেতু
বর্ণমাত্রেয় যে ঐ প্রকার উক্তি ইহা স্তুতি রূপ বলিয়া মানি-
বা না । নাম পরমেশ্বরেরই অবতারের ন্যায় বর্ণরূপে অব-
তীর্ণ হইয়াছেন । এই অর্থ পূর্বোক্ত ঐশ্বতি বল দ্বারা অদ্বী-
কার করায় পরমেশ্বরের সহিত নামের অভেদ হইল । অতএব
নাম ও নামির অর্থাৎ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ নাম এই দুইয়ের পর-
স্পর ভেদ নাই অর্থাৎ যেমন নামী তদ্রূপ নামেরও শক্তি ॥৩২

এই বিষয় পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

নাম চিস্তামণি এবং কৃষ্ণ চৈতন্য রসময় বিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ
ও নিত্য মুক্ত, এই হেতু নাম ও নামী ভিন্ন নহেন ॥

তাৎপর্য্য । সর্বার্থ প্রদত্ত হেতু নামই চিস্তামণি । কেবল

নাগৈব চিন্তামণিঃ সর্কার্পদাতৃহ্মাৎ । ন কেবলং তাদৃ-
মেব অপিতু চৈতন্যেত্যাদি লক্ষণে যঃ কৃষ্ণঃ সঃ
সাক্ষাৎ । তত্র হেতুরভিন্নত্বাদিতি । নতু তথাবিধনাম
দ্বিষ্ণুং পুরুষেন্দ্রিয়জন্যং ভবতি । বেদমাত্রস্য ভগবত্বে
পুরুষেন্দ্রিয়াদিষ্যাবির্ভাবনাৎ ॥ ৩৩ ॥

যথোক্তমেকাদশে শ্রীভগবতা । শব্দব্রহ্ম সূত্বকৌপমিত্য
রভ্য ।

ময়োপবৃংহিতং ভূম্মা ব্রহ্মণাঃনন্তশক্তিনা ।

তাদৃশ নহেম পরন্তু চৈতন্য ইত্যাদি লক্ষণ যে কৃষ্ণ তিনি
সাক্ষাৎ নাম, তাহার কারণ এই যে নাম নামিতে ভেদ নাই
অহে ! এমত আশঙ্কা করিও না যে ঐ প্রকার মামা
পুরুষের ইন্দ্রিয়জন্য হয়, যে হেতু পুরুষের ইন্দ্রিয় সকল
ভগবান্ ই বেদ মাত্রের আবির্ভাব করিয়া দেন ॥ ৩৩ ॥

১১ স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে শব্দব্রহ্ম সূত্বকৌপম এই ৩৬ শ্লোক
আরম্ভ করিয়া ৩৭ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান্ উদ্ধবকে কহিয়া
ছেন যথা ॥

হে উদ্ধব ! প্রাণেন্দ্রিয় মনোময় রূপ, অথচ দুজ্জৈর্য, দেশ-
কাল পরিচ্ছেদ শূন্য, শব্দ ব্রহ্ম গম্যের সমুদ্রের ন্যায় অতি
দুর্লিঙ্গাছ ॥

অনন্ত শক্তি রূপ, তথা ব্রহ্ম রূপ আমা কর্তৃক উপবৃংহিত

ভূতেশ্ব ঘোররূপেণ বিষেসূর্ণেব লক্ষ্যত ইতি ॥ ৩৪ ॥

দ্বাদশস্য যথৈ বেদবাসনপ্রসঙ্গে ।

ক্লীণায়ুষ ইত্যাদেঃ । টীকাচ ॥

তর্হি পুরুষবুদ্ধিপ্রভবত্বাদানরণীয়ং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ হৃদি-
স্থচ্যুতচোদিতা বৃত্তিঃ ॥ ৩২ ॥

কঠৈ যেন বিভাষিতোহয়মিত্যাদৌ তদ্রূপেণেত্যাদি-

অর্থাৎ বর্জিত সর্বভূতে নাদ রূপে অবস্থিত আনার সূক্ষ্ম
রূপকে যুগল তন্তুর ন্যায় লক্ষিত করেন ॥ ৩৪ ॥

দ্বাদশস্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে

বেদবিভাগ প্রসঙ্গে ॥

“ক্লীণায়ুষঃ ক্লীণসত্ত্বান্ তুর্শ্বোদান্ বীক্ষ্য কালতঃ ।

বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো বাস্যান্ হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ” ॥

তাৎপর্য্য । মহর্ষিগণ কাল সহকারে লোক সকলকে
ক্লীণায়ুষঃ তুর্শ্ববুদ্ধি ও হীনবল দেখিয়া হৃদয়স্থ অন্তর্ধামি কর্তৃক
প্রেরিত হইয়া বেদ সকলকে বিভক্ত করিলেন ॥

এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামির টীকা । যদি বল বেদ পুরুষ-
বুদ্ধিপ্রভব অতএব আদরণীয় হইতে পাতে না,এরূপ আশঙ্কা
করিও না, ঋষিগণ হৃদয়স্থ অন্তর্ধামি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া
বেদ সকলকে বিভক্ত করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

দ্বাদশ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে শ্রীসূত কহিয়াছেন
যথা ॥

“কঠৈ যেন বিভাষিতোহয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা

বৎ । এতৎ সর্বমভিপ্রেত্য গন্তুস্ততাবৃত্তং ॥

ন নামরূপে গুণকর্মজন্মতি-

নিরূপিতব্যে তব তস্য নাক্ষিণঃ ।

মনোবচোভ্যামনুমেষ্যবজ্ঞানো

দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিষন্তাথাহপিহীতি ॥ ৩৬ ॥

তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা ।

যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাচ ভগবদ্ভাতায় কারুণ্যত-

স্তচ্ছক্লং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি” ॥

তাৎপর্য্য । পূর্বকালে যিনি এই অতুল্য জ্ঞানপ্রদোপ
ব্রহ্মার নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন, পরে নারদ মুনিকে ও
কৃষ্ণবৈপানকে এবং যোগীন্দ্র শুকদেবকে আর বিষ্ণুরাত
পরীক্ষিতকে যিনি কৃপা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন সেই শুদ্ধ
নির্মল শোক রহিত অমৃত পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি ॥

এই সমুদায়ের অভিপ্রায়ে ১০ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৩০
শ্লোকে গন্তুস্ততিতে ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত হইয়াছে যথা ॥

ভগবন্ ! গুণ কর্ম ও জন্ম দ্বারা আপনকার নাম রূপ
নিরূপণ হয় না, কারণ আপনকার বজ্র, মনঃ ও বাক্যের
অনুমেষ মাত্র কিন্তু মনঃ ও বচনের গোচর নহে, যে হেতু
আপনি তাহারও সাক্ষী । তথাপি হে ছাতিমন ! উপাসক
গণ উপাসনাদি ক্রিয়াযোগে আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে
পান এরূপ প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৩৬ ॥

তথা রূপমাপি বৈলক্ষণ্যং সপ্রকাশতা লক্ষণহরূপশক্তে
বাবর্তী বহুং । তচ্চ পূর্বং দর্শিতং ।

অতএব দ্বিতীয়ে ॥

আত্মতত্ত্ব বিশুদ্ধার্থং যথাহ ভগবানুতং ।

ব্রহ্মণ দর্শনং রূপমব্যলোকিতাদৃত ইত্যত্র টীকা ।

যচ্ছান্তিমর্তমান্যায়ৈ পরমেশ্বরশ্রাপি দেহমম্বক্ষাবিশেষাৎ
কথং তত্তত্ত্বা মোক্ষঃ সাদিত্তি । আগীদ্যদুদরাৎ পদ্ম

এ প্রকার রূপেরও যে বৈলক্ষণ্য তাহা স্বরূপ শক্তি-
বাহী আপত্তাব জানিতে হইবে । এ বিষয় পূর্বে দেখান
হইয়াছে ॥

ভগবৎ দ্বিতীয় স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে ত্রীশুক
বাক্য যথা ॥

হে রাজন্ ! ভগবান্ হরি অকপট তপস্যায় তুষ্ট হইয়া
ব্রহ্মাকে আপনাত্ম্য ও চিদ্রূপ প্রদর্শনপূর্বক যে তপ-
স্যাদ উপাসনা কাহিয়াছিলেন, জীবের তত্ত্ব জ্ঞানার্থ তাহাই
অবশ্যক । মহারাজ ! ভগবানের যে মূর্তির কথা কহিলাম
তাহা যোগমায়ী দ্বারা হইয়া থাকে, ঐ মূর্তি জ্ঞান ঘন লীলা-
বিগ্রহ মাত্র, কিন্তু জীবের দেহ মম্বক্ষ অবিদ্যা দ্বারা অবদার্থ
রূপে কল্পিত অতএব ঐ মূর্তি উপাসনা দ্বারা জীবের মোক্ষ
হওয়া অযৌক্তিক নহে ॥

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন যথা ॥

২ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে ॥

মিত্যাদিনা তত্রাহ আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধার্থমিতি । আত্মনো
জীবস্য তত্ত্ববিশুদ্ধার্থং তদজ্ঞানার্থং তদ্বেদেব কিং তৎ ।
যতপ আদিনা স্বভজনং ভগবান্ ব্রহ্মণে আহ । কিং কুর্কন্
স্মাতং সত্যং চিদম্বরূপং দর্শয়ন্ । দর্শনে হেতুঃ অব্যালী-

“আসীদযচ্ছদরাং পদ্মং লোকসংস্থানলক্ষণং ।

যাবানয়ং নৈ পুরুষ ইয়ন্তাবয়বৈঃ পৃথক্ ।

তাবানসাবিত্তি প্রোক্তঃ সংস্রাবয়ববানিব” ॥

ভাংপর্য্য । রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন, ব্রহ্মন্! যে নাভিপদ্ম হইতে ঐ সমস্ত লোক হয় সেই
পদ্ম যাঁহার উদর হইতে হইয়াছিল সেই ঈশ্বর যদি স্বপরি-
মিত অবয়ব যুক্ত লৌকিক পুরুষের তুল্য আপনার পরি-
মাণানুরূপ অবয়ব সংস্থান বিশিষ্ট হইলেন তবে তাঁহাতে ও
লৌকিক পুরুষে প্রভেদ কি ? ॥

এই বাহা উক্ত হইয়াছে এতদ্বারা পরমেশ্বরেরও দেহ
সম্বন্ধের অবিশেষ হেতু কি প্রকারে তাঁহার ভক্তিদ্বারা মোক্ষ
হইলে, এই বিরোধের সমাধান পূর্বক কহিতেছেন “আত্মতত্ত্ব
বিশুদ্ধার্থ মিতি” । অর্থাৎ আত্ম শব্দে জীব, তাঁহার তত্ত্বশুদ্ধির
(তত্ত্বজ্ঞানের) নিমিত্ত তাহাই হইয়া থাকে । যদি বল তাহা
কি ? । উত্তর, ভগবান্ বাহা তপস্যা আদি দ্বারা স্বীয় ভজন
ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলেন তাহাই । যদি বল কি করিয়া বলিয়া-
ছিলেন, উত্তর । আপনার সত্য চিদম্বরূপ দর্শন করাইয়া ।

কেন তপসাদৃতঃ সেবিতঃ সন্ ॥ ৩৭ ॥

অয়ং ভাবঃ ।

জীবন্যাবিদ্যা মিথ্যারূপ দেহ সম্বন্ধঃ । ঈশ্বরস্যতু যোগ-
মায়া চিদয়ন বিগ্রহাবির্ভাব ইতি মহান্ বিশেষঃ অত-
ন্তদুজনে মোক্ষোপপত্তিরিত্যেমা । অতএব সত্ত্ব ত্রিলোক-

দর্শনের প্রতি কারণ এই । অকপট তপস্যায় সেবিত হইয়া
দর্শন দিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

ইহার ভাবার্থ এই ॥

জীবের অবিদ্যা দ্বারা মিথ্যারূপ দেহ সম্বন্ধ । আর ঈশ্ব-
রের যোগমায়া দ্বারা চিদয়ন বিগ্রহের আবির্ভাব, এই মহান্
বিশেষ, অতএব পরমেশ্বর ভজনে মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥

অতএব ১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ১৭ । ১৮ এই দুই
শ্লোকে শ্রীবসুদেবই সমাধান করবেন ॥ যথা ॥

“সত্ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া

বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ ।

সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং

কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে ॥

স্বমস্যা লোকস্য বিভো রিরক্ষ্মু-

র্গৃহেহবতীর্ণোহসি মমাখিলেশ্বর ।

রাজন্যসংজ্ঞাহস্তরকোটি যুথটৈ-

স্থিত্যে ইত্যাদি পদ্যদ্বয়ে শ্রীমদানকচন্দ্রভূতিনা সমা-
হিতং ॥ ৩৮ ॥

অত্র হ্যমর্থঃ ॥

সপ্রপঞ্চস্য সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা অং ত্রিলোকস্থিত্যে
যদা তস্য স্থিতিমিচ্ছসি তদা স্বমাধয়া স্বাপ্রীতিয়া মায়য়া
শক্ত্যা কৃৎস্না আত্মনঃ শুক্লং বর্ণং স্নেহ স্ফটং ধর্ম্মপরাং

নির্বৃহমানা নিহনিম্যমে চমুঃ ॥

প্রভো ! আপনি উক্ত রূপ হইয়াও ত্রিলোকীর পালনার্থ
স্বীয় মায়া দ্বারা শুক্লবর্ণ ধারণ করেন, সৃষ্টি নিমিত্ত রজোগুণা-
স্থিত রক্তবর্ণ গ্রহণ করেন। অপর প্রলয় সময়ে তমোগুণ-
দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ স্বীকার করিয়া থাকেন ॥

হে অখিলেশ্বর ! হে বিভো ! আপনি এই সমস্ত লোকের
রক্ষা ইচ্ছা করিয়া আমার আশ্রয়ে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া অবতীর্ণ
হইলেন, অতএব রাজন্য নামক কোটি কোটি অস্ত্র যুথপতির
সহিত যে সকল সেনা ইত্যন্ত তঃ পরিচালিত হইতেছে মাঝ
জনের রক্ষার্থ আপনি তাহাদিগকে বধ করিবেন সন্দেহ
নাই ॥ ৩৮ ॥

এস্থলে এই অর্থঃ ॥

জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তা সেই আপনি ত্রিলোকের
স্থিত নিমিত্ত যখন জগতের স্থিতি ইচ্ছা করেন, তখন নিজ
মায়া অর্থাৎ নিজাপ্রীত মায়া শক্তিদ্বারা আপনার শুক্লবর্ণ

বিপ্রাদিজাতিং বিভর্ষি পাণয়সি অত্র সমুদ্রমোব স্বমারা
 ক্ষেয়া নিকৃষ্টত্বাভূপযুক্তত্বাচ্চ অথ যদা সর্গমিচ্ছসি তদা
 রজসা রজোমব্যা স্বমারয়া কৃত্বা উপবৃংহিতং রক্তং কামিনং
 বিপ্রাদি বর্ণং বিভর্ষি । যদাচ জনাত্যয়মিচ্ছসি তদা তমো-
 মব্যা কৃত্বা কৃষ্ণং মলিনং পাপরতং তং বিভর্ষি । অথবা
 যদা স্থিতিমিচ্ছসি তদা আদ্যনঃ স্ত্রীবিষ্ণুরূপস্য শুক্লং শুক্লং
 গুণসঙ্গ রহিতমিত্যর্দঃ ॥ শিবব্রহ্মবত্তস্য তৎসঙ্গাভাবাৎ ॥ ৩৯
 তথৈব দিদ্ধান্তি তং স্ত্রীশুকদেবেন ॥

অর্থাৎ নিজহৃদে ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণাদি জাতিকে পালন
 করেন । প্রকৃষ্টে সঙ্গনয়ী নিজ মায়াই জানিতে হইবে, যেহেতু
 তাহার নিকৃষ্টত্ব ও উপনুত্ব আছে ॥

অপর আপনি যখন সৃষ্টি করেন, সেই সময় রজঃ অর্থাৎ
 রজোময়ী স্রী মায়া দ্বারা রজোগুণাবিত অনুরক্ত কামি
 ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে ধারণ করেন । আর যখন জনসমূহের বিনাশ
 ইচ্ছা করেন তখন তমোময়ী স্রী মায়া দ্বারা কৃষ্ণ অর্থাৎ
 মলিন পাপরত সেই ব্রাহ্মণাদিকে স্বীকার করে । অথবা যখন
 স্থিতি ইচ্ছা করেন তখন নিজ বিষ্ণুরূপের শুক্ল অর্থাৎ শুক্ল
 গুণসঙ্গ রহিত বর্ণ গ্রহণ করেন যে হেতু শিব ব্রহ্মার ন্যায়
 বিষ্ণু মূর্তির গুণ সম্বন্ধে অভাব আছে ॥ ৩৯ ॥

এই রূপই স্ত্রীশুকদেব দিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ১০ ক্ষমের

শিবঃ শক্তিস্বূতঃ শম্বত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃত ইত্যাদৌ হরিহি
নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পর ইত্যাদি । অতএব ।
চন্দ্রিকা বিশদশ্লোকৈঃ সারুণ্যপাঙ্গ বীক্ষিতৈঃ । স্বকার্থানা-

৮৮ অধ্যায়ে দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে যথা ॥

“শিবঃ শক্তিস্বূতঃ শম্বত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ ।

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চৈত্যং ত্রিধা ॥

হরিহিনিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নিগুণোভবেৎ ॥

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! শিব সর্বদা শক্তিস্বূত,
ত্রিলিঙ্গ ও গুণসংবৃত । যেহেতু অহঙ্কার তিন প্রকার অর্থাৎ
বৈকারিক, তৈজস ও তামস, সেই জন্যই শিবকে ত্রিলিঙ্গ
বলা যায় ॥

অপর হরি সাক্ষাৎ নিগুণ পুরুষ, প্রকৃতির পর ও সর্ব-
সাক্ষী তাঁহাকে ভজনা করিলেই নিগুণত্ব প্রাপ্তি হয় ॥

অতএব ১০ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকে উক্ত হই-
য়াছে ॥

চতুর্ভুজ রূপধারী সেই সকল বাল-বৎসই চন্দ্রিকার ন্যায়
বিশদ হৃদয় তথা অরুণবর্ণ যুক্ত অপাঙ্গ দর্শন দ্বারা রজ ও
সহগুণে আপন আপন ভক্তদিগের মনোরথ সকলের স্রষ্টা ও
পালক তুল্য প্রকাশ পাইতেছিলেন । অর্থাৎ সহ গুণবৎ
বিশদস্মিত দ্বারা পালকের ন্যায় এবং রজোগুণবৎ অরুণগুণ-

মিব রজঃ সত্ৰাভ্যাং স্রষ্টৃপালকা ইত্যত্র সাত্বিকত্ব রাজ-
সত্বে উৎপ্রেক্ষিতে এব । নতু বস্তুতয়া নিরূপিতে বর্ণং
রূপং নতু কান্তিমাত্রং । গুণময়ত্ব স্বীকারেইপি তত্ত্বগুণ
বাজ্ঞকাকারস্থাপ্যপেক্ষত্বাং । নতু শ্বেতং বর্ণমিতি
ব্যাখ্যেয়ং ॥ ৪০ ॥

শ্রীবিষ্ণুরূপস্য পালনার্থং গুণাবতারস্য পরমাত্মসন্দর্ভে
ক্ষীরোদশায়িত্বেন স্থাপয়িষ্যমাণত্বাং তত্র তত্র শ্যামত্বে
নাতিপ্রসিদ্ধেঃ । জনাত্ম্য হেতোরুদ্ভূত শ্বেততাহতি-

য়া স্রষ্টার ন্যায় হইয়া তাদৃশ কটাক্ষে উদ্যোতিত হইতে
ছিলেন ॥

এস্থলে সাত্বিকত্ব ও রাজসত্ব উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে ।
বস্তুরূপে নিরূপিত হয় নাই । বর্ণ শব্দে রূপ কিন্তু কান্তি
মাত্র নহে । কেন না গুণময়ত্ব স্বীকার করিলেও সেই গুণ
থকাগক আকারেরও অপেক্ষা হইত । পরন্তু শ্বেতবর্ণ ইহা
নিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই ॥ ৪০ ॥

পালন নিমিত্ত গুণাবতার শ্রীবিষ্ণুরূপের পরমাত্মসন্দর্ভে
ক্ষীরোদশায়িত্ব রূপে স্থাপন করা হইবে অতএব সেই সেই
ভিত্তি শ্যামত্ব বনিয়া অতিশয় প্রসিদ্ধ আছে ॥

জন সকলের বিনাশের হেতু যে রুদ্ৰ তাঁহার শ্বেতবর্ণ-
ই অতিশয় প্রসিদ্ধ, একারণ তাঁহার বৈপরীত্য আশ্রিত
হইয়াছে ॥

প্রসিদ্ধা তদ্বৈপরীত্যাপাতাং ।

তথৈবহি গোভিলমদ্ব্যোপাসনায়াং ।

অতোহত্র ব্রহ্মণোহপি ন শোণবর্ণত্রে তাৎপর্য্যং ॥

নচ তত্তদগুণানাং তত্তদ্বর্ণনিয়মঃ পরমতামসানাং বকাদীনাং

শুদ্ধত্বদর্শনাং । সাত্ত্বিকগুণোপাস্ত্রানাং শ্রীবাদব্যাগ

শুকাদীনাং শ্যামত্বশ্রবণাং ॥ ৪১ ॥

অসামান্য ভক্তেয় কৃপায়া স্যাদন্তে কৃপায়াশ্চেতি বিশ্ব-
প্রকাশাং ! বিভর্ষি জগতি পারয়মোক্ত্যর্থঃ ॥

রক্তং রজোময়ং নৈব সিন্ধুর্দাদি রাগবহুনাং ।

কৃষ্ণং তমোময়ং নৈব স্বরূপপ্রকাশরহিতমিত্যর্থঃ ।

উক্তরূপই গোভিলমদ্ব্যোপাসনার বর্ণিত আছে । অতএব
এস্থলে ব্রহ্মারও রক্তবর্ণত্রে তাৎপর্য্য নহে । বাণী হটকময়
রক্তঃ তমো গুণমকণের শুদ্ধ, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণের নিয়ম নাই,
যেহেতু পরমতামস একপ্রভৃতির শুদ্ধবর্ণত্ব দেখা যাইতেছে ।
আর সাত্ত্বিকগুণের উপাস্ত্র শ্রীবেদব্যাস শুকপ্রভৃতির শ্যাম-
বর্ণত্ব শ্রুত আছে ॥ ৪১ ॥

অপিচ পূর্বোক্ত “সমঃ ত্রিলোকস্থিতগে স্বমায়য়া” এই
শ্লোকে যে স্বমায়্যা শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার অর্থভূত
মকণের প্রতি কৃপা । যেহেতু বিশ্বপ্রকাশকোমে মায়্যা শব্দে
দন্ত ও কৃপা কথিয়াছেন । বিভর্ষি ত্রিয়ার অর্থ জগতে ধারণ
কারিয়াছেন । রক্তশব্দের অর্থ রজোগুণ স্বরূপ প্রযুক্ত হুষ্টি
করণের ইচ্ছা প্রভৃতি বহু এর অভিলাষ । আর কৃষ্ণ শব্দের

পার্থিবাদাক্রাণে ধূমস্ত্রাসাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ ।

তমগন্ত রজস্ত্রাসাৎ সত্ত্বং যদ্রক্ষ্য দর্শনমিত্যুক্তেঃ ॥ ৪২ ॥

ননু কণমন্ত্যার্থে নৈব বাক্যেন লোকভ্রাসকং বর্ণয়সি যতঃ
সম্প্রতি জনাত্ম্যর্থং কৃষ্ণোহয়ং বর্ণো ময়া গৃহীত ইত্য-
থাতি তদেতদাশঙ্ক্য পরিহরন্বাহ ত্বমশ্যেতি । নিবৃত্ত্যমানা

অর্থ তমোগন্ত প্রযুক্ত স্বরূপের প্রকাশ রহিত ॥

যেহেতু ১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে ত্রীমূর্ত্ত কহি-
ছেন ॥

কেন না প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, পার্থিব অর্থাৎ প্রকৃতি ও
প্রকাশ রহিত কার্ত্ত্ব হইতে ধূম শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহার প্রকৃতি
স্বভাব অর্থাৎ গমন শক্তি আছে, ঐ ধূম অপেক্ষা আবার ত্রয়ী-
ময় অগ্নি শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহা দর্শনসাধক এই দৃষ্টান্তে তমোগন্ত
অপেক্ষা রজোগন্ত শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা সত্ত্বগন্ত প্রধান, যেহেতু
সত্ত্ব সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শক অতএব তত্তদগুণোপাধি হরি বিরিক্ত
হর প্রভৃতিরও অপেক্ষাকৃত বৈশিষ্ট্য হইল ॥ ৪২ ॥

অহে! অনার্থ রূপ বাক্যবারা কেন লোকের ভ্রমজনক
বর্ণন করিতেছ? যেহেতু সম্প্রতি আমি জ্ঞানসকলের বিনাশ
নির্মিত এই কৃষ্ণবর্ণ গ্রহণ করিয়াছি এই অর্প উপস্থিত হই-
তেছে, অতএব এই আশঙ্কার পরিহারপূর্বক কহিতেছেন ।
“ত্বমশ্যেতি” ইত্যাদি ১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ।

ইতস্ততশ্চাল্যমানাঃ ॥

অগং ভাবঃ আস্তাং তাবদ্রুদ্ভাঘনত্ব শুদ্ধ সত্বগয়ত্ব বোধকং
প্রমাণান্তবৎ । গুণানুরূপ রূপান্দীকারেহপি যথা প্রণয়ন্ত
দুঃখমাত্র হেতুত্বাৎ অযুপ্তিরূপত্বাচ্চ তত্র তদর্থাবগমো
ভবতি । তথাহিমা তু কালম্য ত্বংকৃত রক্ষয়া জগৎসুখ
হেতুত্বাৎ তমোময়া অরবিনাশযোগ্যত্বাত্তেষামঅরানামপি

“নিবৃত্ত্যমানা” ইহার অর্থ ইতস্ততঃ চাল্যমানা ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই । শুদ্ধ-সত্বময়াহ ব্রহ্ম ঘনত্ববোধক
অন্য প্রমাণ এক্ষণে থাকুক, গুণানুরূপ রূপের অঙ্গীকারেও
যেমন প্রলয়ের দুঃখমাত্র হেতুত্ব এবং অযুপ্তি রূপত্ব প্রযুক্ত
সেই প্রলয়ের ঐ একার অর্থের অর্থাৎ গুণানুরূপ অঙ্গীকারের
অবসর হয় তদ্রূপ এই স্থিতি কালের তৎকর্তৃক কৃত রক্ষা-
দ্বারা জগতের সুখ হেতুত্ব প্রযুক্ত তমোময়া অরর সকলের
বিমাণ যোগ্যত্ব হেতু তৎসমুদায় অররদিগেরও বিনাশচক্ষে
সর্বগুণাতীত মোক্ষস্বরূপ প্রসন্নতার লাভ জন্য সেই গুণানু-
রূপরূপের অঙ্গীকার নিমিত্ত অবসর হয় না । সৈন্ধব আনয়ন
কর ইহার ন্যায়; অর্থাৎ কেহ ভোজন কালে সৈন্ধব আনয়ন
কর এই বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাকে যেমন লবণ আনিয়া
দিতে হয়, আর গগন কালে সুসজ্জিত হইয়া সৈন্ধব আনয়ন
কর প্রয়োগ করিলে তাহাকে যেমন ঘোটক আনিয়া দিতে
হয়, সেইরূপ স্থিতিকালে সকলের হিতাচরণ নিমিত্ত ভগবান্

হননব্যাজেন সর্বগুণাভীত মোক্ষাজ্ঞাপ্রসাদলাভাস্তদার্থ-
বসরো ন ভবতি সৈন্ধবমানয়েতিবৎ ॥ ৪৩ ॥

তথৈবোক্তং ॥

জয়কালে তু সত্বস্য দেবর্ষীন্ রজসোহজ্ঞান্ ।

তমসো যক্ষ রক্ষাংসি তং কাণামুগুণে'হভজদিতি ॥

তুস্মান্ন তমঃকৃতোহয়ং বর্ণঃ রজঃসদ্বাভ্যাং রক্তশুক্রা
বেব ভবত ইতি তু প্রতিপূর্বপক্ষিমতং । ততশ্চ পারি-
শেষ্য প্রমাণেন স্বরূপশক্তিব্যঞ্জিত্বমেবাত্রাপি পর্য্যবস্ত-

অবতীর্ণ হইয়া যে সকল অসুরকে সংহার করেন তাহা অহিত
নয় । কেন না বিনাশচ্ছলে তাহাদিগকে পরমহিতস্বরূপ
মোক্ষ প্রদান করেন ॥ ৪৩ ॥

এইরূপ ৭ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে শ্রীশুকদেব রাজা
পরীক্ষিৎকে কহিয়াছেন ॥

রাজন্ ! সত্বগুণ আপনার বুদ্ধি সময়ে দেব ও ঋষিগণকে
ভজনা করে অর্থাৎ তত্তদেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে
বর্জিত করিয়া থাকে, সেইরূপ রজোগুণ আপনার বুদ্ধিকালে
অসুরদিগকে এবং তমোগুণ স্বীয় উন্নতি সময়ে কালের অনু-
গুণ হইয়া যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতিকে অবলম্বন করে ॥

অতএব এই বর্ণ তমঃকৃত গুণদ্বারা রক্ত ও শুক্রবর্ণ হয়
ইহাও প্রতিপূর্বপক্ষীয় মত ।

সেই কারণে পারিশেষ্য প্রমাণ দ্বারা স্বরূপ শক্তির প্রকাশ-

তীতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

তথৈব তমেবার্থঃ শ্রীদেবকীদেব্যপি সংভ্রমেণ প্রাগেব
বিবৃতবতী রূপং যন্তং প্রাহুরব্যক্তমাদ্যমিতি ॥ ৪৫ ॥

অথ প্রকৃতমনুসরণঃ ॥

তথা গুণস্থ বৈশিষ্ট্যমাত্মারামাণামপ্যাকর্ষণলিঙ্গগম্যা-

ত্বই এই কৃষ্ণরূপে পর্যাবসান হইল ॥ ৪৪ ॥

এই প্রকার অর্থকেই শ্রীদেবকী দবীও সম্ভ্রমদ্বারা পূর্বেই
বিস্তার করিয়াছেন ॥

১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে শ্রীদেবকী বাক্য যথা ॥

“রূপং যন্তং প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ত্রক্ষজ্যোতির্নিগুণং নির্দিকারং ।
সত্ত্বমাত্রং নির্দিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্বিষুৎপাদ্যদীপঃ” ॥

তাৎপর্য্য । দেবকী কহিলেন, ভগবন্ ! বেদ সকলে
যাঁহাকে অনির্বচনীয় কার্য্য বলিয়া বর্ণন করেন
অর্থাৎ যাঁহাকে নিরীহ (সামিধানাত্রে কারণ) নির্দিশেষ,
মত্ত্বমাত্র, নির্দিকার, নিগুণ, জ্যোতিঃ স্বরূপ, বহুৎ, আদ্য
অর্থাৎ মূল কারণ বলিয়া থাকেন আপনি সেই বস্তু সাক্ষৎ
বিষ্ণু, অধ্যাত্ম দীপ, অর্থাৎ বুদ্ধাদিকারণ সমূহের প্রকাশক
অতএব আপনকার আশঙ্কা নাই ইত্যাদি ॥ ৪৫ ॥

এক্ষণে প্রকৃত বাক্যের অনুসরণ করি ॥

দুতরূপত্বং ॥

তদবথা শ্রীসূতোক্তৌ ॥

আজ্ঞারামাশ্চ মুনয়োনিগ্রহা অপূরুক্রমে ।

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকাং ভক্তিমিথংভূতগুণো হরিঃ ॥

হরেণ্ডাণাক্ষিপ্তমতিভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।

অধ্যগামহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয় ইতি ॥ ৪৬ ॥

অতএবোক্তং বিষ্ণুধর্মোত্তরে ॥

ঐ প্রকার শ্রীকৃষ্ণমূর্তির গুণেরও বৈলক্ষণ্য আছে । যেহেতু
আজ্ঞারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন এই চিত্তদ্বারা
অদ্বুত রূপ বোধ হইতেছে ॥

এই বিষয় ১ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১০ । ১১ শ্লোকে শ্রীসূত
বাক্য যথা ॥

আজ্ঞারাম মুনি সকলের কোন প্রকার হৃদয় গ্রহি না
থাকিলেও তাঁহারাও উরুক্রমে শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধি রহিত।
ভক্তি করিয়া থাকেন, হরির এতাদৃশ অসাধারণ গুণ যে মুক্ত
অমুক্ত সকলেই তদর্থ সমুৎসুক হইবেন ॥

বিদ্বত্তত প্রিয় ভগবান্ ব্যাঃ নন্দন হরির গুণে আকৃষ্ট
হৃদয় হইয়াই এই শ্রীমদ্ভাগবত রূপ বৃহদাখ্যান অধ্যয়ন
করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব বিষ্ণুধর্মোত্তরে কথিত হইয়াছে ॥

গুণাঃ সর্বেহপি যুজ্যন্তে হৈশ্বর্যাৎ পুরুষোত্তমে ।

দোষাঃ কথঞ্চিৎমৈবাত্র যুজ্যন্তে পরমো হি সঃ ।

গুণদোষৌ মায়ায়ৈব কেচিদাহরপণ্ডিতাঃ ।

ন তত্র মায়া মায়া বা তদীয়ৌ তু কূতোহঃ ।

তস্মিন্ন মায়ায়া সর্বং সর্বমৈশ্বর্যমস্তবং ।

অমায়োহীশ্বরো যস্মাতিস্মাতং পরমং বিদুরিতি ॥ ৪৭ ॥

অথ ন বিদ্যতে ইত্যস্ত প্রকৃতশ্লোকস্ত ব্যাখ্যাবশেষঃ ।

তদেবং স্বরূপশক্তিবিলাসরূপত্বেন তেষাং জন্মাদীনাং

প্রাকৃতাদৈলক্ষণাং সাদিতং ॥ ৪৮ ॥

ঐশ্বর্য্য হেতু ভগবান্ পুরুষোত্তমে গুণ সকল সংযুক্ত হয়, তাঁহাতে কোন ক্রমেই দোষ সকল লিপ্ত হয় না, যে হেতু তিনি পরম অর্থাৎ সর্ব শ্রেষ্ঠ । কিন্তু কতিপয় অপণ্ডিত মায়া দ্বারা তাঁহাতে গুণ ও দোষ আরোপ করিয়া থাকে । তাঁহাতে যখন মায়া ও মায়াবী কিছুই নাই, তখন তৎসম্বন্ধীয় গুণ দোষই বা কিরূপে থাকিবে । অতএব সমস্ত জগৎ ঐশ্বর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মায়া কর্তৃক হয় নাই, যে হেতু ঈশ্বর মায়াতীত, সেই কারণে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পরম বলিয়া বর্ণন করেন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর ৪৮ অঙ্কস্থত “ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কৰ্ম্ম বা” এই প্রকৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষ হইল । অতএব এই প্রকারে স্বরূপ শক্তির বিলাস হেতু সেই সকল জন্মাদির প্রাকৃত জন্ম

কদ্রোশক্লেতে ॥

ননু ভবন্ত স্বরূপ ভূতাত্মৈব তানি তথাপি স্বরূপাত্মৈব
পূর্ণত্বাৎ তত্তৎ প্রাপ্তৌ কিং প্রয়োজনং তত্রাহ লোকা
পায় নন্তবায় লোকো ভক্তজনঃ তস্য অপায়ঃ সংসারধ্বংসঃ
তৎপূর্ণিকঃ সম্ভবো ভক্তিস্বথপ্রাপ্তিঃ, ভূ তৎপ্রাপ্তৌ তদর্থ
এতদপ্যুপলক্ষণং । নিত্যপার্ষদানামপি ভাক্তিস্থগোৎ
করণার্থং ॥ ৪৯ ॥

তদুক্তং শ্রীমদজ্জুনেন প্রথমে ॥

তথায়ঞ্চাবতার স্তে ভুবো ভারজীর্ঘয়া ।

ইহাতে বৈলক্ষণ্য (ভিন্নতা) সাধন করা হইল ॥ ৪৮ ॥

এই বিষয়ে আশঙ্কা করিতেছেন, অহে! সেই সকল
জন্মদি স্বরূপ ভূত হউক, তথাপি স্বরূপেরও পূর্ণত্ব হেতু
সেই সেই প্রাপ্তি ত প্রয়োজন কি! এত প্রশ্ন কহিতেছেন
ঐ মনোর জন্মানি দ্বোকেও অঙ্গান ও মনোর জন্মানি লোক
পায় নন্তবায় ভক্তজনঃ । তদস্য অপায়ঃ সংসারধ্বংসঃ ।
তৎপূর্ণিকঃ সম্ভবো ভক্তিস্বথপ্রাপ্তিঃ, ভূ তৎপ্রাপ্তৌ তদর্থ
এতদপ্যুপলক্ষণং । নিত্যপার্ষদানামপি ভাক্তিস্থগোৎ
করণার্থং ॥ ৪৯ ॥

এই বিষয় ১ স্কন্ধের ৭ অধ্যায় ২৫ শ্লোক শ্রীমদজ্জুন
কর্তৃক কথিত হইয়াছে বলা ॥

স্বানামনন্তাভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃদিতি ॥

অসার্থঃ । যথাহন্যে পুরুষাদয়ো হবতারাঃ তথায়ক্কাণ
তারঃ সাক্ষাদ্বগবতঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যস্ত তবৈব প্রাকট্যং, পরম
ভক্তায়া ভূবো ভারজিহীর্ষয়া জাতোহপি অন্তেষাং স্বানাং
ভক্তানাং অসকৃৎ মুহূৰ্ণ্যানুধ্যানায় নিজভজনমৌধ্যায়
ভবতি ॥ ৫০ ॥

ননু তর্হি ভক্ত সীধ্যমেব প্রয়োজনং জাতমিতি পূর্বা-
নন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমিতি কুতঃ ইত্যেতৎ কথমুপ
পদ্যতে তত্রাহ অনন্যভাবানামিতি । অন্যথা সর্বজ্ঞ

অর্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ ! তোমার এই অবতার পৃথ-
বীর ভার হরণার্থ এবং বন্ধুবর্গ ও একান্ত ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ
অনুধ্যান করিয়া কৃতার্থ হইবে এত মমিত্ত ॥

তাৎপর্য্য ! যেমন অন্য পুরুষাদি অবতার, সেই রূপই
এই অবতার । আপনি কৃষ্ণনামক সাক্ষাৎ ভগবান্ আপনার
এই আনির্ভাব পরম ভক্তরূপা পৃথিবীর ভার হরণ ও অন্য
নিজ ভক্তগণের নিরন্তর অনুধ্যানের জন্য অর্থাৎ নিজভক্তনৈব
স্বথের নিমিত্ত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

অহে ! তবে ভক্তের স্বথই প্রয়োজন হইল নহুবা ইহ
ণোকে সেই পূর্ণানন্দের প্রয়োজন বুদ্ধি কোথায় ? এই বচন
দ্বারা বিরোধ হেতু তাঁহার ভক্ত স্বথ প্রয়োজন কি প্রকারে
উপপন্ন হইবে ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন “অনন্যভাবানামিতি

শিরোগণেনির্দোষস্য তস্য তন্মাত্রাপেক্ষকাণাং তেষা
মুপেক্ষামাকারুণ্যদোষঃ প্রগজ্জতেতি ভাবঃ । আত্মা
রামেহপি কারুণ্য গুণাবকাশো গুণা বিরুদ্ধা অপিতু
সমাহার্যাশ্চ সৰ্ব্বত ইতি স্মরণাৎ বিচিত্রগুণনিধানে
শ্রীভগবত্যেব সম্ভবতি । ততোহন্যত্র তু সংস্কৃত তদগু-
ণাংশে তদীয় এব যঃ প্রতিপদমেব শাস্ত্রচর্য্যং শ্রুত্যা দিতি-
রুচৈর্গোঁয়তে যশ্চাবিরক্ষমাপামর জন মাকর্ষমেব বর্ততে ॥

যদি ভক্তস্বৰ্গ প্রয়োজন না বল তাহা হইলে সৰ্ব্বজ্ঞ শিরো-
মণি নির্দোষ সেই ভগবানের ধ্যানমাত্রকে যাহারা অপেক্ষা
করেন সেই সকল ভক্তগণের পরিত্যাগে অকারুণ্যরূপ দোষ
প্রসক্তি হয় । আত্মারামেও কারুণ্য গুণের অবকাশ আছে
অর্থাৎ আত্মারাম ব্যক্তিতেও কারুণ্য গুণের উদয় হইয়া
থাকে । অতএব গুণগণকল পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পরম-
পুরুষ ভগবানে সৰ্ব্বতো ভাবে উদাহরণ করিবে এই স্মরণ-
হেতু বিচিত্র গুণনিধি শ্রীভগবানেই ঐ সমুদায় গুণ সম্ভবে এই
নিগিত অন্যত্র সংস্কৃত যে গুণাংশ তাহাও ভগবৎ সম্বন্ধীয় ।
শ্রুতি সকল পদে পদে আশ্চর্য্য রূপে যাহাকে উক্ত করিয়া
গান করিতেছেন, যিনি ব্রহ্মা অবধি পামর পর্য্যন্তকেও আক-
র্ষণ করিয়া বর্তমান আছেন ॥

তদুক্তং স্বয়মেব ॥

ভজতোহপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ ।

আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রোহঃ ॥

নাহন্ত সখ্যো ভজতোহপি জন্তুন্ ভজাম্যমীষামনুষ্ট্রি-
বৃত্তয়ে ইত্যাদি ॥ ৫১ ॥

তস্মাৎ পরমসমর্থস্য তস্য কৃপালক্ষণং ভক্তজনসুখং প্রয়ো-

এই বিষয়ে ১০ স্কন্ধের ৩২ অধ্যায়ে ১৮। ১৯ শ্লোকে
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই কহিয়াছেন ॥

হে সুন্দরীগণ ! কতক গুলি আত্মারাম অর্থাৎ অপরাগ্ন
দর্শী, কতিপয় আপ্তকাম পুরুষ (যাহারা পূর্ণকামত্বপ্রযুক্ত
বিষয় পাইয়াও ভোগেচ্ছা রহিত) আর মূঢ় ও কৃত্রিম এই
চারিপ্রকার ব্যক্তির ভজনা কারি লোকদিগের ভজনা করে
না, ইহাতে যাহারা ভজনা না করে তাহাদিগকে যে ভজনা
করিবে তাহার সম্ভাবনা কি ? ॥

হে সখীগণ ! ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে আমি কেহই নহি,
আমি পরমকারুণিক এবং পরম সুহৃৎ, কারণ ভজনা কারি
ঐ সকল ব্যক্তির নিরন্তর ধ্যান প্রবৃত্তির নিমিত্ত তাহাদিগকে
ভজনা করি না । যেমন অধম ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া নষ্ট
করিলে কেবল সেই ধনের চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া থাকে অন্য
কিছুই জানিতে পারে না তদ্রূপ ॥ ৫১ ॥

অতএব পরম সমর্থ সেই ভগবানের কৃপা চিহ্ন ভক্তজনের

জনকত্বং নাম কোহপি স্বরূপানন্দবিলাসভূত পরম-পর-
মাশ্চর্য্যস্বভাববিশেষ ইতি মূলপদ্যোহপ্যনু কালমুচ্ছতীত্য-
নেনৈব দর্শিতং । অতঃ প্রয়োজনাস্তর মতিত্বং তু তস্মিন্না-
ন্ত্যেব তৎপ্রয়োজনত্বঞ্চ তস্য পরম সমর্থস্য আনন্দবিলাস
এবেতি দিক্ ॥

যথোক্তং ॥

কৃপালোরসমর্থস্য ছঃসহৈব কৃপালুতা ॥ ৮ ॥ ৩ ॥

শ্রীগজেন্দ্রঃ শ্রীহরিং ॥

তস্মাদপাণিপাদশ্রুতেরপি সদনন্ত স্বপ্রকাশানন্দ বিগ্রহ
এব ভগবতি তাৎপর্য্যং নান্যত্রেতি প্রতিপাদয়ন্তি ॥

এ প্রয়োজনকত্বই কোন স্বরূপানন্দের বিলাস রূপ পরম
শ্চর্য্য স্বভাব বিশেষ, ইহা মূল পদে অর্থাৎ ৮ স্কন্ধের ৩
পাঠ্যের ৮ শ্লোকে “অনুকালমুচ্ছতি” এতদ্বারা দেখান
ইয়াছে ॥

এই নিমিত্ত সেই ভগবানে স্থখ প্রয়োজন বিষয়ক মতি-
ত্রি নাই । ভক্তজনের স্থখ প্রয়োজনত্বই সেই পরম সমর্থ
ঐক্যের আনন্দ বিলাস ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে যথা ॥

অসমর্থ কৃপালুর কৃপালুতা অসমুহই হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

অতএব “অপাণি পাদ” এই শ্রুতিরও নিত্য, অনন্ত,
স্বপ্রকাশ এবং আনন্দ বিগ্রহ ভগবানেই তাৎপর্য্য অন্যত্র

অমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর

স্তব বলিয়ুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়াহনিমিষাঃ ।

বর্ষভুজোহখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বস্বজো

বিদধতি যত্র যে ত্বদিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

অয়মর্থঃ ॥

অত্র করণং নাম বাস্যাদি বৎ কর্তৃশক্তি প্রেরিততয়া

নহে, ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে ॥

প্রতি সকল कहিলেন, হে ভগবন্ ! আপনি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ
রহিত হইয়াও সমস্ত প্রাণিগণের ইন্দ্রিয় শক্তি বিধান করিয়া
থাকেন, যেহেতু আপনি স্বপ্রকাশ স্বরূপ, স্তরাং স্তঃসিদ্ধ
জ্ঞানের আর ইন্দ্রিয়াপেক্ষা হয় না। অতএব ইন্দ্র ব্রহ্মা
প্রভৃতি দেববৃন্দ অবিদ্যা সহকৃত হইয়া আপনার পূজা আহ-
রণ করেন, যেমন খণ্ডমণ্ডলাধিপতি রাজারা অখিল মণ্ডলাধি-
পতি মহারাজকে স্বপ্রজা দত্ত বলি প্রদান করেন তদ্রূপ মনুষ্যা
দত্ত হব্য কব্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। যেহেতু আপনি
কর্তৃক যিনি যে কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি সভয়ে আপ-
নার সেই কর্ম সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্য্য। এহলে করণ শব্দে বাস্যাদির অর্থাৎ কুঠার

কার্য্যকরং কৰ্ত্তুৰ্ভিন্নতঃ কেবল করণস্থাপনমেব বস্তুঙ্গী
কৃতং নতু স্বরূপস্থাপনমপি যত্নমপি । যথা দহনাগ্নৌ তচ্ছ-
ক্যাদিকং । গোঁগার্থস্থঃ ॥ ৫৩ ॥

স্বরাত্ পদনিরুক্তৌ স্বেনেতি তৃতীয়াস্তপদস্য স্বরূপশক্তা-
বেব পর্য্যবসানচ্চ ততো জীবস্য চিত্রপস্থাৎ পাপ্যাঙ্গীনাং
স্বতো জড়স্থাৎ । তদধীনশক্তীনাং তেষাং ভিন্নতমানাং
করণস্থং মুখ্যার্থমেব । ততোহসৌ তদা সক্তস্থাৎ স্করণঃ
স্থং তদন্তর্য়ামী তদনাশক্তস্থাৎ তদনপেক্ষঃ । যতঃ স্বরাট্

বিশেষের ন্যায় কৰ্ত্তার শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া কার্য্যকর
ও কৰ্ত্তা হইতে অতিশয় ভিন্ন, কেবল করণস্থ রূপে বস্তু
স্বীকার কিন্তু স্বরূপস্থ রূপে গ্রাপ্ত যে বস্তু তাহা নয় । যেমন
দাহনাদিতে গোঁগার্থ প্রযুক্ত তদীয় কৰ্ত্তৃস্থ তজ্রপ ॥ ৫৩ ॥

“স্বরাত্” এই পদের ব্যুৎপত্তিতে ‘স্বেন’ এই তৃতীয়াস্ত
পদের যেমন স্বরূপ শক্তিতেই পর্য্যবসান, তজ্রপ জীবের
চিত্রপ অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ প্রযুক্ত হস্তাদির স্বতই জড়স্থ সিদ্ধি
হইল । সুতরাং জীব হইতে ভিন্ন এবং জীবাধীন শক্তি স্ক-
লের করণস্থ মুখ্যই জানিতে হইবে । অতএব জীব করণে
অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলে আসক্তপ্রযুক্ত স্করণ, কিন্তু আপদ্বি
জীবান্তর্য়ামী করণে (হস্তাদিতে) অনাসক্ত প্রযুক্ত ঐ করণকে
অর্থাৎ পদাদিকে অপেক্ষা করেন না । যেহেতু আপনি

স্বরূপশক্ত্যৈব রাজস ইতি ॥ ৫৪ ॥

তথা প্রলয়কালাবসানে স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্ত
ধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সদৃশোহজি সুরোজসুখা ইতি
বিশ্বদাগুণরুভিরস্মাভি রপি নিজালম্বনত্বেন বর্ণমান পরম
দিব্যকরণগণবিচিত্রোহপ্যমৌ অকরণ এব কূতঃ স্বরাট্ ।
যেন স্বরূপশক্তিবিলাসবিশেষ সিদ্ধ প্রাচুর্ভাববিশেষেণ
স্বরূপেণৈব তত্তৎ করণ তয়া রাজসে । তেষাং স্বরূপভূত-

স্বরাট্ অর্থাৎ স্বরূপশক্তিদ্বারাই সর্বদা দেদীপ্যমান ॥ ৫৪ ॥

তথা প্রলয়ের অবসানে “স্ত্রিয় উরগেন্দ্র” এই ১০ স্কন্ধের
৮৭ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকের পরার্দ্ধে শ্রুতিসকল কহিয়াছেন,
হে ভগবন্ ! অপরিচ্ছিন্ন যে আপনি আপনাকে পরিচ্ছিন্নরূপে
দর্শনপূর্বক সর্পেন্দ্রে দেহ সদৃশ আপনার ভুজদণ্ডে বিষক্ত বুদ্ধি
কামাত্মা স্ত্রীগণও যাহা প্রাপ্ত হইলেন, শ্রুত্যাভিমানিনী দেবতা-
রূপ আমরাও আপনাকে অপরিচ্ছিন্নরূপে দর্শন করিয়াও আপ-
নার পাদপদ্ম সুখে ধারণ করত তাহাই প্রাপ্ত হই । এইরূপে
বিদ্বান্ জনসকলের গুরুরূপি আমরাও স্বীয় আলম্বনত্ব রূপে
বর্তমান ভগবান্ উৎকৃষ্ট করণ গণে (হস্তাদি ইন্দ্রিয়সকলে)
বিচিত্র হইয়াও অকরণ হইয়াছেন, যেহেতু আপনি স্বরাট্ ।
অর্থাৎ নিজ স্বরূপশক্তি বিলাস সিদ্ধ প্রাচুর্ভাব বিশেষ স্বরূপ-
দ্বারাই সেই সেই করণ বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন ।
অতএব সেই সকল করণের স্বরূপ ভূতত্ব প্রযুক্ত মুখ্য করণের

হেন মুখ্যকরণত্ৰাযোগাদিতি ভাবঃ । অন্যর্থোপাধিক বস্তু
দ্বারা তথাপি প্রকাশে কথং নাম স্বরাট্‌জং সিধ্যেদিতি
চ ॥ ৫৫ ॥

আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সমুৎ বহুধা দৃশ্যমানং ।
নেহ নানাস্তি ক্ষিপেনেত্যাদি শ্রুতে ।

অনন্দমাত্র করপাদমুখোদরাদিরিত্যাদি শ্রুতে ॥ ৫৬ ॥

ননু ময়ি তথাভূত স্বরূপশক্তীনামস্তিতায়াং কিং প্রমাণং
তত্রাহঃ । অখিলকারকশক্তিধর ইতি অখিলেভ্যঃ
প্রাণিভ্যঃ কারকাণি করণানি চক্ষুরাদি গোলোকানি তেযু

অযোগ জানিতে হইবে । ইহা না হইলে উপাধিকৃত বস্তুরা
আপনার প্রকাশে কিরূপে স্বরাট্‌জ এই নাম দিষ্ট হইত ॥৫৫
শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ॥

পরমেশ্বর আনন্দমাত্র, জরা রহিত, পুরাণ এবং এক হইয়া
বহু প্রকারে দৃশ্য হইয়া, ইহাতে না না কিছুই নাই ॥

শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে ॥

পরম পুরুষের হস্ত, পাদ, মুখ ও উদরাদি সমস্তই আনন্দ-
মাত্র ॥ ৫৬ ॥

অহে ! আমাতে ঐ রূপ স্বরূপশক্তি সকল যে আছে
তাহাতে প্রমাণ কি? এই প্রশ্নে শ্রুতিগণ কহিতেছেন,
আপনি “অখিল কারক শক্তিধর” অর্থাৎ সমস্ত প্রাণির চক্ষু

শক্তীশ্চেন্দ্রিয়াণি ধরসি দদাসীতি তথা সর্বেষু তেহু তত্ত-
 ক্রারণাতাস্তু জ্বয়ি স্বতঃসিদ্ধা অব্যায়াঃ পূর্ণাএব সন্তীতি
 ভাবঃ ।

তথাচ শ্রুতিঃ । প্রাণস্য প্রাণমূত চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যান্য।
 স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচেত্যান্য।চ । তদুক্তমেবাদশে।
 যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনুভূতানুভয়েন্দ্রিয়াণি জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতে
 বলমোজ জেহেতি ॥ ৫৭ ॥

রাদির গোলোক সমুদায়ে শক্তি ও ইন্দ্রিয় সকল প্রদান
 করিয়া থাকেন তথা সমস্ত গোলোকে সেই সেই ইন্দ্রিয় তৎ
 সমুদায়ে প্রদান প্রযুক্ত শক্তি আপনাতে স্বতঃসিদ্ধ অব্যয় ও
 পূর্ণরূপে অবস্থিত আছে ॥

উল্লিখিত বিষয়ের শ্রুতি প্রমাণ যথা ॥

অহে ! পরমেশ্বর প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু ইত্যাদি।
 তথা পরমেশ্বরে জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিকী ॥

এই বিষয় একাদশ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে কথিত
 হইয়াছে যথা ॥

যাঁহার শরীরে এই ভুবনত্রয় সমিবিষ্ট রহিয়াছে, যাঁহার
 ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাণিগণের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সম্পন্ন হই-
 য়াছে, যাঁহার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, যাঁহার নিশ্বাসে বল বীৰ্য্য ক্রিয়া
 সঞ্চিত হয়, তিনিই মহা রজঃ তমোগুণ দ্বারা জগতের জন্ম
 স্থিতি ভঙ্গের আদিকর্তা ॥ ৫৭ ॥

অতএব ।

বিকরণস্বামেতি চেত্তদুক্তমিত্যত্র সূত্রকারোপি তদুক্ত
মিত্যেনেদং শব্দমূলত্বাদিত্যুক্তরীত্যেব অত্রৈতক
গম্যং তর্কাতীতং তস্য বিকরণত্বং সাকরণত্বঞ্চ সাধিতবান্ ।
অতিশচ । ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যত ইত্যাদ্য । ৫৮ ॥
অথবা অখিলকারক শক্তিরোহপি স্বমসাবকরণ এবৈত্য-
বধঃ । কুতঃ স্বরাড়িত্যাदि । অতঃ সর্বতো বিলক্ষণ

অতএব ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াদ্যায়ে প্রথম পাদের “বিকরণ-
স্বামেতি চেত্তদুক্তং” এই ৩২ সূত্রে সূত্রকার শ্রীব্যাগদেবও
‘তৎউক্তং’, এতদ্বারা তথা ঐ ব্রহ্মসূত্রের ঐ অধ্যায়ে ঐ
পাদের ২৮ সূত্রে ‘অত্রৈতক শব্দমূলত্বাৎ’ অর্থাৎ সগুণ নিগুণ
অতির (শ্রবণের) বেদোক্ত শব্দই মূল, এই কথিত রীতি-
দ্বাৰাই অতির এক গম্য তর্কাগোচর সেই পরমেশ্বরের বিক-
রণত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শূন্যত্ব ও সাকরণত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট-
ত্বও সাধন করিয়াছেন ॥

অতিও কহিয়াছেন ॥

তাহার কার্য্য নাই এবং তাহার করণ (ইন্দ্রিয়) নাই,
ইত্যাদি ॥ ৫৮ ॥

অথবা আপনি অখিল কারকের অর্থাৎ প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়
সকলের শক্তি বিধান করিয়াও আপনি অকরণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়

মহিমহাৎ । অনিমিষা দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ তৎপূজ্যা বিশ্বসৃজো
ব্রহ্মাদয়োহপি । তব তুং বলিয়ুপহারং উৎ উচ্চৈঃ
শিরোভিবহন্তি । অজয়া তেষামধিকারিণ্যা মায়াহপি
সহিতাঃ । সাপি আভাস শক্তিরূপা স্বরূপানন্ত শক্তিময়া
তুভ্যমাত্মসম্পদুস্তাবনার্থং বলিং হরতীত্যর্থঃ । সমদন্তিচ
মনুষ্যৈদ্যদন্তং হব্যকব্যাদিলক্ষণবলিং ভক্ষয়ন্তিচ ॥ ৫৯ ॥

অত্র দৃষ্টান্তঃ বর্ষভুজ ইতি বর্ষং খণ্ডমণ্ডলং । কথং বলি

শূন্য হইয়াছেন । যদি বলেন ইহা কিরূপে সম্ভব হয়, তাহার
উত্তর এই আপনি স্বরাট্ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ স্বরূপ । এই কারণ
আপনার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতা ॥

অনিমিষ শব্দে ইন্দ্রাদি দেবতা, ইহাদের পূজনীয় বিশ্ব
স্রষ্টা ব্রহ্মাদিও আপনার বলি অর্থাৎ উপহার মন্তকদ্বারা বহন
করেন । তাঁহাদের অধিকারিণী যে অজা অর্থাৎ মায়া তাহার
সহিত । ঐ মায়া আভাস শক্তিরূপা, তিনি আপনার সম্পত্তি
প্রকাশ করণ নিমিত্ত স্বরূপানন্ত শক্তিময় আপনাকে বলি
অর্থাৎ উপহার প্রদান করেন ॥

দেবতা সকল মনুষ্য দত্ত হব্য (দেগোদ্দেশে দত্ত দ্রব্য)
কব্য (পিতৃ উদ্দেশে দত্ত অন্ন) স্বরূপ বলিকে ভক্ষণ
করেন ॥ ৫৯ ॥

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে “বর্ষভুজ ইতি” বর্ষ শব্দের অর্থ
খণ্ডমণ্ডল ! কি প্রকারে বলি সমর্পণ করেন এই প্রশ্নে প্রকৃতি

মুদ্রহস্তি তদাহঃ বিদধতীতি ত্বদাজ্ঞাপালনমেব বলিহরণ
মিত্যর্থঃ । ভীষাস্মাং বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ
ভীষাস্মাদগ্নিঃশ্চেচন্দ্রশ্চ যুত্যাধাবতি পঞ্চম ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৬০
অথবা । নমু পাণ্যাদি করণানাং স্বরূপভূতত্বে যুক্তিং
কথ্যতেত্যত আহঃ অনিমিষাঃ করণাধিষ্ঠাতৃদেবা স্তববলি
মুদ্রহস্তীতি । অজা নজ দেবত্বাদিশ্বস্বজো বিশ্বেষাং সৃষ্টি
হেতবঃ । অন্যে তত্তদধিষ্ঠাতৃ দেবতাঃ ত্বদাজ্ঞাদেব
করণৈর্বিষয়ং প্রকাশয়িতুং শক্লুবন্তি ত্বং পুন স্তেষামপ্যা

সকল कहিলেন ‘বিদধতি’ অর্থাৎ তোমার আজ্ঞা পালনই বলি
হরণ, ইহার এই অর্থ ॥

এ বিষয়ে শ্রুতি যথা ॥

এই পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য
উদিত হইতেছেন, চন্দ্র উদয় করিতেছেন, অগ্নি জ্বলিতেছেন
এবং পঞ্চম যুত্যা ধাবমান হইতেছেন ॥ ৬০ ॥

অথবা ভগবান্ যদি এরূপ কহেন, অহে ! তবে আমার
হস্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের স্বরূপ ভূত বিষয়ে যুক্তি কি বল,
এই প্রশ্নে শ্রুতি সকল कहিলেন । অনিমিষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধি-
ষ্ঠাতৃ দেবতা সকল আপনার পূজা আহরণ করেন ।

অজা নজ দেবত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবত্ব প্রযুক্ত বিশ্ব
শ্রীকী অর্থাৎ বিশ্ব সমুদায়ের সৃষ্টির হেতু । অন্য সকল সেই

শ্রয় ইতি ত্বৎ কারণানাং স্বপ্রকাশতাপত্তেঃ । স্বরূপ-
ভূতত্বমেवेতি । অথাস্তাং মহাশক্তির্মায়ৈবাশ্রয় ইত্যত
আহঃ । অজয়েতি ননু জীবা অপি নিজেन्द्रিয়াধিষ্ঠাতৃণা
মাশ্রয়া ভবন্তি তত্রাহঃ বিদধতীতি বিষয় ভোগদ্বারে-
न्द्रিয়েষু ভগবতা বিশ্বপতিনা দত্তাদিকারানাং দেবানা
মেবাদিকার্যাঃ কতিপয় গ্রামভৌমিকা ইব জীবা ইতি ন
তেষামাশ্রয়াঃ কিন্তু ভবানেব তেষামধিকারত্বাদাশ্রয় ইতি

সেই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতার আশ্রয় প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা
বিষয় প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সমর্থ হইলেন । কিন্তু আপনি
সেই দেবতা সকলেরও আশ্রয় হইয়াছেন । আপনকার করণ
সকলের স্বপ্রকাশতার আপত্তি হেতু ইন্দ্রিয় সকল স্বরূপ ভূত
হইয়াছে ॥

তবে সেই মহাশক্তি মায়াই তাঁহাদের আশ্রয় হউক এই
প্রশ্নে কহিতেছেন “অজয়েতি” অর্থাৎ অনিধ্যা সহকৃত হইয়া ॥

অহে ! তবে জীব সকলই স্বীয় ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণের
আশ্রয় হউক, এই প্রশ্নে কহিতেছেন । “বিদধতি ইতি”
আপনি বিশ্বপতি, বিষয় ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলে যে সকল
দেবগণকে অধিকার দিয়াছেন তাহারাই অধিকারের বিষয়ী-
ভূত কতিপয় গ্রামভৌমিকের ন্যায় অর্থাৎ গ্রামাধ্যক্ষের মত
জীব সকল কিন্তু আপনিই তাহাদিগের অধিকার দিয়াছেন এ

ভাবঃ ॥ ১০ ॥ ৮৭ ॥

শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ৬১ ॥

তস্মাদ্বিলক্ষণপাদিপাদাদিত্তেনৈবাপাদিপাদাদিত্তং ।

যথাহ ॥

ত্বক্ শ্মশ্রুরোম নথ কেশপিনন্ধমন্ত

মাংসাহিরন্তকুমিবিট কফপিত্তবাতং ।

জীৱন্তং ভজতি কাস্তমতিবিস্মৃতা

যা তে পদাভ্যমকরন্দমজিত্রীতী শ্রী ॥ ৫০ ॥

অত্র শ্রীভগবতি কেশাদীনাং শ্রয়মাণানামানন্দরূপত্বং

প্রযুক্ত আপনিই তাহাদিগের আশ্রয় ॥ ৬১ ॥

অতএব বিলক্ষণ হস্ত পদাদি প্রযুক্ত শ্রুতিসকল ভগবান্কে
অপাদি পাদ অর্থাৎ প্রাকৃত হস্ত পদাদি রহিত কহিয়াছেন ॥

এই বিষয়ে ১০ স্কন্ধের ৬০ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে ভগবানের
প্রতি কৃষ্ণিণীর বাক্য যথা ॥

কৃষ্ণিণী কহিলেন, যে শ্রী আপনার পাদপদ্ম মকরন্দের
আশ্রয় পায় নাই সেই মৃতমতি শ্রী বাহ্যে ত্বক্ শ্মশ্রুরোম নথ
কেশ দ্বারা আচ্ছাদিত অন্তরে মাংস অস্থি রক্ত কুমি বিষ্ঠা ও
বাত পিত্ত কফ পরিপূরিত জীবিত শবদেহকে কাস্ত জ্ঞানে
ভজনা করে ॥ ৫০ ॥

এস্থলে শ্রীভগবানে শ্রয়মাণ কেশাদির আনন্দ রূপত্ব

অন্যোষাং ত্রভাব এবৈতি বৈলক্ষণ্যং স্পষ্টমেব ॥

অতএব শ্রীহিরণ্যকশিপুঃ প্রতি তন্মারকজননিষেধ লক্ষ্য
ত্রক্ষারবরদানমপি সংগচ্ছতে ॥ ৬২ ॥

ব্যস্তভিক্ষীহস্তমস্তিক্সী সুরাসুরমহোরগৈরিতি ।

নহেতুং করণস্য নিষেধ পরং কিন্তু কর্তুরেব কর্তৃ প্রকর
ণাদপ্রাণিভিঃ প্রাণিভিক্ষী ইত্যুক্তে তসৌব প্রাপ্তত্বাৎ ।

হস্তজীবদেহসাম্যোহপি সপ্রাণভাগামিক্রান্তস্য কর্তৃনা
নথাগ্রভাগস্য ত্যক্তপ্রাণত্বাচ্চ । তস্মাদস্মাকমপ্রাণে

কিন্তু অন্যের তাহা নহে এই বৈলক্ষণ্য স্পষ্টই লিখিয়াছেন ।

অতএব হিরণ্যকশিপুর প্রতি ঐ হিরণ্যকশিপুর মারক
জন নিষেধরূপ ত্রক্ষার বরদানও সম্ভব হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

৭ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে যথা ॥

হিরণ্যকশিপু ত্রক্ষার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিল যে
ত্রক্ষন্ ! অপ্রাণ অথবা সপ্রাণ কিম্বা সুর অসুর ও মহোরগ
এ সকল হইতেও যেন আমার মৃত্যু না হয় ॥

এই বরদান করণের অর্থাৎ করণ-কারকের নিষেধ প
নহে কিন্তু কর্তারই । যেহেতু ইহা কর্তার প্রকরণ । কে
না “অপ্রাণিভিঃ প্রাণিভিক্ষী” অর্থাৎ অপ্রাণী এবং প্রাণী
দ্বারা এই উল্লেখ হওয়াতে সেই কর্তারই প্রাপ্তি হইল
হস্তার জীবদেহের সমতাতেও সপ্রাণ ভাগ হইতে নির্গ
নথাগ্রের অপ্রাণ নিমিত্ত ছেদনের জন্য হয় ॥

হৃদনাঃ সূত্র ইতি ! •

অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বাসিতমেতদিতি চ ঐতিহ্যমস্ম-
তেতি ॥ ৬৩ ॥

অতএবোক্তং বারাহে ॥

ন তস্য প্রাকৃত্য মূর্তির্মেদোমজ্জাস্থি সন্তুবা ।

ন যোগিত্বদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোহচ্যুতো বিভুরিতি ।

তচ্চাপ্রাকৃত মূর্তিত্বং তস্য মহাযোগিত্বাদিচ্ছাকৃতমিতি ন
কিস্তীশ্বরত্বমিত্যমেবেত্যর্থঃ ॥

তথাচ প্রয়োগঃ ॥

ঈশ্বরঃ সবিগ্রহঃ জ্ঞানেচ্ছা প্রযুক্তবৎ কর্তৃত্বাৎ । কুলালা

অতএব হে সূত্র ! আমাদের প্রাণ নাই, মন নাই ॥
এই মহাভূতের নিশ্বাস হইতে বেদ উৎপন্ন হইয়াছে । এই
ঐতিহ্য অসঙ্গত নহে ॥ ৬৩ ॥

অতএব বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে ॥

মেদ মজ্জা ও অস্থি জনিত প্রাকৃত মূর্তি ভগবানের নহে
তিনি যোগী নহেন ঈশ্বর, এ যুক্ত তিনি সত্য রূপ, অচ্যুত
এবং বিভূ ।

তাৎপর্য্য । মহাযোগিত্ব প্রযুক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত মূর্তি
ইচ্ছাকৃত নহে । কিন্তু তিনি ঈশ্বর সূতরাং তাহা নিত্যই
আছে জানিতে হইবে ॥

কথিত রূপের প্রয়োগ যথা ॥

ঈশ্বর সবিগ্রহ অর্থাৎ দেহ বিশিষ্ট, যেহেতু তাঁহাতে

দিবং সচ বিগ্রহো নিত্যঃ ঐশ্বর্যকরণত্বাৎ । তজ্জ্ঞানাদি-
দিত্তি । অতএব বিলক্ষণত্বেন্নি ॥ ৬৩ ॥

জীবচ্ছবমিতি চৈতন্যযোগেন জীবন্তং স্বতন্ত্র শবং তৎ
শ্রীভগদ্বিগ্রহস্ত চিদেক রসত্বাৎ সদা জীবন্মেবেতি বৈ-
লক্ষ্যং যুক্তং নিত্যানন্দচিদ্রূপত্বাভিজ্ঞানীয়ত্বঞ্চ যুক্তমি-
তি ভাবঃ ॥ ১০ ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণিণী ভগবন্তং ॥ ৬৫ ॥

নাম রূপিত্ব বিধিনিষেধশ্চৈত্বিভির্বিবদমানানাং বিবাদ-
মরে তদেব হু পাদয়তি ॥

জ্ঞান ইচ্ছা ও প্রযত্নের ন্যায় কুলালাদির মত কর্তৃত্ব আছে
ঐশ্বর্য করণত্ব প্রযুক্ত কুলালাদির ন্যায় এই বিগ্রহ নিত্য এবং
তাহা জ্ঞান তুল্য এই হেতু বৈলক্ষণ্য জানিতে হইবে ॥ ৬৪ ॥

জীবচ্ছব এই পদে চৈতন্য যোগদ্বারা সজীব কিন্তু স্বভাব
তই শব । অতএব শ্রীভগদ্বিগ্রহ এক চৈতন্যরস প্রযুক্ত সর্বদা
সজীবই রহিয়াছেন, জীবৎ এবং ভগদ্বিগ্রহে এই বৈলক্ষ-
ণ্য উপযুক্ত অতএব নিত্যানন্দ চৈতন্যরূপ প্রযুক্ত শ্রীভগবন্তু
ভজনীয় ইহাই যুক্তি সঙ্গত ॥ ৬৫ ॥

নাম ও রূপ বিষয়ক বিধিনিষেধ শ্ৰুতি সকল দ্বারা বিবাদ
কারিদিগের বিবাদের অবসরের নাম এবং রূপিত্বই প্রতিপ-
দ্য করিতেছেন ॥

৩ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে দক্ষের স্তব যথা ॥

অস্তীতি নাস্তীতিচ বস্তু নির্ণয়ো

রেক্ষয়োর্ভিন্ন বিরুদ্ধধর্ময়োঃ ।

অবেক্ষিতং ক্রিঞ্চন যোগসাংখ্যয়োঃ

সমং পরং হনুকুণং বৃহত্তং ॥ ৫১ ॥

অস্তীতি যোগঃ স্কুলোপাসনাশাস্ত্রং । তত্র হি যদুপবর্তে

অহো ! যে যোগশাস্ত্রে পদাদি আছে বলিয়া তদ্রূপে
যাঁহার উপাসনার বিধি দিয়া থাকেন এবং যে সাংখ্যশাস্ত্রে
পদাদি নাই বলিয়া যাঁহার উপাসনা নিষেধ করেন, পরস্পার
বিরুদ্ধ সেই দুই যোগ ও সাংখ্যশাস্ত্রদ্বারা যে কিছু প্রতীত
হয়, সেই বৃহদ্রত্ন ব্রহ্মবাদেও অবিবাদের আশ্পদ অর্থাৎ
তাহাই পরমব্রহ্ম । যোগ ও সাংখ্যশাস্ত্র মধ্যে যদিও কেহ
“পাদাদি আছে” এবং কেহ “পাদাদি নাই” বলিয়া বিবাদ
করাতে ঐ দুইয়ের ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হউক তথাপি দুইয়ের
বিধি নিষেধ এক বস্তু নির্ণয় হওয়াতে তাহাদের বিষয় একই
হইয়াছে । সে যাহা হউক, সেই বস্তু পরম বেহেতু বিদ্যি
নিষেধের বিষয় নহেন এবং বিনা অধিষ্ঠানে পাদাদি কল্পনা ও
বিনা বিধিতে নিষেধ অসম্ভব হওয়াতে সেই বস্তু অনুকূল
অর্থাৎ ঐ দুইয়ের উৎপাদক রূপেও প্রসিদ্ধ আছেন ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্য্য । মূলশ্লোকে “অস্তীতি” এই পদে যোগ অর্থাৎ
স্কুল উপাসনা শাস্ত্র । ঐ শাস্ত্রে যে ভগবানের নাম ও রূপিত্ব

নাম রূপিত্বং শ্রুয়তে । তৎ দৃষ্ট কল্পনালাঘবাৎ ঘটপটাদি
লক্ষণা নিখিল নামধেয়ত্বং পাতালপাদাদিকত্বক্ষেতি বিদৌ-
য়তে । নাস্তীতি সাংখ্যং জ্ঞানশাস্ত্রং । তত্র হি নিষেধ-
শ্রুতিভিস্তস্য নামরূপিত্বং যন্নিষিধাতে তৎ প্রাপঞ্চিক
নামরূপিত্বস্য কল্পিতত্বাৎ সর্বথৈব নাস্তীতি নিশ্চীয়তে ।
তদুক্তমুভয়মতমস্যৈব প্রাক্ ॥ ৬৫ ॥

স সর্বনামা সচ বিশ্বরূপ ইত্যাদিনা যদ্ব্যমিরুক্তং বচনা
নিরূপিতমিত্যাदिना च ॥

অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তু নির্ণয়োঃ । তমেব বিবাদং স্ফুট-

শুনা যায়, তাহা দৃষ্ট কল্পনার লাঘবের নিমিত্ত, ঘট পটাদি
সমুদায় নাম ও পাতালাদিকে চরণাদি অবয়ব রূপে বিধান
করা হইয়াছে ॥

“নাস্তীতি” এই পদে সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানশাস্ত্র, ঐ জ্ঞান
শাস্ত্রে নিষেধ শ্রুতি দ্বারা ভগবানের যে নামরূপিত্ব নিষেধ
করিয়াছেন তাহা প্রাপঞ্চিক অর্থাৎ মায়িক নাম রূপিত্বের
কল্পনা প্রযুক্ত সর্বপ্রকারে ঐ ভগবানে প্রাপঞ্চিক নাম রূপিত্ব
নাই সাংখ্যশাস্ত্রে ইহাই নিশ্চয় হইয়াছে, ‘অস্তিনাস্তি’ এই
উভয় মত ইহারই পূর্বে কথিত হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

অপর তিনি সর্বনাম ও বিশ্বরূপ এই বলিয়া যাহা বাহা
নিরুক্ত অর্থাৎ বাক্যদ্বারা নিরূপিত ইত্যাদি প্রমাণে । তথা
‘অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তু নির্ণয়োঃ’ ইত্যাদি প্রমাণে উক্ত

য়তি । ভিন্নো অস্তীতি নাস্তীত্যেবং ভূতো বিরুদ্ধো ধর্মো
যয়োস্তুয়োঃ । নম্বাস্তাগনয়োর্ভিন্নবিষয়ত্বং নেত্যাহ । এক-
স্থয়োঃ সমানবিষয়য়োঃ ॥ ৬৬ ॥

তদেবং বিবাদে সতি তয়োর্থং সমং . সমঞ্জসত্বেনৈব অব-
ক্ষিতং প্রতীতং বস্তু তৎদ্বয়োরপি বৃহদ্যদনুকূলং ভবতি ।
কিং তৎ সমঞ্জসং যৎ পরং নামরূপাদিত্যন্ত তদভাবাচ্চ
বিলক্ষণং । যত্র যুগপন্মামরূপিহ্মনামরূপিহ্মমপি বস্তুং
শক্যতে ॥

বিবাদকে স্পষ্ট করিতেছেন ॥

যে দুই শাস্ত্রে ‘অস্তিনাস্তি’ এতাদৃশ বিরুদ্ধ ধর্ম বর্ণিত
আছে । যদি বল ঐ উভয় শাস্ত্রের পরস্পর বিষয় ভিন্ন অত-
এব ইহা থাকুক, এই আশঙ্কায় নিষেধ করত কহিতেছেন ।
দুইশাস্ত্র একস্থিত অর্থাৎ তাহাদের বিষয় পরস্পর সমান ॥৬৬

অতএব এই প্রকার বিবাদে ঐ দুইয়ের যাহা সামঞ্জস্য
হয় তদ্বারা অবক্ষিত অর্থাৎ প্রতীত যে বৃহদ্বস্তু তিনিই দুই
শাস্ত্রের অনুকূল হইয়াছেন ॥

সেই সমঞ্জস কিপ্রকার এই প্রশ্নে কহিতেছেন যিনি নাম
রূপ হইতে পর এবং যাহাতে ঐ নামরূপের অন্ত্যন্ত অভাব
হওয়াতে যিনি বিলক্ষণ, যাহাতে এক কালীন নাম রূপিহ্ম ও
অনাম রূপিহ্ম এই দুই বলিতে সমর্থ হওয়া যায় । তাহাই

তদ্বিলক্ষণং কিমপি নামরূপলক্ষণমেব বস্তুত্বার্থঃ ॥ ৬৭ ॥
 এতদুক্তং ভবতি । একস্মিন্নেব বস্তুনি নামরূপিত্ব বিধি
 নিষেধাভ্যাং পরস্পরং শ্রুতয়ঃ পরাহতার্থাঃ স্যুঃ । অত্রতু
 পরে নোভয়ত্রাপি প্রাক্তনযুক্ত্যা সমঞ্জসমপ্রাকৃতনাম
 রূপিত্বমেব বিধিনিষেধ শ্রুতিতাৎপর্যোণোপস্থাপ্যত ইতি
 তত্ত্বমতং বিবাদমাত্রং ॥ ৬৮ ॥
 ইথমেবাত্র শ্রীধ্রুবেণ নির্বিবাদত্বমুক্তং ।
 তির্ধ্যঙ্‌নগ দ্বিজ সরীসৃষদেবদৈত্য

বিলক্ষণ, কোন অনির্বচনীয় নামরূপ বিশিষ্ট বস্তু ইহাই
 কথিত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

অপর এক মাত্র বস্তুতেই নাম রূপিত্বের বিধি নিষেধদ্বারা
 শ্রুতিসকল পরস্পর পরাহতার্থ অর্থাৎ ভ্রমোদ্যম হইয়াছেন ।
 যাহা হউক এস্থলে পরত্ব শব্দ প্রয়োগ হেতু উভয় শাস্ত্রেই
 প্রাক্তন অর্থাৎ পূর্বের এককালীন নাম রূপিত্ব ও তাহার
 অভাব এই যুক্তিদ্বারা সমঞ্জস অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাকৃত নাম ও
 অপ্রাকৃত রূপ বিশিষ্টত্ব বিধি নিষেধ শ্রুতি তাৎপর্য দ্বারা
 উপস্থিত হইতেছে । ঐ ঐ মত বিবাদ মাত্র ॥ ৬৮ ॥

এস্থলে এই প্রকার চতুর্থক্ষেত্রে ৯ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে
 যথা ॥

কুব কহিলেন, হে অজ ! আপনকার এই যে বিরাট্‌ রূপ
 যাহা তির্ধ্যাক্‌, নগ, বিহগ, সরীসৃষ, দেব, দৈত্য ও মর্ত্য
 ইত্যাদিতে ব্যাপ্ত সং এবং অসং এই দুই যাহার বিশেষ ।

মর্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং সদস্বিশেষং ।

রূপং স্ববিষ্ঠমজতে মহাদানেকং

নাতঃ পরং পরম বেদ্বি ন যত্র বাদঃ ॥ ৬৯ ॥

অত্র রূপশব্দদৈব উভয়ত্র বিশেষ্যেয়ং ।

ভূপ মূর্ত্তমমূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেবচেতি বৈষ্যবাক্যানুসারেণ

চাতঃ পরং চতুর্ভূজাদিত্ব লক্ষণঃ রূপং বপুর্নিত্যর্থঃ ।

তচ্চাগ্রে দর্শয়িষ্যতে । তন্ন বেদ্বি এতৎ পর্য্যন্তং কালং

নাঙ্গাসিযমিত্যর্থঃ ।

তদেব ব্যনক্তি ॥

মহৎ প্রভৃতি অনেক বস্তু যাহার কারণ, আমি কেবল এই
স্থান রূপই জানি, এতদ্ভিন্ন যে ঈশ্বর স্বরূপ আছেন এবং যাহা
শব্দ ব্যাপারের বিষয় নহে, তাহা ব্রহ্মস্বরূপ, আমি তাহার
সন্ধানও জানি না “অতএব আমার অভিমান নিবৃত্তি হয় নাই,
যতরাং সংসদ্বই অভিলাষ করি ॥ ৬৯ ॥

এস্থলে উভয় শাস্ত্রে রূপ শব্দেরই বিশেষ্যরূপে, তথা
হে ভূপ ! এই ভগবান্-মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, পর এবং অপর এই
বিষ্ণুপুরাণের বাক্যানুসারেও । ইহার পর চতুর্ভূজাদিত্ব লক্ষণ
রূপ অর্থাৎ বপুঃ উহা পরে দেখাইবেন । ‘তন্ন বেদ্বি’ অর্থাৎ
অর্থাৎ এতাবৎ পর্য্যন্ত কাল জানিতে পারি নাই ॥

ইহাই প্রকাশ করিতেছেন ॥

যোহনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল

মনামরূপো ভগবাননন্তঃ ।

নামানি রূপাণিচ জন্ম কৰ্ম্মভি-

র্ভেজে স মহ্যং পরমং প্রসীদতু ॥ ৫২ ॥

যো নামরূপ রহিত এব নামানি রূপাণি চ ভেজে প্রকটি

বান্ জন্মকৰ্ম্মভিঃ মহ তানিচ প্রকটিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

ব্যতিরেকে দোষব্রাহ্ম অনন্তঃ । যদি তস্মিন্নাম রূপিত্বাদিক

৬ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে যথা ॥

অহো ! যিনি প্রাকৃত নাম রূপ রহিত হইয়াও পাদমূলে উপাসনাকারি পুরুষদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার নিমিত্ত অতঃপর সকল দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্ব বহু বহু রূপ এবং কৰ্ম্মগলদা ভূরি ভূরি নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, যাঁহার ঐশ্বর্য অচির নীয়, সেই অনন্ত পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৫২

তাৎপর্য্য । যিনি নামরূপ রহিত হইয়াও নাম সকলে প্রকটিত করিয়াছেন অর্থাৎ জন্ম কৰ্ম্মের সহিত নাম রূপ সকলকে প্রকটিত করিয়াছেন ॥ ৭০ ॥

ব্যতিরেকে অর্থাৎ নাম রূপের অভাবে দোষ কহিতেছেন । তিনি অনন্ত । যদি তাঁহাতে নাম রূপাদি না থাকি

নাস্তি তর্হি তত্তচ্ছক্তিমত্বং প্রতিপাস্তৃত্বমেব প্রস-
জ্ঞেতেতি ॥

তদ্বক্তং প্রচেতোভিঃ নহন্তো যদ্বিত্ত্বতীনাং সোহনন্ত ইতি
গীয়াস ইতি ॥

তত্ত্বং প্রকাশনে হেতুঃ । ভগবান্ ভগাত্মকশক্তিমান্
তস্যঃ শক্তেশ্মায়ত্বং নিষেধতি । পরমঃ পরাখ্যশক্তিরূপা
মা লক্ষ্মীর্ষস্মিন্ । অন্যথা পরমত্ব ব্যাঘাতঃ স্যাদिति
ভাবঃ ॥

তবে তাঁহার সেই সেই শক্তিমত্বের প্রতি মান্তত্বই প্রসক্ত
হইত অর্থাৎ তাঁহার সেই সেই শক্তি প্রকাশ হইত না ॥

ঐ বিষয় ৪ স্কন্ধের ৩০ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে প্রচেতাগণ
কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥

হে ভগবন্ ! আপনার বিভূতির অন্ত নাই এই কারণে
লোকে আপনাকে অনন্ত বলিয়া থাকে ॥

সেই সেই শক্তি প্রকাশনের প্রতি হেতু এই, তিনি ভগ-
বান্ অর্থাৎ ভগাত্মক শক্তি বিশিষ্ট । ঐ শক্তির মায়াত্ব নিষেধ
করিতেছেন । পরম শব্দের অর্থ এই যে পর শব্দে পরা
(শ্রেষ্ঠা) নান্নী শক্তি, মা শব্দে লক্ষ্মী অর্থাৎ পরা নান্নী
শক্তিরূপা লক্ষ্মী যাহাতে বিরাজ করিতেছেন তাঁহার নাম
পরম । এরূপ যদি ব্যাখ্যা না করা হয় তাহা হইলে পরমত্বের
ব্যাঘাত হয় ॥

তস্মান্ন মায়ায়া সর্বং সৰ্গমৈশ্বর্যমন্তবং ।

অমায়োহীশ্বরো যস্মাৎ তস্মাত্তং পরমং বিদুরিত্যুক্তেঃ ॥৭
ননু সৰ্গনাম বিশ্বরূপত্বে তদ্রাহিত্যে চ সন্ত্যেব তত্ত্বপা
সকাঃ প্রমাণং ॥

অত্রতু কেহুরিত্যাশঙ্ক্যাহ । পাদমূলং ভজ্যতামনুগ্রহা
মিতি । যোগসাংখ্যয়োস্তত্ত্বং ন সম্যক্ প্রকাশতে কিং
ভক্তাবেব । ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তীত্যাদি শ্রুতঃ ॥

তস্মাদ্যুক্তং তয়োর্বিবাদমাত্রমিতি ভাবঃ । অতএ

অতএব মায়া হইতে সমুদায় হয় না, ঐশ্বর্য্য হইতে সমস্ত
সম্ভব হয় । যেহেতু ঐশ্বর্য্য মায়া রহিত সেই কারণে তাঁহা
পণ্ডিত গণ পবন বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন ॥ ৭১ ॥

অহে ! পরমেশ্বরের সর্গনাম ও বিশ্বরূপত্বে এবং ঐ দুই
য়ের রাহিত্যে তত্ত্বদ্রূপের উপাসক সকলই প্রমাণ ॥

যদি বল তাহাদের মধ্যেই বা কাহার প্রমাণ এই আ
শঙ্ক্য কহিতেছেন । যাঁহারা তাঁহার পাদমূলকে ভজনা করে
তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রকট হইয়া থাকেন ।

যাহা হউক যোগ ও সাংখ্য এই দুই শাস্ত্রে সেই তত্ত্ব
সমগ্ররূপে প্রকাশ পায় না, কিন্তু ভক্তিতেই সেই তত্ত্বপ্রকাশ
পাইয়া থাকে । যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন, ‘ভক্তিরেবৈনং
দর্শয়তি’ অর্থাৎ ভক্তিই ইহাকে দেখান । সেই হেতু যোগ ও

বক্ষ্যতেহনন্তঃসেব ॥ ৭২ ॥

ইতি সংস্বেদতস্তস্য স তস্মিন্মঘমর্ষণে ।

প্রাচুরাদীং কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ।

কৃতপাদঃ স্পর্শাংম ইত্যাদি । পাদমূলং ভজতামিত্যনে-
তান্ প্রাতিরূপপ্রাকট্যাং পূর্বমপি রূপমন্ত্যেবেতি
বৃঞ্জিতং । চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণমিত্যা'দ শ্রুতেঃ ।
ভেজে ইত্যতীত নির্দেশঃ প্রামাণ্য দার্ঢ্যায়ানাদিত্বং বোধ-

জ্ঞান শাস্ত্রের কেবল বিবাদমাত্র যুক্ত হইল । অতএব তাহার
পরেই কহিবেন ॥ ৭২ ॥

৬ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ৩০ । ৩১ শ্লোকে যথা ॥

শু'দেব কহিলেন, হে রাজন্ ! দক্ষ প্রজাপতি এই
প্রকারে স্তুতি করিলে ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার স্তবে মস্তক
হইলেন এবং প্রসন্ন হইয়া সেই তীর্থেই প্রাচুর্ভূত হওত চমৎ-
কার রূপে তাঁহাকে দর্শন দিলেন । ভগবানের চরণদ্বয় গরু-
ড়ের স্কন্ধোপরি বিন্যস্ত ছিল ইত্যাদি । যে সকল ব্যক্তি পাণ-
শূণ ভজন করে তাঁহাদিগের রূপের প্রকটন হেতু পূর্ব হই-
তেই রূপ আছে ইহাই প্রকাশ হইল । কেন না শ্রুতিতে
বর্ণিয়াছেন, তাঁহার চরণ পবিত্র, তিনি সর্বব্যাপক এবং
পুরাণ পুরুষ ইত্যাদি ॥

“ভেজে” এই ক্রিয়ায় অতীত কাল নির্দেশ হইয়াছে ।
প্রমাণের দৃঢ়তা নিমিত্ত তাঁহার অনাদিত্বও বুঝাইতেছে ।

য়তি । অনন্ত পদস্যচ নামানি রূপাণি চানন্তান্যেবেতি
ভাবঃ ।

অত্র প্রাকৃতনামরূপ রহিতোহপীতি টীকাচ ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

দক্ষঃ ত্রীপুরুষোত্তমঃ ॥ ৭৩ ॥

তদেবং নিত্যত্বাৎ বিভূত্বাৎ সর্বাশ্রয়ত্বাৎ স্থূল সূক্ষ্ম প্রাকৃত
বস্তুতিরিক্তত্বাৎ প্রত্যগ্রূপত্বাৎ সর্বশ্রুতিসম্বয় সিদ্ধত্বাৎ
তদ্রূপং পরমতত্ত্বরূপমেবেতি সিদ্ধং । তথৈবহি পরম-
বৈভূষণানুভূতং স্পষ্টমেবাহ ত্রিভিঃ ॥ ৭৪ ॥

রূপং যদেতদবরোধ রসোদয়েন

অপর অনন্ত এই পদের প্রয়োগ হেতু নাম ও রূপ সকলেরও
অনন্তত্ব ইহাই ভাবার্থ । এস্থলে টীকাতেও প্রাকৃত নাম রূপ
রহিত ইহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৭৩ ॥

অতএব নিত্যত্ব, সর্বাব্যাপকত্ব তথা স্থূল, সূক্ষ্ম ও প্রাকৃত
বস্তু হইতে অতিরিক্তত্ব, প্রত্যক্ অর্থাৎ সর্বান্তর্যামি রূপত্ব
স্বপ্রকাশত্ব এবং সমুদায় শ্রুতি সম্বয় সিদ্ধত্ব প্রযুক্ত সেই
ভগবদ্রূপ পরমতত্ত্ব রূপই সিদ্ধ হইল ॥

উক্ত প্রকারই পরমনিদ্বানের অনুমান দ্বারা তিন শ্লোকে
স্পষ্টরূপে অনুভবের বিষয় কথিত হইয়াছে ॥ ৭৪ ॥

৩ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২ । ৩ । ৪ শ্লোকে যথা ॥

হে ভগবন্ ! জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হেতু তোমা হইতে
তমোগুণ একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে, তুমি উপাসকদিগের

আদৌ গৃহীতমবতারশতৈক বীজং
 যগ্নাভিপদ্যভবনাদহমাবিরামং ॥
 নাতঃ পরং পরম যদ্বতঃ স্বরূপ-
 মানন্দমাত্রবিকল্পমবিক্রবর্জিতং ।
 পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন-
 ভুতেন্দ্রিয়াত্মকমদন্ত উপাশ্রিতোহস্মি ॥
 তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল-মঙ্গলায়-
 ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাং ।

প্রতি অনুহ বিস্তার করিয়া এই যে রূপ প্রথমতঃ আবিষ্কৃত
 করিলে ইহাই শত শত অবতারের মূল, ইহারই নাভিপদ্যরূপ
 ভবন হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি ॥

হে পরম ! ভগবানের যে রূপের প্রকাশ আবৃত হয় না
 এবং যাহা ভেদ শূন্য সূত্রাং আনন্দস্বরূপ তাহা তোমার
 এরূপ হইতে ভিন্ন দৃষ্ট হয় না, বরং দেখিতেছি ইহাই সেই
 রূপ, অতএব আমি তোমার এই রূপেরই শরণাপন্ন হইলাম ।
 প্রভো ! তোমার এই রূপই উপাসনা যোগ্য, যেহেতু ইহাই
 উপাস্য মধ্যে গণ্য এবং বিশ্বের সৃষ্টি কারি সূত্রাং বিশ্ব হইতে
 ভিন্ন । অপর ইহা পৃথিবী ইত্যাদি ভূত সকলের এবং ইন্দ্রিয়
 গণের কারণ ॥

হে ভুবনমঙ্গল ! আমরা তোমার উপাসক, তুমি আমা-
 দিগের নিমিত্ত ধ্যানাবসরে এই রূপ দর্শন করাইলে অতএব

তস্মৈ নমো ভগবতেহ্নুবিধেম তুভ্যং
যোহনাদৃতো নরকভাগ্ভিরসং প্রসঙ্গৈঃ ॥ ৫৩ ॥
টীকাচ ॥

নহু ত্বমপি সম্যগ্জানাসি যৎ ত্বয়া দৃষ্টং রূপমেতদপি
গুণাত্মকমেব নিগুণং ব্রহ্মৈব তু সত্যং তত্রাহ রূপমিতি
দ্ব্যভ্যং । অববোধ রসোদয়েন শাস্ত্রনিবৃত্তং তমো যস্মাৎ

ইহাই তোমার সেই রূপ সন্দেহ নাই, প্রভো ! আমরা
অব্যক্তবস্তুর নিবিষ্ট চিত্ত, আমাদের প্রতি তুমি কখন সোপা-
ধিক দর্শন দিতে পার না । অতএব আমরা তোমার অনুরূপ
করিয়া তোমাকে নিরন্তর নমস্কার করি । হে ভগবন্ ! যে
সকল নরাধম অনীশ্বর বাদিদিগের কুতর্ক নিষ্ঠ অতএব নারকী,
তাহারাই তোমার আদর করে না নচেৎ তোমাকে নমস্কার
কে না করে ? ॥ ৫৩ ॥

টীকার ব্যাখ্যা যথা ॥

ভগবান্ যদি এরূপ বলেন, হে ব্রহ্মন্ ! তুমিও সমগ্র জান
না, যে রূপ তুমি দেখিলে তাহাও গুণময়, কিন্তু নিগুণ যে
ব্রহ্ম তাহাই সত্য, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন “রূপং” ইতি
তুই শ্লোকে ॥

হে ভগবন্ ! অববোধরসের উদয় অর্থাৎ চিৎশক্তি দ্বারা
যাহা হইতে সর্বতো ভাবে তমোগুণ নিবৃত্ত হইয়াছে সেই

তস্য তব যদেতদ্রূপং ত্বয়ৈব স্নাতস্নোণ সত্যমুপাসকানা
মনুগ্রহায় গৃহীতমাবিকৃতং । অন্তারশতস্য শুদ্ধ সদ্ধাত্ম-
কস্য যদেকং বীজং মূলং ॥ ৭৫ ॥

তৎ প্রদর্শনার্থং গুণাবতার বীজরূপং দর্শয়তি যম্মাভীতি হে
পরম অবিকলার্চ্যঃ অনাবৃত প্রকাশঃ অবিকল্পঃ নির্ভেদঃ ।
অতএবানন্দমাত্রং এবং ভূতং যদ্ব্যবতঃ স্বরূপং তৎ অতো
রূপাৎ পরং ভিন্নং ন পশ্যামি কিন্তু ইদমেব তৎ । অতঃ
কারণাৎ তে তব অদঃ ইদং রূপমাশ্রিতোহস্মি যোগ্যত্বা-
দপীত্যাহ ॥ ৭৬ ॥

আপনার যে এইরূপ আপনি স্বাধীনরূপে সং সকলের অর্থাৎ
উপাসকদিগের অনুগ্রহ নিমিত্ত আবিষ্কার করিয়াছেন । এই
রূপ ষত শত অবতারের অর্থাৎ শুদ্ধ সদ্ধ স্বরূপের এক মূল-
স্বরূপ ॥ ৭৫ ॥

ঐ মূল দেখাইবার জন্য গুণাবতারের বীজরূপ দেখাইতে-
ছেন “যম্মাভীতি” এই শ্লোকে ॥

হে পরম ! আপনার স্বরূপ অবিকলার্চ্যঃ অর্থাৎ আগরণ
শূন্য প্রকাশ শীল । “অবিকল্প” শব্দের অর্থ নির্ভেদ অর্থাৎ
ভেদ রহিত । অতএব আনন্দমাত্র এই প্রকার যে আপনার
স্বরূপ তাহা ইহা হইতে অন্য দেখিতে পাই না কিন্তু এই
রূপ তাহাই ॥

অতএব আপনার এই রূপকে আশ্রয় করিলাম যেহেতু

একং উপাস্যেযু মুখাং যতো বিশ্বসৃজং । অতএব অবিশ্ব
বিশ্বস্মাদন্যৎ । কিঞ্চ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভূতানামিন্দ্রিয়া
গাঞ্চাত্মানং কারণমিত্যর্থঃ । নম্নেবমপি সৌপাদিকমে
তদবর্জাচীনমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ তদেবেদং । হে ভুবনমঙ্গ
যত স্তে ত্বয়া অস্মাকমুপাসকানাং মঙ্গলায় ধ্যানে দর্শিঃ
নম্রবক্তৃ বত্সাভিনিবেশিত চিত্তানামস্মাকং সৌপাদিক
দর্শনং যুক্তমিতি ভাবঃ । অতস্তভ্যং নমোহনুবিধেম অনু
ব্রত্যা করবাম । তর্হি কিমিতি কেচিন্মাং নাদ্রিযতে

ইহাই আশ্রয়ের যোগ্য, এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ॥ ৭৬ ॥

আপনার এই রূপ এক অর্থাৎ উপাস্য সকলের মধ্যে
মুখ্য যেহেতু ইহাই বিশ্ব সৃজনকারী । অতএব ইহা অবিশ্ব
অর্থাৎ বিশ্ব হইতে ভিন্ন ॥

অপর এইরূপ ভূতেন্দ্রিয়াত্মক অর্থাৎ ভূত ও ইন্দ্রিয়
সকলের কারণ ইহাই তাৎপর্য্য । ভগবান্ যদি এরূপ বলেন
অহে ! যদি এ প্রকার হইল তবে আমার এই রূপ সৌপাদিক
অর্থাৎ উপাদি বিশিষ্ট হইল এই আশঙ্কায় কহিতেছেন, সেই
রূপই এই ॥

হে ভুবনমঙ্গল ! যেহেতু আমরা যে উপাসক আমা-
দিগকে ধ্যানযোগে আপনি এইরূপ দর্শন দিয়াছেন । কেন না
আমরা অব্যক্তবত্সে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিয়াছি আমাদের
সৌপাদিক দর্শন যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না ইহাই ভাবার্থ ।

তত্রাহ ॥ ৭৭ ॥

যো না দৃত ইতি । অসৎ প্রসঙ্গৈঃ নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠৈ-
রিত্যেযা অত্র কল্পিতমপ্যর্থান্তরং তস্য বিদ্বদগণ গুরুত্বান্ন-
সংভবত্যেবেতি ব্যঞ্জিতং । নহ্যবক্ত বজ্জৈতি । উক্তং
চৈতৎ স্তুতিতঃ প্রাক্ । অব্যক্তবজ্জাভিনিবেশিতায়েতি
মং নাদ্রিয়ন্ত ইতি বিগ্রহরূপং গামিত্যেবার্থঃ । বিগ্রহ-
গৈব পরব্রহ্মরূপত্বেন স্থাপিতত্বাৎ ॥ ৭৮ ॥

অতএব যে বিগ্রহমেতাদৃশ তয়ানমন্যন্তে তে বিদ্বদনু-

অতএব আমরা অনুরক্তি দ্বারা আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৭৭ ॥

ভগবান্ যদি এরূপ কহেন তবে কেন আমাকে কেহ
কেহ আদর করে না এই আশঙ্কায় কহিতেছেন “যোনা দৃত
ইতি” যাহারা অসৎ প্রসঙ্গ অর্থাৎ নিরীশ্বর বাদি কুতর্কনিষ্ঠ
তাহারাই আপনাকে আদর করে না ॥

অপর এস্থলে কল্পিত অর্থান্তরও সম্ভবে না, যেহেতু তিনি
ব্রহ্মান্ সকলেরও গুরু ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে । “নহ্য
ব্যক্তবজ্জৈতি” স্তবের পূর্বে ইহা কথিত হইয়াছে, যথা
“অব্যক্ত বজ্জাভিনিবেশিতাত্মা” আমাকে আদর করে না
অর্থাৎ বিগ্রহরূপি আমাকে আদর করে না এই অর্থ, কেননা
শ্রীবিগ্রহ পরব্রহ্মরূপে স্থাপিত হইয়াছে ॥ ৭৮ ॥

অতএব যাহারা পরব্রহ্মরূপে শ্রীবিগ্রহকে না মানে তাহারা

ভব বিরুদ্ধমতো নেশ্বরমপি সন্যন্ত ইত্যাহ নিরীশ্বরেতি
অতএব যে তু ত্বদীয় চরণাম্বুজকোবগন্ধমিত্যাদাবনন্ত
পদ্যে তু শব্দেন যো নাদৃত ইত্যাদ্যন্তেভ্যো বহিম্ণু-

বিদ্বান্গণের অমূল্য বিরুদ্ধাশী, স্তূতরাং তাহারা ঈশ্বরকে
মানে না এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন “নিরীশ্বরেতি” অতএব
৩ঙ্করের ৯ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে ।

“যেতু ত্বদীয় চরণাম্বুজ কোমলগন্ধং

জিহ্বান্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতবাতনীতং ।

ভক্ত্যা গৃহীতচরণা পর্যাচ তেমাং

নাটৈশ্চি নাথ হৃদয়াম্বুরূহাং স্পৃগমাং”

অর্থাৎ হে প্রভো ! আদর পূর্বক তোমার চরণ ভজন
করিলেই কৃতার্থ হওয়া যায়, যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণ
পঙ্কজের মৌরভ বেরূপ বায়ু যোগে প্রাপ্ত হইয়া কর্ণ বিবর
দ্বারা আশ্রয় করেন অর্থাৎ অতিশয় আদর পূর্বক তোমার
কথা শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং পরমভক্তি সহকারে তোমার
চরণপদ্ম সর্ব্ব পুরুষার্থ সার বলিয়া গ্রহণ করেন, সেই সকল
ব্যক্তিই তোমার আপনারই পুরুষ । হে নাথ ! তাহাদের
হৃদয়পদ্ম হইতে কখন দূরগত হয়েন না, অর্থাৎ আপনি
নিতাই তাহাদের হৃদয়ে প্রকাশমান হইয়া থাকেন ॥

এই পদ্যে তু শব্দ দ্বারা আর “যো নাদৃত অর্থাৎ তরা

কনভা ইত্যনেনাং প্রাশস্তাং নমুন শ্রীভগবদ্রূপ নির্ভা
নামেব প্রাশস্তাং তন্যামা ত শব্দেন প্রমাণেন ভক্ত্যা গৃহীত
চরণ ইত্যনুভবেন্য প্রাশস্তামুক্তং ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারায়ণঃ ॥ ৭৯ ॥

এবং । অবশ্যবিতারিতয়া প্রতীতস্য শ্রীঋষভদেবস্যপি
বিগ্রহঃ এবং যোজ্যতে ॥

যথা ॥

ইদং শরীরং মম ছুর্বিভাব্যং

তত্ত্বং হি মে হৃদয়ং যত্র ধর্ম্যঃ ।

ইহা ভুবন মাল নামণ্যেয়” এই পদ্যে যে আদর করে না,
এই ছুট শ্লোকে উক্ত বহিমূর্খ জন হইতে বিলক্ষণরূপে
নির্দিষ্ট শব্দশ ভগবানের রূপ নির্ভা ব্যক্তিদিগের বেদরূপ বায়ু-
দ্বারা নীচ এই শব্দ প্রমাণ দ্বারা তথা “ভক্ত্যা গৃহীত চরণ”
এই অনুভব দ্বারাও প্রাশস্ততা কথিত হইয়াছে ॥ ৭৯ ॥

এই প্রকারই অবশ্যবিতার রূপে প্রতীত শ্রীঋষভ দেবে-
রও বহিরূপ বিগ্রহ যুক্ত হইয়াছে ॥

যথা ৫ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে

শ্রীঋষভদেবের বাক্যে ॥

হে পুত্র ! আমার এই মনুষ্যাকার শরীর অবিচর্য্য অর্থাৎ
আমার ইচ্ছা বিগত, ইহা প্রাকৃত মনুষ্যের তুল্য নহে ।
আমার আমার হৃদয় তত্ত্বরূপ উহাতে শুদ্ধ সত্ত্ব ধর্ম্মই বিরাজ-

পৃষ্ঠে কৃতো মে যদধর্ম আরা

দতোহি মানুষভং প্রাহবার্ষ্যঃ ॥ ৫৪ ॥

ইদং মনুষ্যাকারং শরীরং হি নিশ্চিতং দুর্দ্বিভাব্যং দুর্কি
তর্ক্যং যত্নং তদেব । যত্রৈব ধর্মো ভাগবত লক্ষ
ণত্বৈব মে হৃদয়ং মনঃ । যদ্ব্যগ্নাৎ তদ্বিপরীতা দি লক্ষ
ণোহধর্মো ময়া পৃষ্ঠে কৃতঃ । ততঃ পরাঙ্গুখোহহং
ত্যর্থঃ । অতএব বক্তুরস্য শ্রীধ্বষভদেবস্য মর্দানন্ত
লীলাব্যাজেনান্তর্ধানমেব প্রাকৃত লোক প্রতীত্যনুস

মান । যে হেতু আমি অধর্মকে পশ্চাত্তাপে নিরাকৃত করি
য়াছি । অতএব আর্য্য ব্যক্তির আমাকে ধ্বষভ (শ্রেষ্ঠ
বলিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

তাৎপর্য্য । ইদং শব্দের অর্থ এই মনুষ্যাকার শরীর
হি শব্দের অর্থ নিশ্চয় । দুর্দ্বিভাব্য (দুর্দ্বিতর্ক্য) অর্থাৎ
তর্কের দ্বারা বাহ্য অনুভব হয় না এমন যে তত্ত্ব তাহা
যে স্থানে ধর্ম অর্থাৎ ভাগবত লক্ষণ ধর্ম, সেই স্থানে
আমার হৃদয় অর্থাৎ মনঃ । যে হেতু ভাগবত লক্ষণ ধর্ম
বিপরীতা দি লক্ষণ অধর্মকে আমি পশ্চাত্তাপে নিরাকৃত করি
য়াছি । এই কারণে তাহাতে আমি পরাঙ্গুখ ৷ অতএব মর্দ
ন্তিম লীলাচ্ছলে এই বক্তা ধ্বষভদেবের অন্তর্ধান প্রাক
লোকের অনুসারে ঐ প্রকার বর্ণিত হইয়াছে । অপ
ধ্বষভদেবের যে অন্তর্ধান বর্ণন তাহা আত্মারামদিগের রূপ

নৈব তু তথা বর্ণিতং । আত্মারামতা রীতিদর্শনার্থং ॥ ৭০ ॥
 তদুক্তং । যোগিনাং সাম্প্রায় বিদিশুশিক্ষয়িত্বিতি ।
 অতঃ স্বকলেবরং জিহাস্বরিত্যত্র কলেবর শব্দস্য প্রপঞ্চ
 এবাৰ্ণঃ । উপাসনাশাস্ত্রে তস্য তথা প্রসিদ্ধেঃ ॥ ৮১ ॥
 তথা অথ সমব্রবেণ বিধুঃ বেণুগংঘর্ষণজাতোগ্র দাবানল
 স্তদ্বনমালেগিহানঃ সহ তেন দদাহেত্যস্য বাস্তবার্থে তু
 তেন মহেতি কর্তৃগাহায্যে তৃতীয়া । গৌণমুখ্য ন্যায়েন

প্রদর্শন নিমিত্ত ॥ ৮০ ॥

এই বিষয় ৫ম স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে

উক্ত হইয়াছে যথা ॥

“যোগিনাং সাম্প্রায় বিদিশুশিক্ষয়িত্বিতি” কি প্রকারে
 দেহত্যাগ করিতে হয়, তাহা যোগিদিগকে শিক্ষা দিবার
 জন্য! অতএব স্বীয় কলেবর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া
 এখানে কলেবর শব্দের অর্থ প্রপঞ্চমাত্র । যে হেতু উপা-
 সনা শাস্ত্রে ঐ দেহের ঐ প্রকার অর্থ প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৮১ ॥

উক্ত রূপ ৫ম স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে যথা ॥

অনন্তর বায়ুবেগে সেই উপবনের বেণু সকল অতিশয়
 কম্পিত হইল, যে সকলের পরস্পর ঘর্ষণে ভয়ানক দাবানল
 সমুৎপন্ন হইয়া ঐ বনকে সর্বতোভাবে গ্রাস করত তাঁহার
 দেহের সহিত সমুদায়কে দগ্ধ করিয়া ফেলিল ॥

এই গদ্যের বাস্তবার্থ এই যে “তেন সহ” এই পদে কর্তৃ

কর্তব্যোৰ প্ৰাথমিক প্ৰৱৰ্ত্তেঃ । ততশ্চ দাশানল স্তব
বৰ্ত্তি তৰ্বাদি জীবানাং সূক্ষ্মং দেহং দদাহ শ্ৰীধামভদেৱ
সূক্ষ্মং দেহমিতি তস্য সৰ্বমোক্ষানুসন্ধেয়ং ॥ ৮২ ॥
স মৈঃ স্পৃষ্টোহভিদৃষ্টো বা সন্নিষ্টোহনুগতোহপিবা
কোশলাস্তে যযুঃ স্থানং যত্র গচ্ছন্তি যোগিন ইতিবৎ
ততোহনলসাপৰ্শ্যং বৰ্ণিত্বা তদ্বদন্তুৰ্দ্ধানমেব তাস্যপি
চ ব্যঞ্জিতং । অতএব ধামভ দেবানিৰ্ভাব তৃতীয়োহন্য

সাহায্যে তৃতীয়া বিভক্তি জানিতে হইবে, যে হেতু গোণ মুখ
ন্যায় দ্বাৰা কৰ্ত্তাতেই প্ৰথম প্ৰৱৰ্ত্তি হইয়াছে । অতএব দাশা
নল ঐ বনমধ্যবৰ্ত্তি বৃক্ষ প্ৰভৃতি জীব সকলৰ সূক্ষ্ম দেহ দা
কৰিয়াছিল, কিন্তু শ্ৰীধামভদেৱ স্মীয় সূক্ষ্ম দেহকে অন্তৰ্দ্ধা
কৰিয়াছেন, কেন না তিনি সকলৰ মোক্ষপ্ৰদ ইহা অনুসন্ধা
কৰিতে হইবে ॥ ৮২ ॥

৯ স্কন্ধেৰ ১১ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে যথা ॥

অযোধ্যা নিবাসী পুণ্যাভ্যা গে সকল ব্যক্তি সেই ৰাম
চন্দ্ৰকে স্পৰ্শ অথবা দৰ্শন কৰিয়াছিলেন, কিন্তু যাহাৰ
তাঁহাকে উপবেশন কৰাইয়াছিলেন অথবা যাহাৰা তাঁহা
অনুগত হইয়াছিলেন তাঁহাৰা সকলেই যোগিগণ যে স্থা
যান তথায় গমন কৰিয়াছিলেন, ইহাৰ ন্যায় ॥

সেই হেতু অগ্নিসাধ্য ধৰ্ম্ম বৰ্ণন কৰিয়া তদুপ অৰ্থাৎ
অগ্নিৰ ন্যায় ধামভদেৱৰ অন্তৰ্দ্ধান বৰ্ণন কৰিয়াছেন । অত

ইত্যেবোক্তঃ নতু তজ্জগোতি ॥ ৫ ॥ ৫ ॥ শ্রীঋষভদেব
স্বপুত্রান্ ॥ ৮৩ ॥

নস্বৈং ঋষভদেবম্যাপি বিগ্রহে তাদৃশতা চেৎ কিমুত
স্বয়ং ভগবত ইত্যাহ তথাচ ॥

মূনিগণ নৃপপর্য্যাক্ষু লেহন্তঃ

মদুমি যুদিস্তির রাজসূয় এমাং ।

অহর্নমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো

মম দৃশি গোচর এম আবিরাভা ॥ ৫৫ ॥

টীকাচ । এষা জগতামাত্রা মম দৃশি গোচরঃ দৃষ্টিষয়ঃ

এব ঋষভদেবোব আনির্ভাব এই ৫ম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে
২১ শ্লোকে কথিত হইয়াছে কিন্তু জন্ম বর্ণিত হয় নাই ॥ ৮৩ ॥

অহে ! এই রূপ যখন ঋষভদেবের বিগ্রহে উক্ত প্রকার
ধর্ম হইল তখন স্বয়ং ভগবানের কথা আর কি বলিব এই
অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ॥

১ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে ভীষ্ম বাক্য যথা ॥

যুদিস্তিরের রাজসূয়ে সভার মধ্যস্থান মূনিগণে এবং রাজ-
সূয়ে সংকীর্ণ হইয়াছিল, সেই সময়ে এই ভগবানই সকলের
অশ্চর্য্যরূপ দর্শনীয় হইয়া সর্ব সঙ্গীপে পূজা প্রাপ্ত হয়েন,
সেই এই জগদাত্রা আমার সমক্ষে বর্তমান, অহো আমার
কি ভাগ্য ? ॥

ইহার টীকা এই । এই জগতের আত্মা আমার নেত্র-

সন্নাবিঃ প্রকটোবর্ততে অহো ভাগ্যমিতি ভাব ইত্যোষা

১ ॥ ৯ ॥ ভীষ্মঃ শ্রীভগবন্তুং ॥ ৮৪ ॥

তথৈবচ ॥

রূপং যত্তদিত্যা'দৌ ম ত্বং সাক্ষাদ্বিস্ময়দধ্যাত্মাদীপ ইতি ॥১০

যত্ত্বং কিমপি রূপং বস্তু গ্রাহ্য বোদাঃ । কিন্তুদ্বস্ত্ব তদাহ

গোচর অর্থাৎ নয়নের বিষয় হইয়া “আদিঃ” অর্থাৎ প্রকট
রূপে বর্তমান রহিয়াছেন, অহো আমার কি ভাগ্য ? ॥ ৮৪ ॥

উক্ত রূপই ১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে

শ্রীদেবকীবাক্য যথা ॥

“রূপং যত্ত্বং গ্রাহ্যব্যক্তমান্যং

ব্রহ্মজ্যোতি নিগুণং নির্বিকারং ।

সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং

ম ত্বং সাক্ষাদ্বিস্ময়দধ্যাত্মাদীপঃ ॥”

শ্লোকার্থ । দেবকী কহিলেন ভগবন্ ! বেদ সকলে
যাঁহাকে অনির্দিষ্টচনীয় কার্য্য কল্প বস্তু বলিয়া বর্ণন করে
অর্থাৎ যাঁহাকে নিরীহ (সম্মিশ্রিত্রে কারণ) নির্বিশেষ
সত্তামাত্র, নির্বিকার, নিগুণ, জ্যোতিঃ স্বরূপ, বৃহৎ, আদ
অর্থাৎ মূলকারণ বলিয়া থাকেন, তুমি সেই বস্তু সাক্ষৎ
বিস্ময় অধ্যাত্ম দীপ, অর্থাৎ বুদ্ধাদি কারণ সমূহের প্রকাশক
অতএব আপনকার ভয় আশঙ্কা নাই ॥ ৫৬ ॥

তাৎপর্য্য । যে কোন অনির্দিষ্টচনীয় রূপকে বেদ সকল

অব্যক্তমিথ্যাাদি । এতৎ ভূতং কিমপি কার্যকল্যাং বস্তু যৎ
মদব সাক্ষাদক্ষিণোচরন্ত্বং বিষ্ণুরমি ॥ ৮৫ ॥

তথা গান্ধার্মিগণথণ্ডে শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীবেদব্যাস
বাক্যং ॥

ভ্রামহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুসূদন ।

যত্নং মত্যাং পরং ব্রহ্ম জগদেবানি জগদাতিং ।

বদন্তি বেদশিরসশ্চাক্ষুযং নাথ মেহস্ত তদতি ।

এত্র হেতুঃ অধ্যাত্মদীপঃ দেহি তৎ কারণ কার্য সংযপ্র-
কাশকত্বেনাবভায়মাণ ইত্যর্থঃ । এবম্ভূতম্য তব ন ভয়

বস্তু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । সেই বস্তু কি ? এই প্রশ্নে
নির্দেশ করেন তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই,
ইত্যাদি । এই প্রকার কোন অনির্দিষ্টনীয় কার্যকল্য যে
এত সেই তুমিই সাক্ষাৎ বিষ্ণু নেত্রগোচর হইলে ॥ ৮৫ ॥

তথা গান্ধার্মিগণথণ্ডে শ্রীভগবানের প্রতি
শ্রীবেদব্যাসের বাক্য যথা ॥

হে মধুসূদন ! আপনাকে চক্ষুর্বারা দেখিতে ইচ্ছা করি
বেদশির উপনিষদ মকল যে আপনাকে মত্যাং স্বরূপ, পরম
ব্রহ্ম, জগতের উৎপত্তি এবং জগতের আশ্রয় বলিয়া বর্ণন
করেন, হে নাথ ! তাহাই আমার চক্ষুর্গোচর হউক ।

এই বিষয়ে কারণ এই । আপনি অধ্যাত্ম দীপ অর্থাৎ
দেহী ও তাহার কার্য কারণ সমূহের প্রকাশিত রূপে অব-

শঙ্কেতি ভাব ইত্যেয প্রকারানুরূপঃ জ্ঞানমি দর্শিত ভাবা
পেঁহপি শ্রীবিগ্রহ পর এব অন্যত্র ভয়সংভাবনানু-
পত্তেঃ ॥ ১০ ॥ ৩ ॥

শ্রীদেবকী শ্রীভগবন্তঃ ॥ ৮৬ ॥

অতন্তদংশানামপি তাদৃশত্বমাহ

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ মাত্রেক রসমূর্ত্তয়ঃ ।

অস্পৃষ্ট ভূরি মাহাত্ম্য গপি হুপানিয়দৃশং ॥ ৫৭ ॥

টীকা ৮। সর্বেষাং মূর্ত্তিগন্ধে প্যাবিশেষমাহ সত্যজ্ঞানেতি

ভাসমান হইয়া রহিয়াছেন। অতএব এই প্রকার আপনার
ভয় শঙ্কা নাই ॥

এই প্রকরণের অনুরূপ শ্রীধরস্বামী যে ভাবার্ণ দেখাই-
য়াছেন তাহাও শ্রীবিগ্রহ পর জানিতে হইবে, তাহা না হইলে
অন্যত্র অর্থাৎ অগ্নিগ্রহ ব্রহ্ম রূপে ভয় সম্ভাবনার উৎপত্তি
হইত পারে না ॥ ৮৬ ॥

অতএব তাঁহার অংশ সকলেরও তাদৃশ করিতেছেন।

১০ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে যথা ॥

হে মহারাজ ! সত্য, জ্ঞান, অনন্ত এবং আনন্দমাত্র রূপ
যে ব্রহ্ম তাহাই তাঁহাদিগের মূর্ত্তি হইয়াছিল অতএব তাহা
দিগের মাহাত্ম্য জ্ঞান চক্ষু গান্ধিত জনগণেরও স্পর্শ বোধ্য
হয় নাই ॥ ৫৭ ॥

এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

সত্যশ্চ জ্ঞানরূপশ্চ অনন্তশ্চ আনন্দরূপশ্চ তত্রা-
তদেকমাত্রাঃ বিজাতীয় সম্ভেদ রহিতাঃ তত্রাপিচ এক-
বাসাঃ সনৈকরূপা মূর্তয়ো যেষাং তে । যদ্বা । সত্য-
নাদি মাত্রৈকরসং যদ্বজ্ঞ তদেব মূর্তিঃ স্যেযামিতি । অত-
এব উপনিষৎ আত্মজ্ঞানং সৈব দৃক্ চক্ষুর্দেহাং তেষামপি
হি নিশ্চতং অস্পৃক্ত ভূরি মাহাত্ম্য্য ন স্পৃক্তং স্পর্শা-
যোগ্যং ভূরি মাহাত্ম্য্যং যেষাং তে তথা ভূতাঃ স-
বাদৃশাস্ত ইত্যেযা ॥ ৮৭ ॥

অত্র মাত্র পদং তদ্বর্ণাদীনাং স্বরূপান্তরঙ্গ ধর্ম্মস্বং বোধ-
য়তি । নহত্রোপরস্মিন্নর্থো মূর্তিশব্দঃ কেবলাত্মপর ইতি

সকলের মূর্তি বিশিষ্টত্বেও অবিশেষ কহিতেছেন, সত্য
জ্ঞান এই শ্লোকে যথা । যাঁহাদিগের মূর্তি সত্য, জ্ঞানরূপ
অনন্ত ও আনন্দরূপ হইয়াও একমাত্র অর্থাৎ বিজাতীয়
রহিত । তাহাতেও আবার একরস অর্থাৎ যাঁহাদের
সকল সর্ব্বদাই একরূপ । অথবা সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, অ-
মাত্র ও রস যে ব্রহ্ম তিনিই যাঁহাদের মূর্তি হইয়াও
অতএব উপনিষৎ (আত্মজ্ঞান) যাঁহাদের চক্ষু হই-
উহারও যাঁহাদের ভূরি মাহাত্ম্য্য স্পর্শ করিতে যোগ্য হ-
না, তক্রপ সেই সকল অংশ দৃষ্ট হইলেন ॥ ৮৭ ॥

এই স্থলে মাত্র পদ ঐ সকল বর্ণাদির, স্বীয় স্বীয় অন্তরঙ্গ
ধর্ম্মত্বকে বুঝাইতেছে । এ স্থলে অপর শরীর বিষয়ে মূর্তি

স্বামিনঃ শ্রীশুকদেবস্য বা মতং লক্ষণায়াঃ কষ্টকল্পনা
 ময়ত্বাং । অস্পৃষ্টেত্যত্র অস্পৃষ্টেতি ভূরি মাহাত্ম্যোতি
 অপীতি উপনিষদৃগিতি । পদচতুষ্টয়স্যৈব ব্যাস্তস্য সম-
 স্তস্য চ সারস্য ভঙ্গ প্রসঙ্গাৎ উক্ত প্রকরণানুরোধাৎ ।
 তে চক্ষতাঙ্ক বিষয়ং স্বসমাধি ভাগ্যমিত্যাছাদাহরিষ্যমাণা
 সুনারাং । স্বস্থখেতাদি শ্রীশুকহৃদয় বিরোধাত্ । .অত-
 এ৷ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘনঃ বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তয়ে । ত্রযোব নিত্য

শব্দ কেবল আত্মাপর শ্রীধরস্বামী অথবা শ্রীশুকদেবের মত
 নহে যে হেতু লক্ষণা করিতে হইলে তাহা কষ্ট কল্পনা
 স্বরূপ হয় ॥

“অস্পৃষ্টেতি” এ স্থলে অস্পৃষ্ট, ভূরি মাহাত্ম্য, অপি,
 উপনিষৎ দৃক্, এই চারিটি পদেরই ব্যাস্ত ও সমস্তের অর্থাৎ
 প্রত্যেক ও সমুদায়ের স্বাস্ত্রের (অভিপ্রায়ের) ভঙ্গ, উক্ত
 প্রকরণের অনুরোধ, তথা ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকে
 সনকাদি মুনিগণ আপনাদিগের সমাধি দ্বারা লভ্য ফল স্বরূপ
 যে ব্রহ্ম তিনি যেন নয়ন গোচর হইলেন, ইত্যাদি যাহা উদা-
 হরণ করা হইবে তদনুসারে, আর ১২ স্কন্ধের ১২ অধ্যায়ের
 “স্বস্থ নিভৃতচেতা” ইত্যাদি ৫২ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের হৃদ-
 যের বিরোধ হেতুও, অতএব ১০ স্কন্ধের ৩৭ অধ্যায়ে ২০
 শ্লোকে “বিশুদ্ধ জ্ঞান ঘন।” ঐ স্কন্ধের ২৭ অধ্যায়ে ২১
 শ্লোকে “বিশুদ্ধ বিজ্ঞান মূর্ত্তয়ে”। ঐ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে

স্বথবোধ তনাবিত্যাদি বাক্যানি ন লাক্ষণিক তয়া কদর্থনী
য়ানি ॥ ৮৮ ॥

তথৈব । আনন্দমূর্ত্তিমুপগৃহ্য দৃশ্যমলকমিত্যাদৌ দোৰ্ভ্যাং
স্তনাস্তরগতং পরিরভ্য কাস্তমানন্দমূর্ত্তিমজহাদতি দীর্ঘতাপ-
মিত্যাদৌ চ দর্শনালিঙ্গনাত্যামন্যার্থত্বং ব্যবচ্ছিদ্যতে ॥ ৮৯ ॥

২২ শ্লোকে “ত্বয়্যেব নিত্য স্বথবোধ তনাবনন্তে ।” ইত্যাদি
বাক্য সকলকে লাক্ষণিক বলিয়া কুৎসিতার্থ করা যোগ্য
হইতে পারে না ॥ ৮৮ ॥

উক্ত প্রকারই ১০ স্কন্ধের ৪১ অধ্যায়ে ॥

“আনন্দ মূর্ত্তি মুপগৃহ্য দৃশ্যমলকং” অর্থাৎ মধুরাবাসি
জীগগ উদ্ঘাটিত নেত্ররূপ দ্বার দিয়া মনো মধ্যে প্রাপ্ত আনন্দ
সেই বিভূকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার অপ্রাপ্তি জন্য অনন্ত
ব্যথা বিসর্জন করিল । এই ২৫ শ্লোকে তথা ঐ দশমের
৪৮ অধ্যায়ে কুজার প্রসঙ্গে “দোৰ্ভ্যাং স্তনাস্তরগতং পরিরভ্য
কাস্তমানন্দমূর্ত্তিমজহাদতি দীর্ঘতাপং” ইত্যাদি ৬ শ্লোকে অর্থাৎ
কুজা দুই স্তনের মধ্যগত আনন্দ মূর্ত্তি কাস্তকে দুই বাহু দ্বারা
আলিঙ্গন করত দীর্ঘ কালীন সম্ভাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,
ইত্যাদি স্থলে দর্শন ও আলিঙ্গন দ্বারা অন্যার্থকে নিরাস
করিতেছেন ॥ ৮৯ ॥

উক্তঞ্চ মহাবারাহে ॥

সর্বৈ নিত্যাঃ শাস্তাশ্চ দেহাস্তস্য পরান্ননঃ ।

হেয়োপাদেয় রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ ।

পরমানন্দ সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বতঃ ।

দেহদেহিভির্দা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে কচিদিতি ॥ ১৭ ॥ ১০

শ্রীশুকঃ ॥ ৯০ ॥

ইথমেবাভিপ্রেত্যা হ ।

কৃষ্ণেনমবেহিত্ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং ।

জগদ্ধিতায় মোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়ায়া ॥ ৫৮ ॥

মহাবরাহপুরাণে এই বিষয় কথিত হইয়াছে যথা ॥

পরমাত্মার যে সকল দেহ আছে তৎ সমুদায় নিত্য, শাস্ত এবং হেয় ও উপাদেয় রহিত, সেইমূর্ত্তি সকল অপ্রাকৃত পরমানন্দ রাশি ও সর্বতোভাবে জ্ঞান মাত্র, এই ঈশ্বর কখন দেহ দেহি ভেদ নাই ॥ ৯০ ॥

শ্রীশুকদেবও এই প্রকারই অভিপ্রায় করিয়া কহিয়াছেন ॥

১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোকে যথা ॥

রাজন্ ! তুমি ঐ শ্রীকৃষ্ণকে অখিল দেহির আত্মা বলিয়া জানহ, তিনি জগতের হিতার্থ মায়া দ্বারা এখানে দেহির ন্যাঃ প্রকাশ পাষ্টতেছেন ॥ ৫৮ ॥

ঐ অধ্যায়ের ১ প্রথম শ্লোকে যথা ॥

“নৌমীড়্যতেহত্ৰ বপুষে তড়িদম্বরায়

এনং নৌমৌড্যতেত্ৰ বপুষ ইত্যাদি বর্ণিতরূপং অবৈহি
মংপ্রসাদলক্ৰ বিশ্বভয়েবানুভব নহু তর্কাদিনা বিচারয়ে-
তার্থঃ এবং ভূতোহপি মায়ায়া কৃপয়া জগদ্ধিতায় সর্ব-

গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছ লসম্মুখায় ।

বন্যস্তজে কবলবেত্র বিমাণবেণু

লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়”

শ্লোকার্থ । হে রাজন্ ! নিজকৃত অপরাধ নিমিত্ত ভীতি
বশতঃ কম্পিত কলেবর হইয়া ভগবন্মহিমার পার না পাও-
য়াতে যথা দৃষ্ট রূপমাত্র কৌতূহল পূর্বক ব্রহ্মা কহিলেন, হে
ঈশ ! (স্তবনীয়া) আপনাকে প্রসন্ন করাইবার নিমিত্ত আপ-
নারই স্তব করি, প্রভো ! আপনার শরীর নবনীরদের ন্যায়
শ্যামবর্ণ । তদীয় বসন বিদ্যুৎ সদৃশ পীত, গুঞ্জার কর্ণ ভূষণ
এবং ময়ূরপুচ্ছের শিরোভূষণে আপনার বদন অতিশয় শোভ
মান । আপনি গলদেশে বনমালা ধারণ করিয়াছেন, কবল
(গ্রাস) বেত্র, শৃঙ্গ, বেণু ইত্যাদির চিহ্ন দ্বারা আপনার অতি-
শয় শোভা হইয়াছে । প্রভো ! আপনার দুইটি পাদপদ্ম
অতিশয় মৃদু, আপনি গোপরাজ নন্দের অঙ্গজ ॥

“এনং” শব্দে উপরিস্থ বর্ণিত শ্লোকের বর্ণিত রূপই
শ্রীকৃষ্ণের রূপ জানিবা অর্থাৎ আমার প্রসাদ লব্ধ জ্ঞান দ্বারা
অনুভব কর, তর্কাদি দ্বারা বিচার করিও না । ভগবান্ এই
রূপ হইয়াও মায়া (কৃপা) দ্বারা জগতের হিতের নিমিত্ত

স্যাপি স্বাত্মানং প্রতি চিত্তাকর্ষণায় দেহীষ জীব
আভাতি ক্রীড়তি । ইব শব্দেন শ্রীকৃষ্ণস্ত ন জীব
পৃথক্ দেহং প্রবিষ্টবানিতি গম্যতে ॥ ৯১ ॥

অতএব শ্রীবিগ্রহস্য পরমপুরুষার্থ লক্ষণত্বমুক্তং শ্রী
বেণ । সত্যো শিমোহি ভগবৎস্তবপাদপদ্ম মাশীস্তন্যচূত
তঃ পুরুষার্থ মূর্ত্তে রিত্যত্র হে ভগবন্ পুরুষার্থঃ পংমান

অর্থাৎ আপনার প্রতি সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করি-
মিমিত্ত দেহির ন্যায় অর্থাৎ জীবের মত “আভাতি” অর্থ
ক্রীড়া করেন । দেহির এই পদে ইব শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ জী-
ন্যায় পৃথক্ দেহে প্রবেশ করেন নাই ইহাই বোধ হইল ॥ ৯১

অতএব শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহের পরমপুরুষার্থ স্বরূপত্ব ব-
করিয়াছেন । ৪ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে যথা ॥

হে ভগবন্! আপনকার মূর্ত্তি পরম আনন্দ স্বরূপ,
সকল পুরুষ নিকাম হইয়া আপনাকেই পুরুষার্থ জানি
ভজনা করেন, তাহাদের পক্ষে যদিও আপনকার পাদপা-
রাজ্যাদি অপেক্ষাও পরম অর্থ ইহা সত্য, তথাচ হে স্বামিন্
যেমন যেমু অস্তবৎসকে দুগ্ধ পান করায় এবং বৃকাদি হিং-
জন্তু হইতে রক্ষা করে, তাহার ন্যায় অতি দীন ও সকাশ
আমরা, আমরাগিকে আপনি সংসার হইতে রক্ষা করি-
থাকেন, কারণ, আপনি সর্বদা লোকের হিতসাধনার্থ তৎপর

মদ্রব মূর্তির্বস্য তস্য তব পাদপদ্মং আশিষো রাজ্যাদেঃ
মক্‌শাং সত্যা অশীঃ পরমার্থ ফলং হি নিশ্চিতং । কস্য
তথা তেন প্রকারেণ ত্রমেব পুরুষার্থ এব ইত্যেবং নিক্রাম
তথাহনুভজত ইত্যেবা ॥ ১০ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুকঃ ॥ ৯২ ॥

ততঃ শ্রীশব্দ প্রতিপাদ্যঃ যদ্রুদ্রা তচ্ছ্রীবিগ্রহ এবৈতু্যপ
সংহারযোগ্যং বাক্যমাহ ॥

তাবং প্রসম্মো ভগবান্ পুরুষাঙ্কঃ কুতে যুগে ।

দর্শনামাস তং কৃতং শব্দং ব্রহ্ম দধত্বপুঃ ॥ ৫৯ ॥

তাৎপর্য্য । এই শ্লোকে হে ভগবন্ ! পুরুষার্থ অর্থাৎ যে
পরমানন্দ তাঁহাই যাঁহার মূর্তি সেই তুমি, তোমার পাদপদ্ম
‘আশীঃ’ অর্থাৎ রাজ্যাদি অপেক্ষা “সত্যা অশীঃ” অর্থাৎ
পরমার্থ ফল ইহাই নিশ্চিত । আপনি কাহার সম্বন্ধে ঐ
রূপে পুরুষার্থ হইলেন, এই আকাঙ্ক্ষায় কহিতেছেন, যাঁহার
নক্ষা হইয়া আপনাকেই পুরুষার্থ জানিয়া ভজনা করেন,
যাঁহাদের সম্বন্ধে আপনিই পুরুষার্থ ॥ ৯২ ॥

অতএব শব্দ প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম তাহাই শ্রীবিগ্রহ এই
বিষয়ের সমাপন যোগ্য বাক্য কহিতেছেন ॥

৩ স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে যথা ॥

সত্যযুগে পদ্মলোচন ভগবান্ কর্দ্দম ঋষির তপস্যায় প্রসন্ন
ইয়া তাঁহাকে শব্দের এক বেন্দ্য যে ব্রহ্ম তন্ময় রূপ ধারণ

বহুপুর্দধং প্রকাশয়মসৌ শুক্লাখ্যো ভগবান্ কৃতে :
বর্ততে । তদেব শব্দ প্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম পরম তত্ত্বং
কর্দমং প্রতি দর্শয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ২১ ॥

শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ১৩ ॥

তদেবং সিন্ধে ভগবতস্তাদৃশে বৈলক্ষণ্যে দৃশ্যত্বাৎ
ষট্‌বিদিত্বাদ্যসদমুমানং ন সম্ভবতি কালাত্যয়োপদ্বিকৃত্বা
তদেতদভিপ্রৈত্য তস্মিন্ সত্যতা পুরস্কৃতং ষড়্‌ভাববি
রাদ্যভাবং স্থাপয়ন্ পূর্ণস্বরূপত্বমভ্যুপগচ্ছতি ॥ ১৪ ॥

একস্তুমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ

কারয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

এই শুক্ল নামক ভগবান্ সত্যযুগে যে শরীর প্রক
করিয়া বর্তমান হয়েন সেই শরীরই শব্দ প্রতিপাদ্য পরম ত
ব্রহ্ম, তাহাই কর্দমকে দেখাইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

এতএব এই প্রকারে ভগবানের তাদৃশ বৈলক্ষণ্য বি
হইল, কেননা দৃশ্যই প্রযুক্ত ষটাদির ন্যায় এই সকল অ
অনুমান সম্ভব হয় না । কাল কর্তৃক ঐ সমুদায়ের বিন
হইয়া থাকে ॥

অতএব এই অভিপ্রায়ে ঐ ভগবান্ সত্যতা পূর্বক জ
প্রভৃতি ছয় বিকারের অভাব সংস্থাপন করত পূর্ণ স্বরূপ
স্বীকার করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

দশমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে যথা ॥

মতঃ সযং জ্যোতিঃরনন্ত আদ্যঃ ।

নিত্যোহক্ষরোহজস্রস্তথো নিরঞ্জনঃ

পূর্ণেহিব্রয়োযুক্ত উপাধিতোহমৃতঃ ॥ ৬০ ॥

নৌমীভাত ইত্যাদিনা স্তব্যত্বেন প্রতিজ্ঞাত রূপমপভূ
বপূর্বাদি লক্ষণস্তং এক এব মর্কেষামাত্মা পরমাশ্রয়ঃ ।

ভগবন্! এক আপনি মত, যে হেতু আপনি আত্মা
অর্থাৎ দৃশ্য নহেন হুতরাং যিনি আত্মা তিনি অবশ্য মত,
প্রভো! আপনি আদ্য অর্থাৎ সকলের কারণ, অতএব আপ-
নার জন্ম নাই। ভগবন্! আপনি যে আদ্য (কারণ) তাহার
হেতু এই আপনি পুরাণ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাঙ্গি কার্যের পূর্বাধি
বর্তমান আছেন। তাহার কারণ স্রষ্টিতে আপনাকে পুরুষ
বলিষাছেন, পুরুষের অর্থ পূর্বে বর্তমান। অপর আপনি
নিত্য অর্থাৎ সনাতন, ইহাতে আপনার জন্মান্তর ও অস্তিত্ব
লক্ষণ বিকার নাই, আর আপনি পূর্ণ, অজস্র স্তথ, অক্ষর ও
অমৃত, হুতরাং আপনার বুদ্ধির পরিণাম, অপক্ষয় অথবা
বিনাশ নাই, অপিচ আপনি অনন্ত ও অদ্বয় অতএব দেশ
কাল পরিচ্ছেদ এবং বস্তু পরিচ্ছেদ শূন্য। অধিকন্তু আপনি
সযং জ্যোতিঃ নিরঞ্জন এবং উপাধি বর্জিত ॥ ৬০ ॥

উক্ত অধ্যায়ের নৌমীভাতে ইত্যাদি ১ শ্লোকে স্তবনীয়
সরূপে নবনীরদের ন্যায় শ্যামসুন্দর বপু এই প্রতিজ্ঞাত রূপ
আপন এক মাত্র। কিন্তু সকলের আত্মা অর্থাৎ পরম আশ্রয়

তদুক্তং । একোহসি প্রথমমিতি । কৃষ্ণমেনমবেহিত্ব মাত্ম-
নমখিলাজ্ঞানমিতি চ । যতস্তমাত্মা তত এব সত্যঃ পরমা-
শ্রয়স্য সত্যতামবলম্ব্যবান্যেষাং সত্যত্বাৎ ত্বয়োব সত্য-
ত্বস্য মুখ্যা বিশ্রাস্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৯৫ ॥

তদুক্তং । সত্যব্রতং সত্যপরমিত্যাदि । নচ ত্বয়ি জন্মা-

হইয়াছেন ॥

অতএব উক্ত অধ্যায়ের “একোহসি প্রথমঃ” ॥

অর্থাৎ আপনি প্রথমে একাকী ছিলেন, তাহার পর আপ-
নিই সমস্ত ব্রজবাসী বান্ধব এবং সগুদায় বৎস হইলেন এই
১৮ শ্লোকে তথা “কৃষ্ণমেনমবেহিত্বমাত্মানমখিলাজ্ঞানং” অর্থাৎ
শ্রীকৃষ্ণকে অখিল দেহির আত্মা বলিয়া জ্ঞানহ। এই ৫২
শ্লোকেও । যে হেতু তুমি আত্মা অতএব সত্য । কারণ
যখন পরমাত্মার পদার্থের সত্যতা অবলম্বন করিয়া অনোর
সত্যত্ব হয় তখন আপনি হে কৃষ্ণ আপনাতেই সত্যত্বের মুখ্য
বিশ্রাগ আছে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ৯৫ ॥

উল্লিখিত বিষয় ১০ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে যথা ॥

“সত্যব্রতং সত্যপরং ।” অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনি
সত্যব্রত অর্থাৎ আপনকার সংকল্প সত্য, সত্যই আপনাতে
শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি সাধন অর্থাৎ সত্যচরণ দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত
হওয়া যায় ॥

অপর আপনাতে জন্মাদি ছয় বিকার অর্থাৎ জন্ম

দযো বিকারাঃ সম্ভূত্যাহ আদ্যাঃ কারণং । একোহসি
প্রথমমিত্যাদৌ তাদৃশত্বদৃষ্টঃ । অতো ন জন্ম কিন্তু প্রত্য-
ক্ষত্বং হরেজন্ম ন বিকারঃ কথঞ্চনেতি । পাদ্মরীতিক
মেব ॥ ৯৬ ॥

অতএব স্কান্দে ॥

অনিষ্টায় পরং দেহমানন্দাঙ্গানমব্যয়ং ।

আরোপয়ন্তি জনমং পঞ্চভূতাত্মকং জড়মিতি ॥

আদ্যাত্মে হেতুঃ । পুরুষঃ পুরুষাকার এক সন্ পুরাণঃ

আন্তর (বর্তমান) বুদ্ধি, পারণাম, অক্ষয় ও বিনাশ এই ছয়
নাই, এই বিষয় কথিতেছেন, আপনি আদ্য অর্থাৎ কারণ,
যে হেতু ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে “একোহসি প্রথমঃ ।”
অর্থাৎ তুমি প্রথম এক ছিণে, এই ১৮ শ্লোকে দৃষ্ট হই-
য়াছে । অতএব আপনকার জন্ম নাই ॥ ১ ॥

কিন্তু হরির জন্ম, প্রত্যক্ষই বটে কোন ক্রমে তাহা বিকৃত
নহে, পদ্মপুরাণের এই রীতি অনুসারে ইহাই সিদ্ধ হইল ॥৯৬

অতএব স্কন্ধপুরাণে যথা ॥

পরমেশ্বরের পরম অবিনাশি আনন্দময় যে দেহ তাহা
জানিতে না পারিয়া তাহাতে জন্ম বিশিষ্ট পঞ্চভূতাত্মক জড়
বলিয়া আরোপ করে ॥

ভগবানের আদ্যাত্মের প্রতি হেতু এই তিনি পুরুষ অর্থাৎ
পুরুষাকার হইয়াই পুরাণ, ইহার অর্থ পুরাতন হইয়াও নূতন

পূরাপি নরঃ । কার্য্যাৎ পূর্নমপি বর্তমান ইত্যর্থঃ ।

ঐতরেয়কশ্রুতিশ্চ ॥

আত্মৈবেদমগ্রা আসৌ পুরুষ বিধ ইতি । অতএব জন্মা-
স্তুরাস্তিত্ব লক্ষণং বিকারং বারয়তি । নিতাঃ সনাতন
মূর্ত্তিঃ । তথা পূর্নবিশ্বাদ্যাকাশরূপেহপি পূর্ণ ইতি বুদ্ধিঃ
অজস্র সূখো নিত্যমেব সূখরূপ ইতি পরিণামঃ । সূখসা-
পুংস্বং ছান্দসং ; বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মৈত্যত্রানন্দস্য ন
পুংসকত্ববৎ । তথা অক্ষর ইত্যপক্ষয়ং অমৃত ইতি
বিনাশং ॥ ১৭ ॥

অর্থাৎ কার্য্যের পূর্বেই বর্তমান ।

ঐতরেয় শ্রুতিতেও বলিয়াছেন ॥

পুরুষ রূপ এই আত্মাই সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন । অতএব
ভগবানের জন্মাস্তর রূপ অস্তিত্ব অর্থাৎ বিদ্যমানত্ব লক্ষণ
বিকার নিবারণ করিতেছেন, হে ভগবন্ ! আপনি নিতা
অর্থাৎ সনাতন মূর্ত্তি ॥ ২ ॥ তথা পূর্বের ন্যায় মধ্যম আকার
মহেও আপনি পূর্ণ । এতদ্বারা বুদ্ধি । ৩ । অপর আপনি
অজস্র সূখ সম্পন্ন অর্থাৎ নিত্য সূখ স্বরূপ । এতদ্বারা
পরিণাম । ৪ । এ স্থলে সূখ শব্দেও পুংলিঙ্গ প্রয়োগ হইয়াছে
ইহা ছান্দস । “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” এ স্থলে যেমন আনন্দ
শব্দের নপুংসকত্ব তদ্রূপ সূখ শব্দের পুংলিঙ্গত্ব জানিতে
হইবে ॥ ১৭ ॥

পূর্ণত্বে হেতুঃ অনন্তঃ অদ্বয় ইতি দেশ কাল পরিচ্ছেদ
রহিতঃ বস্তু পরিচ্ছেদ রহিতঃ হপি । অন্যস্যা তচ্ছক্তিভাৱ
তং বিনাহনবস্থানাং । তত্রামৃতত্বোপপাদনায় চতুর্বিধ
ক্রিয়াকলত্বঞ্চ বারয়তি । তত্রোৎপত্তিরাদ্য ইত্যনেনৈব
নিরাকৃতা । শিষ্টং ত্রয়ং স্বয়ং জ্যোতির্নিরঞ্জনঃ উপাধি-
শো মুক্ত ইতি পদত্রয়েণ ॥ ৯৮ ॥

অত্রচ প্রাপ্তিঃ ক্রিয়া বিজ্ঞানেন বা ভবেৎ । অত্র ক্রিয়ায়া
প্রাপ্তিরাত্মপদেনৈব নিরাকৃতা সর্বত্র প্রত্যগ্রূপত্বাৎ ।

তথা অক্ষর এই পদে অপক্ষয় । ৫ । এবং, অমৃত এই
পদে বিনাশ ॥ ৬ ॥ ৯৭ ॥

পূর্ণত্বে হেতু অনন্ত ও অদ্বয়, এতদ্বারা দেশ কাল পরি-
চ্ছেদ রহিত এবং বস্তু পরিচ্ছেদও রহিত । অন্যের ভগবৎ
শক্তিই প্রযুক্ত তাঁহা ব্যতিরেকে অন্যের অবস্থান হয়না । এ
স্থলে অমৃতত্বের উপপাদন নির্মিত চতুর্বিধ অর্থাৎ উৎপত্তি
প্রাপ্তি, বিকৃতি ও সংস্কার রূপ ক্রিয়া ফলকে নিরাকরণ করি-
তেছেন । তন্মধ্যে আদ্য এই বিশেষণ দ্বারা উৎপত্তি নিরাকৃত
হইয়াছে । অবশিষ্ট তিনটীকে স্বয়ং জ্যোতি, নিরঞ্জন ও
উপাধি হইতে মুক্ত এই পদদ্বারা নিরাকরণ করিতেছেন ॥ ৯৮

তন্মধ্যে আবার প্রাপ্তি, ক্রিয়া বা জ্ঞান দ্বারা হইয়া থাকে ।
এ স্থলে ক্রিয়া দ্বারা যে প্রাপ্তি তাহা আত্মা এই পদ দ্বারা
নিরাকৃত হইয়াছে, যে হেতু তিনি সকলের অন্তর্য্যামি স্বরূপ

তথা জ্ঞানতঃ প্রাপ্তিং প্রাপ্তি স্ময়ং জ্যোতিরাং ॥ ৯৯ ॥

তদ্বক্তাং ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রী-গতা ॥

মনীষিতানুভাবোহয়ং মম লোকাবলোকনমিতি । টীকা
এতচ্চ মংকুপয়ৈব ত্বয়া প্রাপ্তমিত্যাহ মনীষিতমচ্ছা
তুভাং দাতব্যমিতি যা মমেচ্ছা তস্য অনুভাবোহয়ং কো-
হসৌ তমাহ মম লোকস্যাবলোকনং যদিতোষা ॥

তথা জ্ঞান দ্বারা যে প্রাপ্তি তাহা স্বয়ং জ্যোতি এই পদ দ্বারা
নিরাকরণ করিতেছেন ॥ ৯৯ ॥

অতএব ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মার প্রতি ভগবান্ কহিয়াছেন যথা ॥

হে ব্রহ্মন্ ! তুমি যে আমার এই লোক দর্শন করিলে
ইহা আমারই ইচ্ছার প্রভাব অর্থাৎ শোমাকে ইহা দর্শন
করাইতে আমার অভিলাষ হইয়াছিল, তন্নিমিত্তই তুমি
দেখিতে পাইলে ? ।

এই শ্লোকের টীকা যথা ॥

তুমি আমার এই দর্শন আমার কৃপা দ্বারাই প্রাপ্ত হই-
য়াছ, ইহা কহিতেছেন । মনীষিত শব্দের অর্থ ইচ্ছা, তোমাকে
দিব এই যে আমার ইচ্ছা ইহা তাহারই অনুভাব । যদি বল
সেই অনুভাব কি ? এই প্রশ্নে সেই অনুভাব কহিতেছেন,
আমার লোকের যে অবলোকন তাহাই ॥

এই বিষয় কথিত হইয়াছে ॥

তদন্তঃ । ন্যাব্যক্তোহাপ ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিত
ইতি । ননু শ্রীভগবতোক্তং প্রতি বাসুদেবো ভগবতা
মিত্যাদিকং বিভূতি মধ্যে গণয়িত্বা সর্বান্তে মনোবিকারা
এবৈতে ইত্যুক্তং ॥ ১০০ ॥

সত্যং ভগবৎ প্রাচুর্য্য বিবক্ষয়া ছত্রিণো গচ্ছন্তীতিবৎ ।
তত্রৈবহি । পৃথবা বায়ুরাকাশ অপোজ্যোতিরহং মহান্ ।
বিকারঃ পুণ্যোব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরমিতাত্ত্র পর

ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও আপনার শক্তি দ্বারা
দর্শন দিখা থাকেন ॥

এ স্থলে পূর্বপক্ষ এই যে অহে ! ১১ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে
২৭ শ্লোক ভগবান্ উক্তপেত্র প্রতি বলিয়াছেন ভগবৎ সক-
লের মধ্যে আমি, এই বিভূতিযোগ মধ্যে গণনা করিয়া সর্ব-
শেষে অর্থাৎ ৪০ শ্লোকে, হে উক্তব ! এই সকল বিভূতি
আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, এ সমুদায়
মনের নিকার মাত্র ও বাক্যের বচনীয় মাত্র ইহাই কথিত
হইয়াছে ॥ ১০০ ॥

সত্য, প্রাচুর্য্য কথনেচ্ছা দ্বারা “ছত্রিণো গচ্ছন্তি” অর্থাৎ
ছত্র বিশিষ্ট জন সকল গমন করিতেছে, ইহার ন্যায় সেই
বিভূতির গণনা হইয়াছে ॥

এ ১১ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকেই কহিয়াছেন ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন উক্তব ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল,

শব্দেন ব্রহ্মাপি তন্মধ্যে গণিতমস্তি । তদেবং প্রাপ্তি
নিষিদ্ধা ॥ ১০১ ॥

অথ বিকৃতিরপি ত্র্যাপকরণেনাবঘাতেন ত্রীহীণমবো
পাধ্যপাকংগেন ভবেৎ । তচ্চাসঙ্গত্বাসং ভবেদিত্যহ
মুক্ত-উপাদিত ইতি । তদ্বক্তং । বিশুদ্ধ জ্ঞান মূর্তয়ে ।
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ঘন ইত্যাদৌ । তস্মাৎ মম নিশিত শরৈ

ক্রোড়ি, অহঙ্কার, মহৎ, ঘোড়ণ বিকার, পুরুষ, অব্যক্ত, মহ,
রজঃ ও তমঃ এ সমুদায় আসি ॥

এ স্থানে পরশদ্ব দ্বারা ব্রহ্মাও তন্মধ্যে গণিত হইয়াছেন ॥

অতএব এই প্রকারে ভগবদ্বিশ্বের জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্তি
নিষিদ্ধ হইল ॥ ১০১ ॥

অনন্তর বিকৃতিও । যেমন অবঘাতন সহকারে ত্র্য
দূরীকরণ দ্বারা ধ্যানাদি সকলের উপাদির নিনাশ করা হয়,
তাহার ন্যায় পরম পুরুষেরও উপাদি নিরাকরণ দ্বারা বিকৃ-
তির নিরাকরণ হইয়া থাকে, উহা অসম্ভব হেতু সম্ভব হইতে
পারে না । ইহাই কথিত হইছে, “মুক্ত উপাদিতঃ” অর্থাৎ
আপনি উপাদি হইতে মুক্ত ॥

এই বিষয় ১০ স্কন্ধের ২৭ অধ্যায়ে “বিশুদ্ধ জ্ঞান মূর্ত্যে”
এই ১১ শ্লোকে তথা ১০ স্কন্ধের ৩৭ অধ্যায়ের “বিশুদ্ধ
বিজ্ঞান ঘনঃ” এই ১২ শ্লোকে কথিত হইয়াছে ॥

অতএব ১ম স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে “মম নিশি

পাঁভদ্যগান স্বচীশ্যাদিকং তু মায়িকলীলা বর্ণনমেব ।
এং বদন্তি রাজর্ষে স্বায়ঃ কেচনাস্মিতাঃ । যং স্ববাচা
পিরম্যত নুনং তে ন স্মরন্ত্যস্মিত্যাদি ন্যায়েন বাস্তবত্ব
বিরাধাং ॥ ১০২ ॥

তথাপি স্কান্দে ॥

গম্ভশ্চাপাং হ্যহং ভেদ্যে'হনিগ্রাহোহশোষা এনচ ।

বিদ্ধাহস্মগা'চশো বদ্ধ ইতি বিষ্ণুঃ প্রদৃশ্যতে ।

পরে 'বিভদ্যগানহুচি' অর্থাৎ আমার তীক্ষ্ণ শব্দে ইহাঁব শরী
রও চর্য্য ক্ষত বিক্ষত হয়, এই যে ভীষ্ম স্তব করিয়াছেন,
এহা মায়িকলীলা বর্ণন মাত্র ।

১০ স্কন্ধের ৭৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে ॥

হে রাজর্ষে ! পূর্ব্বাপি গুপ্তকান রহিত কোন কোন স্বায়রা
এই কা বর্ণন করেন, যাহা স্বীয় বাক্যের সহিত বিরুদ্ধ
এবং এহা তাহার স্মরণ করেন না, ইত্যাদি ন্যায় দ্বারা
পণ্ডিতেরা গিরোধ হেতু ভীষ্মের মায়িক লীলা বর্ণন জানিতে
হইবে ॥ ১০২ ॥

উক্ত বিষয় স্কন্দপুরাণে কহিয়াছেন যথা ॥

বিষ্ণু, গম্ভ, অব্যয়, ভেদ্য, অনিগ্রাহ্য (অগ্রহণীয়)
এং অশোষ্য হইয়াও বিদ্ধ, রুদ্রীকৃত ও বদ্ধ দৃশ্য হইয়া
পাকেন ॥

অন্তরান্‌ মোহয়ন্‌ দেবঃ ক্রীড়ত্যেব সুরেষপি ।
 মানুযান্‌ মধ্যা দৃষ্ট্যা ন মুক্তেযু কথঞ্চনৈতি ।
 শ্রীভীষ্মস্য যুদ্ধসময়ে দৈত্য নিষ্টহাত্ত্বা ভাণং যুক্তমে-
 তি । কিন্তুধুনা দুঃস্বপ্ন দুঃখম্যেব তস্য নিবেদনং কু-
 জ্জেষৎ । সংস্কারোহপি কিশাংশাধানেন মলাপাকরণে-
 বা তত্রাতিশয়াধানং পূর্ণত্বেনৈব নিরাকৃতং । মলাপ-
 করণং বারয়ত নিরঞ্জনঃ নির্মলঃ বিশুদ্ধ জ্ঞান মূর্তি-
 ত্বার্থঃ ॥ ১০ ॥ ১৪ ৷

শ্রীব্রহ্মা ॥ ১০৩ ॥

ঐ দেব অসুর সকলকে মোহন করত দেবগণের মধ্যে
 ক্রীড়া করেন এবং মানুষ্য সকলকে মুক্ত করিবার জন্য মনুষ্য
 সকলে মধ্য দৃষ্টি দ্বারা ক্রীড়া করেন, কিন্তু মুক্তদিগের মধ্যে
 কখনই ক্রীড়া করেন না ॥

যুদ্ধ সময়ে দৈত্যদ্রাবেশ প্রযুক্ত শ্রীভীষ্মের ঐ রূপ ভা-
 উপযুক্ত । কিন্তু এক্ষণে দুঃস্বপ্ন দুঃখের ন্যায় ঐ ভীষ্মের
 নিবেদন করা হইয়াছে ইহাই জানিতে হইবে । অপর অতি
 শয় আধান অথবা মলাপকরণ দ্বারা সংস্কারও কি হইয়
 থাকে । তন্মধ্যে অশিশয় আধান পূর্ণত্ব দ্বারা ই নিরাকৃত
 হইয়াছে । আর নিরঞ্জন, নির্মল ও বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্তি, এত
 দ্বারা মলাপকরণকৃত হইল অর্থাৎ পূর্ণের আধান নাই এবং
 নিরঞ্জন, নির্মল ও বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্তির মল দূরীকরণ নাই ॥ ১০ ॥

তদেবং পূর্বিং তদৈশ্বর্যাদীনং স্বরূপভূতত্বং সাধিতং তচ্চ
তেষাং স্বরূপান্তরঙ্গধর্ম্যাত্ম্যুক্তং । যথা জ্যোতিরন্তরঙ্গ
ধর্ম্যাণাং তদীয় শুক্লাদি গুণানাং জ্যোতির্ভূতত্বমেব ন
তম আদি রূপত্বং তদ্বৎ ॥ ১০৪ ॥

অথ শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণস্বরূপলক্ষণত্বং সাধিতং । তচ্চযুক্তং ।
মদে শাক্তিযুক্ত পরমবস্তুকরূপত্বাদিত্য । তত্র মো নিজা-
ন্তরঙ্গ নিত্যধর্ম্যঃ শ্রীবিগ্রহতাপেক্ষস্তত্ত্বং সংস্থান লক্ষণ-
ত্ববিশিষ্টং পরমানন্দলক্ষণং বস্ত্রব শ্রীবিগ্রহঃ ॥ মএব
চান্তরঙ্গ ধর্ম্যান্তরাগামৈশ্বর্যাদীনামপি নিত্যাত্ম্যত্বাৎ স্বয়ং
ভগবান্ ॥ ১০৫ ॥

অতএব এই প্রকার তাহার ঐশ্বর্যাদি যে স্বরূপভূত
তাঁহা পূর্বেই সাধিত হইয়াছে, আর তাঁহার সেই ঐশ্বর্যাদি
সে স্বরূপের অন্তরঙ্গ তাৎপত্র্য কথিত হইয়াছে । যেমন
জ্যোতির অন্তরঙ্গ ধর্ম্য তদীয় শুক্লাদি গুণ সকল জ্যোতিঃ
স্বরূপ তম আদিন হইবার ন্যায় ॥ ১০৪ ॥

বাহ হউক শ্রীবিগ্রহের সে পূর্ণ স্বরূপ লক্ষণত্ব সাধিত
হইল তাহা উপযুক্ত, সে হেতু মর্কটশাক্তিযুক্ত পরম বস্তু এক
মাত্র । ঐ ভূট্টয়ের অর্গাৎ স্বরূপ ও স্বরূপের অন্তরঙ্গ মনো
সে নিজের অন্তরঙ্গ নিত্য ধর্ম্য এবং শ্রীবিগ্রহের বোধক ।
সেই সেই সংস্থান স্বরূপ ঐ সংস্থান বিশিষ্ট পরমানন্দ বস্তুই
শ্রীবিগ্রহ । ঐ শ্রীবিগ্রহই ঐশ্বর্যাদি অন্তরঙ্গ ধর্ম্য সকলেরও

যথা শুদ্ধখণ্ডলডুকং যতো যথা লড্ডুকতা গমক সংস্থা
বিশিষ্টং খণ্ডমেব লড্ডুকং তদেবং খণ্ডস্বাভাবিক সৌগ
ক্ষ্যাদিমচ্ছেতি লৌকিকঃ প্রতীয়তে প্রযুক্ত্যতেচ ॥

তথা রূপং যদেতদিদ্যাদিসু পঃ তদ্বমেব শ্রীবিগ্রহঃ ।
এবচ ভগবান্নিতি বিদ্বদ্ভিঃ প্রতীয়তে প্রযুক্ত্যতে চ
বেতি ॥ ১০৬ ॥

তদেবং শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণস্বরূপত্বং সাধয়িত্বা তৎ পোষণার্থ
প্রকরণাস্তবমাশ্রিত্যে । যাবৎ পার্শ্বদ নরূপং । হু
পরিচ্ছদানাং তৎস্বরূপভূতং তদঙ্গ সহিত তদৈবাবি

নিত্য আশ্রয় প্রযুক্ত স্বয়ং ভগবান্ ॥ ১০৫ ॥

যেমন শুদ্ধ খণ্ডের লড্ডুক, সে হেতু যে প্রকারে খণ্ড লড্ডুক
বোধক সংস্থান বিশিষ্ট খণ্ডই লড্ডুক, তাহাই খণ্ডের স্বাভা-
বিক সৌগক্ষ্যাদি বিশিষ্ট ইহাই শ্লোকে বোঝ করে এবং
প্রয়োগ করে । তদ্রূপ ১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের “রূপং যতঃ”
এই ২১ শ্লোকে পরম তদ্বৎ শ্রীবিগ্রহ, তাহাই ভগবান্,
বিদ্বান্গণ ইহাই জানেন এবং ইহাই প্রয়োগ করেন ॥ ১০৬ ॥

অতএব এই প্রকারে শ্রীবিগ্রহের পূর্ণ স্বরূপত্ব সাধন
করিয়া তাহার পোষণান্নিত্য পার্শ্বদ নরূপং পর্যন্ত অ
প্রকরণ আরম্ভ করিয়াছেন ॥

ঐ শ্রীবিগ্রহে যে সকল পরিচ্ছদ আছে সে সকলেরও
ভগবৎ স্বরূপ হওয়াতে, তাহাশিষ্ট অঙ্গ সহিত আবির্ভাব

ভীমদর্শনরূপং গিঙ্গমাং দ্রায়েন ॥

তমদ্বুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাছাদায়ুধ

দর্শন রূপ চিহ্ন দুই শ্লোকে কহিতেছেন ॥

১০ ক্ষেত্র ৩ অধ্যায়ের “তমদ্বুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খ গদাছাদায়ুধং” ইত্যাদি চার শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যথা ॥

এই দুই শ্লোকের অর্থ ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ ! ভগবান্ আনিভূত হইলে বসুদেব দেখিলেন সেই বালক অতিশয় অদ্বুত, তাঁহার পদ্ম পলাশ ত্র্যলোচন, চারি হস্ত, শঙ্খ গদা প্রভৃতি আয়ুধ ধারণ করিয়া আছেন। বক্ষঃস্থলে শ্রীংগের চিহ্ন বিরাজমান, গলাদেশে কৌস্তুভমণি শোভমান। তাঁহার পরিধান গীতবসন, বর্ণ নিবড় জলধর মদন স্তবগ, মহামূল্য বৈদূর্য্য মুকুট তথা কুণ্ডলের ছাতিতে অপ রমিত কেশপাশ দেদাপ্যমান, আর তিনি অতুলকুট মেখলা গম্বদ তথা কঙ্কণাদি অলঙ্কারে দীপ্ত পাইতেছেন ॥

ভগবান্ হরিকে উত্তরূপে আনিভূত হইতে দেখিবামাত্র নৃসিংহ বসুদেবের নয়নবর্ণ বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইল, কারণ এই ভগবান্ হরির সন্তুষ্ট জন্ম তথাপি পুত্রমুখ দর্শন হইল বলিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মনোব্রাণ দশ সহস্র ধেনু দান করিলেন। সে সময় বক্ষণাবস্থায়

মিত্যাদিনা ॥ ৬১ ॥

স্পষ্টং ॥ ১০ ॥ ১৩ ॥ শ্রীশুকঃ ॥

এনমভিপ্রায়েণৈবেদমাহ ॥

যথেকাত্মানুভাবানাং বিকল্পবহিতঃ স্বয়ং ।

ভূষণায়ুধ লিঙ্গাখ্যা ধত্তে শক্তীঃ স্বমায়য়া ।

তেনৈব সত্যমানেন সর্বজ্ঞো ভগবান্ হরিঃ ।

পাতু সর্বৈঃ স্বরূপৈর্নঃ সদা সর্বত্র সর্বগঃ ॥ ৬২ ॥

ঐকাত্মানুভাবানাং কেবল পরম স্বরূপ দৃষ্টিপরাণাং

ছিলেন তাহাতে বস্তুতঃ দান হইবার সম্ভাবনা কি ? ॥ ৬১ ॥

অর্থ স্পষ্ট ॥

এই অভিপ্রায়েই ইহা কথিতে নৈ ।

৬ স্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৩০ । ৩১ শ্লোকে ॥

যে সকল ব্যক্তি ঐকাত্ম্য ধ্যান করেন, তাঁহাদের হইতে
অভিন্ন হইয়াও যে ভগবান্ স্বীয় মায়াচ্ছলে ভূষণ, আয়ুধ ও
লিঙ্গাদি বিবিধ শক্তি দারণ করিতেছেন ॥

এবং তাহাই যাঁহার সত্যতার প্রমাণ, সেই স্বরূপ প্রমা-
ণের হেতু সর্বজ্ঞ ভগবান্ হরি আপনার সকল স্বরূপ দ্বারা
আমাদিগকে সর্বদা সকল স্থানে ক্ষা করুন ॥ ৬২ ॥

তাৎপর্য্য । যাঁহারা ঐকাত্ম্য রূপে ধ্যান করেন অর্থাৎ
পরম স্বরূপে দৃষ্টি তৎপর তাঁহাদের সম্বন্ধে যিনি বিকল্প রহিত

বিকল্পরহিতঃ পরমানন্দে রম্য পরম স্বরূপতয়া। ক্ষুরমপি
যথা যেন প্রকারেণ স্বেষু অসাগিতয়া ভজংস্ব যা মায়া
রূপা তয়া হেতুনা স্বয়ং ভগবান্ 'বচিত্র শক্তিগয়েন স্বরূ-
পেনৈব ক রণভূতেন ভূষণাদ্যাখ্যাঃ শক্তিঃ শক্তিময়া-
নির্ভবান্ পাত্তে গোচরয়তি ॥ ১০৭ ॥

যেনৈব ইত্যাদি আত্মারামণ্যং তদঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভেদ যথা
র্থানুভবেইপি স্বয়ং শ্রী বগচ্চ কপো যথা বিকল্প রহিতঃ ।

তৈঃ পরমানন্দৈক রসত্বেনানুভূত ইত্যর্থঃ ॥

তপৈব সমাযয়া স্বরূপ শক্তি ভূষণাদিভিধান্তবৃত্তি রূপাঃ

অর্থাৎ পরমানন্দ এক রম্য পরম স্বরূপে ক্ষুর্ভিশীল হইয়াও
যে প্রকারেই আশ্রয় প্রাপ্ত এই জ্ঞানে ভজনকারি জন সকলে
যে মায়া অর্থাৎ কুপা, সেই কুপাংশঃ স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ
বচিত্র শক্তিময় কারণভূত স্বীয় রূপ দ্বারা ভূষণাদি নাম্নী
শক্তি অর্থাৎ শক্তিময় আবির্ভাব সকলকে ধারণ করেন অর্থাৎ
সকলের গোচর করান ॥ ১০৭ ॥

“যেনৈব” ইত্যাদি আত্মারাম সকলের ভগবানের অঙ্গ
প্রত্যঙ্গাদি ভেদরূপ যথার্থ্যের অনুভবেও স্বয়ং বিগ্রহরূপ
যেনৈব বিকল্প রহিত (ভেদশূন্য) অর্থাৎ যিনি ঐ আত্মারাম
গণ কর্তৃক পরমানন্দের এক রসত্ব রূপে অনুভূত হন। সেই
রূপ আপনার সমাযয়া অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি দ্বারা ভূষণাদি
নাম্নী স্বরূপ শাক্তর বৃত্তিরূপা শক্তি সকল ধারণ করেন।

শক্তিঃ চ ধত্তে । তা অপি তৈস্তথাহনুভূতা ইত্যর্থঃ ।
 তেনৈব বিবদনুভবলক্ষণেন সত্য প্রমাণেন । তদ্বদি
 সত্যং স্যাত্তদ্যর্থঃ । তৈরেব ভূষণাদি লক্ষণৈঃ সর্গৈঃ
 স্বরূপৈঃ সমাংগৈঃ পাত্ ॥ ১০৮ ॥

অতএব ক্রীবিষ্ণুসম্মে বসিকৃত চক্রস্তবে । যথা
 মনির্দেণাম প যোগিভিরুত্তমৈরিত্যাदि । তদনন্তরঞ্চ ।
 ভ্রমতত্ত্বস্য চক্রস্য নাভিমধ্যে মহীপতে ।

ত্রৈলোক্যমাখিলং বৈতেত্যাদৃষ্টবান্ ভূভূবাদিকমিতি ॥

জাগ্রাবামগণও এই সকল শক্তিকে তদ্রূপে অনুভব করিয়া
 থাকেন । “তেনৈব” অর্থাৎ বিদ্বান্ সকলের অনুভব স্বরূপ
 সত্য প্রমাণ দ্বারা । যদ্যাহা সত্য হয় তবেই । সেই সকল
 ভূষণাদি লক্ষণ । “সর্গৈঃ স্বরূপৈঃ” অর্থাৎ অবলম্ব্য বিচিত্র
 স্বরূপের অবির্ভাব দ্বারা অসাদৃশ্যকে রক্ষা করেন ॥ ১০৮ ॥

অতএব বিষ্ণুসম্মে বসিকৃত চক্রস্তবে যথা ॥

উত্তম উত্তম যোগগণ যাহার দ্রুপ নির্দেশ করিতে সমর্থ
 হইবেন না ॥

তাহার পরেও অর্থাৎ এই চক্রস্তবের পরেও যথা ॥

হে রাজন্ ! ভ্রমণ শীঘ্র এই চক্রের নাভি মধ্যে দৈত্যরাজ
 বলি ভূভূবাদিগোক সকল অলোকন করিয়াছিলেন ॥

তদেবমেব নবমে শ্রীমদম্বরীষেণ চক্রমিদং স্তুতমস্তু ।
লিপ্তানি গরুড়াকার ধ্বজাদীনি । অনেন যৎ কচিদাক-
স্মিকত্বনিব শ্রুয়তে । তদপি শ্রীভগবদাবির্ভাব বজ্-
জ্জয়ং ॥ ১০৯ ॥

অত্র তৃতীয়ে । চৈতন্যস্য তত্ত্বমলং মণিমস্য কণ্ঠে ইত্যপি
সহায়ং । অতো দ্বাদশেহপি কৌস্তভব্যাপদেশেন স্বাত্ম
জ্যোত্বিনির্ভর্ত্যজ ইত্যাদিকং বিরাড়গতত্বেনোপাসনার্থ
মভেদ দৃষ্ট্যা দর্শিতমেব যথা সম্ভবং সাক্ষাচ্ছ্রীবিগ্রহ গত

ঐ প্রকারই নবমস্কন্ধে শ্রীমান্ অম্বরীষ মহারাজও এই
চক্রে প্তব করিয়াছিলেন, লিপ্ত শব্দের অর্থ গরুড়াকার
ধ্বজাদি । এতদ্বারা কোন স্থানে যে আকস্মিকের ন্যায়
শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও শ্রীভগবানের আবির্ভাবের ন্যায়
জানিতে হইবে ॥ ১০৯ ॥

এ স্থলে ৩ স্কন্ধের ২৮ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে ॥

ভগবানের কণ্ঠদেশে যে কৌস্তভ মণি আছে তাহাকে
জাবের তত্ত্ব রূপে চিন্তা করিবে । ইহাও পূর্বোক্ত প্রমাণের
সহায় জানিতে হইবে ॥

অতএব ১২ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে ॥

ভগবান্ অজ কৌস্তভ রূপে স্বীয় আত্মজ্যোতিঃ জীব
চৈতন্যকে ধারণ করেন । ইত্যাদি বিরাট্ রূপের উপাসনার
নিমিত্ত অভেদ দৃষ্টি দ্বারা দেখান হইয়াছে ॥

হেনাপ্যনুসন্ধেয়ং ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ॥

আত্মানমগ্য জগতো নিলৈপমগুণামলং ।

বিভর্তি কোস্তভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরিরিতি ॥ ৬ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বরূপো মহেন্দ্রঃ ॥ ১১০ ॥

অথ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকম্যপি তাদৃশত্বং তস্মৈ স্বলোকং ভগ-

যথা সম্ভব সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহত্ব রূপে অনুসন্ধান করিতে
হইবে ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ যথা বিষ্ণুপুরাণে ॥

ভগবান্ হরি এই জগতের আত্মা, জগদতীত, নিগুণ ও
নির্গুণ কোস্তভমণি ধারণ করিয়াছেন ॥ ১১০ ॥

॥ * ॥ ইতি ভগবৎ সন্দর্ভে শ্রীবিগ্রহের বিভূত্ব ॥ * ॥

অথ বৈকুণ্ঠলোকেও তাদৃশত্ব অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপত্ব ॥

২ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে ॥

“তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ

সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎ পরং ।

ব্যপেত সংক্লেশ বিমোহ সাক্ষসং

স্বদৃষ্টবাস্তুঃ পুরুষৈরভিষ্টুতং” ॥

শ্লোকার্থ । ব্রহ্মার ঐ রূপ তপম্যাতে ভগবান্ তুষ্ট
হইয়া তাঁহাকে আপনার পরমশ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ লোক দর্শন করা-
ইলেন, ঐ লোকে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনি

বানিত্যত্র সাধিতং পুনরপি দুর্ধিমাং প্রতীত্যর্থং সাধ্যতে ॥ ১
 যতঃ স কৰ্ম্মাদিভি ন প্রাপ্যতে । প্রপঞ্চাতীতত্বেন শ্রয়
 তে । তং লব্ধবতামস্থলিততা গুণসাম্যেন সূর্যতে । নৈষ্ঠ-
 গ্যাবস্থায়ামেবলভ্যতে । লৌকিক ভগবন্মিতেন স্যাপি
 নৈষ্ঠগ্যমেব শ্রয়ত ইত্যত স্তম্য তত্তদ্রতং সূতরাং গম্যতে
 সাক্ষাদেব প্রকৃতেঃ পরত্বেন শ্রয়তে নিত্যত্বেনোদযুয্যতে

বেশরূপ পঞ্চ মহাক্ৰেণ, তথা গোহ ভয় ইত্যাদির লেশ মাত্র
 নাই, পুণ্যবান্ পুরুষেরা সর্বদাই তাঁহার প্রশংসা করিয়া
 থাকেন ॥

এ স্থলে বৈকুণ্ঠলোকের ভগবত্ত্ব সাধিত হইয়াছে। পুন-
 র্বারও দুর্ধ্বক্সি লোক সকলের প্রতীতির নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ
 লোকের ভগবত্ত্ব গাণন করিতেছেন ॥ ১ ॥

যে হেতু সেই বৈকুণ্ঠলোক কৰ্ম্মাদি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া
 যায় না । ১ । তাহা প্রপঞ্চাতীত বলিয়া শ্রুত আছে । ২ ।
 সেই বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত লোক সকলের অস্থলিতত্ব গুণ সাম্য
 রূপে স্তবনীর হইয়াছে । ৩ । উহা নিষ্ঠগত অবস্থায় লাভ
 হয় । ৪ । লৌকিক ভগবদালয়েরও নিষ্ঠগত শুনা যায় । ৫ ।
 সেই কারণেই ঐ বৈকুণ্ঠলোকের সেই সেই নৈষ্ঠগ্যাদি রূপত্ব
 সূতরাং বোধ হইতেছে । ৬ । উহা সাক্ষাৎ প্রকৃতির পর
 বলিয়াও শ্রুত হইতেছে । ৭ । এবং নিত্যত্ব বলিয়া উচ্চ রূপে
 কথিত হইতেছে । ৮ । ঐ যোগকেও তিরস্কার করে এমত

মোক্ষ সুখমপি তিরস্কৃত্য ভক্ত্যেব লভ্যতে । সচ্চিদানন্দঘনত্বেনাভিধীয়ত ইতি । তত্র কৰ্ম্মাদিভিরপ্রাপ্যত্ব যথা ॥

দেবানামোক আগৌঃ স্ব ভূতানাঞ্চ ভুবঃ পদং ।
মর্ত্যাদীনাঞ্চ ভুল্লোকঃ সিদ্ধানাম ত্রিতয়াং পরং ।
অধোহসুরাণাং নাগানং ভূমেরোকোহস্রজং প্রভুঃ ।
ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সৰ্ব্বাঃ কৰ্ম্মণাং ত্রিগুণান্ননাং ।
যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গত্যোহমলাঃ ।

যে ব্যক্তি তদ্বারা ঐ লোক প্রাপ্তি হয় । ৯। এবং উহ সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব রূপে কথিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥ ২ ॥

এই দশ হেতুতে বৈকুণ্ঠলোকের ভগবৎ স্বরূপত্ব সাধিত হইতেছে তন্মধ্যে কৰ্ম্মাদি দ্বারা বৈকুণ্ঠলোকের অপ্রাপ্তি ॥

১১ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১২ । ১৩ । ১৪ । শ্লোকে যথা ॥

তাহার মধ্যে স্বর্গলোক দেবতাদিগের আবাস হইল, ভুলোক ভূতগণের স্থান হইল, ভুলোক মর্ত্যদিগের আধার হইল, আর এই তিনের পর অর্থাৎ উর্দ্ধ মহলোক সিদ্ধগণের আশ্রম হইল ॥

ভূমির অধো ভাগে নাগ ও অসুর সকল আবাস করিলেন । সকল প্রকার ত্রিগুণময় কৰ্ম্ম দ্বারা তিন লোকে গতি হয় ॥

ভ্যাগ, তপসা ও সম্মানের নির্মল গতি মহলোক, জন

মহর্জুন স্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদগতিঃ ॥ ৬৩ ॥

সিদ্ধানাং যোগাদিভিঃ ত্রিতয়াৎ পরং মহর্লোকাদি ।
ভূমেরধঃ অতলাদি ত্রিলোক্যাং পাতালাদিক ভূভূবঃ স্ব
শ্চেতি । কৰ্ম্মণাং গাহ্‌স্থ্যধৰ্ম্মাণাং তপো বানপ্রস্থত্বং
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ তত্র ব্রহ্মচর্য্যেণোপকূৰ্ব্বাণনৈষ্ঠিকত্বতেদেন
ক্রমাগ্ন্যহজ্জ'নশ্চ । বনস্থত্বেন তপঃ । ন্যাসেন সত্যং ।

লোক, তপোলোক ও সত্যলোক এবং 'ভক্তিযোগের মদগতি
অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি ॥ ৬৩ ॥

তাৎপর্য্য । সিদ্ধ সকলের যোগাদি দ্বারা ত্রিতয়ের অর্থাৎ
তিন গোকের পর মহর্লোকাদি । ভূমির অধোভাগে অর্থাৎ
অতলাদি । “ত্রিলোক্যাং” অর্থাৎ ত্রিলোকী বলিতে পাতা-
লাদি ভূলোক, ভুবলোক ও স্বর্গ লোক । কৰ্ম্ম শব্দে গাহ্‌স্থ্য
ধৰ্ম্ম সকল । তপঃ শব্দে বানপ্রস্থ এবং ব্রহ্মচর্য্য । ঐ ব্রহ্ম-
চর্য্য দুই প্রকার উপকূৰ্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক অর্থাৎ যাহারা দ্বাদশ
বর্ষাদি কাল নিয়মে গুরুসেবা করে তাহাদিগকে নৈষ্ঠিক আর
যাহারা যাবজ্জীবন গুরুকূলে থাকিয়া গুরুসেবা করে তাহা-
দিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে । এই দুই ব্রহ্মচারির ক্রমে
মহর্লোক ও জনলোকে গতি হয় । আর বানপ্রস্থের তপ-
লোক ও সম্যাসির সত্যলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে । কিন্তু
যোগের তারতম্য বশতঃ সৰ্ব্ব প্রকার লোকে গতি হয়
জানিতে হইবে । মদগতি শব্দের অর্থ আমার বৈকুণ্ঠলোক ।

যোগতারতমোন তু সর্বমিতি জ্ঞেয়ং । মদগতিঃ শ্রীবৈকুণ্ঠ
লোকঃ । ভক্তিযোগে প্রাপ্যত্বেন বক্ষ্যমাণ যম ব্রজস্বী
ত্যাদি বাক্য সাহায্যে ॥ ৩ ॥

লোকপ্রকরণাচ্চ উক্তং তৃতীয়ে দেবান্ প্রীতি ব্রহ্মণৈব ।
তৎ সঙ্কলং হরিপদানতিমাত্র দৃষ্টৈরিত্যাदि । টীকাচ ।

৩ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে “যম ব্রজস্ব্যভিদো রচনাছুবদাং”
ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ ২৩ শ্লোকের সাহায্য এবং লোক প্রকরণ
হেতু এই বৈকুণ্ঠলোক ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ হয় ॥ ৩ ॥

৩ স্কন্ধের ১৫ শ্লোকে ব্রহ্মার উক্তি বখা ॥

“তৎ সঙ্কলং হরিপদানতিমাত্র দৃষ্টৈ

বৈদুর্ধ্যমারকত হেমময়ৈ বিমানৈঃ ।

যেষাং ব্রহ্ম কটিতটাঃ স্মিতশোভিমুখাঃ

কৃষ্ণাঙ্গনাং ন রজ আদধুরুৎস্মাদৈঃ” ॥

শ্লোকার্থ । সেই বৈকুণ্ঠে ভগবদ্ভক্ত গণের ভূরি ভূরি
বৈদুর্ধ্য মারকত এবং স্বর্ণময় বিমানে পরিব্যাপ্ত, ঐ সকল
বিমান ভক্তগণের কৰ্ম দ্বারা লব্ধ নহে, ভগবানের চরণ যুগলে
প্রগতি মাত্রে এতাদৃশ প্রসাদ লাভ বিচিত্র নহে, তাহাদিগের
মনঃ শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দে অবস্থিতি রত যে, যে সকল পরমা-
জ্ঞানী রমণীর বিশাল নীতম্ব এবং ইন্দ্রাস্যে শোভমান মনো
হর বদন তাঁহারাও আপনাদিগের স্বাভাবিক পরিহাসাদি
ব্যাপার দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তির কাম জন্মাইতে সমর্থ হয় না,

ভাবন্য ত্রেণ দৃষ্টৈঃ ভক্তানাং বিমানৈঃ । নতু কৰ্ম্মাদি
প্রাপ্যৈরিত্যেযা এবমেব শ্রুতিশ্চ । পরীত্য লোকান্
কৰ্ম্মজিতানাক্রম্যো নির্বেদমায়াং নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন
অত্রাপ্যকৃত ইত্যস্মাৎ বিশেষ্যং লোক ইত্যেব তৎপ্রসক্তেঃ
ঈশ্বরঃ সৰ্ব্ভূতানামিত্যাদৌ তমেব শরণং গচ্ছ সৰ্ব্বভাবেন
ভারত । তৎ প্রসাদাং পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্‌স্মাসি

অতএব তদগত চিত্ত ভক্তগণের প্রতি এই প্রকার প্রসাদ হওয়া
অসম্ভব নহে ॥

টীকা যথা ॥

ভাবন্যাত্র দৃষ্ট ভক্ত সকলের বিমান সমূহে । এই সকল
বিমান কৰ্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত নহে ॥ ৪ ॥

এই প্রকারই শ্রুতি বলিয়াছেন ॥

ভ্রম্য অবশিষ্ট কৰ্ম্মজিত লোক সকল অতিক্রম করিয়া
নির্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বৈকুণ্ঠলোক
অকৃত অর্থাৎ এই লোক কৰ্ম্ম দ্বারা লাভ হয় না ॥

এ স্থলেও কৃত এই শব্দের প্রসঙ্গাধীন লোক এই শব্দটি
বিশেষ্য ॥

ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ে ৬১ । ৬২ শ্লোকে ভগবান্

কহিয়াছেন যথা ॥

“ঈশ্বরঃ সৰ্ব্ভূতানাং হৃদদেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্‌ সৰ্ব্ভূতানি যন্ত্রাকরানি মায়া ॥

শাস্ত্রতমিতি শ্রীভগবদুপনিষৎস্ব ॥ ১১ ॥ ২৪ ॥

শ্রীভগবান্ ॥ ৫ ॥

প্রপঞ্চাতীতত্বং ॥

স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্

বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাং ।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাস্ত্রতং ॥

শ্লোক দ্বয়ের অর্থ । শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে অর্জুন !

ঈশ্বর সকল প্রাণির হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া মায়া দ্বারা তাহা
দিগকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভ্রমণ করাইয়া থাকেন ॥

হে ভারত ! সর্বভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হও, কারণ
তাঁহার প্রসাদেই সতত উৎকৃষ্ট শান্তি স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥

একাদশ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ভগবানের বাক্য ॥ ৫ ॥

অথ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের প্রপঞ্চাতীতত্বং ॥

৪র্থ স্কন্ধের ২৭ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে প্রচেতাদিগের

প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

কৃষ্ণ কহিলেন হে প্রচেতা সকল ! স্বধর্ম নিষ্ঠ পুরুষ
বহু জন্মে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার পর আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে)
পায়, কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবদ্রুত তাঁহার দেহান্তেই প্রপঞ্চা-
তীত বৈষ্ণব পদ লাভ হয় ইহার প্রমাণ দেখ, এই আমি
কৃষ্ণ হইয়া অধিকৃতের ন্যায় বর্তমান আছি এবং এই দেবতার।

অব্যাকৃতং ভাগবতোহথ বৈষ্ণবং

পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যায়ে ॥ ৬৪ ॥

তাতাহপি পুণ্যাম্বিশিয়েন মামেতি । 'ভাগবতস্তু অথ
দেহান্তে অব্যাকৃতং নাম রূপে ব্যাকরণগীতি শ্রুতি প্রসিদ্ধ
ব্যাকরণবিষয় প্রপঞ্চাতীতং বৈষ্ণবং পদং বৈকুণ্ঠমেতি ।
যথাহং রুদ্রোভূত্ব ইদিকারিকতয়া বর্তমানঃ । বিবুধা
দেবশ্চাধিকারিকাঃ কলাত্যায়ে অধিকারান্তে লিঙ্গভঙ্গে
মতোষান্তি । যাবদধিকারমবস্থিতরাধিকারিকাণামিতি
ন্যায়েন ॥ ৪ ॥ ২৭ ॥ শ্রীরুদ্রঃ প্রচেতসঃ ॥ ৬ ॥

অধিকৃত হইয়াছেন কিন্তু যখন আমাদের অধিকারের শেষ
হইবে তখন লিঙ্গদেহ ভঙ্গ হওয়াতে সকলেই প্রপঞ্চাতীত
পদ প্রাপ্ত হইব ॥ ৬৪ ॥

তাৎপর্য্য । “ততঃ পরং” অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইলে
অতিশয় পুণ্য দ্বারা আমাকে (রুদ্রকে) প্রাপ্ত হয় । পি
ভগবন্তু দেহান্তে অব্যাকৃত অর্থাৎ নাম ও রূপকে ব্যা
(প্রকাশ) করিতেছি এই শ্রুতি প্রসিদ্ধ যে প্রকাশ ক
অবিষয় অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত বৈজ্ঞব পদ প্রাপ্ত হয় আমি
রুদ্র হইয়া অধিকৃতের ন্যায় বর্তমান রহিয়াছি । ঐ রূপ বি
অর্থাৎ দেবতা সকল কলাত্যায়ে অর্থাৎ অধিকারান্তে পি
ভঙ্গ হইলে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবে । ব্রহ্মসূতের ৩ অধ্যা
য়ের ৩ পাদের ৩২ সূত্রে অধিকারিদিগের যে পর্য্যন্ত অধিকার

ততোহস্থলনং ॥

অথোবিভূতিং মম স্যয়াচিহ্না ।

মৈশ্বর্য্যমক্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তং ।

প্রিয়ং ভাগবতীং চাম্পূহয়ন্তি ভদ্রাঃ

পরস্য মে তেহশ্রুতে হি লোকে ॥

ন কহি'চিৎ মং পরাঃ শাস্তরূপে

নজ্জ্যন্তি নো নিমিষো লেটি হেতিঃ ।

তাবৎ তাহাদের অবস্থিতি হয় এই ন্যায় হেতু ॥

বৈকুণ্ঠলোক হইতে স্থলন হয় না ॥

৩ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ের ৩৪ । ৩৫ শ্লোকে যথা ॥

কপিলদেব কহিলেন মা ! এ রূপ মুক্তিতে বিভূতি আদি অধিক আছে, ঐ প্রকারে মুক্ত পুরুষ অবিদ্যা নিবৃত্তির পর আমার মায়া দ্বারা চিরচিত্র মতালোকাদি গত ভোগ সম্পত্ত এবং ভক্তির পশ্চাৎ স্বয়ং উপস্থিত অগ্নিমান্দ অক্ট ঐশ্বর্য্য তথা ভাগবতী শ্রী অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ স্থিৎ সান্ধি'নামী ওব্রহ্মানন্দ ইত্যং এই সকল ভোগ যদিও স্পৃহা না করে তথাচ বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইয়া অনায়াসে প্রাপ্ত হয় ॥

হে শাস্তরূপে ! আমার ভক্তিরোগে মুক্ত পুরুষ বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া বিবিধ ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়, ইহাতে এমন আশঙ্কা করিও না যে স্বর্গাদির ন্যায় বৈকুণ্ঠলোকস্থিত ভোক্তা ও ভোগ্য সকলের কাল বশতঃ ক্ষয় হইয়া থাকে, যে

যেষামহং প্রিয় আত্মা স্তুচ্চ

নথা গুরুঃ স্তুহ্নদো দৈবমিচ্ছং ॥ ৬৫ ॥

অথো অবিদ্যা নিবৃত্ত্যানন্তরং মম মায়য়া ভক্তবিষয় কৃপয়া-
চিতাং তদর্থং প্রকটিতাং বিভূতিং ভোগসম্পত্তিং তথাহি-
মাদৈশ্বর্য্যং অনু প্রবৃত্তং স্বভাবসিদ্ধং । তথা ভাগবতীং
শ্রীয়াং সাক্ষাদ্ভগবদীয়াং সার্টি সংজ্ঞাং সম্পত্তি মপি অস্পৃহ-
য়ন্তি । ভক্তিহুখমাত্রাভিলাষেণ যদ্যপি তে ভ্যো ন স্পৃহ-

সকল ব্যক্তি আমাকে একান্তভাবে আশ্রয় করে, কোন
কালে তাহাদের ভোগ্য বস্তু বিহীন হয় না এবং আমার অনি-
মিষ কালচক্র তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না । ফলতঃ
আমি যাহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রের ন্যায় স্নেহ ভাজন,
সখাতুল্য বিশ্বাসের আশ্রয়, গুরু যদৃশ উপদেষ্টা, স্তুহ্নং সম
হিতকারী, ইচ্ছদেব তুল্য পূজনীয় অর্থাৎ যাহারা এই প্রকার
দর্শনোপায়ে আমার ভজন করে মদীয় কাল চক্র তাহাদিগকে
কি কখন গ্রাস করিতে সমর্থ হয় ? ॥ ৬৫ ॥

তাৎপর্য্য । অথ শব্দের অর্থ অবিদ্যা নিবৃত্তির পর ।
“মম মায়য়া” অর্থাৎ আমার ভক্তবিষয়ক কৃপা, তদ্বারা
আচিতা অর্থাৎ ভক্ত নিমিত্ত প্রকটিতা যে বিভূতি (ভোগ
সম্পত্তি) অগ্নিাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য । অনুপ্রবৃত্তি শব্দের অর্থ
স্বভাব সিদ্ধ, তথা ভাগবতী শ্রী অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবৎ মন-
স্কিনী সার্টি নাম্নী সম্পত্তিকে স্পৃহা না করে অর্থাৎ ভক্তি

যন্তীত্যর্থঃ । তথাপি তু মে মম লোকে বৈকুণ্ঠাখ্যে অশ্ব-
বতে প্রাপ্ত্ব বস্ত্যোষোত । স্ববাৎসল্য বিশেষো দর্শিতঃ ॥৭॥
যথা স্বর্গামমালাকার বরে ।

মোহপি বত্রেহচলাঃ ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি ।

তন্তুত্বেষুচ সৌহার্দং তুতেষুচ দয়াং পরাং ।

ইতি তস্মৈ বরান্ দত্ত্বা শ্রীঃ চাম্রয় বর্জনীমিত্যাদি ।

অতস্তেবাং তত্ত্রানাসক্তি দ্যোতিত্যা । আবদ্যা নিবৃত্তা-

স্বখমাত্র অভিলাষে যদিচ বিভূতি আদি স্পৃহা না করে,
তথাপি আমার বৈকুণ্ঠলোকে ঐ সমস্ত বিভূতি আদি প্রাপ্ত
হয় । এতদ্বারা স্মীয় বাৎসল্য বিশেষ দেখান হইল ॥ ৭ ॥

এই বিষয়ের উদাহরণ যথা স্বদায় মালাকার বরে ॥

১০ স্কন্ধে ৪১ অধ্যায়ে ৩৮ । ৩৯ শ্লোকে শ্রীশুক বাক্য যথা ॥

শুকদেব কহিলেন মহারাজ ! সেই স্বদায় মালাকার
অখিলাত্মা ভগবানের প্রতিই অচলা ভক্তি এবং তদীয় ভক্ত
জন সহ সৌহার্দ তথা সর্বভূতে পরম দয়া যাচঞা করিল ॥

ভগবান্ তাহার প্রতি সমুদায় বর প্রদান করিয়া পরে
সে প্রার্থনা না করিলেও বলিলেন অহে মালাকার ! তোমার
বংশে শ্রী সতত বুদ্ধিশীলা থাকিবেম এবং তোমার বল, আয়ুঃ
যশঃ ও কান্তি সমুন্নত হইবে ইত্যাদি ॥

এই প্রমাণ দ্বারাই ভক্ত সকলের ঐ সকল সম্পত্তিতে

নম্রমিতি মম কৃপয়া চিত্তমিতি চ তেষামনর্থরূপত্বং
খণ্ডিতং কিম্বা মায়ায়া চিত্তাং ব্রহ্মলোকাদিগতাং সম্পত্তি
মপীতি তেষাং সর্ববলীকারিত্বমেব দর্শিতং । নতু তদ্বোগঃ ।
তস্যা অতি তুচ্ছত্বন বোধনহৃত্বাৎ ॥ ৮ ॥

শ্রুতিশ্চাত্ত্ব ।

তদবধেহ কৰ্ম্মজিতো লোকঃ কীর্যতে ।

এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ কীর্যতে ইত্যনন্তরং ।

অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্যা ব্রহ্মস্তুতাত্ম সত্যাকামাং তেষাং

অনাসক্তিও প্রকাশিত হইল ।

অপর অবিদ্যা নিবৃত্তির পর এবং আগার কৃপায় উল-
্লিখিত এই দুইয়ের দ্বারা সেই সকল সম্পত্তির অনর্থ রূপত্ব
খণ্ডিত হইয়াছে । অথবা মায়া দ্বারা রচিত ব্রহ্ম লৌকাদি
গত সম্পত্তিকেও । ইহা দ্বারা সেই ভক্ত সকলের সর্ব
বলীকারিত্বই দর্শিত হইল কিন্তু ভোগ দেখান হয় নাই, যে
হেতু ঐ সকল সম্পত্তি অতি তুচ্ছ, হুতরাং ভক্ত সকলের
ভোগ যোগ্য নহে ॥ ৮ ॥

এ স্থলে শ্রুতি যথা ॥

যেমন ইহলোকে কৰ্ম্মজিত অর্থাৎ কৰ্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত লোক
ক্ষয় হয়, সেই রূপ পরলোকে পুণ্যজিত অর্থাৎ পুণ্য দ্বারা
প্রাপ্ত লোকেরও ক্ষয় হইয়া থাকে । এই শ্রুতির পর ॥

বাঁধারা ইহলোকে আত্ম তত্ত্বজ্ঞ হইয়া গমন করেন

সর্বেষু লোকেষু কাগচাবো ভবতীতি ॥ ৯ ॥

নম্বেবং ত'হ' লোকত্ৰাবিশেষাং স্বর্গাদিবং ভোক্তৃভোগ্যানাং কদাচিদ্বিনাশঃ স্যাৎ । তত্রাহ । শাস্ত্ররূপে শাস্ত্র-
অবিকৃতং রূপং যস্য তস্মিন্ বৈকুণ্ঠ মং পরা স্তদ্বাসি নো
লোকাঃ কদাচিদপি ন নং ক্ষান্তি । ভোগ্য হৌনা ন ভবন্তি
অনিমিষো হেতিঃ মদীয়ং কালচক্রং নোলেঢ়ি তস
এসতে । ন স পুনরাবর্ত্ত ইতি শ্রুতেঃ ॥

অত্রঙ্গ ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোজ্জুন ।

তাহাদের সেই সমস্ত সত্যকাম লোক গতি হয়, অর্থাৎ ঐ
সকল ব্যক্তির তত্তল্লোকে স্বেচ্ছাধীন গমন হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

অহে ! যদি এই প্রকার হইল তবে লোকত্বের অবিশেষ
প্রযুক্ত কখন ভোক্তৃ ও ভোগ্য সকলের বিনাশ ও সম্ভব হয় ।
এই প্রশ্নে কহিতেছেন, শাস্ত্ররূপে অর্থাৎ বিকার রহিত
বৈকুণ্ঠলোকে । “মং পরাঃ” অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসি লোক
সকল কখন ভোগ হোন হয় না । অনিমিষহেতি পদের অর্থ
আমার কালচক্র । “নো লেঢ়ি” অর্থাৎ গ্রাস করে না । অত-
এব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুনর্বার
সংসারে আগমন করেন না ।

ভগবদগীতার ৮ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে ভগবান্ অজ্জুনকে
কহিয়াছেন, হে অজ্জুন ! ব্রহ্মলোক অগধি এই সমুদায় জগৎ
পুনর্জন্মের অধীন হয়, কিন্তু হে কুস্তিনন্দন ! আমাকে প্রাপ্ত

মাং প্রাপ্যৈব তু কোন্সেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যত ইতি ॥

শ্রীগীতোপনিষদ্র্যঃ ॥ ১০ ॥

সংস্রনাং ভাষ্যেহপ্যুক্তং । পরমুৎকৃষ্টময়নং স্থানং পুন-
রারুতি শঙ্ক্যারহিতমিতি পরায়ণং । পুংলিঙ্গপক্ষে বহু
ব্রীহিরিতি । ন কেবলমেতাবেষ্যং মাহাত্ম্যমিত্যাহ
যেষামিতি । যেষাং মাং বিনা ন কশ্চিদপারঃ প্রেমভা-
জনমস্তুতীত্যর্থঃ । যদ্বা গোলোকাদিকমপেক্ষ্যৈবমুক্তং ।
তত্র হি তথা ভাবা এব লগোপা নিত্যা বিদ্যন্তে । অথবা

হইলে আর কাহাকেও পুনর্জন্ম ভোগ করিতে হয় না ॥ ১০ ॥

সংস্র নাং ভাষ্যেও এই রূপ কথিত হইয়াছে, যথা ।
পরায়ণ শব্দের অর্থ । পর শব্দে উৎকৃষ্ট, অয়ন শব্দে স্থান
অর্থাৎ পুনরারুতি শঙ্কা রহিত । পুংলিঙ্গ পক্ষে বহুব্রীহি
মগাম ।

সেই সকল ভক্তগণের কেবল এতাবশ্যাত্ৰ মাহাত্ম্য নহে
এই অভিপ্রায়ে কপিলদেব কহিতেছেন, আমি ব্যতিরেকে
ব্রাহ্মদেয় পর অর্থাৎ প্রেম ভাজন কেহ নাই । অথবা
গোলোকাদিকে অপেক্ষা করিয়া এই প্রকার কথিত হই-
য়াছে ।

ঐ গোলোকে বাৎসল্যাদি ভাবযুক্ত গোপ সকল নিত্য
বিদ্যমান আছেন । অথবা অবিদ্যার পর কি রূপ লোক
সকল ঐ গোলোক প্রাপ্ত হয় ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন

তং লোকং কৌদৃগ্ভাবা অবিদ্যানন্তরং প্রাপ্নুবন্তি তত্রাহ
যেষামিতি ।

যে কেচিৎ পাদ্যোত্তরখণ্ডদর্শিত মুনিগণ সর্বাসনাঃ প্রিয়ঃ
পতিরিক্তি মাং ভাবয়ন্তি । যে কেচিচ্চ সনকাদি বাসনা
অজ্ঞা ব্রহ্মৈবায়ং সাক্ষাদিতি মাং ভাবয়ন্তি । এব মন্যেচ
যে যে ত এব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ । সুহৃদ ইতি বহুতঃ
সৌহৃদ্যস্য নানা ভেদাপেক্ষয়া । এবং চান্যত্র । "শান্তাঃ
সদৃশাঃ শুদ্ধাঃ সর্বভূতানুগ্গমঃ" ।

"যেষামিতি" । অপর পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দেখান হই-
য়াছে দণ্ডকারণ্যবাসি মুনিগণ বাসনাবিশিষ্ট হইয়া আমাকে
প্রিয় অর্থাৎ পতি রূপে ভাবনা করিয়াছেন । আর যে কেহ
বাসনাত্মক সনকাদি মুনি ইনিই আজ্ঞা, ইনিই ব্রহ্ম ইহা
বলিয়া সাক্ষাৎ আমাকে ভাবনা করেন, এই রূপ অন্যান্য
যে সকল ব্যক্তি সন্তান, সখা ও গুরুরূপে আমাকে ভাবনা
করিয়াছেন তাঁহারা তত্তরূপে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ।
সুহৃৎ এই শব্দে যে বহু বচন প্রয়োগ হইয়াছে তাহা সৌহ-
দ্যের নানা ভেদ অপেক্ষায় জানিতে হইবে ।

এই প্রকার অন্য স্থানে অর্থাৎ ৪র্থ স্কন্ধের ১২ অধ্যায়ের
২৮ শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয়্য বাক্য যথা ॥

মৈত্রেয়্য কহিলেন বিদুর ! যাঁহারা শান্ত, সর্বত্র তুল্য-
দর্শী বাহ্যভাস্তরে পবিত্র, ভূত সকলেরও মনোরঞ্জক এবং

যাস্ত্যঞ্জসাহচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধব ইতি ॥ ৩ ॥ ২৫ ॥

শ্রীকপিলঃ ॥ ১১ ॥

প্রপঞ্চাতীতত্বং ততোহস্থলনঞ্চ যুগপদাহ ॥

আতপত্রং স্তু বৈকুণ্ঠং দ্বিজাধামাকুতোভয়মিতি ॥ ৬৬ ॥

প্রপঞ্চরূপস্যেতি প্রকরণাৎ ॥ ১২ ॥ ১১ ॥ শ্রীসূতঃ ॥

নৈগুণ্যপ্রাপ্যত্বং ॥

সত্ত্বপ্রলীনাঃ স্বর্যাস্তি নরলোকং রজোলয়াঃ ।

ভগবান্ অচ্যুতই বাঁহাদের প্রিয়বান্ধব, তাঁহারাই যথার্থরূপে
ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১১ ॥

বৈকুণ্ঠলোকের প্রপঞ্চাতীতত্ব ও তাহা হইতে অস্থাপন,
এই দুই এককালে বলিতেছেন যথা ॥

১২ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে শ্রীসূতের বাক্য ॥

সূত কহিলেন হে দ্বিজগণ ! বৈকুণ্ঠ ধাম এই বিরাট্ রূপি
পুরুষের ছত্র, অকুতোভয় ইহার কৈবল্যধাম ॥ ৬৬ ॥

প্রকরণ হেতু ঐ বৈকুণ্ঠধাম প্রপঞ্চরূপ বিরাট্ পুরুষের
ছত্র জানিতে হইবে ॥

বৈকুণ্ঠলোকের নৈগুণ্যপ্রাপ্যত্ব অর্থাৎ গুণাতীত না
হইলে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি হয় ॥

১১ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন উদ্ধব ! সত্ত্বগুণে মৃত্যু হইলে স্বর্গ
লোকে গমন করে, রজোগুণে মৃত্যু হইলে নরলোকে গমন

তমোলয়াস্ত্ৰ নিরয়ং যাস্তি মামেব নিগুণাঃ ॥ ৬৭ ॥
 লোকপ্রসক্তের্মল্লোকমিতি বক্তব্যে তৎপ্রাপ্তির্নাম মৎ
 প্রাপ্তিরেবেতি স্বাভেদমভিপ্রেত্যাহ মামেবেতি ॥ ১১ ॥ ২৫ ॥
 শ্রীভগবান্ ॥ ৫২ ॥
 সূতরাং নৈগুণ্যশ্রয়ত্বং ॥
 বনস্ত সাত্ত্বিকো বাসো গ্রাম রাজস উচ্যতে ।
 তামসং দ্যুতসদনং মণিকেতস্ত নিগুণং ॥ ৬৮ ॥
 তদাবেশেনৈবাহস্যাপি নিগুণত্বব্যাপদেশ ইতি
 ভাবঃ ॥ ১১ ॥ ২৫ ॥ ১৩ ॥

করে, এবং তমোগুণে মৃত্যু হইলে নরকগামী হয় কিন্তু
 নিগুণলোক জীবদ্দশাতেই আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৭ ॥

তাৎপর্য্য। লোকপ্রসক্তি হেতু আমার লোক ইহাই
 বলা উচিত ছিল, তাহা না বলিয়া, বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তিই
 আমার প্রাপ্তি, এই স্থানে ভগবান্ বৈকুণ্ঠলোকে আপনার
 সহিত অভেদ করিয়া বলিয়াছেন ॥ ১২ ॥

সূতরাং বৈকুণ্ঠলোক নিগুণত্বের আশ্রয়স্বরূপ ॥

১১ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে ভগবানের বাক্য যথা,

ভগবান্ কহিলেন উদ্ধব ! বনে বাস সাত্ত্বিক বাস, গ্রামে
 বাস রাজসিক বাস, দ্যুতাদিগৃহে বাস তামসিক বাস এবং
 আমার নিকেতনে যে বাস তাহাকে নিগুণ বাস বলা যায় ॥ ৬৮ ॥

ভগবানের আবেশ হেতু বৈকুণ্ঠলোকেরও নিগুণত্ব ব্যপ-

স এব প্রকৃতেঃ পরম্বৎ ॥

ততো বৈকুণ্ঠমগমস্তাস্মিন্নং তমসঃ পরম্ । /

যত্র নারায়ণঃ সাক্ষাম্যাসিনাং পরমা গতিঃ ।

শান্তানাম্ ন্যস্তদগুণানাম্ যতো নাবর্ততে গতঃ ॥ ৬৯ ॥

অগমং জগাম শিব ইতি শেষঃ ॥ ১০ ॥ ৮৮ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৪ ॥

নিত্যম্বৎ ॥

দেশ অর্থাৎ নাম হইয়াছে ইহাই ভাবার্থ ॥ ১৩ ॥

এ বৈকুণ্ঠলোক প্রকৃতির পর ॥

১০ স্কন্ধের ৮৮ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে

শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা ॥

পরে মহাদেব প্রকৃতির পর তেজোময় বৈকুণ্ঠে (শ্বেত
দ্বীপে) গমন করিলেন। যে স্থানে হিংসাদি দোষরহিত শান্ত
সম্যাসিদিগের পরম গতি নারায়ণ সর্বদা অধিষ্ঠিত আছেন,
সেখানে গমন করিলে আর পুনরাবর্তি হয় না ॥ ৬৯ ॥

“অগমং” এই ক্রিয়াপদের অর্থ গমন করিলেন, এ স্থানে
শিব এই শব্দ উহা করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠধামের নিত্যম্বৎ ॥

২ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা নারদকে

কহিয়াছেন যথা ॥

গ্রীবায়াং জনলোকোহম্য তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ ।

মূৰ্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্ত ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ ॥ ৭০ ॥

টীকাচ । ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সনাতনো নিত্যঃ ।

নতু স্বজ্যপ্রপঞ্চাস্তবর্ভীত্যর্থইত্যেযা । ব্রহ্মভূতো লোকো
ব্রহ্মলোকঃ ॥ ২ ॥ ৫ ॥

শ্রীব্রহ্মা নারদং ॥ ১৫ ॥

মোক্ষসুখতিরস্কারিভক্ত্যে কলভ্যত্বং ॥

যন্ন ব্রহ্মস্ব্যভিদো রচনানুবাদা

ব্রহ্মা কহিলেন ! ঐ পুরুষের গ্রীবাতে জনলোক, স্তনদ্বয়
তপোলোক এবং মস্তকে সত্যলোক নির্মিত হইয়াছে, কিন্তু
বৈকুণ্ঠ নামে যে লোক তাহা সনাতন, ঐ লোক স্বজ্য
প্রপঞ্চের অন্তর্গত নহে ॥ ৭০ ॥

উক্ত শ্লোকের টীকার্থ যথা ॥

বৈকুণ্ঠনামে যে ব্রহ্মলোক তাহা সনাতন অর্থাৎ নিত্য
কিন্তু উহা প্রপঞ্চের অন্তর্বিষ্টা নহে ইতি । ব্রহ্মস্বরূপ হেতু ঐ
লোককে ব্রহ্মলোক বলে ॥ ১৫ ॥

বৈকুণ্ঠলোকের মোক্ষসুখতিরস্কারিত্ব এবং কেবল
ভক্তিদ্বারা লভ্যত্ব ॥

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৩২৫ শ্লোকে ব্রহ্মা

দেবগণকে কহিয়াছেন যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে অমরসকল ! যে সকল মনুষ্য পাপ-

চ্ছৃণুস্তি যেহন্যবিষয়াঃ কুংকথা মত্তিরাঃ ।

যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাহুসারী-

স্তাংস্তান্ ক্ৰিপন্ত্যশবণেষু কমঃসু হস্ত ।

যচ্চ ব্রহ্মন্ত্যনিমিষান্মুযভানুরক্তা ।

দূরে যমা হু পরি নঃ স্পৃহণীযশীলাঃ ।

ভর্তু মিথঃ স্ববশমঃ কথনানুরাগ

বৈক্লব্যবাস্পাকলয়া পুলকীকৃতান্নাঃ ॥ ৭১ ॥

নাশন ভগবানের স্মৃতিাদি লীলানুবাদ হইতে বিমুখ হইয়া
অর্থ কামাদি বিষয়ের মত্তিভ্রংশিকা কুংকথা শ্রবণ করে,
তাহারা কখন সেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পায় না, তাহা-
দের দৌর্ভাগ্যের কথা কি কহিব, অন্যবিষয়ক কুংকথা তাহা-
দের শ্রবণগোচর হইয়া তাহাদের পূর্বসঞ্চিত পুণ্যসকল হরণ
করত তাহাদিগকে নিরাশ্রয় নরকে নিক্ষেপ করে ॥

হে দেবগণ ! যাহারা অহঙ্কার শূন্য এবং আমাদের অপে-
ক্ষাও অধিক যোগী তাহারা এই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে
পারেন । তাহারা ভগবান্ হরির নিরন্তর অনুরক্তি করাতে
এরূপ প্রভাবশালী যে যমও তাহাদের নিকটে যাইতে সমর্থ
হয়েন না, তাহাদের ভক্তির কথা কি বলিব, পরস্পর বসিয়া
ভগবানের যশঃ কথনে এমত অনুরাগ প্রকাশ করেন যে,
তজ্জন্য অবশ্যতা ও বাস্পোদ্গম হওয়াতে শরীর লোমাক্ষত
হয় এ নিমিত্তই তাহাদের কারুণ্যাদি স্বভাব সকলেরই

যবৈকুণ্ঠং যচ্চ নোহস্মাকমুপরি স্থিতং ব্রজস্তি নঃ স্পৃহ-
 গীয়শীলা ইতি বা । দূর যমো যেমাং তে । সিদ্ধয়ে দূরী-
 কৃতযমনিয়মাঃ সন্তো বা ব্রজস্তীতি । ভর্তৃমিথঃ স্বযশসঃ
 ইত্যিনেন তথা । বিধায়া ভক্তেমোক্ষস্থতিরস্কারিহ-
 প্রসিদ্ধিঃ সূচিতা নাত্যস্তিকং বিগণয়ন্ত্যপীত্যাদৌ

স্পৃহণীয় ॥ ৭১ ॥

তাৎপর্য্য । আমাদের উপরিস্থিত যে বৈকুণ্ঠ তাহাতে
 গমন করেন, অথবা যাঁহাদের স্বভাব আমাদের স্পৃহণীয় এবং
 যমও যাঁহাদের নিকট যাইতে অসমর্থ, কিম্বা সিদ্ধত্বহেতু
 যাঁহারা যম নিয়মকে দূরীকৃত করিয়াছেন, তাঁহারাই গমন
 করেন । ভর্তার অর্থাৎ স্বামির স্তন্দর যশোঃরাশিকে পরস্পর
 ইত্যাদি দ্বারা ঐ প্রকার ভক্তির মোক্ষস্থ তিরস্কারিহ
 প্রসিদ্ধি সূচিত হইল । ভাগবতে ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ৪৮
 শ্লোকে সনকাদি কহিয়াছেন ।

“নাত্যস্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং

কিস্বান্যদর্পিতভয়ং ক্রব উন্নয়ৈস্তে ।

যেহঙ্গ ত্বদজ্জি শরণা ভবতঃ কথায়াঃ

কীর্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ।”

অর্থাৎ সনকাদি কহিলেন প্রভো ! তোমার যশঃ পরম
 রমণীয় ও অতিশয় পবিত্র স্ততরাং কীর্তনাই ও তীর্থস্বরূপ,

যেহং হৃদজি শরণা ভবতঃ কথায়ান্

কীর্তন্যতীর্থ যশসঃ কুশলা রসজ্ঞা

ইতি সনকাছ্যক্তেঃ ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥ শ্রীব্রহ্মা দেবান্ ॥ ১৬ ॥

সচ্চিদানন্দরূপহং ॥

এবমেতান্ মদাদিকাদিষ্ঠানমুত্তিষ্ঠন্তি মে পথঃ ।

ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্বাক্ষ্য পরমং বিদুঃ ॥ ৭২ ॥

মে পথঃ জ্ঞানকর্মভক্তিলাক্ষণান্ মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ান্ ।

যে সকল কুশল ব্যক্তি তোমার কথায় রসজ্ঞ তাহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসাদ রূপ যে মোক্ষপদ তাহাকে গণ্য করে না, অন্য ইন্দ্রাদিপদের কথা কি ? ফলতঃ ইন্দ্রাদিপদেও তোমার জ্ঞান মাত্রে ভয় নিহত হয়, তোমার কথা রসজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্বদা নিরতিশয় স্মৃতি সন্তোষ করেন, ইহাতে ঐ পদে তাহাদের কেন প্রবৃত্তি হইবে ? ॥ ১৬ ॥

বৈকুণ্ঠের সচ্চিদানন্দ রূপহং ॥

১১ স্কন্ধের ২০ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে ভগবানের বাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন উদ্ধব ! এই রূপ আমি কর্তৃক আদিত্য আমার প্রাপ্তির উপায় মার্গসকল যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কাল মায়াদি রহিত আমার আবাসে গমন করেন এবং পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন ॥ ৭২ ॥

তাৎপর্য্য । আমার পথ সকলকে অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিরূপ আমার প্রাপ্তির উপায় সকলকে । যে হেতু

জ্ঞানকর্মণোরপি ভক্তিশু ভক্তেঃ প্রথমতঃ কচিৎ কদাচিৎ
কিঞ্চিং সাহায্যকারিত্বাৎ । ক্ষেমংমন্ত্ৰিক্ৰিয়াময়ং
যংস্থানং পরমং ব্রহ্মৈতি বিদুর্জানন্তি । ইথমেবোদাহরি-
ষ্যতে ॥ ১৭ ॥

ইতি সন্ধিস্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভূঃ ।

দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসং পরং ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্রক্ষজ্যোতিঃ সনাতনং ।

নন্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতা ইতি ।

উভয়ত্রাপি চকারাদধ্যাহারাদিনা ত্বর্থাশ্রয়ং কষ্টং ভবতি ।

জ্ঞান ও কর্মের এবং ভক্তসকলে ভক্তির প্রথমে কোথাও
কখন কিঞ্চিং সাহায্যকারিত্ব আছে। ক্ষেম শব্দের অর্থ
আমার ভক্তিয়ুক্ত মঙ্গলময় যে স্থান তাহাকে পরম ব্রহ্ম
বলিয়া জানেন। এই প্রকারই উদাহরণ করিতেছি ॥ ১৭ ॥

১০ স্কন্ধের ২৮ অধ্যায়ে ১৪।১৫। শ্লোকে শ্রীশুক বাক্যযথা ॥

হে রাজন্! মহাকারুণিক ভগবান্ এইরূপ চিন্তা করিয়া
গোপদিগকে প্রকৃতির পর যে ব্রহ্মস্বরূপ এবং বৈকুণ্ঠাখ্য
ব্রহ্মলোক তাহা দর্শন করাইলেন ॥

দেহাচ্ছিন্ন ব্যক্তিদিগের তদর্শন অসাধ্য নয়, এ কারণ
প্রথমে অজড়, অপরিচ্ছিন্ন, নিগুণ এবং সনাতন যে ব্রহ্ম,
মুনিগণ গুণাপায়ে সমাহিত হইয়া যাহা দর্শন করেন তাহাই
প্রদর্শন করিলেন ॥

তৈরেবচ তমসঃ প্রকৃতেঃ পরমিতি বৈকুণ্ঠস্যাপি বিশেষণ-
 ত্বেন ব্যাখ্যাতমিতি ॥ ১১ ॥ ২০ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ১৮ ॥
 তথৈবচ ॥

ন যত্র কালোহনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ
 কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে ।
 ন যত্র সত্বং ন রজস্তমশ্চ

উভয় শ্লোকে ই চকারাদির অধ্যাহার অর্থাৎ উছাদি দ্বারা
 অর্থান্তর কটকল্পনা হইতেছে । শ্রীধরস্বামীও “তমসঃ পরঃ”
 প্রকৃতির পর, ইহা বৈকুণ্ঠেরও বিশেষণরূপে ব্যাখ্যা করিয়া-
 ছেন ॥ ১৮ ॥

উক্ত প্রকারই ২ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ১৭ । ১৮ শ্লোকে
 শ্রীশুকদেবের বাক্যে যথা ॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্ ! এই রূপে আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত
 হইলে দেবগণের পরম প্রভুকালও তাঁহার কিছু করিতে সমর্থ
 হন না, দেবতারা কি রূপে সমর্থ হইতে পারিবেন ? অপর
 দেবগণ জগতের ঈশ্বর তাঁহারা যদি কিছু করিতে না পারি-
 লেন তবে তাঁহাদের অদীন প্রাণিদেগের ত কথাই নাই অর্থাৎ
 তাহারাও কিছু করিতে পারে না । ফলতঃ আত্ম স্বরূপ প্রাপ্ত
 হইলে আর অন্যের প্রভুত্ব সম্ভাবনা কি ? তদবস্থায় সত্ব রজঃ
 অথবা তমঃ কিছুই থাকে না এবং অহঙ্কার তত্ত্ব, মহত্ত্ব,
 প্রকৃতি ইত্যাদি জগৎকারণ সকলও আর তাঁহার সৃষ্ট্যাদিতে

নমৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানং ॥

পরং পদং বৈবক্ষ্যমাণনস্তি তদ-

যস্মৈতি নেতীত্যতদ্বৎসম্বন্ধঃ ।

বিসৃজ্য দৌরাভ্যামনন্যমৌহদ্য

হৃদোপগুহ্যাহঁপদং পদে পদে ॥ ৭৩ ॥

অতঃ চিদ্ব্যতিরিক্তং নেতি নেতীত্যেবমুৎস্রষ্টমিচ্ছয়া
দৌরাভ্যঃ ভগবদাত্মানোরভেদদৃষ্টিং বিসৃজ্য অহঁদ্য
শ্রীভগবতঃ পদং চরণারবিন্দং পদে পদে প্রতিকণং হৃদা

প্রভু হয় না ॥

ঐ যোগী আত্মব্যতিরিক্ত বস্তুমাত্রকে “নেতি নেতি”
অর্থাৎ ইহা নহে ইহা নহে এই রূপ বিবেচনা পূর্বক পরি-
ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করাতে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিহার-
পূর্বক ক্রমে ক্রমে শ্রীবিষ্ণুর পদকেই হৃদয় দ্বারা আলিঙ্গন
করেন, তাহাতে তৎকালে অন্য মৌহদ্য থাকে না অতএব
পণ্ডিতগণ সেই বিষ্ণুপদকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন,
কলে সেই অবস্থায় কোন উপাধিসম্বন্ধ থাকে না ॥ ৭৩ ॥

তাৎপর্য্য । “অতঃ” অর্থাৎ চিদ্ব্যতিরিক্ত বস্তুকে “নেতি
নেতি” তাহা নয়, তাহা নয়, এই প্রকার পরিত্যাগ করিতে
যাঁহারা ইচ্ছা করিয়াছেন সেই মহাত্মা সকল দৌরাভ্যাকে
অর্থাৎ ভগবান্ ও আত্মাতে অভেদদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া
পূজ্য শ্রীভগবানের পদ অর্থাৎ চরণারবিন্দকে পদে পদে প্রতি

উপগৃহ্য আল্লিষ্য নান্যস্মিন্ মোক্ষদং যেষা তথাভূতাঃ
সন্তো যদামনস্তি তদ্বৈষ্ণবং পদং শ্রীবৈকুণ্ঠমিতি ॥

ব্রহ্মস্বরূপমেব তদिति তাৎপর্যং । অনেন প্রেমলক্ষণ-
সাধনলিঙ্গেন বিকাররূপমর্থাস্তরং নিরস্তং ॥ ১৯ ॥

অত্র নিরাকারপরায়ণস্যাপি মুক্তাফলটীকাকৃতো দৈবা-
ভিবাঞ্জিকা গীর্ধথা । তৎ পরংপদং বৈষ্ণবমামনস্তি ।
অধিকৃতাধিষ্ঠিতরাজাধিষ্ঠিত্বৎ । ব্রহ্মাদিপদানামপি বিষ্ণু-
নাধিষ্ঠিতত্বাৎ পরমিত্যুক্তং বিষ্ণুনৈবাধিষ্ঠিতমিত্যর্থ ইতি ॥

কণ আলিঙ্গন করিয়া অন্যত্র মোহাদ্দ পরিত্যাগ পূর্বক
হাহাকে জানেন তাহাই বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠ । “তৎ”
এই পদের ব্রহ্মরূপই তাৎপর্য । অপর এই প্রেম লক্ষণ
সাধন চিহ্ন দ্বারা নিরাকার রূপ অর্থাস্তর নিরস্ত হইল ॥ ১৯ ॥

এ স্থলে নিরাকার পরায়ণ মুক্তাফল টীকাকারেরও দৈব-
প্রকাশক ব্যাক্য যথা ॥

পণ্ডিতগণ সেই পরপদকে বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বলিয়া
মান্য করেন, অধিকারি ব্যক্তির অধিষ্ঠিত স্থান অর্থাৎ যেমন
রাজার অধিকার ভুক্ত তদ্রূপ, ব্রহ্মাদির স্থান সকলও বিষ্ণুর
অধিকার ভুক্ত প্রযুক্ত “পরং” এই শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে
অর্থাৎ বিষ্ণুরই সর্বত্র অধিকার ॥

অতএব শ্রুতিতেও বলিয়াছেন ।

অতএব শ্রুতাবপি তস্য স্বমহিমৈকপ্রতিষ্ঠিতত্বং স
ভগবান্ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্মে মহিম্নীতি । অত-
এবোক্তং ক ইথা বেদ যত্র স ইতি ॥ ২ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ ॥ ২০ ॥

ক ইথেত্যাदि শ্রুতেরর্থত্বেনাপি স্পষ্টমাহ ॥

স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দনঃ । .

আত্মধূত্রিয়ো বেদং স কৰ্ম্মকমতদ্বিদঃ ॥ ৭৪ ॥

সকৰ্ম্মকং কৰ্ম্মমাত্রপ্রতিপাদকমাত্মন্তে জনার্দনস্য স্বং

সেই ভগবান্ কেবল স্বীয় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন ।
তাৎপর্য্য । সেই ভগবান্ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন ? এই
প্রশ্নে কহিতেছেন, তিনি নিজ মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন ।
অতএব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । কে ইহাঁকে জানে বাহাতে
ভগবান্ অস্থিত আছেন ॥ ২০ ॥

কইথ ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ অবলম্বন করিয়া স্পষ্ট
কহিতেছেন ॥

৪ স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকে শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হিকে
কহিয়াছেন যথা ॥

যে সকল ব্যক্তির বুদ্ধি মলিন, স্মৃতির ভ্রম, তাহারা বেদকে কৰ্ম্মপর
বলে, তাহারা বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য জানে না, কারণ যে
খানে সাক্ষাৎ ভগবান্ জনার্দন আছেন সেই স্বরূপ লোক যে
আত্মতত্ত্ব, তাহা তাহারা অবগত নহে ॥ ৭৪ ॥

সকৰ্ম্মক শব্দের কৰ্ম্মমাত্র প্রতিপাদক, এই যাঁহারা বলেন

স্বরূপং লোকং ন বিদুঃ । কিন্তু স্বর্গাদিকমেব বিদুঃ । যত্র
লোকে ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥ শ্রীনারদঃ প্রাচীনবর্ষিষঃ ॥ ২১ ॥

এবঞ্চ । ওঁ নমস্তেহস্ত ভগবন্মিত্যাদি গদ্যে । পরমহংস
পরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্মযোগসমাধিনা পরিভাবিতপরি-
ক্ষুটপারমহংস্যধর্ম্মেণোদঘাটিততমঃকবাটবारे অপারত
আত্মালোকে স্বয়মুপলব্ধনিজস্বখানুভবোভবান্ ॥ ৭৫ ॥

তমঃপ্রকৃতিরজ্ঞানং বা । আত্মালোকে স্বস্বরূপালোকে ॥

তাহারা জনার্দনের স্বস্বরূপ লোককে জানেন না, কিন্তু
স্বর্গাদি লোককেই জানেন । যত্র শব্দের অর্থ লোকে ॥ ২১ ॥

এই প্রকারই ৬ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে, ওঁ নমস্তেহস্ত ভগবন্-
ইত্যাদি ৩০ গদ্যে দেবগণ ভগবান্কে স্তব করিয়াছেন যথা ॥

দেবগণ কহিলেন হে লক্ষ্মীনাথ ! পরমহংস পরিব্রাজ-
কেরা অষ্টাঙ্গ সমন্বিত পরম আত্মযোগ দ্বারা যে সমাধি অর্থাৎ
চিহ্নকাণ্ড হয়, সেই সমাধির অনুষ্ঠানপূর্বক যে পরিক্ষুট
পারমহংস্য ধর্ম্মের অনুশীলন করেন, তাহাতে যখন তাঁহাদের
চিত্তের তমোরূপ কবাট উদঘাটিত এবং প্রত্যক্ স্বরূপ আত্ম-
লোক প্রকাশমান হয়, সেই সময় যে নিজস্ব স্বয়ং অভিব্যক্ত
হইয়া থাকে, তুমি তাহার অনুভব স্বরূপ, অতএব তোমাকে
নমস্কার করি ॥ ৭৫ ॥

“তমঃ” এ স্থলে প্রকৃতি অথবা অজ্ঞান । আত্মালোকে

এব আত্মালোক এষ ব্রহ্মলোক ইতি । দিব্যে ব্রহ্ম-
পুরোহেয পরমাত্মা প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি শ্রুতৌ ॥

যন্তং সূক্ষ্মং পরমং বেদিতব্যং

নিত্যং পদং বৈষ্ণবমামনস্তি ।

এতল্লোকা ন বিদুল্লোকসারং

বিন্দন্তি তৎ কবয়ো যোগনিষ্ঠাঃ ইতি

পিঙ্গলাদশাখায়াং পরেণ নাকং নিহিত গুহায়াং

বিভ্রাজতে যদ্যতনো বিশস্তীতি পরম্যাং । তদ্বা এতং

পরমং ধাম মন্তরাজাধ্যাপকস্য যত্র ন দুঃখাদি ন স্তর্যো

ভাতি যত্র ন বায়ুর্বাতি যত্র ন চন্দ্রমাস্তপতি যত্র ন

অর্থাৎ স্বস্বরূপ লোকে ।

শ্রুতি বলিয়াছেন ইনি আত্মলোক, ইনি ব্রহ্মলোক এই
পরমাত্মা অলৌকিক ব্রহ্মপুরে অবস্থিত আছেন । ইত্যাদি ॥

যে পরম সূক্ষ্ম জানিবার যোগ্য সেই নিত্য অর্থাৎ ক্ষয়ো
দয় রহিত পদকে পণ্ডিতগণ বিষ্ণুপদ কহেন । এই লোকেরা
সার স্বরূপ পরমপদকে লোকসকল জানিতে পারে না, কিন্তু
যাঁহারা যোগনিষ্ঠ সেই সকল পণ্ডিতগণই জানিতে পারেন ।
ইহা পিঙ্গলাদশাখায় বর্ণিত আছে । পরমেশ্বরকর্তৃকস্বর্ণ
গুহাতে স্থাপিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে, যাহাতে সম্যাসী
সকল প্রবেশ করিয়া থাকেন । এই পর শ্রুতিতে বর্ণিত আছে ।
মন্তরাজ অধ্যাপকের ইহাই পরম ধাম, যে স্থানে দুঃখাদি

নক্ষত্রাণি ভাস্তি যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি, যত্র ন দোষ-
স্তদানন্দং শাস্তং সদাশিবং ব্রহ্মাদিবন্দিতং যোগিধ্যেয়ং ।
যত্র গহ্বা ন নিবর্তন্তে যোগিনঃ ॥ ২২ ॥

তদেতদৃচাচ্ছ্যক্তং ॥

তদ্বিমোহঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ।

দিবীষ চক্ষুরাততং । তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাং-
সঃ সমিক্ষিতে বিমোহঃ পরমং পদমিতি শ্রীনৃসিংহ-
তাপন্যাং । নত্বিয়মপি ব্রহ্মপরত্বেনৈব ব্যাখ্যা বন্দিত-

নাই, যে স্থানে সূর্য্য প্রকাশ পান না, যে স্থানে বায়ু প্রবাহিত
হয়েন না, যে স্থানে চন্দ্র তাপ প্রদান করেন না, যে স্থানে
নক্ষত্র সকল প্রকাশ পায় না, যে স্থানে মৃত্যু প্রবেশ করিতে
পারে না, যে স্থানে কোন দোষ নাই, সেই আনন্দ স্বরূপ,
নিত্য, শাস্ত, সর্বদা মঙ্গল স্বরূপ ও ব্রহ্মাদি দেবগণের বন্দনীয়
ও যোগিগণের ধ্যেয় । যে স্থানে গমন করিয়া যোগিগণ আর
পুনরাবৃত্ত হয়েন না ॥ ২২ ॥

সেই এই পরমপদ মস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

জ্ঞানিসকল সেই বিষ্ণুর পরমপদকে আকাশে বিস্তৃত
চক্ষুর ন্যায় সর্বদা দর্শন করেন ।

বিষ্ণুর যে পরমপদ তাহা সর্বব্যাপক, অবিনাশী, জাগ্রৎ
এবং দাঁপ্তমান । এই নৃসিংহতাপনীতে বর্ণিত হইয়াছে ॥

এই শ্রুতির ব্রহ্মপরত্ব রূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই, যে হেতু

ত্বেন যত্র ত্বৈত্যানেন চ তদনঙ্গীকারাৎ ॥ ২৩ ॥

যতঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ ॥ শ্রীবিষ্ণুলোকমুদ্দিশ্য ঋগিষ্মনশ্চুত্ৱা । যথা-

উর্দ্ধোহরমুষিভাস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ ।

এতদ্বিসুপদং দিব্যং তৃতীয়ং সংযতাজ্ঞানাং ।

নিধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতাজ্ঞানাং ।

স্থানাং তং পরমং বিপ্রং পুণ্যপাপপরিষ্কয়ে ।

অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণাশিষ্যাপ্তিহেতবঃ ।

যত্র গচ্ছা ন শোচন্তি তদ্বিক্ণোঃ পরমং পদং ॥

বন্দনীয়ত্বরূপে এবং যে স্থানে গমন করিলে, এতদ্বারা ঐ ব্যাখ্যা অঙ্গীকার করেন নাই ॥ ২৩ ॥

যে হেতু শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও শ্রীবিষ্ণুলোক উদ্দেশ্য করিয়া পশ্চাৎ এই মন্ত্র স্মরণ করিয়াছেন যথা ॥

উত্তরাংশে ঋষি লোকের উপরি যে স্থানে ধ্রুব বাস করিতেছেন, তাহাই অলৌকিক বিষ্ণুপদ, ঐ লোক আকাশে দেদীপ্যমান এবং উহা স্বর্গ ও মর্ত্য লোক হইতে পৃথক্ ।

হে বিপ্র ! ঐহারা দোষপঙ্ক রহিত, সংযতচিত্ত, সম্যাসী, তাঁহারা পাপ পুণ্য ক্ষয়ের পর সেই পরম স্থান প্রাপ্ত হইবেন ॥

পাপ পুণ্য ক্ষয় হইলে অশেষ প্রাপ্তি হেতু কর্ম ক্ষয় করত মহাত্মারা যে স্থানে গমন করিয়া আর শোক

ধর্ম্ভ্রবাদ্যাস্তিষ্ঠিস্তি যত্র তে লোকসাক্ষিণঃ ।
 তৎসাক্ষ্যোৎপন্নযোগৈগন্তদ্বিষোঃ পরমং পদং ।
 যত্রৈতদোতং প্রোতং চ যদুতং সচরাচরং ।
 ভাব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্বিষোঃ পরমং পদং ।
 দিব্যং চক্ষুরাততং বিততং তন্মহাননাং ।
 বিবেকজ্ঞানবুদ্ধঞ্চতদ্বিষোঃ পরমং পদমিতি ॥ ২৪ ॥
 প্রকর্তোহু, যত্র ন বায়ুর্বাতিত্যাদিকং প্রাকৃততত্ত্বমাত্র-
 নিষেধাত্মকং । তত্রোপি তত্তচ্চরণাৎ ॥ ২৫ ॥

হরেন না তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ ॥

যোগসাধন দ্বারা ভগবানের তুল্য ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত, লোক-
 কলের সাক্ষিস্বরূপ ধর্ম্ম ও ভ্রবাদি যে স্থানে অবস্থিতি
 করিতেছেন তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ ॥

হে মৈত্রেয় । চরাচরের সহিত ভূত ভবিষ্যৎ এই বিশ্ব
 ॥হাতে ওত প্রোত হইয়া রহিয়াছে তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ ॥

যিনি আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় বিস্তৃত এবং যিনি
 ব্রাহ্মা দিগের বৈরাগ্য ও জ্ঞান বুদ্ধি করিতেছেন, তাহাই
 বিষ্ণুর পরম পদ ॥ ২৪ ॥

প্রকৃতিতেও বলিয়াছেন, যে স্থানে বায়ু প্রবাহিত হয়েন
 না, ইত্যাদি স্থলে প্রাকৃত বায়ু প্রভৃতি মাত্রের নিষেধ করি-
 য়াছেন, যে হেতু ঐ স্থানে যখন বায়ু প্রভৃতির অবস্থান শ্রুত
 হইতেছে, তখন প্রাকৃত বায়ুদির নিষেধ জানিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

যতু ।

মাতুঃ সপত্ন্যা বাধ্যগৈহৃদি বিদ্ধস্ত তান্‌ স্মরন্‌ ।

তথা ।

অহোবত মমানাস্ত্যং মন্দভাগ্যস্য পশ্যত ।

ভবচ্ছিন্নঃ পাদমূলং গত্বা যাচে যদন্তুবাতি ।

শ্রীধ্রুবস্যাপূর্ণশ্মন্যতা শ্রয়তে । তদুচ্চপদকামনয়ৈব তৎ
প্রার্থিতবতা তেন লক্ষ্মনোরথাভীতচরণেনাপি সঙ্কল্পমেব
তিরস্কর্তু মুক্তামিতি ষটতে ॥ ২৬ ॥

অপর ৪ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে তথা ৩০ শ্লোকে ॥

মৈত্রেয়্য কহিলেন বিদুর ! বিমাতার বাক্যরূপ বাণ ধ্রুবের
হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল, তাহা স্মরণ হওয়াতে তিনি
মুক্তিপ্রদ ভগবানের সম্মিথানে মুক্তি ইচ্ছা করেন নাই,
সুতরাং তৎপশ্চাৎ তাহার মনস্তাপ উপস্থিত হইয়াছিল ॥

ধ্রুব কহিলেন অহো ! আমি কি মন্দভাগ্য ! আমার
অজ্ঞত দেখ, আমি ভবনাশন ভগবানের পাদমূলে গমন করিয়া
নখর বস্তু যাত্রা করিয়াছি ॥

এতদ্বারা শ্রীধ্রুবের যে অপূর্বমনন্য শ্রুত হইতেছে
তাহা উচ্চ পদ কামনা দ্বারাও উচ্চ পদ প্রার্থি ধ্রুব কর্তৃক
মনোরথাভীত লক্ষচরণ দ্বারাও আপনার সঙ্কল্পকেই তিরস্কার

তত্র হেবোক্তং শ্রীবিভুরেণ । স্বচরিতং যৎ পরমং পদং
হরিরিতি ।

স্বয়ং শ্রীপৃষ্ণিগর্ভেণ ॥

ততো গন্তাসি মৎস্থানং সর্বলোকনমস্কৃতং ।

উপরিষ্ঠাদৃষিত্যস্ত্বং যতো নাবর্ততে যতিরিতি ॥

করিবার নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে ইহাই ঘটনা হইতেছে ॥ ২৬ ॥

ঐ ৪ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে বিদুরও মৈত্রেয়কে
জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্ ! ভগবান্ হরির পরম পদ সকাম
পুরুষের অত্যন্ত চরিত, তদীয় চরণ দ্বারাই তাহা উপার্জিত
হইতে পারে, ধ্রুব সামান্য ব্যক্তি নহেন, তিনি পুরুষার্থবেত্তা
ভগবানের সেই পরমপদ এক জন্মে লাভ করিয়াও আপনাকে
কেন অপ্রাপ্ত মনোরথের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছিলেন, ? তিনি
যখন অনতিপ্রীত হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন
বোধ হয় মনোরথ পূর্ণ হইল এমনত বিবেচনা করেন নাই ॥

৪ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে স্বয়ং শ্রীপৃষ্ণিগর্ভ

ধ্রুবকে কহিলেন ॥

ঐ স্থান হইতে আমার স্থানে গমন করিতে পারিবে ।
বৎস ! আমার স্থান সর্বলোকের নমস্কৃত এবং ঋষিদের
স্থানের উপরি বর্তমান, যতির্য সেই স্থানে গমন করিয়া
ধাকেন, তথা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না ॥

শ্রীপার্বদাখ্যামপি ॥

আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদমিতি ।

শ্রীসূতেনচ ॥

ঋবস্য বৈকুণ্ঠপদাধিরোহণমিতি ॥ ২৭ ॥

পঞ্চমে জ্যোতিশ্চক্রবর্ণনেচ ॥

বিষ্ণোর্যং পরমং পদং প্রদক্ষিণং প্রক্রামস্তীতি ।

৪ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে শ্রীভগবৎপার্বদদ্বয়ের
বাক্য যথা ॥

হে অঙ্গ ! তোমার পিতৃগণ অথবা অন্য কোন লোক
এ পর্য্যন্ত কখন ঐ স্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হন নাই, উহা
ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ, অতএব অগতের পরম বন্দনীয়,
যাহা হউক, তুমি যাহা জয় করিয়াছ তাহাতে অধিষ্ঠান কর ॥

৪ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে সূত কহিয়াছেন ॥

মুনিবর মৈত্রেয় পরম ভাগবত ঋবের বৈকুণ্ঠপদাধিরোহণ
বিষয় যাহা বর্ণন করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ অধো-
ক্ষজেয় প্রতি বিদুরের প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল, অতএব পুনর্বার
মৈত্রেয়কে সম্বোধন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করি-
লেন ॥ ২৭ ॥

৫ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে তথা ২৩ অধ্যায়ে
১ শ্লোকে জ্যোতিশ্চক্রবর্ণনে যথা ॥

শনৈশ্চরের উত্তরদিকে একাদশ লক্ষ যোজন ব্যবধান
ঋষিগণ দৃশ্য হইলেন, তাঁহারা লোকসকলের শান্তিবিধান

যদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমভিবদন্তিচ । প্রপঞ্চস্তর্গতত্বেহপি
তদ্বদ্যমুক্তত্বং । বিকারাবর্তি তথাহি, স্থিতিমাহেতি
ন্যায়েন ॥

অতোহস্মিল্লোকে প্রাপঞ্চিকস্য বহিরংশস্যৈব প্রলয়ো
জ্ঞেয়ঃ । তস্য তু তদানীমন্তর্দ্বানমেব ॥ ২৮ ॥

এতদালম্ভ্যেব হিরণ্যকশিপুনোক্তং ।

কিমনোঃ কালনির্দ্ধূতৈঃ কল্পান্তে বৈষ্ণবাদিভিরিতি ॥

করত ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ ধ্রুবলোকে বেষ্ঠন
করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ ! ঋষিদিগের স্থান বর্ণন
করিয়াছি, তাহা হইতে ত্রয়োদশ যোজনাস্তরে বিষ্ণু সেই
প্রসিদ্ধ পরম স্থান, পণ্ডিতগণ এ রূপ কহিয়া থাকেন ॥

প্রপঞ্চের অন্তর্গত হইয়াও প্রপঞ্চ হইতে বিরহিত, ব্রহ্ম-
সূত্রের ৪ অধ্যায়ের ৪ পাদের ১২১ সূত্রে বিকারাবর্তি
অর্থাৎ মুক্ত সকলের ব্যাপাররহিত স্থিতি কহিতেছেন এই
ন্যায় দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন । অতএব ইহলোকে জগতের
বহিরংশেরই প্রলয় হয়, ইহা জানিতে হইবে । পরন্তু প্রলয়-
কালীন ভগবদ্ধামের অন্তর্দ্বান হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

এই বিষয় অবলম্বন করিয়া ৭ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে

৯ শ্লোকে হিরণ্যকশিপুর বাক্য যথা ॥

হিরণ্য কশিপু বলে, ধ্রুবাদিপদও কাল বশতঃ ক্ষয় প্রাপ্ত

অতোহদ্যাপি যে তথা বিদস্তি তেহপি তত্তুল্যা ইতি
ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

অথ শ্রীমহাবৈকুণ্ঠস্য তাদৃশত্বস্ত স্ততরামেব । তথা নান
শ্রুতিপদোৎথাপনেন পাদ্যোত্তরথণ্ডেহপি প্রকৃত্যন্তর্গত
বিভূতিবর্ণনাস্তরং তাদৃশত্বমভিব্যঞ্জিতং শ্রীশিবেন ।

এবং প্রকৃतरূপায়া বিভূতেরূপমুত্তমং ।

ত্রিপাদ্বিভূতিরূপস্ত শৃণু ভূধরনন্দিনি ।

প্রধানপরমব্যোম্মোরস্তরে বিরজানদী ।

হয়, সে সকল আমার প্রয়োজন নাই আমি সত্য লোকই
সাধন করিব ॥

অতএব অদ্যাবধি যাহার! ঐ রূপ বলে তাহার!ও হিরণ্য
কশিপুর তুল্য ॥ ২৯ ॥

অথ নানা শ্রুতি পদের উত্থাপনহেতু শ্রীমহাবৈকুণ্ঠের
ঐ প্রকার হইল ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরথণ্ডেও প্রকৃতির অন্তর্গত বিভূতি
বর্ণনের পর শ্রীশিব ঐ মহাবৈকুণ্ঠের তাদৃশত্ব প্রকাশ করিয়া
ছেন যথা ॥

হে পরমতনুন্দিনি! এই প্রকার প্রাকৃত রূপ বিভূতি
হইতে উত্তম রূপ যে ত্রিপাদ্ বিভূতি রূপ তাহা শ্রবণ কর ।
প্রকৃতি ও মহাবৈকুণ্ঠ এই দুইয়ের মধ্যে পবিত্র বিরজা নদী

বেদাঙ্গশ্বেদজনিততৌয়েঃ প্রত্নাবিতা শুভা ।

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদভূতং সনাতনং

অমৃতং শাস্তং নিত্যমনন্তং পরমং পদং ।

শুদ্ধসঙ্কময়ং দিব্যমকরং ব্রহ্মণঃ পদং ।

অনেককোটিসূর্যাগ্নিভূল্যবর্চনমব্যয়ং ।

সর্ববেদবয়ং শুভ্রং সর্বপ্রলয়বর্জিতং ।

অসঙ্কমেজরং নিত্যং জাগ্রৎস্বপ্নাদিবর্জিতং ।

হিরণ্যং মোক্ষপদং ব্রহ্মানন্দস্থখাবহং ।

সমানাধিক্যরহিতং আদ্যন্তরহিতং শুভ্রং ।

অবস্থিত আছে, তাহা বেদাঙ্গরূপ [ঘর্ষবারিদ্বারা প্রবাহিত
হইতেছে ॥

ঐ বিরজার পারে ত্রিপাদবিভূতিশালী সনাতন, অমৃত
শাস্ত, নিত্য ও অনন্ত অর্থাৎ পরিমাণরহিত পরব্যোম
অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠনাগে স্থান আছে ॥

যাহা শুদ্ধ সঙ্কময়, অদিব্য ও অবিনাশি এবং ব্রহ্মের
আশ্রয় । অপর যে ধাম অনেক : কোটি সূর্য ও অগ্নির ভূল্য
তেজোময়, তথা সর্ববেদ স্বরূপ, শুভ্রবর্ণ ও সর্ব প্রকার
প্রলয়বর্জিত, সংখ্যা শূন্য, অজর অর্থাৎ জীর্ণভাবরহিত,
সত্য, জাগ্রৎ স্বপ্নাদি অবস্থাত্মক বর্জিত, স্বর্ণময়, মোক্ষ পদ,
ব্রহ্মানন্দ স্থখ স্বরূপ এবং যাহার সমান বা অধিক নাই,
যাহা আদ্যন্তশূন্য, মঙ্গলস্বরূপ, তেজোদ্বারা অতিশয় অন্তত,
৭

তেজসী অদ্বুতং রম্যং নিত্যমানন্দসাগরং ।
 এবমাদিগুণোপেতং তদ্বিশেষোঃ পরমং পদং ।
 ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশীক্শো ন পাবকঃ ।
 যদগ্ৰহা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং পদং ।
 তদ্বিশেষোঃ পরমং ধাম শাস্বতং নিত্যমচ্যুতং ।
 নহি বর্ণয়িতুং শক্যং কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৩০ ॥
 হরেঃ পদং বর্ণয়িতুং ন শক্যং
 মণা চ ধাত্তা চ মুনীন্দ্রবর্য্যৈঃ ।
 যস্মিন্ পদে অচ্যুতঃ ঈশ্বরোহজঃ

রমণীয় ও নিত্য আনন্দ সমুদ্র ইত্যাদি গুণযুক্ত, তাহাই বিষ্ণুর
পরম পদ ॥

অপর সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ইহারা যেলোক প্রকাশ করিতে
পারেন না এবং যে স্থানে গেলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না
তাহাই হরির পরম ধাম ॥

পরন্তু ঐ পরব্যোম শাস্বত, নিত্য ও অবিনাশী তাহা
শতকোটি কল্পেও বর্ণন করিবার শক্তি নাই ॥ ৩০ ॥

হে পার্শ্বিতি ! যে স্থানে হরি অবস্থিত আছেন, তাহা
বর্ণন করিতে মুনীন্দ্রশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা ও আমি সমর্থ নহি, এবং
সেই হরিও জ্ঞানেন কি না তাহা জানি না ॥

যে ধামের বিনাশ নাই, যাহা বেদে গোপনীয় এবং
যাহাতে বিখের অধিকারী দেবগণ অবস্থিত, বিষ্ণুও তাহাকে

সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥

যদক্ষরং বেদগুহ্যং যস্মিন্ দেবা অধিবিষ্টে নিষেদ্ধাঃ ।

যন্তং ন বেদ কিমুচা করিস্যতি । য উ তদ্বিহস্ত ইমে

সমাসতে, তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ।

অক্ষরং শাস্ত্রতং নিত্যং দিবী ব চক্ষুরাততং ।

অ প্রবেষ্টু মশক্যং তদ্রূক্ষরজ্ঞাদিদৈবতৈঃ ।

জ্ঞানেন শাস্ত্রমার্গেণ বীক্ষ্যতে যোগিপুঙ্গবৈঃ ।

সর্কোপনিষদামর্থং দৃষ্ট্বা বক্ষ্যামি সূত্রেতে ।

বিক্ষোঃ পদে পরমে তু মধু উৎসং শুভাহবয়ঃ ।

জ্ঞানেন না, বেদ কি করিবে ॥

যাঁহারা তাহা জ্ঞানেন তাঁহারা সেই স্থানে বাস করিতে-
ছেন, সেই বিষ্ণুর পরম পদকে জ্ঞানিগণ সর্বদা দেখিতে-
ছেন । তাহা অবিনাশী, শাস্ত্রত, নিত্য আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর
নায় ॥

ব্রহ্ম রূজাদি দেববৃন্দ যাহাতে সম্যক প্রবেশ করিতে শক্ত
হয়েন না, প্রধান প্রধান যোগিগণ শাস্ত্রমার্গ জ্ঞানদ্বারা
তাহাকে দেখিতেছেন ॥

ব্রহ্মা, দেবগণ মহর্ষিসকল ও আমি (শিব) তাহাকে
জানি না, হে সূত্রেতে । সমস্ত উপনিষদের অর্থ দৃষ্টি করিয়া
আমি বলিতেছি ॥

বিষ্ণুর সেই মধুর পরম পদে মঙ্গলনামক আনন্দ বিরাজ

যত্র গাবো জুরিশৃঙ্গা আসতে স্বস্থং প্রজাঃ ।
 অত্রাহ তৎ পরং ধাম গীয়মানস্য শাস্ত্রিণঃ ।
 তদ্ভ্রাতী পরমং ধাম গোভির্গে যৈঃ শুভাহ্বয়ৈঃ ॥ ৩১ ॥
 আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ জ্যোতিরুত্তমং ।
 অথাভো ব্রহ্মণো লোকঃ শুদ্ধঃ স হ সনাতনঃ ।
 সামান্যাবিযুতো দূরে অস্তেহস্মিন্ শাস্ত্রে পদে ।
 তস্মহুর্জাগরুকেহস্মিন্ যুবানো ক্রীসনাতনো ।
 যতঃ স্বসারো যুবতী ভূ-লীলে বিমুগ্ধবল্লভে ।
 অত্র পূর্বে যেচ সাধ্যা বিধে, দেবাঃ সনাতনাঃ ।
 তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তুঃ শুভদর্শনাঃ ।

মান, যে স্থানে স্বীয় স্বথপ্রজাবিশিষ্ট বহুল শৃঙ্গধারি গো
 সকল অবস্থিত আছে । গীয়মান শাস্ত্রি ভগবানের সেই ধাম
 এ স্থলে কহিতেছেন, স্বথনামক গানের বিষয়ীভূত গো
 সকল দ্বারা সেই পরম ধাম দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥ ৩১ ॥

সেই ধাম সূর্য্যবর্ণ, প্রকৃতির পর, জ্যোতিঃস্বরূপ এবং
 অবিনাশী । অতএব এই ব্রহ্মলোক শুদ্ধ ও ভগবানের সহিত
 বর্তমান । ইহা অসামান্য, সর্বাতিরিক্ত, কল্পান্তে ও নিত্য
 বর্তমান এবং জাগ্রৎ স্বরূপ, ইহাতে সেই সনাতন ক্রীভগবান্
 শক্তির সহিত অবস্থিত আছেন, উভয়েই যৌবনবিশিষ্ট ॥

যে হেতু বিমুগ্ধিয়া যুবতি ভূ ও লীলাশক্তি দুইটা ভগিনী ।
 এ স্থলে পূর্বে যে সনাতন সাধ্য ও বিশ্বদেব সকল বাস

তৎপদং জ্ঞানিনো বিপ্রা জাগৃৎবাংসঃ সমিহতে ॥ ৩২ ॥

তদ্বিষোঃ পরমং ধাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে ।

তস্মিন্ বন্ধবিনিমুক্তাঃ প্রাপ্যন্তে স্বস্থং পদং ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তস্মান্মোক্ষ উদাহৃতঃ ॥

মোক্ষঃ পরং পদং লিঙ্গমমৃতং বিষ্ণুমন্দিরং ।

অক্ষরং পরমং ধাম বৈকুণ্ঠং শাস্বতং পরং ।

নিত্যঞ্চ পরমব্যোম সর্বোৎকৃষ্টং সনাতনং ।

পর্যায়বাচকান্যস্য পরং ধামোহচ্যুতস্য হি ।

তস্য ত্রিপাদ্বিভূতেন্তু রূপং বক্ষ্যামি বিস্তরাদিত্যাदि ।

এতদ্রীতিকশ্রুতয়ো বৈদিকেষু প্রায়ঃ প্রসিদ্ধা ইতি

করিতেছেন, তাঁহারা মহিমাযুক্ত, প্রদীপ্ত, শুভদর্শন, জাগ্রৎ, জ্ঞানী এবং বিপ্র অতএব সেই স্বর্গ পদকে সম্যকরূপে প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

বিষ্ণুর সেই পরম ধাম মোক্ষধাম বলিয়া অভিহিত হয় ।
যাঁহারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই নিজস্বথম স্থানকে প্রাপ্ত হইয়াছেন । তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে পুনরাবৃত্তি হয় না, এই কারণে তাহা মোক্ষ বলিয়া অভিহিত ॥

মোক্ষ, পরং পদ, লিঙ্গ, অমৃত, বিষ্ণুমন্দির, অক্ষর, পরম ধাম, বৈকুণ্ঠ, শাস্বত, পর, নিত্য, পরমব্যোম, সর্বোৎকৃষ্ট, এবং সনাতন । এই সকল শব্দ অচ্যুত ভগবানের পরমধামের পর্যায়বাচক, পরন্তু সেই ত্রিপাদ্বিভূতির রূপ বিস্তার করিয়া কহিব । এই রূপ শ্রুতি সকল বৈদিক (পুরাণ)

নোদাহিস্তে ॥ ৩৩ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চন্দ্রাক্ষরনারদসম্বাদে জিতেন্তে স্তোত্রে ॥

লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যমৃগং গুণসংযুতং ।

অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জিতং ॥

নিত্যসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈঃ পাক্কালিকৈঃ ।

মভাপ্রাসাদসংযুক্তং বনৈশ্চোপবনৈঃ শুভং ।

বাপীকৃপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষযুগৈঃ হৃদয়িতং ।

অপ্রাকৃতং হরৈর্কল্যায়নুত্বাক্ষরমপ্রভমিতি ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

সকলে প্রসিদ্ধ আছে, এই হেতু উদাহরণ দেওয়া হইল
না ॥ ৩৩ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ও শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে

জিতেন্তে স্তোত্রে ॥

বৈকুণ্ঠনামক লোক অলৌকিক মৃগং গুণ সংযুক্ত, অকৈ-
তব সকলের অপ্রাপ্য, সহ রজঃ তম এই গুণত্রয় বর্জিত, তৎ-
স্বরূপ পাক্কালিক নিত্যসিদ্ধ সকলে পরিব্যাপ্ত, মভা ও
অট্টালিকা সংযুক্ত বন ও উপবন দ্বারা শোভিত, বাপী, কৃপ,
তড়াগ ও বৃক্ষযুগে হৃদয়িত, অপ্রাকৃত, দেববন্দ্য ও অযুত
সূর্য্যতুল্য প্রভাসম্পন্ন ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

তমনন্তুণাবাসং মহন্তেজো দুরাসদং ।

অপ্রত্যক্ষং নিরূপমং পরানন্দমতীন্দ্রিয়মিতি ॥

ইতিহাসমুচ্ছয়ে মুদগলোপাখ্যানে ॥

ব্রহ্মণঃ সদনাদূর্জং তদ্বিশেষোঃ পরমং পদং ।

শুদ্ধং সনাতনং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্মেতি যদ্বিদুঃ ॥

নির্গুণা নিরহঙ্কারা নিষ্পন্দা য়ে জিতেন্দ্রিয়াঃ ।

ধ্যানযোগপর্যায়ৈশ্চ তত্র গচ্ছন্তি সাধবঃ ॥

যেহর্চরন্তি হরিং বিষ্ণুং কৃষ্ণং জিষ্ণুং সনাতনং ।

নারায়ণমজং দেবং বিষক্‌মেণং চতুর্ভুজং ।

সেই বৈকুণ্ঠলোক অনন্ত গুণের আবাসস্থল, অমহৎ তেজঃ
শালী, দুস্প্রাপ্য, অপ্রত্যক্ষ, নিরূপম, পরমানন্দরূপ ও অতী-
ন্দ্রিয় ॥

ইতিহাসমুচ্ছয়ে মুদগলোপাখ্যানে যথা ॥

ব্রহ্মলোকের উল্লেখেই বিষ্ণুর পরম পদ অবস্থিত ।
পণ্ডিতেরা যাহাকে শুদ্ধ, সনাতন, জ্যোতির্গুণ্য ও পরম ব্রহ্ম
বলিয়া জানেন ।

যাঁহারা মগতাশূন্য, অহঙ্কার রহিত, অথ দুঃখ বর্জিত,
জিতেন্দ্রিয় এবং ধ্যানযোগপরায়ণ, সেই সকল সাধু ঐ স্থানে
গমন করেন ॥

যাঁহারা হরি, জিষ্ণু, সনাতন, নারায়ণ, অজ, দেব, বিষক্‌
মেণ, চতুর্ভুজ, দিব্য পুরুষ অচ্যুত ভগবান্‌কে অর্চন, স্মরণ

ধ্যায়ন্তি পুরুষং দিব্যমুচ্যতং চ স্মরন্তি যে ।

লভন্তে তেহচ্যুতস্থানং শ্রুতিরেষা সনাতনীতি ॥

স্কান্দে শ্রীসনৎকুমারমার্কণ্ডেয়সম্বাদে ॥

যো বিষ্ণুভক্তো বিপ্রেন্দ্র শঙ্খচক্রাদিচিহ্নিতঃ ।

স যাতি বিষ্ণুলোকং বৈ দাহপ্রলয়বর্জিতমিতি ॥ ৩৪ ॥

অত্র পদধামাদিশব্দেন স্থানবাচকেন স্বরূপে ত্বরূঢ়েন
যদি কশিচৎ কথঞ্চিৎ স্বরূপমেব বাচয়তি তদ্ব্যতীতং তৎ-
প্রসঙ্গে, তেহভিগচ্ছন্তি মৎস্থানং যদ্বক্ষ্য পরমং বিদুরি-
ত্যাদৌ সাক্ষাদেব স্থানবাচকেন শব্দনিগদেন তস্মি-
রসনীয়ং ॥

ও ধ্যান করেন তাঁহারা অচ্যুত স্থান বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইলেন,
এই সনাতনী শ্রুতি রহিয়াছে ॥

স্কন্দপুরাণে সনৎকুমার ও মার্কণ্ডেয় সম্বাদে ॥

হে বিপ্রেন্দ্র ! যে বিষ্ণুভক্ত শঙ্খ, চক্র বিভূষিত তিনি
দাহপ্রলয়বর্জিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

এ স্থলে স্থায়ী রূপে আরূঢ় স্থানবাচক পদ ও ধামাদি শব্দ
দ্বারা যদি কেহ কখন স্বরূপত্রয়কে বলায় তাহা অন্য স্থানে
জানিতে হইবে, কেন না ঐ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, তাঁহারা
আমার স্থানে গমন করেন, পণ্ডিতগণ যাহাকে পরমত্রয়
বলিয়া জানেন । ইত্যাদি স্থলে সাক্ষাৎ স্থানবাচক শব্দ
কখন দ্বারা পূর্বকথিত স্বরূপকে নিরাস করিতে হইবে ॥

যদি তত্রাপি চকারাদখ্যাহারাদিনৈন্যেন পূর্বদর্শিত-
 ইতিহাসসমুচ্চয়স্য পরং ব্রহ্মেতি যদ্বিদ্ভুরিতি বিশেষণ-
 বিরুদ্ধং বাক্যভেদমেবাপীকরোতি তর্হি স্বমতে তত্র
 তত্রোক্তলোকশব্দঃ সহায়ীকর্তব্যঃ । ততশ্চ পদধাম-
 স্থানলোকরূপাণাং তেষাং শব্দানাং এক এব বস্তুনি
 প্রয়োগাৎ পরস্পারমন্যার্থং দূরীকৃষ্মন্তে কং বা ন
 বোধয়ন্তি স্বমর্থং । যথা ভগবান্ হরিবিষ্ণুরয়মিতি ॥ ৩৫ ॥
 অথ হস্ত তত্রাপি চেৎ স্বরূপমাত্রবাচকতাং ভিক্ষতে
 তর্হি স্ফুটমেব বৈষ্ণবপাদ্যাদিবচনৈর্বিপক্ষো হ্রেপ-

যদিচ সে স্থানেও চকারদির অখ্যাহার না থাকায় পূর্ব-
 দর্শিত ইতিহাস সমুচ্চয়ের “পরং ব্রহ্মেতি যদ্বিদ্ভুঃ” এই বিশে-
 ষণ-বিরুদ্ধ বাক্যভেদই অপীকার করেন। তাহা হইলে স্বীয়
 মতে সেই সেই স্থানে কথিত লোকশব্দকে সহায় করা
 ক্তব্য, যে হেতু পদ, ধাম, স্থান, ও লোক রূপ সেই শব্দ
 দ্বয়ের একমাত্র বস্তুতে প্রয়োগাধীন তাহার অনর্থকে
 বিভূত করিয়া স্বীয় অর্থ কোন লোকে না বোধ করাইতে-
 ন, । যথা ভগবান্ হরি ইনিই বিষ্ণু ॥ ৩৫ ॥

ইহার পর হায় ! তাহাতেও যদি বিপক্ষ স্বরূপমাত্রের
 চকতাকে ভিক্ষা করে, তাহা হইলে, স্পষ্টই বিষ্ণুপুরাণ
 পদপুরাণাদির বচনসমূহ দ্বারা বিপক্ষ লভিজ্ঞত হইবে ।

ধীমঃ । কৰ্ম্মাদাপ্রাপ্যত্বাদিপ্রতিপাদকবাক্যানি তু
 বিশেষতো বেত্রপানিরূপানি মন্ত্যেবেতি বক্তব্যং ।
 তস্মাৎ । ওঁ নমস্তেহস্ত । ইত্যাদি গদ্যমপি সাধেব
 ব্যাখ্যাতং ॥ ৬ ॥ ৯ ॥ দেবাঃ শ্রীহরিং ॥ ৩৬ ॥
 তদেতচ্ছ্রীবৈকুণ্ঠস্য স্বরূপং নিরূপিতং । তচ্চ যথা শ্রীভ-
 বানুব কচিং পূর্ণত্বেন কচিদংশত্বেন চ বর্ততে তথৈবেতি
 বহবস্তস্যাপি ভেদাঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ দ্রষ্টব্যঃ । যেযু
 শ্রীমৎস্যদেবাদীনামপি পদ্যানি বক্ষ্যন্তে । তদেব সূচয়তি ॥

পরন্তু কৰ্ম্মাদিহারা অপ্ৰাপ্যত্ব প্রতিপাদক বাক্যসকল বেত্র-
 হস্ত রহিয়াছে, ইহাই বলিতে হইবে । অতএব ৬ স্কন্ধের ৯
 অধ্যায়ের “নমস্তেহস্ত” এই ৩০ সম্ব্যাক গদ্য স্তম্ভরূপে
 ব্যাখ্যা করা হইল ॥ ৩৬ ॥

এই যে শ্রীবৈকুণ্ঠের স্বরূপ নিরূপণ করা গেল, যেমন
 ভগবান্ কোন স্থানে পূর্ণত্বরূপে এবং কোন স্থানে অংশত্ব
 রূপে অবস্থিত আছেন, তদ্রূপ ঐ বৈকুণ্ঠেরও বহু প্রকার
 ভেদ হইয়া থাকে, এই বিষয়ের বচনসকল পদ্মপুরাণের
 উত্তরখণ্ডাদিতে দর্শন করা কর্তব্য ।

যে সকল স্থানে মৎস্যদেব প্রভৃতির ধাম সকল বলা-
 যাইবে, তাহারই সূচনা করিতেছেন ॥

৩ স্কন্ধের ১৯ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে যথা ॥

এবং হিরণ্যাক্ষমসহবিক্রমং

স সাদয়িত্বা হরিরাদিশূকরঃ ।

জগাম লোকং স্বমথণ্ডিতোৎসবং

সমীড়িতঃ পুঙ্করবিষ্টিরাদিভিঃ ॥ ৭৬ ॥

সাদয়িত্বা হত্বা । পবিত্রারোপপ্রসঙ্গে চৈবমাহ বোধায়নঃ ।

এবং যঃ কুরুতে বিদ্বান্ বর্ষে বর্ষে ন সংশয়ঃ ।

স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো নৃকেশরীতি ॥

বায়ুপুরাণেতু শিবপুরমপি তদ্বচ্ছৃণতে যথা ।

মুনিবর মৈত্রেয় এতাবদ্বৃন্তাস্ত বর্ণন করিয়া বিদুরকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন এই প্রকারে অসহ্য বিক্রম হিরণ্যাক্ষ দানবের নিপাত হইলে পর ব্রহ্মাদিকর্তৃক সংস্কৃত হইয়া ভগবান্ আদিশূকর নিত্য সুখধাম স্বীয় নির্মল ধামে গমন করিলেন ॥ ৭৬ ॥

“সাদয়িত্বা” অর্থাৎ বধ করিয়া । পবিত্রারোপপ্রসঙ্গেও এই প্রকার বোধায়ন বলিয়াছেন ॥

যে বিদ্বান্ পুরুষ বর্ষে বর্ষে এই প্রকার পবিত্রারোপণ করেন, তিনি যে স্থানে নৃসিংহদেব বাস করেন সেই পরম স্থান প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥

বায়ুপুরাণে শিবপুরও ঐ প্রকার শুনিতে

পাওয়া যায় যথা ॥

অগ্নৌষ্মা সমস্তান্তু সন্নিবিষ্টৌ ঘনোদধিঃ ।
 সমস্তাদ্বনতোয়েন ধার্যমাণঃ স তিষ্ঠতি ।
 বাহ্যতো ঘনতায়স্য তিৰ্য্যগৃক্ষঞ্চ মণ্ডলং ।
 ধার্যমাণং সমস্তান্তু তিষ্ঠতে ঘনতেজসা ।
 অয়োগুড়নিভো বহিঃ সমস্তান্মণ্ডলাকৃতিঃ ।
 সমস্তাদ্বনবাতেন ধার্যমাণঃ স তিষ্ঠতি ।
 ঘনবাতস্তথাকাশং ভূতাদিশ্চ তথা মহান্ ।
 মহান্ ব্যাপ্তৌ হনন্তেন অব্যক্তেনতু ধার্যতে ।
 অনন্তমপরিব্যক্তমনাদিনিধনঞ্চ তৎ ।
 তম্ এব নিরালোকমমর্যাদমদেশিকং ।

ঘন (নিবিড়) সমুদ্র অর্থাৎ কারণার্ণব ব্রহ্মাণ্ড সমূহের
 চতুর্দিকে সন্নিবিষ্ট হইয়া নিবিড় জলদ্বারা সর্বতোভাবে
 ধৃত আছে । অনন্তর নিবিড় জলের বহির্ভাগে বক্র উর্দ্ধমণ্ডল
 চতুষ্পার্শ্বে নিবিড় তেজোদ্বারা ধৃত রহিয়াছে, তাহার পর
 লোহপিণ্ডের তুল্য চতুষ্পাদে মণ্ডলাকার অগ্নি নিবিড় বায়ু
 দ্বারা সর্বতোভাবে ধার্যমাণ হইয়া অবস্থিত আছে । তদনন্তর
 আকাশ নিবিড় বায়ুকে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছে, তথা
 আকাশকে আদি ভূত অর্থাৎ অহঙ্কার এবং অহঙ্কারকে মহ-
 তত্ত্ব ও মহত্ত্ব অনন্ত দ্বারা ব্যাপক হইয়াছে এবং অব্যক্ত
 তমঃ কর্তৃক ধৃত হইয়া রহিয়াছে ॥

যাহা অনন্ত তাহা অপরিব্যক্ত অর্থাৎ তাহাকে প্রকাশ
 করা যায় না এবং অনাদি নিধন অর্থাৎ তাহার আদি অন্ত

তমসোহস্তেচ বিখ্যাতমাকাশাস্তে চ ভাস্বরং ।

মর্যাদায়ামতস্তস্য শিবস্যায়তনং মহৎ । ১

ত্রিদেশানামগম্যাস্তু স্থানং দিব্যমিতি শ্রুতিরিত্যাदि ॥

৩ ॥ ১৯ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

এবঞ্চ যথা শ্রীভগবৎপুরাবির্ভূতি লোকে তথৈব কচিৎ
কস্যচিত্তৎপদস্যাবির্ভাবঃ শ্রুয়তে ॥

পত্নী বিকুষ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ ।

তয়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ং ।

বৈকুণ্ঠঃ কল্লিতো যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ ।

নাই। আর তমঃ শব্দের অর্থ আলোক শূন্য, অমর্যাদা শব্দের
অর্থ অদেশিক অর্থাৎ পথিকশূন্য। তমের অস্তে ও আকা-
শের অস্তে সীমার মধ্যে বিখ্যাত তেজোময় সেই শিবের
সুহৃৎ আয়তন আছে, উহা দেবতাসকলের অগম্য এবং
অলৌকিক স্থান, ইত্যাদি শ্রুতি আছে ॥ ৩৮ ॥

এই প্রকার যেমন লোকমধ্যে ভগবদ্বিগ্রহের আবির্ভাব
হইয়া থাকে সেই প্রকারই কোন স্থানে কোন ধামের আবি-
র্ভাব শুনা যায় ॥

৮ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে যথা ॥

শুভ্রের বিকুষ্ঠা নামে যে পত্নী ছিলেন তাঁহার গর্ভে
শুভ্রের ওরসে ভগবান্ বৈকুণ্ঠবাসি দেবগণসহিত স্বীয় অংশে
জন্মগ্রহণ করেন। ঐ বৈকুণ্ঠই রমাদেবীর প্রার্থনায় তদীয়
প্রিয় করিতে বাসনা করিয়া লোকনমস্কৃত বৈকুণ্ঠলোক নির্মাণ

রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৭৭ ॥

যথা ভগবত্ আবির্ভাবমাত্রং জন্মেতি ভণ্যতে, তথৈব
বৈকুণ্ঠস্যাপি কল্পনমাবির্ভাবনমেব নতু প্রাকৃতবৎ কৃত্রি-
মত্বং । উভয়ত্রাপি নিত্যত্বাদিত্যভিপ্রায়েণ তৎসাম্যেনাহ
জ্ঞেস্তে ইতি । শ্রীবিষ্ণুস্মৃত্যৈবেদং বৈকুণ্ঠং । মূলবৈকুণ্ঠস্ত
স্বক্ৰেঃ প্রাক্ শ্রীব্রহ্মণা দৃষ্টমিতি দ্বিতীয়ে প্রসিদ্ধয়েব ॥ স
তমিকৈতং পরিসৃত্য শূন্যমপশ্যমানঃ কুপিতো নানা-
দেতু্য । স্তম্ভং স্থানন্ত স্বর্গাদিগতমেব জ্ঞেয়ং ॥ ৮ ॥ ৫ ॥

করেন ॥ ৭৭ ॥

পণ্ডিতগণ যেমন ভগবানের আবির্ভাবমাত্রকে জন্ম বলি-
য়াছেন, সেই রূপ বৈকুণ্ঠেরও কল্পনা আবির্ভাবমাত্র । প্রাকৃ-
তের ন্যায় কৃত্রিম নহে, হেতু এই উভয়ই নিত্য । এই অভি-
প্রায়ে ভগবৎসাম্যরূপে কহিতেছেন “জ্ঞেস্তে ইতি” অর্থাৎ
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । বিষ্ণুস্মৃতিরই এই, এই অর্থে
বৈকুণ্ঠ ।

কিন্তু মূল বৈকুণ্ঠ পৃথক্, তাহা সৃষ্টির পূর্বেই ব্রহ্মা দর্শন
করিয়াছিলেন, এই বিষয় দ্বিতীয় স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৯।১০
শ্লোকে প্রসিদ্ধ আছে । তথা ৮ স্কন্ধের ১৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে
বাগনদেব বলিয়াছেন, অহে বলিরাজ ! তৎপরে হিরণ্যকশিপু
বিষ্ণুকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার শূন্য নিকেতন পরিক্রমণ
পূর্বক কোপভরে সিংহনাদ করিয়াছিলেন । এই শ্লোকে
হিরণ্যকশিপু যে বৈকুণ্ঠ দেখিয়াছিল তাহা স্বর্গাদিগত

শ্রীশুকঃ ॥ ৩৮ ॥

তদেবং শ্রীবৈকুণ্ঠস্য স্বরূপভূতত্বে সিদ্ধে তদঙ্গভূতানাং
শ্রীপার্বদানাং তাদৃশত্বং স্তত্রং সিদ্ধমেবং যুক্তৈঃ ৩৭-
সেবকানাং । নাদেবোদেবমর্চ্ছয়েদিত্তি তৎসদৃশতাভাবনা-
মন্তরেণোদ্দেশেনাপি তৎসেবায়ামনধিকারাৎ সাক্ষাত্তু
সাক্ষাদেব তৎসদৃশত্বমিতি । তদেবং নিত্যপার্বদানাং
কৈমুত্যমেবাপতিতং । অতএবাহ ।

জানিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

এই প্রকারে শ্রীবৈকুণ্ঠের ভগবৎ স্বরূপভূতত্ব সিদ্ধ হও-
য়াতে ঐ বৈকুণ্ঠের পার্বদসকলের তাদৃশত্ব স্তত্রাং সিদ্ধ
হইল ॥

এই প্রকারে ভগবৎসেবক সকলের ভগবৎ স্বরূপভূত
উপযুক্ত, শাস্ত্রে বলিয়াছেন অদেব হইয়া অর্থাৎ দেবতাতুল্য
না হইয়া দেবতার অর্চনা করিবে না, এই বচনদ্বারা দেব-
তুল্য না হইয়া উদ্দেশে পূজা করিতে যখন অধিকার হয় না,
তখন সাক্ষাৎ সেবায় সাক্ষাৎ অর্থাৎ ভগবৎসদৃশ না হইলে
কি প্রকারে সেবায় অধিকার হইবে, স্তত্রাং ভগবন্তুক্তদিগের
ভগবৎস্বরূপত্ব যুক্তিসঙ্গত । সেই হেতু এই প্রকারে নিত্য
পার্বদ সকলের প্রতি কৈমুতিক ন্যায় আপতিত হইল । অত-
এব কহিলেছেন ॥

৭ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে যথা ॥

দেহে হ্রিয়ায় হীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনামিতি ॥ ৭৮ ॥

জন্মহেতুভূতৈঃ প্রাকৃতৈর্দেহৈ হ্রিয়ায় হীনানাং শুক্লসহ-
ময়দেহানামিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ ১ ॥

যুধিষ্ঠিরঃ শ্রীনারদং ॥ ৩৯ ॥

তথা ॥

আত্মতুল্যৈঃ যোড়শভির্বিনা শ্রীবৎসকৌস্তভৌ ।

পর্য্যাপ্যামিতমুন্নিদ্রশরদম্মুরুহেক্ষণং ॥ ৭৯ ॥

যোড়শভিঃ শ্রীহনন্দাদিভিঃ ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

শ্রীশুকঃ ॥ ৪০ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন দেবর্ষে! প্রাকৃত
দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণই জন্মের হেতু, হরিতত্ত্বগণ বৈকুণ্ঠ-
পুরবাসী, তাঁহাদের দেহ শুক্লসহময়, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ও
নাই, প্রাণও নাই ॥ ৭৮ ॥

ভগবৎসেবকদিগের জন্মের কারণ যে প্রাকৃত দেহ,
ইন্দ্রিয় ও প্রাণ তদ্রহিত অর্থাৎ শুক্লসহময় দেহ ॥ ৩৯ ॥

তথা ৬ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে যথা ॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্! তখন শ্রীবৎস ও কৌস্তভ
ব্যতীত তাঁহার আত্মতুল্য হনন্দনাদি শোলটী পার্শ্বদ চতু-
র্দিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেবা করিতেছিলেন। আর তাঁহার
নয়নদ্বয় প্রফুল্ল শরদপদ্মের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল ॥ ৭৯ ॥

হনন্দনাদি শোলটী পার্শ্বদ ॥ ৪০ ॥

অতএব কালাতীতান্তে পরমভক্তানামপি পরমপুরু-
ষার্থসামীপ্যাস্তেত্যাহ ॥

তস্মাদমুস্তমুভূতামহমাশিষোহজ্ঞ

আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মা বিরিক্কাৎ ।

নেচ্ছামি তে বিপুলিতানুরুবিক্রমেণ

কালান্ননোপনয় মাং নিজভূতাপার্থং ॥ ৮০ ॥

স্পর্শং ॥ ৭ ॥ ৯ ॥ প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহং ॥ ৪১ ॥

তথাচ পাদ্যোত্তরখণ্ডে ॥

অতএব ভগবৎপার্ষদসকল কাল হইতে বিনিমুক্ত ।
পরম ভক্তদিগেরও পরমপুরুষার্থের সামীপ্য কহিতেছেন ।

৭ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে যথা ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন হে ভগবন্ ! এই কারণে শরীরদিগের
ঐ সকল ভোগের পরিণামে যাহা হয় আমি তাহা বিলক্ষণ
জানি, এই নিমিত্ত আয়ুঃ অথবা শ্রী কিম্বা বিভব অথবা
ব্রহ্মার ভোগ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় কিছুই বাঞ্ছা করি
না, অগ্নিমাди সিদ্ধিতেও আমার স্পৃহা নাই, কারণ, স্পর্শ
সেথিতেছি মহাবিক্রমশালী কালরূপী আপনা কর্তৃক ঐ
সকল ও বিনষ্ট হইয়া যায় । ভগবন্ ! অবশেষে আমি এই
মাত্র প্রার্থনা করি, আপনকার ভূত্যবর্গসমীপে আমাকে নীত
করুন ॥ ৮০ ॥ ইহার অর্থ স্পর্শং ॥ ৪১ ॥

উক্তরূপ পদ্যপুরাণের উত্তরখণ্ডেও যথা ॥

ত্রিপাদ্বিভূতলোকাস্তু অসংখ্যা পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 শুদ্ধমত্মময়াঃ সৰ্বে ব্রহ্মানন্দস্থান্ধরয়াঃ ।
 সৰ্বে নিত্যানিৰ্বিকারা হেয়রাগবিবৰ্জিতাঃ ।
 সৰ্বে হিরণ্যময়াঃ শুদ্ধাঃ কোটিসূর্য্যাসমপ্রভাঃ ।
 সৰ্বেবেদময়া দিব্যাঃ কামকোপাদিবৰ্জিতাঃ ।
 নারায়ণপদান্তোজভক্তৈকরসমেবিনাঃ ।
 নিরন্তরং সামগানপরিপূৰ্ণস্থখং শ্রিতাঃ ।
 সৰ্বে পঞ্চোপনিষদস্বরূপা বেদবৰ্চস ইত্যাদি ॥ ৪২ ॥
 অত্র ত্রিপাদ্বিভূতিশব্দেন প্রপঞ্চাতীতলোকো হি-
 ধীয়তে । পাদবিভূতিশব্দেন তু প্রপঞ্চ ইতি ।
 যথোক্তং তত্রৈব ॥

ত্রিপাদ্বিভূতির লোক সকল, সংখ্যাতীত, শুদ্ধমত্মময়,
 ব্রহ্মানন্দ স্থান্ধররূপ, তথা নিত্য, নিৰ্বিকার, তুচ্ছ রাগাদি-
 রহিত, তেজোময়, শুদ্ধ, কোটি সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী মুখ্য
 ভক্তিরস দ্বারা শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম সেবা নিরন্তর সাম-
 গানে পরিপূৰ্ণ স্থখাশ্রিত, পঞ্চ উপনিষৎস্বরূপ ও বেদতুল্য
 ইত্যাদি ॥ ৪২ ॥

এ স্থলে ত্রিপাদ বিভূতিশব্দ দ্বারা প্রপঞ্চাতীত লোক,
 আর পাদবিভূতিশব্দ দ্বারা প্রপঞ্চ (জগৎ) কহিয়াছেন ॥

এই বিষয় পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে
 বর্ণিত হইয়াছে যথা ॥

ত্রিপাদ্ব্যাপ্তিঃ পরং ধাম্নি পাদোহস্যোহাভবৎপুনঃ ।

ত্রিপাদ্বিভূতির্নিত্যং স্যাদনিত্যং পাদমৈশ্বর্যং ।

নিত্যং তদ্রূপমীশস্য পরধাম্নি স্থিতং শুভং ।

অচ্যুতং শাস্তং দিব্যং সদা যৌবনমাপ্তিতং ।

নিত্যং সংভোগ্যমৈশ্বর্য্যাদ্রিয়া ভূম্যাচ সংবৃতমিতি ॥ ৪৩ ॥

অতএব তদনুসারেণ দ্বিতীয়স্কন্ধোহপ্যেবং যোজনীয়ঃ ॥

তত্র । সোহয়ুতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্যমমং বদত্যগাৎ ।

পরমধাম বৈকুণ্ঠে ত্রিপাদ্বিভূতি ব্যাপিয়া রহিয়াছে, আর পাদবিভূতি ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র । যাহা ত্রিপাদ বিভূতি তাহা নিত্য, আর যাহা পাদ বিভূতি তাহা ঈশ্বরসম্বন্ধীয় হইলেও অনিত্য হয় ॥

অপিচ পরম বৈকুণ্ঠস্থিত ঈশ্বরের বিশুদ্ধ যে ত্রিপাদ রূপ, তাহা নিত্য, শাস্ত (চিরকাল স্থায়ী), দিব্য (অলৌকিক) এবং সর্বদা যৌবনাস্থিত । তথা ঈশ্বরী, সম্পত্তি ও ভূমিদ্বারা সর্বদা পরিবৃত ॥ ৪৩ ॥

অতএব উক্ত প্রমাণের অনুসারে দ্বিতীয়স্কন্ধও যোজনা করিতে হইবে ।

২ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে নারদ ! সেই পুরুষ যে হেতু মরণ-কর্মফল অতিক্রম করিয়াছেন অর্থাৎ স্বয়ং বৈষয়িক যথ শূন্য, অতএব তিনি কেবল সর্বাঙ্গক নহেন, কিন্তু নিজা-

মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুয়ত্যয়ঃ ॥ ৮১ ॥

অমৃতাদিবয়ং ততৃতীয়ত্বেন বক্ষ্যমাণস্য ক্ষেমস্যাপ্যপ-
লক্ষণং ।

শ্রুতৌচ ॥

উতামৃতত্বস্যোশান ইত্যত্রামৃতত্বং তদ্ব্যুগলোপলক্ষণং ।

অত্র ধর্মিপ্রধাননির্দেশঃ, শ্রুতৌতু তত্র ধর্মমাত্রনির্দেশ-
স্যাপি তত্রৈব তাৎপর্যং ॥ ৪৪ ॥

নন্দ এবং অভয়ের ঈশ্বর । বৎস ! বিশ্বাত্মক পুরুষের নিত্য-
মুক্ত হওয়া অসম্ভব বটে, কিন্তু তাঁহার অপার মহিমা তদ্রূপ
হইয়াও নিজানন্দের ঈশ্বর হইয়াছেন ॥ ৮১ ॥

উক্ত শ্লোকে অমৃত ও অভয় এই দুই পদ তৃতীয়ত্ব রূপে
পরে বর্ণিত হইবে যে, ক্ষেমপদ তাহারও উপলক্ষণ জানিতে
হইবে অর্থাৎ সেই ঈশ্বর অমৃত, অভয় এবং ক্ষেমের ঈশ্বর ॥

শ্রুতিতেও উক্ত আছে যে-

“উতামৃতত্বস্যোশানঃ” এ স্থলে অমৃত তদ্ব্যুগলের অর্থাৎ
অভয় ও ক্ষেমের উপলক্ষণ । এ স্থানে ধর্মিপ্রধান নির্দেশ
হইয়াছে অর্থাৎ ধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রধানরূপে কথিত
হইয়াছে । শ্রুতিতেও, সেই স্থানে অর্থাৎ উতামৃতত্ব এই
স্থানে ধর্মমাত্র নির্দেশেরও সেই ধর্মিতেই (ঈশ্বরেই) তাৎ-
পর্য জানিতে হইবে ॥ ৪৪ ॥

তত্রায়তং—

স্বদৃষ্টবন্তিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতমিতি, পরং ন যৎপরমিত্যা-
ক্তানুসারেণ পরমানন্দঃ । অতএব অমৃতং বিষ্ণুমন্দির-
মিতি তৎপর্যায়ঃ । অভয়ং-নচ কালবিক্রম ইত্যাদ্যা-
ক্তানুসারেণ ভয়মাত্রাভাবঃ । অতএব, দ্বিজাধামাকুতোভয়-
মিত্যুক্তং । ক্ষেমং-ন যত্র মায়েত্যাদ্যানুসারেণ ভগবদ্বি-
মুখ্যতাকরণগুণসম্বন্ধাভাবান্তগবন্তজনমঙ্গলাশ্রয়ত্বং জ্ঞেয়ং ৪৫

অমৃত যথা ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে “স্বদৃষ্টবন্তিঃ
পুরুষৈরভিষ্টুতং” অর্থাৎ পুণ্যবান্ পুরুষগণ সর্বদাই বৈকুণ্ঠ
লোকের প্রশংসা করিয়া থাকেন । তথা ঐ শ্লোকে “পরং ন
যৎপরং” অর্থাৎ বাহ্য শ্রেষ্ঠ এবং বাহ্য অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট
নাই । এই উক্তানুসারে ঐ লোক পরম আনন্দস্বরূপ ।

অতএব অভিধানে বিষ্ণু মন্দিরের পর্যায়ের অমৃতশব্দ
প্রয়োগ করিয়াছেন । “অভয়” এই শব্দে ঐ অধ্যায়ের ১০
শ্লোকে “নচ কালবিক্রমঃ” অর্থাৎ ঐ লোকে কালকৃত
বিনাশও হয় না, এই রীতি অনুসারে বৈকুণ্ঠলোকে ভয়
মাত্রের অভাব জানিতে হইবে । অতএব ১২ স্কন্ধের ১১
অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে “দ্বিজাধামাকুতোভয়ং” অর্থাৎ হে দ্বিজ
সকল ! অকুতোভয় ইহঁার ধাম, এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে ।
“ক্ষেমং” যথা ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে “ন যত্র মায়া”
অর্থাৎ মায়া ঐ স্থানে যাইতে পারে না, এই উক্তি অনুসারে
ভগবদ্বিমুখ্যতাকরণ গুণসম্বন্ধের অভাবহেতু ঐ স্থান

তথাচ নারদীয়ে ॥

সর্বমঙ্গলমূর্দ্ধন্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা ।

দ্বিজেন্দ্র তব মন্যস্ত ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

অতএব, ক্ষেমং বিন্দন্তি মংস্থানমিত্যুক্তং ॥

তত্র তত্তচ্ছব্দেন লক্ষণাময়কটকল্লনয়া জনলোকাদি-
বাচ্যতাং নিষেধয়ন্ হেতুং ন্যাসাতি । মর্ত্যং—ব্রহ্মণোহপি
ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্কপরাযুষ ইত্যাদি ন্যায়েন মরণ-

ভগবদ্ভজন রূপ মঙ্গলের আশ্রয়ত্ব জানিতে হইবে ॥ ৪৫ ॥

নারদপুরাণেও যথা ॥

আমাতে তোমার সর্বদা আনন্দময়ী এতাদৃশী অব্যভিচারিণী
ভক্তি হউক ॥

অতএব ১১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে ভগবান্
কহিয়াছেন, এই রূপ আমা কর্তৃক আদিষ্ট আমার প্রাপ্তির
উপায় মার্গমকল যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ক্ষেম
অর্থাৎ কাল ও মায়াদিরহিত আমার স্থানে গমন করেন এবং
পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন ॥

তথায় তৎ তৎ শব্দদ্বারা লক্ষণাময় কটকল্লনাকরিয়া জন-
লোকাদি বাচ্যতা নিষেধ করত হেতু প্রদর্শন করিতেছেন,

মর্ত্য যথা— ১১ স্কন্ধের ১০ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥

ভগবান্ উক্তবকে কহিয়াছেন, দ্বিপরার্ক পরমাযুর্বিশিষ্ট ব্রহ্মা-
রও আমা হইতে ভয় হইয়া থাকে । ইত্যাদি ন্যাযদ্বারা

ধর্ম্যকং । অন্নং-ধর্ম্মাদিফলং ত্রিলোক্যাদিকং যস্মাদত্যগাৎ
অতিক্রম্যৈব তত্র বিরাজত ইতি । এষঃ অমৃতাদৈশ্বর্য্য-
রূপঃ । দুরত্যয়ঃ-ব্রহ্মচর্যাদিভিঃ কেনচিৎমানসাপ্যষরৌদ্ধ-
মশক্যঃ । তদেবং অমর্ত্যমৈশ্বর্য্যং ত্রিপাৎ, মর্ত্যমেক-
পাদিতি । ৪৬ । তস্য চতুষ্পাদৈশ্বর্য্যং পুনর্বিবরণোতি ॥
পাদেষু মর্কভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ ।

মরণধর্ম্মক যে অন্ন অর্থাৎ কর্ম্মাদিফল ত্রিলোক্যাদি যে হেতু
তাহা অতিক্রম করিয়াই সেই স্থলে বিরাজ করিতেছেন ।
এই অমৃতাদি ঐশ্বর্য্যরূপ দুরত্যয় অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি
দ্বারা কোন ব্যক্তি কর্তৃক মনোবীরাও অরোধ করিতে শক্ত
হয়েন না ! অতএব এই প্রকার অমর্ত্য ঐশ্বর্য্য ত্রিপাৎ, আর
মর্ত্য এক পাদ ॥ ৪৬ ॥

তাহার চতুষ্পাদ ঐশ্বর্য্য পুনর্বার বিস্তার করিতেছেন ॥

ভাগবতে ২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ভূরাদি যাবতীয়
লোক তাহার পাদে অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশভূত লোকসমুদায়ে
জীব অবস্থিত, তিনিই মহল্লোকের উপরিতন তিন লোকে
যথাক্রমে অমৃত ক্ষেম এবং অভয় এই তিন বস্তু নিষ্কিপ্ত করিয়া
রাখিয়াছেন অর্থাৎ ত্রিলোকী রত্নখ নখর, মহল্লোক যদিও
ক্ষয়মুক্তির স্থান বটে তথাচ তত্রস্থ জনসকলকে বন্ধাস্তে
স্থান ত্যাগ করিতে হয়, এ নিমিত্ত তথাকার রত্নও অবিনাশী
নহে, তাহার উপরিস্থ জনলোকে অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী
বধ, কেন না যাবজ্জীবন স্বস্থান পরিত্যাগ করিতে হয় না,

অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধোহধায়ি মূর্দ্ধা ॥ ৮২ ॥

তিষ্ঠন্ত্যত্র সর্বভূতানি ইতি স্থিতয়ো মর্ত্যাদৈশ্বর্য্যানি
তানি পাদা ইবাধিষ্ঠানভূতানি যস্য তস্য স্থিতিপদঃ
পাদেষু চতুর্ষেব ঐশ্বর্য্যভাগেষু সর্বভূতানি পার্শ্বদপর্য্য-
স্তানি ॥ ৪৭ ॥

পাদান্ দর্শয়তি । ত্রয়াণাং সাঙ্খিকাদিপদার্থানাং মূর্দ্ধেব
মূর্দ্ধা প্রকৃতিঃ তস্য মূর্দ্ধস্য তদুপরি বিরাজমানেষু শ্রীবৈকু-
ণ্ঠলোকেষু অমৃতং ক্ষেমমভয়ং চাধায়ি নিত্যং ধৃতমেব তিষ্ঠ-

মহল্লৌকবাসিদিগের কল্পান্তে ত্রিলোকসময়ে দাহও তজ্জনা
উত্তাপে পৌড়িত হইতে হয়, সুতরাং তৎকালে সে স্থানে
গমন করিলে ক্ষেম দেখা যায় না, পরন্তু তপোলোকে ঐ
উত্তাপের সম্ভাবনা নাই, সেখানে কেবল ক্ষেমমাত্র বর্তমান
আছে, সত্যলোকে আবার তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদার্থ অভয়
অথবা মোক্ষ বিরাজমান ॥ ৮২ ॥

সকল ভূত যাহাতে বাস করে তাহার নাম স্থিতি অর্থাৎ
মর্ত্যাদি ঐশ্বর্য্য । ঐ সকল যাহার পাদের ন্যায় অধিষ্ঠান
স্বরূপ সেই স্থিতিপদ পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যভাগ চারি পাদে
পার্শ্বদপর্য্যস্ত সমুদায় ভূত অবস্থিত আছে ॥ ৪৭ ॥

পাদ সকল দেখাইতেছেন যথা ॥

সাঙ্খিকাদি পদার্থত্রয়ের মস্তকের ন্যায় মস্তক যে প্রকৃতি
তাহার মস্তকে অর্থাৎ তাহার উপরি বিরাজমান শ্রীবৈকুণ্ঠ
লোকসকলে অমৃত, ক্ষেম ও অভয়কে “আধায়ি” অর্থাৎ

তীত্যর্থঃ । ততঃ পূর্বস্য মর্ত্যামমাত্রাভ্যকহাদেকপাত্তং
উত্তরস্য অমৃতাদিত্রয়াভ্যকহাদিত্রিপাত্তমিতি ভাবঃ । তদ-
নেন, পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীত্য-
স্যার্থো দর্শিতঃ । অস্য পাদস্তথাস্যৈব দিবি বৈকুণ্ঠে যদ-
মৃতাত্মকং ত্রিপাৎ তচ্চ বিশ্বাভূতানীত্যর্থঃ ।

তুত্রাধিষ্ঠানাদিষ্ঠেয়য়োরৈক্যোক্তিঃ ॥ ৪৮ ॥

অথ চতুষ্পাদে ত্রিলোকী ব্যবস্থাৱং পক্ষান্তরং দর্শয়তি ।

নিত্য ধারণ করিয়া অবস্থিত আছেন । সেই হেতু পূর্ব অর্থাৎ
পাদৈশ্বর্য্য ত্রিলোকীর মর্ত্যামমাত্রাভ্যকহ অর্থাৎ নশ্বরত্ব
প্রযুক্ত একপাদ । আর উত্তর অর্থাৎ ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্য অমৃতাদি
ত্রয়াভ্যক প্রযুক্ত ত্রিপাদ ইহাই তাৎপর্য্য ।

অতএব এতদ্বারা “পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্য-
মৃতং দিবি” এই শ্রুতির অর্থ প্রদর্শিত হইল । অর্থাৎ ইহার
পদের তথা ইহারই দিব্ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে যে অমৃতাত্মক
ত্রিপাদ তাহাই সমুদায় বিশ্বাভূত অর্থাৎ ভূতপক্ষ পৃথিব্যাদি ।
এ স্থলে অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয়ের অর্থাৎ আধার ও আধেয়ের
ঐক্য কথিত হইয়াছে ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর তাঁহার চতুষ্পাদে ত্রিলোকী ব্যবস্থার ন্যায়
পক্ষান্তর দেখাইতেছেন ॥

২ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে যথা ॥

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং যতি এই সকলের

পাদাত্ত্রয়ো বহিষ্চাসন্নপ্রশ্নানাং য আশ্রমাঃ ।

অন্তত্ৰিলোক্যাত্ত্বপরো গৃহমেধো বৃহদ্রতঃ ॥ ৮৩ ॥

চ-শব্দ উক্ত সমুচ্চয়ার্থঃ । প্রপঞ্চাচ্ছহিঃ পাদাত্ত্রয় আসন্নৈব, প্রপঞ্চাত্মকস্য চতুর্থপাদমৈব বিভাগবিবক্ষায়ান্ত্রিলোক্যা বহিষ্চান্যে পাদাত্ত্রয় আসন্নিত্যেব মন্ত্ৰেহপি হি তথৈব পুনঃ শব্দঃ ॥ ৪৯ ॥

তে কে ? অপ্রজানাং ব্রহ্মচারিবনশ্রমতীনাং আশ্রমাঃ প্রাপ্যা যে যে লোকাঃ । অত্র ধর্ম্যত্রয়প্রাপ্যত্বাৎ চতুর্গা

পুত্রাদি রূপে পুনর্জন্ম হয় না, ইহাঁদিগের তিন আশ্রম তাহাও ঐ পুরুষের তিন পাদ অর্থাৎ তিন অংশ, ঐ তিনও ত্রিলোকীর বহিঃস্থ । কিন্তু গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যরহিত, এ প্রযুক্ত তাহার আশ্রম ত্রিলোকীর মধ্যে আছে ॥ ৮৩ ॥

উল্লিখিত শ্লোকে যে চ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা সমুচ্চয়ার্থ । প্রপঞ্চের অর্থাৎ সংসারের বাহিরেই পাদত্রয় রহিয়াছে । প্রপঞ্চ স্বরূপ চতুর্থ পাদেরও বিভাগ কখনে-চ্ছায় ত্রিলোকের বহির্ভাগে অন্য তিন পাদই অবস্থিত আছে । এই প্রকারই মন্ত্ৰেও সেই রূপ পুনঃশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

সেই সকল পাদ কি ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন, যাঁহাদের পুত্ররূপে পুনর্জন্ম হয় না, সেই সকল ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিদিগের আশ্রম অর্থাৎ ঐ সকলের প্রাপ্য যে লোক

মপি পাত্রং । অপরস্ত চতুর্থঃ পাদস্ত্রিলোক্যা অন্তরিতি
গৃহমেধস্তৎপ্রাপ্যঃ যজ্ঞাদয়ঃ ততো ব্রহ্মচর্য্যরহিত ইতি ॥ ৫০

অত এবোভয়থাপি পুরুষচতুষ্পাদিত্যাহ ॥

স্বতী বিচক্রেমে বিষণ্ শাশনানশনে উভে ।

যদবিদ্যাচ বিদ্যাচ পুরুষস্তৃভয়াশ্রয়ঃ ॥ ৮৪ ॥

দ্বিষণ্ সর্বব্যাপী পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ এতে স্বতী প্রপ-
ঞ্চাপ্রপঞ্চ লক্ষণে জীবস্য গতি বিচক্রেমে আক্রম্য স্থিতঃ
কথন্তুতে শাশনানশনে কশ্মাদি ফল ভোগতদতি ক্রমে

তাহাই ত্রিপাদ । এস্থলে ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মত্রয় প্রাপ্যত্ব প্রযুক্ত
মহরাদি লোক চতুষ্টয়েরও ত্রিপাদ জানিতে হইবে । অপর
অর্থাৎ চতুর্থ পাদ ত্রিলোকের মধ্যগত, এই লোক গ্রহস্থ
ব্যক্তির প্রাপ্য, যে হেতু গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত রহিত ॥ ৫০ ॥

অতএব উভয় প্রকারেই পুরুষ চতুষ্পাদ এই বিষয়

বলিতেছেন ॥

২ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে যথা ॥

বিবিধ বস্তু স্বজন কারো সেই ক্ষেত্রজ পুরুষ ভোগ ও
যোক্তের সামান্য স্বরূপ দুইমার্গ অর্থাৎ দক্ষিণ ও উত্তর এই
দুই পথে ভ্রমণ করেন, এনিমিত্ত তিনি কশ্মরূপা অবিদ্যা এবং
উপাসনা রূপা বিদ্যা এই উভয়েরও আশ্রয় হয়েন ॥ ৮৪ ॥

তাৎপর্য্য । বিষণ্ শব্দের অর্থ সর্বব্যাপী, পুরুষ শব্দের
অর্থ পুরুষোত্তম । “এতে স্বতী” অর্থাৎ প্রপঞ্চ ও অপ্র-
পঞ্চ রূপ জীবের গতি দ্বয় । “বিচক্রেমে” অর্থাৎ আক্রমণ

যুক্তো ভসৌব তত্তদাক্রমণে হেতুঃ । যং যযোজীৱস্য
 সৃত্যোঃ অবিদ্যা মায়ৈকত্র চিচ্ছক্তিরন্যত্র আশ্রয়ঃ পুরুষো
 তমস্ত তয়োদ্বৈতোরপ্যাশ্রয়ঃ । বক্ষ্যতিচ যস্মাদণ্ডং বিরাড্
 জ্জড় ইত্যাদিনা । তস্মাৎ সর্বৈশ্বর্যোণৈকদেশৈশ্বর্যেণ চ
 চতুষ্পাদ্বিমিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥ ৬ ॥

শ্রীব্রহ্মা নারদঃ ॥ ৫১ ॥

এবং সাস্তুরঙ্গ বৈভবস্য ভগবতঃ স্বরূপভূতৈব শক্ত্যা

পূর্বক অবস্থিতি । ঐ দুই পথ কি রূপ এই প্রশ্নে কহিতে-
 ছেন, তাহা শাশন ও অনশন অর্থাৎ কস্মাদি ফল ভোগ এবং
 তদ্রহিত । সেই পরম পুরুষের আক্রমণের কারণ এই । “যং”
 অর্থাৎ জীবের যে দুইটী পথ অবিদ্যা (মায়া) আর বিদ্যা
 (চিৎশক্তি) । “আশ্রয়ঃ” অর্থাৎ পুরুষোত্তম ঐ দুইয়ের
 আশ্রয় ॥

এই বিষয়ে ২ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ॥

“যস্মাদণ্ডং বিরাড্ জ্জড়” অর্থাৎ যাহা হইতে এই অণ্ড
 উদ্ভব হইয়াছে এবং যাহাতে ভূতেন্দ্রিয় গুণ রূপ বিরাট্
 জন্মিয়াছেন তিনি সেই ঈশ্বর ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন ।
 অতএব তাঁহার সকল ঐশ্বর্য এবং একদেশ ঐশ্বর্য দ্বারা চতু-
 স্পাদ্ব কথিত হইল ॥ ৫১ ॥

এই প্রকার ভগবানের স্বরূপ ভূত শক্তি দ্বারা প্রকাশ
 মাম হেতু অস্তুরঙ্গ বৈভবের স্বরূপ ভূত্ব হইয়াছে । সেই

প্রকাশমানত্বাৎ স্বরূপ ভূতত্বং । সাচ শক্তি বিশিষ্ট সৈব
 স্বরূপত্বাৎ স্বরূপান্তঃ পাতেহপি ভেদলক্ষণাৎ রুতিঃ
 ভজন্তী তত্র প্রকাশ বিশেষঃ বৈচিত্রীবৃন্দং চ প্রকটয়তি
 তত্র তত্র তাদৃশেষে ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ গুরব এবাস্মাকং
 প্রমাণং ॥ ৫২ ॥

তদেতদাহ চতুর্দশভিঃ ॥

এবং তদৈব ভগবানরবিন্দনাভঃ

স্বানাং বিবুধ্য সদতি ক্রমমার্যাহুদ্যঃ ।

তগ্নিন্ যযৌ পরমহংসমহামুনীনা

স্বরূপ ভূতা শক্তি বিশিষ্টেরই স্বরূপত্ব প্রযুক্ত স্বরূপের অন্তঃ-
 পাৎ হইলেও ভেদলক্ষণা রুতিকে ভজনা করত তাহাতে
 প্রকাশ বিশেষ বৈচিত্রি সমূহকে প্রকটিত করেন। সেই
 সেই প্রকাশ বিশেষ বৈচিত্রি সমূহকে ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ গুর
 বগণই আমার প্রমাণ ॥ ৫২ ॥

এ বিষয় এ ক্ষেত্রে ১৫ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোক হইতে

৫০ শ্লোকে যথা ॥

এ সময়েই ভগবান্ পদ্মনাভ জানিতে পারিলেন আমার
 দুইজন ভৃত্য সাধু সম্মিথানে অপরাধী হইল, অতএব যে
 প্রদেশ এ মুনিগণ রুদ্ধ হইয়াছিলেন, আপনার চরণদ্বয় চালন
 পূর্বক স্বরায় লক্ষ্মীর সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন।
 পরব্রজে গমনের তাৎপর্য্য এই, ভগবানের স্নেহোচর হইয়াছিল
 আমার চরণদর্শনের ব্যাঘাত হওয়াতেই ঋষিদের ক্রোধ জন্মি-

X

৪১০

ষট্‌সন্দর্ভঃ ।

[ভগবৎসন্দর্ভঃ]

নম্বেষণীয় চরণৌ চলয়ন্ সহস্রীঃ ॥ ৫৩ ॥

তাং স্বাগতং প্রতিকৃতৌপায়িকং স্বপুংতি

স্তে চক্ষুতাক্ষবিষয়ং স্ব সমাধিভাগ্যং ।

হংসপ্রিয়োব্যঞ্জনয়োঃ শিববায়ুলোল

শুভ্রাতপত্রশশিকেশরশীকরাস্মুং ॥ ৫৪ ॥

যাচ্ছে পদত্রজে গমন করিলে ইহা দর্শন করিয়া তাঁহাদের
ক্রোধের উপশম হইবে । আর লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হওয়া
তাৎপর্য্য এই যে, আমি নিকামদিগকেও ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরি
পূর্ণ করিয়া থাকি ॥ ৫৩ ॥

যাহা হউক, ভগবান্ এই রূপে আগমন করিলে সেই
মুনিগণ আপনাদিগের সমাধি দ্বারা লভ্য ফল স্বরূপ যে ব্রহ্ম
তিনি যেন নয়নগোচর হইলেন এই রূপ জ্ঞান করিয়া দর্শন
করিতে লাগিলেন, যদিও ভগবান্ পদত্রজে আসিতেছিলেন
তথাচ তাঁহার ভূত্যগণ গমনোচিত ছত্র পাত্ৰাদি সঙ্গে সঙ্গে
আনয়ন করিতেছিল । অপর তাঁহার দুই পার্শ্বে হংস বৎ শুভ
বর্ণ দুই বাজ্রন এবং মস্তকে শ্বেত ছত্র ধৃত হইয়াছিল । সেই
ছত্রের চতুর্দিকে মুক্তাহার লম্বিত থাকাতে অনুকূল শোভা
পবনের সঞ্চারে তৎসমুদায় সঞ্চালিত হইতেছিল এবং তাহ
হইতে অশ্রুকণা বিগলিত হইয়া ভগবানের গাত্র স্পর্শ করিতে
ছিল ॥ ৫৪ ॥

X

কুংস্র প্রসাদ সমুখং স্পৃহণীয় ধাম
 স্নেহাবলোক কলয়া হৃদি সংস্পৃশস্তং ।
 শ্যামে পৃথিবুরসি শোভিতয়া ত্রিমাষ
 চূড়ামণিং স্তম্ভগয়ন্তমিবাত্ম ধমলং ॥ ৫৫ ॥
 পীতাম্বুকে পৃথুনিতম্বিনি বিস্কুরস্তা
 কাক্ষালিভি বিরুতয়া বনমালায়া চ ।
 বল্লু প্রকোষ্ঠবলয়ং বিনতাস্ততাংশে
 বিন্যস্ত হস্তমিতরেণ ধুনানমজং ॥ ৫৬ ॥

ভগবানের মুখ প্রসাদে বোধ হইতে ছিল যেন মূনিবৃন্দ
 ও দ্বারপাল সকলেরই প্রতি প্রসন্ন হইবেন, ফলতঃ তিনি
 স্পৃহণীয় সমস্ত গুণের আধার স্বরূপ, স্তব্রাং তাঁহার সপ্রেম
 কটাক্ষেই সকলের হৃদয়ে স্থানান্তরিত হইতেছিল। আর কমলা
 তাঁহার বিশাল শ্যামবর্ণ বক্ষঃস্থলে শোভমানা হওয়াতে তিনি
 ওদ্বারা মত্যাংকুর চূড়ামণি স্বরূপ বৈকুণ্ঠের শোভা বৃদ্ধি
 করিতেছিলেন ॥ ৫৫ ॥

অপর তাঁহার বিস্তৃত নীতম্ব দেশে শীতবসনোপরি শোভ-
 মান কটিভূষণ এবং বক্ষঃস্থলে বনমালা লম্বিতা ছিল ও
 প্রকোষ্ঠে মনোহর বলয় সকল শোভা পাইতেছিল। আর
 তিনি আপনার বামহস্ত স্থায় বাহন গরুড়ের স্কন্ধে দিয়া দক্ষিণ
 করে লীলা কমল ঘূর্ণমান করিতেছিলেন ॥ ৫৬ ॥

বিহুংক্ষিপম্মকরকুণ্ডলগুনাহঁ
 গণ্ডস্থলোন্নসমুখং মণিমং কিরীটং ।
 দৌদগুণমণ্ডবিবরে হরতা পরাঙ্ক
 হারেণ কঙ্কর গতেন চ কৌস্তভেন ॥ ৫৭ ॥
 অত্রোপস্কৃতিমিতি চোৎস্মিত মিন্দিরায়া
 স্মানাং মিথা পিরচিতং বহু সৌষ্ঠগাচং ।
 মহ্যং ভবস্য ভবতাং চ ভক্তস্তুমঙ্গং
 নেমুনিরীক্য ন বিতপ্ত দৃশোগুদাটকঃ ॥ ৫৮ ॥

তাঁহার গণ্ডস্থল দিহ্যতের শোভাধিক্ষেপ কারি মকর
 কার কুণ্ডলে মণুনাহঁ এবং বদন উচ্চ নাগিকা বিশিষ্ট ও
 কিরীট মণিময় ছিল । অপর বাহু সমূহের মধ্যদেশ অর্থাৎ
 বক্ষঃস্থল মনোহর হারে এবং গলদেশ মহাহঁ কৌস্তভ মণিতে
 শোভিত ছিল ॥ ৫৭ ॥

ফলতঃ ভগবানের ঐ মূর্তি বিবিধ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া
 ছিল, ইচ্ছাতে তাঁহার তত্ত্বগণ এমনত তর্ক করিতেছিলেন,
 “আমিই সৌন্দর্য্যের নিধি” এই বলিয়া লক্ষ্যের যে গর্ব্ব আছে
 তাহা অদ্য অন্তগত হইল ! হে অমরগণ ! সেই ভগবান
 স্মানার (লক্ষ্যার) শঙ্করের এবং তোমাদের নিমিত্ত ভজনীয়
 মূর্তি প্রকটন করিয়া থাকেন, তাঁহার অবস্থিধ সৌন্দর্য্য বিচিত্র
 নহে । যাহা হউক, যুনিগণ তাঁহাকে আগত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে
 মণ্ডকাবনত করত নমস্কার করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য

তস্যারবিন্দনয়নস্যপদারবিন্দ

কিঞ্জলু মিশ্র তুলসী মকরন্দ বায়ু ।

অন্তর্গতঃ সবিবর্ণে চকার তেমাং

সংক্ষেভমক্ষর জুগামপি চিত্ত তমোঃ ॥ ৫৯ ॥

তে বা অমুস্য বদনাসিত পদ্ম কোষ

মুদৌক্ষ্য সুন্দরতরাধর কুন্দহাসঃ ।

লক্কাশিষঃ পুনরবেক্ষ্য তদীয়মজ্রি

দর্শনে তাঁহাদের নেত্রে পরিতৃপ্ত হইল না ॥ ৫৬ ॥

মুনিগণ প্রণাম করিলে অরবিন্দ নয়ন ভগবানের পদারবিন্দ কিঞ্জলু মিশ্রিত তুলসীর মকরন্দ বায়ু তাঁহাদের নাসারন্ধ্রে ঘেঁষে অন্তর্গত হইল তাহাতে যদিও তাঁহারা ত্রক্ষ জ্ঞান দ্বারা নিবস্তুর ত্রক্ষানন্দ অনুভব করিতেন তথাপি তাঁহাদের চিত্তে হর্ষ এবং গাত্রে লোমাক হইল ॥ ৫৯ ॥

তাঁহারা উজ্জ্বল দৃষ্টি দ্বারা নীলপদ্মেব কোষম্বরূপ ভগবদ্বদনে অরুণবর্ণ মনোহর অধর এবং কুন্দ পুষ্প সদৃশ হাস্য আবলোকন করিয়া অতীব হৃষ্ট চিত্ত হইলেন । পুনর্বার অধো দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার চরণযুগল যাহা নগ্ন রূপ অরুণ বর্ণ মণির আভ্রম ছিল তাহা দর্শন করিলেন । এই রূপে এক কালীন সর্বাত্মের লাভ্য অনুভব করিবার রাসনায় বারম্বার উজ্জ্বল দৃষ্টি ও অধো দৃষ্টি হইলেন, কিন্তু একেবারে উজ্জ্বল দৃষ্টি হওয়া অসম্ভব,

দ্বন্দ্বং নথারুণমগি শ্রয়ণং নিদধুঃ
 পুংসাং গতিং যুগয়তামিহ যোগমার্গে
 ধ্যানাস্পদং বহু মতং নয়নাভিরামং ।
 পৌংস্নং বপুর্দশয়ানমনন্যগিতৈ
 রৌৎপত্তিকৈঃ সমগৃণন্ যুঃ সন্মভোগৈঃ ॥
 শ্রীকুমারা উচুঃ ॥ ৬১ ॥
 যোহস্তুর্হিতো হৃদি গতৌহপি ছুরাত্মনাং ত্বং
 নাদৈব নো নয়ন মূল মনস্তুরাধ্বঃ ।

স্মৃতরাং ঐ বাসনা পূর্ণ না হওয়াতে পশ্চাৎ ধ্যানপরায়ণ হই-
 লেন ॥ ৬০ ॥

মুনিগণ ধ্যানস্থ হইলে ভগবান্ যে সকল পুরুষ যোগ-
 মার্গ দ্বারা গতি অন্বেষণ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের বিষয়াভূত
 এবং অত্যন্ত আদরাস্পদ ও নয়নের আছাদ জনক আপনার
 পুরুষাকার শরীর দর্শন করাইতে লাগিলেন, তাহাতে মুনিরা
 ঐ অবস্থাতেই অসাধারণ অগ্নিগাদি অন্ত ঐশ্বর্যযুক্ত সেই ভগ-
 বানের স্তব আরম্ভ করিলেন ॥ ৬১ ॥

ঐ মুনি সকল কহিলেন, হে অনন্ত ! তুমি হৃদয়স্থ হই-
 যাও ছুরাত্মা ব্যক্তিদিগের নিকট অন্তর্হিত থাক অর্থাৎ তাহারা
 তোমার দর্শন পায় না, কিন্তু অন্য আমাদের নিকট তিরো-
 হিত হইতে পারিলে না, আমাদের নয়ন গোচর হইলে।
 এতো! আমাদের পিতা ব্রহ্মা, তোমা হইতে তাঁহার

তহে'ব কর্ণ বিবরণে গুহাং গতো'নঃ
 পিত্রানুগৃহীত রহা ভবহৃদেবম ॥ ৬১ ॥
 তং স্বাং বিদাম ভগবান্ পরমাত্মতত্ত্বং
 মত্তেন সংপ্রতি রাস্তিং রচয়ন্তেমবাংনাং
 যত্তেহু তাপাবিনিতৈর্দৃঢ়ভক্তিয়োগৈ
 রুদগ্ধৈ হুয়ো হৃদি বিদুর্মুখো বিরাগাঃ ॥ ৬২ ॥
 নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
 কিস্মান্যদর্পিত ভয়ং ভ্রূণ উন্নয়ন্তে ।

তঁহার জন্ম হয়, তিনি যৎকালে তোমার রহস্য অর্থাৎ জ্ঞান
 ভগবৎলক্ষণ আত্মতত্ত্ব আশাদিগকে উপদেশ দেন তৎকালেই
 তুমি আমাদের কর্ণপথ দ্বারা বুদ্ধি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ,
 ইহাতে কি তোমার আর অন্তর্ধান হইতে পারে ? ॥ ৬২ ॥

হে ভগবন! যে সকল মুনি নিরভিমান এবং রাগ শূন্য
 তঁহারা দৃঢ় ভক্তি যোগ দ্বারা স্ব স্ব হৃদয়ে যে তত্ত্ব অন্বেষণ
 করিয়া থাকেন আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে তুমিই
 সেই আজতত্ত্ব রূপ পরম তত্ত্ব, তুমিই বিশুদ্ধ সত্ত্ব ত্রীমূর্তি
 দ্বারা ভক্তগণের প্রতিক্রমে রস রচনা করিতেছ ॥ ৬৩ ॥

প্রভো! তোমার যশঃ পরম রমণীয় ও অতিশয় পবিত্র
 হুংরাং কীর্তনাহ' ও তীর্থ স্বরূপ, যে সকল কুশল ব্যক্তি
 তোমার কথার রসজ্ঞ তঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসাদ
 রূপ যে মোক্ষপদ তাহাকেও গণ্য করেন না, অন্য ইস্ত্রাদি

যে বা স্বর্গজি শরণা ভবতঃ কথায়াঃ
 কীর্তনাতীর্থ যশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ ৬৪ ॥
 কামঃ ভবঃ স্বর্গজিনৈ নির্দয়েষু নস্তা
 ক্ষেতোহলিবদ্যদি নু তে পদয়োরমেত ।
 বাচশ্চ নস্তলসীবদ্যদি তেহজি শোভাঃ

পদের কথা কি ? ফলতঃ ইন্দ্রাদি পদেও তোমার ক্ষুদ্রত্ব
 মাত্রে ভয় নিহিত হয়, তোমার কথারসজ্ঞ ব্যক্তির সর্বদা
 নিরতিশয় স্ব্থ সন্তোষ করেন, ইহাতে ঐ পদে তাঁহাদের
 কেন প্রসুতি হইবে ? ॥ ৬৪ ॥

হে ভগবন্ ! ইহার পূর্বে আমাদের পাপ ছিল না,
 এক্ষণে হইল, যে হেতু আমরা তোমার ভক্তদিগকে অভি-
 শাপ দিলাম, আমাদের আত্মকৃত পাপ নিমিত্ত নরকে বাস
 হইবে। প্রভো ! বর্দসাৎ আমাদের চিত্ত তোমার চরণার
 বিশ্লে ভ্রমর সদৃশ হইয়া রমণ করে, অর্থাৎ মধুকর যেমন
 কণ্টক বিদ্ধ হলেও পুষ্প সমূহে রমণ করিয়া বেড়ায় তাহার
 ন্যায় কোন প্রকার বিষ না গণিয়া যদি আমাদের চিত্ত ত্বদীয়
 চরণারবিশ্লে রত হয়, আর যদি আমাদের বাক্য তুলসী তুল্য
 তোমার চরণদ্বয় দ্বারা শোভমান হয় অর্থাৎ তুলসী যেমন
 আত্মগুণ নৈরপেক্ষে কেবল তোমার চরণ সম্বন্ধেই শোভা
 পায় তদ্রূপ যদি আমাদের বাক্য শোভা ধারণ করে এবং
 তোমার গুণ সমূহ দ্বারা যদি আমাদের কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হয়,

পূর্য্যেত তে শুগগণৈর্ঘদি কর্ণরক্ষাঃ ॥ ৬৫ ॥

প্রাচুর্য্যকর্থ যদিদং পুরুহুত রূপং

তেনেশ নিবৃতিমবাপুরলং দৃশোনঃ

তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম

যোহিনাজ্জনাং দুৰুদয়ো ভগবান্ প্রতীতঃ ॥ ৬৬ ॥ ৮৫ ॥

অথ ক্রমেণ ব্যাখ্যায়তে এবং তদৈবেতি । ঢীকাচ । এবং

স্থানাং মহৎস্ব অতিক্রমমপরাধং তৎক্ষণমেব বিবুধ্য

তস্মিন্ যত্রেতি সনকাদয় স্তাভ্যাং জয় বিজয়াভ্যাং রুদ্ধাঃ

তাহা হইলে আমাদের যথেষ্ট নরক হউক তাহাতে কিছু
ক্ষতি হইবে না ॥ ৬৫ ॥

হে বিপুলকীর্ত্তে ! তুমি এই যে মূর্ত্তি প্রকটিত করিলে
ইহা দারা আমাদের নেত্র অতিশয় পরিতৃপ্ত হইল । হে ঈশ !
তুমি স্বয়ং ভগবান্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষদিশের নিকট অগ্রকট
হইয়াও এই প্রকারে যে তুমি জ্ঞান গোচর হইলে এ জন্য
তোমাকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৬৬ ॥

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোক হইতে ১৪ শ্লোকের

ক্রমাযুয়ে ব্যাখ্যা “এবং তদৈব” ইত্যাদি শ্লোকে

শ্রীধরস্বামির ঢীকা যথা ॥

এই প্রকারে ভগবান্ আপনার আত্মীয় সকলের মহৎ
সমিধানে অতিক্রম অর্থাৎ অপরাধ তখনই জানিতে পারিয়া
“তস্মিন্” অর্থাৎ যে স্থানে সেই সনকাদি ঐ দুই জয় বিজয়

তং দেশং যযৌ । আর্শাণাং হৃদ্যঃ মনোজ্ঞঃ চরণৌ চলয়-
 ম্নি শ্যয়ং ভাবঃ মচরণ দর্শন প্রতিঘাতজং ক্রোধং তৌ
 দর্শয়ন্ শময়িম্যামৌতি ত্রাবাজেন পদ্মামেব যযৌ
 শ্রীমাহিত্যক নিফামানাপ বিভূতিভিঃ পুরায়দ্বা ক্ষমাপ-
 যিতুগিহীত্যেবা । অত্র তেষামাজ্ঞারামাণামপ্যানন্দদানার্থ
 চরণদর্শনেন তস্য সচ্চিদানন্দ ঘনত্বং শ্রীমাহিত্যে
 তচ্ছক্তিবিলাসস্যাপি স্বরূপানতিরিক্তত্বং বিবক্ষিতং
 স্থানামিতি বহুবচনং দ্বয়োরপ্যপরাধঃ সর্বেষ্বেষেব পরিণ-

কর্তৃক রুদ্ধ হইয়াছেন সেই দেশে গমন করিলেন । আর্ষা
 সকলের হৃদয় অর্থাৎ মনোজ্ঞ ! “চরণৌ চলয়ন” ইহার ভাবঃ
 এই যে : আমার চরণ দর্শনের প্রতিঘাত জনিত ক্রোধবে
 ঐ দুই চরণ দর্শন করাইয়া উপশম করিব এই অভিপ্রায়
 স্বরাচ্ছলে পদদ্বয় দ্বারাই গমন করিলেন । লক্ষ্মীর সহিত গম-
 নের তাৎপর্য্য এই যে নিফামদিগকেও ঐশ্বর্য্য সকল দ্বার
 পূর্ণ করিয়া ক্ষমা করাইবেন এই নিমিত্ত ॥

এস্থলে সন্দর্ভের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এই যে, সেই সকল
 আত্মারাম ঈশকেও আনন্দ দিবার জন্য । চরণ দর্শন দ্বার
 তাঁহার সচ্চিদানন্দা ঘনত্ব হইল । লক্ষ্মীর সহিত এতদ্বার
 ভগবৎ শক্তির বিলাসকেও স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন ।
 “প্যানন্দঃ” এই বহুবচন দুই জনের অপরাধ সকল পরিবারের
 প্রতিই প্রতিষ্ঠ হইল । এই অপেক্ষা অথবা ঐ দুই জন

রেখাপতন্তীতাপেক্ষা তয়োর্বহু মানদ্বা স্বশব্দেন যুনাং
ন তাদৃশং তদাক্ষায়ত্নমিতি বিবক্ষিতং । ৫৩ ॥

তত্র তৈর্দৃষ্টং দেবমনুবর্ণয়তি পঞ্চভিঃ । তং ত্রাশ্লব গিতি
তে সনকাদিযাঃ স্বগমাধিনা ভাগাং ভজনীয়ং ফলং বহু ক্র
তকেবাক্ষ বিষয়ং । যদ্বা স্বগমাধেঃ স্বস্য হৃদি ত্রাস্তা কারণে
পরতত্ত্ব স্ফূর্ত্তেভিঃ গাং ফলরূপং । যতোহিহ বিষয়ং স্বপ্রকা-
শনা শক্তি সংস্কৃত নিখিল ধীন্দ্রিয় স্ফূর্ত্তিত্বেন সম্প্রতি
বিস্পষ্টমেবানু ভূয়মানং । অনেন পূর্ববৎ তস্য শব্দ
স্পর্শ রূপরসগন্ধাখ্যানাং সর্বেষামেব ধর্ম্মাণাং সচ্চিদানন্দ

ভূতের বহু সম্মান-হেতু দ্বিবেচন স্থানে বহু বচন প্রয়োগ হই-
য়াছে । অপর স্বশব্দ প্রয়োগদ্বারা যুনিগণের জয়-বিজয় ভুল
ভগবানের আত্মীয়ত্ব বিবক্ষিত হয় নাই ॥ ৫৩ ॥

এ স্থলে যুনিগণ কর্তৃক দৃষ্ট ভগবান্কে ৫ শ্লোকে

বর্ণন করিতেছেন ॥

“৫২ স্বাগত” এই শ্লোকে সেই সনকাদি আশ্রম সিংহের
গমাধির ভাগ্য অর্থাৎ ভজনীয় ফল যে ত্রাস্ত তাহাই চক্ষুর্বিষয়
হইলেন । অথবা স্বীয় সমাধির অর্থাৎ নিজের হৃদয়ে ত্রাস্ত
রূপে পরতত্ত্ব স্ফূর্ত্তির ভাগ্য অর্থাৎ ফলরূপ । যেহেতু চক্ষুর
বিষয় হইলেন অর্থাৎ ভগবানের স্বপ্রকাশতা শক্তি দ্বারা সঙ্-
কার বিশিষ্ট জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের স্ফূর্ত্তি হওয়াতে সম্প্রতি
স্পষ্টরূপে অনুভব করিলেন । এতদ্বারা পূর্বের ন্যায় এ

ঘনান্বনত্বং সাধিতং । অথা নিত্যমেব তথাবিধ সত্ততো
 দেবিত্ব মাধুরী নৈচিত্র্যানুভব পূর্বকং পরমপ্রেমানন্দ
 সম্ভোহেন সেৱমানৈস্তস্যাত্মীয়ৈঃ পুরুষৈ রানীত সেৱো-
 পয়িক নানা বস্তুভিঃ সেৱ্যমানং ভগৱন্তং কথঞ্চিৎ কচিৎ
 কদাচিদেব তদানীং কেনাপি সমাদিজ ভাগোদয়েন
 কেবলমপশ্যামিতি তেষাং পরমবিদুষাং স্পৃহাস্পৃহাবহ্নেযু
 তেষু শ্রীবৈকুণ্ঠপুরুষেষু কস্যা অপি ভগবদানন্দশক্তে-
 বিলাস ময়ত্বং দর্শিতং । অথ তেষাং ভগবদ্রতে রুদীপন-

ভগবানের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি সমুদায় ধর্মো-
 রই সক্তিদানন্দ ঘনত্ব সাধিত হইল । ঐ রূপ নিত্যই সেই
 প্রকার সর্বদা উদীপ্ত মাধুর্য্যের বিচিত্র ভাব অনুভব পূর্বক
 পরম প্রেমানন্দ সমূহদ্বারা ভগবানের সেৱা পরায়ণ আত্মীয়
 পুরুষগণকর্তৃক আনীত সেৱার উপযুক্ত বস্তু সমূহ দ্বারা সেৱা
 মান ভগবান্কে কোন প্রকারে কোন স্থানে কখনই দেখিতে
 পান নাই কিন্তু তৎকালীন কোন সমাধি জনিত ভাগ্যের উদয়
 হেতু সনকাদি মুনিগণ কেবল মাত্র দর্শন করিয়াছিলেন ।
 অতএব সেই পরম জ্ঞান শালি সনকাদি মুনিগণের স্পৃহা
 আত্মসীমিত অবস্থা সম্পন্ন সেই শ্রীবৈকুণ্ঠ বাসি পুরুষ সকলে
 ভগবানের কোন অনির্বচনীয় আনন্দশক্তির বিলাসরূপত্ব
 দেখান হইল ॥

অনন্তর সেই সকল সনকাদি মুনিগণের ভগবদ্রতির উদী-

যেন চিত্তক্ষেপ্তকহাত্তং পরিচ্ছদাদীনামপি তাদৃশত্বমাহ
 হংসেতি সার্কৈর্জিভিঃ । কেশরা মুক্তাময়প্রালম্বাঃ ॥ ৫৪ ॥
 কৃষ্ণপ্রসাদেতি । কৃৎস্নস্য দ্বারপাল মুনিবৃন্দস্য প্রসাদে
 স্নগুখমিতি স্পৃহণীয়ানাং গুণানাং ধাম স্থানমিতি চ তত্ত-
 দগুণানাং তাদৃশত্বং দর্শিতং । স্নেহাবলোকেতি বিলাসস্য ।
 স্বঃ স্নখভোগস্থানানি নিত্যানন্দ রূপত্বাৎ । তেষাং
 চূড়ামণিমাঅধিক্ষ্য স্ব স্বরূপং স্থানং ক্রীবৈকুণ্ঠং তাদৃশে
 পুরাসি শোভিতয়া প্রিয়া কৃত্বা স্তভগয়ন্তমিব । ইবেতি

নি হওয়াতে চিত্তের ক্ষোভহেতু ভগবানের পরিচ্ছদ সকলেরও
 তাদৃশত্ব আনন্দশক্তির বিলাসরূপত্ব “হংসেতি” সার্ক তিন
 স্তোকে কহিতেছেন কেশর অর্থাৎ মুক্তাময় প্রালম্ব ॥ ৫৪ ॥

“কৃৎস্নস্য” অর্থাৎ দ্বারপাল ও মুনি সকলের প্রতি
 প্রসাদ বিষয়ে ভগবান্ প্রসন্ন মুখ । “স্পৃহণীয় ধাম” অর্থাৎ
 মনি স্পৃহণীয় সমস্ত গুণের আধার স্বরূপ । ইহার দ্বারা
 এই সেই গুণসকলের সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব দর্শিত হইল ।
 “স্নেহাবলোক” এতদ্বারা বিলাসের । তথা “স্ব” অর্থাৎ
 স্বভোগ স্থান সকলের নিত্য, অনন্ত ও আনন্দ রূপ স্বপ্রযুক্ত
 গহাদের চূড়ামণি স্বরূপ আঅধিক্ষ্য অর্থাৎ আপনার স্বরূপ
 ত্ত স্থান ক্রীবৈকুণ্ঠ । সেই প্রকার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীকে ধারণ
 কায় উদ্বারা ঐ বৈকুণ্ঠের শোভা বুদ্ধি করিতেছিলেন । ইব

বাক্যালঙ্কারে । অগ্নেয় শ্রীবৈকুণ্ঠস্য ॥

উক্তক । তদ্বিশ্বগুর্বিজিত্যাদৌ আপুঃ পরাং মুদগপূর্ব
মিত্যাदि বক্ষ্যতে চ ॥

শব্দের অর্থ বাক্যালঙ্কারে । ইহা দ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে
সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব দর্শিত হইল ॥

এই বিষয় ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে

উক্ত হইয়াছে যথা ॥

“তদ্বিশ্বগুর্বিজিতং ভুবনৈকবন্দ্যং

দিব্যং বিচিত্রং বিবুধাগ্র্যাবিমানশোচিঃ ।

আপুঃ পরাং মুদগপূর্বমুণোতা যোগ

মায়াবলেন মুনয়ী স্তম্ভথো বিকুণ্ঠং ॥

তাৎপর্য্য । ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ ! তদনন্তরঃ

গগ যোগরায়ী বলৈ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভাবে উক্ত বৈ-
ধমে উপনীত হইয়া পরমোৎকৃষ্ট হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন । বি-
শ্বগুর্ভগবান্ তথায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন অতরাং ঐ
অতি অপূর্ব ও সমস্ত ভুবনের বন্দনীয় ছিল, আর সেই স্থানে
চারিদিকে প্রধান প্রধান দেবগণের বিচিত্র বিমান সকল
দীপ্তি পাইতে ছিল, তাহাতে ঐ স্থান সর্বদা দেদীপ্যমান
হইয়া রহিত ॥

ইহার পরেও ৩ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ২৭ । ২৮ শ্লো-
ক বলিবেন । যথা ॥

অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনং ।
 গৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বৈকুণ্ঠক স্বয়ং প্রভুং ॥
 ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যানুমান্যচ ।
 প্রীতজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ সংশ্লো বৈষ্ণবীং শ্রিয়মিতি ॥৫৫॥
 পীতাংশুকে ইতি উপলক্ষণে তৃতীয়া ॥ ৫৬ ॥
 বিদ্যাদিতি । হরতা মনোহরেণ । তদেবং পরিচ্ছদাদী
 নামপি তাদৃশত্বং বর্ণয়িত্বা পুনস্তস্যৈবাতিমনোহরত্বমাহ ॥৫৭॥

ব্রহ্মা কহিলেন অন্তর গেই মুনিগণ বিকুণ্ঠ ও গৈকুণ্ঠ
 ভগ্নরূপে দর্শন করিলেন । ভগবান্ এবং তদীয় নিবাস
 ণ উভয়ই নেত্রোৎসব জনক ও সচ্চিদানন্দ প্রযুক্ত স্বয়ং
 কাশ্যমান, সুতরাং তদবলোকনে তাঁহাদের অতিশয় আন-
 নুভব হইল ॥

পরে তাঁহারা প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রণাম করিয়া ভগবানের
 মুমুতি গ্রহণ করত প্রমোদিত হইয়া ভগবানের ঐশ্বর্যের
 থা কহিতে কহিতে স্ব স্ব স্থানে প্রতি গমন করিলেন ॥৫৫॥

“পীতাংশুকে” এই শ্লোকে কাঞ্চি ও বনমালা দ্বারা
 ক্ষিত, এস্থলে উপলক্ষণে তৃতীয়া ॥ ৫৬ ॥

“বিদ্যাদিতি” এই শ্লোকে “হরৎ” ইহার অর্থ মনোহর,
 তএব এই প্রকার পরিচ্ছদ সকলেরও তাদৃশত্ব অর্থাৎ সচ্চি-
 দানন্দ যৎন বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার ভগবানের অতিশয় মনো-
 হর কহিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

অত্রোপসৃক্ষমিতি ইন্দ্রিয়া উৎস্মিতং গর্ভঃ অত্র ভগবান্
উপসৃক্ষং অন্য মদনার্জবুদ সুন্দর কান্তস্য নিক্তান লাভে
নিত্যমেবাধিকমাবির্ভাবিতমিতি তদীয়ানাং দিয়া বিতর্কি
তং । অত্র হেতুঃ । বহু সৌন্দর্য্যসম্পন্নমিতি । নযেব
ভূতস্য লক্ষ্ম্যা অপি রহস্য মহানিমি রূপস্য পরম বস্তু
কথং প্রকাশঃ সম্ভবতীত্যত আহ মহামিতি মদানো
ভক্তানাং কৃতে অঙ্গং ভক্তন্তঃ মূর্ত্তিং প্রকটয়ন্তঃ । উল্লজ্জি
াত্রবিধগীম সমাতিশাযি

“অত্রোপসৃক্ষ” ইত্যাদি শ্লোকে ইন্দ্রিয়া শব্দে লক্ষ
তাহার যে উৎস্মিত (গর্ভ) তাহা এই ভগবানে উপস
(অন্তর্গত) হইল, অর্থাৎ অসংখ্য কন্দর্প অপেক্ষা সুন্দ
কান্তের নিত্য লাভ দ্বারা নিত্যই অধিক আবির্ভাবিত হই
যাচ্ছে এই বলিয়া তদীয় ভক্তগণের মনে এই রূপ বিতর্কি
হইতেছিল । ইহার হেতু এই ভগবান্ মূর্ত্তি বহু সৌন্দর্য্য সম্পন্ন
যদি বল এই প্রকার লক্ষ্মীরও একান্ত মহানিমি রূপ পরম ব
ভগবদ্বিগ্রহের কি প্রকারে প্রকাশ সম্ভব হয় এই প্র
কহিতেছেন ॥

“মহামিতি” অম্বাদাদি ভক্তগণের নিমিত্ত “অঙ্গং ভক্তন্তঃ
মূর্ত্তি প্রকটন করেন ।

হে ভগবন্ । আপনার প্রভুত্ব স্বভাব বাহা ত্রিলোকে
সীমা তথা সম ও অতিশয় সম্ভাবনাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে

সম্ভাবনস্তব পরিব্রটিমস্বভাবং ।

মায়াবলেন ভবন্তাপি নিগূহ্যমানং

পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবে ইতিবৎ ।

ভক্তিরেবৈনং নয়ন্তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তীত্যাদি শ্রুতেঃ ।

তথাভূতং তমচক্ষতেতি নিরৌক্ষ্য চ যুদা কৈঃ শিরোভি
নেমুঃ । ন বিশেষণ তৃপ্তা দৃশো নেত্রাণি যেষাং তে ॥৫৮॥

তস্যোতি । টীকাচ । স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজন

নন্দাধিক্যমাহ তস্য পদারবিন্দ কিঞ্জলৈঃ কেশরৈর্মিশ্রা

যা তুলসী তস্যা মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ স্ববিবরেণ নাসা

যা তুলসী তস্যা মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ স্ববিবরেণ নাসা

ছিদ্রেণ অক্ষরজুষাং ব্রহ্মানন্দসেবিনামপি সংকোভং

এং মায়াবলে আপনি স্বয়ং তাহা গোপন করিলেও যাঁহারা
আপনার একান্ত ভক্ত নিরন্তর তাঁহারা দর্শন করিয়া থাকেন
ইহার ন্যায় শ্রুতিতে বলিয়াছেন, ভক্তি ইহাঁকে প্রাপ্ত করান
এবং ভক্তি ইহাঁকে দর্শন করান ॥

সনকাদি মুনিগণ ভগবান্‌কে ঐরূপ দর্শন করিয়া হৃষ্ট
চিত্তে সম্ভাবনাত করত নমস্কার করিলেন । কিন্তু তাঁহার
সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহাদের নেত্র বিশেষ পরিতৃপ্ত হইল না ॥৫৮॥

“তস্যোতি” এই শ্লোকের টীকা যথা । ঐ মুনিগণের
স্বরূপানন্দ হইতে ভজনানন্দের আধিক্য কহিতেছেন ।
ভগবানের পাদপদ্মের কিঞ্জলি অর্থাৎ কেশর মিশ্রিতা যে
তুলসী তাঁহার মকরন্দ যুক্ত বায়ু নাগারদ্ধ যোগে তাঁহাদের

চিন্তে হৃতিহর্ষং তনৌ রোমাঞ্চমিত্যেবা । অত্র পদয়ে
ররবিন্দ কিঙ্কল্পমিশ্রা যা তুলসীতি ব্যাখ্যেয়ং । অরবিন্দ
তুলসৌ চ তদানীং বনমালা স্থিতে এব ক্ষেপে অস্ত তর-
ন্তগবদাজ্জুতানাং তেবামঙ্গোপাঙ্গানাং তেষু ক্ষো-
কারিত্বং তং সম্বন্ধিনো বায়ুরপি ইতি ভাবঃ । অত্র
শ্রীরামানুজশারীরকে হি দর্শিতমিদং ॥

সোহম্মুণ্ডে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিত্তেতি ব্রহ্ম

অন্তর্গত হইল, যদিও তাঁহারা নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ অনুভব
করিতেন, তথাপি তাঁহাদের চিন্তে হর্ষ এবং পাত্রে রোমাঞ্চ
হইল ॥

এস্থলে চরণদ্বয়ের অরবিন্দ “পদ্য” কিঙ্কল্প মিশ্রা যে
তুলসী ইহাই ব্যাখ্যার যোগ্য । অরবিন্দ ও তুলসী তৎ
কালীন বনমালাতেই ছিল ইহা জানিতে হইবে ॥

অপিচ ঐ সকল মুনিতে ভগবানের আত্ম স্বরূপ অঙ্গ ও
উপাঙ্গ সকলের ক্ষোভজনকত্ব হওয়া দূরে থাকুক, ঐ অঙ্গ
উপাঙ্গ সম্বন্ধীয় বায়ু ও তাঁহাদের ক্ষোভকারিত্ব হইয়াছিল ॥

এস্থলে শ্রীরামানুজ শারীরকেও এই বিষয় দেখাইয়াছেন
যথা ॥

সেই জীব বিপশ্চিত্তং অর্থাৎ জ্ঞানঘন ব্রহ্মের সহিত
সকল কামকে ভোগ করেন এবং বেদকে জানেন, কিন্তু

নেদ ন ফলমগময়দ্রাক্যং পরস্য বিপশ্চিতো ব্রহ্মণো গুণা-
নম্ভুঃ ত্রবীণি বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ সর্বান্ কামানশ্নুতে ।
কামাস্ত ইতি কামাঃ কল্যাণ গুণাঃ পর ব্রহ্মণা সহ তদগু-
ণান্ সর্বানশ্নু ত ইত্যর্থঃ । দহরবিদ্যা তস্মিন্ ন যদন্ত-
স্তদশ্বেষ্ট্যমিতি বৎ গুণপ্রাধান্যং বক্তুং সহ শব্দ
ইতি ॥ ৫৯ ॥

হর্ষকারিতং সস্ত্রমাহ দ্বাভ্যাং । তে বা ইতি । তে বৈ
কিল বদনমেব অসিত পদ্মকোষঃ ঐষদ্বিকসিতং নীলা-
ম্বুজং । তং উৎ উদ্ধ্বঃ বৌদ্ধ্য লক্ষ্মনোরথাঃ সস্ত নথা

পরমেশ্বরের বাক্য যে বেদ তাহার ফল জ্ঞাত নহেন । কেবল
বিপশ্চিতং ব্রহ্মের গুণ সকলকে অনন্ত বলেন । বিপশ্চিতং
ব্রহ্মের সহিত সমুদায় কাম ভোগ করেন ॥

কামশব্দের অর্থ কল্যাণ গুণ । পরব্রহ্মের সহিত সেই
সকল গুণ যোগ করেন ইহাই তাৎপর্য্য । যাঁহার অন্ত নাই
তাঁহাকে সেই শরীরে হৃদয় বিদ্যা দ্বারা অন্বেষণ করা কর্তব্য
ইহার ন্যায় গুণের প্রাধান্য বলিবার নিমিত্ত সহ শব্দ প্রয়োগ
করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

হর্ষকারি সস্ত্রম দুই শ্লোকদ্বারা কহিতেছেন যথা ॥

“তে বা ইতি” ৬০ শ্লোকে । সেই ঋষিগণ ! অসিত পদ্ম
কোষ অর্থাৎ বিকসিত নীল-পদ্মের ন্যায় ভগবানের বদন উদ্ধ
দৃষ্টিদ্বারা অবলোকন করত মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলেন ।

এনারূপমময়ঃ তেষাং প্রগমিষ্যত্বং তু তং অজিৎ দ্বন্দ্বং পুনর-
বেক্ষ্য অধো দৃষ্ট্যা বীক্ষ্য পুনঃ পুনরেবং বীক্ষ্য যুগপৎ
সর্বপ্রলাবণ্য গ্রহণশক্তেঃ পশ্চাৎ চিন্তাশ্চিন্তয়া মাত্মঃ
যুগপদেব কথমিদমিদং সর্বং পশ্যেমেতৎকঠাভিঃ স্থায়ি-
ভাবপোষকং চিন্তাখ্যং ভাবমবাপূরিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

পুংসামিতি বহুমতং ব্রহ্মণোহপি ঘন প্রকাশত্বাদিত্যাদরা
স্পন্দং । বহুনাং তত্ত্ব দৃশ্যং সংমতমিতি বা । পৌঃস্রঃ
পৌরুষং বস্তুদশয়ন্তং । অস্যা শ্রীবিবৃদ্ধাতিনয়ন্যার্যব শাযি
নারায়ণাখ্যং পুরুষাবতারত্বেহপি নতু ব্রহ্মাদি বৎ সোপাদি

ভগবাদেব নথ সকলই অরূপ বর্ণ মণি তাহাদের আশ্রয়রূপ
চরণদ্বয় পুনর্বার অবলোকন করিয়া অর্থাৎ অধো দৃষ্টিদ্বারা
পুনর্বার দর্শন করিয়া এককালীন সর্বাস্থের লাভন্য গ্রহণে
অসমর্থ হইয়া পশ্চাৎ চিন্তা করিয়াছিলেন, এককালীন কি
প্রকারে এই সমুদায় দর্শন করিব এই বলিয়া উৎকণ্ঠা বশতঃ
স্থায়িভাব পোষক চিন্তা নামক ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৬০॥

“পুংসামিতি” ৬০ শ্লোকে, বহুমত অর্থাৎ ব্রহ্মেরও ঘন
প্রকাশ প্রযুক্ত অত্যন্ত আদরাস্পদ । অথবা বহু বহু তত্ত্বজ্ঞ
বিগের সম্মত হইয়াই বা । “পৌঃস্রঃ” অর্থাৎ পুরুষাকার বস্তু
দর্শন করাইয়াছিলেন । এই শ্রীবিবৃদ্ধাতিনয়ের সমুদ্র শাযি
নারায়ণ নামক পুরুষাবতারত্বে ও ব্রহ্মাদির ন্যায় উপাদি

তয়া অনাবিভূত পুরুষাকারত্বমস্তি কিন্তু ত্রিবিধবৎ
সাক্ষাৎসাকারত্বমেরত্বার্থঃ অগ্নিমাধ্যৈষ্ট্যৈর্মুতং বিশি-
ফঃ নতুপলক্ষিতং । অনেন তেয়াং স্তত্যাঙ্গাদ বিশেষণ-
ত্বেন ঐশ্বর্যোপলক্ষি সমস্ত ভগানাং তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতং ।
সমগুণন্ সমাগস্তবমিতি ॥ ৬১ ॥

অথ শ্রীভগবৎস্তাদৃশতা ব্যঞ্জনীঃ নিজাঃ মুক্তিঃ তেষামেব
স্বহৃদাভিব্যক্তিকরণ স্তুতি বাক্যেন প্রমাণম্ভি । শ্রীকু-
মারা উচুরিতি । স্ততিমাহ য ইতি পঞ্চভিঃ । স্তত্রাকর

বিশিষ্ট অনাবিভূত পুরুষাকার নহে কিন্তু ত্রিবিধের ন্যায়
সাক্ষাৎ তদাকারত্বই জানিতে হইবে । অগ্নিমাধ্যৈষ্ট্যৈর্মুতং
যুত অর্থাৎ বিশিষ্ট কিন্তু উপলক্ষিত নহে । ইহার দ্বারা ঐ
সকল ঐশ্বর্যাদির স্ততির আঙ্গাদ বিশেষণত্ব রূপে ঐশ্বর্যোপ-
লক্ষি সমস্ত ভগের অর্থাৎ সমুদায় ঐশ্বর্যের তাদৃশত্ব স্বর্গাৎ
গচ্ছদানন্দ ঘনত্ব প্রকাশিত হইল । “সমগুণন্” ইহার অর্থ
সম্যক রূপে স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥

অনন্তর শ্রীভগবানের এরূপ প্রকাশিনী নিজ উক্তিকে
সেই সকল ঋষিদিগের স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করণক স্তুতি
বাক্য দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন । “শ্রীকুমারা উচুঃ” অর্থাৎ
ঐ সকল সনকাদি ঋষি কহিলেন ॥

৩ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে “যোন্তহিতঃ” । ইত্যাদি শ্লোক
হইতে ৫ শ্লোকে স্তুতি কহিছেন । এখানে “অন্তর জ্বা-

জুযামপীত্যনুস্থত্য বাখ্যায়তে । নিত্যং ব্রহ্মরূপেণ প্রকাশ-
কেন তচ্ছিত্রং ইদানীং তু বিশুদ্ধ সত্ত্ব লক্ষণেন স্বরূপ-
শক্তি বৃত্তি বিশেষেণ প্রকাশিতয়া ঘন প্রকাশ পরতৈক-
রূপয়া মূর্ত্যা প্রত্যক্ষোহসি অহো ভাগ্যমস্মাক মিতাজ্জঃ ।
হে অনন্ত যন্তুঃ হৃদয়তোহপি ছুরাত্মনামন্তর্হিণো ন
ক্ষুরসি নোহস্মাকমন্তর্হিণো ন ভবসি নয়ন মূলং ত্বদৌর-
রাক্ষঃ প্রাপ্তোহসি । তথাচ । অপি সংগ্ৰাহনে প্রত্যক্ষানু-
মানাভ্যামিত্যস্য বিষয় বাক্যং পরাঞ্চিধানি ব্যত্‌য়ৎ সযতু

মপি চিত্ত তস্মাঃ” ঐ অধ্যায়ের ৪২ শ্লোক স্মরণ করিয়া
ব্যাখ্যা করিতেছেন ॥

হে ভগবন্ ! আপনি যে নিত্য ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশ পান
তাহা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু এক্ষণে যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব রূপ স্বরূ-
পশক্তির বৃত্তি বিশেষ দ্বারা প্রকাশিত ঘনপ্রকাশ পরতত্ত্বে এক
স্বরূপ মূর্তিতে যে প্রত্যক্ষ হইলেন ইহাই আমাদের আশ্চর্য্য
ভাগ্য, এই অভিপ্রায়ে সনকাদি কহিলেন ॥

হে অনন্ত ! যে তুমি হৃদয়স্থ হইয়াও ছুরাত্ম-ব্যক্তিদিগের
নিকট অন্তর্হিত থাক অর্থাৎ তাহাদের নিকট প্রকাশ পান
কিন্তু আমাদিগের নিকট অন্তর্হিত হইলে না, অদ্যই আমা-
দের নয়ন গোচর হইলে ॥

এই বিষয়ে প্রতি যথা ॥

সেই রূপ সম্যক্ আরাধনাতেও আপনি প্রত্যক্ষ ও অনু-

তস্মাৎ পরাঙ্পশ্যতি নাস্তুরাত্মন্ কশ্চিচ্ছ্রীষঃ প্রত্য-
গাত্মানমৈক্ষণাবৃত্তচ্ক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছমিতি ॥

অন্তর্য্যাক্ত্যভাবে হেতুঃ ভবদ্রষ্টাবেন ব্রহ্মণা তেনাস্মৎ পিত্রা
মহি যদৈবানুবর্ণিত রহা উদ্ভিক্ত ব্রহ্মাখ্য রহস্যঃ তদৈব
কর্ণ মার্গেণ গুহ্যং বুদ্ধিঃ গতোহসৌতি তদ্রূপং । অক্ষর-
জুষামপীতি ॥ ৬২ ॥

ননু পিত্রোপদিষ্টঃ ভবতামদৃশ্যমাত্মতত্ত্বং অহং ত্বনা

মান দ্বারা বিষয় বাক্য হইয়াছেন । যে হেতু স্ময়ন্তু (ব্রহ্মা)
আত্ম বিষয় ব্যতিরিক্ত পরাঙ্গ বিষয় অর্থাৎ ঘট পটাদি বিষয়
ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিয়াছেন । সেই হেতু অন্তরাত্মা যে
আপনি আপনাকে ভিন্ন দর্শন করেন না । বিস্তৃত চক্ষুঃ কোন
দীর পুরুষ মোক্ষেচ্ছু হইয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন ॥

অন্তর্য্যাক্ত্যভাবে হেতু এই, প্রভো ! আমাদের পিতা
ব্রহ্মা, গোমা হইতে তাঁহার জন্ম হয়, তিনি যৎকালে
তোমার রহস্য অর্থাৎ ত্বদীয় ব্রহ্ম তত্ত্ব আমাদের উপদেশ
দেন, তৎকালেই তুমি আমাদের কর্ণ পথ দ্বারা বুদ্ধি মধ্যে
প্রবিষ্ট হইয়াছ, এই বিষয় উল্লিখিত অধ্যায়ের “অক্ষর জুষা”
এই ৪২ শ্লোকে বর্ণন হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

ভগবান্ যদ এই রূপ কহেন, অহে ঋষিগণ ! তোমা-

এম স্যাৎ দৃশ্যত্বাৎ নৈবং । অস্ম্যৎ প্রত্যভিজ্ঞয়া ভেদ
নিরাসাদিত্যাচ্ছ স্তং ত্বামিতি হে ভগবন্ আত্মতত্ত্বমেষ
পরং ত্বাং বিদ্যামঃ বিদ্যাঃ প্রত্যভিজানীমঃ । কেন প্রত্য-
ভিজানীথ । সংপ্রতি অধুনা সত্বেন অস্মাশ্বেতজ্ঞপাদি
ভাবেন । এতাবস্তং কালং ন জ্ঞাতবস্তোবয়ং অধুনা তু
সাক্ষাদনুভবেন নিশ্চিতবস্তং স্মা ইত্যর্থঃ । ব্রহ্ম চ শ্রীবি-
গ্রহশ্চায়ং স্বপ্রকাশ পরমাত্মত্বেন এব স্ফুরতি চি-
রুত্তি ব্রহ্মবৎ নেত্রে স্ফুরতি নতু দৃশ্যমে । নেত্রে ।
তত্রাধার মাত্রামিতি দ্বয়মপ্যভেদেনৈব প্রতীম ইতি

দের পিতা ব্রহ্মা তোমাদিগকে যিনি দর্শনের বিষয়ীভূত হয়ে-
না, সেই ব্রহ্ম তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমি অন্য
যে হেতু দৃষ্ট হইতেছি, ইহাতে ঋমিগণ কহিলেন ইহা বলি-
বেন না, আমাদের প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা ভেদ নিরাস হওয়া
বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, “তং ত্বামিতি” এই ৪৭ শ্লোকে ॥

হে ভগবন্ ! সেই আত্ম তত্ত্ব রূপ পরম তত্ত্ব আপনাকে
জানিলাম । কি প্রকারে জানিলে, সম্প্রতি এখন সত্ত্ব দ্বারা
অর্থাৎ আমরা সকলে এই রূপে আবির্ভাব দ্বারা । একাল
পর্যন্ত আপনাকে আমরা জানিতাম না কিন্তু সম্প্রতি সাক্ষাৎ
অনুভব দ্বারা নিশ্চয় করিলাম । ব্রহ্ম এবং এই শ্রীবিগ্রহ
স্বপ্রকাশ পরমাত্ম রূপেই প্রকাশ পাইতেছেন । চিত্ত

ভাবঃ । হং শুদ্ধচিত্তবর্ত্তো ব্রহ্মবৎ নেত্রে ইপ্যস্মাকং
ক্ষুরসি নতু দৃশ্যত্বেনেতি ভাবঃ । ন কেবলং প্রত্যভিজ্ঞা
মাত্রগিত্যাঙ্কঃ । এষামস্মাকং রতিং রচয়ন্তুং । অন্যথা
রতিরপি ত্র্যমস্মাকং নোক্তবে দিতি ভাবঃ ।

নিরহংমানাদিত্বেন স্বেয়ামন্যতো রত্য ভাবমেব দ্যোত-
য়ন্তস্তদাত্মতত্ত্বমাত্মঃ । তত্রাপি সাধন বৈশিষ্ট্যং কিমপি
বৈশিষ্ট্যং চাঙ্কঃ ॥

যন্তরূপত্বেনাবির্ভাবাদাত্মতত্ত্বং তেহনুতাপঃ কৃণা তেনৈব

যুক্তিতে ব্রহ্মের ন্যায় নেত্রে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন কিন্তু দৃষ্ট হই
তেছেন না । নেত্রে এই পদে আধার মাত্র । ব্রহ্ম ও
জীবগ্রহ দুইকেই অভেদ দ্বারা জানিলাম । আপনি শুদ্ধ চিত্ত
যুক্তিতে ব্রহ্মের ন্যায় আমাদের নেত্রেও স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন,
কিন্তু দৃষ্ট হইতেছেন না । কেবল জানিলাম মাত্র তাহা নয়
এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন । এই আমাদের রতিকেও জন্মাই-
তেছেন । তাহা না হইলে আপনাতে আমাদের রতিও উদ্ভব
হইত না ॥

আত্মারাম মুনিগণের অহঙ্কারাদি না থাকিলেও ভক্ত
ভিন্ন অন্যত্র রতির অভাবই হয়, ইহাই প্রকাশ করত সেই
আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন । তাহাতেও আবার
সাধনের বিশিষ্টতা হেতু কোন অনির্করণীয় বৈশিষ্ট্য কহি-
তেছেন ॥ যাহা আরনার স্বরূপত্ব রূপে আবির্ভাব হেতু

বিদিতৈ দৃঢ়ভক্তিযোগৈ যদ্বিদ্ধঃ । যত্র অনুতাপো
দৈন্যং তেন বিদিতৈ স্তে তব দৃঢ়ভক্তিযোগৈঃ কীদৃশাঃ
উদ্‌গ্রস্থয়োঁনিরহংমানাঃ অএব বিরাগা তদেবং পিত্রা
নুবর্ণিতরহা ইত্যত্র রহঃ শব্দশচতুঃশ্লোকী রীত্যা তে
ভক্তেরেব বাচক ইতি ব্যঞ্জিতং ॥ ৬৩ ॥

অথ পূর্বমভেদমতয়োহপি সম্প্রতি স্বরূপানন্দ শক্তে
বিলাসৈ বিচিত্রিত মতয়ো ভূয়োপি ভেদাভিলাং ভক্তি
মেব প্রার্থয়িতুং ভক্তানাং স্তুতিশায়মাহঃ । নাতা-

আত্ম তত্ত্ব । আপনার অনুতাপ অর্থাৎ কৃপা, তদ্বারা বিদিত
দৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা জানিয়াছেন । অথবা অনুতাপ শব্দের
অর্থ দৈন্য, সেই দৈন্য দ্বারা বিদিত আপনার দৃঢ় ভক্তিযোগ
দ্বারা, যুনিগণ কি প্রকার ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন, তাঁহারা
উদ্‌গ্রস্থি অর্থাৎ অভিমান শূন্য অতএব বাসনা রহিত স্তুরাঃ
এই প্রকার হইলে ৪৬ শ্লোকে বর্ণিত “পিত্রানুবর্ণিত রহা”
অর্থাৎ আমাদের পিতা ব্রহ্মা তিনি যৎকাণে আপনার রহস্য
আমাদিগকে উপদেশ দেন । এস্থলে রহঃ শব্দে চতুঃশ্লোকী
রীতি দ্বারা আপনার ভক্তির বাচক ইহা প্রকাশ হইল ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর পূর্বে অভেদ বুদ্ধি হইয়াও সম্প্রতি স্বরূপানন্দ
শক্তির বিলাস দ্বারা বিম্মিত বুদ্ধি হইয়া সনকাদি পুনরীক
ভেদাভিলা শক্তিকেই প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত ভক্ত সকলের

স্তিকমিতি আত্যস্তিকঃ মোক্ষলক্ষণঃ প্রসাদমপি কিমুতা
ন্যাদিত্ত্বাদ পদং ॥ ৬৪ ॥

ইদানীং আপরাধং দোষযন্তো ভক্তিং প্রার্থয়ন্তে কাম
মিতি হে ভগবন্ অতঃ পূর্বমস্মাকং বৃজিনং নাভবৎ ।
ইদানীং তু সঙ্গায়াপি জাতান যতস্তদ্ব্যক্তৌ শপ্তৌ ।
অতন্তৈর্বর্জিতৈর্নিরয়েষু কামং নোহস্মাকং ভগো জন্ম
স্তাং । অনেন তদদিগম উত্তর পূর্ণাঘয়ো রঞ্জেয বিনাশৌ
তদ্ব্যপদেশাদিতি ন্যায়েনাসংভব তদ্ব্যবানং ব্রহ্মজ্ঞানিনা-

যথাশিষ্য কহিতেছেন ॥

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকে ॥

“নাত্যস্তিকমিতি” হে ভগবন্ ! যে সকল কুশল ব্যক্তি
আপকার আত্যস্তিক অর্থাৎ মোক্ষ লক্ষণ প্রসাদকেও যখন
পাণ করেন না তখন অন্য ইন্দ্রাদি পদের কথা কি ? ॥ ৬৪ ॥

সম্প্রতি মনকাদি ঋষিগণ স্বীয় অপরাধ প্রকাশ করত
ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন “কামমিতি” ৪৮ শ্লোকে । হে
ভগবন্ ! ইহার পূর্বে আমাদের পাপ ছিল না, এক্ষণে সমু-
দায় পাপই জন্মিল, যেহেতু আপনার ভক্ত দুই জনকে শাপ
দিয়াছি, অতএব সেই সকল পাপে আমাদের নরকে যথেষ্ট
জন্ম হউক । এই স্বীকার দ্বারা নরক জন্ম প্রাপ্তিতে উত্তর
পূর্ব পাপ দ্বয়ের অঞ্জেয ও বিনাশ হউক । “তদ্ব্যপদেশা

মপি স্বেষাং বহুনরককারি বহু ব্রজিনাপাত ক্ষমাপণেন
তয়োরিথং ভূতগুণো হরিরিতি বং সর্বদ্রুতং মহিমত্বং
সূচিতং । অহো নিরয়া অপি ভবেয়ুরেব ন তাবতাহপি
পর্যাপ্তং । তেভ্যশ্চ নাস্মাকমপি ভয়ং অত্র তু মূলং দুষ্কলং
ভবৎ পণাঙ্গুখী ভাব এব সত্বস্মাকং মাতৃদিতি স কাকু

দিতি” অর্থাৎ তাহা ছল কিম্বা তদধিগমে (ব্রহ্মদর্শনে) পরে
যে পাণ হইবে তাহার অস্পর্শ আর পূর্বে যে পাপ হইয়াছে
তাহার বিনাশ হইল । যেমন পদ্মপত্রে জল স্পর্শ করে না
তাহার ন্যায় পাপ ও কৰ্ম্ম স্পর্শ করে না । যেমন ঈশিকা
তুলাতে অগ্নি স্পর্শ হইলে তৎক্ষণাৎ ভস্মরাশি হয়, এই রূপ
ব্রহ্মজ্ঞানির সমুদায় পাপ দগ্ধ হইয়া যায়, সেই ছল প্রযুক্ত ।
ইহাই মাধবভাষ্য ব্যাখ্যা । এই ন্যায় দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের
নরক জন্ম অসম্ভব এবং আত্মীয় সকলের অর্থাৎ ভক্তগণের
বহু নরককারি বহু পাপের যে আপতন তাহার ক্ষমাপণ
দ্বারা সেই জয় বিজয়ের “ইথং ভূত গুণো হরিঃ” ১ স্কন্ধের
৭ অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ যে, মুক্ত
অমুক্ত সকলেই তদর্থ অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তি নিমিত্ত সমুৎ-
স্ক হইলেন, ইহার ন্যায় সর্বাপেক্ষা অত্যশ্চর্য্য মহিমত্ব সূচিত
হইল ॥

অহো ! আমাদের সমস্ত নরক হইলেও ইহাতে আমা-
দের পাপের নিষ্কৃতি হইবে না । সেই সকল নরক হইতে

প্রার্থ্যন্তে । নু বিতর্কে যদি তু নশ্চেতন্তে পদগো-
রমেত তত্রাপ্যলিবেদেব কেবল তন্মাধুর্যা স্বাদাপেক্ষয়া
নতু ত্রেকাত্তানুভবাপেক্ষয়া । এবং বাচশ্চেত্যাदि । অত্র
ভক্তাপরাধস্য ভগবতাহংক্ষমা তদিচ্ছামাত্র কৃত তৎ ক্রোধ
জননাতেষামপরাধাভাসত্বে নেতি জ্ঞেয়ং । শ্লোক দ্বয়েহ-
স্মিন্ কৈবল্যাম্মরকোহপি ত্বদ্ভক্তিমাত্রং কাম্যমানানাগ-
স্ম্যাকং তদবিরোধিত্বাৎ শ্রেয়ানিতি স্বারস্য লক্ষং ॥ ৬৫ ॥

আমাদের ভয় নাই । এস্থলে আপনকার প্রতি পরাঙ্গুখী ভাব
প যে দুষ্কুল অর্থাৎ দুষ্কূলে জন্ম তাহা যেন আমাদের না
য় । ঋষিগণ কাকু অর্থাৎ কাতর স্বরে প্রার্থনা করিতে লাগি-
লন । ‘নু’ শব্দের অর্থ বিতর্ক । হে ভগবান্ ! যদি আমাদের
নঃ আপনকার চরণারবিন্দে রমণ করে অর্থাৎ তাহাতেই
লির ন্যায় কেবল তাহার মাধুর্য্য আশ্বাদন অপেক্ষায় রমণ
করুক কিন্তু ত্রেকাত্তের অনুভব অপেক্ষা দ্বারা রমণ না করুক ।
ই প্রকার “বাচশ্চেত্যাदि” এস্থলে ভগবান্ কর্তৃক ভক্ত
বয়স্ক অপরাধের ক্ষমা । কিন্তু সনকাদির তাহা নিজেচ্ছা
শতঃ হয় নাই, ভগবানের ইচ্ছামাত্রে সনকাদির ক্রোধের
ংপত্তি হয় একারণ সনকারি ভক্তাপরাধ হয় নাই, উহা
পরাধের আভাস মাত্র জানিতে হইবে । এই দুই
শ্লোকে কৈবল্য অর্থাৎ যোক্স অপেক্ষা নরকও আপনার ভক্তি
মাত্র অভিলାষি আমাদের তৎসহ বিরোধ হেতু শ্রেয়স্কর

তথাহপিথং কৃতান্ধমস্মাকমহিচিৎত্রিমিত্যাঃ । প্রাভু-
রিত্তি । অনাত্মনাং আত্মনস্তব একান্ত ভক্তিরহিতানাং
অপ্রকটোহপি ইৎ ইথং যঃ প্রতীতোহসি তস্মৈ তুভ্যং
নম ইদং বিধেগেতি অত্রৈতচ্ছুক্তং ভবতি । এতে ব্রহ্ম-
বিদ্যা সিদ্ধানাং পরাবর গুরুণামপি গুরবঃ । অতএব পরম
হংস মহামুণীনামিত্যুক্তং । তং ত্র্যমহং জ্ঞানঘনং স্বভাব
প্রধনস্ত মায়াগুণভেদ মোহৈঃ । সনন্দাদৈর্হাদি সংবিভাব্য

অর্থাৎ ভক্ত্যভিলাষি আমাদের মুক্তি অপেক্ষা নরকও ভাল ॥৬৭

তথাপি আমাদের এই প্রকার কৃতার্থত্ব অতিশয় এ
অভিপ্রায়ে ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের “প্রাভুশ্চকর্থ” এই ৫
শ্লোকে কহিতেছেন । “অনাত্মনা” অর্থাৎ আত্মা যে আপনি
আপনার একান্ত ভক্তি রহিত অনাত্মা জনসকলের নিকটে
আপনি অপ্রকট হইয়াও এই প্রকারে জ্ঞাত হইয়াছেন সে
আপনাকে আমরা নমস্কার করি । এস্থলে ইহাই কথিত
হইল । এই সনকাদি ব্রহ্মবিদ্যা “জ্ঞান” সিদ্ধ পরাবর গুর
সকলেরও গুরু । অতএব পরমহংস মহামুনি সকলের ইহ
এই অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ॥

৯ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ॥

প্রভো ! আপনি জ্ঞান ঘন স্বভাব অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্তি
অতএব যে সকল ব্যক্তির মায়া গুণ নিমিত্ত ভেদ মোহ

মিতি ক্রীমদংশুমরা কাদৌ ইহাত্মা ত্বং সল্যগ্জগাদ মুনয়ো
 বদচক্ষতাত্মমিতি ব্রহ্ম বাক্যাদৌ তস্মৈ যদিত কষায়া
 তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমার ইত্যাদৌ
 ক্রতৌ চ তথা প্রসিদ্ধং । আসন্নানুভবমৈব তু সিদ্ধম্য।

প্রথমে হইয়াছে তাদৃশ সন্দর্ভাদি মুনি জনেরও হৃদয়ে বিচিন্ত-
 নীয়। আমি মৃত, বিচার দ্বারাও কিরূপে আপনাকে জানিতে
 পারি। ফলত আপনি জ্ঞানঘন স্বরূপ এ প্রযুক্ত জ্ঞানের বিষয়
 নহেন, যদি শ্যাং বিচারের বিষয় হয়েন তথাচ আমি মায়াগুণে
 অভিভূত, সুতরাং বিচারে সমর্থ নহি ॥

এই অংশমানের বাক্যাদিতে ॥

তথা ২ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে ॥

হে নারদ! আমি বিবিধ লোক সৃজন করিতে অভিলাষ
 করিয়া তপস্যা করি, তাহা ভগবানে সমর্পণ করিতে তিনি
 আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া চারিটী সন নাম ধারণ করেন
 অর্থাৎ সনৎকুমার, সনক, সন্দ্ব এবং সনাতন এই চারি নামে
 আমি হয়েন এবং পূর্ব কল্পের প্রলয়ে বিনষ্ট আত্ম তত্ত্ব এ
 মুনিগণকে সম্যক্ রূপে উপদেশ দেন, তাহাতে তাঁহারা
 তৎক্ষণাৎ সস্ব মনে আত্মতত্ত্ব সাফাৎ করিয়াছিলেন। এই
 ব্রহ্মার বাক্যে ॥

অপর, ভগবান্ সনৎকুমার সেই যদিতকমায়কে, (বিষয়
 বাসনা রহিতকে) “তমসঃ” সংসারের পার দেখাইলেন ।

নিমাদিভির্ঘোহপি সংভাব্যঃ নতু সিদ্ধানুভব্য
তং সপ্রপঞ্চমদিকৃৎ সমাধিযোগঃ স্বাপ্নং পুনর্নভজ্যে
প্রবুদ্ধ বস্তুরিতি শ্রীকপিলদেব বাক্যাত্ । অতএ
তেষাং প্রধ্বস্ত মায়াগুণভেদমোহানাং ক্রোধাদিকম
পি দুর্ঘটদুর্ঘটনাকারিণ্যা শ্রীভগবদিচ্ছয়ৈব জাতমিতি তৈ
রপি ব্যাখ্যাতং । তদেবং তেষাং সতত ব্রহ্মানন্দ মগ্নত্ব

ইত্যাদি ক্রটিতেও ঐরূপ প্রসিদ্ধ আছে ॥

অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্য দ্বারা অনুভব সিদ্ধের বিঘ্নও সম্ভবে কিং
সিদ্ধানুভবের বিঘ্ন সম্ভবে না, যে হেতু এই বিষয় ৩ স্কন্ধে
২৮ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে কপিণ কহিয়াছেন যথা ॥

যোগি ব্যক্তির দেহও পূর্বা সংস্কার বশতঃ স্বীয় ব্যাপার
নির্বাহ করত যাবৎ আপনার আরম্ভক কন্দের সমাপ্তি না
হয় তাবৎপর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত বর্ত্তমান হইয়া জীবিত
থাকে, কিন্তু সমাধি পর্য্যন্ত লাভ করিয়া আস্তা তত্ত্ব অবগত
হওয়াতে স্বপ্নাদি দেহ ভূষণ পুঞ্জাদি দেহ সহ ঐ দেহ পুন-
র্বার প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ তাহাতে তাহার “আমি আমার”
এই রূপ অভিমান পরিত্যাগ হয় ॥

অতএব মাধার গুণ যে ভেদ মোহ তদ্রহিত সেই সমকাদি
ঋষি সকলের ক্রোধাদিও দুর্ঘট ঘটনাকারিণী ভগবদিচ্ছা দ্বারা
ই জন্মিয়াছিল । ইহা শ্রীশ্রামিপাদই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।
অতরাং এই ঋষিগণের ব্রহ্মানন্দ মগ্নত্ব সিদ্ধ হইল । যে হেতু

সিদ্ধং । তদুক্তং অক্ষরজুসামপি ইতি যোহন্তর্হিত
ইত্যাদি চ । শ্রুতং চান্যত্র ব্রহ্মজুসামবিক্ষিপ্ত চিত্তং ॥
যথা সপ্তমে শ্রীনারদ বাক্যং ॥

কামাদিভিরনাসিদ্ধং প্রশান্তাখিল বৃত্তি যৎ ।

চিত্তং ব্রহ্মস্বং সম্পৃক্তং নৈবোত্তিষ্ঠেত কচিচ্চিদতি ।

তথাপি তেষাং শ্রীভগবদানন্দকৃষ্ট চিত্তবমুচ্যতে ।

এবমন্যেষামপ্যাত্মারামাণাং তাদৃশত্বং শ্রুয়তে ।

স্বস্থ নিভৃতচে হ্যস্তদ্ব্যুদস্তান্য ভাবো

১ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে “অক্ষর জুসামপি” তথা
“যোহন্তর্হিত” ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের এই ৪৬ শ্লোকেও
উক্ত হইয়াছে । অন্যত্রও শ্রুত হইতেছে যে ব্রহ্মানন্দসেবি
মকলের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না ॥

৭ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে শ্রীনারদের বাক্য যথা ॥

মহারাজ ! যে চিত্ত কামাদি দ্বারা ক্ষুব্ধ না হয় তাহা
আর কদাচ উত্তীর্ণ অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হয় না, কারণ ব্রহ্ম স্বথ
সম্পৃক্ত হওয়াতে তাহার সমস্ত বৃত্তি প্রশান্ত হইয়া যায় ॥

তথাপি তাঁহাদের চিত্ত ভগবৎ সম্বন্ধীয় আনন্দ কর্তৃক
আকৃষ্ট হইয়াছিল । এই প্রকার অন্য আত্মারাম সর্বকলেরও
চিত্তের আকৃষ্টত্ব শ্রুত হইতেছে ॥

১২ স্কন্ধের ১২ অধ্যায়ের ৫২ শ্লোকে যথা ॥

সূত কহিলেন, স্বীয় স্থখে পূর্ণ চিত্ত, অন্য ভাব বর্জিত,

ইপ্যঞ্জিতরুচির লীলালকটসার ইত্যাদিষু ॥

অথ লোকসংগ্রহার্থৈবৈষা তেষাং ভক্তিপ্রক্রিয়া প্রাচীন সংস্কারবশা বা । নৈব উভয়ত্রাপি বাসো যথা পরিকৃতঃ মদিরামদাক্ষ ইতিবক্তব্রাবেশাসংভবাৎ । দৃশ্যতে ত্বন্যত্রা নাবেশঃ ॥

মানসা মে স্তুতা যুস্মৎ পূর্ব্বজাঃ মনকাদয়ঃ ।

চেক্রণিহায়সা লোকাল্লোকেষু বিগতস্পৃহা ইতাতি

ভগবান্ অঞ্জিতের রুচির লীলায় আকটান্তঃকরণে যে ধারি এই তত্ত্ব দীপ পুরাণ সংহিতা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই অধিন পাপ নাশক ব্যাস পুত্র শ্রীশুকদেবকে প্রশংসা করি ॥

যাহা হউক, লোকসংগ্রহের নিমিত্তই মনকাদি মুনিগণের এই প্রকার ভক্তি কিস্তি প্রাচীন সংস্কার বশতই বা । উভয় স্থলেই এ প্রকার নহে, কেন না, ৩ স্কন্ধের ২৮ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে, মদিরা মদাক্ষ ব্যক্তি যেমন আপনার কটিতটে পরিবেষ্টিত বস্ত্র আছে কি পড়িয়াগিয়াছে অনুসন্ধান করে না, ইহার ন্যায় তাহাতে আবেশ অসম্ভব । পরন্তু তাঁহাদের অন্যত্র আবেশ দৃষ্ট হইতেছে ॥

৩ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে ব্রহ্ম বাক্য যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন অহে দেবগণ ! তোমাদের পূর্জিত মনকাদি চতুর্লুপ আমার মানস পুত্র লোক মধ্যে নিষ্কৃৎ হইয়া আকাশ মাগে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,

ধানাৎ । ভগবতি দ্বাবেশঃ পরমঃ স মহামুণীনামশ্বেষণীয়
চরণাবিশ্যত্র যাদৃচ্ছিকতাবিরোধ্যশ্বেষণীয়ত্বাভিধানাৎ ॥
পক্ষমেতু ॥

অসঙ্গ নিশিত জ্ঞানানগনিধুতশেষমলানাং ভবং স্বভাবা-
নামাত্মাণামাণং মুণীনামনবরত পরি গুণিত গুণ গণে শ্যত্র
পদ্যে তদেক নিষ্ঠহমপুত্রঃ । অজিত রুচির লীলাকৃষ্ণ-
মার ইত্যত্রৈব চ । তত্রাপি তেনেশ নিবৃতি মবাপুরলং

ই কথন হেতু । পরন্তু ভগবানে তাঁহাদের আবেশ পরম-
ম মহামুনি সকলের অশ্বেষণীয় চরণদ্বয়কে, এস্থলে যাদৃ-
কতার অবিরোধি অশ্বেষণীয়ত্ব কথন হেতু ।

৫ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১৩ পদ্যে যথা ॥

পভো ! তোমার দর্শন অতি দুর্লভ, যে সকল আত্মারাম
নগণের বৈরাগ্য দ্বারা তাক্ষীভূত জ্ঞানায়িত্তে অশেষ মল
দীপ্ত হইয়াছে তাহাদের পক্ষেও তোমার কেবল গুণ কথন
মঙ্গল জনক । অতএব তাঁহারা অনবরতই তোমার গুণ-
গণের শ্রব করিয়া থাকেন এই পদ্যে তাঁহাদের এক নিষ্ঠহও
ক হইয়াছে । ১২ স্কন্ধের ১২ অধ্যায়ের ৫২ শ্লোকে, ভগ-
বান্ অজিতের রুচির লীলা দ্বারা আকৃষ্টান্তঃকরণ এস্থলে-
হও । এস্থানেতেও অর্থাৎ ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৫০ শ্লোকে
দৈশ ! আপনি এই যে মূর্তি প্রকটিত করিলেন ইহার দ্বারা

দৃশ্যো ন ইত্যাদৌ হু। দত্তমপি সাক্ষাদেবোক্তং । অত্র
পূর্বোক্ত হেতুশ্চ স্ত্রুণৌ প্রত্যুতো পালন্তপ্রসঙ্গাচ্চ
স্নেহাবলোক'কলয়া হুদি সংস্পৃশন্তমিতি সাক্ষাদুক্তেশ্চ
দৃশ্যমেব স্মৃৎ জ্ঞাতমিত্যনাসক্তির্বাঞ্জিহেত্যপি ন ব্যাখ্যে-
য়ং । তস্মাদাত্মারামণাং রমণাস্পদত্বাং ব্রহ্মাণ্যমাত্ম-
বস্ত্রেণ শ্রীভগবান্ । তত্রাপি চকার মেঘাং সংক্ষেপ-
মক্ষণজ্ঞানমপি চিত্ততত্ত্বোপরিতি শ্রবণাং ততোহপি ঘন-
প্রকাশঃ । তত্ত্ববিচিত্র শ্রীভগবদঙ্গোপাসাদাভিনিবেশ

আমাদের নেত্র অতিশয় পরিতৃপ্ত হইল। ইত্যাদি শ্লোকে
ভগবানের শ্রীমূর্তির সূত্রপ্রদত্ত ও সাক্ষাৎ কথিত হইয়াছে।
এস্থলে পূর্বোক্ত হেতুরও স্ত্রুত বিষয়ে বাস্তবিক উপাসন
অর্থাৎ তিরস্কার প্রসঙ্গ হেতু ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৩৯
শ্লোকে, ভগবানের মপ্রেম কটাক্ষেই সকলের হৃদয়ে সূত্র-
তব হইতেছিল। এই সাক্ষাৎ উক্তি হেতু কেবল চক্ষুরই সূত্র
জন্মিল, ইহাতে অনাসক্তি প্রকাশ, এরূপ ব্যাখ্যা উচিত ও
অন্তএব আত্মারাম সকলের রমণস্থল প্রযুক্ত ব্রহ্মনামক আত্ম-
বস্তুরই শ্রীভগবান্ । তাহাতেও আবার এই অধ্যায়ের ৪৩
শ্লোকে, তাহাতে যদিও তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা নিরন্তর ব্রহ্ম-
নন্দ অনুভব করিতেন তথাপি তাঁহাদের চিত্তে হর্ষ এবং শরীরে
লোম্বাক হইল। এই শ্রবণ হেতু সেই ব্রহ্ম হইতেও শ্রীভগ-
বান্‌ মূর্তির ঘন প্রকাশ সেই সেই বিচিত্র শ্রীভগবানের অঙ্গ

দর্শনাদানন্দবৈচিত্রী চোপলভ্যতে ॥

সাচানাথানুপপত্ত্যা স্বরূপশক্তিলাস রূপৈবেতি । ননু
ভবতু তেষামানন্দাধিক্যাত্তিমির্বিশেষ স্বরূপানন্দস্যৈব
ঘনপ্রকাশতা । উপাদি বৈশিষ্ট্যাৎ । যতঃ বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ
ভাবিতায়াং চিত্তরূভৌ মধ্বজ্ঞা স্ফুরতি তদেব ঘনীভূতাখণ্ড
বিশুদ্ধ সত্ত্বগণ্যে ভগবতি স্ফুরত্তদধ্যাক্ত তয়া । তদৈক্য-
মাপন্নায়ং তয়াঃ বিশেষ এব স্ফুরতি । তদেব ঘনীভূতা-
খণ্ড বিশুদ্ধ সত্ত্বগণ্যে ভগবতি স্ফুরত্তদধ্যাক্ত তয়া । তদৈক্য
মাপন্নায়ং তয়াঃ বিশেষ এব স্ফুরতি । অতএব শ্রীবি-
গ্রহাদি পরব্রহ্মণোবভেদ বাক্যমপি তদত্যন্ততাদাত্মা-

উপাসাদিতে অভিনিবেশ পূরক দর্শন হেতু আনন্দের বিচি-
ত্রতা উপলব্ধ হইল । সেই বিচিত্রতা অন্য প্রকার অনুপ-
পত্তি অর্থাৎ অসঙ্গতি দ্বারা স্বরূপশক্তির বিলাসরূপই হইয়া-
ছেন ॥

যদি বল ঐ সকল মূর্নিগণের আনন্দাধিকা প্রযুক্ত তাঁহাতে
নিঃশেষ স্বরূপ আনন্দেই ঘনপ্রকাশ হউক । কেন: না
উপাদির বিশিষ্টতা আছে । অতএব বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ ভাবিত
চিত্ত রূপিতে যে ব্রহ্ম স্ফূর্তি পান তাহাই ঘনীভূত অখণ্ড শুদ্ধ
শব্দনয় ভগবানে স্ফূর্তি করত তাঁহাতে আরোপিত দ্বারা
তাঁহার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত সেই চিত্ত রূপিতে বিশেষই স্ফূর্তি
প্রাপ্ত হইল ॥

পত্যাপেক্ষ্যৈব অতএব তত্র তত্রোপাধাবেক এব নির্ভেদ
পরমানন্দঃ সমুপলভ্যতে নতু বিশেষাকার গন্ধোহপি তত্-
তুপাধেরপেক্ষণং তু প্রতি পদ তদানন্দ সমাধিগত কৌতুক
নিবন্ধনং । তস্মাৎ কথমনেন প্রমাণেন তত্‌তুপাধীনামপি
পরতত্ত্বাকারত্বং সাধ্যত ইতি ॥

উচ্যতে । ভবন্মতে তাবদযং শুদ্ধচিত্তবৃত্তৌ পরব্রহ্ম
স্বরূপিত তৎসমাগেব স্বরূপিত । ভেদাংশ লেশ পরিত্যা-
গেনৈব ব্রহ্মবিদ্যাভঙ্গীকারাৎ । অসম্যাগ্ জ্ঞানস্য তত্ত্বা

অতএব শ্রীবিগ্রহাদি ও পর ব্রহ্ম এই দুইয়ের অভেদ
বাক্যও তাহা অত্যন্ত তৎ সৰূপত্বের অপেক্ষা দ্বারাই হইল
অতএব সেই সেই শ্রীবিগ্রহও ব্রহ্মোপাধিতে এক নির্ভেদ
পরমানন্দই উপলব্ধ হইল, বিশেষ আকারের গন্ধও লাভ
হইল না । পরন্তু সেই সেই উপাধির অপেক্ষা প্রতি পদে
তদানন্দ সমাধিগত কৌতুক নিবন্ধন । সেই হেতু কিপ্রকারে
এই প্রমাণ দ্বারা সেই সেই উপাধি সকলেরও পরতত্ত্ব রূপ
সাধ্য হইতেছে । এই প্রশ্নে কহিতেছেন । তোমার মতে
যে শুদ্ধ চিত্ত বৃত্তিতে পরব্রহ্ম স্বরূপিত পাইতেছেন তাহা
ভেদাংশলেশ পরিত্যাগ দ্বারাই সম্যক স্বরূপিত পাইন যে হেতু
ব্রহ্ম বিদ্যার অঙ্গীকার আছে । অসম্যক জ্ঞানের অঙ্গীকার
হেতু তদ্বারা মোক্ষও সম্ভবে না । অতএব শ্রীবিগ্রহাদিতে

নঙ্গাকারাত্মকৈবল্যাসম্ভবাচ্চ। অগো ন ক্রীবিগ্রহা-
দাবদিকাবিভাগানঙ্গাকারো যুজাতে। কিঞ্চ। শুদ্ধ সত্ত্বময়া
বিগ্রহাদি লক্ষণোপাধয় ইতি বদন্ত স্তব' কোহতিপ্রায়ঃ।
কিং তৎপরিণামা স্তে তৎ প্রচুরা বা নান্যঃ রজোহমস্তা-
বেন পরিণামাসংভব উক্তান্তঃ। নচাস্তাঃ যেষু বিগ্রহাদিষু
তৎপ্রাচুর্যং তে মিশ্র সত্ত্বস্য কার্য্য ভূতা ইত্যর্থীপত্তৌ
সত্ত্বং বিশুদ্ধং প্রাপ্যতে ভবান্ স্থিত্য বিকৃত্যাদি বচন জাতে
বিশুদ্ধ পদ রৈমর্থ্যমিতি চোক্তমেব অস্ত বা বিশিষ্টত্বং।
তথাপি তাদৃশে ব্রহ্ম ক্ষুরণ যোগ্যতৈব ন সম্ভবেৎ কিং

অদিক আবির্ভাবের উপযুক্ত হয় না ॥

আর ও। শুদ্ধ সত্ত্বময় বিগ্রহাদি স্বরূপ উপাধি সকল
এই যে কহিতেছে ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি? সেই
উপাদি সকল কি সত্ত্বের বিকার অথবা সত্ত্ব প্রচুর। অন্য
রজোগুণের অসম্ভাব হেতু পরিণামের অসম্ভব ইহা উক্ত হয়
নাই এং অস্ত্য অর্থ্যং সত্ত্ব প্রচুর নহে, যে বিগ্রহাদিতে সত্ত্ব
প্রাচুর্য্য হইয়াছে সেই বিগ্রহ সকল মিশ্রসত্ত্ব কার্য্য স্বরূপ
হইয়াছেন এই অর্থীপত্তিতে ১০ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ের “সত্ত্বং
বিশুদ্ধং প্রাপ্যতে ভবান্ স্থিত্য” অর্থ্যং হে প্রভো! আত্মনি-
স্থিতি কালে বিশুদ্ধ সত্ত্ব শরীর আশ্রয় করিয়া থাকেন এই
২৮ শ্লোকে বর্ণিত বিশুদ্ধ পদের বার্থতা ইহাই উক্ত হই-
য়াছে। কিঞ্চ। বিশিষ্টত্ব থাকুক। তথাপি তাদৃশ অর্থ্যং

পুনর্বিশেষণেহ্যাদিশ্য বিস্মৃতিশ্চ স্যাৎ । অথাথও
 বিশুদ্ধ সত্ত্বাশ্রয়ত্বেন তেহপি তদ্রূপ তয়ৌবোচাস্তে ।
 ততশ্চ তে স্বমুভূতাথও শুদ্ধ সত্ত্বে তস্মিন্ ব্রহ্মানুভব-
 স্তীতি চেৎ তদযুক্তং কল্পনা গৌরবাৎ । তেহচক্ষতাক্ষ
 বিষয়ঃ স্বসমাধিভাগ্যমিতি সাক্ষাদেব গোচরী কৃতত্বেনোক্ত
 তয়া পরম্পরা দৃষ্টত্ব প্রতিঘাতাচ্চ তস্মাৎ সত্ত্বস্য প্রাকৃত-
 ত্বস্ত নিষিদ্ধমেব । প্রাকৃত সত্ত্ব পরিণামান বা তৎ প্রচুরাঃ ।
 কিন্তু স্বপ্রকাশতা লক্ষণ শুদ্ধসত্ত্ব প্রকাশিতা ইতি প্রাক্ত-
 নমেবোক্তং বাস্তবং । অতএব তেষামুপাধিত্ব নিরাকৃত্যে

মিশ্র প্রমাণের দ্বারা ভগবানে ব্রহ্ম স্ফুরণের যোগ্যতাই সন্দ-
 বে ন। তাহাতে বিশেষ স্ফুর্তি কি প্রকারে হইবে, এই
 উদ্দেশ্য করিয়া বিস্মৃতিও হইতেছে ॥

অনন্তর অথও বিশুদ্ধ সত্ত্বাশ্রয়ত্ব রূপে বিগ্রহ সকলও
 অথও বিশুদ্ধ সত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, অতএব সনকাদি
 ঋষিগণ স্বন্দর রূপে অনুভূত সেই অথও বিশুদ্ধ সত্ত্বে ব্রহ্মানু-
 ভব করিয়াছিলেন । যদি হই বল তাহা অযুক্ত, যে হেতু
 কল্পনার গৌরব হয় । ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকে
 “তে হচক্ষতাক্ষ বিষয়ঃ স্বসমাধিভাগ্যঃ” এস্থলে সাক্ষাৎ
 গোচরীত্ব রূপে উক্ততা হেতু পরম্পরা অদৃষ্টত্বের প্রতি ঘাত
 হইল । অতএব শুদ্ধ সত্ত্বের প্রাকৃতত্বও নিষিদ্ধ হইল ।
 বিগ্রহাদি প্রাকৃত সত্ত্বের পরিণাম অথবা তাহা প্রচুর নহে ।

স্তত্তদনুভবা নন্দ বৈচিত্রীচ সম্পদ্যতে । তথৈব তমেদমেবং
ভূত মচক্ষতেতি তত্তদ্বিষয় সৌন্দর্য্য বর্ণনং প্রস্তুতোপকারি
ত্বাং সার্থকং স্যাৎ । অথগু শুদ্ধ ময়ত্ব কথন মাত্রেণৈ
বাভিপ্রেত সিদ্ধেঃ । অতএব নিরীক্ষ্যচ ন বিতৃপ্ত দৃশ
ইতি 'দৃক্ সম্বন্ধিত্বাক্রপকৃতৈবাতৃপ্তরুক্তা । তথৈব
চ শব্দেনৈবাক্ষর জয়িত্বঃ পদারবিন্দ পরিমলাত্মক বায়ু
লক্ষণস্য তদ্বিশেষস্য দর্শিতং অন্যথোভয়াত্রাপি ব্রহ্মানন্দ

কিন্তু সপ্রকাশতা স্বরূপ শুদ্ধ মত্ব প্রকাশিত ইহা পূর্বেই
স্পষ্ট রূপে কথিত হইয়াছে ॥

অতএব সেই সকল বিগ্রহাদির উপাধিত্ব নিরাকৃত হও-
য়াতে সেই সেই অনুভবানন্দের বিচিত্রতাও সম্পন্ন হইল ।
মনকাদি ঐ প্রকারই তাঁহাকে এই রূপ অবলোকন করিয়া
ছিলেন । এতদ্দ্বারা সেই সেই বিষয়ের সৌন্দর্য্য বর্ণন প্রাস-
ঙ্গিকের উপকারিত্ব হেতু সার্থক হইল । অথগু শুদ্ধ মত্ব
ময় কথন মাত্রেই অভিপ্রেত সিদ্ধি হইল । অতএব শ্রীভগ-
বৎপূর্তি দর্শন করিয়া মনকাদি স্বামগণের নয়ন পরিতৃপ্ত হয়
নাই, ইহাতে নেত্র সম্বন্ধিত্ব প্রযুক্ত রূপ কৃত অবিতৃপ্তি
উক্ত হইয়াছে । ঐ রূপ ৪২ শ্লোকে চকারের প্রয়োগ হেতু
ভগবৎ পদারবিন্দের সৌরভ বিশিষ্ট বায়ু অক্ষর জয়িত্ব অর্থাৎ
ব্রহ্মানন্দের জয় কারিত্ব দর্শিত হইল । তাহা না হইলে

সৈব নিশিষে কয়ে, পলভ্যমানসে । বদ্যাজুসামদীতুপা-
ধি প্রথমমেবোচেত্য উপাদিযুগলসৈব মিথঃ স্পর্দ্ধিত্ব
প্রাপ্তেঃ । অর্চনাকবানুভব সুখ জয়ত্ব কথনেন বশি-
ষ্ঠাদীনাম্ পুত্রশোকাদিকমিব তদাবেশাভাস এবায় মিত্যপি
নিরন্তঃ ॥

এবমেবোক্তং ক্রীষামিভিরপি ।

স্বরূপানন্দাদপি ত্রেমাং । ভজ্ঞানান্দাধিকামানেতি তস্যা-
দন্তি বৈচিত্র্যমপি । অতএব তৈরপি বিচিত্র তথৈব
প্রার্থি ২৭ । চোতোহলিবদ্যদি নু তে পদযোরমেতেতাদৌ

চিত্ত এবং দেহে এই উভয়েই নিশিষেশেষ রূপে ব্রহ্মানন্দেরই
উপলক্ষি হওয়াতে ব্রহ্মানন্দ সেই সকলেরই উপাদি প্রধানই
উক্ত হইত । যে হেতু উপাদিহয়েরই পরস্পর স্পর্দ্ধাকারিত্ব
প্রাপ্ত আছে ।

এই ব্রহ্মানন্দানুভব সুখ জয় কারিত্ব কথন দ্বারা বশি-
ষ্ঠাদি মুনি সকলের পুত্র শোকাদির ম্যায় এই ব্রহ্মের আবেশা
ভাব নিরন্ত হইল । এই রূপ ক্রীধর স্বামীও ৪৩ শ্লোকে
সেই মুনি গণের স্বরূপানন্দ হইতে ভজ্ঞানানন্দের আধিক্য
কহিয়াছেন । সেই হেতু ভগবানে বিচিত্রতা আছে । অত
এব সেই মুনিগণও বিচিত্র রূপে প্রার্থনা করিয়াছেন যথা
৪৩ শ্লোকে, প্রভো । যদি স্যাৎ আমাদেয় চিত্ত তোমার
চরণারবুন্দে ভ্রমর সদৃশ হইয়া যদি রমণ করে আর্থাৎ মধুকর

অক্কে চেম্মধুবিন্দত কিমর্থঃ পরীঃ ব্রজে দতি ন্যায়েন
তদুপাধাপ্তরাশ্বেষণ বৈযর্থ্যাং । তেষামহদশ্বেষণ কোতু
কাভাবাচ্চ । কিঞ্চ । ন তেষামভেদাত্মকোহনুভবো
বা দৃশ্যতে । প্রত্যুত নেনু নির্দীক্ষ্য ন বিতৃপ্ত দৃশোগুদা
কৈঃ । কামং ভবঃ স্ব রাজিনৈ নির্দেষু নস্তাদিত্যাদৌ
তঃ প্রতিযোগি নমস্কারাদুপলক্ষিত ভেদাত্মক ভক্তি
সুখমেব দৃশ্যতে । তস্মান্মায়িকোপাধিনিহীনত্বাচ্ছেষাংশ
তয়া প্রতিভাতত্বাচ্চ ন তজ্জাতীয়ং সুখমন্ত্যজাতীয়ং

যেমন নষ্টক বিদ্ধ হইলেও পুষ্প সমূহে রমণ করিয়া বেড়ায়
তাহার নায় কোন প্রকার বিষ না গণিয়া যদি আমাদের
চিত্ত তদীয় পদারবিন্দে রত হয় ইত্যাদি স্থলে ॥

নিকটে যদি গধু পাওয়া যায় তাহা হইলে কিজন্য
পর্যতে গমন করিবে । এই নায় দ্বারা ভগবৎ উপাধি
ভিন্ন অন্য উপাধি অশ্বেষণের ব্যর্থতা এবং ভগবদশ্বেষণ ভিন্ন
কোতুকের অভাব আছে ॥

আরও বলি । ঐ মুণিদিগের অভেদাত্মক অনুভবও দৃষ্ট
হয় না, বরঞ্চ ৪২ শ্লোকে, মুনি গণ তাঁহাকে আগত দেখিয়া
হৃষ্টচিত্তে মন্ত্রকাবনত করত নমস্কার করিলেন । তথা ৪৯
শ্লোকে, আমাদের আত্মকৃত পাপ নিমিত্ত নরকে বাস হইবে
ইত্যাদি স্থলে অভেদ জ্ঞানের বিরোধি নমস্কারাদি দ্বারা
ভেদাত্মকভক্তি সুখই দৃষ্ট হইতেছে অএএব আয়িক উপাধি

কর্তুঃ শক্নোতীতি সন্তোষানুপপত্তি সিক্কায়াঃ স্বরূপ
শক্তেরেব বিলাসাঃ ।

অপিচ অস্ত্য তাবৎ জীবমুক্ত দশায়াং তন্মতে বিদ্যা-
পাদি প্রতিফলিতমৈব সতো ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ শ্রীভগ-
বতো ঘনপ্রকাশতা । সর্বোপাদি বিনির্মুক্ত দশায়ামপি
সাক্ষাত্তদশাহন্ত্যেবেতি স্তব্যত্বং নাত্যস্তিকং, বিগণ্য
স্ত্যপি কে প্রসাদমিত্যাদৌ । অতএব যৎ কশ্চিদিদং
জল্পতি । জ্ঞানাকারায়ঃ প্রেমাকারায়ঞ্চ চিত্তরত্তৌ
ব্রহ্ম প্রকাশতে । তত্র তূতরম্যাপাদি বৈশিষ্ট্যং

হীনহ প্রযুক্ত এবং হেয়াংশ রূপে প্রতিবিস্তৃত হেতু ভক্তি
জাতীয় মুখকে অন্য জাতীয় করিবার নিমিত্ত সমর্থ হয় না
অন্যথা অনুপপত্তি অর্থাৎ গায়িক শক্তির অভাব দ্বারা সিহ
রূপ স্বরূপ শক্তিরই বিলাস জানিতে হইবে ।

আরও বলি । এক্ষণে জীবমুক্ত দশার কথা থাকুক,
ঐ মতে ব্রহ্মোপাদি অর্থাৎ জ্ঞানোপাদির প্রতি ফলিতে নিত্য
স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে শ্রীভগবানের ঘন প্রকাশতা । সর্বোপাদি
বিনির্মুক্ত দশাতেও সাক্ষাৎ ঐ প্রকারই আছে, ৪৮ শ্লোকে
হে ভগবন্ ! যে সকল ব্যক্তি তোমার কথার রসজ্ঞ তাঁহার
তোমার আত্যস্তিক প্রসাদ রূপ যে মোক্ষ তাহাকে গণ্য
করে না, ইত্যাদি স্থলে স্তম্ভরূপে ব্যক্ত হইয়াছে । অত
এব কোন ব্যক্তি যদি এরূপ বলে জ্ঞানাকার এবং প্রেমাকার

প্রকাশ বৈশিষ্ট্যমিত্যৈব পুরুষার্থ সারস্বং তত্র তত্রো-
 চাত ইতি তদপি স্বয়মেব বহিষ্কৃতং । তস্মান্মোপাধি
 তারতম্য চিন্তা । ভগতঃ কথায়াং ইত্যেনেন নিরূপাধি
 ব্রহ্ম ভূখাদুপরি চ বৈচিত্রী স্ফুটমেবাসৌ স্বীকৃতা ।
 তস্মাৎ সান্তরঙ্গ বৈভবস্য ভগবতঃ স্তম্ভৈকরূপত্বং তদ্রূপ
 ত্বেহপি ব্রহ্মতোহপি ঘনপ্রকাশত্বং শক্তিবিলাস বৈচিত্রী-
 চেতি বিদ্বদনুভব প্রমাণেন নির্ণীতং অত্র মুক্তা অপি
 লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্ত ইতি যং সর্বদেবা আমনন্তি

তত্ত্বজ্ঞেতে ব্রহ্ম প্রকাশ পান, তন্মধ্যে উত্তর যে প্রেম
 হাতে উপাধির বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত প্রকাশের বিশিষ্টতা এই
 লেই পুরুষার্থসারস্ব । “তত্র তত্র উচ্যতে” অর্থাৎ সেই
 ই স্থানে বাহা উক্ত হইয়াছে তাহাও স্বয়ং বহিষ্কৃত হই-
 ছে । সেই হেতু উপাধিতারতম্যের চিন্তা হয় নাই । ৪৮
 ধ্যাকে “ভবতঃ কথায়াং” অর্থাৎ আপনার কথাতে ইহা দ্বারা
 রূপাধি ব্রহ্মরূপ হইতে উপরিচর বিচিত্রতা স্পষ্ট স্বীকার
 করিয়াছেন । অতএব অন্তরঙ্গ ঐশ্বর্যের সহিত ভগবানের এক
 রূপত্ব ও তৎ স্বরূপত্বে ও ব্রহ্ম হইতে ঘন প্রকাশত্ব এবং
 বিলাস বৈচিত্র্য, ইহা বিদ্বান্ সকলের অনুভব প্রমাণদ্বারা
 নির্ণীত হইল, এস্থলে ১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোক ধৃত
 ঐশ্বর্যমির টীকা যথা । মুক্ত পুরুষ সকলও লীলা সহকারে
 বিগ্রহ নির্মাণ করিয়া ভজনা করেন ।

মুগ্ধকথো জ্ঞানবাদিনোঃ স্যাত্র জ্ঞানবৈদ্যত বাদ গুরনো-
ইপি । কৃণো যুক্তৈরিজ্যতে বীতমোটোরিত্তি মহাভারতে ।
জ্ঞানভূতঃ প্রগম্ভাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষত ।

সমঃ সর্কেষু ভূতেষু মনুজিং লভতে পরামিত্তি ক্রীভগব-
ছপদিসংস্থ । যুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দ স্বরূপি
পীতি ভারতভাঃপর্য্য প্রমাণিতা শ্রুতিশ্চ । তথা ।
অপ্রাণাত্ত্বাপি হি দৃষ্টমিত্যত্র চ মাধ্বভাষ্য প্রমাণিতা

দেব অর্থাৎ বিষয় সকল, মুগ্ধসকল ও ত্রুণবাদি অর্থাৎ
মুক্ত সকল সমাক্ প্রকারে পূজা করিয়া থাকেন ॥

এই শ্রুতি প্রমাণে অদ্বৈত বাদের গুরুসকলও ভগবানের
অর্চনা করিয়া থাকেন ।

মহাভারতে যথা ॥

মোহ শূন্য মুক্ত পুরুষগণ কর্তৃক ক্রীকৃষ্ণ পূজনীয় হয়েন ॥

ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৫৪ শ্লোকে যথা ॥

যিনি জ্ঞেয়ে অবস্থিত, প্রসন্ন চিত্ত, সর্ব ভূতে সম এবং
শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না তিনিই আমার প্রেমাত্মক
ভক্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥

ভারত ভাঃপর্য্য প্রমাণিতা শ্রুতি যথা ॥

মুক্ত সকলেরও নিত্যানন্দ স্বরূপিনী ভক্তি আছে । এ
রূপ মাধ্বভাষ্য প্রমাণিতা সৌপর্ণ্য শ্রুতি যথা ॥

সৌপর্ণ প্রভৃতি: । সর্বদৈনমুপাসীত যাবদ্যুক্তি যুক্তো হ্যেন-
মুপাসত ইতি । অতএব শ্রীপ্রহ্লাদবলিপ্রভৃতিমহাভাগ-
বতসম্বন্ধমভিপ্রোক্ত্য শ্রীবিষ্ণুপুরাণেহঁপ্যুক্তং । পাতালে
কস্য ন প্রীতি বিমুক্তস্যাপি জায়ত ইতি ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥
শ্রীব্রহ্মা দেবান্ ॥ ৬৬ ॥

অত বাহশেষপুরুষার্থস্বরূপ এবাসাবিতি ক্ষুটমেবাহ-
র্গদ্যেন ॥

অথানয়্যাপি ন ভবত ইজ্যারোকভারভরয়া সমুচিতার্থ-

যুক্তি পর্য্যস্ত সর্বদা ইহঁকে উপাসনা করিবে, যে হেতু
যুক্ত সকল ইহঁকে উপাসনা করেন ।

অতএব শ্রীপ্রহ্লাদ, বলি প্রভৃতি মহাভাগত গণের সম্বন্ধ
অভিপ্রায় করিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে যথা ।
পাতালে কাহার না প্রীতি হয়, তাহাতে বিমুক্ত ব্যক্তিরও
প্রীতি হইয়া থাকে ইতি ॥

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে এই সকল বিষয় ব্রহ্মা দেবগণকে
কহিয়াছেন ॥ ৬৬ ॥

অতএব এই ভগবান্ সমস্ত পুরুষার্থসারস্বরূপ, ইহা
৫ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ৮। ৯ গদ্যে শ্রীযজ্ঞপুরুষের প্রতি
স্বস্তিগুণের বাক্য যথা ॥

বিভো ! আমরা অনেকাঙ্গে সম্বন্ধ এই যে যজ্ঞ করিতেছি
ইহাতে আপনার কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, যে হেতু

নমুসন্ধানাদ্বা একাশ্মাদধিকারিণ্যেকদেশেন স্ফুরদেকো
ভেদঃ । পরস্মিৎপদগুণতয়া দ্বিতীয়ো ভেদঃ । এবং সতি যত্র
বিশেষঃ বিনৈব বস্তুনঃ স্ফূর্তিঃ সা দৃষ্টিরসম্পূর্ণা যথা
ব্রহ্মাকারেণ ॥

যত্র স্বরূপভূতনানাবৈচিত্র্যবিশেষবদাকারেণ সা সম্পূর্ণা-
যথা শ্রীভগবদাকারত্বেনেতি লভ্যতে ॥ ৭০ ॥

তদন্তেতদভিপ্রেত্য প্রথমং দৃষ্টিতারতম্যেন তদভিব্যক্তি-
তারতম্যং তস্মহাপুরাণাবির্ভাবকারণাত্যাং প্রতিপাদ্যতে
ষড়্ভূতিঃ ॥

তেও তাহা অনমুসন্ধান প্রযুক্তই বা এক অধিকারিতে এক
দেশ স্ফূর্তিবারা এক ভেদ হইয়াছে, অপর অধিকারিতে
অখণ্ডরূপে স্ফূর্তিহেতু দ্বিতীয় ভেদ হইয়াছে । এই রূপ হও-
য়াতে যে স্থলে বিশেষ ব্যতিরেকেও বস্তুর স্ফূর্তি হয় সেই দৃষ্টি
অসম্পূর্ণা যেমন ব্রহ্মস্বরূপে । আর যেখানে স্বরূপগত নানা
বৈচিত্র্যবিশেষ আকাররূপে স্ফূর্তি হয় তাহা সম্পূর্ণা । যথা
শ্রীভগবানের শ্রীমূর্তিহরূপে লভ্য হয় ॥ ৭০ ॥

অতএব এই অভিপ্রায় করিয়া প্রথমে দৃষ্টির তারতম্য
হেতু তাহার প্রকাশেরও তারতম্য হয় । উহা শ্রীমদ্ভাগবত
মহাপুরাণের আবির্ভাব ও কারণ দ্বারা ৬ শ্লোকে প্রতিপন্ন
করিতেছেন ॥

শ্রীনারদ উবাচ ॥

জিত্‌সামিত্রমদীতঞ্চ ব্রহ্ম যদ্বৎ সনাতনং ।

তথাপি শোচম্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভৌ ॥ ৭১ ॥

শ্রীবাস উবাচ ॥

ত্বং পর্য্যটমক্ ইব ত্রিলোকী-

মন্তুশ্চরো বায়ুরিবাত্মসাক্ষী ।

পর্যবরে ব্রহ্মণি ধর্ম্মতো ব্রুতৈঃ

স্নাতস্য মে নূন্যমলং বিচক্ষু ॥ ৭২ ॥

১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে নারদ কহিলেন, হে বাস নিত্য পরব্রহ্মের যে স্বরূপ তাহাও তুমি বিচার করিয়াছ এবং তাঁহাকে প্রাপ্তও হইয়াছ, তথাপি আপনাকে অকৃতার্থের ন্যায় বোধ করিয়া কি জন্য শোক করিতেছ ? ॥ ৭০ ॥

ঐ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে ॥

বাস নারদকে কহিলেন, দেবর্ষে ! আপনি সূর্যের ন্যায় ত্রিলোকী পর্য্যটন করিয়া থাকেন অতএব সর্বদর্শী এবং যোগবলে প্রাণবায়ুর ন্যায় প্রাণিগণের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, ইহাতে আত্মার ন্যায় সর্বলোকের সাক্ষী, আমি যোগবলে পরব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ব্রত অধ্যয়নাদি দ্বারা অবর ব্রহ্ম বেদের পারগ হইলেও কি জন্য আমার নূনতা বোধ হইতেছে বলুন দেখি ॥ ৭২ ॥

ঐ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে ॥

শ্রীনারদ উবাচ ॥

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোহমলং ।

যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্বর্জনং খিলং ॥ ৭৩ ॥

নৈককর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং

ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং ।

কৃতঃ পুনঃ শব্দভদ্রমীশ্বরে

ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণং ॥ ৭৪ ॥

বেদব্যাসের এই অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া নারদ কহিলেন, তুমি ভগবানের নির্মল যশঃ প্রায় বর্ণন কর নাই, ভগবানের যশোবর্ণন ব্যতিরেকে কেবল ধর্মাদি আচরণ করিলে তাঁহার পরিতোষ হয় না, বর্ণন ব্যতিরেকে কেবল ধর্মাদি আচরণ করিলে তাঁহার অন্তএব ভগবদ্যশো বর্ণন ভিন্ন যে ধর্মাদি জ্ঞান, তাহাই তোমার ন্যূনতা ॥ ৭৩ ॥

ঐ অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে ॥

অন্তএব ভক্তিহীন কর্ম বন্ধনেরই কারণ হয়, দেখ সর্বোপাধিনিবর্তক নির্মল ব্রহ্মজ্ঞানও হরিভক্তিবর্জিত হইলে অতিশয়রূপে শোভা পায় না অর্থাৎ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত কল্লিত হয় না, ঐশ্বরে অনর্পিত অমঙ্গলরূপ যে কাম্য ও অকাম্য কর্ম ইহারা হরিভক্তিবর্জিত হইলে যে শোভা পাইবে না তাহাতে আর বক্তব্য কি ? ॥ ৭৪ ॥

নমো ভগবতে তুভ্যং কামদেবায় ধীমহি ।

প্রহ্লাদান্নানিরুদ্ধায় নমঃ সর্কর্ষণায় চ ॥ ৭৫ ॥

ইতি মূর্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমূর্ত্তিকং ।

যজ্ঞতে যজ্ঞপুরুষং স সমাগ্‌দর্শনঃ পুমান্ ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকা অমী বহুভিঃ সংমিশ্রা অপ্যবিস্তরত্বায় ঋটিত্বার্থ-

প্রত্যয়ায়চ সংক্ষিপ্যৈব সমুদ্ভূতাঃ ॥

ক্রমেণার্থো যথা । জিজ্ঞাসিতমিতি । টীকাচ । যং সনাতনং

ঐ অধ্যায়ের ৩৭ । ৩৮ শ্লোকে ॥

বৈষ্ণব্যা পরিপূর্ণ বাসুদেব, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ ও সর্কর্ষণ,
ই চতুর্ভূহ রূপ ভগবান্কে মনের দ্বারা নমস্কার বিধান
করি ॥ ৭৫ ॥

এই রূপ স্মরণ করত যে ব্যক্তি মন্ত্রমূর্ত্তি ভিন্ন মূর্ত্যন্তর-
াহিত যজ্ঞপুরুষের পূজা করেন সেই ব্যক্তিই সমাগ্‌দর্শী
গর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানবান্ ॥ ৮৭ ॥

এই সকল শ্লোক অনেকের দ্বারা সংমিশ্র হওয়াতেই
অবিস্তারের নিমিত্ত এবং শীঘ্র অর্থ বোধের জন্য সংক্ষেপ করি-
য়াই উদ্ধার করা হইয়াছে ।

ক্রমান্বয়ে এই সকল বর্ণিত শ্লোকের অর্থ দেখাইতেছি
যথা ॥

“জিজ্ঞাসিতমিতি” ১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকের
টীকার অর্থ এই যে । যিনি সনাতন নিত্য পরব্রহ্ম, তাঁহাকে

নিত্যং পরং ব্রহ্ম তচ্ছ্রীয়া জিজ্ঞাসিতং বিচারিতং অধীত-
মধিগতং প্রাপ্তং চেত্যর্থঃ । তথাপি শোচদি তৎ কিমর্থ-
মিতি শেষ ইত্যেবা ॥ ৭৬ ॥

ত্বমিতি । স্বমর্ক ইব ত্রিলোকীং পর্য্যটন্থ তথা বৈষ্ণবযোগ-
বলাংশেন চ প্রাণবায়ুরিব সর্বপ্রাণিনামন্তঃচরঃ সন্নাগ্ননাং
সর্বেষামেব সাক্ষী বহিরন্তরুত্তিষ্ঠঃ । অতঃ পরে ব্রহ্মাণি
ধর্ম্যতো যোগবলেন নিষ্কাতস্যা ॥

তদ্বক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন ।

ইজ্ঞাচারদয়াহিংসাদানস্বাধ্যায়কর্মণাং ।

অয়ন্ত পরমো ধর্মো (ক) যদেবাগেনাঙ্গদর্শনমিতি ।

তুমি বিচার করিয়াছ । “অধীত” শব্দের অর্থ অধিগত অর্থাৎ
প্রাপ্ত হইয়াছ, তথাপি শোক করিতেছ, তাহা কি
জন্য ? ॥ ৭৬ ॥

“ত্বং পর্য্যটন্থিতি” ১৯ঙ্কের ৫ অধ্যায়ের শ্লোকে টীকার
অর্থ এই যে ।

আপনি সূর্য্যের ন্যায় ত্রিলোকী পর্য্যটন করিয়া থাকেন
তথা বৈষ্ণব যোগবল রূপ অংশবারা প্রাণবায়ুর ন্যায় সকল
প্রাণির অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন, ইহাতে সকলেরই
বাহ্য বৃত্তি ও অন্তরুত্তির পরিজ্ঞাতা, অতএব আমি ধর্ম্মত-
অর্থাৎ যোগবলে পরব্রহ্মে পারগ হইলে ।

এই বিষয় যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যথা ॥

পূজা, আচার, দয়া, আহংসা, দান, ও বেদাধ্যয়ন রূপ

(ক) ধর্ম্ম হইতে লাভ হইত চ পাঠঃ ।

অপরে চ বেদাখ্যে ত্রৈতৈঃ স্বাধ্যায়নিয়মৈঃ । নিষ্কাতস্যাপি
মে অলং অত্যর্থং যৎ ন্যূনং তৎ স্বয়মেব বিচক্ষু বিত-
র্কয় ॥ ৭৭ ॥

ভবতেতি ভগবদ্যশৌবর্ণনোপলক্ষণং ভজনং বিনা যেনৈব
রুক্ষব্রহ্মজ্ঞানেন অসৌ ভগবান্ ন তুষ্যত তদেব দর্শনং
জ্ঞানং খিলং ন্যূনং মন্যে । তদেব স্পষ্টয়তি ॥ ৭৮ ॥

নৈকস্ম্যমিতি টীকাচ ।

নিকর্ম ব্রহ্ম তদেকাকারত্বান্নিকর্মতাক্রপং নৈকস্ম্যং ।

কর্ম সকলের ইহাই পরমধর্ম যে যোগদ্বারা আত্মার সন্দ-
র্শন ।

অপর অর্থাৎ বেদ্য ব্রহ্মে অধ্যয়ন ও নিয়ম দ্বারা আমি
পারগ হইলেও আমার যে অলং অর্থাৎ অতিশয় ন্যূনতা
তাঁহা আপনিই বলুন ॥ ৭৭ ॥

১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা ॥

“ভবতেতি” ভগবানের যশো বর্ণন উপলক্ষিত ভজন
যতিরেকে যে রুক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা ভগবান্ তুষ্ট হয়েন না,
সেই জ্ঞানের নূন ইহাই আমি বোধ করি ॥ ৭৮ ॥

উক্ত বিষয় স্পষ্ট করিতেছেন ১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের
১২ শ্লোকের টীকা যথা ॥

“নৈকস্ম্যমিতি” টীকা যথা । নিকর্ম শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, তাঁহার

অজ্ঞাতে হেনেনেত্যজ্ঞানমুপাধিঃ তন্নিবর্তকং নিরঞ্জনং । এব-
 ভূতমপি জ্ঞানং অচ্যুতে ভাবো ভক্তিস্তদ্বিবর্জিতং চেৎ
 অলমত্যর্থং ন শোভতে সমাগপরোক্ষত্বায় ন কল্পত ইত্যর্থঃ ।
 তদা শশ্বৎ সাধনকালে ফলকালেচ অভদ্রং দুঃখরূপং
 যৎ কাম্যং কৰ্ম্ম যদপ্যাকারণমকাম্যং । তচ্চেতি চকারম্যা-
 দ্বয়ঃ । তদপি কৰ্ম্ম ঈশ্বরে নার্পিতং চেৎ কুতঃ পুনঃ
 শোভতে বহিমুখেন সহশোধকত্বাভাবাদিত্যেমা । যদা ।
 নিরঞ্জনমিতি নিকৃপাধিকমপ্যত্যর্থঃ । পরমাদরণীয়ত্বাদেব

একাকার প্রযুক্ত নিষ্কর্শতা রূপকে নৈকর্শ্য্য বলে । অজ্ঞান
 শব্দের অর্থ উপাধি, তাহাকে যে নিবৃত্তি করে তাহার নাম
 নিরঞ্জন । ঐ নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্মূল জ্ঞান, ইহা হরিভক্তি-
 রহিত হইলে অতিশয়রূপে শোভা পায় না অর্থাৎ তত্ব
 সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত কল্পিত হয় না, তখন নিরন্তর সাধন-
 কালে ও ফলকালে দুঃখরূপ যে কাম্য কৰ্ম্ম এবং অকারণ
 অর্থাৎ অকাম্য কৰ্ম্ম তাহা যে ঈশ্বরে অর্পিত না হইয়া শোভা
 পাইবে তাহা আর কি বলিব ? অর্থাৎ কখনই শোভা পাইবে
 না । যে হেতু ঈশ্বরে অনর্পিত কৰ্ম্মের বহিমুখত্ব প্রযুক্ত সহ-
 শোধকত্বের অভাব আছে অর্থাৎ হরিভক্তিবিরহিত কৰ্ম্মদ্বারা
 চিত্তশুদ্ধি হয় না । অথবা নিরঞ্জন শব্দের অর্থ উপাধিশূন্য ॥

দ্বাদশাশ্বে শ্রীসূতেনাপি পুনঃ পুনঃ স্মৃতমিদং পদ্যং ।
তস্মাদুক্তিরেব সম্যগ্‌দর্শনে হেতুরিত্যুপসংহরতি
দ্বাভ্যাং ॥ ৭৯ ॥

নম ইতি মন্ত্রমূর্তির্মন্ত্রোক্তমূর্তি মন্ত্রোহপি মূর্তির্ব্যগ্য ইতি
বা । অমূর্তিকং মন্ত্রোক্ত-ব্যতিরিক্তমূর্তিশূন্যং । প্রাকৃত-
মূর্তিরহিতং বা । মূর্তিধরূপয়োরেকত্বং প্রাকৃতবস্তুবিদ্যাতে
পৃথক্ত্বেন মূর্তির্ব্যগ্য তথাভূতং বা । স পুমান্ সম্যগ্‌দর্শনঃ
সাক্ষাচ্ছাভগবতঃ সাক্ষাৎকর্তৃত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ ৫ ॥
শ্রীনৃতঃ ॥ ৮০ ॥

উক্ত শ্লোক পরম আদরণীয়ত্ব প্রযুক্ত শ্রীসূত গোস্বামীও
দ্বাদশস্কন্ধের শেষে পুনর্বার স্মরণ করিয়াছেন । অতএব
ভক্তিই সম্যক্‌ দর্শনের হেতু, ইহাই দুই শ্লোক দ্বারা মীমাংসা
করিতেছেন ॥ ৭৯ ॥

১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ৩৭ । ৩৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা যথা ॥

“নম ইতি” মন্ত্রমূর্তি অর্থাৎ মন্ত্রোক্ত মূর্তি অথবা মন্ত্রই
যাঁহার মূর্তি । অমূর্তিক শব্দের অর্থ মন্ত্রোক্ত ভিন্ন অন্য মূর্তি-
শূন্য অথবা প্রাকৃত মূর্তিরহিত, যে হেতু মূর্তি ও স্বরূপ এই
দুইয়ের একত্ব আছে, কিম্বা প্রাকৃতির ন্যায় যাঁহার পৃথক্
মূর্তি নাই । সেই পুরুষ সম্যক্‌ দর্শন, যে হেতু ঐ পুরুষ
সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ ॥ ৮০ ॥

তদেবং দৃষ্টিতারতম্যদ্বারা তদভিব্যক্তিতারতম্যেন শ্রীভগ-
বত উৎকর্ষ উক্তঃ ।

অথ লিপ্তাস্তুরৈরপি দর্শ্যতে । অত্রোজ্জারামজনাকর্ষ-
লিপ্সেন গুণোৎকর্ষবিশেষণ তস্যৈব পূর্ণতামাহ ॥ ৮১ ॥

আজ্জারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপ্যুক্তক্ৰমে ।

কুর্কৃষ্ট্যহৈকুকীং ভক্তিমিথস্তুতগুণো হরিরিতি ॥ ৮৮ ॥

অতএব এই প্রকার দৃষ্টিতারতম্য অর্থাৎ অসম্যক্ ও
সম্যক্ দর্শন দ্বারা শ্রীভগবানের উৎকর্ষ কথিত হইল ॥

অনন্তর অন্য চিহ্নদ্বারাও শ্রীভগবানের উৎকর্ষ দেখাই-
তেছেন । সেই স্থলে আজ্জারাম জনসকলের আকর্ষণ চিহ্ন
গুণের উৎকর্ষ বিশেষদ্বারা সেই ভগবানেরই পূর্ণত্ব কহিতে-
ছেন ॥ ৮১ ॥

১১ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে শ্রীসূতের বাক্য যথা ॥

আজ্জারাম মুনিসকলের কোন প্রকার হৃদয়গ্রাস্তি না
থাকিলেও তাঁহারাও উক্তক্ৰমে শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধিরহিতা ভক্তি
করিয়া থাকেন, হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ এইযে, যুক্ত
অযুক্ত সকলেই তদর্থ সমুৎসুক হয়েন ॥ ৮৮ ॥

স্বামির টীকা যথা নিগ্রহা অর্থাৎ যাঁহারা গ্রন্থসকল
হইতে নিষ্পূক্ত হইয়াছেন ।

টীকাচ । নিগ্রহা গ্রহেভ্যো নির্গতাঃ ।

তদুক্তং গীতাস্থ ।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিরিয়াতি ।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চেতি ।

যদ্বা । গ্রহিরেব গ্রহঃ অহঙ্কারঃ নিবৃত্তহৃদয়গ্রহস্য ইত্যর্থঃ ।

নমু । যুক্তানাং কিং ভক্ত্যেত্যাदि सर्वाङ्केपपरिहारार्थमाह
ইখম্ভূতগুণ ইত্যেযা ॥ ১ ॥ ৭ ॥

ত্রীসূতঃ ॥ ৮২ ॥

আরোহভূমিকাক্রমেণাপি তসৈবাবধিক্যমাহ ।

এই বিষয় ভগবদ্গীতার ২ অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকে ॥

ভগবান্ কহিলেন অর্জুন ! পরমেশ্বরের আরাধনাদ্বারা
যৎকালে তোমার বুদ্ধি দেহে অভিমানরূপ মোহময় দুর্গ,
বিশেষরূপে উত্তীর্ণ হইবে, তৎকালে তুমি শ্রুত এবং
শ্রোতব্য বিষয়ের বৈরাগ্য লাভ করিবে ॥

অথবা গ্রহির ন্যায় গ্রহি যে অহঙ্কার অর্থাৎ যাহাদের
হৃদয়গ্রহি নিবৃত্ত হইয়াছে । অহে ! যদি বল, যুক্তসকলের
ভক্তিতে প্রয়োজন কি ? ইত্যাদি আক্ষেপকে পরিহার করি-
বার নিমিত্ত কহিতেছেন, হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ এই যে
যুক্ত অযুক্ত সকলেই ভক্তির নিমিত্ত সমুৎসুক হয়েন ॥ ৮২ ॥

আরম্ভ অবধি ক্রমান্বয়ে ভগবানেরই আধিক্য কহিতেছেন ।

৩ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ের ৪২ শ্লোক হইতে ৪৬ শ্লোক
পর্যন্ত ৫ শ্লোকে যথা ॥

মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জানো যত্ত্বং সদগতঃ পরং ।

গুণাবভাসে বিগুণে একভক্ত্যানুভাবিতে ॥ ৮৩ ॥

নিরহঙ্কৃতি নির্গ্ৰামশচ নির্বন্দ্যঃ সমদৃক্ স্বদৃক্ ।

প্রত্যক্ প্রশান্তদীর্ঘীরঃ প্রশান্তোশ্মিরিবোধধিঃ ॥ ৮৪ ॥

বাসুদেবে ভগবতি সর্বক্ষে প্রত্যগাত্মনি ।

পরেণ ভক্তিভাবেন লক্কাত্মা মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৮৫ ॥

গৈত্রেয় কহিলেন বিচূর ! কর্দম প্রজাপতি তদনন্তর সং
ও অসং হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম নিগুণ হইয়াও গুণ হইয়া
প্রকাশ পান, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলেন । তাহাতে
অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা অচিরেই তাঁহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার
হইল ॥ ৮৩ ॥

অতএব দেহাদিতে অহংবুদ্ধি ও মমতাসূচ্য হইল, স্তব্ধা
শীতোষ্ণাদিতে অনাকুল এবং ভেদবুদ্ধিরহিত হইয়া কেবল
স্বরূপমাত্রই দেখিতে লাগিলেন । তাঁহার বুদ্ধি প্রত্যগাত্মা
মাত্রে প্রবণ হইয়া শান্তভাবে থাকিতে যেমন জলতরঙ্গ
প্রশান্ত হইলে জলনিধি নিস্তরঙ্গ হয়, তাহার ন্যায় তিনি নিশ্চল
ও নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন ॥ ৮৪ ॥

তদনন্তর বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াতে তাঁহার চিত্ত পরম-
ভক্তি ভাবে জীবের আত্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে সঙ্গত
হইল ॥ ৮৫ ॥

আত্মানং সৰ্বভূতেষু ভগবন্তমবস্থিতং ।

অপশ্যৎ সৰ্বভূতানি ভগবত্যাপি চাত্মনি ॥ ৮৬ ॥

ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সৰ্বত্র সমচেতসা । '

ভগবদ্ভক্তিযোগেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ ॥ ৮৯ ॥

একভক্ত্যা অব্যভিচারিণ্যা সাধনলক্ষণয়া ভক্ত্যা অনু-
ভাবিতে নিরন্তরং অপরোক্ষীকৃতে । তাং বিনা কস্য-
চিদপ্যর্থস্যাসিদ্ধেঃ ।

নিরহঙ্কৃতিত্বাদেব নিৰ্ম্মমঃ । তদ্ব্যাভাবাদেব মন আদী-
নামপ্যভাবঃ সিধ্যতি । সমদৃক্ ভেদাগ্রাহকঃ । স্বদৃক্ স্ব-

তাহাতে সকল প্রাণিতে ভগবদ্রূপ আত্মাকে অবস্থিত
এবং সকল ভূতকে ভগবদ্রূপ আত্মায় অবস্থিত দেখিতে
লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

অতএব ইচ্ছাদ্বেষ বিহীন এবং সৰ্বত্র চিত্তদ্বারা ভগবদ্ভক্তি-
যোগে ভগবৎসম্বন্ধিনী গতি অচিরেই লব্ধা হইল ॥ ৮৯ ॥

৪২ শ্লোকের তাৎপর্য্য । একভক্তি অর্থাৎ অব্যভি-
চারিণী সাধনরূপা ভক্তিদ্বারা ভগবান্ অনুভাবিত অর্থাৎ
নিরন্তর প্রত্যক্ষীকৃত হইলেন । অতএব সেই ভক্তি ব্যক্তি-
রেকে কোন অর্থই সিদ্ধ হয় না ।

৪৩ শ্লোকের তাৎপর্য্য ।

নিরহঙ্কার প্রযুক্ত মমতানূন্য । অহঙ্কার ও মমতার অভাব
বশতই মন প্রভৃতির অভাব সিদ্ধি হইল অর্থাৎ অহঙ্কার ও

স্বরূপাভেদেন ব্রহ্মৈব পশ্যন্ প্রত্যক্ অন্তর্মুখী প্রশান্তা
বিক্ষেপরহিতা ধীজ্ঞানং যস্য সং । তদেবং ব্রহ্মজ্ঞান-
মিশ্রভক্তিসাধনবশেন ব্রহ্মানুভবে জাতেহপি ভক্তি-
সংস্কারবলেন লক্ষ্যপ্রেমাদেস্তুদূর্লভমপি শ্রীভগবদনুভবমাহ
বাহুদেব ইতি প্রত্যগাত্মনি সর্বেষামাশ্রয়ভূতে পরেণ
প্রেমলক্ষণেন ভক্তিভাবেন তৎসত্তয়েব লক্ষ্য আত্মান-
ন্দদীয়তাত্মকা অহঙ্কারাদয়ো যেনেতি ব্রহ্মজ্ঞানেন

মমতাসত্ত্বে মনপ্রভৃতির বিষয় পরিত্যাগ হয় না । সমদৃক্
শব্দের অর্থ ভেদ গ্রহণ না করা । স্বদৃক্ শব্দের অর্থ স্বীয় স্বরূ-
পের স্বরূপের অভেদদ্বারা ব্রহ্মকেই দর্শন করে অর্থাৎ
আপনার সহিত সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মরূপে অবলোকন করে ।
প্রত্যক্ শব্দের অর্থ অন্তর্মুখী, প্রশান্তশব্দের অর্থ বিক্ষেপ-
রহিত, ধীশব্দের অর্থ জ্ঞান অর্থাৎ তাঁহার বুদ্ধি অন্তর্মুখী ও
প্রশান্তভাবে অবস্থিত হইল ॥

৪৪ শ্লোকের তাৎপর্য ॥

অতএব এই প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানমিশ্র ভক্তি সাধনদ্বারা
ব্রহ্মানুভব হইলেও ভক্তিসংস্কারবলে প্রেমাদি লাভ করিতে
পারিলে তাহার পরেই শ্রীভগবানের অনুভব হয় এই বিষয়
বলিতেছেন বাহুদেব এই শ্লোকে ॥

প্রত্যগাত্ম শব্দের অর্থ সকলের আশ্রয়স্বরূপ । পর-
শব্দের অর্থ প্রেমলক্ষণ । ভক্তি ভাব শব্দের অর্থ ভক্তির

প্রাকৃতাহঙ্কারাদিলয়ানস্তরমাবির্ভূতান্ প্রেমানন্দাঙ্ক-
শুদ্ধসত্ত্বগয়ান্ লব্ধবানিতার্থঃ ।

নমু তএব প্রত্যাবর্ত্তস্তাং, কিম্বা পূর্ব্বদমৌ অপি বন্ধহেত-
বো ভবন্তু নেত্যাহ । মুক্তবন্ধনঃ । অনাবৃতিঃ শব্দাদিতি
ন্যায়াৎ ভক্ত্যতিশয়েন লব্ধাঙ্কম্বেব প্রতিপাদয়তি
আত্মানমিতি । আত্মাত্র পরমাত্মা । সর্ব্বথা তস্য ভগবান্বেবা-
স্মুরদিতি বাক্যার্থঃ । ততঃ শাক্ষাদেব তৎপ্রাপ্তিগাহ

বিদ্যমানতা, তদ্বারা লব্ধ আত্মার তদীয়তাবশরূপ অহ-
ঙ্কারাদি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা প্রাকৃত অহঙ্কারাদি লয়ের পর
আবির্ভূতপ্রেমানন্দময় শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ অহঙ্কারাদি প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন ।

অহে ! যদি এইরূপ বল যে, সেই অহঙ্কারাদি পুনর্ব্বার
আত্মক, কিম্বা পূর্ব্বের ন্যায় এই সকল প্রেমানন্দময় শুদ্ধ-
স্বরূপ অহঙ্কারাদিও বন্ধনের হেতু হউক । এরূপ বলিও না, ।
এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন । কর্দম ঋষি মুক্তবন্ধন হইলেন ।
শব্দের আবৃতি নাই, এই ন্যায়প্রযুক্ত ॥

অতিশয় ভক্তিদ্বারা আত্মার লাভকে প্রতিপন্ন করিতে
ছেন ।

৪৫ শ্লোকে যথা ॥

“আত্মানমিতি” আত্মা শব্দে এস্থলে পরমাত্মা । কর্দম
ঋষির নিকট সর্ব্ব প্রকারে ভগবান্‌ই স্মৃতিশীল হইয়াছিলেন,

ইচ্ছা দ্বেষেতি । তদেবং তেন ভাগবতী গতিঃ প্রাপ্তা ।
হেয়ত্বাদন্যত্রেচ্ছাদ্বেষবিহীনেন তস্মাদেব হেতোঃ সৰ্বত্র
সমচেতসা ।

তদুক্তং ।

নারায়ণপরাঃ সৰ্বৈ ন কুতশ্চ নবিভ্যতি ।

স্বর্গাপবর্গনরকেষুপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ইতি ।

যথা । ময়া লক্ষ্মী সহ বর্ততে ইতি সমঃ । ইতি সহস্রনাম-
তাৎপর্যাৎ, ভগবচ্চেতসেতি । প্রাপ্তো ভাগবতীঃ গতি-

ইহাই ব্যাক্যার্থ ॥

অনন্তর ভগবানের সাক্ষাৎ প্রাপ্তিই কহিতেছেন “ইচ্ছা
দ্বেষ” ইত্যাদি ৪৬ শ্লোকে যথা—

অন্তেষু এই প্রকারে কর্দম ঋষির ভগবৎসম্বন্ধিনী গতি-
প্রাপ্তি হইল । অগ্রাহ্য প্রযুক্ত অন্যত্র ইচ্ছাদ্বেষ বিরহিত চিত্ত
দ্বারা । এই হেতু তিনি সৰ্বত্র সমচিত্ত ছিলেন ।

এই বিষয় ৬ স্কন্ধের ১৭ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে শ্রীমহাদে-
বের বাক্যে কথিত হইয়াছে যথা—

মহাদেব কহিলেন হে দেবি ! যে যে ব্যক্তি নারায়ণের
উাহারা কাহা হইতেও ভয় পান না । স্বর্গ, নরক ও মুক্তি এই
তিনেই তুল্য প্রয়োজন দর্শন করিয়া থাকেন ॥

অথবা সমশব্দের অর্থ । মা শব্দে লক্ষ্মী উাহার সহিত
বর্তমান এই অর্থে সম, সহস্রনামভাষ্যে ভগবানের সম

মিতি পাঠে স কৰ্দম এব তাং গতিং প্রাপ্তঃ ।

অত্র ভগবন্তুক্তিযোগেনেত্যেব বিশেষ্যমিতি ॥

এবমেবোক্তং শ্রীভগবত্পনিসংস্থ,—

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।

শব্দাদীন বিষয়াস্ত্যক্তা রাগদ্বेषৌ ব্যুদস্য চ ।

বিবিক্তসেবী লঘুশী যতবাক্‌কায়মানসঃ ।

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ।

বলিয়া একটী নাম বর্ণিত আছে । ভগবদগত চিত্তধারা । আর যদি “প্রাপ্তো ভাগবতীং গতিং” এই পাঠ হয়, তাহা হইলে এই অর্থ প্রকাশ হইতেছে অর্থাৎ কৰ্দমই সেই ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হইলেন । এখানে “ভগবন্তুক্তিযোগ” এই পদটী বিশেষ্য ॥

এই প্রকারই শ্রীভগবদগীতার ১৮ অধ্যায়ের ৫১ । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ । শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

ভগবান্‌ কহিলেন অৰ্জুন ! বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত এবং আত্মাকে ধৈর্য্যসহকারে নিয়মিত করিয়া শব্দস্পর্শাদি বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্বক রাগদ্বেষ্ট হইতে বিমুক্ত হইতে হয় ॥

ইহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তি নির্জন স্থানে বাস ও লঘুভোজন এবং কায়মন ও বাক্যের সংযম করিয়া ধ্যানযোগে নির্ভা ও তৎ-পরতার সহিত নিত্য বৈরাগ্যাবলম্বন করিবেন ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং ।

বিমুচ্য নিশ্মগঃ শাস্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসমাস্থা নশোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদুক্তিং লভতে পরাং ।

ভক্ত্যা মামভিজানতি যাবান্ যশ্চাস্মি তদ্বৃত্তঃ ।

ততো মাং তদ্বতো জ্ঞাহা নিশতে তদনন্তরমিতি ॥

তত্র বিশক্তির্মিলনার্থঃ । যথা । তুর্য্যোদনং পরিত্যজ্য যুধি-
ষ্ঠিরং প্রবিষ্টবানয়ং রাজেতি । শ্রীদশমেহপি শ্রীগৌটৈ-

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, এবং পরিগ্রহ অর্থাৎ
ধনসকলের নিয়মিত বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমতারহিত এবং
শাস্ত হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে ॥

ব্রহ্মপ্রাপ্ত প্রসনেচ্ছ সাধক শোক কিম্বা আকাঙ্ক্ষা
করেন না, তিনি সর্বভূতে সমান ভাব রাখিয়া আগার উৎ-
কৃষ্টা ভক্তি লাভ করেন ॥

সাধকেরা ভক্তিদ্বারা আমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ
আমি যে প্রকার ও যে পরিমাণবিশিষ্ট তাহা তদ্ব জ্ঞানে
অবগত হইয়া অনন্তর আমাতে প্রবিষ্ট হয়েন ॥

এস্থানে বিশ ধাতুর অর্থ মিলন । যেমন তুর্য্যোদনকে পরি-
ত্যাগ করিয়া ইনি রাজা এই বলিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত প্রবিষ্ট
অর্থাৎ মিলিত হইয়াছিলেন ॥

শ্রীদশমের ২৮ অধ্যায়ে শ্রীগোপগণ ব্রহ্মসম্পত্তি লাভ-

ব্রহ্ম সম্প্রত্যনন্তরমেব বৈকুণ্ঠো দৃষ্ট ইতি শ্রীস্বামিভিরেব
ব্যাখ্যাতং ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৮৩ ॥ তথা ।

তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্বব । জ্ঞানবিজ্ঞান-
সম্পন্নো ভক্ত মাং ভক্তিভাবিতঃ ॥ ৯০ ॥ স্পষ্টং ॥

স্বাত্মানং জীবস্বরূপং জ্ঞানবিজ্ঞানঞ্চ ব্রাহ্মণ ।

কিং বহুনা । অত্র শ্রীচতুঃসনশুকাদয় এবোদাচরণমিতি ॥

১১ ॥ ১২ শ্রীভগবান্ উদ্ববং ॥ ৮৪ ॥

শ্রীভগবত। শব্দব্রহ্মসময়-কম্পূর্ণ-কপোলস্তং প্রকাশিতয-

নস্তরই বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীধরস্বামী এই রূপ
ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৮৩ ॥

তথা ১১ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে

ভগবান্ উদ্ববকে কহিয়াছেন যথা ॥

অতএব হে উদ্বব ! জ্ঞাননিষ্ঠা পর্যাস্ত আত্মাকে জানিয়া
অন্য সমুদায় পরিত্যাগপূর্বক জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া উক্ত-
ভাবে আমাকে ভজনা কর ॥ ৯০ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট । এখানে “স্বাত্মানং” অর্থাৎ স্বাত্মা
পদের অর্থ জীবস্বরূপ ও জ্ঞানবিজ্ঞান শব্দে ব্রহ্মস্বরূপ ।
অধিক আর কি বলিব, এস্থলে সনকাদি চতুঃসন ও শুকদেব
প্রভৃতি উদাহরণ স্থল হইয়াছেন ॥ ৮৪ ॥

শ্রীভগবান্ ক্রবের কপোল দেশে বেদসময় শব্দে স্পর্শ
প্রাইলে তদ্বারা প্রকাশিত যথার্থবাক্য ক্রব বালক হইলে

থার্থনিগদো ধ্রুবো বালকোহপি তথা বিবৃতবানিত্যেব-
মানন্দচমৎকারবিশেষশ্রবণাদপি তসৈব পূর্ণত্বমাহ ॥

বা নিবৃত্তিস্তনুভূতাং তব পাদপদ্ম—

ধানান্দ্রবজ্জনকথশ্রবণেন বা স্মৃতাং ।

স্না ত্রক্ষণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ

কিস্তস্তকাসিনুলিতাং পততাং বিমানাং ॥ ৯১ ॥

স্বমহিমনি অসাধারণমাহাত্ম্যোহপি মা ভূৎ ন ভবতী-
ত্যর্থঃ । অন্তকাসিঃ কালঃ ॥ ৪ ॥ ৯ ॥

ও সেই প্রকার বিস্তার করিয়াছেন । এই রূপ আনন্দ চমৎ-
কার বিশেষ শ্রবণ হেতুই ভগবানেরই পূর্ণত্ব কহিতেছেন ॥

৪ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ধ্রুবপ্রিয় ভগবানের প্রতি
ধ্রুববাক্য যথা ॥

ধ্রুব কহিলেন হে নাথ ! আপনার পাদপদ্ম ধ্যান অথবা
আপনার ভক্তজনের কথায় দেহধারি ব্যক্তিদিগের যে নিবৃত্তি
হয়, আত্মানন্দ স্বরূপ ত্রক্ষণাক্ষাৎকারেও সে সুখ লভ্য হয়
না, ইহাতে যে সকল লোক অন্তকের কালরূপ অসিদ্ধারা
কর্ত্তিত বিমান হইতে পতিত হইতেছে, তাহাদের কথা কি ।
অর্থাৎ ঐ সকল লোকের ঐ রূপ নিবৃত্তিলাভের সম্ভাবনা নাই
ইহা বলা বাহুল্য মাত্র ॥ ৯১ ॥

“স্বমহিমনি” অর্থাৎ অসাধারণ মহিমাতেও না ইউক,

ধ্রুবঃ শ্রীধ্রুবপ্রিয়ং ॥ ৮৫ ॥

পরমসিদ্ধিরূপাং ব্রহ্মণি লয়াদপি তদুজ্জনয়া

গরীয়স্বেন তসৌব গরীয়স্বমুপদিশতি ।

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সীতি ॥ ৯২ ॥

সিদ্ধেয়ু্যক্তেরপীতি টীকা চ । সিদ্ধেজ্ঞানাম্মুক্তেবেতি

শ্রীভগবন্মাকৌমুদী চ ॥ ৩ ॥ ২৫ ॥

শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ৮৬ ॥

তদেবং শ্রীভগবানেবাখণ্ডং তত্ত্বং সাধকবিশেষাণাং

অর্থাৎ হয় না । অম্বুকাশিগদে কাল ॥ ৮৫ ॥

পরম সিদ্ধিরূপ হইতে এবং ব্রহ্মে লয় হইতেও ভগবদ্-
ভজনের গুরুত্ব প্রযুক্ত সেই ভজনেরই শ্রেষ্ঠত্ব উপদেশ
করিতেছেন ॥

৩ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে দেবহূতির প্রতি
শ্রীকপিলদেবের বাক্য যথা ॥

কপিলদেব কহিলেন যা ! নিকামা ভাগবতী ভক্তি যুক্তি
অপেক্ষাও গরীয়সী ॥ ৯২ ॥

ইহার শ্রীধরস্বামির টীকা । সিদ্ধি অর্থাৎ যুক্তি হইতেও
শ্রীভগবন্মাকৌমুদীর ব্যাখ্যা এই যে, সিদ্ধিশব্দে জ্ঞান অথবা
যুক্তি ॥ ৮৬ ॥

সেই হেতু এই প্রকারে শ্রীভগবান্‌ই অখণ্ড তত্ত্ব, সাধক

তাদৃশযোগ্যত্বাভাবা , সামান্যাকারেদয়ত্বেন তদসম্যক্

ক্ষুণ্ণত্বেনৈব ব্রহ্মোক্তি সাক্ষাদেব বক্তি দ্বাভ্যাং ॥ ৮৭ ॥

জ্ঞানযোগশ্চ নমিষ্ঠো নৈগুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ ।

দ্বয়োরপেক্ষ এবার্থো ভগবচ্ছন্দলক্ষণঃ ।

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ ।

বিশেষ অর্থাৎ জ্ঞানিসকলের উক্ত প্রকার যোগ্যতা :

ধাক্য সামান্যাকারের উদয় হেতু ভগবানের সম্যক্ ক্ষু
হইয়াছিল, এই বিষয় দুইটা শ্লোকে কহিতেছেন ॥ ৮৭ ॥

৩ স্কন্ধের ৩২ অধ্যায়ে ২৭ । ২৮ শ্লোকে

কপিলদেবের বাক্য যথা ॥

কপিলদেব কহিলেন হে মাতঃ ! নৈগুণ্য জ্ঞানযোগ এ
মদ্বিময়ক ভক্তিরূপ যে যোগ এই উভয়ের একই প্রয়োগ
অর্থাৎ এই দুইথেতে ভগবানুকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥

মা ! শাস্ত্রদ্বারা এই বোধগম্য হইতেছে যে, জ্ঞানযোগে
ফল আত্মলাভ এবং ভক্তিযোগের ফল ভজনীয় ঈশ্বরের প্রাপ্তি
তবে এই দুইয়ের প্রয়োজন কি রূপে হইবে ? এমত আশ
করিবেন না, যেমন রূপ রসাদি বহু গুণের আশ্রয় ক্ষীরাদি
এক এক বিষয় হইলেও পৃথক্ পৃথক্ মার্গে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়
নানাপ্রকারে প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ এক দুগ্ধ চক্ষুর্দ্বা
শুক্র, রসনাদ্বারা মধুর, হৃকের দ্বারা শীতল এবং নাসিকাদ্বা
সুগন্ধ, শ্রোত্রদ্বারা ক্ষীরান্ধিধান ইত্যাদি ভেদ হয়, তা

একো নানেষতে তদ্বদন্তগবান্ শাস্ত্রবজ্জীভিঃ ॥ ৯৩ ॥

টীকাচ । অনেন চ জ্ঞানযোগেন ভগবানেন প্রাপ্যঃ ।

মথা ভক্তিব্যোগেনেত্যাহ । নৈগুণ্যো জ্ঞানযোগশ্চ মমিষ্ঠো
ভক্তিলক্ষণশ্চ যো যোগঃ তয়োদ্বয়োরপ্যেক এবার্থঃ
প্রয়োজনং । কোহসৌ ভগবচ্ছব্দোলক্ষণং জ্ঞাপকো ময়্য ।

তদুক্তং গীতাসু,—

তে প্রাপ্নু বস্তি মামেব সৰ্বভূতহিতে রতা ইতি ॥ ৮৮ ॥

ননু জ্ঞানযোগস্যাত্মলাভঃ কলং শাস্ত্রেণাবগম্যাতে ভক্তি-

। ভগবান্ বস্তুতঃ এক, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রবজ্জী দ্বারা নানা
ারে প্রতীয়মান হইলেন ॥ ৯৩ ॥

ইহার শ্রীধরস্বামির টীকা এই যে । যেমন ভক্তিব্যোগ
। ভগবান্কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ এই জ্ঞানযোগেও
বান্কে পান্ওয়া যায়, এই বিষয় বলিতেছেন গুণসম্বন্ধ
ত জ্ঞানযোগ এবং মদ্বিময়ক ভক্তিরূপ যে যোগ এই
য়ের একই প্রয়োজন । যদি জিজ্ঞাসা কর ভগবৎ শব্দ
ধ করায় সেই প্রয়োজন কি ? ॥

এই প্রশ্নের উত্তর ভগবদ্গীতায় ১২ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে
বান্ অর্জুনকে কহিয়াছেন । যাহারা সকল প্রাণির হিত-
টীতে রত তাহারাই আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৮ ॥

কপিলদেব কহিলেন মা ! শাস্ত্রদ্বারা এই বোধগম্য

যোগস্যতু ভজনীয়েশ্বরপ্রাপ্তিঃ কুতস্তয়োরেকার্থত্বমিত্যা-
শঙ্ক্য দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি । যথা বহুনাং রূপরসাদীনাং
গুণানামাশ্রয়ঃ ক্ষীরাদিরেক এবার্থো মার্গভেদপ্রবৃত্তে-
রিন্দ্রিগৈর্নানা প্রতীয়তে, চক্ষুষা শুক্ল ইতি রসনেন মধুর
ইতি স্পর্শেন শীত ইত্যাদি, তথা ভগবানেক এব তত্ত-
দ্রূপেণাবগম্যতে । ইত্যেযা ।

অত্র ভগবানেকবাস্ত্বিত্বেন নিগদিতঃ ! অতঃ সর্ব্বাংশপ্রত্যা-
য়কত্বাদ্ ভক্তিব্যোগশ্চ মনঃস্থানীয়ো জ্ঞেয়ঃ ৷ ৩ ॥ ৩২ ॥

হইতেছে যে, জ্ঞানযোগের ফল আত্মলাভ এবং ভক্তি-
যোগের ফল ভজনীয় ঈশ্বরের প্রাপ্তি, তবে এই দুইয়ের এক
প্রয়োজন কি রূপে হইবে, এমত আশঙ্কা করিবেন না, এই
বলিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন । যেমন রূপ রসাদি
বহু গুণের আশ্রয় ক্ষীরাদির এক বিষয় হইলেও পৃথক্ পৃথক্
মার্গে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা নানা প্রকারে প্রতীয়মান হয়
অর্থাৎ এক দুগ্ধ চক্ষুদ্বারা শুক্ল, রসনাদ্বারা মধুর এবং স্বকের
দ্বারা শীতল ইত্যাদি ভেদ হয়, তাহার ন্যায় ভগবান্ বস্তুতঃ
এক, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রবাক্যদ্বারা নানা প্রকারে প্রতীয়মান হইয়া
থাকেন ॥

এস্থলে ভগবান্‌ই অঙ্গী অর্থাৎ প্রধান বলিয়া কথিত হইয়া
যাচ্ছেন, এই হেতু সকল অংশের জ্ঞাপকত্বপ্রযুক্ত ভক্তি
যোগই মনের স্থানীয় বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৮২ ॥

শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ৮৯ ॥

অতএব তদংশদ্বেনৈব ব্রহ্ম প্রাপ্যতে ॥

অহং বৈ সর্বভূতানি ভূতান্না ভূতভাবনঃ ।

শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মগোভে শাস্ত্বতী তনু ॥ ৯৪ ॥

টীকাচ । সর্বভূতান্যহমেব । ভূতান্যাত্মা ভোক্তাপ্যহ

মেব ভোক্তৃভোগ্যাত্মকং বিশ্বং মদ্ব্যতিরিক্তং নাস্তীতিার্থঃ ।

যতোহহং ভূতভাবনং ভূতানাং প্রকাশকঃ কারণঞ্চ ।

অতএব ব্রহ্মও ভগবানের অংশরূপে প্রকৃত হইয়াছেন ॥

৬ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে যথা ॥

অনন্তদেব চিত্রকেতু রাজাকে কহিলেন হে রাজন্ ! যে
হেতু আমি ভূতভাবন অর্থাৎ ভূতসকলের প্রকাশক ও কারণ
অতএব আমিই সকল ভূতস্বরূপ, এবং সমস্ত ভূতের আত্মা
অর্থাৎ ভোক্তা । ফলতঃ আমি ব্যতীত ভোক্তা ও ভোগ্যাত্মক
বিশ্ব নাই । বৎস ! কোন কোন ব্যক্তির “শব্দব্রহ্ম প্রকাশক
ও পরব্রহ্ম কারণ” এই যে কহিয়া থাকে তাহাও সত্য,
কিন্তু এই দুই অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম আমারই শাস্ত্বত
(নিত্য) শরীর ॥ ৯৪ ॥

ইহার টীকা এই যে, আমিই সর্বভূত আমিই ভূতসকলের
ভোক্তা অর্থাৎ ভোক্তৃভোগ্য স্বরূপ বিশ্ব আমি হইতে ভিন্ন
নয় । যে হেতু আমি ভূতসকলের প্রকাশক ও কারণ । অহে

ননু শব্দব্রহ্ম প্রকাশকং পরং ব্রহ্ম কারণং প্রকাশকঞ্চ
সত্যং তে উভে মর্মেব রূপে ইত্যাহ শব্দব্রহ্মেতি । শাস্ত্রী
শাস্ত্রত্যাগিতোষা । অত্র শব্দব্রহ্মণঃ সাহচর্যাৎ পরব্রহ্ম-
ণোহপ্যংশত্বমেবায়াতি ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥

শ্রীমদ্বর্গশ্চিৎত্বকেতুং ॥ ৯০ ॥

অতো ভগবতোহসম্যক্ প্রকাশত্বাৎ বিভূতিনির্বিশেষ-
এব তদিত্যপ্যাহ ।

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং ।

বেৎসাম্যানুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিরূতং হৃদি ॥

মহিমানমৈশ্বর্য্যং বিভূতিনির্বিশেষং । ইতি যাবৎ ॥ ৯৫ ॥

শব্দব্রহ্ম প্রকাশক, পরব্রহ্ম কারণ ও প্রকাশ হইয়াছেন সত্য,
তাহারা উভয়েই আমার রূপ এই বিষয় কহিতেছেন শব্দ
ব্রহ্মেতি । শাস্ত্রী শব্দের অর্থ ঐ দুই রূপই নিত্য ॥

এস্থলে শব্দব্রহ্মের সাহচর্য্য হেতু পরব্রহ্মেরও অংশত্ব
প্রাপ্তি হইল ॥ ৯০ ॥

অতএব অসম্যক্ প্রকাশহেতু সেই ব্রহ্ম ভগবানের বিভূতি
নির্বিশেষ হইলেন এই বিষয় কহিতেছেন ॥ ৮ স্কন্ধে ২৪

অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে সত্যব্রহ্মের প্রতি শ্রীমৎসাদেবের
বাক্য যথা ॥

হে রাজন্ ! পরমব্রহ্ম পদবাচ্য যে আমার মহিমা, তৎ-
কালে তোমার প্রশ্নে আমি তাহা বিবৃত করিব, তুমি আমার
প্রসাদলব্ধ সেই মহিমা আপনার হৃদয়ে অবগত হইতে
পারিবে ॥ ৯৫ ॥

শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

অতএব মে ময়া অনুগ্রহীতং অনুগ্রহেণ প্রকাশিতং হৃদি
 অপরোক্ষং বেৎস্যসি ত্বয়া কৃতৈঃ সংপ্রশ্নৈর্ময়া বিবৃতং ।
 ইতি । মতু যদ্যপি মদনুভবানুভূত' এষ ব্রহ্মানুভব
 ইত্যতো নাস্তি মত্তঃ পৃথগনুভবাপেক্ষা তথাপি ভক্তি-
 প্রকাশিতসাক্ষান্মদনুভবে তন্মাত্রানুভবো ন স্ফুটো
 ভবতি । যদি তদীয়স্ফুটতয়াং তবেচ্ছা কথঞ্চিদ্বর্ততে
 তদা সাপি ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ৯১ ॥

অতএব ।

এতৌহি বিশ্বসাচ জীবযোনৌ

রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানঃ ।

অতএব আমার অনুগ্রহে হৃদয়ে প্রকাশিত তোমার প্রশ্ন-
 দ্বারা আমা কর্তৃক বিস্তারিত সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে তুমি জানিতে
 পারিবে । যদ্যপি ব্রহ্মানুভব আমার অনুভবের অন্তর্গত অত-
 এব আমা হইতে পৃথক্ অনুভবের অপেক্ষা নাই, তথাপি
 ভক্তিদ্বারা প্রকাশিত সাক্ষাৎ আমার অনুভবে ব্রহ্মের অনু-
 ভব স্পষ্ট হয় না । আর যদি স্পষ্ট ব্রহ্মানুভবে কোন প্রকার
 তোমার ইচ্ছা থাকে তবে তাহাও হইবে ॥ ৯১ ॥

অতএব ১০ স্কন্ধে ৪৬ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে নন্দের প্রতি
 উক্তবের বাক্য যথা ॥

হে গোপরাজ ! রাম ও কৃষ্ণ দুই জন বিশ্বের যোনি
 অর্থাৎ নিমিত্ত উপাদান, আর তাঁহারা দুই জনে ভূতসকলে

অস্মীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য

জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥

ইতি শ্রীমদ্রুদ্রবাক্যং ।

জ্ঞানস্যেত্যেকবচনাদেকং ব্রহ্মৈবোচ্যতে ॥ ৮ ॥ ২৪ ॥

শ্রীমৎসাদেবঃ সত্যব্রতং ॥ ৯২ ॥

তথাচ বিভূতিপ্রসঙ্গ এব ।

পৃথিবী বায়ুাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্ ।

বিকারঃ পুরুষো ব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরং ॥ ৯৬ ॥

টীকাচ । পরং ব্রহ্ম চেত্যেমা । অতএব শ্রীবৈষ্ণবসম্প্র-

দায়িকৈঃ শ্রীমন্দিরালমন্দরাচার্য্যমহানুভাবচরণৈরপুস্তং ॥

সকলে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তদুপহিত বিনিধিভেদের তথা
জীবের নিয়ন্তা, কারণ তাঁহারা পুরাণ পুরুষ অর্থাৎ অনাদি ॥

উক্তপদ্যে “জ্ঞানস্য” এই পদে একবচন হেতু ব্রহ্মও এক
বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ৯২ ॥

১১ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে বিভূতিপ্রসঙ্গে যথা ॥
ভগবান্ কহিলেন হে উদ্ধব ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ,
জল, জ্যোতি, অহঙ্কার, মহৎ, যোড়শ বিকার, পুরুষ, অব্যক্ত
সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এসমুদায় আমি ॥ ৯৬ ॥

ইহার শ্রীধরস্বামির টীকা এই, পরম শব্দে ব্রহ্ম ॥

অতএব শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায় শ্রীন্ আলমন্দরাচার্য্য মহা
নুভাবকর্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যদগুমণ্ডাস্তর-গোচরঞ্চ যদ্

দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানিচ ।

গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং

পরাংপরং ব্রহ্মচ তে বিভূতয় ইতি ॥

পৈঙ্গশ্রুতাবপি তদঙ্গনপাতিত্বেন শ্রুয়তে । এষ স্ত্রী এষ

পুরুষ এষ প্রকৃতিরেষ আত্মৈব লোক এষ আলোক এষ

যোহসৌ হরিরাদিরনাদিরন্তোহনন্তঃ পরমঃ পরাধ্ব-

রূপ ইতি ॥ ১১ ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবান্ ॥ ৯৩ ॥

অতো ব্রহ্মরূপে প্রকাশে তদ্বৈশিষ্ট্যানুপগম্যনাং তৎ-

হে ভগবন্ ! যে ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বস্তু আর
ঐ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যে দশ দশ গুণ আবরণ, তথা যে সকল
সহাদি গুণ, প্রকৃতি, পুরুষ, পরং পদ ও পরাং পর, তৎ সমু-
দয় আপনার বিভূতি ॥

পৈঙ্গ শ্রুতিতেও তাঁহার অঙ্গনপাতিত্বরূপে

শ্রুত আছে যথা ॥

এই স্ত্রী, এই পুরুষ, এই প্রকৃতি, এই আত্মা, এই লোক
এই আলোক এই যে ইনি হরি, আদি, অনাদি, অন্ত অনন্ত,
পরাং পরম ও বিশ্বরূপ ॥ ৯৩ ॥

অতএব ব্রহ্মরূপ প্রকাশে তাঁহার বিশিষ্ট ভাব না থাকা
প্রযুক্ত ব্রহ্ম যে ভগবানের প্রভাস্বরূপ তাহা কহিতেছেন ॥

প্রভাবত্বলক্ষণত্বমি। তস্য ব্যপাদিশ্যতে । রূপং যত্তৎপ্রাভ-
রবাক্ত মাদাং ব্রহ্মজ্যোতিরিত্যাदि ॥ ৯৭ ॥

ব্রহ্মৈব জ্যোতিঃ প্রভা যস্য তথাভূতং রূপং ত্রীবিগ্রহঃ ।
তথা চোক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াং ।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি—

কোটিবিশেষবস্তুধাদিবভূতিভিন্নং ।

১০ ব্রহ্মে ৩ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে শ্রীভগবানের প্রতি
শ্রীদেবকীর বাক্য যথা ॥

দেবকী কহিলেন ভগবন্ ! বেদসকল যাহাকে অনির্বি-
চনীয় কার্য্যাকল্প যে বস্তু বলিয়া বর্ণন করেন অর্থাৎ যাহাকে
নিরীহ (সম্মিগিতাত্রে কারণ) নির্বিশেষ, সম্ভামাত্র, নির্বি-
কার, নিগুণ, জ্যোতিঃ স্রুপ, বৃত্তং, আদ্য অর্থাৎ মূল কারণ
বলিয়া থাকেন, আপনি সেই বস্তু, সাক্ষাৎ বিষ্ণু, অম্যাত্মদীপ
অর্থাৎ বুদ্ধাদি কারণসমূহের প্রকাশক অতএব আপনার
ভয় আশঙ্কা নাই ॥ ৯৭ ॥

ব্রহ্মই যাহার জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রভা সেই প্রকার রূপ
যাহার ত্রীবিগ্রহ হইয়াছে ॥

ব্রহ্মসংহিতা ৪০ শ্লোকে এই রূপ কথিত হইয়াছে ॥

যাহার স্বীয় কাস্তিপ্রভাতে উৎপন্ন যে ব্রহ্মাণ্ডকোটি
সেই সকল প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃস্থিত কোটি পৃথিবীও
ভিন্নভিন্ন রূপে অশেষ বস্তু কোটি সহিত অবস্থিতি করেন,

তদ্বাক্ষা নিকলমনস্তমশেষভূতং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি ॥ ১০ ॥ ৩ ॥

শ্রীদেবকী শ্রীভগবন্তং ॥ ১৩ ॥

অতো ব্রহ্মণঃ পরত্বেন শ্রীভগবন্তং কণ্ঠোক্ত্যবাহ ।

যঃ পরং রহস্যং সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসঙ্গিতাৎ ।

ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥ ১৮ ॥

পিত্রানুবর্ণিতরহা ইতি শ্রবণেন রহো ব্রহ্ম তস্মাদপি
পরং ততঃ স্মতরাং ত্রিগুণাৎ প্রধানাৎ । জীবসংজ্ঞি-

সেই অশেষ জীবের অন্তরাত্মা, অনন্ত, অপরিমীম নিকল
পরব্রহ্ম যে আদিপুরুষ গোবিন্দ, তাঁহাকে আমি ভজনা
করি ॥ ১৪ ॥

অতএব ব্রহ্মের পর হেতু শ্রীভগবান্কে কণ্ঠোক্তি দ্বারা
কহিতেছেন ॥

৪ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে

প্রাচেতস্ সকলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য যথা ॥

হে রাজনন্দনগণ ! প্রধান এবং জীবসংজ্ঞক পুরুষ হইতে
পর অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের নিয়ন্তা যে ভগবান্ বাসুদেব,
যে ব্যক্তি তাঁহার শরণাপন্ন হয় সে আমার অতিশয় প্রিয় ॥ ১৮

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে “পিত্রানুবর্ণিতরহা”
ইই শ্রবণ হেতু, “রহঃ” শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, তাহা হইতেও পর

তাৎ জীবাত্মনশ্চ পরং ভগবন্তং যঃ সাক্ষাৎ শ্রবণাদিনৈব
 নতু কৰ্ম্মার্পণাদিনা প্রপন্ন ইত্যম্বয়ঃ ॥
 তথাচ বিষ্ণুধর্মে নরকদ্বাদশীত্রেতে শ্রীবিষ্ণুস্তবঃ ॥
 আকাশাদিষু শব্দাদৌ শ্রোত্রাদৌ মহাদাদিষু ।
 প্রকৃতো পুরুষে চৈব ব্রহ্মণ্যপিচ স প্রভুঃ ।
 যথৈক এব সৰ্ব্বাত্মা বাসুদেবো ব্যবস্থিতঃ ।
 তেন সত্যেন মে পাপং নরকার্তিপ্রদং ক্ষয়ং ।
 প্রয়াতু স্কৃতগ্যাস্তু মমানুদিবসং জয়ঃ ॥ ইতি

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু ত্রিগুণ অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি)
 হইতে এবং জীবসঙ্গিত অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে পর যে ভগ-
 বান্ তাঁহাকে যিনি কৰ্ম্মাদিদ্বারা প্রপন্ন না হইয়া সাক্ষাৎ
 শ্রবণাদিদ্বারা প্রপন্ন হন ॥

এই বিষয় বিষ্ণুধর্মে নরকদ্বাদশীত্রেতে

শ্রীবিষ্ণুর স্তব যথা ॥

আকাশাদি পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র, শ্রোত্রাদি
 ইন্দ্রিয়, মহত্ত্বাদি, প্রকৃতি, পুরুষ এবং ব্রহ্ম । এ সকলেই
 সৰ্ব্বাত্মা সেই প্রভু বাসুদেব যেমন এক হইয়া অবস্থিতি করি-
 তেছেন, সেই মৃত্যুদ্বারা নরকরূপ দুঃখপ্রদ আমার পাপ ক্ষয়-
 প্রাপ্ত হউক, প্রতিদিবস আমার পুণ্যের জয় হউক ॥

এস্থলে প্রকরণের অনুরূপ এবং সৰ্ব্বাত্মশব্দ দ্বারা অন্যথা

অত্র প্রকরণানুরূপেণ সৰ্বসীম্নশব্দেন চান্যথা সমাধানং
পরাহতং ॥ ৯৫ ॥

তথাচ তত্রোক্তরংক্ষত্রবক্ষু উপাখ্যানে ।

যন্ময়ং পরমং ব্রহ্ম তদব্যক্তঞ্চ যন্ময়ং ।

যন্ময়ং ব্যক্তমপ্যেতদ্ভবিষ্যামি হি তন্ময়ঃ ॥ ইতি

তত্রৈব মাসক্ষপূজাপ্রসঙ্গে ততঃ পরত্বং স্ফুটমেবোক্তং ।

যথাহচ্যুতত্বং পরতঃ পরস্মাৎ

স ব্রহ্মভূতাৎ পরমঃ পরাঙ্গন ।

তথাহচ্যুতত্বং কুরু বাঙ্কিতং ত-

ন্মাপদং চাহপহরাহপ্রমেয় ॥ ইতি

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেচ ॥

রূপে সমাধান অর্থাৎ সিদ্ধান্তকরণ নিবৃত্ত হইল ॥ ৯৫ ॥

ঐ বিষ্ণুধর্মোক্তরে ক্ষত্রবক্ষু উপাখ্যানে যথা ॥

পরম ব্রহ্ম যৎস্বরূপ, সেই অব্যক্ত যৎস্বরূপ এবং সেই
ব্যক্তও যৎস্বরূপ, আমিও তৎস্বরূপ হইব ॥

ঐ বিষ্ণুধর্মো মাস, নক্ষত্র ও ঋতুপূজা প্রসঙ্গে

তাহা হইতে ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে, যথা-

হে অচ্যুত ! আপনি যেমন শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ যে ব্রহ্ম
তাঁহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ! হে পরাঙ্গন ! হে অচ্যুত ! হে অপ্র-
মেয় ! তদ্রূপ আমার সেই বাঙ্কী পূর্ণ কর এবং আপদ্ অপ-
হরণ কর ॥

স ব্রহ্মপারঃ পরপারভূতঃ । ইতি ।

অক্ষরাং পরতঃ পর ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ প্রচেতসং ॥ ৯৬ ॥

তদেবমেবাভিপ্রায়েণ ।

স বা এষ পুরুষোহম্মরসময় ইত্যাদাবস্তুরঙ্গান্তরনৈকৈকা-
ত্মকখনাস্তে, ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা
অথর্বাস্থিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম পুচ্ছং
প্রতিষ্ঠেতি শ্রুত্বাক্ষায়াঃ পঞ্চম্যা অপি প্রতিষ্ঠায়া উপরি।
শ্রীগীতোপনিষদো যথা । ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি । অত্র

বিষ্ণুপুরাণেও ॥

তিনি পারস্বরূপ ব্রহ্মের পরপারস্বরূপ ।

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন যথা-

ব্রহ্ম হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ ॥ ৯৬ ॥

অতএব এই প্রকার অভিপ্রায়েই-

সেই এই পুরুষ, অম্মময়, রসময়, ইত্যাদি স্থলে অন্তরঙ্গ
অন্তরঙ্গ এক এক আত্মার কখনের অন্তে শ্রুতি বাক্যযথা ॥

শ্রীভগবান্ সমস্ত জগতের, সমস্ত পৃথিবীর, অথর্ব-
বেদোক্ত সমস্ত আস্থিরস যজ্ঞের ও সমস্ত তেজঃপদার্থের এবং
পরব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রতিমা হইয়াছেন । এই যে
শ্রুত্বাক্ষ পঞ্চ প্রতিষ্ঠার উপরে বলিয়া উক্তি তাহা শ্রীভগব-
দগীতোপনিষদের ১৪ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে যথা ॥

ব্রহ্মশব্দসম্বিহিতপ্রতিষ্ঠা শব্দেন সা শ্রুতিঃ স্মর্য্যতে ॥ ৯৭

ততশ্চৈবমেব ব্যাখ্যেয়ং । হি শব্দঃ ।

মাক্ষ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমগীতৈত্যতান্ ব্রহ্মভূষায় কল্পতে ।

ইত্যদ্য নিরন্তরপ্রাচীনবচনস্য হেতুতাবিবক্ষয়া ।

অতো গুণাতীতব্রহ্মণঃ প্রকৃতার্থত্বাৎ প্রাচীনার্থহেতু-

ভগবান্ অর্জুনকে কহিলেন সখে ! যে হেতু ব্রহ্মের ও
নিত্যমূর্ত্তির এবং শাস্ত্রত ধর্ম্মের তথা ঐকান্তিক স্নেহের প্রতিমা
আমিই হইয়াছি ॥

এস্থলে ব্রহ্মশব্দের নিকটবর্ত্তি প্রতিষ্ঠা শব্দদ্বারা পূর্ব্বোক্ত
শ্রুতিকে স্মরণ করাইতেছেন ॥ ৯৭ ॥

অতএব হি শব্দের এই রূপ ব্যাখ্যা করা কর্তব্য ॥

ভগবদগীতার ১৪ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন যিনি আমাকে অব্যভিচার ভক্তিয়োগ
দ্বারা সেবা করেন, তিনি এই সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া
ব্রহ্মভূষ অর্থাৎ মোক্ষের নিমিত্ত কল্পিত হয়েন ॥

এই অব্যবহিত প্রাচীন বচনের হেতু-কথনেচ্ছা দ্বারা হি
শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ॥

অতএব গুণাতীত ব্রহ্মের প্রকৃতার্থ হেতু বচনের উপকার
দ্বারা তৎ শব্দের ব্রহ্মশক্তি রূপ ও হিরণ্যগর্ভ রূপ অর্থান্তর

বচনে হস্মিন্ উপচারেণ তচ্ছব্দস্য ব্রহ্মশক্তিরূপং হিরণ্য-
গর্ভরূপং বা অর্থাস্তরমযুক্তং কিম্ভেদমেব যুক্তং । যথা ।

ননু ব্রহ্মত্বাৎ কথং নিগুণব্রহ্মধর্মপ্রাপ্তিঃ । সা তু
তদেকানুভবেন ভবেৎ । তত্রাহ ব্রহ্মণোহীতি । হি যস্মাৎ
ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি পরমপ্রতিষ্ঠাত্বেন শ্রুতৌ যৎ
প্রসিদ্ধং তচ্চ তস্যামেব শ্রুতাবানন্দময়াগত্বেন দর্শিতং
তস্য পুচ্ছত্বরূপিতব্রহ্মণঃ । আনন্দময়ো হ্যভ্যাসাদিতি
সূত্রকারসম্মতপরব্রহ্মভাব আনন্দময়াথাঃ প্রচুরপ্রকাশো

করা উপযুক্ত হয় না কিন্তু এই প্রকার অর্থ করাই যুক্ত ॥

যথা । হে ভগবন্ । তোমার ভক্তিদ্বারা কি প্রকারে ব্রহ্ম-
ধর্ম প্রাপ্তি হয়, তাহাতো এক ব্রহ্মানুভব দ্বারাই হইয়া
থাকে ? । এই প্রশ্নে কহিতেছেন । “ব্রহ্মণো হীতি” হিশব্দের
অর্থ-যে হেতু, ভগবান্ পরমব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছেন, এই
হেতু তাঁহার পরমপ্রতিষ্ঠিত্ব দ্বারা শ্রুতি প্রমাণে যে ব্রহ্ম
প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাহাকে সেই শ্রুতিতে আনন্দময় ভগ-
বানের অঙ্গ বলিয়া দেখাইয়াছেন । তাহার পুচ্ছ রূপি ব্রহ্মের ।
বেদান্ত সূত্রের ১ পাদের প্রথমাধ্যায়ে ১৩ সূত্রে “আনন্দময়ো-
হ্যভ্যাসাৎ” অভ্যাস প্রযুক্ত আনন্দময় এই সূত্রকারসম্মত
পরব্রহ্ম ভাব-যাঁহার নাম আনন্দময় সেই ভগবান্-প্রচুর
প্রকাশ ন্যূনের ন্যায়, সেই পুচ্ছরূপ ব্রহ্মের প্রচুরপ্রকাশ
হইয়াছেন অর্থাৎ প্রচুর আনন্দরূপ শ্রীভগবান্ আমি ব্রহ্মের

রবিরিতিবৎ প্রচুরশ্চানন্দরূপঃশ্রীভগবানহং প্রতিষ্ঠা ।
 যদিপি ব্রহ্মণো মমচ ন ভিন্নবস্তৃত্বং তথাপি শ্রীভগবৎরূপেণৈ-
 বোদিতে ময়ি প্রতিষ্ঠাত্বস্য পরা কাঠেত্যর্থঃ । স্বরূপশক্তি-
 প্রকাশেনৈব স্বরূপপ্রকাশস্যাধিক্যাহত্বাৎ । নির্বিশেষব্রহ্ম-
 প্রকাশস্যাপ্যুপরি শ্রীভগবৎপ্রকাশশ্রবণাৎ । অত এক-
 স্যাপি বস্তুনন্তথা প্রকাশভেদো রজনীখণ্ডিনো জ্যোতিষো
 মার্ত্তণ্ডমণ্ডলতদগ্ভস্তিভেদবৎ উৎপ্রেক্ষ্যঃ অতো ব্রহ্ম-
 প্রকাশস্যপি মদধীনত্বাৎ কৈবল্যকামনয়া কুতেন মন্তজ-
 নেন ব্রহ্মণি নীয়মানো ব্রহ্মধর্মমপি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৯৮॥

প্রতিষ্ঠা হইয়াছি । যদিচ ব্রহ্মের এবং আমার পরস্পর অভিন্ন
 বস্তৃত্ব তথাপি শ্রীভগবৎরূপে প্রকাশিত আমাতে প্রতিষ্ঠাত্বের
 মীমা হইয়াছে এই তাৎপর্য্য, যে হেতু স্বরূপশক্তি প্রকাশ
 হইতে স্বরূপপ্রকাশেরই আধিক্য হইয়াছে, কারণ নির্বিশেষ
 ব্রহ্মপ্রকাশের উপরেও শ্রীভগবানের প্রকাশ শ্রুত হইতেছে ।

অতএব রাত্রিনাশক জ্যোতির নূর্য্যামণ্ডল ও তাঁহার
 তেজোভেদের ন্যায় এক বস্তুর সেই সেই প্রকাশভেদ
 জানিতে হইবে । অতএব ব্রহ্মপ্রকাশ আমার অধীন হয় ।
 মোক্ষকামনা করিয়া আমাকে ভজনা করিলে ব্রহ্মে লয় হইয়া
 ব্রহ্ম ধর্মও প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৮ ॥

অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণমপি সংপ্রবদতে ।

শুভাশ্রয়ঃ সচিভগ্য সর্বগস্য তথাঅনঃ । ইতি ।

ব্যাখ্যাতঞ্চ তর্জাপি স্বামিভিঃ ।

সবর্গস্যাঅনঃ পরব্রহ্মণোহপ্যাশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা ।

তদুক্তং ভগবতা ।

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি ।

অত্রচ তৈর্ব্যাখ্যাতং ব্রহ্মণোহহং প্রতিষ্ঠা ঘনীভূতঃ
ব্রহ্মেবাহং । যথা ঘনীভূতপ্রকাশ এব সূর্যমণ্ডলঃ তদ্বদি-
ত্যর্থ ইতি । অত্র চি প্রত্যয়স্ত তদুপাসকহৃদি তৎপ্রকাশ-
স্যাঅভূতত্বং ব্রহ্মণ উপচর্য্যতে ইতীথমেব । অত্রৈব
প্রতিষ্ঠা প্রতিমেতি টীকা মৎসরকল্পিতা নতু তৎকৃত্য ।

এই বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণও কহিয়াছেন যথা ॥

চিত্তের সহিত সর্বগত আত্মারও আমি শুভাশ্রয় হইয়াছি।
ঐ স্থলে স্বামীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সর্বগত আত্মা পর-
ব্রহ্মেরও আমি আশ্রয় (প্রতিষ্ঠা)। ভগবদ্গীতাবতার ও ১৪
অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন, আমি ব্রহ্মেরও
প্ৰতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়। এস্থলে শ্রীধরস্বামির ব্যাখ্যা, আমি
ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম, যেমন ঘনীভূত
প্রকাশ সূর্যমণ্ডল তাহার ন্যায়। এস্থলে চি প্রত্যয়ই সেই
ব্রহ্মোপাসকের হৃদয়ে ব্রহ্ম প্রকাশ হয়, কিন্তু ব্রহ্মের যে
প্রকাশতাহা উপচারমাত্র। এস্থলে ও প্রতিষ্ঠা শব্দে প্রতিমা



অসম্বন্ধহাং, নহি নিরাকারস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিমা সম্ভবতি
নচ তৎপ্রকাশস্য প্রতিমা সূর্য্যঃ, নচামৃতস্যাব্যয়স্যোত্যা-
দানন্তরপাদব্রহ্মোক্তানাং মোক্ষাদীনাং প্রতিমাস্ত্বং ঘটতে ।
নবা শ্রুতিশৈলীবিষ্ণুপুরাণয়োঃ সম্বাদিতাস্তি । তস্মান্ন-
সাদরণীয়া, যদিবা আদরণীয়া তদা তচ্ছব্দেনাপ্যাশ্রয়
এব বাচনীয়ঃ । প্রতিলক্ষ্যকৃত্য মাতি পরিমিতং ভবতি
যস্মিন্নিতি ॥ ৯৯ ॥

তদেতৎ সর্ব্বমভিপ্রেত্যাছঃ ।

এই যে টীকা তাহা মৎসরকল্পিত শ্রীপরম্বামির কৃত নহে, যে
হেতু অসম্বন্ধ প্রযুক্ত নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিমা সম্ভবে না । সূর্য্য
ও তৎপ্রকাশের প্রতিমা হইতে পারেন না । শ্রীভগবদ্গীতার
১৪ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে বর্ণিত অমৃতের অব্যয়ের ইত্যাদির
পর পাদব্রহ্মোক্ত মোক্ষাদি সকলের প্রতিমাস্ত্বং ঘটে না ।
শ্রুতিশৈলী ও বিষ্ণুপুরাণে প্রতিমা বলেন নাই । সেই হেতু
টীকা আদরণীয় নহে, পরন্তু যদি আদরণীয় হইত তাহা হই-
লও তৎ-শব্দদ্বারা আশ্রয়কেই কহিতেন । প্রতিমা শব্দের
র্থ এই যে যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যাঁহাতে পরিমিত হয়
সঁহার নাম প্রতিমা ॥ ৯৯ ॥

সেই এই সকলকে অভিপ্রায় করিয়া শ্রুতি সকল কহি-
তছেন ।



দৃত্য ইব শ্বসন্ত্যস্মৃত্তো যদি তে হনুবিধা

মহদহমাদয়ো হুগুমস্যজন্ যদনুগ্রহতঃ ।

পুরুষবিধোহনুয়োহত্র চরমোহম্মময়াদিষু যঃ

সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেদ্ববশেষমুতং ॥ ৯৯ ॥

অনুভূতো জীবা দৃত্য ইব শ্বসদাভাসা অপি যদি তে তব

অনুবিধা ভক্তা ভবন্তি তদা শসন্তি প্রাণন্তি তেষু তদ্ভক্তা-

নামেব জীবনং জীবনং মন্যামহ ইতি ভাবঃ । কথং ? যস্য

১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে যথা ।

ক্রটিগণ কহিলেন, যে সকল জীব তোমার অনুবর্তী
ভক্ত, তাহাদিগেরই জীবন সার্থক, তদিতর লোকসকল
ভক্তার ন্যায় কেবল বৃথা নিশ্বাস বহন করে মাত্র। যাঁহার
অনুপ্রবেশ দ্বারা চেতনপ্রাপ্ত হইয়া মহদহঙ্কারাদি সকল
সমষ্টিব্যাপ্তিরূপ এই দেহসৃষ্টি করে ও যাহাতে অম্মময়াদি
কোষে চেতন প্রাপ্তি হয় সেই পুরুষাকার আপনি। আর
সেই অম্মময়াদি কোষে সম্বন্ধমাত্র উপদেশ পুচ্ছরূপে উক্ত
যে ব্রহ্ম তাহাও আপনি। আর স্থূল সূক্ষ্ম হইতে অতিরিক্ত
সাক্ষিস্বরূপ অবাধিত ও অমৃতস্বরূপ আপনি ॥ ১০০ ॥

তাৎপর্য্য। প্রাণধারী জীবসকল দৃতি অর্থাৎ ভক্তার ন্যায়
নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে, তাহারা যদি আপনার ভক্ত হয়
তবে তাহারাই প্রাণী অর্থাৎ সেই সকল প্রাণিগণের মধ্যে
আপনার ভক্তদিগেরই জীবন সার্থক বলিয়া মানি। যদি

তব অনুগ্রহতঃ সমষ্টিব্যাপ্তিরূপমণ্ডং দেহং মহদহমাদয়ো-
 হসৃজন্ । অতঃ স্বয়মেব তথাবিধা ত্বত্তঃ পরাঙ্মুখানা-
 মন্যোষাং দৃতিতুল্যত্বং যুক্তমেবেতি ভাবঃ অনুগ্রহমেব দর্শ-
 যন্তি । অত্র মহদহমাদিষু অবয়বঃ । প্রবিষ্টত্বমিতি । কথং
 মৎপ্রবেশমাত্রেন তেষাং তথা সামর্থ্যং স্যাত্তত্রাত্ত্বঃ । যদ্
 যস্মাৎ সতঃ আনন্দময়াখ্যত্রক্ষণোহবয়বস্য প্রিয়াদে-
 রসতস্তদন্যস্মাদম্মময়াদেশচ যৎ পরং পুচ্ছভূতং সর্ব-
 প্রতিষ্ঠা ত্রক্ষ তৎ খলু ত্বং, তত্রাপি এষু প্রতিষ্ঠাবাক্যেষু
 অবশেষঃ বাক্যশেষম্ভেন স্থিতং ত্রক্ষণোহি প্রতিষ্ঠা-

বলেন কি প্রকারে, যে আপনার অনুগ্রহে সমষ্টিব্যাপ্তিরূপ
 মণ্ড অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্ম দেহকে মহৎ অহঙ্কারাদি সৃষ্টি করিয়া-
 ছেন । অতএব আপনি স্বয়ং সেই প্রকার হইয়াছেন । আপনা
 হইতে পরাঙ্মুখ অর্থাৎ অভ্যন্তর সঙ্কেতে যে দৃতি (ভক্তা) তুল্য
 হইয়াছে তাহা উপযুক্ত । অনুগ্রহই কি তাহা দেখাইতেছেন ।
 এখানে মহৎ অহঙ্কারনিষ্ঠে আপনি প্রবেশ করিয়াছেন ।
 ভগবান্ যদি এরূপ বলেন, নাহে ! আমার প্রবেশ মাত্র মহদা-
 দের কি প্রকারে সৃষ্টিসামর্থ্য হইয়াছে ? এই প্রশ্নে কহিতে-
 ছেন । যে হেতু সৎ অর্থাৎ আনন্দময়নামক ত্রক্ষের অবয়বের
 প্রাধান্য এবং অসৎ অম্মময়াদির যিনি পরম পুচ্ছস্বরূপ সর্ব-
 প্রতিষ্ঠা ত্রক্ষ তাহাও আপনি হইয়াছেন । তাহাতেও
 ই প্রতিষ্ঠা বাক্যসকলের মধ্যে বাক্যশেষ, রূপে অব-

মিত্যাণাবন্যত্র প্রাসঙ্কং ॥ ১০১ ॥

আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধার্থং যদাহ ভগবানুতং ।

ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপমণ্যলৌকরূতাদৃতং । ইত্যত্র ঋতত্বেনাপি
প্রসিদ্ধং শ্রীভগবদ্রূপমেব তত্ত্বং । অতোহন্নময়াদিবু পুরুষ-
বিধঃ পুরুষাকারো যশ্চরমঃ প্রিয়মোদপ্রমোদানন্দব্রহ্মণা-
মবয়বী আনন্দময়ঃ স ত্বমিতি । তস্মাৎ মূলপরমানন্দ-
রূপস্বাত্ত্বৈব প্রবেশেন তেষাং তথা সামর্থ্যং যুক্তিমিতি
ভাবঃ ॥ ১০২ ॥

স্থিত ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা আমি ইত্যাদি প্রমাণে এবং অন্যত্রও
প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১০১ ॥

অর্থাৎ ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে যথা ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ভগবান্ হরি অকপট
তপস্যায় সমুদ্র হইয়া ব্রহ্মাকে আপনার সত্য ও জ্ঞানময় রূপ
প্রদর্শন পূর্বক যে তপস্যাদি উপাসনা কহিয়াছিলেন জীব
সকলের তত্ত্ব জ্ঞানার্থ তাহাই আবশ্যক ॥

এস্থলে ঋত অর্থাৎ সত্যস্বরূপে প্রসিদ্ধ যে শ্রীভগবৎরূপ
তাহাও আপনি । অতএব অন্নময়াদির মধ্যে পুরুষবিধ অর্থাৎ
পুরুষাকার যে চরম এবং প্রিয়, আনন্দ, পরমাণন্দ, আনন্দ
এবং ব্রহ্ম এই সকলের যে অবয়ববিশিষ্ট আনন্দময় তাহাও
আপনি । অতএব স্থূল পরমানন্দ রূপ আপনারই প্রবেশ
দ্বারা মহাদেবের সৃষ্টিসামর্থ্যাদি তাহা যুক্তিসঙ্গত, ইহাই

কো হ্যেবান্যাং কঃ প্রাণ্যাদ্যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যা
 দিতি শ্রুতেঃ । প্রকরণেহস্মিন্মেতদুক্তং ভবতি । যদ্যপি এক
 স্বরূপেহপি বস্তুনি স্বগতনানাবিশেষো বিদ্যতে তথাপি তা-
 দৃশশক্তিসুজ্ঞায়া এন দৃষ্টেস্তত্ত্বং সর্ববিশেষগ্রহণে
 নিমিত্ততা দৃশ্যতে নহন্যগ্যাঃ । যথা মাংসময়ী দৃষ্টিঃ
 সূর্য্যমণ্ডলং প্রকাশমাত্রেন গৃহ্নাতি । দিব্যাত্ম প্রকাশ-
 মাত্রস্বরূপেহপি শুদন্তর্গতদিব্যসভাদিকং গৃহ্নাতি ।
 এনমত্র ভক্তেরেণ সম্যাক্তেন তথৈব সম্যাক্তং দৃশ্যতে । তচ্চ
 ভগবানেবেতি তম্যেব সম্যগ্রূপত্বং জ্ঞানমাত্ম অসম্যাক্-

ভাবার্থ ॥ ১০২ ॥

শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যথা ।

অন্য কোন্ ব্যক্তি অপান চেষ্টা করিবে ও অপর অন্য
 কোন্ ব্যক্তি প্রাণচেষ্টা করিবে, সে হেতু এই আকাশ অর্থাৎ
 নিরাকার বস্তু আনন্দস্বরূপ নহেন । এই প্রকরণে ইহাই উক্ত
 হইতেছে । যদ্যপি এক স্বরূপ বস্তুতে আত্মগত নানা বিশেষ
 আছে, তথাপি সেই প্রকার শক্তিসুজ্ঞা দৃষ্টির সেই সেইসমু-
 দায়ের বিশেষ গ্রহণে নিমিত্ততা দেখা যাইতেছে, কিন্তু অন্য
 শক্তির নহে । যেমন মাংসময়ী দৃষ্টি প্রকাশমাত্ররূপে সূর্য্য-
 মণ্ডলকে গ্রহণ করে, দিব্যদৃষ্টি সূর্য্যমণ্ডল প্রকাশমাত্রস্বরূপ
 হইলেও তাঁহার অন্তর্গত দিব্য সভাদ গ্রহণ করে । এই প্রকার
 এখানে ভক্তিই সমগ্র সাধনস্বরূপ হওয়ায় তদ্বারাই সম্যক্

তেন দর্শিত্বাত্তেনাসম্যাগেব তদ্দৃশ্যতে তচ্চ ব্রহ্মেতি তস্য
 অসম্যগ্রূপত্বং । তত্রচ সামান্যত্বেনৈব গ্রহণে কারণস্য
 জ্ঞানস্য তদন্তরীণাবাস্তরভেদপর্য্যালোচনেষসামর্থ্যাদ্বি-
 রেবাবস্থিতেন তেন ভাগবতপরমহংসবৃন্দানুভবসিদ্ধ-
 নানাপ্রকাশবিচিত্রেহপি স্বপ্রকাশলক্ষণপরতত্ত্বে প্রকাশ-
 সামান্যমাত্রং যদগৃহ্যতে তত্তস্য প্রভারূপত্বেনৈবোৎ-
 প্রেক্ষ্যতে । ততশ্চাঘনত্বঅংশত্বং বিভূতিত্বঞ্চ ব্যপ-

অর্থাৎ সমগ্রত্ব দর্শন হয়, তিনিই ভগবান্ তিনিই সমগ্ররূপ
 হইয়াছেন, যে হেতু জ্ঞানের অসম্যকত্ব দেখান হইয়াছে ।
 অতএব যাহা অসম্যক দৃষ্ট হয় তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অসমগ্র
 রূপ হইয়াছেন । তন্মধ্যে অর্থাৎ সম্যক্ ও অসম্যক্ দৃষ্টির
 মধ্যে সামান্যরূপত্বের দ্বারাই গ্রহণবিষয়ে কারণের অর্থাৎ
 জ্ঞানের তাহার মধ্যবর্তী অবাস্তর ভেদ পর্য্যালোচনা সমুহে-
 অসামর্থ্য হেতু বাহ্যাবস্থিত জ্ঞানদ্বারা ভাগবত পরমহংস
 সকলের অনুভবসিদ্ধ নানাপ্রকার প্রকাশ বিচিত্রতাতেও
 নিজ প্রকাশ রূপ পরতত্ত্বে সামান্য প্রকাশমাত্র যাহা গ্রহ-
 ণীয় হয় তিনি ব্রহ্ম, তাঁহাকে সেই ভগবানের প্রভারূপে
 উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন ।

অতএব অঘনত্ব, অংশত্ব ও বিভূতিত্ব বলিয়া ব্রহ্মের
 নির্দেশ হইয়াছে । সেই হেতু অথও তত্ত্ব রূপ ভগবান্ সামান্য-

দিশ্যতে তস্য । তস্মাদখণ্ডতত্ত্বরূপো ভগবান্ সামান্যা-
কারস্বক্ষুর্ভিলক্ষণত্বেন স্বপ্রভাকারস্য ব্রহ্মণোহপ্যাশ্রয়
ইতি যুক্তমেব ॥ ১০৩ ॥

অতএব, যস্য পৃথিবী শরীরং যস্যাত্মা শরীরং যস্যাব্যক্ত-
শরীরং যস্যাক্ষরং শরীরং এষ সর্বভূতান্তরাভ্যাহপহত-
পাপুর্নাদিব্যো দেব একো নারায়ণ ইত্যেতচ্ছ্রুত্যন্তরং-
চাক্ষরশব্দোক্তস্য ব্রহ্মণোহপ্যাভ্যত্বেন নারায়ণং বোধয়তি ।
উক্তাত্মাদিশব্দপারিশেষ্যপ্রমাণেন, চকার তেষাং,
সংক্ষেপমক্ষরজুষ্মানপীতি প্রয়োগদৃষ্ট্যা চাত্র হক্ষর-
শব্দেন ব্রহ্মৈব বাচ্যং । তথা শ্রীভগবতা সাঙ্খ্যকথনে

কার নিজ স্ফুর্তি স্বরূপ স্মীয় প্রভারূপ ব্রহ্মেরও যে আশ্রয়
হইয়াছেন ইহা উপযুক্তই বটে ॥ ১০৩ ॥

অতএব পৃথিবী ঐহিক শরীর, আত্মা ঐহিক শরীর, অব্যক্ত
(প্রকৃতি) ঐহিক শরীর এবং অক্ষর (ব্রহ্ম) ঐহিক শরীর ।
নি সকল ভূতের অন্তরাভ্যাহ, নিষ্পাপ, দিব্য (অলৌকিক)
দেব, এক এবং নারায়ণ । এই শ্রুতির পর অক্ষর শব্দদ্বারা
কৃত ব্রহ্মেরও আত্মা বলিয়া নারায়ণকে বোধ করাইয়াছেন ।
কৃত আত্মাদি শব্দ চরম প্রমাণদ্বারা, তথা ৩ স্কন্ধের ১৫
খণ্ডের ৪৩ শ্লোকে তাহাতে যদিও মনকাদি যুনিগণ ব্রহ্ম
ন দ্বারা নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন তথাপি ঐহিক-
তার চিত্তে হর্ষ এবং গাত্রে লোমাঞ্চ হইল । এই প্রয়োগ দৃষ্টি
রাও এস্থলে, অক্ষরশব্দে ব্রহ্মকেই কহিয়াছেন ।

কালো মাযাময়ে জীবঃ । ইত্যাদৌ মহাপ্রলয়ে সর্ববিশিষ্ট-
 ত্বেন ব্রহ্মোপদিশ্য তদাপি দ্রষ্টৃৎ সঙ্গিনু ক্তং ।
 এষ সাত্ব্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রস্থিভেদনঃ ।
 প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া ।
 ইত্যত্র পরাবরদৃশেন্যেন ।
 মোহয়ং চাত্র বিবেকঃ । সাত্ব্যং হি জ্ঞানং, তচ্ছাত্রং
 খলু স্বরূপভূতত্বিশেষমননুসন্ধায় যত্তৎস্বরূপ-

তথা ১১ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে শ্রীভগবান্ সাত্ব্য-
 যোগ কথনে কহিয়াছেন । অব্যয় কাল মাযাময় জীবে লীন
 হয়, জীবাত্মা পরমাত্মাতে লয় পায় । ইত্যাদি স্থলে মহাপ্রলয়ে
 সকলের অবশিষ্টরূপে ব্রহ্মকে উপদেশ করিয়া ঐ প্রলয়েও
 আপনাকে ঐ ব্রহ্মের দ্রষ্টা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

১১ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে ॥

পরাবরদর্শী অর্থাৎ সকলের আদি ও সকলের অন্ত যে
 আমি তোমাকে সংশয় গ্রস্থিনাশক এই সাত্ব্য যিনি প্রতি
 লোম ও অনুলোম ক্রমে অর্থাৎ ক্রম ও ব্যুৎক্রমে কহিলাম ।

এস্থলে “পরাবরদৃশা” এতদ্বারা সেই সাত্ব্যই
 এস্থানে বিচারযোগ্য । সাত্ব্য শব্দে জ্ঞান, সেই সাত্ব্য শাস্ত্র

মাত্রঃ তদানীমবশিষ্টঃ ভবতি তদেব ব্রহ্মাখ্যং তদেব
 প্রপঞ্চাবচ্ছিন্ন তর প্রদেশে প্রপঞ্চলয়াৎ বৈকুণ্ঠ ইব স্বরূপ
 ভূত প্রকাশাদেব শিষ্যমাণত্বেন বক্তুং শূজ্যতে তচ্চ সবি-
 শেষ্য মাত্র স্বরূপ শক্তি বিশিষ্টেন বৈকুণ্ঠত্বেন শ্রীভগবতঃ
 পৃথগিব তত্রানুভূয়তে ইতি । তদেবং নির্বিশেষত্বেন
 স্পর্শরূপরহিতত্বাপি তস্য ভগবৎ প্রভা রূপত্বমুৎপ্রেক্ষ্য
 তদভিন্নত্বেন ব্রহ্মত্বং ব্যপদিক্যং ততঃ স্পর্শ রূপাদি মাধুরী
 ধারিতয়া সবিশেষস্য সাক্ষাৎভগবদঙ্গজ্যোতিষঃ স্তরামেব
 তৎ সিধ্যতি ॥ ১০৪ ॥

নিশ্চয় স্বরূপ ভূত অবিশেষকে অনুসন্ধান না করিয়া যে
 সেই স্বরূপ মাত্র প্রণয় কালে অবশিষ্ট হয়েন তিনিই ব্রহ্ম
 এবং তিনিই জগতের অবচ্ছিন্নাতিশয় প্রদেশে জগদ্বিনাশের
 পর বৈকুণ্ঠের ন্যায় স্বরূপ ভূত প্রকাশের অবিশেষ প্রযুক্তই
 অবশিষ্ট রূপে বলিবার নিমিত্ত যুক্ত হইয়াছেন । ঐ ব্রহ্মই
 স্বীয় বিশিষ্ট মাত্রকেই স্বরূপ শক্তি বিশিষ্ট বৈকুণ্ঠস্থিত শ্রী-
 ভগবানের সহিত পৃথক্‌ত্বের ন্যায়ই প্রলয়ে অনুভব করেন ।
 সেই হেতু এই প্রকারে নির্বিশেষ দ্বারা স্পর্শ রূপ রহিত
 সেই ব্রহ্মকে ভগবানের প্রভারূপ উৎপ্রেক্ষা করিয়া তাহার
 অভিন্নত্ব রূপে উপদেশ করিয়াছেন, অতএব স্পর্শ রূপাদি
 মাধুরী ধারণ হেতু সবিশেষ সাক্ষাৎ ভগবানের অঙ্গ জ্যোতির
 স্তরাম ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ১০৪ ॥

যথোক্তং শ্রীহরিবংশে মহাকালপুরুষাখ্যানেন

শ্রীমদর্জুনঃ প্রতি শ্রীভাগবতা ॥

ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদ্বদ্বদৃষ্টবানসি ।

অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মতেজস্তৎ সনাতনং ॥

প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী ।

তাং এবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুভমাঃ ।

সা সাংখ্যানাং গতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তপস্বিনাং ।

তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ ।

মমৈব তদ্ব্যনং তেজো জ্ঞাতুমহংসি ভারতেতি ॥

এই বিষয় শ্রীহরিবংশে মহাকাল পুরুষ কথনে শ্রীমান্
অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন অর্জুন ! তুমি যে অলৌকিক স্বমহৎ
তেজোময় ব্রহ্ম অবলোকন করিলে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাহাই
আমি, সেই সনাতন ব্রহ্ম আমারই তেজঃ আর ব্যক্ত অব্যক্ত
নিত্য। যে প্রকৃতি চিৎশক্তি তিনিও মৎপরায়ণ। হইয়াছেন।
তাহাকে আশ্রয় করিয়া মহা মহা যোগিগণ এই সংসার হইতে
মুক্ত হইয়া থাকেন। হে পার্থ ! ঐ প্রকৃতি সাংখ্য, যোগি
এবং তপস্বি দিগের গতি হইয়াছেন। অপর ঐ প্রকৃতির পর
যে পরম ব্রহ্ম তিনি সমুদায় জগৎ বিভাগ করিতেছেন। হে
ভারত ! ঐ ব্রহ্ম আমারই ঘন তেজ বলিয়া জানিতে যোগ্য
হও ॥

প্রকৃতিরিত্তি তৎপ্রভাত্ত্বেন স্বরূপশক্তিঃ নপি তস্য
নির্দিষ্টং ॥

এবং পূর্বোদাহৃত কৌস্তুভবিষয়কত্রিবিধপুৰাণবাক্যমপ্যে
তদুপোদ্বলকত্বেন দ্রষ্টব্যং তস্মাৎ দৃত্য ইবেত্যপি
সাধ্বেব ব্যাখ্যাতং ॥ ১০ ॥ ৮৭ ॥

শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ১০৫ ॥

ততশ্চ যস্মিন্ পরম বৃহতি সামান্যাকার সত্তায়্য অপি-
তদঙ্গ জ্যোতিষোহপি বৃহত্বেন ব্রহ্মত্বং তস্মিন্নেব মুখ্য
তচ্ছব্দ প্রবৃতিঃ ॥

তথাচ ব্রাহ্মে ॥

অনন্তো ভগবান্ ব্রহ্ম আনন্দেত্যাদিভিঃ পদৈঃ ।

প্রকৃতি ইত্যাদি শ্লোকে ভগবৎ প্রভা রূপে ব্রহ্মকে
প্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই প্রকারে
পূর্বোল্লিখিত কৌস্তুভ বিষয়ক ত্রিবিধপুৰাণের বাক্যকেই
ইহার সহায় রূপে দেখা কর্তব্য। অতএব “দৃত্য ইব” এই
শ্লোক উত্তম রূপে ব্যাখ্যা করা হইল ॥ ১০৫ ॥

যাহা হউক পরম বৃহৎ ভগবানে সামান্যাকার সত্তার ও
তদঙ্গ জ্যোতির বৃহত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মত্ব, অতএব ভগবানেই ব্রহ্ম
শব্দের মুখ্য প্রবৃতি হইয়াছে ॥

উক্ত বিষয় ব্রহ্মপুৰাণে যথা ॥

অনন্ত, ভগবান্, ব্রহ্ম ও আনন্দ ইত্যাদি পদের এক

প্রোচ্যতে বিষ্ণুরৈবৈকঃ পরেষামুপচারিত ইতি ॥
 কচিচ্চানন্ত গুণস্ত যুক্তত্বেনৈব ভগবান্ ব্রহ্মোচ্যতে ॥
 যথা পাদ্মে ॥ ‘
 পৃথগ্বক্তুং গুণাস্তস্য ন শক্যন্তেহমিতত্ততঃ ।
 যতো হতো ব্রহ্ম শব্দো সর্বেষাং গ্রহণং ভবেৎ ।
 এতস্মাদ্ ব্রহ্ম শব্দোহসৌ বিষ্ণোরৈব বিশেষণং ।
 অমিতোহি গুণো যস্মান্মান্যোষাং তস্মত্তেবিভুমিতি ॥
 অত্র নির্গলিতোহয়ং মহাপ্রকরণার্থঃ ॥ ১০৬ ॥

বিষ্ণুই বাচ্য হইয়াছেন অর্থাৎ বিষ্ণুতেই এই চারিটি শব্দ
 মুখ্য, বিষ্ণু ভিন্ন অন্যত্র উপচার মাত্র ॥

কোন গ্রন্থে অনন্ত গুণ যুক্তত্ব প্রযুক্ত ভগবানই ব্রহ্ম
 বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥

পদ্মপুরাণে যথা ॥

যে হেতু অপরিমিতত্ব প্রযুক্ত ভগবানের গুণ সকলকে
 পৃথক্ বলিবার নিমিত্ত সমর্থ হওয়া যায় না, সেই হেতু ব্রহ্ম
 শব্দ দ্বারা সকলের গ্রহণ হইয়া থাকে ॥

অতএব এই ব্রহ্ম শব্দ বিষ্ণুরই বিশেষণ জানিতে হইবে,
 যে হেতু সর্প ব্যাপক বিষ্ণু ব্যতিরেকে অন্যের অসংখ্য
 গুণ নাই। এস্থানে এই মহা প্রকরণের অর্থ সমাপন করা
 হইল ॥ ১০৬ ॥

যদদ্বয়ং জ্ঞানং তদেব তদ্বসিতি তদ্ববিদো বদন্তি তচ্চ
বৈশিষ্ট্যং বিনৈবোপলভ্যমানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে বৈশি-
ষ্টেন সহ তু শ্রীভগবানিতি ।

সচ ভগবান্ পূর্বোদিত লক্ষণ শ্রীমূর্ত্যাক্তক এব নম্রমূর্ত্তঃ ।
অথ ভূপ মূর্ত্তমমূর্ত্তক পরং চাপরমেব চেতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণ
পদ্যে তস্য চতুর্বিধমঙ্গীকর্তব্যং তদা ব্রহ্মত্ববত্ত ভূপাসক
দৃষ্টি যোগ্যতানুরূপমেবাস্ত ॥ ১০৭ ॥

গে অদ্বয় জ্ঞান তাহাই তত্ত্ব, তত্ত্বজ্ঞেরা ইহাই কহিয়া
থাকেন । বিশিষ্টতা ব্যতিরেকে উপলব্ধ হওয়াতে সেই
তত্ত্বকে ব্রহ্ম, আর বিশিষ্টতার সহিত প্রতীত হওয়াতে
উহাকে ভগবান্ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন ॥

সেই ভগবান্ কে ? এই আকাজক্ষায় বলা হইতেছে, তিনি
কিস্তি কথিতানুসারে শ্রীমূর্ত্তি বিশিষ্ট, কিন্তু অমূর্ত্ত অর্থাৎ নিরা-
গর নহেন ॥

অনন্তর। হে ভূপ ! সেই বিষ্ণুই মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, পর ও
। পর হইয়াছেন । শ্রীবিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকে ষাঁহারা
শ্রীবিষ্ণুর চতুর্বিধ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা যদি অমূর্ত্ত
মর্থাৎ নিরাকারকে পৃথক্ অঙ্গীকার করিতেন তাহা হইলে
ব্রহ্মত্বের ন্যায় ব্রহ্মোপাসকের দর্শন যোগ্যতার অনুপকরণই
হইত ॥ ১০৭ ॥

তথ্যিহি ॥

যস্য সমীচীন ভক্তিরস্তি তস্য পরমূর্ত্তা শ্যামসুন্দর চতু-
ভূজাদি রূপয়া প্রাদুর্ভবতি। যস্যাক্ষরীণোপাসনারূপা
তস্যাপরমূর্ত্তা পাতাল পাদাদি কল্পনা ময্যেব। যস্য
রূক্ষ জ্ঞানং তস্য পরেণ ব্রহ্ম লক্ষণমূর্ত্তেহি। যস্য
জ্ঞানপ্রচুরা ভক্তিঃ তস্য ত্বপরেণেশ্বর লক্ষণ মূর্ত্তে
নেতি ॥ ১০৮ ॥

অত্রাপরত্বং পরমূর্ত্তাবিভাবানন্তরমোপানত্বেন ব্রহ্মবদতীত
মূর্ত্তহানপেক্ষমিত্যেব নত্বশ্রেষ্ঠ বিবক্ষয়েতি জ্ঞেয়ং।

এই বিষয়ের মীমাংসা যথা ॥

যাঁহার সমীচীন অর্থাৎ উত্তমা ভক্তি আছে তাঁহার সম্বন্ধে
ভগবান্ শ্যামসুন্দর চতুর্ভূজাদি উৎকৃষ্ট মূর্ত্তিতে আবিভূত
হয়েন। যাঁহার অক্ষীচীন (গামান্য) উপাসনা রূপ ভক্তি
হইয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে পাতাল প্রভৃতি পাদাদি কল্পনা ময়ী
কনিষ্ঠা মূর্ত্তি দ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়েন। যাঁহার রূক্ষ জ্ঞান
তাঁহার সম্বন্ধে পরব্রহ্ম স্বরূপ অমূর্ত্ত অর্থাৎ নিরাকার রূপে
প্রাদুর্ভূত হয়েন, আর যাঁহার জ্ঞান প্রচুরা ভক্তি তাঁহার
সম্বন্ধে ঈশ্বর লক্ষণ মূর্ত্তি দ্বারা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন ॥ ১০৮ ॥

এস্থলে অপর শব্দ শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির আবির্ভাবের পর মোপান
অর্থাৎ ক্রমাগত দ্বারা কথিত হইয়াছে, ব্রহ্ম যেমন অতিশয়
মূর্ত্তির অপেক্ষা করেন না এ মূর্ত্তি সে রূপ নহেন, পরন্তু

পরমূর্ত্ত্যপেক্ষাহপরত্বং বা । তত্রৈব তদ্বিশ্বরূপ রূপং বৈ
রূপমনাক্ষরে ম'হদীতি বিশ্বাধিষ্ঠানত্বেন নিত্যত্ব বিভূত্বেন
মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সর্ব্বাপাশ্রয় নিস্পৃহমিতি নিরুপাধি-
ত্বং । চিন্তাধেদু দ্ভূতং তমিতি পরতত্ত্ব লক্ষণং ত্বং ॥ ১০৯ ॥
ত্রিভাব ভারনাশীত ইতি তত্র প্রসিদ্ধ কর্ম্মময় জ্ঞান
কর্ম্ম সমুচ্চয় কেবল জ্ঞান ময় ভাবনা ত্রয়াশীতত্বেন পর
তত্ত্ব লক্ষণত্বেনপি ভক্ত্যেকাবির্ভাবতয়া সম্যক্ প্রকা-

অপর শব্দ ন্যূন কথনেচ্ছায় কথিত হয় নাই ইহা জানিতে
হইবে । অথবা পর মূর্ত্তির অপেক্ষা দ্বারা অপর শব্দ প্রয়োগ
করিয়াছেন ॥

ঐ পদ্যপুরাণেই বলিয়াছেন ॥

হরির সেই বিশ্বরূপ স্বরূপ.রূপ অন্য শ্রেষ্ঠ রূপ হই-
য়াছে । বিশ্বের অধিষ্ঠান ও নিত্য এবং সর্ব্ব ব্যাপক হেতু
ভগবানের সাকার রূপ সর্ব্বাশীত ও নিস্পৃহ এজন্য নিরু-
পাধি হইয়াছে ॥

ত্রয় স্বরূপ সেই ভগবানকে চিন্তা করিবে । এই প্রমাণ
দ্বারা ভগবান্ পরতত্ত্ব স্বরূপ হইয়াছেন ॥ ১০৯ ॥

তিন ভাবে যে ভাবনা তাহা অশীত হইয়াছেন । তন্মধ্যে
প্রসিদ্ধ কর্ম্ম ময় ও জ্ঞান কর্ম্ম সমূহ ময় এবং কেবল জ্ঞান
ময় ভাবনা এই তিন হইতে অশীত হওয়ায় পরতত্ত্ব স্বরূপ হই

শব্দং মূর্ত্তিমৈব বাঞ্জিতং । অতএব শুভাশ্রয়ঃ সচিন্ত্য
মৰ্কটজস্য তথাহ্ন ইত্যুক্তং । ততশ্চ তস্যাঃ শ্রীমূর্ত্তে
রপি সকাশাতদন্তে প্রত্যাহারোক্তিঃ কেবলাভেদোপাস
কং প্রত্যেব ব্যবস্থিতা ভবতীত্যপ্যনুসন্ধেয়ং ॥ ১১০ ॥

অত্র তদ্বিশ্বরূপমিত্যেতৎ পদ্যং মূর্ত্ত পরমেবোতি স্লেষণং ।
সমস্ত শক্তিরূপাণি যৎ করোতি নরেশ্বর । দেবতির্য্যাক্-
ম্যাখ্যা চেষ্ঠাবন্তি স্বলীলয়েতানন্তর বাক্য বলাৎ ॥

লেও কেবল ভক্তি দ্বারা আবির্ভাব প্রযুক্ত মূর্ত্তিরই সম্যক
প্রকাশিত প্রকাশিত হইল । অতএব চিন্তের সহিত মৰ্কট
ব্রহ্মের ভগবান্ আশ্রয় হইয়াছেন ইহা উক্ত হইয়াছে । সেই
হেতু সেই শ্রীমূর্ত্তি হইতেই সমাধির শেষে প্রত্যাহার কথিত
হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা ভেদোপাসক তাঁহারা ভগবানের
ঈশৎ হাস্য পর্য্যন্ত ধ্যান করিয়া তদনন্তর মনকে সমা
করেন, যাঁহারা কেবল অভেদোপাসক তাঁহাদের প্রতিই এই
ব্যবস্থা ইহা অনুসন্ধান করিতে হইবে ॥ ১১০ ॥

এস্থলে পদ্মপুরাণের “তদ্বিশ্বরূপ রূপং এই শ্লোকের
তাৎপর্য্য শ্রীমূর্ত্তি পর জানিতে হইবে, কারণ, হে নরেশ্বর!
সেই ভগবান্ নিজ লীলা দ্বারা দেব, তির্য্যাক্ ও মনুষ্য রূপ
চেষ্ঠা বিশিষ্ট যাহা করেন তৎ সমুদায় তাঁহার শক্তি স্বরূপ ।
এই পর বাক্যের বল প্রযুক্ত শ্রীমূর্ত্তিতেই তাৎপর্য্য জানিতে
হইবে ॥

যতঃ প্রথমস্য তৃতীয়ে ॥

যস্যান্তিসি শয়ানস্য বোগনিদ্রাং বিতম্বত ইত্যাদ্যন্ত লক্ষ-
ণস্য মূর্ত্তসৈব তত্তদবতারিত্বং দর্শিতং ॥ ১১১ ॥

এতন্মানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়মিতি ॥

তদ্বিশ্বরূপ বৈরূপ্যমিতি পঠন্তিঃ শ্রীরামানুজচরণৈরপি
মূর্ত্তপরত্বেনৈব ব্যাখ্যাতং বিশ্বরূপাং বৈরূপ্যং বৈলক্ষণ্যং

যে হেতু ১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে

বলিয়াছেন ॥

পূর্বে যোগনিদ্রা বিস্তার করত একার্ণবে শয়ান হইলে
তাহার নাভিরূপ হৃদয়স্থ পদ্ম হইতে বিশ্বত্র্যম্বুগণের পতি
ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা যাহার
লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, সেই মূর্ত্তিমান্ ভগবানই
সেই সেই অবতার সকলের অবতারী হইয়াছেন ইহা দর্শিত
হইল ॥ ১১১ ॥

১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকে যথা ॥

এই বিরাট্ মূর্ত্তি নানা অবতারের বাজ অর্থাৎ যখন যে
কোন অবতারের প্রয়োজন হয়, তখন ইহা হইতেই হইয়া
থাকে অথচ অব্যয়, কখন তাহার বিনাশ নাই ॥

সেই বিশ্বরূপের বৈরূপ্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রভৃতি এই
রূপ পাঠ করিয়াও মূর্ত্তিমান্ ভগবৎ পরত্বই ব্যাখ্যা করি-
য়াছেন। যথা। বিশ্বরূপ হইতে বৈরূপ্য অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য

যত্র তদ্বিশ্ববিলক্ষণং মূর্ত্তং স্বরূপমিতি । তদেবং তস্য বস্তু-
তঃ শ্রীমূর্ত্ত্যাত্মকত্ব এব সিদ্ধে যৎ সর্বতঃ পাণিপাদাদি
লক্ষণা মূর্ত্তিঃ শ্রুতং নাহপি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণায়াঃ শ্রীমূর্ত্তে
ন পৃথগিতি বিভূত্ব প্রকরণান্তে ব্যঞ্জিতমেব ॥ ১১২ ॥

যত্নু ।

বৃহচ্ছরীরৌহিভিবিমান রূপে।

যুবা কুমারত্বমুপেয়িবান্ হরিঃ ।

রেমে শ্রিয়াহসৌ জগতাং জনন্যা

স্বজ্যোৎস্নয়া চন্দ্রে ইবামৃতান্শুঃ ॥

ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনং । তত্র পরব্রহ্ম স্বরূপ শরীরঃ

যাঁহাতে হইয়াছে তিনি বিশ্ব হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ মূর্ত্তি
বিশিষ্ট । অতএব এই প্রকার সেই বস্তুর শ্রীমূর্ত্তি স্বরূপ সিদ্ধ
হওয়াতে যে, সকল দিকেই হস্ত পাদাদি মূর্ত্তি শ্রুত হইতেছে,
তাহাও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ শ্রীমূর্ত্তি হইতে পৃথক্ নহে, ইহা বিভূত্ব
প্রকরণের অন্তে একাশ করা হইয়াছে ॥ ১১২ ॥

পরন্তু যে হরি বৃহৎ শরীর, অপরিমেয় রূপ ও যুবা স্বরূপ
হইয়া কুমারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অমৃত কিরণ চন্দ্রে যেমন স্বীয়
জ্যোৎস্নার সহিত বিহার করেন তাহার ন্যায় তিনি জগজ্জননী
লক্ষ্মীর সহিত বিহার করিতেছেন ॥

এই যে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বচন তাহাতে, পর

সর্বতো ভাবেন বিগত পরিমাণোহপি নিত্যং কৈশোর-
কারমেব প্রাপ্তঃ সন্ শ্রিয়া সহ রেমে ইত্যর্থঃ । উপৈয়িবা
নিত্যুক্তাবপি নিত্যভ্রমণহতপাপেতি ৭২ ॥

তত্রৈব তদীয় তচ্ছীমূর্ত্যাদিষ্ঠাতৃক ত্রিপাদিভূতেরপি
প্রঘট্টকেন পরম নিত্যতা প্রতিপাদনাং ॥ ১১৩ ॥

তথাচোক্তং তত্রৈব ॥

অচ্যুতং শাস্তং দিব্যং সদা গৌবনমাশ্রিতং ।

নিত্যং সন্তোগমৌশ্বর্য্য শ্রিয়া ভূম্যাচ সংবৃতমিতি ॥

ব্রহ্ম স্বরূপ শরীর ও সর্বপ্রকার পরিমাণাতীত হইয়া ও নিত্য
কৈশোর আকার প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মীর সহিত রমণ করিতে-
ছেন ॥

“উপৈয়িবান্” অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন এই উক্তি হই-
লও তাঁহার নিত্যত্ব সিদ্ধি হইয়াছে । যেমন তিনি “অপহত
পাপু” অর্থাৎ নিষ্পাপ এই বলাতে তাঁহার নিত্য বিশেষণ
হয় তদ্রূপ ॥

ঐ পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডেও ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি যাঁহার
দ্বিষ্ঠান হইয়াছেন, প্রস্তাবাদীন সেই ত্রিপাদিভূতিরও পরম
নিত্যতা প্রতিপন্ন হইল ॥ ১১৩ ॥

ঐ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যিনি অচ্যুত, শাস্ত, দিব্য (অলৌকিক) এবং সর্বদা
গৌবনাস্থিত তিনি ঈশ্বরী লক্ষ্মী ও ভূমির সহিত সংবৃত

তস্মাৎ শ্রীভগবান্ যথোক্ত লক্ষণ এষ । সএব বদন্তীত্যস্য
মুখ্যার্থভূতং মূলং তদ্ব্যমিতি পর্য্যবসানং ॥ ১১৪ ॥

তদুক্তং মোক্ষধর্ম্মে শ্রীনারায়ণীয়াপাখ্যানে ॥

তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানাং হেতুভিঃ সর্ব্বতো মূঠৈঃ ।

তদ্ব্যমেকো মহাযোগীহরিন্ নারায়ণঃ প্রভুরিতি ॥

শ্রীনারায়ণোপনিষদি ॥

নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরং ॥

অত্র শ্রীরামানুজোদাহতাঃ শ্রুতয়শ্চ ॥

হইয়া নিশ্চয় সম্ভোগ বিশিষ্ট হইয়াছেন ॥

অতএব যে সকল লক্ষণ উক্ত হইল তদ্বিশিষ্টই ভগবান্,
ঐ ভগবান্‌ই ১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ের “বদন্তি তৎ তদ্ব্যমিতি”
এই ১১ শ্লোকের মুখ্যার্থ স্বরূপ মূলতত্ত্ব ইহা পর্য্যবসান
হইল ॥ ১১৪ ॥

এই বিষয় মোক্ষধর্ম্মে শ্রীনারায়ণীয়া উপাখ্যানে

উক্ত হইয়াছে যথা ॥

তত্ত্বজিজ্ঞাসু মূনি সকলের সর্ব্ব প্রকার মুখ্য হেতু দ্বারা
মহাযোগী প্রভু শ্রীনারায়ণ হরিন্‌ই এক তত্ত্ব স্বরূপ হইয়াছেন ॥

শ্রীনারায়ণ উপনিষদে যথা ॥

নারায়ণই পরম ব্রহ্ম, নারায়ণই পরম তত্ত্ব ॥

এই স্থলে শ্রীরামানুজাচার্য্যের উদাহৃত শ্রুতি

যস্য পৃথিবী শরীরমিত্যারভ্য ॥

এষ সর্বভূতান্তরাগ্না দিব্যোদেব একোনারায়ণ ইত্যাদ্যা
বহবঃ ॥ ১১৫ ॥

ইহ শ্রীভগবদংশভূতানাং পুরুষাদীনাং পরম তত্ত্ব বিগ্র-
হতা সাধনং বাক্য জাতমপি তস্যোশিনস্তদ্রূপ বিগ্রহত্বং
কৈমুত্যেনাভিব্যনক্তীতি পূর্বত্র চোত্তরত্র বহুত্র গ্রন্থে
তথোদাহরণানি । বিষ্ণুপুরাণেতু সাক্ষাদেব শ্রীভগবন্ত
মধিকৃত্য তথোদাহরণং ॥

দে রূপে ব্রহ্মণ স্তস্য মূর্তং চামূর্তমেবচ ।

ক্ষরাক্ষর স্বরূপেতি সর্বভূতেষ্ববস্থিতে ।

সকল যথা ॥

যাঁহার শরীর পৃথিবী ইহা আরম্ভ করিয়া । এক নারা-
য়ণ দেব সকল ভূতের বুদ্ধির সাক্ষী, ও অলৌকিক দেব ইত্যাদি
বহুতর শ্রুতি উদাহৃত হইয়াছে ॥ ১১৫ ॥

এস্থলে শ্রীভগবানের অংশ স্বরূপ পুরুষাবতারাদি বিগ্র-
হের পরম তত্ত্ব সাধন বাক্য সকলেও সেই অংশ ভগবানের
সেই রূপ বিগ্রহকে কৈমুত্য দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন ।
পূর্বাপর বহুতর গ্রন্থে উক্ত রূপ উদাহরণ সকল উদাহৃত
হইয়াছে । কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্কে অদি-
কার করিয়া সেই রূপ উদাহর হইয়াছে । যথা ॥

সেই ব্রহ্মের সাকার ও নিরাকার দুই প্রকার রূপ ।

অক্ষরং তৎপরং ব্রহ্ম যঃ সৰ্বমিদং জগদিতুস্তা জগ-
 ন্মধ্যে ব্রহ্ম বিষ্মীশ্বর রূপাণি পঠিত্বা পুনরুক্তং ॥ ১১৬ ॥
 তদেতদক্ষরং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলং ।

আবির্ভাব তিরোভাব জন্মনাশ বিকল্পবদিত্তি ॥

তদেতদক্ষরাখ্যং পরং ব্রহ্ম নিত্যং অখিলং জগন্তু আবি-
 র্ভাবাদি ভেদবদিত্যর্থঃ । তত্রাবির্ভাব তিরোভাবো
 ত্রীবিধঃ তদংশানাং জন্মনাশৌ ত্বন্যেমাং অতো জগত্যা
 বির্ভাবাদি কৃতো নৈব পূৰ্বেমাং তদন্তঃ পাতব্যপদেশো ন

ক্ষর এবং অক্ষর স্বরূপে সকল ভূতে অবস্থিত আছেন । পর
 ব্রহ্ম অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশি স্বরূপ, আর জগৎ সমুদায় ক্ষর
 অর্থাৎ বিনাশি স্বরূপ । ইহা বলিয়া জগতের মধ্যে ব্রহ্ম
 বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতির রূপ সকল পাঠ করিয়া পুনর্বার উক্ত
 হইয়াছে ॥ ১১৬ ॥

হে মুনিবর ! সেই এই অক্ষর মূর্তি নিত্য, আর এই
 সমস্ত জগৎ আবির্ভাব, তিরোভাব ও জন্মনাশ প্রভৃতি বিবিধ
 কল্পনা বিশিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ সেই এই অক্ষরাখ্য পরং ব্রহ্ম
 নিত্য, আর নিখিল জগৎ আবির্ভাবাদি ভেদ বিশিষ্ট হইয়াছে
 ইহার এই অর্থ, তন্মধ্যে ত্রীবিধ এবং তাঁহার অংশ সকলের
 আবির্ভাব ও তিরোভাব আর অন্যের অর্থাৎ জগতের জন্ম ও
 নাশ হইয়া থাকে । এই হেতু জগতে আবির্ভাবাদি কার্য্য
 দ্বারাই ত্রীবিধ ও তাঁহার অংশ সকলের জগন্মধ্যে অবস্থান

বস্তু ইত্যর্থঃ ॥ ১১৭ ॥

অথ সদা স্বধাম্নি বিরাজমানত্বেন ক্ষররূপতো মূর্ত্ত্বাদি-
নাচাক্ষরতোহপি বিলক্ষণং তৃতীয়ং রূপং ভগবতঃ পরমং
স্বরূপমিতি পুনরুচ্যতে ।

সর্বশক্তিময়ো বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণোহপরং ।

মূর্ত্ত্বঃ তদেবাগিভিঃ পূর্ব্বং যোগারম্ভেষু চিন্ত্যতে ।

স পরঃ সর্ব শক্তোনাম ব্রহ্মণঃ সমনস্তরঃ ।

মূর্ত্ত্বঃ ব্রহ্ম মহাভাগ সর্ব ব্রহ্মময়োহরিঃ ॥

তত্র সর্বমিদং প্রোতমোক্তং চৈবাখিলং জগদিতি ॥

ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কারাৎপূর্ব্বং যোগিভিশ্চিন্ত্যতে ।

তথা ব্রহ্মণঃ সমনস্তরঃ উপাসনানুক্রমেণ যথৈবাক্ষরা

ছল মাত্র, যথার্থ নহে ॥ ১১৭ ॥

অনস্তর নিজধামে সর্ব্বদা বিরাজমান হেতু ক্ষর রূপের
সাক্ষরাদি দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ নিরাকার রূপ হইতে বিলক্ষণ
যে ভগবানের তৃতীয় রূপ তিনি পরম স্বরূপ, ইহাই পুনর্ব্বার
কাহতেছেন ॥

ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন স্বরূপ সর্ব্বশক্তিময় যে বিষ্ণু তাহার
মূর্ত্তিকে যোগি সকল যোগারম্ভ কালে পূর্ব্বে চিন্তা করেন ।
হে মহাভাগ ! ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সকল শক্তির পর সেই মূর্ত্তি
মান্ ব্রহ্ম হরি সর্ব্ব ব্রহ্মময় হইয়াছেন । সেই হরিতে এই
মুদায় জগৎ ওত প্রোত হইয়া রহিয়াছে । ব্রহ্ম সাক্ষাৎ

দনন্তরং তদুক্তং তথা ব্রহ্মভূতঃ প্রসম্মায়েত্যাদ্যানুসারেণ
 ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারানন্তরাবির্ভাবী চ স ইত্যর্থঃ । যতঃ সর্ব-
 সাং শক্তীনাং স্বরূপভূতাদীনাং পরমাশ্রয়ঃ অতএব সর্ব-
 ব্রহ্মময়োহখণ্ড ব্রহ্ম স্বরূপঞ্চ । অক্ষরাখ্যস্য পূর্বস্য শক্তি-
 হীনত্বেন খণ্ডিতত্বাৎ । যদ্বা । তত এব সর্ববেদ বেদ্য
 ইত্যর্থঃ । তত এবচ তত্র সর্বমিত্যাদীতি ॥ ১১৮ ॥

কারের পূর্বের যোগি সকল চিন্তা করেন । উপাসনার ক্রমা-
 ন্বয় দ্বারা যেমন অক্ষরের অনন্তর সেই রূপ ব্রহ্মের অনন্তর
 তাহা উক্ত হইয়াছে ॥

ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ে ৫৪ শ্লোকে “ব্রহ্মভূতঃ প্রস-
 ম্মাত্মা ন শোচতি ন কাজ্জলতি । সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদন্তি
 লভতে পরাং” অর্থাৎ ব্রহ্মে অচল ভাবে স্থিত, প্রসন্ন চিত্ত
 সাধক শোক অথবা আকাজ্জল করেন না, তিনি সর্বভূতে
 সমান ভাব রাখিয়া আমার উৎকৃষ্ট ভক্তি লাভ করেন
 এই পদ্যের অনুসারে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর ভগবান
 আবিভূত হইলেন এই তাৎপর্য্য । যে হেতু ভগবান্ স্বরূপভূ-
 ত সমস্ত শক্তির পরম আশ্রয়, এই কারণে তিনি সর্ব ব্রহ্ম
 ময় ও অখণ্ড স্বরূপ । অক্ষরাখ্য পূর্ব ব্রহ্ম শক্তিহীন প্রযুক্ত
 খণ্ডিত হইয়াছেন । কিম্বা । সেই হেতুই তিনি সকল বেদে
 বেদ্য । সেই হেতুই তাঁহাতে সমুদায় ইত্যাদি ॥ ১১৮ ॥

এবং যস্মাৎ অক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চেত্তঃ । অতো
হস্মিল্লৌকে বেদেচপ্রথিতঃ পুরুষোত্তম ইত্যাদি শ্রীগীতো-
পনিষদপি যোজ্যা । তত্র যদ্যপি কূটস্থোক্ষর উচ্যতে
ইতি অক্ষর শব্দেন শুদ্ধ জীব এব প্রস্তুয়তে তথাপি পর
ব্রহ্মচ লক্ষ্যং অক্ষরং পরং ব্রহ্মোক্তি । তচ্চ তত্র পূর্বোক্ত-
মিত্যনুযোশিচন্যাত্র বস্তুত্বেনৈকার্থ্যাদিত । তদেতদভি-
প্রোক্তা । মল্লানামশনি নৃগাং নরবর ইত্যাদৌ নৃভূতস্যেব

এই প্রকার ভগবদগীতাপনিষদের ১৫ অধ্যায়ের ১৮
শ্লোকে জানিতে হইবে যথা । যে হেতু আমি ক্ষর অর্থাৎ
জগৎকে অতিক্রম করিয়াছি এং অক্ষর হইতেও উত্তম হই-
য়াছি, এই কারণে আমি শ্লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া
প্রখ্যাত হইয়াছি ॥

এস্থলে যদ্যপি অক্ষরকে কূটস্থ বলিয়াছেন এবং যদ্যপি
ক্ষর দ্বারা শুদ্ধ জীবই কথিত হইয়াছে, তথাপি অক্ষর শব্দে
পরব্রহ্মকেই জানিতে হইবে । যে হেতু অক্ষর পরব্রহ্ম এই
প্রমাণ আছে । সেই স্থলে ইহা পূর্ব উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ
সেই অক্ষর পরব্রহ্ম । এই হেতু জীব ও ঈশ্বর এই দুইয়ের
মধ্যে বস্তু কথন হেতু একার্থই হইয়াছে ॥

অতএব এই অভিপ্রায় করিয়া ১০ স্কন্ধের ৪৩ অধ্যায়ের
“মল্লানামশনি নৃগাং নরবর” এই ১৪ শ্লোকে নৃভূতি বিশিষ্ট
ভগবানেরই উক্ত লক্ষণ জানিতে হইবে, এই বিষয় ঐ

স্বয়ং ভগবত এব তল্লক্ষণত্বং সাক্ষাদেবাহ তত্ত্বং পরং
যোগিনামিতি ॥ ১০০ ॥

যোগিনাং শ্রীচক্ষুঃসনাদীনাং ॥ ১০ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীশুকঃ ॥ ১১৯ ॥

অতএব শ্রীভাগবতস্য নিগম কল্পতরু পরম ফলভূতস্য
বহুধা শ্রৈষ্ঠ্যে সত্যপি তথা ভূতস্যপি ভগবদাখ্য পরম
তত্ত্বস্যাকর্ষ বিদ্যারূপত্বাদেব পরমং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ ॥

ধর্ম্যঃ প্রোজ্জ্বিতকৈতবোহত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সত্য
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং ।

শ্লোকে সাক্ষাৎ কহিয়াছেন “তত্ত্বং পরং যোগিনাং” অর্থাৎ
ঐ মূর্তিমান্ ভগবান্ যোগিদিগের পরম তত্ত্ব ॥ ১০০ ॥

“যোগিনাং” ইহার অর্থ মনক মনন্দ প্রভৃতি যোগি
গণের ॥ ১১৯ ॥

অতএব শ্রীভাগবত বেদ রূপ কল্পতরুর পরম ফল স্বরূপ
হওয়ায় উহার বহু প্রকারে শ্রেষ্ঠতা হইলেও, ঐ প্রকা
ভাগবতের ভগবৎ নামক পরমতত্ত্বে আকর্ষবিদ্যারূপ প্রযুক্ত
পরম শ্রেষ্ঠতা কহিতেছেন ॥

১ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে যথা ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ফলাভি সঙ্কিরূপ কপট এব
মোক্ষস্পৃহা নিরাশ করিয়া সর্ব ভূত বৎসল নির্ম্মৎস
ব্যক্তিগণের অনুর্ত্তেয় সৈশ্বর্যরোধন রূপ পরম ধর্ম্য নিরূপিত

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিবৃতে কিস্মা পরৈরীশ্বরঃ

সদ্যোহুদ্যবরুদ্ধাতেহত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥১০৯॥

অত্র যস্তাবৎ ধর্মো নিরূপ্যতে স খলু স বৈ পুংসাং
পরোধর্মো যতো ভক্তিরণোকজ ইত্যাদিকয়া অতঃ

আছে, অপর আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রূপ
তাপ্ত্রয়ের উল্লুলনকারি পরম সুখদ পরমার্থ স্বরূপ যে বস্তু
তাহাই ইহাতে অনায়াসে জ্ঞাত হওয়া যায়। আর ইহা
প্রথমতঃ সংক্ষিপ্ত রূপে মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্তৃক বিরচিত
এজন্য অন্যান্য শাস্ত্রে অথবা তদুক্ত সাধনে কি প্রয়োজন?
তাহাতে ঈশ্বর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন না, যদি বা হয়েন বিল-
য়েই হইয়া থাকেন কিন্তু এই শাস্ত্র শ্রবণেচ্ছুক পুণ্য শীল
মানবগণের শ্রবণ কালীন ঈশ্বর হৃদয়ে স্থিরী কৃত হয়েন
অতএব ইহাকে সর্বদাই করিবে ॥ ১০৯ ॥

এই শ্রীভাগবতে যে ধর্ম নিরূপিত হইতেছে, তাহা
১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ের “সবৈ পুংসাং পরোধর্মঃ” ইত্যাদি
৬ শ্লোকে উক্ত, অর্থাৎ সূত কহিলেন হে মুনিগণ আপনারা
আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে সর্ব শাস্ত্রের সার
একান্তিক শ্রেয়ঃ বল, তাহা এই যে, ধর্ম দুই প্রকার, এক
প্রবৃত্তি লক্ষণ, দ্বিতীয় নিবৃত্তি লক্ষণ, আর যাহা হইতে
কলাভিসন্ধান রহিতা এবং বিঘ্ন কর্তৃক অপ্রতি হতা শ্রীকৃষ্ণে
ভক্তি জন্মে তাহাই পরমধর্ম, তাহাই পরম মঙ্গল, কেন না

পুংভির্বিজ্জশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম বিভাগশঃ । স্মৃতিতস্য ধর্মস্য
সংস্কি হ'রিগোষণমিত্যন্তা রীত্যা ভগবৎ সন্তোষণৈক
তাৎপর্যেণ শুদ্ধ ভক্ত্যুৎপাদকত্বা নিরূপণাৎ পরম
এব । যতঃ সোহপি তদেক তাৎপর্যাৎ প্রাক্ষেণ উক্ত
কিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধি লক্ষণং কপটং যস্মিন্ তথা
ভূতঃ । প্রশন্দের সাংলোক্যাদি সর্ব প্রকার মোক্ষাভি-
সন্ধরপি নিরস্তঃ । যত এবাসৌ তদেক তাৎপর্যেণ
নির্গৎসরাণাং ফলকামৃকস্যেব পবোৎকর্ষাসহনং নং-

তদ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হয় ॥

আর এই অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে 'অর্থাৎ হে ঋষিগণ ।
পুরুষ সকল কর্তৃক বর্ণাশ্রম বিভাগ ক্রমে যে কোন ধর্ম
সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হউক যদি তদ্বারা চরিত্রপরিতোষণ হয়
তবেই তাহার সিদ্ধি অর্থাৎ ফল । এই রীতি অনুসারে ভগ-
বৎ সন্তোষ মুখ্য তাৎপর্য্য হেতু শুদ্ধ ভক্তির উৎপাদক
রূপে নিরূপণ প্রযুক্ত উক্ত ধর্ম পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইয়া
ছেন । যে হেতু ঐ ধর্ম ভগবন্মিষ্ঠ প্রযুক্ত তাহাতে প্রকৃষ্ট
রূপে কৈতব অর্থাৎ ফলের অভিসন্ধি স্বরূপ যে কপট তাহা
নাই । প্রশন্দের প্রয়োগ হেতু সাংলোক্যাদি সর্ব প্রকার
মোক্ষের অভিসন্ধি নিরস্ত হইয়াছে । অতএব এই ধর্ম কৃষ্ণৈক
নিষ্ঠ হেতু নির্গৎসর অর্থাৎ ফল কামৃকের ন্যায় । পরের
উৎকর্ষ অসহনের (পরের ভাল দেখিতি না পারায়) নাম

মরঃ তদ্রহিতানামেব তু প লক্ষণত্বেন পঞ্চাশস্তনে দয়া-
লুনামেব সতাং স্বধর্ম্য পরাণাং বিধীয়তে এবমীদৃশং স্পষ্ট-
মনুত্তবদ্ভ্যঃ কর্মকাণ্ডেভ্যঃ উপাসনাকাণ্ডেভ্যশ্চ । অস্যা
তত্ত্বং প্রতিপাদকাংশেহপি শ্রৌষ্ঠমুক্তং উভয়ত্রৈব ধর্মোৎ-
পত্তেঃ । তদেবং সতি সাক্ষাৎ শ্রবণ কীর্তনাদি রূপস্য
বার্তা দূরত এবাস্তামিতি ভাবঃ ॥ ১২০ ॥

জ্ঞানকাণ্ডেভ্যোহপি শ্রৌষ্ঠ্যমাহ বেদ্যমিতি ভগবদ্ভক্তি
নিরপেক্ষ প্রায়েয় েযু প্রতিপাদিতমপি শ্রোয়ঃ স্মৃতিং
ভক্তিমুদম্য ইত্যদি ন্যায়েন বেদ্যং ন ভবতীত্যত্রৈব বেদ্য

মৎসর ঐ মৎসর শূন্য ব্যক্তিগণেরই, ইহা উপলক্ষণ প্রযুক্ত
পশুচ্ছেদনে দয়ালু স্বধর্ম্যপর মৎ সকলের ধর্ম্য বিধান করা
হইয়াছে । কর্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডে এই রূপ স্পষ্ট উক্ত
না হওয়ায় সেই শাস্ত্রদ্বয় হইতে এই শাস্ত্রের কর্ম ও উপাসনা
প্রতিপাদকাংশেও শ্রৌষ্ঠতা উক্ত হইয়াছে, যে হেতু উভয়
স্থলেই ধর্ম্যের উৎপত্তি আছে । অতএব এই প্রকার হওয়ায়
সাক্ষাৎ শ্রবণ কীর্তনাদির কথাত দূরে আছে, এই তাৎ-
পর্য্য ॥ ১২০ ॥

অনন্তর জ্ঞানকাণ্ড হইতেও এই শাস্ত্রের শ্রৌষ্ঠতা কহিতে-
ছেন “বেদ্যমিতি” প্রায় ভগবদ্ভক্তির অপেক্ষা শূন্য সেই জ্ঞান
শাস্ত্র সকলে প্রতিপাদিত বস্তুও ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে
ব্রহ্মোক্ত “শ্রোয়ঃস্মৃতিং ভক্তিমুদম্য ইত্যদি” ন্যায় দ্বারা বেদ্য

মিত্যর্থঃ । তন্মতৈকদেশি শাস্ত্রেভ্যো বৈশিষ্ট্যমাহ ।
 শিবং স্বরূপ পরমানন্দং দদাতি অনুভাবয়তীতি তথা ।
 তাপত্রয়মুন্মূলয়তি তন্মূলভূতাবিদ্যাপর্যন্তং খণ্ডয়তীতি
 তথা । মুক্তাবনুভাবামনেনহুপুরুষার্থত্বাপাত ইতি তন্ম-
 নাদত্র বৈশিষ্ট্যং । ন চাস্য তত্ত্বং দুর্লভ বস্তু সাধনত্বে
 তাদৃশ নিরূপণ মৌল্যবগেব কারণঃ । অপিতু স্বরূপমপী-
 ত্যাহ শ্রীমদ্ভাগবত ইতি ভাগবতত্বং ভগবৎ প্রতিপাদকত্বং
 শ্রীমদ্ভগবৎ শ্রীভগবন্মাদেবির তাদৃশ স্বাভাবিক শক্তিমত্বং

হর না কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রেই তাহা বেদ্য অর্থাৎ
 জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় । অপর জ্ঞান মতের এক দেশ বিশিষ্ট
 শাস্ত্র সকল হইতে এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা কহিতেছেন ।
 শিব অর্থাৎ স্বীয় রূপ পরমানন্দকে প্রদান অর্থাৎ অনুভব
 করান । তথা তিন তাপের উন্মূলন করেন এবং ঐ ত্রিতাপের
 মূলীভূতা যে অবিদ্যা তাহাকেও খণ্ডন করেন । অন্যানুভব
 রহিত মুক্তিতে পুরুষার্থ জ্ঞান হয় না । কিন্তু পুরুষার্থজ্ঞান-
 হেতু এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা হইয়াছে, অপর পূর্বোক্ত
 বেদ্য প্রভৃতি তত্ত্বং দুর্লভ বস্তুর সাধনে এই শ্রীমদ্ভাগবতের
 সেই রূপ নিরূপণ মৌল্যব কারণ নহে কিন্তু ইহার স্বরূপই
 জ্ঞান, ইহা কহিতেছেন “শ্রীমদ্ভাগবত ইতি” ভাগবত শব্দের
 অর্থ ভগবৎ প্রতিপাদক এবং শ্রীমৎ শব্দের অর্থ শ্রীভগবন্মা-
 দির ন্যায় তাদৃশ স্বাভাবিক শক্তি বিশিষ্ট, এস্থলে নিত্য-

নিত্যযোগে মতুপ্ । অতএব সমস্ত তথৈব নির্দিশ্য
নীলোৎপলাদিবৎ তন্মাগবৎসেব বোধিতং অন্যথা ত্ববিমূৰ্চ্
নিদেয়াংশতা দোষঃ স্যাৎ ॥ ১২১ ॥

তদুক্তং শ্রীগুরুভেন ॥

এছোহষ্টাদশ সাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধ ইতি । টীকা
কুন্তিরপি শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ স্মরতরুরিতি অতঃ কচিৎ
কেবল ভাগবতাখ্যত্বস্ত সত্যভামা ভাসেতি বৎ । তাদৃশ
প্রভাবত্ব কারণং পরম শ্রেষ্ঠ কর্তৃকত্বমপ্যাহ । মহা-
মুনিঃ শ্রীভগবান্ তস্মৈব পরমবিচার পারঙ্গতত্বাৎ মহা

যোগে মতুপ্ প্রত্যয় হইয়াছে, অতএব সমস্ত অর্থাৎ সমাসান্ত
রূপে নির্দেশ করিয়া নীলোৎপলাদির ন্যায় তাহার নামকেই
বুঝাইয়াছেন । তাহা না হইলে অবিমূৰ্চ্ বিদেয়াংশ দোষ
হইত ॥ ১২১ ॥

অতএব গুরুপুরণে উক্ত হইয়াছে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ॥

টীকা কর্তা শ্রীধরস্বামীও কহিয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবত
নামক গ্রন্থ কল্পতরু স্বরূপ । অতএব কোন স্থানে যে কেবল
ভাগবত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সত্যভামা ও ভাস্মার
ন্যায় জ্ঞানিতে হইবে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের তাদৃশ প্রভাবত্বের প্রতি কারণ এই যে
এই গ্রন্থের কর্তাও পরম শ্রেষ্ঠ ইহা কহিতেছেন । মহামুনি

প্রভাবগণশিরোমণিহাচ্চ স মুনিভূত্বা সমচিন্তয়াদিতি
শ্রুতেঃ। তেন প্রথমং চতুঃশ্লোকী রূপেণ সংক্ষেপতঃ
প্রকাশিতে কস্মৈ যেন বিভাষিতোহয়মিত্যাদ্যনুসারেণ
সংপূর্ণ এব বা প্রকাশিতে ॥ ১২২ ॥

তদেবং শ্রৈষ্ঠ্যাজাতমন্যত্রোপি প্রায়ঃ সম্ভবতু নায সর্ব
শাস্ত্রপরমজ্ঞেয়পুরুষার্থ শিরোমণি শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার
স্বত্বেইব স্থলভ ইতুপাসনা কাণ্ডেভ্যোহপি শ্রৈষ্ঠ্যং বদন্

শ্রীভগবান্, যে হেতু তাঁহার পরম বিচারের পারদর্শিনা আছে
এবং তিনি মহাপ্রভাব গণের শিরোমণি হইয়াছেন। শ্রুতিতেও
বলিয়াছেন তিনি মুনি হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন ঐ ভগবান্
প্রথমে সংক্ষেপে চতুঃশ্লোকী রূপে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ
করেন। অথবা ১২ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে “কস্মৈ
যেন বিভাষিতোহয়মতুল জ্ঞান প্রদীপঃ পূরা” অর্থাৎ পূর্ন-
কালে যিনি এই অতুল্য জ্ঞান প্রদীপ ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ
করিয়াছেন। ইত্যাদি শ্লোকের অনুসারে সম্পূর্ণ রূপেই বা
ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১২২ ॥

যাহা হউক এই প্রকার শ্রেষ্ঠতা প্রায় অন্যশাস্ত্রেতে তেও
সম্ভবিত্তে পারে কিন্তু সর্ব শাস্ত্রের পরম জ্ঞেয় পুরুষার্থ
শিরোমণি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র
স্থলভ হইয়াছে, অতএব উপাসনা কাণ্ড হইতেও শ্রেষ্ঠতা
বলিবার নিমিত্ত সকলের উপর এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাব

সর্বোদ্বিগ্ন প্রভাবমাহ কিং বেতি । পটৈঃ শাস্ত্রে স্তুত্ব
সাধনৈর্নান্দ্রৈশ্চৈব ভগবান্ হৃদি কিং বা মন্য এবাব
রুধ্যতে স্থিরীকর্যতে বাশব্দঃ কটাক্ষে কিন্তু বিলম্বেন
কথঞ্চিদেব অত্র তু শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছান্তরেব তৎক্ষণা
দেবাবরুধ্যতে । ননু ইদমেব তর্হি সর্বৈ কিমিতি ন
শৃণুন্তি তত্রাহ কৃতিভিরিতি স্মৃতিভিরিতার্থঃ শ্রবণে-
চ্ছাতু তাদৃশ স্মৃতিং বিনা নোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ ।
অথবা । অপটৈর্মোক্ষ পর্যান্ত কামনারহিতেশ্বরাধন
লক্ষণ ধর্ম্য ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কারাদিভিকৃতৈ রনুত্কের্ব

গাহতেছেন “কিস্মেতি” ॥

অপর শাস্ত্র অথবা তদুক্ত সাধন দ্বারা ঈশ্বর ভগবান্ কি
হৃদয় মধ্যে সদ্যই অবরুদ্ধ অর্থাৎ স্থিরীকৃত হয়েন ? এস্থলে
বা শব্দ কটাক্ষে কিন্তু বিলম্বে কোন প্রকারে হইয়া থাকেন ।

পরন্তু এই শাস্ত্র যাহারা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহা-
রাই তৎক্ষণাৎ ভগবান্কে অবরোধ করেন ।

যদি বলেন এই শাস্ত্র সকলে শ্রবণ না করে কেন ? এই
প্রশ্নে কহিতেছেন “কৃতিভিঃ” অর্থাৎ পুণ্যবান্ ব্যক্তি সকলেই
শ্রবণ করেন ! তাদৃশ পুণ্য ব্যতিরেকে শ্রবণেচ্ছা উৎপন্ন
হয় না ইহাই ভাবার্থ । অথবা অপর মোক্ষ পর্যান্ত কামনা
রহিত কেবল ঈশ্বরের আরাধনা স্বরূপ ধর্ম্য ও ব্রহ্ম সাক্ষাৎ
কারাদি দ্বারা উক্ত ও অনুক্ত যে সাধ্য তাহা দ্বারা ইহাতে

সাধ্যৈরত্র কিম্বা কিয়দা মাহাত্ম্যমুপপন্নমিত্যর্থঃ । যতো
য ঐশ্বরঃ কৃতিভিঃ কথঞ্চিৎ তৎসাধনামুকুলকর্যা ভক্ত্যা
কৃত্তার্থৈঃ সদ্য' স্তদেক লক্ষণমেব ব্যাপ্য হৃদি স্থিরী
কিয়তে । স এবাত্র শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিরেব তৎক্ষণমারভ্য
সর্বদৈবেতি । তস্মাদত্র কাণ্ডত্রয় রহস্যস্য প্রযুক্ত প্রতি
পাদনাদে বিশেষত ঐশ্বর্যাকর্ষি বিদ্যারূপহাচ্চ ইদমেব
সর্বশস্ত্রেভ্যাঃ শ্রেষ্ঠং । অতএবাত্তেতি পদস্য দ্বিরুক্তিঃ
কৃত্তা সা হি নির্ধারণার্থেতি । অতো নিত্যমেতদেব সর্বৈ-
রেব শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ ১ ॥

কিম্বা “কতই বা” মাহাত্ম্য উপপন্ন হইয়াছে । যে হেতু পুণ্য
শালী জন সকল কোন প্রকারে সেই সেই সাধনের ক্ষমায়
লব্ধভক্তি ব্যক্তি কৃত্তার্থ হইয়া যে ঐশ্বরকে সদ্যঃ অর্থাৎ সেই
এক ক্ষণকে ব্যাপিয়া হৃদয় মধ্যে স্থিরীকৃত করেন । অথবা
সময়কে সেই ঐশ্বরকে শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণেচ্ছু জন সকল শ্রবণে
ছার আরম্ভ করিয়া সর্বদাই স্থিরীকৃত করিয়া রাখেন ।

অতএব এই শ্রীমদ্ভাগবতে কাণ্ডত্রয় রহস্যের প্রকৃত রূপে
প্রকাশ প্রতিপাদনাদি হেতু ও বিশেষতঃ ঐশ্বর্যাকর্ষি বিদ্যা-
রূপ প্রযুক্ত এই শ্রীমদ্ভাগবতই সকল শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ
হইয়াছেন ।

অতএব “অত্র” এই পদের দ্বিরুক্তি হইয়াছে তাহা কেবল
নির্ধারণের নিমিত্ত । এই হেতু এই শ্রীমদ্ভাগবতই সকল

শ্রীবেদব্যাসঃ ॥ ২২৩ ॥

তদেবং শ্রীশুকহৃদয়মপি সঙ্গমিতং স্যাৎ । অতঃ চতুঃ
শ্লোকী প্রসঙ্গেহপি শ্রীভগবান্‌বার্থঃ । সহি স্বজ্ঞানাত্ম-
পদেশেন স্বমেবোপদিদেশ । তত্র পরম ভাগবতায় ব্রহ্মণে
শ্রীভাগবতাত্ম্যং নিজ শাস্ত্রমুপদেষ্টুং তৎ প্রতি পাদ্যতমং
বস্তু চতুর্ক্ষয়ং প্রতিজ্ঞানীতে ।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে বহিঃজ্ঞানসমম্বিতং ।

সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ১০২ ॥

ব্যক্তিরই নিত্য শ্রবণ করা কর্তব্য ॥ ১২৩ ॥

সেই হেতু এই প্রকারে শ্রীশুকদেবের হৃদয়ও শ্রীমদ্ভাগ-
বতে মিলিত হইয়াছে । অভাব চতুঃশ্লোকী প্রসঙ্গেও
শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ শ্রীভগবান্‌ই হইয়াছেন । ঐ ভগবান্
বায় জ্ঞানাদি উপদেশ দ্বারা আপনাকেই উপদেশ করিয়া-
ছেন । সে স্থলে পরম ভাগবত ব্রহ্মাকে শ্রীভাগবত নামক
নজ শাস্ত্র উপদেশ করিবার নিমিত্ত অতিশয় রূপে প্রতি পাদ্য
বস্তু চতুর্ক্ষয় প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে ॥

২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে যথা ॥

ব্রহ্মার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভগবান্‌ কহিতে লাগিলেম
হে ব্রহ্মন্ ! তুমি শাস্ত্রার্থ জ্ঞান, অনুভব, ভক্তি এবং ভক্তির
সাধন এই চারিটী গ্রহণ কর, আমি বলিতেছি ॥ ১০২ ॥

মে মম ভগবতো জ্ঞানং শব্দ দ্বারা যথার্থ্য নির্দ্ধারণং ।
 মথা গদিতং সৎ গৃহাণ । ইত্যন্যো ন জানাতীতি ভাবঃ ।
 যতঃ পরম গুহ্যং ব্রহ্মজ্ঞানাদপি রহস্যতমং । মুক্তানা
 মপি সিদ্ধানামিত্যাদেঃ । তচ্চ বিজ্ঞানেন তদনুভবেনাপি
 যুক্তং গৃহাণ । নচৈতাবদেব কিঞ্চ সরহস্যং । তত্রাপি
 রহস্যং যৎ কিমপ্যস্তি তেনাপি সহিতং । তচ্চ প্রেম
 ভক্তিরূপমিত্যাগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে । তথা তদঙ্গক গৃহাণ
 তচ্চ সতি ত্বপরাধাখ্য বিঘ্নেন ঋটিতি বিজ্ঞান রহস্যে প্রক
 টয়েৎ । তস্মাৎ তস্য জ্ঞানস্য সহায়ক গৃহাণেত্যর্থঃ ।

তাৎপর্য্য আমি যে ভগবান্ আমার জ্ঞান, শব্দ দ্বারা
 যথার্থ বস্তুর নির্দ্ধারণ । আমি কর্তৃক কথিত হইতেছে গ্রহণ
 কর । ইহা অন্য কেহ জানে না, যে হেতু পরম গুহ্য জ্ঞান
 হইতেও অতিশয় গোপনীয় । কারণ ৬ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের
 ৪ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, মুক্ত ও সিদ্ধগণের সম্বন্ধে ঐ জ্ঞান
 পরম দুর্লভ । যাহা হউক তুমি বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবের
 সহিত যুক্ত ঐ জ্ঞান গ্রহণ কর । কেবল এতাবমাত্র নহে
 আরও রহস্যের সহিত তাহাতেও আবার যে কোন অনির্বা-
 চনীয় রহস্য আছে তাহারও সহিত । ঐ রহস্য প্রেমভক্তি
 রূপ ইহা অগ্রে প্রকাশ হইবে । তথা তাহার অঙ্গ গ্রহণ কর
 ঐ অঙ্গ অপরাধ নামক বিঘ্ন সত্তে শীঘ্র জ্ঞানও রহস্য প্রকটন
 করিতে পারে না, অতএব সেই জ্ঞানের সহায়ও গ্রহণ কর ।

তচ্চ শ্রবণাদি ভক্তিরূপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে । যত্না ।
সরহস্যগিতি তদঙ্গস্যৈব বিশেষণং । স্তূহদোরিব মিথঃ
সম্বন্ধকয়োরেকত্রাবস্থানাং । তত্র সাধ্যমো বিজ্ঞান রহস্য-
য়োরাবিভাবার্থমাশিষং দদাতি ॥ ১২৪ ॥

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ ।

তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্ত তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ১০৩ ॥

যাবান্ স্বরূপতো যৎপরিমাণকোহহং । যথাভাবঃ সত্তা
যমোতি বল্লক্ষণোহহমিত্যর্থঃ । যানি স্বরূপান্তরঙ্গ রূপানি
শ্যামস্ব চতুর্ভূজত্বাদীন গুণা ভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ কর্ম্মাণি

সেই সহায় শ্রবণাদি ভক্তি রূপ, ইহা অগ্রে প্রকাশ হইবে ।
অথবা সরহস্য এই পদ তদঙ্গের বিশেষণ জানিতে হইবে
কেন না স্তূহদুয়ের ন্যায় পরস্পর সম্বন্ধক উভয়ের একত্র
অবস্থান হইয়াছে ॥ ১২৪ ॥

তন্মধ্যে সাধ্য যে বিজ্ঞান ও রহস্য এই দুইয়ের আবির্ভাব
নিমিত্ত আশীর্বাদ প্রদান করিত্রেছেন ॥

২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে ॥

ভগবান্ কহিলেন আমার যে প্রকার স্বরূপ, যাদৃক্ সত্ত্ব,
আর আমার গুণ ও কর্ম্ম যে রূপ, আমার অনুগ্রহে এ সাক-
্ষের যথার্থ জ্ঞান এখনি তোমার হউক ॥ ১০৩ ॥

যাবান্ অর্থাৎ স্বরূপতঃ আমি যে পরিমাণ হইয়াছি । যথা
ভাব ইহার অর্থ যে রূপ আমার সত্তা অর্থাৎ যে রূপ আমার

ভক্তলীলা যস্য ন যজ্ঞপ গুণকর্মকোহহং । তথৈব তেন
 তেন সর্বেণ প্রকারেণৈব তদ্ব্যবজ্ঞানং যথাখ্যানুভবে
 মদমুগ্রহাৎ তে তবাস্তু ভবতাদিতি । এতেন চতুঃশ্লো-
 কার্থস্য নির্বিশেষত্বং স্বয়মেব পরাস্তুং । বক্ষ্যতেচ চতুঃ
 শ্লোকীমেবোপদিশতা শ্রীভগবতা স্বয়মুক্তবং প্রতি ।
 পুরা যয়েত্যাদৌ জ্ঞানং পরং মন্যাহিমাভাসমিতি । তদ্ব

লক্ষণ হইয়াছে । অপর যজ্ঞপ অর্থাৎ আগার নিজের শ্যামত্ব
 ও চতুর্ভূজত্বাদি অন্তরঙ্গ রূপ । আমার, ভক্তবাৎসল্যাদি
 গুণ এবং সেই সেই লীলাদি কর্ম বাহার সেই আমি যজ্ঞপ
 গুণ ও কর্ম নিশ্চয় হইয়াছে, তথৈব অর্থাৎ সেই সেই সর্ব
 প্রকারেই তদ্ব্যবজ্ঞান অর্থাৎ যথাখ্যানুভব আমার অনু-
 গ্রহে তোমার হউক । ইহার দ্বারা চারি শ্লোকের বে নির্বিশে-
 শেষ ব্রহ্ম পরত্ব অর্থ তাহা যয়ংই পরাস্ত হইল ॥

চতুঃশ্লোক উপদেশক শ্রীভগবান্ স্বয়ং উক্তবের প্রতি
 ৩ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে কহিবেন ॥

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে

পাশ্বে নিবন্ধায় মমাদি সর্গে ।

জ্ঞানং পরং মন্যাহিমাভাসং

যৎ সূর্যো ভাগবতং বদন্তি ॥

শ্লোকার্থ । হে উক্তব ! পূর্বে আমি কহে সৃষ্টির উপক্রম
 সময়ে আমি আপনার নাভিপাশ্বে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আর

বিজ্ঞান পদেন রূপাদীনামপি স্বরূপ ভূত্বং ব্যক্তং । অত্র
বিজ্ঞানশীঃ স্পষ্টা রহস্যশীশ্চ পরমানন্দাত্মক তত্তদ্বাখ্য-
র্থ্যামু হবেনাবশ্যং প্রেমোদয়াৎ । তদেবাভিধেয় চতুর্কয়ং
চতুঃশ্লোক্য নিরূপয়ন্ প্রথমং জ্ঞান বিজ্ঞানার্থং স্বলক্ষণং
প্রতিপাদয়তি দ্বাভ্যাং তত্র জ্ঞানার্থমাহ ॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদস্যং সদসং পরং ।

মহিমা প্রকাশক পরম জ্ঞান কহিয়াছিলাম, জ্ঞানিগণ তাহা-
কেই ভাগবত বলিয়া থাকেন ॥

তদ্বি জ্ঞান এই পদে রূপাদিরও স্বরূপ ভূত্ব প্রকাশ
হইল । এস্থলে বিজ্ঞানশীর্বাদ স্পষ্ট, রহস্যশীর্বাদও পরমা-
নন্দ স্বরূপ সেই সেই যথার্থের অন্তর্ভব দ্বারা প্রেমোদয় হইয়া
থাকে ॥

সেই চারিটী অভিধেয়কে চারি শ্লোক দ্বারা নিরূপণ
করত প্রথমে জ্ঞান ও বিজ্ঞান নিমিত্ত নিজস্বরূপকে দুই শ্লোক
দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন । মধ্যম জ্ঞান নিমিত্ত নিজ স্বরূপ
কহিতেছেন ॥

২ স্বক্কের ৯ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন হে ব্রহ্মন্ ! এই সৃষ্টির পূর্বে আমিই
ছিলাম, আন্য কিছুই ছিল না, স্থল ও সূক্ষ্ম জগতের কারণ
যে প্রকৃতি তাহাও তখন ছিল না, তৎকালে ঐ প্রকৃতি
অন্তর্মুখতা রূপে বিলীন হইয়া থাকে, পরন্তু তৎকালে কেবল

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যতে সোহস্ম্যহং ॥ ১০৪ ॥

অত্রাহং শব্দেণ তদন্তা মূর্ত্ত এবোচ্যতে নতু ব্রহ্ম তদ-
বিষয়ত্বাৎ । আত্মজ্ঞানতাৎপর্য্যকত্বতু তত্ত্বমসীতি বৎ
ত্বমেবাসীরিত্যেব বক্তৃমুপযুক্তত্বাৎ । ততশ্চায়মর্থঃ ॥

সম্প্রতি ভবন্তু প্রতি প্রাত্তুর্ভবন্নগৌ পরম মোহন শ্রীবিগ্র
হোহহমেবাগ্রে মহাপ্রলয়কালেহপ্যাসমেব ॥

বাত্তদেবোণ ইদমগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা নচ শঙ্করঃ । একো
নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান ইত্যাদি ক্রটিভ্যাঃ ॥

আমি ছিলাম সত্য, কিন্তু কিছুই করি নাই অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়
হইয়া থাকি । সৃষ্টির পূর্বেও আমি আছি, এই যে জগৎ
দেখিতেছ ইহাও আমি, ফলতঃ আমি অনাদি অনন্ত এবং
অবিতীয় প্রযুক্ত পূর্ণ স্বরূপ ॥ ১০৪ ॥

এস্থলে অহং শব্দ দ্বারা তদন্তা মূর্ত্তিমানই কথিত হইয়া
ছেন, নির্বিশেষ ব্রহ্মা কথিত হইলেন নাই । যে হেতু ব্রহ্ম
বক্তার বিষয় নহেন । আত্মজ্ঞান তাৎপর্য্য বিষয়ে সেই
ব্রহ্ম তুমি হইয়াছ ইহার ন্যায়, যে হেতু ইহাই বলিবার
নিমিত্ত উপযুক্ত হইয়াছে । সেই হেতু ইহার এই অর্থ যে
এখন তোমার নিকট প্রাত্তুভূত হইলাম । এই পরম মনো
হর শ্রীবিগ্রহ রূপ যে আমি সেই আমিই অগ্রে অর্থাৎ মহা-
প্রলয় কালেও বর্ত্তমান ছিলাম ॥

সৃষ্টির পূর্বে বাস্তদেবই ছিলেন ব্রহ্মা ও মহাদেব

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুরিত্যাদি তৃতী-
য়াৎ । অতো বৈকুণ্ঠ তৎপার্বদাদীনামপি তদুপাস্ত্বা
দহং পদেনৈব গ্রহণং । রাজাহসৌ 'প্রযাতীতি বৎ ।
তন্ত্বেষাং তবদেব স্থিতি বোধ্যতে ॥ ২২৫ ॥

তথাচ রাজপ্রশ্নঃ ॥

ম চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্তিত্বাদ্ভবাপ্যয়ঃ ।

ছিলেন না । এক নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা ও শিব ছিলেন না
ইত্যাদি জ্ঞাপ্তি প্রমাণ হেতু ॥

৩ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে । জীবগণের আত্ম-
স্বরূপ এবং সকলের স্বামী গেই পরমাত্মা, যিনি সৃষ্টি কালে
নানা বুদ্ধিতে উপলব্ধিত হয়েন, তাঁহার আত্মমায়া লীনা
হইলে সৃষ্টির পূর্বে এই বিশ্ব এক মাত্র ভগবৎ স্বরূপ হইয়া
ছিল অর্থাৎ তৎকালে জ্ঞেয়া বা দৃশ্য কিছুই ছিল না, এই
চলন হেতু ॥

অতএব বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠের পার্বদ সকলেরও ভগবানের
উপাস্ত্ব প্রযুক্ত অহং শব্দ দ্বারাই গ্রহণ । এই রাজা গমন
করিতেছেন, ইহার ন্যায় জানিতে হইবে । অতএব তাঁহার
যায় বৈকুণ্ঠাদির স্থিতি বোধ হইতেছে ॥ ২২৫ ॥

২ স্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে রাজপ্রশ্ন যথা ॥

পরীক্ষিৎ কহিলেন হে ব্রহ্মন্ ! যাঁহা হইতে এই বিশ্বের
সৃষ্টি স্থিতি প্রণয় হইয়া থাকে, গেই মায়েশ অন্তর্যামী পুরুষ

মুক্তাজ্জগায়াং মায়েশঃ শেতে সর্ব্বগুহ্যশয় ইতি ॥

শ্রীবিদুরপ্রশ্নশ্চ ॥

তত্ত্বানাং ভগবন্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ ।

তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উদ্ভিদনুশেরত ইতি ॥

কাশীথণ্ডেহপ্যুক্তং শ্রীধ্রুবচরিতে ॥

নচ্যবন্তে হপি যদ্বক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি ।

অতোহ্চুতো হখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোহব্যয়
ইতি ॥ ২২৬ ॥

আজ্ঞা মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে রূপ অবলম্বন করিয়া শয়ন করেন, এ বিষয় যথাতত্ত্ব বর্ণন করুন ॥

৩ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে শ্রীবিদুরের প্রশ্ন যথা ॥

বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনে! আপনি যে সকল তত্ত্বের কথা কহিলেন সে সমুদায়ের লয় কত প্রকার হর? প্রলয় কালে পরমেশ্বর শয়ন করিলে, রাজা যেমন শয়ান হইলে অনুজীবীগণ চাঙ্গর গ্রহণ পূর্ব্বক সেবা করে তাহার ন্যায় নিদ্রিত সেই পরমেশ্বরের পশ্চাৎ কোন কোন পদার্থ হুণ্ড হইয়া থাকে? ॥

কাশীথণ্ডেও ধ্রুবচরিতে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

মহাপ্রলয় রূপ আপদ্ কালে যাহার ভক্তগণ চ্যুত হয়ে না, এই হেতু অখিল সংসার মধ্যে ভগবানের একটী নাগ অচ্যুত, তিনি এক, সর্ব্বগামী ও অব্যয় ॥ ২২৬ ॥

অহমেবেত্যেকারণেণ কৰ্ত্তৃত্বস্যারূপত্বাদিকস্য চ ব্যাবৃতিঃ ।

আসমেবেতি তত্রাসম্ভাবনায়া নিবৃতিঃ । তদ্ব্যক্তং যদ্রূপগুণ-
কৰ্ম্মক ইতি ॥

অতএব বরা আসমেবেতি ব্রহ্মাদি বহির্জন জ্ঞানগোচর
সৃষ্টিাদি লক্ষণ ক্রিয়ান্তরস্যৈব ব্যাবৃতিঃ । নতু স্বান্তরঙ্গ
লীলায়া অপি । যথাহধুনাহসৌ রাজা কার্য্যং ন কিঞ্চৎ
করোতীত্যুক্তে রাজ্যসম্বন্ধি কার্য্যমেব নিষিধ্যতে নতু শয়ন
ভোজনাদিকমপীতি তদ্বৎ । যদ্বা ।

অসংগতি দীপ্ত্যাদানেধিত্যস্মাৎ আসং সাম্প্রতং ভবতা

“অহমেব” এই পদে এককার প্রয়োগ হেতু অন্য কৰ্ত্তার
ও নিরাকারাদিরও ব্যাবৃতিঅর্থাৎ অভাব হইয়াছে । “আসমেব”
এইক্রিয়া পদে অসম্ভাবনার নিবৃতি । এইবিষয় উক্ত হইয়াছে ।
“যদ্রূপ গুণ কৰ্ম্মক” অর্থাৎ যে রূপ, যে গুণ ও যে কৰ্ম্ম ।
অতএব কিম্বা ছিলাম ইহার দ্বারা ব্রহ্মা প্রভৃতি বহিরঙ্গ জন
সকলের জ্ঞান গোচর সৃষ্টিাদি স্বরূপ অন্য ক্রিয়ারও ব্যাবৃতি
হইয়াছে, কিন্তু স্বীয় অন্তরঙ্গ ক্রিয়ার ব্যাবৃতি হয় নাই ।
যেমন এই রাজা এখন কিছু কার্য্য করেন না, ইহা বলিতে
রাজ্য সম্বন্ধি কার্য্যকেই নিষেধ করা হইয়াছে, শয়ন ভোজ-
নাদি কার্য্য সকলের নিষেধ হয় নাই তদ্রূপ ।

অথবা অসংগতির অর্থ গতি দীপ্তি ও গ্রহণ, এই হেতু
একণে তোমাকর্ত্তক দৃশ্যমান এই বিশেষ দ্বারা সৃষ্টির



দৃশ্যমাত্ৰৈ বিশেষৈরোত্তরগ্রেহপি বিরাজমান এবাতিষ্ঠ
মিতি নিরাকারত্বাদিকস্যেব বিশেষতো ব্যাবৃতিঃ ।

তদুক্তমেনেন শ্লোকেন সাকার নিরাকার বিমূলক্ষণ কারি-
ণ্যাং মুক্তাফলটীকায়ামপি । নাপি সাকারেষু ব্যাপ্তিঃ ।

তেমাং সাকারাতিরোহিতত্বাদিতি ॥ ২২৭ ॥

ঐতরেয় শ্রুতিশ্চ । আত্মবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ
ইতি ॥

এতেন প্রকৃতীক্ষণতো হপি প্রাগ্ভাবাৎ পুরুষাদপ্যুত্তম-
ত্বেন ভগবজ্জ্ঞানমেব কথিতং ॥

ননু কচিন্মির্নিশেষমেব ব্রহ্মাদিতি শ্রুয়তে তত্রাহ

পূর্বেও আমি বিরাজমান ছিলাম, ইহার দ্বারা বিশেষ রূপে
নিরাকার বিমূৰ্ণ লক্ষণ কারিণী মুক্তাফল টীকাতেও এই বর্ণিত
শ্লোক দ্বারা উহা উক্ত হইয়াছে । সাকার সকলেও অব্যাপ্তি
হয় নাই, যে হেতু তাঁহাদের আকারের তিরোভাব নাই ॥ ২২৭

ঐতরেয় শ্রুতিও বলিয়াছেন ॥

এই সৃষ্টির পূর্বে পুরুষ রূপ আত্মাই ছিলেন । ইহার
দ্বারা প্রকৃতিতে যে ঐক্ষণ তাহারও প্রাগ্ভাব হেতু পুরুষ
হইতেও উত্তম প্রযুক্ত ভগবানের জ্ঞানই কথিত হইল ॥

যদি বল কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্ম ছিলেন ইহা কোন্ স্থানে
শ্রুত হওয়া যাইতেছে, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন ।



সং কার্য্যং অসং করণং তয়োঃ পবং যদ্রুক্ষ তৎ ন মত্তো-
হন্যৎ কচিদধিকারিণি শাস্ত্রে বা স্বরূপভূতবিশেষব্যুৎপত্ত্য
সমর্থো সৌহৃদ্যমহমেব নির্বিশেষতয়া প্রতিভামীত্যর্থঃ ।
যদ্বা তদানীং প্রাপঞ্চে বিশেষাভাবাৎ নির্বিশেষ চিন্মাত্রা
কারণে বৈকুণ্ঠেতু সর্বিশেষ ভগবদ্রূপেণেতি শাস্ত্রদ্বয়
ব্যবস্থা ॥

এতেন চ ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিত্যত্রোক্তং ভগবজ্জ্ঞান
মেব প্রতিপাদিতং । অতএবাস্য পরম গুহ্যত্বমুক্তং ॥ ১২৮

“নান্যদ্যৎ সদসংপরমিতি” সংকার্য্য, অসং কারণ এই উভ-
য়ের পর ব্রহ্ম তিনি আমা হইতে অন্য নহেন ।

কোথাও বা অধিকারি শাস্ত্র স্বরূপের বিশেষ জ্ঞানের অস-
মর্থো সেই এই ব্রহ্ম আমিই, এইরূপ নির্বিশেষ দ্বারা আমি
প্রতিভাত হইয়া থাকি কিম্বা সৃষ্টির পূর্বে জগতে বিশেষ
জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত কেবল নির্বিশেষ জ্ঞান দ্বারা এবং
বৈকুণ্ঠে সর্বিশেষ ভগবদ্রূপ জ্ঞান দ্বারা সাকার ও নিরাকার
দুই শাস্ত্রের ব্যবস্থা আমিই হইয়াছি ॥

ইহার দ্বারা ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘনীভূত প্রকাশ আমি
হইয়াছি । এ স্থলে ভগবদগীতার ১৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকোক্ত
ভগবজ্জ্ঞান প্রতিপন্ন হইল । অতএব এই জ্ঞানের পরম
গুহ্যত্ব কথিত হইল ॥ ১২৮ ॥

ননু সৃষ্টিরনন্তরং নোপলভ্যসে । তত্রাহ পশ্চাৎ সৃষ্টে
রনন্তরমপ্যহমেবাস্ম্যেব । বৈকুণ্ঠেষু ভগবদাদ্যাকারেণ
প্রপঞ্চেষু স্তূর্ঘ্যাদ্যাকারেণেতি শেষঃ ॥

এতেন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হেতু রহেতুরস্যেত্যাদি প্রতি
পাদিতং ভগবজ্জ্ঞানমেবোপদিষ্টং ॥ ১২৯ ॥

ননু সর্বত্র ঘট পটাদ্যাকারা যে দৃশ্যন্তে তেতু স্বরূপাদি
ন ভবন্তীতি তবাপূর্ণহ প্রসক্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ । যদে-

হে ভগবন্ ! সৃষ্টির পর আপনি উপলব্ধি হইতেছেন
না কেন ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন “পশ্চাৎ” অর্থাৎ সৃষ্টির
পরেও আমিই আছি । আমি বৈকুণ্ঠে ভগবদাদি আকারে
ও জগতে স্তূর্ঘ্যাদি আকারে অবস্থিত আছি । এতদ্বারা
১১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে “সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হেতু
রহেতুরস্য” অর্থাৎ পিঙ্গলায়ন কহিলেন, হে নরেন্দ্র ! যিনি
এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু ও স্বয়ং অহেতু এবং
যিনি স্বপ্ন জাগ্রৎ সুষুপ্তি কালে ও সমাধিতে সজ্ঞপে বর্তমান,
আর দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ ইহারা বাঁহার দ্বারা জীবিত আশ্রিত
বিচরণ করে, তাঁহাকেই পরম সত্ত্ব জানিবে, এই শ্লোক
প্রতিপাদিত ভগবজ্জ্ঞানই উপদিষ্ট হইল ॥ ১২৯ ॥

হে ভগবন্ ! সর্বত্র যে ঘট পটাদি আকার দৃষ্ট
হইতেছে তাহা ত আপনার রূপ নহে, ইহাতে আপনার

+

ভগবৎসন্দর্ভঃ ।]

ষট্‌সন্দর্ভঃ ।

+

৫৪১

তদ্বিশ্বং তদপ্যহমেব মদনন্যত্বাৎ নদাত্মকমেবেত্যর্থঃ ॥

অনেন । মোহয়ং তেহভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ।

সাগাসেন হরেনান্যদন্যত্বাৎ সদসচ্চ যদি ত্যাভ্যুক্তং ভগ-
বজ্জ্ঞানমেবোপদিষ্টং ॥ ১৩০ ॥

তথা প্রণয়ে যোহবশিষ্যত মোহহমেবাস্ম্যেব । এতেন
ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুরিত্যাভ্যুক্তং

অপূর্ণত্ব প্রসক্তি হইতেছে, ব্রহ্মা যদি এরূপ আশঙ্কা করেন
তাহাতে ভগবান্ কহিলেন । এই যে বিশ্ব দেখিতেছ তাহাও
আমি, যে হেতু আগা হইতে ভিন্ন না হওয়ায় এই জগৎ
আমারই স্বরূপ ।

২ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে ব্রহ্মা নারদকে কহি-
লেন, হে তাত ! বিশ্ব প্রকাশক সেই ভগবানের স্বরূপ এই
তোমাকে কহিলাম, হে পুত্র ! ভগবান্ হরি ভিন্ন কার্য্য
অথবা কারণ কিছুই নাই, পরন্তু তিনি কার্য্য কারণ স্বরূপ
হইলেও অন্য কার্য্য কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত ॥

ইহার দ্বারা উক্ত ভগবজ্জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৩০ ॥

তথা প্রণয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও আমিই হই-
য়াছি । ইহার দ্বারা ৩ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে উক্ত
ভগবজ্জ্ঞান উপদিষ্ট হইল । যথা ।

বৈদ্রোয় কহিলেন জীবগণের আত্মা স্বরূপ সকলের আমি

ভগবন্ত্‌জ্ঞানমেবোপদিকং ।

তথা পূর্বং স্বানুগ্রহ প্রকাশ্যেহেন প্রতিজ্ঞাতং যাবত্ত্বং
সর্বকালদেশোপরিচ্ছেদাত্ত্ব জ্ঞাপনয়োপদিকং । এবং
নান্যদ্যৎ সদসৎপরমিত্যেনেত্র ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমতি
জ্ঞাপনয়া যথাভাবত্বং । সর্বাকারাবয়বি ভগবদাকার
নির্দেশেন বিলক্ষণান্ত রূপত্ব জ্ঞাপনয়া যদ্রূপত্বং ।
সর্বাশ্রয়তা নির্দেশেন বিলক্ষণানন্তগুণত্বজ্ঞাপনয়া যদ্

মেই পরমাত্মা, যিনি সৃষ্টি কালে নানা বুদ্ধিতে উপলব্ধিত
হয়েন, তাঁহার আত্মমায়া লীলা হইলে, সৃষ্টির পূর্ব এই বিশ্ব
একমাত্র ভগবৎ স্বরূপ হইয়াছিল অর্থাৎ তৎকালে দ্রষ্টা বা
দৃশ্য কিছুই ছিল না ।

তথাপূর্বের স্বায় অনুগ্রহ দ্বারা প্রকাশ্যত্ব রূপে প্রতিজ্ঞাত
তুমি যে পারমাণ, অর্থাৎ সর্বকাল ও সর্ব দেশের অপরি-
চ্ছেদ্যত্ব জ্ঞাপন নিমিত্ত উপনিষ্ট হইল । এই প্রকারে
“নান্যদ্যৎ সদসৎ পরং” এতদ্বারা ভগবদ্ব্যক্তির ১৪ অধ্যায়ে
“ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ” এই ২৭ শ্লোকের জ্ঞাপন দ্বারা
“যথা ভাবত্বং” অর্থাৎ তুমি যে প্রকার সত্ত্ববিশিষ্ট সঙ্গ-
প্রকারে আকারের অবয়বি যে ভগবদাকার তাহার নির্দেশ
দ্বারা বিলক্ষণ অনন্তরূপত্ব জ্ঞাপন হেতু “যদ্রূপত্বং” অর্থাৎ
তুমি যে রূপ । সর্বাশ্রয়ত্ব নির্দেশ দ্বারা বিলক্ষণ অনন্ত
গুণত্ব হেতু “যদগুণত্বং” অর্থাৎ তুমি যে রূপ গুণবিশিষ্ট ।

গুণঃ । স্থিতি স্থিতি প্রলয়োপলক্ষিত বিবিধ ক্রিয়াশ্রয়ত্ব
কথনেনালৌকিকামন্ত ধর্মত্ব জ্ঞাপনয়া যৎ কর্মত্বং
চ ॥ ১৩১ ॥

অথ তাদৃশ রূপাদি বিশিষ্টস্যাত্মনো বিজ্ঞানার্থং ব্যতিরেক
মুখেন মারালক্ষণমাহ । ধাত্ত্বার্থমিত্যাदि ॥ ১০৫ ॥

পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমেব । সংক্ষেপশ্চায়মর্থঃ পরমপুরুষার্থ

ষ্ট স্থিতি প্রলয়োপলক্ষিত বিবিধ ক্রিয়ার আশ্রয়ত্ব কথন
রা অলৌকিক অনন্ত কর্মত্ব জ্ঞাপন হেতু “বৎকর্মত্বং”
র্থাৎ তোমার যে রূপ কর্ম ॥ ১৩১ ॥

অনন্তর উক্তপ্রকার রূপাদি বিশিষ্ট আত্মার বোধ নিমিত্ত
তিরেক মুখে মায়ার লক্ষণ বলিতেছেন ॥

২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে যথা ॥

“ধাত্ত্বার্থঃ যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।

তদ্বিন্যাদাত্মনোমায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ” ।

শ্লোকার্থ । হে ব্রহ্মন ! মহাভূত সকল যেমন স্থিতির পরে
ভৌতিক পদার্থে প্রবেশ করে, ক্ষিত্ব স্থিতির পূর্ব্ব তাহাদের
রণ হওয়াতে সে সকলে অপ্রবিষ্ট থাকে, তদ্রূপ আমিও
ত. ভৌতিক পদার্থে প্রবিষ্ট এবং ঐ সকলে অপ্রবিষ্ট আছি
র্থাৎ আমার সত্তা ঐ রূপ ॥ ১০৫ ॥

উক্ত শ্লোক পূর্ব্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এক্ষণে সংক্ষেপ
র্থে এই যে । অর্থ শব্দে পরম পুরুষার্থ স্বরূপ আমা ব্যতি-

ভূতং মায়াতে মদর্শনং অন্যত্রৈব যৎ প্রতীয়েত । যচ্চাত্মনি
ন প্রতীয়েত মাং বিনা স্বতঃ প্রতীতিরপি যস্য নাস্তীত্যর্থ
তত্ত্বস্ত আত্মনো মম পরমেশ্বরস্য মায়াং বিদ্যাৎ । তত্রদৃষ্ট
স্তঃ । যথা ভাসঃ প্রতিবিম্বরশ্মিঃ । যথাচ তমস্তিমিরমিতি
তত্রাত্মস্য তাদৃশত্বং স্পষ্টমেব । তমসোহপি জ্যোতি
র্দর্শনাদন্যত্রৈব প্রতীতে জ্যোতিরাত্মকং চক্ষুর্বিনাচ
প্রতীতেতিতি । বিদ্যাাদিতি প্রথম পুরুষ নির্দেশস্যাহয়
ভাবঃ । অন্যান্ প্রত্যেব খল্বয়মুপদেশস্তত্ত্ব মদন্তস্তা
সাক্ষাদেবানুভবয়সীতি । এবং মায়িক দৃষ্টমতৌত্যা

রেকে অর্থাৎ আমার দর্শন ভিন্ন অন্যত্র যাহা প্রতীত হয়
আত্মাতে যাহা প্রতীত হয় না অর্থাৎ আমি ব্যতিরেকে
আপনা হইতে যাহার প্রতীতি নাই, সেই বস্তু আত্মা অর্থাৎ
পরমেশ্বর যে আমি আমার মায়া জানিবে । এই বিষয়ে দৃষ্টব্য
যেমন আভাস প্রতিবিম্বে কিরণ আর যেমন তমঃ অর্থাৎ
তিমির । এই দুই মধ্যে আভাসের তাদৃশত্ব স্পষ্টই আছে
জ্যোতিঃ দর্শনের অন্যত্রোও তিমিরের জ্ঞান হইয়া থাকে
চক্ষুঃ ব্যতিরেকে তিমিরের প্রতীতি হয় না ।

“বিদ্যাৎ” এই ক্রিয়ায় প্রথম পুরুষ নির্দেশের এই ভা
অন্যের প্রতিই নিশ্চয় এই উপদেশ, কিন্তু তুমি আমার দ
শক্তি দ্বারা সাক্ষাতেই অনুভব কর । এই প্রকার মায়িক

রূপাদি বিশিষ্টং মামনুভবেদিতি ॥ ১৩২ ॥

ব্যতিরেক মুখে নানুভাবনস্যাং ভাবঃ । শব্দেন নিক্রুপিত
স্যাপি মৎ স্বরূপাদে মায়াকার্য্যাবেশেনৈবানুভবো ন
ভবতি তত স্তদর্থং মায়া ত্যাজনমেব কর্তব্যমिति ।
এতেন তদবিনাভাবাং প্রেমাণ্যনুভাবিত ইতি গম্য-
তে ॥ ১৩৩ ॥

অথ তস্যৈব প্রেমো রহস্যত্বং বোধয়তি ।

যথা মহাস্তি ভূতানি ভূতেষু চাবশেষনু ।

দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া রূপাদি বিশিষ্ট আমাকে অনুভব
করিবে ॥ ১৩২ ॥

ব্যতিরেক মুখে অনুভবের এই ভাবার্থ । শব্দের দ্বারা
নিক্রুপিত আমার শরীরাদির মায়া কার্য্য জগতের আবেশ
দ্বারা অনুভব হয় না অতএব তন্নিমিত্ত মায়া ত্যাগ করা
কর্তব্য । এতদ্বারা তাহার অবিনা ভাব অর্থাৎ মায়া ত্যাগ
নের সহিত মৎস্বরূপাদির অনুভবের নিয়ত সম্বন্ধ প্রযুক্ত
প্রেমই যে অনুভাবিত ইহা বোধগম্য হইতেছে ॥ ১৩৩ ॥

অনন্তর সেই প্রেমেরই রহস্যত্ব জানাইতেছেন ।

২ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে ব্রহ্মার প্রতি

শ্রীভগবাক্য যথা ॥

হে ব্রহ্মন্ ! মহাকৃত সকল যেমন সৃষ্টির পরে ভৌতিক
পদার্থে প্রবেশ করে, কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে তাহাদের কারণ

প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষহং ॥ ১০৬ ॥

যথা মহাভূতানি ভূতেষু প্রবিষ্টানি বহিঃ স্থিতান্যপি অনু-
প্রবিষ্টানাস্তুঃ স্থিতানি ভাঙ্গি । তথা লোকাভীত বৈকুণ্ঠ
স্থিতত্বেনাপ্রবিষ্টোহপ্যহং । তেষু তদ্ভদ্রাণ বিখ্যাতেষু
নতেষু প্রণতজনেষু প্রবিষ্টো হৃদি স্থিতোহহং ভামি । অত্র
মহাভূতানামংশভেদেন প্রবেশাপ্রবেশৌ তস্যাত্ম প্রকাশ-
ভেদেনেতি ভেদেহপি প্রবেশাপ্রবেশমাত্র সাম্যেন দৃষ্টন্তুঃ
তদেবং তেষাং তাদৃগাত্মবশকারিণী প্রেমভক্তি নাম

হওয়াতে সে সকলে প্রবিষ্ট থাকে, তদ্রূপ আমিও ভূত
ভৌতিক পদার্থে প্রবিষ্ট এবং ঐ সকলে অপ্রবিষ্ট আছি
অর্থাৎ আমার সত্তা ঐরূপ ॥ ১০৬ ॥

তাৎপর্য্য । যেমন মহাভূত ভূত সকলে অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ
বাহিরে স্থিত হইয়াও অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ অন্তরস্থ রূপে
প্রকাশ পায়, তদ্রূপ আমিও লোকাভীত বৈকুণ্ঠে অবস্থিতত্ব
প্রযুক্ত সেই সকল ভূত ভৌতিকে অপ্রবিষ্ট হইয়াও প্রণত
জন সকলে প্রবিষ্ট অর্থাৎ তাহাদের হৃদয়ে স্থিত হইয়া আমি
প্রকাশ পাইতেছি । এস্থলে মহাভূত সকলের অংশ ভেদ
দ্বারা প্রবেশ ও অপ্রবেশ হইয়াছে কিন্তু ভগবানের প্রকাশ
ভেদ দ্বারা ভেদ হইলেও প্রবেশ ও অপ্রবেশ মাত্র সাম্যে
দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে, অতএব এই প্রকার সেই সকল নত
ব্যক্তিদিগের যাদবত্বাদি রূপ যে আমি আমার বশকারিণী

রহস্যমিতি সূচিতং ॥ ১৩৪ ॥

তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাতি .

স্তাভির্য এব নিজ রূপতয়া কলাভিঃ ।

গোলোক এব নিবসতাখিলাত্মভূতো।

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

প্রেমাজ্ঞানচ্ছুরত ভক্তিবিলোচনেন

সমুঃ সনৈব হৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি ।

তং শ্যামসুন্দরমচিস্ত্যগুণস্বরূপং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ইতি ॥

যে ভজান্তচ মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহমিতি

আমার প্রেগভক্তি নামক রহস্য ইহা সূচিত হইল ॥ ১৩৪ ॥

ব্রহ্মসংহিতার ৩৭।৩৮। শ্লোকে ॥

যিনি আনন্দ চিন্ময় রসে পরিভাবিতা গোপীগণের সহিত
নিত্য গোলোকে বাস করিতেছেন এবং ঐ সকল গোপী-
যাঁহাকে চিন্তা করিয়া তদীয় নিজরূপতা প্রাপ্ত হইয়া সহ-
ধর্ম্মিণী হইয়াছেন, সেই অখিল জীবের অন্তরাত্মা আদি পুরুষ
গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥

সাধুগণ প্রেমাজ্ঞান খচিত ভক্তিরূপ বিমল চক্ষুর্বারা
সর্বদা হৃদয় মধ্যে অচিস্ত্য গুণ স্বরূপ শ্যামসুন্দরকে অবলো-
কন করিয়া থাকেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি

শ্রীগীতোপনিষদশ্চ ॥

যদ্বা । তেষু যথা তানি বহিঃস্থিতানি চাস্ত্যঃ স্থিতানি চ
ভান্তি তদন্তেষ্যপ্যহমন্তর্মনোবুত্তি বহিরিন্দ্রিয় বৃত্তিষুচ
বিস্কুরামোতি । ভক্তেষু সর্ব্বথাহনন্যবৃত্তিতা হেতুর্নাম
কিমপি স্ব প্রকাশঃ প্রেমাখ্যমানন্দাত্মকং বস্তু রহস্য
মিতি ব্যঞ্জিতং ॥ ১৩৬ ॥
তথৈব শ্রীব্রহ্মণোক্তং ॥

ভজনা করি ॥

শ্রীভগবদগীতার ৯ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে অর্জুন! যে সকল সাধকেরা
আমাকে ভক্তি পূর্ব্বক ভজনা করেন তাঁহারা আমাতে এবং
আমি তাঁহাদিতে বিদ্যমান আছি জানিবে ॥

অথবা সেই সকল ভূতে যে রূপ বহিঃস্থিত মহাভূত সকল
অন্তরস্থ হইয়া দীপ্তি পায়, তদ্রূপ আমিও ভক্তগণের অন্তরে
মনোবুত্তি ও বাহিরে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলে বিশেষ রূপে
প্রকাশ পাই । এতদ্বারা ভক্তসকলে সর্ব্ব প্রকারে অনন্য
বৃত্তিতা হেতু কোন অনির্ব্বচনীয় স্বপ্রকাশ প্রেম নামক অনন্দ
স্বরূপ বস্তু বিদ্যমান আছে এই রহস্য অর্থাৎ দৃঢ় ভাব প্রকাশ
হইল ॥ ১৩৬ ॥

২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মবাক্য যথা ॥

ন ভারতীয়েহং যুযোপলক্ষ্যতে

নৈব ক্ৰাচস্মৈ মনসো যুযা গতিঃ ।

ন মে হৃদীকাণি পতন্ত্যসংপথে

যস্মৈ হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধ্বতোহরিরিতি ॥

যদ্যপি ব্যাখ্যান্তরানুসারেণারমর্থোপলপনীয়ঃ স্যাত্থা
প্যস্মিন্নেব চার্থে তাৎপর্যং । প্রতিজ্ঞা চতুর্কয় সাধনা-
য়োপক্রান্তত্বাৎ । তদনুক্রম গতত্বাক্ত । কিঞ্চ । তস্মি
মুর্থে ন তেষ্বিতি ছিন্নপদমপি ব্যর্থং স্যাৎ । দৃষ্টান্তস্যৈব
ক্রিয়াভ্যামন্বয়োপপত্তেঃ । অপিচ রহস্যত্বং নাগ হেত

ব্রহ্মা নারদকে কহিলেন, হে পুত্র ! আমি উদ্ভিক্ত ভক্তি-
মুক্ত হৃদয়ে সেই ভগবান্ হরির ধ্যান করিয়াছিলাম তাহাতে
তাঁহার প্রভাবেই আমার বাক্য মনঃ এবং ইন্দ্রিয় সকলের
রুত্তি যথার্থ হইয়াছে, সুতরাং আমার বাক্য মিথ্যা দেখিতে
পাওনা এবং আমার মনের গতিও কুত্রাপি মিথ্যা হয় না,
আমার ইন্দ্রিয় সকল কখন অসংপথে গমন করেনা ॥

যদিচ ব্যাখ্যান্তরের অনুসারে এই অর্থ কথনীয় নয়,
কথাপি এই অর্থেই তাৎপর্য জানিতে হইবে । যে হেতু
গারুড়ী প্রতিজ্ঞা সাধনের নিমিত্ত আরম্ভ ও তাঁহার ক্রমাবধৌ
দাগত হইয়াছে ॥

আরো বলি । সেই অর্থে “নতেষু” এই ছিন্ন পদও ব্যর্থ
নয় । দৃষ্টান্তেরও প্রবেশ ও অপ্রবেশ ক্রিয়া দ্বয় দ্বারা সম্বন্ধের

দেব। যৎ পরম দুর্লভং বস্তু দুষ্কোদাসীন জন দৃষ্টি
নিবারণার্থং সাধারণ বস্তুত্তরেণাচ্ছাদ্যতে। যথা চিন্তা-
মণিঃ সম্পূটাদিনা। অতএব। পরোক্কাবাদা ঋষয়ঃ পরো-
ক্ষঞ্চ মম প্রিয়মিতি। শ্রীভগবদ্বাক্যং। তদেবচ পরোক্কা-
ক্রিয়তে যদাশ্রয়ঃ বিরল প্রচারঃ মহত্ত্বস্ত ভবতি ॥ ১৩৭ ॥
অসৌবাদেয়ত্বং বিরল প্রচারত্বং মহত্ত্বঞ্চ। মুক্তিং দদাতি

উপপাত্ত অর্থাৎ সম্ভাব হইয়াছে। আরও বলি, রহস্য নামক
এই যে পরম দুর্লভ বস্তু, ইহা দুষ্ক উদাসীন জনসকলের দৃষ্টি
নিবারণ নিমিত্ত অন্য সাধারণ বস্তু দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে,
যেমন চিন্তামণি রত্ন সম্পূটাদি (কোটা প্রভৃতি) দ্বারা আচ্ছা-
দিত হয় তাহার ন্যায়।

অতএব ১১ স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে

ভগবান্ কহিয়াছেন ॥

মন্ত্ৰ সকল পরোক্কা বাদ বিষয় এবং পরোক্কাই আমার
প্রিয়। যাহা অদেয় বিরলপ্রচার (অপ্রকাশ্য) ও মহৎ হয়,
তাহাকেই (ভক্তিয়োগকেই) পরোক্কা অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ
করিয়া থাকেন ॥ ১৩৭ ॥

ইহার অদেয়ত্ব, বিরল প্রচারত্ব “অপ্রকাশ্যত্ব” ও

মহত্ত্ব যথা ॥

৫ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! যাহারা মুকুলের ভজনা

কহিঁচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিত্যাदि बहुत्रे व्यक्तं । স্বয়ং
চৈতদেব শ্রীভগবতা পরমভক্তাভ্যামর্জুনোক্তবাভ্যাং কঠো-
ক্তৈব কথিতং । সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু যে পরমং বচ
ইত্যাदिना अगोप्यमपि वक्ष्यामीत्यादिना च ॥ ১৩৮ ॥

করেন মুকুন্দ তাঁহাদিগকে যুক্তি দিয়া থাকেন কিন্তু ভক্তি-
যোগ অর্থাৎ স্বয়ং প্রেমভক্তি কখনও কাহাকেও দেন না ॥

ইত্যাদি অনেক স্থানে ব্যক্ত হইয়াছে । ইহা স্বয়ং ভগ-
বান্ পরমভক্ত অর্জুন ও উদ্ধবকে কঠোক্তি দ্বারা কহিয়া-
ছেন ॥

ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ে ৬৪ শ্লোকে

অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবদাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জুন ! যদি চ বিশেষ বিশেষ
স্থানে তোমাকে উপদেশ করিয়াছি তথাপি সন্মাপেক্ষা গুহ্য-
তম আমার উৎকট বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ কর । ইত্যাদি তিন
শ্লোকে ॥

১১ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে

উদ্ধবের প্রতি ভগবদাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে যদুনন্দন ! উদ্ধব এক্ষণে পরম
গোপনীয় বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, যেহেতু তুমি
আমার ভৃত্য, সখ্যৎ ও মখা ॥ ১৩৮ ॥

ইদমেব রহস্যং শ্রীনারদায় স্বয়ং শ্রীভ্রঙ্গাণৈব প্রকটীকৃতং ।
 ইদং ভাগবতং নাম যস্যো ভগবতোদিতং ।
 সংগ্রহোহয়ং নিভৃতীনাম্ ভ্রমেতদ্বিপুলোকুরূ ॥
 যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভনিষ্যতি ।
 সর্বাঅন্যখিলাধারে ইতি সংকল্প বর্ণয়েতি ॥
 তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং স্বামিচরণৈরপি রহস্যং ভক্তিরিতি ।
 অথ কথং তথাভূতং রহস্যমুদয়ীতেত্যপেক্ষায়াং ক্রমপ্রাপ্তঃ

এই রহস্যই স্বয়ং শ্রীভ্রঙ্গা শ্রীনারদের নিকট প্রকাশ
 করিয়াছেন ॥

২ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৫৪ । ৫১ শ্লোকে যথা ॥

ভ্রঙ্গা কহিলেন, হে নারদ ! ইহার নাম ভাগবত, ভগবান
 ইহা আমাকে কহিয়াছিলেন, ইহা বিভূতি সকলের সংগ্রহ
 রূপ, তুমি ইহা বিস্তার করিয়া বর্ণন কর ॥

পরন্তু বৎস ! যে প্রকারে বর্ণনা করিলে মনুষ্যদিগের
 সর্ব্বাভ্যা ও সর্বাধার ভগবান্ হরিতে ভক্তি হইতে পারে ও
 রূপ চিন্তা করত হরিশ্রীনার প্রাধান্য রাখিয়া তজ্জপ বর্ণ
 করিও, দেখিও ইহাতে যেন ভক্তিরসের ব্যাঘাত করি
 কেবল তত্ত্ব বর্ণনা না হয় ॥

অতএব শ্রীস্বামিপাদ সুস্পষ্ট রূপে রহস্য শব্দে ভক্তি
 ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥

রহস্য পর্য্যন্ত সাধকত্বাদ্রহস্যত্বেনৈব তদঙ্গভূতং তদীয়-
সাধনমুপদিশতি ॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।

অম্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎস্যাত্ সর্বত্র সর্বদা ॥ ১০৭ ॥

আত্মানো সম ভগবত স্তব্ধ জিজ্ঞাসুনা প্রেম যথার্থ্য
রূপং রহস্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং
শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ং কিন্তুং যদেকমেব অম্বয় ব্যতি

অনন্তর ঐ রহস্য কি প্রকার প্রকাশ পাইতেছে এই
শ্রীজ্ঞান ক্রম প্রাপ্ত রহস্য পর্য্যন্ত সাধকত্ব হেতু রহস্য
দ্বারা রহস্যের অঙ্গ স্বরূপ ঐ রহস্যের সাধন উপদেশ করিতে-
ছেন ॥

২ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে যথা ॥

যে ব্যক্তি আত্মার তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, তিনি ইহাই বিবেচনা
করবেন, কোন বস্তু, কার্য্য সকলে কারণ রূপে অনুগত এবং
কারণবশ্বায় তাহা হইতে পৃথক্, আর কেই বা জাগ্রদাদি
অবস্থার সাক্ষী স্বরূপে থাকেন, সমাদি কালে তদ্রূপ থাকেন
না, হে ব্রহ্মন্ ! এই রূপ অম্বয় এবং ব্যতিরেক দ্বারা যিনি
থাকেন তিনিই আত্মা ॥ ১০৭ ॥

তাৎপর্য্য । আত্মার অর্থ্যং আমি যে ভগবান্ আমার,
“তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা” অর্থ্যং প্রেমের যথার্থ্য রূপ রহস্যকে যিনি
অনুভব করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনি ইহাই

রেকাভ্যাং বিধিনিষেধাভ্যাং সদা সর্বত্র স্যাৎ উপপদ্যতে
যথা । নহতোহন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ ।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেদिति ॥

ব্যতিরেকেণোপক্রম্য তদুপসংহারে ॥

তস্যাং সর্দাভ্যুনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা ।

শ্রোতব্যাঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্ ণামিত্যম্বয়েন
সর্দা সর্বদেত্যুক্তং ॥ ১৩৯ ॥

ভস্মাৎ স্বজ্ঞান বিজ্ঞান রহস্য তদঙ্গানামুপদেশেন চতুঃ
শ্লোকান্যপি স্বয়ং শ্রীভগবানেবোপদিষ্টং । অতঃ ।

জিজ্ঞাসা করিবেন অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের নিকট ইহাই শিক্ষা
করিবেন । সেই শিক্ষা কি ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন । অম্বয়
ও ব্যতিরেক অর্থাৎ বিধি নিষেধদ্বারা সকল কালে সর্বত্র যে
এক মাত্র বস্তু উপপন্ন হয়, তাহাই ॥

২ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে যথা ॥

হে রাজন্ ! সংসারি পুরুষদিগের মোক্ষ প্রাপ্তির পথ
অনেক আছে সত্য বটে, কিন্তু এই দুই পথ অপেক্ষা সমীচীন
সুখ স্বরূপ নির্বিঘ্ন পথ অন্য নাই, কারণ উহা অশুষ্টি ও হইলে
ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ হয় ॥ ১৩৯ ॥

এই ব্যতিরেক দ্বারা উপক্রম করিয়া তাহার সমাপনে
২ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে যথা ॥

অতএব মনুষ্য যাজ্ঞৈরই সর্দা দ্বারা ভগবান্ হরির

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিত ইতি ভগবচ্ছব্দেন
দদর্শ তত্রাখিল সাহিত্যং পতিমিত্যত্র তাপনী প্রত্যাদ্যমু
কূলিত শ্রীকৃষ্ণলিঙ্গেন চাস্য বক্তৃঃ শ্রীভগবন্তনৈব স্পষ্টঃ
ন জাতু তদংশভূত নারায়ণাখ্য গর্ভোদমিশায়ি পুরু-

প্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা কর্তব্য ॥

এই অম্বয় দ্বারা সর্বত্র সকল কালে ইহা উক্ত হই-
যাচ্ছে ॥ ১৩৯ ॥

অতএব স্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, রহস্য এবং তদঙ্গ সকলের
উপদেশ দ্বারা চতুঃশ্লোকীতেও স্বয়ং ভগবানই উপদিক্ত হই-
য়াছেন ॥

এই হেতু ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মার ঐ তপস্যাত্তে ভগবান্ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপ-
নার পরম শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন ॥

এই শ্লোকে বর্ণিত ভগবৎ শব্দ দ্বারা ॥

উক্ত অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মা দেখিলেন উক্ত রূপ বৈকুণ্ঠে সুনন্দ, নন্দ, প্রবল,
অর্হণ ইত্যাদি প্রধান প্রধান পারিষদগণ কর্তৃক চতুর্দিকে
পরিবেষ্টিত হইয়া অখিল ভক্তের পতি, যজ্ঞের পতি এবং
জগৎ পতি ভগবান্ শ্রীপতি দেবিত হইতেছেন ॥

এস্থানে তাপনী প্রত্যাদির অনুকূলিত শ্রীকৃষ্ণ লিঙ্গ দ্বারাও
ইহার বক্তা শ্রীভগবানই স্পষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার অংশ স্বরূপ

যজ্ঞং । অতএবাস্য মহাপুরাণস্যাপি শ্রীভাগবতমিত্যেব
ব্যাখ্যা ॥ ১৪০ ॥

তথৈবোক্তং । কস্মৈ যেন বিভাষিতোহয়মতুলো জ্ঞান
প্রদীপঃ পুরেত্যাদৌ তচ্ছুদ্ধং নিমলং বিশোকমমৃতং
গত্যং পরং ধীমহীত্যত্র পরশব্দেন ভগবদ্বক্তৃত্বং ।
আদ্যোহবহারঃ পুরুষঃ পরম্যেতি দ্বিতীয়ে ভেদাভি

নারায়ণাখ্য গর্ভেদশায়ী পুরুষ কখনই ইহার বক্তা নহেন ।
অতএব এই মহাপুরাণেরই শ্রীভাগবত বলিয়া আখ্যা হই-
য়াছে ॥ ১৪০ ॥

১২ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে ঐ প্রকারই কথিত
হইয়াছে যথা ॥

পূর্বকালে যিনি এই অতুল্য জ্ঞান প্রদীপ ব্রহ্মার নিকট
প্রকাশ করিয়াছেন, পরে নারদ মুনিকে ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে
এবং যোগীন্দ্র শুকদেবকে আর বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎকে যিনি
কৃপা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, সেই শুদ্ধ, নির্মল, শোক
মহিত, অমৃত, পরম সত্যকে আগরা ধ্যান করি ।

এস্থলেও পর শব্দে ভগবানই বক্তা হইয়াছেন ॥

২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে ॥

প্রকৃতির প্রবর্তক যে পুরুষ তিনিই পরম ব্রহ্ম ভগবানের
আদ্য অবতার, অপর কাল, স্বভাব, কার্য্য, কারণ রূপা
প্রকৃতি মহত্ত্ব, মহাত্মত অহঙ্কার তত্ত্ব, সম্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়

ধানাং । অঃ ।

ইদং ভগবতা পূর্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে ।

স্থিতায় ভগভীতায় কারুণ্যং সংপ্রকাশিৎ ৷ ১ ৷

ইত্যত্রাপি ভগদচ্ছন্দ প্রয়োগঃ । শ্রীনারায়ণ নাভি পঙ্কজে

স্থিতং ব্রহ্মণাং প্রতি স্মরণং শ্রীভগবতা তত্রৈব ব্যাপি

মহাবৈকুণ্ঠং প্রকাশিতং পুরাণং প্রকাশিতমিত্যর্থঃ ।

অনুগতৈকতং দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তাসংসৃতি ॥ ২ ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মণং । ১৪১ ॥

তদেবং সর্দশাস্ত্রাণাং সমন্বয়ঃ স্তম্ভিনেন ভগবতি তথ্যচ

সকল, সমষ্টি শরীর অক্ষয় বিগড়্‌দেহ, স্বরাট্‌ অর্থাৎ বৈরাজ
গুরুষ, স্থাবর জঙ্গম ॥

যে হেতু দ্বিতীয় স্কন্ধে এই ভেদ কথন হইয়াছে অতএব
১২ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে ॥

ভগবান্ নাভিপঙ্কজে অবস্থিত ভবভীত ব্রহ্মাকে প্রীতির
গহিত এই পুরাণ প্রদান করিয়াছিলেন, এখানেও ভগবৎ
শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । শ্রীনারায়ণ নাভিপঙ্কজস্থিত ব্রহ্মার
প্রতি স্মরণং শ্রীভগবান্ মেই স্থলেই ব্যাপি মহা বৈকুণ্ঠকে
প্রকাশ করিয়া এই পুরাণ প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহা
দ্বিতীয় স্কন্ধের ইতিহাসের অনুগত হইয়াছে ॥ ১৪১ ॥

অতএব এই প্রকারে সমস্ত শাস্ত্রেণ সমন্বয় সেই ভগবা-
নেই জানিতে হইবে ॥

সর্বৈশ্চ বৈদৈঃ পরমোহি দেবো জিজ্ঞাস্যো ন্যান্যো বৈদৈঃ
প্রসিদ্ধোত । তস্মাদেনং সর্ববেদানধীত্য বিচার্য্যচ জ্ঞা-
তুমিচ্ছেন্মুমুক্ষুর্নিত্তি চতুর্বেদশিখায়াং ॥

যং সর্বৈ দেবা নমস্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি শ্রী-
সিংহ তাপন্যাং ॥

সর্বৈ বেদা যৎপদমামনস্তি
তপাংসি সর্বাণিচ যদ্বদন্তি ।

নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং
সর্বানুভূতমাত্মানং সাম্পরায়ে ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ চতুর্বেদশিখায় যথা ॥

সকল বেদদ্বারা এক পরম দেবই জিজ্ঞাস্য হইয়াছেন,
বেদ সমূহ দ্বারা অনোর প্রসিদ্ধি (প্রচার) নাই ॥

এই কারণে মুমুক্ষু ব্যক্তি সমস্ত বেদ অধ্যয়ন ও বিচার
করিয়া এই পরম দেবকেই জানিতে ইচ্ছা করেন ॥

শ্রীসিংহতাপনীতে ॥

সকল দেব, সকল মুমুক্ষু ও সমুদায় ব্রহ্মবাদী যঁহাকে
নমস্কার করিয়া থাকেন ॥

অন্য শ্রুতিতে ॥

সমস্ত বেদ যে বস্তুকে স্তব করেন, সমুদায় তপস্যা যঁহাকে
বলিয়া থাকেন এবং যঁহারা বেদজ্ঞ নহে, তাঁহারা যত্ন
কালে সেই বৃহৎ, সর্বানুভূতমি আত্মাকে জানিতে পারে না ॥

তং হ্যোপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীত্যাদিরন্যত্র ।
 বেদৈশ্চ মর্কৈরহমেব বেদ্যোবেদান্ত কৃদেদণিদেব চাহ-
 মিতি শ্রীগৌতোপনিষৎসু ।
 সিদ্ধ স্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম
 ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরণ নীতেষু নিশ্চীয়তে ।
 ইতি পাদ্মে ॥
 সর্কীয়ানামাভিধেয়শ্চ সর্কীবেদেড়িওশ্চ স ইতি স্কান্দে ॥
 নতাঃ স্ম সর্কী বচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাস্ত্রতীতি ॥
 বৈষ্ণবে ॥

পরন্তু সেই উপনিষদেদ্য পুরুষকে আগি জানিতে ইচ্ছা করি ॥

শ্রীভগবদগীতার ১৫ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে ॥

ভগবান্ কহিলেন হে অর্জুন । সমস্ত বেদের বেদিতব্য
 আমিই এবং আমিই বেদান্ত কর্তা ও বেদবেত্তা হইয়াছি ॥

পদ্মপুরাণে যথা ॥

সমস্ত আগম ব্যাপার ও নীতি সকল বিচার করিয়া
 সিদ্ধান্ত করিলে এক ভগবান্ বিষ্ণুই নিশ্চিত হইয়া থাকেন ॥

স্কন্ধপুরাণে ॥

সেই ভগবান্ সকল নামের অভিধেয় ও সমস্ত বেদের
 স্তবনীয় ॥

বিষ্ণুপুরাণে যথা ॥

যাঁহাতে সমস্ত বাক্য নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই

অসার্থঃ । শব্দস্যাহি বৃত্তিমূখ্য লক্ষণ গুণভেদেন ত্রিধা ।
 মুখ্যাপি রুচিযোগ ভেদেন দ্বিধা । তত্র প্রথমং তাবদ্রুক্ষণি
 রুচি বৃত্তিন্‌মস্তদন্তীত্যাহ সাক্ষাৎ কথং চরন্তীতি । তত্র
 হেতুরনির্দেশ্য ইতি । সাহি স্বরূপেণ জাত্যা গুণেন বা
 সংজ্ঞা সংজ্ঞি সাক্ষতেন প্রবর্ত্ততে অনির্দেশ্যত্বে হেতুঃ
 বদন্ গুণবৃত্তিং নিরাকরোতি নিগুণে গুণবৃত্তয়ঃ ইতি ।
 গুণৈববর্ত্তমানা অপি নিগুণে কথং চরন্তীত্যর্থঃ । নিগুণ-
 ত্বেচ হেতুঃ বদন্ লক্ষণা যোগৌ নিরাকরোক্তি । সদসতঃ

বর্ণন করেন অর্থাৎ পরব্রহ্ম কিরূপে শ্রুতি গোচর
 হইল ॥ ১০৯ ॥

ইহার অর্থ এই যে, মুখ্য, লক্ষণ ও গুণভেদে শব্দের বৃত্তি
 তিন প্রকার হয়, তন্মধ্যে মুখ্য বৃত্তি রুচি ও যোগ ভেদে দুই
 প্রকার হয় । তন্মধ্যে প্রথমতঃ ব্রহ্মে রুচি বৃত্তি সম্ভবে না,
 এই বিষয়ে কহিতেছেন, কিরূপে শ্রুতি সকল সাক্ষাৎ বর্ণন
 করেন । তাহাতে হেতু এই ব্রহ্ম অনির্দেশ্য ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মকে নির্দেশ করা যায় না । সেই রুচি বৃত্তিই
 স্বরূপ, জ্ঞান, গুণ এব- সংজ্ঞা, সংজ্ঞি অর্থাৎ নাম ও নাম
 বিশিষ্ট সঙ্কেতদ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । অনির্দেশ্যত্বে কারণ
 বলিবার জন্য গুণ বৃত্তিকে নিবাকরণ অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করি-
 তেছেন । “নিগুণে গুণবৃত্তয়ঃ” ইতি । শ্রুতি সকল গুণে
 বর্ত্তমান অর্থাৎ সঙ্গী হইয়া কিরূপে নিগুণে চরণ করিবে

পর ইতি । সদসতঃ পরে কার্য্য কারণাভ্যাং পরস্মিন-
 মঙ্গে । লক্ষণা রুঢ়িশ্চ সংক্ষেপেনাভিহিত সম্বন্ধিনি যোগস্ত
 তৎ ত্রিবিধ বৃত্তি প্রতিপাদিত পদার্থরোঃ প্রকৃতি প্রত্যয়া-
 র্থয়ো যোগেন ভগতীতি তস্য কেনচিদপি সম্বন্ধাভাবান্তে
 ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ । এবং পদার্থদ্বাযোগাদপদার্থস্যচ
 বাক্যার্থদ্বাযোগাম শ্রুতিগোচরত্বং । ব্রহ্মণ ইতি স্থিতে
 কুন্তরাং তদুপরিচর ক্ষুর্ভেভগবতস্তদগোচরত্বং তৎকথং
 এবং স্বভক্তয়োরিত্যাদৌ সতাং স্বতঃ প্রমাণভূতানাং বেদা-

অর্থাৎ নিগূর্ণ ব্রহ্মকে বর্ণন করিবে । নিগূর্ণত্বেও হেতু বলি-
 বার নিমিত্ত লক্ষণা ও যোগ এই দুই বৃত্তিকে নিরাকরণ
 করিতেছেন । “সদসতঃ পরঃ” ইতি । মৎ ও অসতের অর্থাৎ
 কার্য্য কারণের পর সঙ্গ রহিত ব্রহ্মে । লক্ষণা ও রুঢ়ি বৃত্তি
 সংক্ষেপ দ্বারা কথিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্যে প্রযুক্ত হয় । পরন্তু
 যোগ, ঐ তিন প্রকার বৃত্তি দ্বারা প্রতিপাদিত পদার্থ যে
 প্রকৃতি প্রত্যয়ার্থ তাহার যোগ দ্বারা হইয়া থাকে । কাহারও
 সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ না থাকা প্রযুক্ত লক্ষণা ও রুঢ়ি বৃত্তি
 সম্ভবে না । এই প্রকার পদার্থের অযোগ হেতু ও অপদার্থের
 বাক্যার্থের অযোগ প্রযুক্ত ব্রহ্ম শ্রুতি গোচর হয়েন না ।
 যখন ব্রহ্ম এই রূপ হইলেন তখন ব্রহ্মেরও উপরে ক্ষুর্ভি
 পাইতেছেন যে ভগবান্ তিনি কি হেতু শ্রুতিগোচর হইবেন ।

নাং মার্গং ভগবৎ পরত্বং আদিশ্যেত্যুক্তং । স্বতঃ প্রামাণ্য-
সিদ্ধয়ে মুখ্যবাক্যানাং তু সাক্ষাচ্চরণমবশ্যং বক্তব্যং ।
লক্ষণাদৌ প্রমাণাস্তরমূলাতঃ । ততো যত্র লক্ষণাদিক-
মপি ন সম্ভবতি । তত্র কথং তরাং সাক্ষাচ্চরণমিতি
ভাবঃ ॥ ১৪৪ ॥

তত্র শ্রীশুকদেবেন দত্তমূহুরং ।

ঋষিরুবাচ ॥

বুদ্ধীজ্জিয়মনঃ প্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ ।

তবে কি প্রকারে ঐ দশমের ৮৬ অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকে “এ-
স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্” ইত্যাদি পদে
রাজা বহুলাশ্ব ও শ্রুত দেব ব্রাহ্মণকে স্বতঃ প্রমাণ স্বরূপ
বেদ সকলের মার্গ অর্থাৎ ভগবৎ পরত্ব আদেশ করিয়া ঐ
উক্ত হইয়াছে । স্বতঃ প্রামাণ্য সিদ্ধির নিমিত্ত মুখ্য বাক্য
সকলের সাক্ষাৎ চরণ অবশ্যই বক্তব্য । যে হেতু লক্ষণাদি
অন্য প্রমাণ মূলক হইয়াছে । অতএব যে ব্রহ্মে লক্ষণাদি
কিছুই সম্ভবে না সে ব্রহ্মে কি প্রকারে শ্রুতিসকলের সাক্ষাৎ
চরণ হইবে ? ॥ ১৪৪ ॥

এই প্রশ্নে শ্রীশুকদেব উত্তর প্রদান করিলেন

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ের ২ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্ ! প্রভু পরমেশ্বর বিষয় স

মাত্রার্থক ভবার্থক আত্মনে কল্পনায়চ ॥ ১১০ ॥

বুদ্ধাদীনুপাদিন্ জনানামবুশায়িনাং জীবানাং মাত্রাদ্যর্থং
প্রভুঃ পরমেশ্বরোহিসৃজং । নতু জনাঃ স্বাবিদ্যায়াহিসৃজন্
ইতি বিবর্তবাদঃ পরিহৃতঃ । মীয়েন্তে ইতি মাত্রা বিষয়া
স্তদর্থং ভবার্থং ভবো জন্ম লক্ষণং কৰ্ম্ম তৎ প্রভৃতি কৰ্ম্ম
করণার্থমিত্যর্থঃ আত্মনে লোকান্তর গামিনে । আত্মন-
স্তত্ত্বল্লোকভোগায়েত্যর্থঃ । অকল্পনায় কল্পনা নিবৃত্তয়ে

লব নিমিত্ত ও জন্মাদি কৰ্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত এবং লোকা-
ন্তরায় ভোগের নিমিত্ত লোকাদগের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও
প্রাণ সকল সৃষ্টি করেন অর্থাৎ এই রূপ সৃষ্টাদি গুণ সম্পন্ন
শরীরকেই প্রতিটি সকল প্রতিপন্ন করেন, নিগুণকে নহে ॥ ১১০

প্রভু পরমেশ্বর জন অর্থাৎ অনুশায়ি জীব সকলের মাত্রা
র নিমিত্ত বুদ্ধি প্রভৃতি উপাদি সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন
স্ব জন সকলকে নিজ অবিদ্যা দ্বারা সৃজন করেন নাই ।
এর দ্বারা বিবর্ত বাদ অর্থাৎ বিরুদ্ধ কথন পরিহৃত হইল ॥

যাহার দ্বারা পরিমাণ করা যায় তাহার নাম মাত্রা অর্থাৎ
ময় তন্নিমিত্ত ও ভবার্থ, ভব শব্দের অর্থ জন্ম, জন্ম লক্ষণ
র অর্থাৎ জন্মাবধি কৰ্ম্ম করণ নিমিত্ত । আত্মার অর্থ
লোকান্তর গামী অর্থাৎ আত্মার সেই সেই লোকে ভোগের
মিত্ত । অকল্পনা (কল্পনা নিবৃত্তি) অর্থাৎ মুক্তির নিমিত্ত ।

মুক্তয়ে ইত্যর্থঃ ।

অর্থ ধর্ম্য কাম মোক্ষার্থমিতি ক্রমেণ পদ চতুর্ন্যাস্যার্থঃ
মোক্ষোহপ্যত্র চিন্মাত্র তয়াহবাস্থিতি রূপঃ । যথা বর্ণ
বিধানমপবর্গশ্চ ভবতি । যোহমৌ ভগবতীত্যাदि ।
অনন্য নিমিত্ত ভক্তিযোগ লক্ষণো নানা গতি নিমিত্ত
বিদ্যা গ্রন্থি বন্ধন দ্বারেণৈত্যন্তেন পঞ্চমোক্ত গদ্যেন তথা

অর্থ, ধর্ম্য, কাম ও মোক্ষের নিমিত্ত এই ক্রমান্বয়ে চারিটী
পদের অর্থের নিমিত্ত । এ স্থলে মোক্ষ শব্দেরও চিন্মাত্র
স্বরূপে অবস্থিতি রূপ ।

৫ স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ১৯ । ২০ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ ! এই ভারতবর্ষে যে বর্ণের
যে রূপ মোক্ষ প্রকার অর্থাৎ সম্মান বানপ্রস্থাদি বিহিত
আছে তাহার অনতিক্রমে নর মাত্রের মোক্ষলাভও হইয়া
থাকে ॥

রাজন্ ! অপবর্গ কি প্রকারে লাভ হয় তাহার বিবরণ
শুন, যখন শ্রীবিষ্ণুর পুরুষের সহিত প্রকৃষ্ট রূপে মঙ্গ লাভ
হয় তখন ভগবান্ বাসুদেবে যিনি ভূত সকলের আত্মা রাগাদি
রহিত, বাক্যের অগোচর, অনাধার অতএব পরমাত্ম স্বরূপ
তঁাহাতে যে অহেতুক ভক্তিযোগ হয়, তাহাই মোক্ষ
স্বরূপ, যে হেতু তাহাতে নানা গতির নিদান যে অবিদ্যা
গ্রন্থি তাহার ছেদন হয় এই পঞ্চম স্কন্ধের গদ্য দ্বারা সেই

নিরুক্তহাং । সাধ্যভক্তি প্রাদুর্ভাব লক্ষণশ্চেতি দ্বিবিধো
জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৪৫ ॥

উভয়ত্রাপি কল্পনারূপাবিদ্যায়া নিবৃত্তেঃ । এতদুক্তং
ভবতি । যস্মাৎ স্বয়মীশ্বরস্তত্তদর্থং তত্তৎ সাধকত্বেন দৃশ্য-
মানানাং জীবানাং বুদ্ধাদীন্ হৃষ্টবান্ । তস্মাস্তত্তৎ সং-
পাদন শক্তি নিধান যোগ্যতাং তেষু কৃতবানিতি লভ্যতে ।
তত্র ত্রিবর্গ সম্পাদিকাঃ শক্তয়ঃ কল্পনাত্মিকা মায়াবৃত্ত্য-
বিদ্যাশক্তেরংশাঃ বহির্মুখকর্মাগ্নিকত্বাৎ স্বরূপান্যথা ভাব
সংসারিহ হেতুহ্যচ্চ ॥

রূপব্যাৎপত্তি হেতু সাধ্য ভক্তির প্রাদুর্ভাব স্বরূপ এই দুই
প্রকার জানিতে হইবে ॥ ১৪৫ ॥

যে হেতু উভয় স্থলেই অর্থাৎ নিম্নাত্মতা দ্বারা অবস্থিতি
রূপ ও সাধ্যভক্তির প্রাদুর্ভাব লক্ষণে কল্পনা রূপ আবিদ্যার
নিবৃত্তি জানিতে হইবে ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যে হেতু স্বয়ং ঈশ্বর তত্ত্বমিহিত তত্তৎ সাধকত্ব রূপে দৃশ্য-
মান জীব সকলের বুদ্ধি প্রভৃতি হৃষ্টি করিয়াছেন । অতএব
তত্তৎ সম্পাদনে যে শক্তি তাহার নিধান যোগ্যতাকে সেই
জীব সকলে করিয়াছেন ইহাই লাভ হইল । তন্মধ্যে অর্থাৎ
বুদ্ধাদিতে ত্রিবর্গ সম্পাদিকা শক্তি সকল কল্পনাময়ী মায়া-
বৃত্তি আবিদ্যার অংশ স্বরূপা জানিতে হইবে, যে হেতু ঐ সকল

অপরা মোক্ষসম্পাদিকা শক্তিরকল্পনা রূপা চিচ্ছক্তিরে
বাংশঃ অন্তর্মুখ জ্ঞান ভক্তি রূপত্বাৎ । স্বরূপান্যথা ভাব
সংসারিহচ্ছেদহেতুত্বাচ্চ ॥ ১৪৬ ॥

এবঞ্চ যাবজ্জীবানাং ভগবদ্বহিমুখতা । তাবৎ কেবল
কল্পনাত্মিকানামবিদ্যাশক্তীনাং প্রকাশাৎ তৎ প্রধান
বুদ্ধাদয়ঃ সত্ত্বা এবতি নিগুণং সাক্ষান্ন কুর্ষত ইত্যেৎ
সত্যমেব । যদাতু তদন্তর্মুখতা তদা তেষু চিচ্ছক্তেঃ প্রাচু
র্ভাবাৎ তৎ সাক্ষাৎ কুর্ষত এবতি স্থিতে বুদ্ধাদি ময়ত্বা-

শক্তি বহিমুখ কর্ম স্বরূপ ও স্বীয় রূপের অন্যথা হওয়া এবং
সংসার বিশিষ্টত্বের কারণ হইয়াছে ॥

অপর মোক্ষ সম্পাদিকা যে শক্তি তাহা কল্পনা রহিত রূপ
চিচ্ছক্তিরই অংশ হইয়াছে, যে হেতু উহা অন্তর্মুখ জ্ঞান
ভক্তিরূপ ও স্বরূপের অন্যথা ভাব সংসারিহ ছেদের কারণ
স্বরূপ হইয়াছে ॥ ১৪৬ ॥

এই প্রকার হওয়ায় যে পর্য্যন্ত জীব সলের ভগবদ্বহিমু-
খতা সেই পর্য্যন্ত কেবল কল্পনাত্মিকা অবিদ্যা শক্তি সকলের
প্রকাশ হেতু অবিদ্যা শক্তি প্রধান বুদ্ধাদি গুণ সকলের
সহিত বর্তমান হইয়া থাকে, একারণ নিগুণকে সাক্ষাৎ
করিতে পারে না । ইহা এই প্রকার সত্যই বটে । পরন্তু
যখন জীব সকল ভগবদন্তর্মুখ হয় তখন সেই বুদ্ধাদিতে
চিচ্ছক্তির প্রাচুর্ভাব প্রযুক্ত তাঁহাকে সাক্ষাৎ করে এই রূপ

ষট্‌সোহপি তথা ব্যবহারঃ সিদ্ধ্যতি । তদ্বৈবাত্তেদেন
সিদ্ধান্তিতমন্তে ॥

তদেতদ্বর্ণিতং রাজন্ যোনঃ প্রশ্নঃ কৃত্ত্বয়া ।

যথা ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে নিগুণেহপি মনশ্চরেদিত্যত্র মন
ইতি তত্র বুদ্ধাদৌ চিচ্ছক্তিস্তদীয়া প্রাকৃতপরমানন্দস্বরূপ
তাদৃশ গুণাদি স্বয়ং প্রকাশময়ী বচসি চ তত্ত্বনির্দেশ ময়ী
জ্ঞেয়া । অতঃ অপ্রাকৃত তাদৃশ স্বরূপাদ্যালম্বনেন শ্রুতয়-
শ্চরন্তীতি সিদ্ধান্তয়িষ্যতে ॥ ১৪৭ ॥

তদেবং পৌরুষেষ্যস্যাপি বচসো ভগবচ্চারিত্বং সিদ্ধং ।

হওয়াতে বুদ্ধাদির স্বরূপ হেতুক বাক্য সকলেরও মণ্ড
নিগুণ ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে । অতএব এই প্রকরণের
শেষে অভেদ রূপে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ।

১০ স্কন্ধের ৮-৭ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে যথা ॥

হে রাজন্ ! আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন অনির্দেশ্য
নিগুণ পরব্রহ্মতে মন কি রূপে বিচরণ করিবে তাহা এই
বর্ণন করিলাম ॥

এ স্থলে “মনঃ” সেই বুদ্ধাদিতে ভগবৎ সম্বন্ধীয়া চিচ্ছক্তি
অপ্রাকৃত পরমানন্দ স্বরূপ তাদৃশ গুণাদির স্বয়ং প্রকাশ ময়ী
হইয়া বাক্যোক্তেও তত্ত্বনির্দেশ ময়ী হইয়া থাকেন জানিতে
হইবে । অতএব অপ্রাকৃত তাদৃশ স্বরূপাদির অবলম্বন দ্বারা
শ্রুতি সকল তাঁহাকে বর্ণন করে ইহা সিদ্ধান্ত করিবেন ॥ ১৪৭

যথোক্তং । যস্মিন্ প্রতি শ্লোকমবদ্ব্যবতাপীতি । তথাচ
সতি তথাবিধ বচ আদীনামেকাশ্রয়স্য সাক্ষাৎভগবদ্বি
শ্বাসাদিভাবিনোহপৌরুষেয়স্য তচ্চারিত্বং কিমূত ।
তস্মাৎ সাক্ষাচ্চরন্ত্যেব শ্রুতয়ঃ । বক্ষাতেচ ।

অতএব এই প্রকার অপ্রাকৃত স্বরূপের আশ্রয় দ্বারা
পুরুষসম্বন্ধীয় বাক্যেরও ভগবচ্চারিত্ব অর্থাৎ ভগবানকে বর্ণন
করে ইহা শিদ্ধ হইল ॥

১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে শ্রীনারদের
বাক্য যথা ॥

মেই বাগ্নিদর্গ অর্থাৎ বাক্য প্রয়োগ, জনসমূহের পাপ
নাশক হয়, যাহাতে অপ শব্দ অর্থাৎ অসংস্কৃত পদ বিন্যাস
থাকিলেও প্রতি শ্লোকে অনন্ত ভগবানের যশঃ প্রকাশক নাগ
সকল সাধুগণ শ্রবণ, কথন ও স্মরণ করিয়া থাকেন ॥

যদি এই প্রকার হইল অর্থাৎ প্রাকৃত বাক্য সকলও যদি
ভগবানকে বর্ণন করিতে পারিল তবে ঐ প্রকার বাক্য
আদির এক আশ্রয় সাক্ষাৎ ভগবানের নিশ্বাস হইতে আবি-
র্ভূত অপৌরুষের শ্রুতি ভগবানে চরণ করিবেন তাহা আর
কি বলিব ? অতএব মেই শ্রুতি সকল ভগবানে সাক্ষাৎ
চরণ করেন ।

ইহা পরে বলিবেন ১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে

১০ শ্লোকে যথা ॥

কচিদজয়াত্মনাচ চরতোমুচয়েম্মিগম ইতি ।

তথাচ প্রণবমুদিশ্যোক্তং দ্বাদশে ॥

স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ ।

স সর্বগম্ভ্রোপনিষদেদবীজং সনাতনমিতি ।

শ্রুতৌচ ॥

ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নামেতি নেদিষ্ঠং লক্ষণাদি
ব্যবধানং বিনেত্যর্থঃ । অতএব কেন প্রকারেণ সাক্ষা-
চ্চরন্তি স কথ্যতামিত্যেব রাজাভিপ্রায়ঃ । অত্র শব্দনির্দে-

যষ্টি সময়ে আপনি যখন অথষ্টৈক রস হইয়াও মাযার
সহিত ক্রীড়া করেন, বেদসকল তখন আপনাকে প্রতিপন্ন
করিয়া থাকে ॥

তথাচ প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারকে উদ্দেশ্য করিয়া

১২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

ঐ প্রণব স্বপ্রকাশ পরমাত্মা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক শব্দ
এবং সমুদায় বৈদিক মন্ত্রোপনিষদের নিত্য বীজ স্বরূপ ॥

শ্রুতিতে যথা ॥

ওঁ এইটী ব্রহ্মের নেদিষ্ঠ অর্থাৎ নিকটবর্তিত্ব নাম হই-
য়াছে । নেদিষ্ঠ এই শব্দে লক্ষণাদি ব্যবধান ব্যতিরেকে ওঁ
এইটী ব্রহ্মের সাক্ষাৎ নাম হইয়াছে ॥

অতএব শ্রুতি সকল কি প্রকারে সাক্ষাৎ বর্ণন করেন,
সেই প্রকার বলুন, রাজা পরীক্ষিতের এই অভিপ্রায়, এ

শাস্ত্রে দোষস্ত্রয়ে দ্ব্যাপত্য ইত্যত্র পরিহার্যঃ ॥ ১৪৮ ॥

অথ শ্রুতিষপি যাঃ কাশ্চিৎ ত্রিবর্গ পরত্বেন বহিমুখাঃ
প্রতীয়ন্তে তাসামপ্যন্তর্মুখতায়ামেব পর্য্যবসানং ।

তথাহি ॥

পরমেশ্বরস্য সতত পরমার্থ বহিমুখতা পরাহত জীব
নিকায় বিষয়রূপা বিলাসময় নিশ্বাসরূপাঃ শ্রুতয়ঃ প্রথমতঃ
স্ববিষয়কং বিশ্বাসং জনয়িতুমদৃষ্ট বস্ত্রনভিস্তানং সততঃ
দৃষ্টমৈহিকমেবার্থমীহমানাঃস্তান্ প্রতি তৎ সম্পাদকং
পুঙ্খেকাদিকং বিদধাতি ।

স্থলে শব্দ দ্বারা নির্দেশ্যাস্ত্রে যে দোষ তাহা অগ্রে অর্থাৎ এই
অধ্যায়ের “দ্ব্যাপত্য” এই ৩৭ শ্লোকে পরিত্যক্ত হই-
য়াছে ॥ ১৪৮ ॥

অনন্তর শ্রুতি সকলেও যে কিছু ত্রিবর্গপরত্ব দ্বারা বহি-
মুখতা প্রতীত হইতেছে তাহাদেরও অন্তর্মুখতাতেই পর্য্যব-
সান হইয়াছে ॥

উক্তার্থকে দৃঢ় করিতেছেন যথা ॥

পরমেশ্বরের সতত পরমার্থ বিষয়ে বহিমুখতা দ্বারা পরা-
হত জীব সমূহের বিষয়ে রূপা বিলাসময় নিশ্বাস স্বরূপা
শ্রুতি সকল প্রথমতঃ নিজ বিষয়ক বিশ্বাসকে জন্মাইবার
নিমিত্ত অদৃষ্ট বস্তুর অনভিজ্ঞ নিরন্তর দৃষ্ট ইহলোক জাত
অর্থেতেই চেষ্টমান ঐ সকল জীবের প্রতিই ঐহিক সম্পা-

ততশ্চ তেন জ্ঞাত বিশ্বাসেনৈহিকম্যাত্মমস্থিরত্বং প্রদর্শ্য
 দিব্যানন্দ চমৎকার গিচিত্রস্য পারলৌকিক স্বর্গাদিলক্ষণ
 লক্ষণ তত্ত্বং কামস্য জনকেহ্মিষ্টোন্মাদৌ প্রবর্তয়ন্তি ।
 ততো নিরন্তর তদভ্যাসাক্ষর্য এব রুচিং জনয়ন্তি । অথ
 লব্ধকর্মরুচীনাম্ শুদ্ধান্তঃকরণানাম্ তদর্থ বিচার পরাণাম্
 জগদপ্যনিষ্ঠ্যমিতি দ্রাতবতাং সংসারভয়দীনানাম্ নির্ব্বাণা-
 নন্দাভিলাষং সম্পাদয়ন্তি । নির্ব্বাণানন্দশ্চ পরতত্ত্বাবির্ভাব
 রূপ এবোক্তি ॥ ১৪৯ ॥

তদ্রুতং শ্রীসূতেন ॥

দক পুত্রেষ্ট্যাাদ যাগ সকলকে বিধান করিতেছেন । তদনন্তর
 হৃদ্রা যাহাদেব বিশ্বাস জন্মিয়াছে সেই জীবসকলকে অতি-
 শয় অস্থিরত্ব দেখাইয়া অলৌকিক আনন্দরূপ চমৎকার
 আশ্চর্য্যের পরলোক জ্ঞাত স্বর্গাদি স্বরূপ তত্ত্বং বাসনা জনক
 অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে প্রবর্ত করাইয়াছেন । তদনন্তর সেই জীব
 সকলের নিরন্তর সেই অগ্নিষ্টোমাদির অভ্যাস প্রযুক্ত ধর্ম্ম
 বিষয়েই রুচি জন্মাইয়া দেন । অনন্তর মর্মে লব্ধ রুচি শুদ্ধান্তঃ
 করণ বেদার্থ বিচার পর, জগৎ নিত্য এই জ্ঞান বিশিষ্ট ও
 সংসার ভয়ে কাতর জীব সকলের নির্ব্বাণ অর্থাৎ মোক্ষানন্দে
 অভিলাষ সম্পাদন করিতেছেন । মোক্ষানন্দই পরতত্ত্বের
 অবির্ভাব স্বরূপ হইয়াছে ॥ ১৪৯ ॥

এই বিষয় ১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৯ । ১০ শ্লোকে

ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোর্থায়োপকল্পতে ।

নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামোলাভায় হি স্মৃতঃ ।

কামস্য নেদ্ভিন্নপ্রীতিনাভো জীবেত যাবতা ।

জীবস্য তদ্বিজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্যভিরিতি ॥

ততশ্চ যথা বুদ্ধাদয়োহন্তর্মুখতা তারতম্যেন চিচ্ছক্ত্যা

বির্ভাবাৎ । পরে তদ্বৈ তারতম্যেন চরন্তি তথা শ্রুতি

লক্ষণং বচনমপি চিচ্ছক্তি প্রকাশানুক্রমেণ ত্রৈগুণ্য বিষয়

ত্বমতিক্রম্য কেবল নৈগুণ্য বিষয়মেব সং তস্মিন্মিগুণে

ত্রিসূতগোপ্সাগী কহিয়াছেন ॥

সূত শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ঋষি-
গণ ! অপবর্গ পর্য্যন্ত যে ধর্ম তাহার ফল অর্থ হইতে পারে
না এবং ধর্মের অবিরোধি যে অর্থ তাহার ফল কাম হইতে
পারে না ॥

তদ্রূপ কামেরও ফল ইন্দ্రిয় তৃপ্তি মাত্র নয় কিন্তু যে
পরিমাণে জীবন ধারণ হইতে পারে তাবন্মাত্রই কামের ফল
এইরূপে জীবেও ইহলোক সম্বন্ধীয় ধর্ম কর্ম দ্বারা যে স্বর্গাদি
প্রসিদ্ধ আছে, তাবন্মাত্রই তাহার ফল নহে কিন্তু তদ্বিজিজ্ঞা-
সাই তাহার ফল ॥

অতএব যেমন বুদ্ধাদি অন্তর্মুখের তারতম্য দ্বারা চিচ্ছ-
ক্তির আবির্ভাব প্রযুক্ত পরতদ্বৈ তারতম্য রূপে চরণ করে
সেই রূতি শ্রুতি লক্ষণ বচনও চিচ্ছক্তি প্রকাশের ক্রমাধার
দ্বারা ত্রৈগুণ্য বিষয়কে অতিক্রমণ করিয়া কেবল নৈগুণ্য

তত্ত্বে সম্যগেব চরিতুং শক্নোতি । অণ্ডং বৃত্তিভ্বেন যোগ্য-
ত্বাৎ ॥ ১৫০ ॥

তদুক্তং দ্বাদশে প্রণবমুপলক্ষ্য ॥

ততোহ্‌ভুক্তিরদোক্তারো যোহব্যক্ত প্রভবঃ স্বগাট্ ।

ততাল্পং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মন ইতি ।

তত্র তত্ত্বং দ্বিধা স্ফুরতি ভগবদ্রূপেণ ব্রহ্ম রূপেণ চ ।

চিচ্ছক্তিরপি দ্বিধা তদীয় স্বয়ং প্রকাশাদিময় ভক্তিরূপেণ

তন্ময় জ্ঞানরূপেণ চ ।

ততো ভক্তিময় শ্রুতয়ো ভগবতি চরন্তি জ্ঞানময় শ্রুতয়ো

ব্রহ্মণীতি সামান্যতঃ সিদ্ধান্তিঃ ॥ ১৫১ ॥

বিষয় হইয়া সেই নিষ্ঠুর তত্ত্বে চরণ করিবার নিমিত্ত শক্ত
হয়েন । যে হেতু অণ্ডং বৃত্তি দ্বারা যোগ্য হইয়াছে ॥ ১৫০ ॥

প্রণব উদ্দেশ করিয়া ১২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে

৩৪ শ্লোকে যথা ॥

অনন্তর সেই নাদ হইতে অব্যক্ত প্রভব স্বয়ং হৃদয়ে বিরাজ-
মান দ্বিমাত্র ওঙ্কার উৎপন্ন হইল, যাহা পরমাত্মা ভগবান্
পরব্রহ্মের গোপের দ্বার স্বরূপ ॥

এ স্থলে ঐ তত্ত্ব ভগদ্রূপ ও ব্রহ্মরূপ দ্বারা দুই প্রকারে
প্রকাশ পায়েন । চিচ্ছক্তিও ভগবৎ সম্বন্ধীয় স্বয়ং প্রকাশাদি-
ময় ভক্তিরূপ ও চিন্ময় ব্রহ্ম জ্ঞানাদি রূপ দ্বারা দুই প্রকারে
প্রকাশ পান । অতএব ভক্তিময় শ্রুতি সকল ভগবানে ও

অথ তত্র বিশেষং বক্তুং তদীয় এবৈতিহাস উপক্ষিপ্যতে ॥

শ্রীসনন্দন উবাচ ॥

স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং মহাশক্তিভিঃ ।

তদন্তে বোধয়াক্ষকু স্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরং ॥ ১১১ ॥

স্বয়ং নির্ম্মিতমিদং বিশ্বং প্রলয় সময়ে আপীয় সংহৃতা
শক্তিভিঃ মহাশয়ানং প্রকৃতিং পুরুষং তদংশাংশ্চাত্তাসাং
কৃত্য তৎ কার্যং প্রতি নিমীলিতাক্ষং পরং ভগবন্ত
তদন্তে প্রলয় কালাবসান প্রায়ে তল্লিঙ্গৈঃ তৎ প্রতি

জ্ঞানময় শ্রুতি সকল ব্রহ্মে চরণ করেন, এই সামান্য রূপে
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ॥ ১৫১ ॥

অনন্তর সেই বিষয়ে বিশেষ বলিবার নিমিত্ত তৎ সম্বন্ধী
ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে শ্রীসনন্দন বাক্য যথা ॥

আপনা কর্তৃক সৃষ্ট এই বিশ্বকে প্রলয় কালে আপনা
উপসংহার করিয়া স্বীয় শক্তি যোগনিদ্রার সহিত শয়ান পরম
শ্বরকে প্রলয়াবসানে স্থষ্টি সময়ে প্রথম নিশ্বাসোৎপন্ন শ্রুতি
গ্ন প্রলয়াস্ত প্রতিপাদক বাক্য দ্বারা জাগরিত করিতে লাগি
লেন ॥ ১১১ ॥

স্বয়ং নির্ম্মিত এই বিশ্বকে প্রলয় সময়ে আপীয় অর্থা
সংহার করিয়া শক্তি সকলের সহিত শয়ান প্রকৃতি পুরু
এবং তদংশ সকলকে আত্মসাৎ করিয়া স্থষ্টি কার্যের প্রা

পাদকৈ স্ৰীকৈঃ শ্রুতরঃ প্রবোধয়াক্রুঃ প্রাতঃ প্রবো-
ধনস্ততিভঙ্গ্যা তুষ্টিবুরিত্যর্থঃ ।

অন্য ভগবত্ত্বমবগম্যতে নতু পুরুষত্বং ভগবানেক আসে
দমগ্র আত্মাত্মনাং বিভূঃ । আত্মোচ্ছানুগতাবাত্মা নানা
মতু্যাপলক্ষণ ইত্যাদি তৃতীয় স্কন্ধ প্রকরণে তদানীং পুরুষ
ম্যাপি তদন্তর্ভাব শ্রবণাৎ । পূর্ন পদ্যার্থে দৃষ্টান্তঃ ॥১৫২

মুদ্রিত নেত্র পরম পুরুষ ভগবান্কে তদন্তে অর্থাৎ প্রলয়
কালের অবসান প্রায় সময়ে ভগবৎ প্রতিপাদক বাক্য দ্বারা
শ্রুতি মকণ প্রবোধিত করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রাতঃ প্রবো-
ধন স্ততি ভঙ্গি দ্বারা স্তব করেন । ইহারই ভগবত্ত্বই বোধ
হইতেছে, পুরুষত্ব বোধ হয় না ॥

৩ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে

জীবগণের আত্মা স্বরূপ এবং সকলের স্বামী সেই পর-
মাত্মা যিনি সৃষ্টিকালে নানা বুদ্ধিতে লক্ষিত হয়েন, তাঁহার
আত্মমায়া লীনা হইলে, সৃষ্টির পূর্বে এই বিশ্ব এক মাত্র
ভগবৎ স্বরূপ হইয়াছিল অর্থাৎ তৎকালে দ্রষ্টা বা দৃশ্য
কিছুই ছিল না ॥

এই তৃতীয়স্কন্ধ প্রকরণে তৎকালীন পুরুষেরও তদন্তর্ভাব
শ্রবণ হইতেছে ।

“স্ব সৃষ্টমিদমাণীয়” এই পূর্ব শ্লোকের অর্থে দৃষ্টান্ত
কহিতেছেন ॥ ১৫২ ॥

যথা শয়ানং সত্রাজ্ঞং বন্দিনস্তং পরাক্রমৈঃ ।

প্রতুষেভ্যেভ্যে স্ত্রোষ্ট্রৈর্নোধ্যস্তানুজীবনঃ ॥ ১১২ ॥

তস্য সত্রাজ্ঞঃ পরাক্রমো যত্র তৈঃ নতু বিশেষত্ব ব্যঞ্জকৈঃ
শোভনৈঃ স্ত্রোষ্ট্রৈঃ যথা শয়ানং সত্রাজ্ঞ মিতাম্যায়মভি-
প্রাযঃ । যথা রাত্রৌ সত্রাট্ মহিষীভিঃ ক্রীড়া সপি বহিঃ
কার্য্যং পরিত্যজ্য অন্তর্গৃহাদৌ স্থিত্বাত্তজ্জনৈঃ শয়ান
এবোচ্যতে বন্দিত্বাচ্চ তং প্রভাবময় শ্লোক কৃত
প্রবোধন ভঙ্গ্যা স্তুষ্যতে তথাহয়ং ভগবান্ । তদানীঃ

১০ স্কন্ধের ৮-৭ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে যথা ॥

যেমন অনুজীবী বন্দীগণ প্রতুষে আগমন পূর্ব্বক শোভন
কীর্ত্তি ও পরাক্রম সূচক বাক্য দ্বারা শয়ান সত্রাট্‌কে জাগ্রত
করে, তাহার ন্যায় ॥ ১১২ ॥

সেই সত্রাট্‌র ঘাঘাতে, পরাক্রম হইয়াছে তাহার দ্বারা
পরন্তু নির্বিশেষ প্রকাশ দ্বারা নহে, শোভন যশঃ দ্বারা যেমন
শয়ান সত্রাট্‌কে, ঈশ্বর অভিপ্রায় এই যে যেমন রাত্রিকালে
সত্রাট্‌ অর্থাৎ চক্রবর্তী রাজা মাহীষী সকলের সহিত ক্রীড়া
করিবার নিমিত্ত বহিঃকার্য্য অর্থাৎ রাজকার্য্য পরিত্যাগ
করিয়া গৃহমধ্যে স্থিত হইলে রাজকীয় জন সকল তাঁহাকে
শয়ান বলিয়া থাকেন, বন্দী অর্থাৎ স্ত্রুতি পাঠকগণ প্রতুষ
কাণে তৎ প্রভাবময় শ্লোককৃত প্রবোধন ভঙ্গী দ্বারা স্তুষ
করেন । সেই রূপ এই ভগবান্ প্রণয় কালে জগৎ কার্য্যে

জগৎ কার্যাকৃৎ দৃষ্টিনিগূঢ়ং নিজধান্নি নিজপরিকরৈঃ
ক্ৰীড়মপোতি । অনুজীবিন ইত্যেনে তে যথা তন্ময়জ্ঞা-
স্তথা তা অপীতি সূচিতং ॥ ১৫৩ ॥ •

তত্র প্রথমতো জ্ঞানাদি গুণগণ সেবিতেন সম্যগদর্শনকার-
কেণ ভক্তিয়োগেনানুভূয়মানং ভগবদাকারমথগুমেব তত্ত্বং
স্ব প্রতিপাদ্যেহেন দর্শয়ন্তো ব্রহ্মস্বরূপমপি তথাহেন
ক্ৰোড়ী কুন্দত্যঃ শ্রুতয় উচুঃ ॥

জয় জয় জহ্‌জামজিত দোষগৃভীতগুণাং

ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ সমস্তভগঃ ।

দৃষ্টিপাত না করিয়া নিগূঢ় ভাবে নিজধামে নিজ পরিকর সক-
লের সহিত ক্ৰোড়া করেন ।

অনুজীবী এই শব্দ প্রয়োগ দ্বারা তাহার। যেমন রাজার
গর্ভজ, সেই রূপ শ্রুতি সকল ইহা সূচিত হইল ॥ ১৫৩ ॥

তন্মধ্যে প্রথমেতে জ্ঞানাদি গুণগণ সেবিত দ্বারা সমাক্
দর্শন কারক ভক্তিয়োগে অনুভবনীয় ভগবদাকার অথগু তত্ত্ব-
কেই স্বপ্রতিপাদ্যহ রূপে দর্শন করাইয়া ব্রহ্ম স্বরূপকেও
ভগবদ্রূপে ক্ৰোড়ী করত শ্রুতি সকল কহিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে যথা ॥

শ্রুতিগণ কহিলেন, হে অজিত ! আপনার জয় হউক
জয় হউক, হে অখিল শাস্ত্র্যববোধক ! অর্থাৎ আপনি সকল
শক্তির অন্তর্যামী, অতএব স্থাবর জঙ্গম শরীর ধারী জীবদিগের

অগ্নিগদ্যোক্তসামিখিল শাস্ত্রাববোধক তে

কচিদজয়াত্মনা চরতোহনুচরেম্মিগমঃ ॥ ১১৩ ॥

ভো অজিত জয় নিজোৎকর্ষমাণিকুরু । আদরে বীন্দা ।

অত্রাজিতেতি সম্বোধনেনেদং লভাতে । যতন্তুদ্রিষয়া মতি-
রিতি ন্যায়েন নাম্না ভগবান্মসৌ শাস্ত্রাদভিমুখী ক্রিয়ত
ইতি । পিস্বাদেব তচ্ছ্রীবিগ্রহ ইব তদপি তৎস্বরূপ ভূত-

সম্বন্ধে আপনি স্বীয় স্বরূপ আচরণার্থ গৃহীত সত্বাদি গুণবিশিষ্ট
অবিদ্যাকে নষ্ট করুন, যেহেতু আপনি স্বরূপতঃ সমস্ত ঐশ্বর্য
প্রাপ্ত হইয়াছেন । সৃষ্টি সময়ে আপনি যখন অর্থশৈল্য রস
হইয়াও মায়া সহিত ক্রৌড়া করেন, বেদ সকল তখন আপ-
নাকে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

তাৎপর্য্য । ভো অজিত ! আপনার জয় হউক অর্থাৎ
নিজের উৎকর্ষকে প্রকাশ করুন । এ স্থলে আদরে বীন্দা
অর্থাৎ ক্রিয়ার পৌনরুক্তি হইয়াছে । উল্লিখিত পদ্যে
“অজিত” এই সম্বোধন দ্বারা ইহাই লক্ষ হইল ।

৬ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ।

নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র তাহাদের বিষয়ে ভগ-
বানের মতি হয় অর্থাৎ তিনি মনে করেন এই নামোচ্চারণ
ব্যক্তি আমার পুরুষ, ইহাকে সর্ব্বতো ভাবে রক্ষা করা আমার
কর্তব্য ॥

এই ন্যায় হেতু নাগ দ্বারা স্রষ্টা সকল ভগবান্কে অভি-

সেব ভবতি । তদ্বিজ্ঞানীনেন তদভিমুখী করণামহাৎ ।
অকরণ ভয়দেবাদৌ শ্রীমূর্ত্তিঃ স্ফুৰ্ত্তিরিব সাক্ষেত্যানা-
বপ্যস্য প্রভাবঃ প্রদীপ্তে ॥ ১৫৪ ॥ •

বিশেষতঃশ্চাত্র শ্রুতিবিরদশ্চভবাবপি পূৰ্ণমেব প্রমাণী
কৃতৌ । তস্মাৎ মন্তব্যং শ্রীবিগ্রহরূপেণ চক্ষুরাদাবুদয়তে
তদেব নাম রূপেণ বাগাদান্বিতি স্থিতং । তস্মায়াম
নামিনোঃ স্বরূপাভেদেন •২ সাক্ষাৎকার জ্ঞেয়সাক্ষাৎ

মুখ করিতেছেন । এই নিদর্শন হেতু শ্রীবিগ্রহের ন্যায় সেই
নামও তৎস্বরূপত্বক হইয়াছেন, যেহেতু ভগবদ্বিজ্ঞাতীর দ্বারা
ভগবানেব অভিমুখী করণের অমোগাহু আছে । অতএব ভয়
দেবাদিতে শ্রীমূর্ত্তিঃ স্ফুৰ্ত্তিঃ ন্যায় সাক্ষেত্যানাদিতেও নামের
প্রভাৱ শ্রুত হইতেছে ॥ ১৫৪ ॥

বিশেষতঃ এ স্থলে শ্রুতি ও পিঙ্গবানের অনুভব এই দুইকে
পূর্বেই প্রমাণীকৃত করা হইয়াছে । কারণ যে তত্ত্ব শ্রীবিগ্রহ
রূপে চক্ষুরাদিতে উদিত হইলেন সেই তত্ত্বই নাম রূপে ব্যাক্য-
দিতে উদয় করেন ইহা স্থির হইল । অতএব নাম ও নামিক
স্বরূপের অভেদ দ্বারা নামেব সাক্ষাৎকারে শ্রীবিগ্রহের যে
সাক্ষাৎকার হইবে না ইহা আর বক্তব্য কি ? অর্থাৎ নামের
সাক্ষাৎকার হইলে শ্রীবিগ্রহেরও সাক্ষাৎকার হইবে । অন্যত্র
অন্যর ন্যায় ভগবানে শ্রুতি সকলও জাতি প্রভৃতি দ্বারা কৃৎ
সংজ্ঞা সংজ্ঞা, সাক্ষেত্যানাদি রীতি এবং রূঢ়াদি বৃত্তি দ্বারা চরণ
করেন । যে সকল শ্রুতি নামী লতার সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপ

কার এবেষত্যতঃ কিং বক্তবান্যত্রোদ্যাবৎ ভগবতি শ্রুত-
য়োহপি জাত্যাদিকৃত সংজ্ঞাসংজ্ঞি সঙ্কেতাди रीत्या
कृत्यादि बुद्धिभिश्चरन्तीति ।

যাসাং শ্রুত্যাভিধানবল্লানং সাক্ষাৎত্বা ভূতানি নামান্যেণ
ফলানীতি । উৎকর্ষমাবিকূর্ষ্বতানেনেথং সর্বেবাংকূটগা
গুণযোগেন মুখ্যদৈব বৃত্ত্যা শ্রুতয়স্তস্মিংশ্চরন্তীতি
দর্শিতং ॥

শ্রুতয়শ্চ ॥

নতে মহি আমগ্নশু বস্তু ন তৎ সমশ্চাত্ত্যাদিকশ্চ দৃশ্যত
ইত্যাদ্যাঃ অত্র শ্রুতয়ো জয় জয়েতি স্বভক্ত্যাবিকারঃ

নাম সকলই ফল হইয়াছেন । জয় জয়, এই ক্রিয়ায় শ্রীধর-
স্বামী উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন এই ব্যাখ্যায় এই প্রকার
সর্বেবাংকূট গুণ যোগ প্রযুক্ত মুখ্য বৃত্তি দ্বারাই শ্রুতি সকল
ভগবানে চরণ করেন তাহা দর্শিত হইল ॥

শ্রুতি সকল যথা ॥

হে ভগবন্ ! আপনার মহিমা এবং আপনাকে কেহ
জানিতে পারে না, তথা আপনার সমান অথবা আপনা
অপেক্ষা অধিকও কাহাকে দেখা যায় না ইত্যাদি ।

এস্থলে শ্রুতি সকল “জয় জয়” এই ক্রিয়া পদে স্বীয়
ভক্তির আবিষ্কার প্রযুক্ত ভগবৎ প্রকাশে ভক্তিতেই হেতু

ভক্তিসেব তৎ প্রকাশে হেতুং গময়ন্তি কেন ব্যাপারেণ
উৎকর্ষমাণিকরোগীতাশঙ্ক্য মায়া নিরগন দ্বারা স্বভক্তি
দানেনৈবেত্যাহুঃ । অজাং মায়াং জহিণ নমু মায়া নাম
বিদ্যা বিদ্যা রক্তিকা শক্তিঃ । তর্হি তদ্ধনেনে বিদ্যায়া
অপি চতিঃ স্যা দত্যাত্রাচ দোষগৃভীতগুণং জীবানামাত্ম
বিস্মৃতি হেতাবাবদ্যা লক্ষণে দোমে এব গৃভীতো গৃহীত
স্তং স্মৃতি হেতু বিদ্যা লক্ষণো গুণো যয়া তাং স্ময়েব
স্বাবেশেনাবিদ্যা লক্ষণং দোমসুৎপাদ্য কচিদেব কদাচি

জানাইতেছে অর্থাৎ ভক্তি দ্বারাই ভগবান্ প্রকাশিত হয়েন ।
ভগবান্ যদি এ রূপ বলেন আমি কি ব্যাপার দ্বারা উৎক-
র্ষকে আবিষ্কার করিব এই আশঙ্কায় শ্রুতিসকল কহিতেছেন,
আপনি মায়াকে বিনাশ করিয়া নিজ ভক্তি দান দ্বারা স্বীয়
উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন এবং কভা অর্থাৎ মায়াকে নাশ
করুন । এ স্থলে ভগবান্ যদি এ রূপ বলেন, অহে শ্রুতি
সকল ! যদি মায়া নাম্নী বিদ্যা ও অবিদ্যা রক্তিকা শক্তি হইল,
তবে মায়ার হননে বিদ্যারও হনন সম্ভব হইল, এই আশঙ্কায়
শ্রুতি সকল কহিলেন “দোষগৃভীত গুণং” এই বিশেষণে
মায়া দোষের নিমিত্ত গুণ সকলকে গ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ
জীব সকলের আত্ম বিস্মৃতির নিমিত্ত অবিদ্যা রূপ দোমেই
অবিদ্যার স্মৃতি হেতু বিদ্যা রূপ গুণকে গ্রহণ করিয়াছে, স্বয়ং
স্বীয় নিজাবেশ দ্বারা অবিদ্যা রূপ দোমকে উৎপাদন করিয়া

দেব কথঞ্চিদেব কঞ্চিদেব জীবং ত্যজ্জীতীতি তস্য স্ত্যাগা-
 ত্মক বিদ্যাখ্য গুণোহপি দোষ এব । তস্মাত্তাং নিস্কূলাঃ
 বিধায় জীণেষ্যো নিজচরণারবিন্দ বিষয়াং ভক্তিমৈব
 দিশেতি তাৎপর্যং ॥ ১৫৫ ॥

অতো মায়াঘাতকত্বেন তদতীতত্বং ব্যপদিশ্য সচ্চিদানন্দ
 ঘনত্বং ভগবতো ব্যঞ্জয়ন্ত্যো হতশ্রিরসনযুগেন ত্বাৎপর্য
 বৃত্ত্যা শ্রুতয়শ্চরন্তীতি ব্যঞ্জিতং ॥

শ্রুতয়শ্চ ॥

সর্বস্যাধিপতিঃ সর্বস্যোশানঃ স বা এষ নেতি নেতী-
 ত্যাদ্যাঃ ॥

কোথাও, কখন, কোন প্রকারে, কোন জীবকে ত্যাগ করে,
 অতএব সেই মায়ার ত্যাগ স্বরূপ বিদ্যা নাগক গুণও দোষ
 হইয়াছে, এ নিমিত্ত ঐ মায়াকে নিস্কূলা করিয়া জীব সক-
 লের প্রাতি আপনার চরণারবিন্দ বিষয়া ভক্তিকেই প্রধান
 করুন, ইহাই তাৎপর্যার্থ ॥ ১৫৫ ॥

অতএব মায়া নাশন যোগ্য শক্তি দ্বারা মায়াতীতত্ব ব্যপ
 দেশ করিয়া ভগবানের সচ্চিদানন্দ ঘনত্বকে প্রকাশ করত
 তৎপদের নিরসনাদি দ্বারা ও তাৎপর্য ব্রুতি দ্বারা শ্রুতি
 সকল তাহাতে চরণ করেন ইহা প্রকাশিত হইল ॥

শ্রুতি সকল যথা ॥

সেই ভগবান্ সকলের অধিপতি ও সকলের ঈশ্বর, তিনি

নমু মায়ানাশং সংপ্রার্থ্য মম তদুপাধিকমৈশ্বর্যাদিকমপি
নাশয়িতুমিচ্ছথেত্যত্র সমাদধতে ত্রিমিতি । যৎ যস্মাৎ
ত্বং আত্মনা স্বরূপেনৈব সমবরুদ্ধ সমস্তভগঃ প্রাপ্ত ত্রিপা
দিভূত্যাথৈশ্বর্যাদিরনি । তস্মাত্তব তয়া তুচ্ছয়া তচ্ছ
পাধিকৈরৈশ্বর্যাদিভি বঁ কিমিত্যর্থঃ । তথাচ স যদ জয়া
ত্বজামিত্যত্র পদ্যে টীকা ॥

নহি নিরন্তরাহ্লাদ সংবিৎ কামধেনুবৃন্দপতে রঞ্জয়া
কৃত্যমিত । নহন্যেষামিব দেশ কালাদিচ্ছিন্নং তবাক্ত
গুণিতমৈশ্বর্যমপিতু পরিপূর্ণ স্বরূপানুবাক্ত্বাদপরিমিত

এই বটেন কি না, ইত্যাদি ।

অহে মায়া নাশকে প্রার্থনা করিয়া আমার মায়োপাধিক
ঐশ্বর্যাদিকেও যে নাশ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছ, এই
প্রশ্নের সমাধান করিছেন “ত্রিমিতি” যে হেতু আপনি আত্ম
স্বরূপ দ্বারা সমস্ত ঐশ্বর্য অধরোণ করিয়াছেন, অর্থাৎ পরম
ত্রিপাদ নামক সর্বৈশ্বর্যাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই তুচ্ছ
মায়া ও মায়োপাধিক ঐশ্বর্যাদি দ্বারা কি প্রয়োজন আছে
তথাচ । ঐ অধ্যায়ের “স যদজয়াত্বজা” এই ৩৪ শ্লোকের
টীকা এই যে নিরন্তর আহ্লাদ বিশিষ্ট জ্ঞান রূপ কামধেনু
সমূহের পতি যে, আপনি আপনার মায়া নাম্নী ছাগীতে প্রয়ো
জন কি ? অর্থাৎ তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই । তথা অন্যের
ন্যায় দেশ কালাদির পরিচ্ছিন্ন আপনার অক্ট গুণিত ঐশ্বর্য

মিত্যর্থঃ । ইত্যেযা ॥

অত্রোক্ত শব্দেন অরূপমাত্র বাচকেন তথা ভগ শব্দেন
অরূপ ভূত গুণবাচকেনৈদং ধ্বন্যতে । অরূপাদি শব্দ
ঈশ্বরাদি শব্দাশ্চ অরূপমাত্রাবলম্বন তয়া হপি কৃত্য
নির্দেশ্যুঃ শব্দবৃত্তীতি ॥ ১৫৬ ॥

শ্রুত্যাশ্চ ॥

যদাত্মকো ভগবাৎ স্তদাত্মিকৈত্যাদ্যাঃ পরাস্য শক্তি
বিবিধৈব শ্রুত ইত্যাদিকাশ্চ । স'চ অরূপ শক্তিঃ
সর্বৈরেব গম্যত ইত্যাহঃ । অগ্নিনি স্থাবরাণি জগতি

নহে, পরন্তু পরিপূর্ণ অরূপানুগত প্রযুক্ত অপরিমিত হইয়াছে ।
এ স্থলে আত্ম অর্থাৎ অরূপমাত্র শব্দবাচক দ্বারা তথা ভগ-
শব্দ অর্থাৎ অরূপ ভূত গুণবাচক দ্বারা ইহাই প্রকাশ হই-
তেছে । অরূপাদি শব্দ সকল ও ঈশ্বরাদি শব্দ সকল অরূপ-
মাত্র অবলম্বন রূপেও রূঢ়ি দ্বারা নির্দেশ করিবার নিমিত্ত শক্ত
হয়েন ॥ ১৫৬ ॥

শ্রুতি সকল যথা ॥

ভগবান্ যৎ অরূপ তাঁহার শক্তিও তৎ অরূপা ইত্যাদি ।
ভগবানের বিবিধ প্রকার পরা শক্তি শ্রুত হওয়া যায় । ভগ-
বানের সেই অরূপ শক্তিকে সকলেই জানিতে পারেন, এই
বিষয়ে শ্রুতি সকল কহিতেছেন ।

অগ শব্দের অর্থ স্থাবর, জগৎ শব্দের অর্থ জঙ্গম, এই

জন্মানি ওকাংসি শরীরানি যেমাং তেমাং সর্বেষামেব
জীবানাং বা অখিলাঃ শক্তয়স্তাসামুদ্বোধকে সতি সন্মো-
ধনাং । তেষু বিচিত্র শক্তি ব্যঞ্জকতা দর্শনাৎ । মায়ায়া
অপি তদীক্ষণেনৈব ক্ষমত্যাং ত্বং স্বরূপ ভূতাশেষ শক্তি
গহরীরত্বাকর ইত্যনুগীয়ত ইত্যর্থঃ । যদ্বা । ননু মায়া
হননে তদুপাধেজ্জীবিত্ব তু শক্তিহানিঃ স্যাৎ । তত্রাহঃ ।
অগেতি । অর্থঃ পূর্ববদেব । ততঃ স্বরূপ শক্ত্যেব প্রত্যুত
তেমাং স্তপৈকপ্রদা পূর্ণা শক্তির্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ।
অত্রেখং তটস্থ লক্ষণেন শ্রুতয়শ্চরন্তীত্বাত্তং ॥ ১৫৭ ॥

সকল যাহাদের ওকঃ অর্থাৎ শরীর হইয়াছে, সেই সকলজীবের
যে সমস্ত শক্তি, হে ভগবন্ ! আপনি তাহাদের উদ্বোধক,
ইহা সম্বোধন পদ । যেহেতু সেই সকল শক্তিতে বিচিত্র শক্তি
প্রকাশ দেখা গিয়াছে । মায়ারও আপনার ঈক্ষণদ্বারাই ক্ষমতা
হইয়াছে । আপনি অশেষ শক্তি তরঙ্গের সমুদ্রে স্বরূপ হইয়া-
ছেন ইহা অনুমান হইতেছে । অথবা অহে ! মায়া বিনাশে
মায়াপাদি জীবেরও শক্তি হানি হইবে এই প্রথমে কহিতে-
ছেন । “অগেতি” ইহার অর্থ পূর্বের ন্যায় । তদনন্তর স্বরূপ
শক্তি দ্বারাই । প্রত্যুত সেই সকল শক্তির এক স্থত প্রদা
পূর্ণা শক্তি হইবে ইহাই ভাবার্থ । এ স্থলে এই প্রকারে তটস্থ
লক্ষণদ্বারা শ্রুতি সকল স্তব করেন ইহা উক্ত হইল ॥ ১৫৭ ॥

শ্রুতয়শ্চ ॥

কোহেবানাদিত্যাদিকাঃ প্রাণস্য প্রাণমিত্যাদিকাঃ ।
 তমেব ভাস্তমিত্যাদিকাঃ । দেহান্তে দেবস্তারকং ব্রহ্ম
 ব্যাচক্টে । যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরো ।
 তস্মৈতে কথিতার্থাঃ প্রকাশন্তে মহাজ্ঞান ইত্যাদ্যাশ্চ ।
 নমু বিশেষতো ভবতাঃ কথং জানন্তি যদভ্যাং মম কৃণু
 নান্তি তথা সচ্চিদানন্দঘন এব পরূপ শক্ত্যা সমবরুদ্ধ
 সমস্ত ভগ ইতি । তত্রাত্ঃ কচিদতি কচিং কদাচিং

শ্রুতি সকল যথা ॥

উৎসাহিতে অন্য কে আছে, ইত্যাদি । তিনি প্রাণের
 প্রাণ ইত্যাদি । তিনিই প্রকাশ পাইতেছেন ইত্যাদি । মৃত্যু-
 কালে সেই দেব তারকব্রহ্ম উপদেশ করেন । যে ব্যক্তির
 দেহের প্রতি শ্রেষ্ঠা ভক্তি হইয়াছে, যেমন দেবে তদ্রূপ
 গুরুর প্রতি শ্রেষ্ঠা ভক্তি হইয়াছে, সেই মহাজ্ঞান সম্বন্ধে
 এই কথিত অর্থ সকল প্রকাশ পায় ইত্যাদি ।

ভগবান্ যদি একরূপ কহেন অহে শ্রুতি সকল ! মায়াদ্বারা
 বোঝামার কোন কার্য্য নাই তাহা তোমরা কি প্রকারে
 বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলে, তথা সচ্চিদানন্দ ঘন যে আমি
 স্বরূপশক্তিদ্বারা সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছি
 তাহাই বা কি প্রকারে জানিলে ? এই প্রশ্নে শ্রুতি সকল

সৃষ্টাদিসময়ে পুরুষরূপে পণ্ডায়া মায়য়া চরতঃ ক্রীড়তঃ ।

নিত্যং পুরুষশক্ত্যাবিকৃত স্বরূপভূত তথেন সত্যজ্ঞান-
ানন্দৈক রসেনাত্মনা চরতঃ তা অমূলকগো নিধমঃ শব-
রূপেণ দেবতা রূপেণ চ অনুচরেণ সেবতে । তস্মাদ্ভয়ং
তৎ সর্গং জানৌ ইত্যর্থঃ । কথ্যং মণী ॥ ১৫৮ ॥

এতদুক্তং ভবতি । অত্র দ্বিবিধোচ্চৈঃ ত্রৈগুণ্য বিষয়ো
নির্দ্বৈগুণ্যশ্চ । তত্র ত্রৈগুণ্য বিষয় ত্রিবিধঃ প্রথমপ্রকার-
স্তাবৎ তদবলম্বন তটস্থেন তল্লক্ষকঃ । যথা যতো

কহিতেছেন । “কচিদি” কচিং শব্দের অর্থ কদাচিৎ
অর্থাৎ কখন সৃষ্টাদি সময়ে পুরুষরূপে মায়ার সহিত ক্রীড়া
করেন । কিন্তু যখন স্বরূপশক্তিদ্বারা প্রকাশিত স্বরূপ ভূত
ঐশ্বর্যের সহিত সত্য জ্ঞান ও আনন্দৈক রস স্বরূপে আপনি
স্বয়ং ক্রীড়া করেন । তখন আমাদের স্বরূপ বেদ শব্দরূপে
ও দেবতা রূপে আপনার অনুচরেণ অর্থাৎ সেবা করেন ।
অতএব আমরা সেই সকল জানি, ইহার অর্থ এই । (অনু-
চরতঃ) এস্থলে কথ্যে মণী ॥ ১৫৮ ॥

এই বিষয় কথিত হইতেছে ॥

এস্থলে বেদ দুই প্রকার, ত্রৈগুণ্য বিষয় ও নির্দ্বৈগুণ্য ।
তন্মধ্যে ত্রৈগুণ্য বিষয় তিন প্রকার । ঐ তিন প্রকারের মধ্যে
প্রথম প্রকার এই । তাঁহার অবলম্বন তটস্থতা দ্বারা তাঁহা

বা ইমানি ভূতানাং।

দ্বিতীয় প্রকারে চ ত্রৈগুণ্যে তদীশিতব্যাদি বর্ণনাদি দ্বারা
তন্মহিমা দর্শকঃ ॥

যথা। ইন্দ্রে জাতোহবাসিতস্য রাজ্যেত্যাদি ॥

তৃতীয় প্রকারে চ ত্রৈগুণ্যে নিরাসেন পরম বস্তুদেদশকঃ।

সোহপ্যং দ্বিধিঃ নিবেদকারা সামান্যাদিকরণে দ্বারা
চ। তত্র পূর্বদ্বারা। অস্থূল মননু নেতি নেতীত্যাদিঃ।

উত্তরদ্বারা। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তত্র মণীত্যাদিঃ ॥

পূর্ববাক্যে তজ্জাতত্বাদিহি হেতোঃ সর্বমৈব ব্রহ্মং

দর্শক। যথা। ইহা হইতে এই ভূত সকল জন্মিতেছে
ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকার এই। ত্রৈগুণ্যে তাঁহার ইশিত-
ব্যাদি বর্ণনাদি দ্বারা তাঁহার মহিমান্বিত দর্শক। যথা। ইন্দ্র
স্বাবর জগন্মের রাজা হইয়াছেন। ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকার।
ত্রৈগুণ্যের নিরাস দ্বারা পরম বস্তুর উদ্দেশকঃ। ইহাও দুই
প্রকার। নিবেদ দ্বারা ও সামান্যাদি করণ দ্বারা। তন্মধ্যে
নিবেদ দ্বারা যথা। তিনি স্থূল নহেন, তিনি সূক্ষ্ম নহেন
ইত্যাদি। উত্তরা সামান্যাদি করণ দ্বারা যথা। এই সমস্ত
জগৎ ব্রহ্মরূপ। সেই ব্রহ্ম তুমি। পূর্ব বাক্যে অর্থাৎ
[সর্বং খল্বিদমিতি] এই বাক্যে পরমেশ্বর হইতে জাত-
ত্বাদি হেতু সকলেরই ব্রহ্ম হইতে নির্দেশ করিয়া তন্মধ্যে

নির্দিষ্ট্য তত্রানুকূলঃ সদিদগিতি প্রতীতি পরমাশ্রয়ো
 গোহংশঃ স এব শুদ্ধং ব্রহ্মেত্বোপদিশ্যতে । উক্তর বাক্যে
 তং পদার্থস্য তদ্বিচ্ছিন্নাকার তচ্ছক্তি রূপত্বেন ত্বং পদার্থে-
 কাং যদুপপাদ্যতে । তেনাপি তং পদার্থোহপি ব্রহ্মৈ-
 বোদিশ্যতে । তং পদার্থজ্ঞানং বিনা ত্বং পদার্থ জ্ঞান
 মাত্রমকিঞ্চৎকরমিতি হি তং পদোপন্যাসঃ ত্রৈগুণ্যাত্তি-
 ক্রমস্তূভয়ত্রাপি । অত্র ত্রৈগুণ্য নিরাসেন তদ্বদ্দেশে যত্র
 তদীয় ধর্ম্মাঃ স্পষ্টমবগম্যন্তে তত্র ভগবৎ পরত্বং । যত্রহ-
 স্পষ্টং তত্র ব্রহ্ম পরত্বমিত্যবগম্যন্তঃ । ব্যাখ্যা তত্রৈগুণ্য-

অবিকূল এই ভগবৎ সং (নিত্য) এই জ্ঞানের পরম আশ্রয়
 যে অংশ নিম্নেই শুদ্ধ ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন । আর উক্তর
 বাক্যে (তদ্ব্যবসায়) এই বাক্যে, ত্বং পদার্থের তদ্রূপ চিদা-
 কার তদীয় শক্তি রূপ দ্বারা ত্বং পদার্থের সহিত যে একত্ব
 উপপাদন করিয়াছেন তাহার দ্বারাও ত্বং পদার্থকে ব্রহ্ম
 বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, ত্বং পদার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে ত্বং
 পদার্থ জ্ঞান অকিঞ্চৎকর হয়, একারণ ত্বং পদের উপন্যাস
 হইয়াছে । উভয় স্থলেই ত্রৈগুণ্যের অতিক্রম জানিতে হইবে ।
 অস্থলে ত্রৈগুণ্য নিরাস দ্বারা ভগবদ্ভবদেশে যে স্থলে ভগবৎ
 সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম সকল স্পষ্ট বোধ গম্য হয় সেই স্থলে ভগবৎ
 পরত্ব, আর যে স্থানে অস্পষ্ট বোধ হয়, সে স্থলে ব্রহ্ম পরত্ব
 জানিতে হইবে । এই ত্রৈগুণ্য বিময় ব্যাখ্যা করা হইল ।

বিষয়ঃ। তদেতদজয়া চরতোহনুচরেদিতি ব্যাখ্যাং ॥ ১৫৯
 অথ নিস্ত্রেণ্যোহপি বিবিধঃ ব্রহ্মপরো ভগবৎপরশ্চ ।
 যথানন্দো ব্রহ্মোক্ত্যাদি । ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
 নতং সমশ্চাভ্যমিকশ্চ দৃশ্যতে । পরাস্য শক্তির্বািবৈধৈব
 শ্রুতয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেত্যাশিষ্ট । তদে-
 তদাজনা চরতোহনুচরেদিতি ব্যাখ্যাং ॥ ১৬০ ॥

অতঃ শ্রুতেস্তুচারিত্বং সিদ্ধং । সাক্ষাচ্চারিত্বং চ নিস্ত্রেণ-
 গ্যানাং স্বতএব । অন্যোবাং তু তদেক বাক্যতয়া জ্ঞেয়ং ।

অতএব এই অজা অর্থাৎ মায়া সহ যে ক্রীড়া করেন তাহার
 ব্যাখ্যা হইল ॥ ১৫৯ ॥

অথ নিস্ত্রেণ্যও ব্রহ্মপর এবং ভগবৎপর ভেদে দুই
 প্রকার হয় । যথা আনন্দ ব্রহ্ম ইত্যাদি । তাঁহার কার্য্য নাই,
 তাঁহার করণ নাই, তাঁহার সমান নাই ও তাঁহা হইতে অধিকও
 কেহ দৃষ্ট হইতেছে না । ইহাঁর নানা প্রকার শ্রেষ্ঠা শক্তি
 শ্রুত হইতেছে, ইহাঁর জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিকী অর্থাৎ
 স্বতঃ সিদ্ধা হইয়াছে ইত্যাদি । অতএব মায়ার সহিত ক্রীড়া
 করেন, তাহার এই ব্যাখ্যা করা হইল ॥ ১৬০ ॥

অতএব শ্রুতির ভগবচ্চারিত্ব সিদ্ধ হইল ও নিস্ত্রেণ্য শ্রুতি
 সকলেরও আপনা হইতেই সাক্ষাৎ চারিত্ব সম্পন্ন হইল । অন্য

মায়া নিরসনার্থমেব তদুপাস্থানুবাদঃ ক্রিয়তে পশ্চাদখণ্ডা-
 মেব তাং নিরস্য সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপগুণাদিকং নির্দি-
 শ্যত ইতি তদেক বাক্যতা দ্যোতনয়া স এষ এব সিদ্ধা-
 স্তোহস্মিন্মুপক্রম বাক্যে সমুদ্ভিক্তঃ । তথোপসংহারেচ
 শ্রুতয় স্তু যি হি ফলন্ত্যতঃশ্রিতসমনেন ভবন্নিধনা ইতি ।
 শ্রুতয়শ্চ মাধবভ যাপ্রমাণিতাঃ । ন চক্ষুর্নশ্রোত্রং ন তর্কো
 ন স্মৃতিবেদোহ্যেবৈবং বেদয়তীত্যাদ্যাঃ । উপনিষদঃ
 পুরাণাঃ ইত্যাদ্যাশ্চ ॥ ১৬১ ॥

অর্থাৎ ত্রৈলোক্য বিষয় শ্রুতিসকলেরও তাঁহাতে এক বাক্য-
 তার দ্বারা চরণ জানিতে হইবে । মায়া বিনাশের নিমিত্তই
 তাঁহার গুণানুবাদ করিয়া থাকেন । পশ্চাৎ অখণ্ড সেই
 মাযাকে নিরাস করিয়া সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ গুণাদিকে নির্দেশ
 করিতেছেন । তাহার এক বাক্য দ্যোতনা দ্বারা সেই এই
 সিদ্ধান্ত এই আরম্ভ বাক্যে সম্যক উপদেশ করিয়াছেন তথা
 সমাপন বাক্যেও ভগবানে পর্য্যবশায়ী শ্রুতি সকল অতঃ
 পদের নিরসন দ্বারা আপনাতেই পর্য্যবসান হইবে এই সিদ্ধান্ত
 বাক্য সম্যক উদ্ভিক্ত হইরাছে ॥

মাধবভাষ্য প্রমাণিতা শ্রুতি সকল যথা ॥

চক্ষুঃ, কর্ণ, তর্ক, স্মৃতি ও বেদ ইহারা এই ভগবানকে
 জানাইতে পারেন না ইত্যাদি । উপনিষৎ সম্বন্ধীয় পুরুষ
 ইত্যাদিও ॥ ১৬১ ॥

অথ বিশেষতো ব্রহ্মণ্যপি যথা চরন্তি । ব্রহ্মণি চরন্তীনা-
মপি যথা শ্রীভগবত্যেব পর্য্যবসানং তথৈবোদ্দেশ্যন্তি ॥

বৃহদ্রূপলক্ষণেন্তদবয়ন্ত্যবশেষতয়া ।

যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতৈশ্চৈব বাবিকৃতাং ।

অতঃ স্বায়মো দধু জুয়ি ননো বচনাচরিতং

কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাং ॥ ১১৪ ॥

অথ বিশেষরূপে ব্রহ্মেই একরূপে শ্রুতি সকল চরণ করেন
এবং ব্রহ্মে চরণ বিশিষ্ট শ্রুতি সকলেরও যে রূপে ভগবানে
পর্য্যবসান হইয়া থাকেন, সেই রূপই উদ্দেশ্য করিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধের ৮-৭ অব্যাহিতে ১১ শ্লোকে শ্রুতি বাক্য যথা ॥

শ্রুতি সকল কাহ্নেন, এই বিষয়ে যাহা কিছু দেখিতে
পাওয়া যায়, এ সকলই অশেষরূপে বৃহৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়া
আপনাকে জানি, যেহেতু অবিকৃত মূর্তিকা হইতে বিকৃত
ঘটাদির উৎপত্তি বিনাশের ন্যায় অবিকৃত ব্রহ্ম হইতে এই
বিকৃত বিশ্বের উদয়াস্ত হইতেছে, অতএব স্বাধিগণ আপনাকেই
মন ও বাক্য সমর্পণ করেন, সুতরাং মনুষ্য দিগের পদ যে
কোন স্থানে নিক্ষিপ্ত হউক পৃথিবীতে অদত্ত আর কেন
হইবে ? অর্থাৎ যেমন কাষ্ঠ পাষাণাদি কিছুই পৃথিবী হইতে
ভিন্ন নহে সেই রূপ বেদে যাহা কিছু বিকার জাত কথিত
হয় সকলই কেবল আপনাকেই প্রতিপাদন করে ॥ ১১৪ ॥

এতৎ সর্বং বৃহৎ ব্রহ্মৈবোপলব্ধং অবগতং । তৎ কথং
বিকৃতের্বিশ্বস্য সকাশাদবশিষ্যমাণত্বেন । কিমিব মুদ্রিব
যথা বিকৃতের্বটাদেঃ সকাশাদবশিষ্যমাণত্বেন সর্বং ঘটাদি
দ্রব্যং যদেবোপলব্ধা দৃষ্টা তথা বৃহদদীত্যর্থঃ । তত্র হেতুঃ
যতো বৃহতঃ সকাশাদ্বিকৃতেরুদয়াণ্ডময়ো অবয়বস্তি মন্যন্তে
শ্রুতয়ঃ । যতো বা ইমানীত্যাদ্যাঃ । তস্মান্মৎ সাম্যং
তস্য যুক্তাতে ইতি ভাবঃ । তর্হি কথং তদ্বিকারিত্বমপি
নেতাহং অবিকৃতাৎ শ্রুতেস্তু শব্দগুণাদিতি ন্যায়েনা-

তাৎপর্য্য । এই সকল বৃহৎ অর্থাৎ ব্রহ্মই উপলব্ধ অর্থাৎ
অবগত হইতেছেন । কি প্রকারে বিকৃতি অর্থাৎ বিশ্ব হইতে
অবশিষ্যমাণ দ্বারা কাঁহার ন্যায় অর্থাৎ সৃষ্টিকার ন্যায় যেমন
বিকারাপন্ন ঘটাদি হইতে অবশিষ্ট দ্বারা সকল ঘটাদি দ্রব্য
সৃষ্টিকা রূপে উপলব্ধ অর্থাৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে সেইরূপ বৃহৎ
ব্রহ্ম দৃষ্ট হইয়া থাকেন । তাহাতে কারণ এই । যে বৃহৎ
হইতে বিকৃত জগতের উৎপত্তি ও অন্তকে মানিয়া থাকেন ॥

শ্রুতি সকল যথা ॥

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল জন্মিয়াছে ইত্যাদি । সেই
হেতু তাঁহার সৃষ্টিকার সহিত সাম্য উপযুক্ত ইহাই ভাবার্থ ।
তবে তাঁহার বিকারিত্ব কি রূপে হইল এই আশঙ্কার নিবারণ
করিয়া শ্রুতি সকল কহিলেন । “অবিকৃতাৎ” অর্থাৎ বিকার

চিন্ত্যশক্ত্যা তথাপ্যাধিকৃতমেব যদ্যগ্নাদিত্যর্থঃ । যদ্যপ্য
ত্রাপি মশক্তিকমেব বৃহদুপপাদ্যে তথাপ্যাধিকৃত ভগ-
বত্ত্বেনানুপাদানাং ত্রৈকৈবোপপাদিতং ভবতি । সৰ্বথা
শক্তি পরিত্যাগে তদুপপাদনাসামর্থ্যাং তুচ্ছত্বাপাতাচ্চ ।
তস্মাদত্র ত্রৈকৈবোদাহৃতং । অতএব যুগ্মাত্র দৃষ্টান্তেন
কর্তৃত্বাদিকমপি তত্র নোপস্থাপিতং ॥ ১৬২ ॥

তদেতদ্বাক্স প্রতিপাদনমপি শ্রীভগবতোব পর্যবেক্ষ্য
ত্যাঙ্কঃ । অত ইতি । অতো ব্রহ্ম প্রতিপাদনাদপি ঋষয়ো
বেদা স্বয়ি শ্রীভগবতোব মনস আচরিতং তাৎপর্যং বচন-

শূন্য হইতে । ব্রহ্মসূত্রের ২ অধ্যায়ের ১ পাদের ২৮ সূত্রে
“ঐশতেজস্ত শব্দমূলত্বাৎ” মণ্ডগনিগুণত্বাদি শ্রুতির অর্থাৎ শ্রব-
ণের বেদোক্ত শব্দই মূল ইত্যাদি ন্যায় হেতু অচিন্ত্য শক্তি-
দ্বারা তথাপি যে হেতু বিকায় শূন্য হইয়াছেন । যদিচ এস্থলে
শক্তির সহিত বর্তমান বহুকে উপপন্ন করিয়াছেন তথাপি
আধিকৃত ভগবত্ত্ব দ্বারা অনুপাদান প্রযুক্ত ব্রহ্মই উপপাদিত
হইলেন । যেহেতু সৰ্বতো ভাবে শক্তি পরিত্যাগ করিলে
বিশ্ব সাধনের অসামর্থ্য ও তুচ্ছত্ব আপত্তিত হয় অতএব এ
স্থলে ব্রহ্মকেই উদাহরণ করিয়াছেন । অতএব যুগ্মাত্রের
দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্তৃত্বাদিও উপস্থিত হয় নাই ॥ ১৬২ ॥

অতএব এই ব্রহ্ম প্রতিপাদন ও শ্রীভগবানেই পর্যবেক্ষান
হইয়াছে এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন “অত ইতি” এই ব্রহ্ম

সাচবিতমভিধানঃ চ দধুধৃত্যম্ভঃ । দ্বয়োরেক বস্তুত্বাৎ
ভগাদীনাগাদিকারানাবিকার দর্শনগাত্রেণ ভেদ কল্পনাচ্চ ।
তদ্বার্থীশ্বর ন্যাসঃ ।

নৃণাং ভূচরাণাং সমাগদর্শিনামসমাগদর্শিনাং বা ভূবি দত্তানি
নিক্ষিপ্তানি পদানি কথমগথা নান্তি ভুবং ন প্রাপ্তুং ন্তি
অপিহ তত্রৈব পর্যাবসন্তি অস্মাদবধা কথমপি প্রতিপাদ-
য়ন্তু ফলিতং তু ত্বায়া ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৬৩ ॥

৩৬৩ ।

প্রতিপাদন হইতেই ধর্ম অর্থাৎ বেদ সকল শ্রীভগবান্ যে
আপনি আপনাকেই মনেব আচরন অর্থাৎ তাৎপর্য, বচনের
আচরন অর্থাৎ আভিপ্রায়কে ‘দধুঃ’ অর্থাৎ দারণ করিয়াছেন ।
যেহেতু ব্রহ্ম ও ভগবান্ উভয়েই এক বস্তু । কারণ ভগবান্
প্রকাশ ও অপ্ৰকাশ দর্শনমাত্র দ্বারা ভেদ কল্পনা হইয়াছে ।

এ স্থলে অর্থীশ্বর ন্যাস করিতেছেন ॥

সম্যক্‌দর্শী ও অসম্যক্‌ দর্শী নৃ অর্থাৎ ভূচর সকলের
পৃথিবীতে দত্ত অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত পাদসকল কি প্রকারে অযথা
হইবে, কেন পৃথিবীকে না প্রাপ্ত হইবে অথবা তাহাতেই
পর্যবসান হইবে? অর্থাৎ যে কোন প্রকারে প্রতিপন্ন করুন
কিন্তু ফলিতার্থ আপনাকেই হইবে এই ভাবার্থ ॥ ১৬৩ ॥

৩ ক্ষণে ৩২ অধায়ে ৩৭ শ্লোকে যথা ॥

জ্ঞানযোগশ্চ মমিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিরূপঃ ।

দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দরূপ ইত্যাদি ।

অত্র শ্রুতম্ভাষ্যপ্রমাণিতাঃ ।

হস্তে তমেব পুরুষং সর্বাণি নামান্যভিবদন্তি । যথা নদাঃ
স্পন্দমানাঃ সমুদ্রাচাঃ সমুদ্রমভিবিশন্তি এবমেতৈতান
নামানি সর্বাণি পুরুষমভিবিশন্তীতি । তদেবং ভগবত্বেন
ব্রহ্মত্বেন চ তমেব ত্वाৎপর্যাভিধানাত্যাং সর্বং নিগম
গোচর ইত্যুক্তং ॥

তচ্চ মথার্থম্ভে নতু কাল্পনিকমিত্যাহুঃ ॥ ১৬৪ ॥

কপিলদেব কহিলেন, হে মাতঃ ! নৈর্গুণ্য জ্ঞানযোগ এবং
মদ্বিময়ক ভক্তিরূপ যে যোগ এই উভয়ের একই প্রয়োজন
অর্থাৎ এই দুইয়েতে ভগবান্কেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ইত্যাদি ।

এ স্থলে মাধ্বভাষ্য প্রমাণিতা শ্রুতি সকল মথা ॥

অহো ! সমুদায় নাম সেই পুরুষকে বলিয়া থাকেন ।
যেমন নদী সকল বেগবতী হইয়া সমুদ্রকে আশ্রয় করতঃ
সমুদ্রে প্রবেশ করিতেছে, তদ্রূপ এই সমুদায় নাম পুরুষে
প্রবেশ করিতেছে ॥

অতএব এই প্রকারে ভগবত্ত্ব ও ব্রহ্মরূপে আপনাই
ত্वाৎপর্যা ও অভিধান দ্বারা সকল বেদের গোচর হইয়াছেন
ইহা উক্ত হইল, ইহা মথার্থই বটে কিন্তু কাল্পনিক নহে এই
অভিপ্রায়ে শ্রুতি সকল কহিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে শ্রুতি বাক্য মথা ॥ ১৬৪ ॥



ভগবৎসন্দর্ভঃ ।]

ষট্‌সন্দর্ভঃ ।

৫৯৯

ইতি তব সূরয়স্ত্র্যধিপতেহখিল লোকমগন্ধপণ

কথামৃতাক্রিমবগাহু তপাংগি জহুঃ ।

কিমূত পুনঃ সন্ধ্যাম বিধুতাশয় কালগুণাঃ

পরম ভজন্তি যে পদমজ্জস্র স্ত্রখানুভবং ॥ ১১৫ ॥

ভোক্ত্র্যধিপতে ত্রযাণাং ব্রহ্মাদীনাং পতে । তত্তদ-
বতারী নারায়ণাখ্যঃ পুরুষঃ তম্যাপ্যপরিচর স্বরূপত্বা-
দধিপাতি ভগবান্ । ততো হে সর্বেশ্বরেশ্বর যস্মা-
দ্রণ্যেব বেদানাং তাৎপর্য্যমভিধানঞ্চ পর্য্যবসিতং ইতি
অতোহেতোরেব সূরয়ো বিবেকিনঃ । পরম্পরা

হে ত্রিগুণমায়ামুগীনর্তক ! আপনিই সর্বকারণ রূপে পর-
মার্থ বস্তু, যখন বিবেকিরা আপনার অখিল লোকবৃজিন নির-
দন হেতু কার্ত্তি স্রবাসিক্রুতে অবগাহন পূর্বক পাপ ও দুঃখ
হইতে উত্তীর্ণ হইলেন, তখন হে পরম ! যাহারা স্বরূপ বিস্মুরণ
দ্বারা রাগাদি পরিত্যাগ পূর্বক অগুণানন্দানুভব রূপ
মাগনার স্বরূপ ভজনা করেন তাঁহারা যে পাপ ও দুঃখ হইতে
উত্তীর্ণ হইবেন তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? ॥ ১১৫ ॥

ভোক্ত্র্যধিপতে ! হে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাতির পতি ! অর্থাৎ
এই সকলের অবতারণী যে নারায়ণাখ্য পুরুষ, আপনি তাঁহার
উপরিচর স্বরূপ প্রযুক্ত অধিপতি অর্থাৎ ভগবান্ । অতএব
হে সর্বেশ্বর ! যে হেতু আপনাতেই বেদ সকলের তাৎপর্য্য
ও অভিধান পর্য্যবসিত হইয়াছে । এই কারণে বিবেকি



ত্বংপ্রতিপাদনময়ং বেদভাগমপি পরিত্যাজ্য কেবলং তবা-
খিল লোকমলক্ষণকথামৃতাক্ষিং সকল বৃজিন নিরসন
হেতুকীর্তিস্বধাসিন্ধুং অবগাহ্য প্রজ্ঞয়া নিষেবা তপঃ প্রাধা-
ন্যেন তাপকত্বেন বা তপাংসি কৰ্ম্মাণি তানি জহন্ত্যক্ত-
বস্তুঃ । তেষাং সাধকানামপি যদি তত্রৈবং তদা কিমুত
বক্তব্যং স্বধাম বিধূতাশয় কালগুণাঃ শুদ্ধাত্ম স্বরূপ ক্ষুর-
গেন নির্জিতমন্তঃকরণং জরাদি হেতুঃ কালপ্রভাবঃ
সদ্বাসয়োগুণাশ্চ যৈঃ তে যৈ পুনঃ তবাজস্র স্থানু-
তথ স্বরূপং পদং ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বং ভজন্তি তে তম-

পুণ্ড্রবগণ আপনার পরস্পরা প্রতিপাদন স্বরূপ বেদভাগকেও
পরিত্যাগ করিয়া কেবল আপনার অখিল লোকের পাপ-
নাশক আপনার কথারূপ অমৃত সমুদ্রকে অর্থাৎ সকল
লোকের দুঃখ মোচন হেতু কীর্তি, স্বধাসিন্ধু অবগাহন করিয়া
অর্থাৎ প্রজ্ঞাপূর্বক সেবা করিয়া তপঃ প্রাধান্য কিম্বা তাপক
হেতু সেই তপস্যা রূপ কৰ্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়া
ছেন । সেই সকল সাধকদিগেরও যদি সেই কথামূতরূপ
সমুদ্রে এই প্রকার হইল তখন আর কি বলিব ? “স্বধাম
বিধূতাশয় কালগুণাঃ” অর্থাৎ শুদ্ধ মত স্বরূপ ক্ষুরগ দ্বারা
বঁধিয়া আস্তঃকরণ, জরাদি হেতু কালের প্রভাবও স্বস্থানিগুণ
সকলকে জয় করিয়াছেন । পাশ্চাত্ত যাহারা আপনার নিরন্তর
স্থানুতর, স্বরূপ পদ ব্রহ্মাখ্য তত্ত্বকে ভজনা করেন, তাঁহার

বগাহ্য তামি জহুরিতি কিং তর্হি ব্রহ্মমাত্রানুভব নিষ্ঠা-
মপি জহুরিত্যর্থঃ ॥ ১৬৫ ॥

এতদুক্তং ভবতি ।

অত্র তাবক্ত্রিবিধা জনাঃ মুখ্য। বিবেকিনঃ কৃতার্থাশ্চেতি
তত্র সর্বান্নেবাধিকৃত্য বেদানামকল্পনাময়ত্বেনৈব ভগব-
নির্দেশকতা দৃশ্যতে ॥

তথাহি ॥

যদি তথাহ্যেনৈব সা ন দৃশ্যত তদা বস্তুত স্তৎসম্বন্ধা-
ভাবাদখিললোকসলক্ষণত্বেন পদ পদার্থ জ্ঞানহীনানাং

যে আপনার কথায় ত সমুদ্রে অবগাহন করিয়া যে সেই তপঃ
সকলকে পরিত্যাগ করিবেন তাহা আর কি বলিব, অধিকন্তু
তাহারা ব্রহ্মমাত্রের অনুভব রূপ নিষ্ঠাকেও পরিত্যাগ করিয়া-
ছেন ॥ ১৬৫ ॥

এই বিষয় উক্ত হইতেছে ॥

এই সংসারে লোক সকল তিন প্রকার হয়, যথা—মুখ্য
(বিজ্ঞ) বিবেকী ও কৃতার্থ। তন্মধ্যে সকলকেই অধিকার
করিয়া বেদ সকলের অকল্পনাময়ত্ব দ্বারা ভগবনির্দেশকত্ব
রূপে দৃষ্ট হইতেছে ॥

অকল্পনাময়ত্ব রূপে যথা ॥

যদি তথাত্মরূপেই সেই কথা দৃষ্ট না হইত তবে বস্তুতঃ
সেই কথা সম্বন্ধের অভাব প্রযুক্ত সমগ্র লোকের দুঃখনিরাস



মুক্তানামপি যৎ পাপহারিত্বং বেদান্তবৰ্দ্ধিন্যা ভগবৎ
কথায়ঃ প্রসিদ্ধং তন্ন স্যাৎ ।

অস্পৃষ্টানল লোহদাহকতাবৎ ।

কিঞ্চ ॥

তস্যাঃ কল্পনাময়ত্বে সতি বিবেকিনস্ত ন তত্র প্রবর্তেরন্
সম্ভায়াঃ স্প্রাজ্জত্বগুণশ্রবণবৎ প্রবর্তন্তাং বা তদাবেশেন
স্বধৰ্ম্মং পুনৰ্নত্যজেষুঃ ।

রাজ্যশস্যো গঙ্গাত্ব শ্রবণেন তীর্থান্তর সেবনবৎ ।

অপিচ তথা সতি যে পুনরাশ্রামভূতেন পরম

কৃতার্থাস্তে তদনাদরেণ তৎকথাং নৈবাবগাহেরন্ ।

দ্বারা পদার্থ জ্ঞানহীন মুক্ত লোকেরও বেদান্তবৰ্দ্ধিনী ভগবৎ
কথার যে পাপহারিত্ব প্রসিদ্ধ আছে তাহা হইত না, যেমন
অগ্নি সংযোগ রহিত লৌহের দাহকতা নাই তদ্রূপ ।

অঁরও বলি ।

সেই ভগবৎ কথার কল্পনাময়ত্ব হইলে বন্ধার স্প্রাজ্জত্বগুণ
শ্রবণের ন্যায় বিবেকি সকল তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন না
সেই কথা আবেশ দ্বারা প্রবর্ত হউন । কিন্তু রাজার যশো-
গঙ্গাত্ব শ্রবণ করিয়া তীর্থান্তর সেবার ন্যায় স্বধৰ্ম্ম পরিত্যাগ
করিতে না ॥

অঁরও ॥

তাহা হইলে যাহারা আশ্রামভূতা দ্বারা পরম কৃতার্থ
হইরাছেন তাঁহারা তাহার অনাদর করিয়া সেই কথাকে

অমৃত সরসীমবগাঢ়া আরোপিত তদধিকগুণক

নদীবৎ শ্রুতযতেচ তস্যাস্তত্তদগুণকত্বং ॥

যথা বৈষ্ণবে ॥

হস্তি কলুষঃ শ্রোত্রং স যাতো হরিরিত্যাদৌ ॥

অত্রৈব ॥

তদবগমী নবেত্তীত্যাদৌ ॥

অমৃত সরোবরে যাঁহারা অবগাহন করিয়াছেন তাঁহারা আরো
পিত তাহা হইতে অধিক গুণ যুক্ত নদীর ন্যায় অবগাহ
করিতেন না ।

ভগবৎ কথার দুঃখনিরসনাদি গুণ শ্রুত হইতেছে ॥

বিষ্ণুপুরাণে যথা ॥

মেই হরি শ্রবণ গোচর হইয়া পাপ বিনষ্ট করেন ইত্যাদি
প্রমাণে ॥

এই প্রকরণের অর্থাৎ ১০ম স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে

৩৬ শ্লোকে যথা ॥

শ্রুতি সকল কহিলেন হে সগুণ ! যিনি আপনাকে
জানিয়াছেন, তিনি কৰ্ম্মফল দাতৃ হইতে উথিত শুভাশু
কৰ্ম্মের ফল দুঃখ সুখ প্রাপ্ত হইবেন না, আর দেহাভিমানি
দিগের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কর বিদি নিষেধেও বশীভূত হয়ে
না, যে হেতু তাঁহারা অমুদীন গীত পরম্পরা দ্বারা আপ
নাকে শ্রবণ করত হৃদয়ে ধারণ করেন ॥

প্রথমে ।

হরেণ্ডুগাক্ষিপ্তমতিরিত্যাদৌচ ॥

তস্মাদ্গুণানাং গুণাদি প্রতিপাদক বেদানাং চ

ভগবতা সম্বন্ধঃ স্বাভাবিক এব সর্বথেষেতি সিদ্ধং ॥ ১৬৬ ॥

অত্র শ্রুতম্ ॥

ওঁ আস্য জানন্তু ইত্যাদ্যাঃ ।

যথা পুঙ্করপলাশমাপো নশ্চিন্ম্যন্তি

এবমেবং বিদং পাপং কৰ্ম্ম নশ্চিন্ম্যতি ॥

ন কৰ্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেন গুণকত্বং তৎ স্কৃত

১ম স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে যথা ॥

বিযুভক্ত প্রিয় ভগবান্ ব্যাসনন্দন হরির গুণে আকৃষ্ট
হৃদয় হইয়াই শ্রীমদ্ভাগবত রূপ বৃহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়া-
ছিলেন ॥

অতএব গুণ সকলের অর্থাৎ গুণাদি প্রতিপাদক বেদ
সকলের ভগবানের সহিত যে সর্বপ্রকারে স্বাভাবিক সম্বন্ধ
হইয়াছে ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১৬৬ ॥

এস্থলে শ্রুতি সকল যথা ॥

ইহাঁকে জানেন ইত্যাদি । যেমন জল পদ্মপত্রকে স্পর্শ
করে না এই প্রকার ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞকে পাপ কৰ্ম্ম স্পর্শ করে
না । পাপ কৰ্ম্মের সহিত লিপ্ত হইবেন না, গুণ ও গুণ
নিমিত্ত স্কৃত দুকৃতকে অর্থাৎ পুণ্য পাপকে বিনাশ

দুষ্কৃতে বিধুযুক্তে । এবং বা ন তপতি কিমহং সাধুকরং
কিমহং না করবমিত্যাद्याঃ মুক্তা হেনমুপাস্ত ইত্যাম্যশ্চ
এবমন্যেহপি শ্লোকা যথাযথং যোজয়িতব্য ইত্যভি
প্রৈত্য নোদ্ধিয়ন্তে । ননু তর্হি ভবগ্নাতে শব্দ নির্দেশ্যত্ব
প্রাকৃতত্বমেব তত্রাপতি ।

কিঞ্চ ॥

শ্রুতিভিরপি যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
অবচনেনৈব প্রোবাচ যদ্বাচাহনভূদিতং যেন বাগভূ-
দাতে । যৎ শ্রোত্রং ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং

করেন । এই প্রকার হইলে তাপ পায় না, আমি কি উত্তম
করিব, কি না করিব ইত্যাদি । মুক্ত সকল ইহাঁকে উপাসনা
করেন ইত্যাদি । এই প্রকার অন্য শ্লোক সকল উপাসনাদি
বাক্য সকলের ভগবৎ পরতার দর্শক হইয়াছেন । যে স্থলে
যেমন যোজনা করিতে হইবে এই অভিপ্রায় করিয়া উদাহরণ
দেন নাই । অহে ! তবে তোমার মতে শব্দ দ্বারা নির্দেশ্যত্ব
প্রাপ্ত হইলে তথায় প্রাকৃত সত্ত্ব আপতিত হইত ॥

আরও । শ্রুতি সকল দ্বারাও ॥

যাঁহা হইতে বাক্য সকল মনের সহিত প্রাপ্ত না হইয়া
নিবর্ত হয় । অবচন দ্বারাই কহিয়াছেন । যিনি বাক্য দ্বারা
প্রকাশিত হয়েন না, যাঁহা হইতে বাক্য সকলের উদয়
হইতেছে । যাঁহাকে কর্ণ শ্রবণ করে না, যাঁহার দ্বারা

শ্রুতমিত্যাণৌ শব্দানর্দেশ্যত্বমেব তস্য নিষিধ্যত ইত্যা-
শঙ্ক্যাং উচ্যতে ।

যথা মায়া নির্দেশ্যত্বে দোষস্তথা লক্ষ্যত্বেহপি কথং ন
স্যাং উভত্রাপি শব্দ বাত্তি বিষয়িত্বেনাবিশেষাং !

কিঞ্চ ॥

ন তদ্য প্রাকৃতবৎ সাক্ষান্নির্দেশ্যত্বঃ কিং ত্বম্নির্দেশ্যত্বে
নৈব তথা নির্দেশ্যত্বমিতি সিদ্ধান্ত্যতে ॥ ১৬৭ ॥

তথৈবহি তাসাং মহাবাক্যোপসংহারঃ ॥

কর্ণের শ্রবণ শক্তি হইয়াছে ইত্যাদি প্রমাণে ॥

তাহার শব্দ দ্বারা নির্দেশ্যাকেই নিষেধ করিরাছেন এই
আশঙ্কায় কহিতেছেন ॥

যেমন মায়ার নির্দেশ্যত্বরূপে দোষ হয় তদ্রূপ লক্ষ্যত্বরূপে
কেন না হয়, যে হেতু উভয় স্থানেই শব্দের শক্তি বিষয়ের
সহিত কোন বিশেষ নাই ।

আরও বলি !

প্রাকৃতির ন্যায় তাহার সাক্ষাৎ নির্দেশ হয় না, কিন্তু
অনির্দেশ দ্বারাই সেইরূপ নির্দেশ হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধান্ত
হইল ॥ ১৬৭ ॥

আনর্দেশ ও সাক্ষাৎ নির্দেশ রূপ দ্বারা

শ্রুতি সকল মহাবাক্য সমাপন করিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে ॥

দ্যুপত্য এব তে ন যযুরন্তগনস্ত তয়া ।
 ত্বমপি যদন্তরাহণনিচয়া ননু সাধারণাঃ ।
 থ ঠব রজাংসি বাস্তি বয়াস। সহ যচ্ছ তয়
 ত্বয়ি হি ফলন্ত্যেতন্নিবসনেন ভবগ্নিধনাঃ ॥ ১১৬ ॥
 অত্র স্বরূপগুণয়োর্বয়োরাপি বিমৈবানির্দেশ্যত্বং
 আনন্তোান ইদমিথং তদতি নির্দেশাসম্ভবেন চ
 তত্র প্রথমমানন্তোনাহঃ ।

হে ভগবন্ তে তব অন্তঃ এতাবত্বং দ্যুপত্যঃ স্বর্গাদি
 লোকপত্যোত্রাকাংক্ষায়োহপি ন যযুঃ তৎকৃতঃ অনন্ত

হে ভগবন্ ! আপনি অনন্ত অতএব দেবতারাও আপ-
 নার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না, যে হেতু আধারণ সহিত ব্রহ্মাণ্ড
 সকল আকাশে কালক্রমের সহিত রজঃ কণার ন্যায় আপ-
 নার অন্তরে ভ্রমণ করে অতএব শ্রেষ্ঠি সকল আপনাতে
 পর্যবেশান রূপে তন্ন তন্ন করিয়া আপনাতেই ফলবতী
 হয় ॥ ১১৬ ॥

এস্থলে স্বরূপ ও গুণ এই উভয়ের দুই প্রকারেই অর্থাৎ
 অনন্ততা ও সেই এই ভগবান্ এই প্রকার একরূপ নির্দেশের
 অসম্ভাবতা দ্বারা তিনি অনির্দিষ্ট্য হইয়াছেন ॥

তন্মধ্যে প্রথমতঃ অনন্ততা দ্বারা কহিতেছেন যথা ॥

হে ভগবন্ ! আপনার অন্ত অর্থাৎ এতাবত্ব দ্যুপত্যি
 অর্থাৎ স্বর্গ লোকের পতি ব্রহ্মাদিও অনন্ততা প্রযুক্তও

তথা । যৎ অন্তবহন্ত তৎ কিমপি ন ভবমীতি । আসিতাং
তে যস্মান্‌বমপি আগ্ননোহন্তং ন যাসি ।

কুতন্তর্হি সর্বজ্ঞতা সর্বশক্তিতা বা ।

তত্রাপ্যাহঃ ।

অনন্তত্ত্বয়েতি অন্তাতাবেনৈব ন শশষিষাণাজ্ঞানং সার্বজ্ঞং
তদপ্রাপ্তিব। শক্তিবৈভবং বিহন্তি ॥ ১৬৮ ॥

শ্রুতিশ্চ ।

যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ সো অঙ্গং বেদ যদি বা
ন বেদেতি ।

অনন্তত্বমেবাহঃ । যদন্তরেতি ।

প্রাপ্ত হইয়েন নাই । যাহা অন্ত বিশিষ্ট বস্তু তাহার মধ্যে
আপনি কিছুই নহেন । ব্রহ্মাদি দেবতা থাকুন, যে হেতু
আপনিই আপনার অন্ত প্রাপ্ত হইয়েন না ॥

ইহাতে যদি ভগবান্‌ এরূপ কহেন, তবে কি প্রকারে
আমার সর্বজ্ঞতা ও সর্ব শক্তিতা সিদ্ধি হইল, এই প্রশ্নে
শ্রুতি সকল কহিতেছেন । “অনন্ত তয়েতি” অন্তের অভাব
দ্বারা শশশৃঙ্গের অজ্ঞান সর্বজ্ঞতাকে ও সেই শৃঙ্গের অপ্রাপ্তি
শক্তিবৈভবকে বিনাশ করিতে পারেন না ॥ ১৬৮ ॥

শ্রুতি সকল কহিয়াছেন যথা ॥

পরব্যোমে যিনি এই বিশ্বের অধ্যক্ষ তিনি আপনাকে
জানেন কি না ॥

অনন্তত্ব কহিতেছেন ॥

যস্য তব অন্তরা মধ্যে নমু অহো সাবরণা উত্তরোত্তর
দশগুণ সপ্তাবরণযুক্তা অগুনিচয়া বাহি পরিভ্রমন্তি রমসা
কালচক্রেণ খে রজ্জ্বাসীব সহ একদৈব নমু পর্য্যায়েন ।
অনেন ব্রহ্মাণানামনন্তানাং তত্র ভ্রমণাং স্বরূপগতমা-
নন্তাং তেষাং বিচিত্র গুণানামাশ্রয়তাং গুণগতকেতি
জ্ঞেয়ং ॥ ১৬৯ ॥

শ্রুতযশ্চ ॥

ষট্ৰ্জ্জং গার্গি দিবো যদক্ষাক্ পৃথিব্যাং যদন্তরং দ্যাভা-
পৃথিবী ইমে যন্তু তং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্ছেতাদ্যাঃ ।

বিস্ফোজু' কং বীৰ্য্যানি প্রাবোচং যঃ পার্থিবধর্মি বিশ্বম্

“যদন্তরেতি” আপনার অন্তরা অর্থাৎ মধ্যে, নমু (অহো)
সাবরণা অর্থাৎ উত্তরোত্তর দশগুণ সপ্তাবরণ যুক্ত ব্রহ্মাও
সঙ্গকাল চক্রেণ সহিত আকাশে ধূলি সমূহের ন্যায় এক
কালেই পরিভ্রমণ করিতেছে কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে নহে ইহা
যারা অনন্ত ব্রহ্মাও সকলের তন্মধ্যে ভ্রমণ প্রযুক্ত স্বরূপগত
অনন্ত ও বিচিত্র গুণ বিশিষ্ট সেই ব্রহ্মাও সকলের আশ্রয়
প্রযুক্ত গুণ গত অনন্তত্বও জানিতে হইবে ॥ ১৬৯ ॥

শ্রুতি সকল যথা ॥

হে গার্গি । যিনি স্বর্গের উপরে ও পৃথিবীর অধঃ হইয়া
ছেন, যাহার মধ্যে এই দ্যাভা পৃথিবী আছে, যাহা নীচের
সমস্ত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে ইত্যাদি ॥

যিনি পৃথিবীর ধূলি সকলকে গণনা করিতে পারেন,

রজাংসীত্যাদ্যাশ্চ ॥

হি যস্মাদেবং অতঃ শ্রুতয়স্ত্বয়ি ফলন্তি । কথঞ্চিৎ কিঞ্চি
দেবোদ্दिश्य पुनरनस्तु कथनेनैव पर्यस्यन्ति । अतः
श्रुतावपि प्राजापत्यानन्दतः शतगुणानन्दद्वगतिधाय पुन
र्यतो वाच इत्यादिनानस्तुত্বेन बागतीत संख्यानन्दद्व
त्रक्षण उक्तं ॥ ১৭০ ॥

যতুস্তং ন তদীদৃগিতি জ্ঞেয়ং ন বাচ্যং নচ তর্ক্যতে ।
পশ্যাশ্চোহপি ন জানন্তি মেরোরূপং বিপশ্চিত ইতি ।

তিনিও বিষুর বীৰ্য্য সকল বলিতে পারেন না ইত্যাদি ॥

যে হেতু এই প্রকার হইল এই হেতু শ্রুতি সকল
আপনাতেই ফলিত অর্থাৎ কোন প্রকারে কিঞ্চিদ্ভিন্ন উদ্দেশ
করিয়া পুনর্বীর আপনার অনস্তত্ব কথন দ্বারা আপনাতেই
পর্য্যবসান প্রাপ্ত হইল ॥

অতএব শ্রুতিতে প্রাজাপত্য আনন্দ হইতে শতগুণ
আনন্দকে কহিয়া পুনর্বীর যাহাতে বাক্য সকল নিবৃত্ত হয়
ইত্যাদি দ্বারা ত্রক্ষের আনন্দত্বের সংখ্যা বাক্যের অতীত
ইহাই উক্ত হইল ॥ ১৭০ ॥

যে হেতু উক্ত হইয়াছে । তিনি এই প্রকার নহেন, তিনি
জ্ঞানের বিষয়ী ভূত নহেন, তাঁহাকে বলা যায় না, তিনি
তর্কের গোচর নহেন । পণ্ডিতগণ মেরুর রূপ দেখিয়াও
জানিতে পারেন না । এ স্থলে অনির্দেশ্যত্ব দ্বারা ত্রক্ষের
নির্দেশ্যত্ব হইয়াছে ॥

অতোহত্রানির্দেশ্যত্বেনৈব নির্দেশ্যত্বং । যন্তু সত্যং জ্ঞান-
মিত্যাদৌ স্বরূপস্য সাক্ষাদেব নির্দেশঃ । স্বাভাবিকীজ্ঞান
বল ক্রিয়াচেত্যাদৌ গুণস্যচ শ্রদ্ধতে তত্রচ তথৈবে-
ত্যাছঃ ॥ ১৭১ ॥

অতম্মিরসনেন ভবমিধনা ইতি । অতং প্রাকৃতং যদ্বন্ত
তম্মিরস্যেব ভবংপর্যবসানাঃ ।

অয়মর্থঃ ॥

বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহ ইত্যাদিনা ত্রীণীভীরেতৎসর্বং মন
এবেত্যাদিনাচ যৎ প্রাকৃতং জ্ঞানাদিকমভিধীয়তে তৎ

পরন্তু “সত্য জ্ঞানমিত্যাদে” অর্থাৎ সত্য জ্ঞান ইত্যাদি
শ্রুতি প্রমাণে সাক্ষাৎ স্বরূপের নির্দেশ হইয়াছে ॥

অপর “স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচেতি” অর্থাৎ ব্রহ্মের
স্বাভাবিক জ্ঞান, স্বাভাবিক বল ও স্বাভাবিক ক্রিয়া, ইত্যাদি
শ্রুতি প্রমাণে গুণেরও নির্দেশ শ্রুত হইতেছে ॥

সে স্থলে “দ্যুপত্য এব তে” ইত্যাদি শ্লোকে সেই
রূপই কহিতেছেন ॥ ১৭১ ॥

“অতম্মিরসনেন ভবমিধনা” অতং অর্থাৎ প্রাকৃত যে
বস্তু তাহাকে নিরাস করিয়া তোমাতে শ্রুতি সকল পর্যাব-
সান হইয়াছে ।

ইহার অর্থ এই যে, ভগবদগীতার ১০ অধ্যায়ে “বুদ্ধিজ্ঞান
মসংমোহ ইত্যাদি ৪র্থ শ্লোকে অর্থাৎ বুদ্ধি জ্ঞান মোহ
রহিত ইত্যাদি দ্বারাও লজ্জা বুদ্ধি ভয় এই সকল মনই

সকলং ব্রহ্ম ন ভবতীতি নেতি নেতীত্যাदिना न तस्य
कार्यं करणं च विद्यत इत्यादिना च निषिध्यते । अथ च
सत्यज्ञानादि वाक्येन । स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया
चेत्यादि वाक्येन च तदभिधीयते । तस्मात् प्राकृतानां
दैव तत्त्वज्ञानादि तेषां ज्ञानादि शब्दाभिमतिमिरमनेनैव
अयि पर्यायमानमिति ॥

ततश्च बुद्ध्यगोचर वस्तुत्वादनिर्देशात् तथापि तद्रूपं
किञ्चिदस्तीत्युद्दिश्यमानत्वमिर्देशात् ॥ १७२ ॥

হইয়াছে ইত্যাদি দ্বারা যে প্রাকৃত জ্ঞানাদি কথিত হইয়াছে
সে সকল ব্রহ্ম নহে, এই হেতু “নেতি” প্রমাণ দ্বারা তাঁহার
কার্য ও করণ নাই ইত্যাদি দ্বারাও নিষিদ্ধ হইয়াছে । অথচ
“সত্য জ্ঞানাদি” অর্থাৎ “সত্য জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি
বাক্য দ্বারা আর স্বাভাবিক জ্ঞান বল ক্রিয়া ইত্যাদি দ্বারা
তাঁহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বতঃসিদ্ধ হইয়াছে, ইত্যাদি বাক্য
দ্বারা তাঁহাকে কহিয়াছেন সেই হেতু প্রাকৃতজ্ঞানাদি হইতে
তাঁহার জ্ঞানাদি ভিন্ন । এই হেতু সেই সকল জ্ঞানাদি শব্দের
অভিধান দ্বারা ভোমাত্তেই পর্য্যবসান হইয়াছে ॥

সতএব ভগবান্ বুদ্ধির অগোচর বস্তু হেতু অনির্দিষ্ট
অর্থাৎ ভগবৎ পদার্থ বুদ্ধির গম্য হয় না একারণ তাঁহার
অনির্দিষ্টত্ব । তথাচ তাঁহার কিছু রূপ আছে এই উদ্দিষ্ট
মান প্রযুক্ত অর্থাৎ উদ্দেশ করা হেতু তাঁহার নির্দেশাত্মক
আছে অর্থাৎ তাঁহাকে নিরূপণ করা যায় ॥ ১৭২ ॥

অথাপরোক্ষ জ্ঞানেচ দশমপুরুষসীতিবচ্চ বণ মাষ্ট্রেণৈব তস্য
স্বপ্রকাশ রূপস্যাপি বস্তুনো বিশুদ্ধচিত্তেষু প্রকাশ দর্শনা-
চ্চু তিশব্দস্য স্বপ্রকাশতা শক্তিময়ত্বমেধাবসী য়তে ।

তথা অপরোক্ষ জ্ঞানে শুধাৎ চাক্ষুষ জ্ঞানে তুমিই দশম
* হইয়াছ এই অরণ্য মাত্রই তাঁহার স্বপ্রকাশ স্বরূপ বস্তুর
বিশুদ্ধ চিত্তে প্রকাশ দর্শন হেতু প্রতি শব্দের স্বপ্রকাশ শক্তি-
ময়ত্বই পর্য্যবসান জানিতে হইবে ॥

• পঞ্চদশীর তৃপ্তিদীপের ২২ শ্লোক হইতে ২৭ শ্লোক পর্য্যন্ত দশমপুরুষের
আখ্যায়িকা যথা ॥

বেমন নিত্যপ্রত্যক্ষ দশমপুরুষেতে অজ্ঞান সন্তব হয়, তজ্জন কুটীর চৈতন্য
নিত্য অপরোক্ষ হইলেও তাঁহাতে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ এবং জ্ঞান বা
অজ্ঞান সকলই সন্তব হয় ।

একণে পূর্কোক্ত দশমপুরুষ বিধরে অজ্ঞান নিকপণ করিতেছেন ।

কোন স্থানে দশজন পুরুষ একত্র হইয়া এক নদীর পরপারে গমন পূর্বক
আপনাদিগের সংখ্যা নির্ণয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য যিনিই গণনা
করেন তিনিই আপনাকে পরিত্যাগ পূর্বক ইন্ডর ময় জনকে দেখেন এবং
নয়জনকে দেখিলেও নয় সংখ্যাতে বিভ্রান্ত চিত্ত হইয়া স্বয়ং যে দশজন ইহা
জানিতে পারেন না ॥

তখন তাঁহারা ভ্রান্তি বশতঃ ইহা বলিলেন যে দশমপুরুষ দেখিতেছি না
অতএব তিনি নাই, অজ্ঞানের এইরূপ শক্তিকে আবরণ শক্তি বলা যায় ।

পশ্চাৎ নদীজলে দশমপুরুষের মূর্ত্তা হইয়াছে মনে করিয়া শ্লোক ৩
কন্দনাদি করিতে লাগিলেন, সেই কন্দনাদিকে অজ্ঞানের বিবেক শক্তি
বলিয়া স্বীকার করা যায় ॥

সেই কালে কোন অজ্ঞান পুরুষ আসিয়া বলিলেন যে তোমাদিগের দশজন

উক্তঞ্চ ॥

শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম সমোভে শাস্ত্রতানু ইতি ॥

বেদম্যচেশ্বরাত্মাদিতি ।

বেদোনারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম ইতি ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে ॥

ভগবান্‌ কহিলেন শব্দব্রহ্ম (বেদ) ও পরব্রহ্ম (ভগবান্‌)
এই দুইই আমার মূর্তি ॥

১১ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ॥

বেদ ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, স্বরূপ তাহাতে দেবতারাও
মুগ্ধ হয়েন, অন্যের কথা কি বলিব ॥

৬ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে

যমদূতগণ বিষুদ্বৃতিগকে কহিয়াছেন ॥

হে দেবগণ ! বেদের প্রমাণ্য করি এরূপ আশঙ্কা করিতে
পারে না, যে হেতু বেদ নারায়ণ হইতে উৎপন্ন এবং সাক্ষাৎ
নারায়ণের স্বরূপ । অপর পরমেশ্বরের নিশ্চাস মাত্র বেদ স্বয়ং
উদ্ভূত হয়েন, একারণ তাহা স্বয়ম্ভু বলিয়াও শ্রুত হইয়াছে ॥

পুরুষ মরে নাই আছে, পরে সেই বাক্য শুনিয়া স্বর্গ লোকাদির ন্যায় তদ্বিষয়ে
পর্যাপ্ত জ্ঞান হইল ॥

পরে গর্ভনা করিয়া তুমিই দশম পদার্থ এই রূপ উপদিষ্ট হইয়া প্রত্যেক
রূপে দশমপুরুষকে দেখিয়া বোদন পরিত্যাগ পূর্বক তাহার হৃৎ যুক্ত হই-
লেন ॥

কিং বা পঠৈরীশ্বরঃ সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যাতোহত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাদিতিচ ॥

অত্রৈগোপনিষদঃ পুরুষ ইত্যন্ত্রেণনিষম্মাত্র গম্যত্বং
শ্রুতিবোধযতি ।

চাক্ষুসং রূপমিতিবং ।

ততশ্চ শ্রুতিময়া স্বপ্রকাশতা শক্ত্যা প্রাকৃত তত্ত্বস্ত
জ্ঞাতং তম ইব নিরম্য স্বয়ং প্রকাশতে ।

তস্মিন্ন তত্রাপি নির্দেশ্যত্বং ।

ন হি স্মেন প্রকাশেন রবিঃ প্রকাশোভবতি ।

তথা ১স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে

২ শ্লোকে শ্রীবেদব্যাসের বাক্য যথা ॥

অন্যান্য শাস্ত্রে অথবা তদুক্ত সাধনে কি প্রয়োজন ?
স্বকৃতশালি ব্যক্তির প্রবণেচ্ছামাত্র তদ্বারাই পরমেশ্বরকে
সদ্যো হৃদয় মধ্যে স্থবীকৃত করিতে পারেন ॥

অতএব পুরুষ উপনিষদ স্বরূপ অর্থাৎ বেদ প্রতিপাদ্য ।
এই স্থলে ভগবান্ উপনিষদ মাত্রেরই গম্য, চাক্ষুস রূপের
ন্যায় ইহাই শ্রুতি বোধ করাইতেছেন ॥

অতএব শ্রুতিময়া স্বপ্রকাশ দ্বারা সেই সেই প্রাকৃত বস্তু
তথের ন্যায় নিরাস করিয়া স্বয়ং প্রকাশ করেন ॥

একারণ বেদেও নির্দেশ্য হইলেন না, যেমন স্বীয় প্রকাশ
দ্বারা রবি প্রকাশিত হইলেন না তদ্রূপ ॥

যথা তেন ঘট ইতি বস্তুং যুজ্যতে স্বাভিন্নত্বাৎ ।

যদিচ শক্তি শক্তিমতোর্ভেদপক্ষঃ স্বীক্ৰিয়তে ।

তদা নির্দেশাত্মমপীত্যত্রোপানির্দেশ্যত্বেনৈব

নির্দেশ্যত্বং সিদ্ধং ॥ ১৭৩ ॥

অতএবোক্তং গারুড়ে ॥

অপ্রসিদ্ধেরবাচ্যাস্তদ্বাচ্যং সর্বাগমোক্তিতঃ ।

অতর্ক্যং তর্ক্যমজ্ঞেয়ং জ্ঞেয়মেবং পরং স্মৃতিমিতি ।

শ্রুতোচ ॥

অনাদেব তদ্বিদিতাদথোহবিদিতাদন্যত্রেতি ॥

যেমন চক্ষুরাঘট প্রকাশ পায় ইহার ন্যায় বলিবার
নিমিত্ত উপযুক্ত বটে, যে হেতু নিজের অভিন্ন অর্থাৎ সূর্য্য
হইতে চক্ষু ভিন্ন নহে । যদিচ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ
পক্ষ স্বীকার কর, তাহা হইলে এখানে নির্দেশ্য ও অনির্দেশ্য
দ্বারা নির্দিষ্ট্য সিদ্ধ হইল ॥ ১৭৩ ॥

অতএব গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যাং অপ্রসিদ্ধ ত্যাহা কহা যায় না কিন্তু শাস্ত্রের উক্তি
অনুসারে কহা যায় । এই প্রকার যাহা তর্কাতীত তাহা তর্ক
করা যায় ও যাং জ্ঞানাতীত তাহা জানিতে পারা যায়,
আষণ্য এইরূপ কহিয়াছেন ॥

প্রতিতেও বলিয়াছেন ॥

জ্ঞাত বস্তু হইতে তিনি ভিন্ন হইয়াছেন ও বেদ হইতে
তিনি অজ্ঞাত আছেন ॥

ইদমভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীপরাশরেনাপি ।

যস্মিন্ ব্রহ্মণি শর্ব্বশক্তিনিলায়ে মানানি নো মানিনাং
নিষ্ঠায়ৈ প্রভবন্তি হস্তি কলুষং জ্যোত্বং স যাতোহরিরিতি ॥
নম্রাবিকৃতশক্তে ভগবদাখ্য ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশতা শক্তি
রূপত্বং বেদস্য সম্ভবতি । ততশ্চানাবিকৃত শক্তে ব্রহ্মণঃ
প্রকাশস্তস্মাৎ কথমিতি উচ্যতে ।

অস্ম্যম্মতে তস্যাপি প্রকাশো ভগবচ্ছৈত্ব্যেব ।

এই অভিপ্রায়ে শ্রীপরাশরও কহিয়াছেন ॥

সর্ব্বশক্তির আশ্রয় যে ব্রহ্ম তাঁহাতে নিষ্ঠা হেতু আমরা
যে মানো আমাদের মান অর্থাৎ পূজা হইয়াছে । সেই ব্রহ্ম
স্বরূপ হরি কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে পাপ বিনষ্ট করেন ॥

অহে ! যিনি শক্তি প্রকাশক ভগবৎ নামক যে ব্রহ্ম,
তাঁহার স্বপ্রকাশ দ্বারা বেদ হইয়াছেন । সেই হেতু তাঁহার
শক্তির প্রকাশ নাই সেই ব্রহ্মের বেদ দ্বারা কিরূপে প্রকাশ
হইবে ।

এই প্রশ্নের উত্তর কহিতেছেন ॥

আমাদের মতে সেই ব্রহ্মেরও ভগবৎ শক্তি দ্বারাই
প্রকাশ হইয়া থাকে ॥

এই বিষয় ৮ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে
মৎস্যদেব কহিলেন ॥

রাজন্ ! পরম ব্রহ্ম পদবাচ্য যে আমার মহিমা তৎ কহিয়া
তোমার প্রশ্নে আমি তাহা বিবৃত করিব, তুমি আমার প্রশ্ন

তদুক্তং ॥

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মোক্তি শব্দিতং ।

বেৎস্যস্যানুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদোতি ।

নষ্টোচেন পরপ্রকাশ্যত্মাপত্তি ।

ব্রহ্ম ভগবৎগৌরভিম্বস্তুহাং ।

অত্র লৌকিক শব্দেনাপি যঃ কচিৎতদুপদেশঃ স তু তস্য

তদনুগতেস্তয়া শ্রুত্যাণুগৃহীত তথা সংভবতীতুক্তং ।

অতস্তদনুশীলনাবসরে তদুক্ত্যানুভাব রূপস্য তৎশব্দস্যতু

সুতরাং তৎস্বরূপ শক্তিবিলাসময়ত্বাৎ তত্র নিষেধঃ কিং

তর্হি মনোবিলাসময়স্যেবেতি সর্গমনবদ্যাং ।

প্রসাদ লব্ধ সেই মহিমা আপনার হৃদয়ে অবগত হইতে পারিবে ॥

ইহার দ্বারা ব্রহ্মের পর প্রকাশ্যত্ম আপত্তিত হইল না, যে হেতু ব্রহ্ম ও ভগবান্ এই দুই অভিন্ন বস্তু ।

এস্থলে লৌকিক শব্দ দ্বারাও কখন যে ভগবৎ উপদেশ হইয়াছে তাহাও তাঁহার লোক পরম্পরা হেতু সেই শ্রুতি দ্বারা সম্ভব হয়, ইহাই উক্ত হইয়াছে ॥

অতএব ভগবানের অনুশীলন অবসরে ভগবদ্বক্তির প্রভাব রূপ তৎ শব্দেরও সুতরাং ভগবৎ স্বরূপ শক্তির বিলাসময়ত্ব প্রযুক্ত সে স্থলে ভগবৎ শব্দ প্রায়োগের নিষেধ নাই । তবে মনোবিলাসের যে নিষেধ হয় নাই তাহা কি বলিব একারণ সমুদায় নির্দোষ হইল ॥

অতএব সৌপর্ণশ্রুতৌ ॥

প্রকৃতিশ্চ প্রাকৃতঞ্চ যম্ম জিত্বন্তি জিত্বন্তি যম্ম পশ্যন্তি
পশ্যন্তি যম্ম শৃণ্বন্তি শৃণ্বন্তি যম্ম জ্ঞানন্তি জ্ঞানন্তি চেতি
১০ । ৮৭ ॥ শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ১৭৪ ॥

অর্থৈকমেব স্বরূপং শক্তিহ্নে ন শক্তিমহ্নে নচ বিরাজতীতি
যস্য শক্তেঃ স্বরূপ ভূতত্বং নিরূপিতং তচ্ছক্তিমত প্রাধা-
ন্যেন বিরাজমানং ভগৱৎ সংজ্ঞামাপ্নোতি । তচ্চ ব্যাখ্যা-
তং তদেবচ শক্তিহ প্রাধান্যেন বিরাজমানং লক্ষ্মী সংজ্ঞা-
নাপ্নোতিতি দর্শয়িতুং তস্যাঃ স্বরূপি ভেদেমানস্তায়াঃ

অতএব সৌপর্ণশ্রুতিতে যথা ॥

প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তু সকল যাহাকে আত্মাণ করিয়া
আত্মাণ করিতে পারে না, যাহাকে দেখিয়া দেখিতে পায় না,
যাহাকে শুনিয়া শুনিতে পায় না এবং যাহাকে জানিয়া
জানিতে পারে না ॥ ১৭৪ ॥

অথ একস্বরূপই শক্তি ও শক্তিবিশিষ্ট রূপে বিরাজ
করিতেছেন । যাহার শক্তির স্বরূপ ভূতত্ব অর্থাৎ অন্তর
ঙ্গহ নিরূপণ করা হইয়াছে, সেই শক্তি বিশিষ্টত্বের প্রাধান্য
রূপে বিরাজমান বস্তুর ভগবৎ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয় । ইহা পূর্বে
ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । ঐ শক্তিরই শক্তিহ প্রাধান্যরূপে
বিরাজমান যে বস্তু তাঁহারই লক্ষ্মী বলিয়া নাম হয় । ইহাই
দেখাইবার জন্য ঐ লক্ষ্মীর স্বীয় বৃত্তিভেদে অসংখ্য হই-
য়াছে, অতএব ঐ শক্তিরই কতিপয় ভেদ মাত্র দেখান হই-

কিয়ন্তো ভেদা দর্শ্যন্তে ॥

যথা ॥

শ্রীয়া পুন্ড্রা গুরা কাস্তা কীর্ত্যা তুষ্টোল্লয়োজ্জ্বা ।

বিদ্যামাহবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়্যাচ নিমেষি ০৭ ॥ ১১৭ ॥

শক্তিঃ মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপভূতা শক্তিঃকস্য প্রথম
প্রবৃত্ত্যাঃরূপা ভগবদন্তরঙ্গা মহাশক্তিঃ । মায়্যাচ বহি-
রঙ্গা শক্তিঃ । আশ্রয়স্ত তয়োঃনৈব বৃত্তিরূপাঃ তাসাং
সর্বাসামপি প্রাকৃতাপ্রাকৃততা ভেদেন শ্রয়মাণত্বাৎ ।

তেছে ॥

১০ স্কন্ধের ৩৯ অব্যাহিতে ৪৭ শ্লোকে

শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা ॥

অত্রুর জলমধ্যে দেখিতেছেন শ্রী, পুষ্টি, বাণী, কান্তি,
কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, উর্জা এই সকল দেবী, তথা জীবগণের
সংসার হেতু বিদ্যা ও অবিদ্যা অপর ঐ দুইয়ের কারণীভূত
শক্তি এবং মায়্যা ইহারাও শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিতেছেন ॥ ১১৭

তাৎপর্য্য শক্তি এস্থলে মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপ ভূতা অর্থাৎ
শক্তি শব্দের প্রথম প্রবৃত্তি দ্বারা সকল শক্তির আশ্রয় রূপা
ভগবানের অন্তরঙ্গা মহাশক্তি। মায়্যা ভগবানের বহিরঙ্গা
শক্তি। শ্রীপ্রভূতি শক্তি সকল ঐ দুইয়েরই বৃত্তিরূপা।
অতএব শ্রী আদি শক্তি সকলের প্রাকৃতাপ্রাকৃতত্ব শ্রুত হই-
তেছে ॥

ততঃ শ্রিয়েত্যাদৌ শক্তিবৃত্তিরূপয়া মায়াবৃত্তিরূপয়া চেতি
সর্বত্র জ্ঞেয়ং তত্র পূর্বসম্ভেদঃ শ্রীভাগবতী সম্পৎ
নহীয়াং মহালক্ষ্মী রূপা তস্যা মূল শক্তিস্বাৎ । তদগ্রে
বিবরণায়াং ॥ ১৭৫ ॥

উত্তরসম্ভেদঃ শ্রীজগতী সম্পৎ । ইয়ামেবাধিকৃত্য ।

অত এব “শ্রিয়া পুস্ত্যা গিরা কাস্ত্যা” ইত্যাদি শ্লোকে
শক্তির বৃত্তিরূপ দ্বারা এবং মায়ার বৃত্তিরূপ দ্বারা । ইহা সর্বত্র
জানিতে হইবে ॥

এ দুই প্রকার শক্তির মধ্যে ভেদ এই যে যিনি পূর্ব
অর্থাৎ শ্রী তিনি ভগবৎসম্বন্ধিনী সম্পৎ তিনি মহালক্ষ্মীরূপা
নহেন, যে হেতু মহালক্ষ্মী মূল শক্তি, ইহা অগ্রে বিস্তার
করিব ॥ ১৭৫ ॥

উত্তরার প্রভেদ এই যে শ্রী জগতী সম্পৎ । ইহাকেই
অধিকার করিয়া ৩ ক্ষেত্র ১৬ ভাষ্যে ৭ শ্লোকে শ্রীভগবৎ-
ভুক্তি যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন হে দ্বিজগণ ! যাঁহাদের সেবা করিয়া
আমার চরণপদ্মে পবিত্র রেণু হইয়াছে, তাহাতে আমি অধিল
লোকের পাপ বিনষ্ট করি এবং স্বয়ং এতাদৃশী শীলতা লাভ
করিয়াছি যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কমলার কটাক্ষ-পেশা লাভ
নিমিত্ত বহু-বহু নিয়ম মারগ করিয়া থাকেন, আমি বিদগ্ধ
হইলেও অশ্রমাদি অগম্যকালের নিমিত্ত ত্যাগ করে না, সেই
সকল ব্রাহ্মণের প্রতি যে ব্যক্তি প্রতিকূল আচরণ করে, সে

ন শ্রীর্নিরন্তরমপি মাং বিজহাতি ত্যা দিবাক্যং ।

যত উক্তং চতুর্থশেষে শ্রীনারদেন ॥

শ্রিয়মুচরিতীঃ তদর্শিনশ্চ

দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণঃ ।

ন ভজতি নিজ ভৃত্যবর্গ তন্ত্রঃ

কথমমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ রসজ্জ ইতি ॥

অত্র তদর্থদ্বিপদপত্যা দি সহভাব উপজীব্যঃ ।

তথা দুর্কাসঃ শাপনকট্যাস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা আবির্ভাবঃ

সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রেমসীরূপা স্বয়ং ক্ষীরোদাদাবিভূয় দৃষ্ট্য

কখন আমার অনুগ্রহের পাত্র হয় না, আমি তাকে বধ করি ॥

অতএব ৪ স্কন্ধের ৩১ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে

শ্রীনারদ কহিয়াছেন ॥

অহে নৃপগণ ! যিনি আপনাতেই পরিপূর্ণ এবং আপনার ভক্তজনেই অনুরক্ত হওয়াতে অনুবর্তমান শ্রী ও সকাশ রাজগণ এবং দেবতাদিগেরও অনুরক্তি গ্রহণ করেন না তাদৃশ ভগবান্কে কোন্ অকৃতজ্ঞ পুরুষ অত্যন্ত ও পরিত্যাগ করেছে পারে ? ॥

এই শ্লোকে লক্ষ্মীর নিমিত্ত রাজগণ ও দেবতা সকল ইহাঁদের যে সহভাব তাহা উপজীব্য অর্থাৎ আশ্রয়ণীয় ॥

সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রেমসী রূপা লক্ষ্মী স্বয়ং ক্ষীর সমুদ্র হইতে আবির্ভূতা হইয়া দুর্কাসার শাপ বিনষ্টা ত্রৈলোকা

কৃতং তাত্ত্বিকং ক্রিয়তে ॥

এবমপরা অপি তত্র ইলা ভূতরূপলক্ষণে ন লীলাহপি ।
তত্র চ পূর্বস্যা ভেদো বিদ্যা । তদ্বারা বোধকারণং সম্বি-
দাখায়াস্তদ্বৃতি বৃত্তি বিশেষঃ । উত্তরস্য ভেদস্তস্য এব
বিদ্যায়াঃ প্রকাশকারং অবিদ্যা লক্ষণো ভেদঃ । পূর্বস্যা
ভগবতি বিভূত্বাদি বিশ্বৃতি হেতু মাতৃভাবাদি প্রেমানন্দ
বৃত্তি বিশেষঃ । অতএব গোপীজনাবিদ্যাকলা প্রেরক
ইতি তাপনাং শ্রুতৌ । যথা হবগরমেতদপি বিবরণী-
য়ং ॥ ১৭৬ ॥

লক্ষ্যার প্রতি দৃষ্টিগাত করেন তাহাতেই তাঁহার আবির্ভাব
শ্রুত হইতেছে ॥

এই প্রকার অপরা শক্তিও হইয়াছেন, তন্মধ্যে ইলা যে
ভূশক্তি তরূপলক্ষণ হেতু লীলাকেও জানিতে হইবে ॥

ঐ সকলের মধ্যে মহালক্ষ্মী ও মায়া এই দুইয়ের মধ্যে
পূর্ব্বার ভেদ বিদ্যা, ইনি শুদ্ধজ্ঞানের কারণ, এবং সম্বিৎ নাম্নী
স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বিশেষ । উত্তরার ভেদ । সেই বিদ্যা
দ্বারা ই প্রকাশ হেতু অবিদ্যারূপ ভেদ হয় ॥

পূর্ব্বার ভেদ এই যে উনি ভগবানে বিভূত্বাদি বিশ্বৃতির
কারণ মাতৃ ভাবাদিময় প্রেমানন্দের বৃত্তি বিশেষ । অতএব
“গোপীজন অবিদ্যাকলার প্রেরক” এই গোপালতাপনী
শ্রুতি প্রমাণে । অবসরক্রমে ইহা বিস্তার করিব ॥ ১৭৬ ॥

উত্তরম্যাঃ স ভেদঃ সংসারিণাং স্বরূপ বিশ্বত্যাদি হেতু
রাবরণাক্তক বৃত্তিবিশেষঃ । চকারাৎ পূর্বম্যাঃ সন্ধিনী
সম্বিং হল্লাদিনী । ভক্ত্যাধার শক্তি যুক্তি বিমলা জয়া
যোগা প্রহী ঈশানানুগ্রহাদয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ ॥

অত্র সন্ধিন্যেব সত্য্য জ্ঞেয়বোৎকর্ষিণী । যোগৈব যোগ-
মায়া সম্বিদেব জ্ঞানাজ্ঞানশক্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বং চেত্তি জ্ঞেয়ং ।
প্রহী বিচিত্রানন্দ সামর্থ্য হেতুঃ । ঈশানা সর্বাধিকারিতা
শক্তিহেতুরিতি ভেদঃ । এবমুত্তরম্যাশ্চ যথা যথাহন্যা-
জ্ঞেয়াঃ ।

উত্তরার অবিদ্যা রূপ ভেদ সংসারিদিগের নিজ নিজ
রূপের বিশ্বৃতির আদিকারণ আশ্রয় স্বরূপ বৃত্তিবিশেষ ।
চকারাধীন পূর্বার সন্ধিনী, সম্বিং ও হল্লাদিনী ভক্তির আধার
শক্তি যুক্তি, বিমলা, জয়া, যোগা, প্রহী, ঈশানা ও অনুগ্রহ
প্রভৃতিকে জানিতে হইবে ॥

এস্থলে যিনি সন্ধিনী তিনি সত্য্য, যিনি জয়া তিনি উৎ-
কর্ষিণী । যোগা যোগমায়া, যিনি সম্বিং তিনি জ্ঞানাজ্ঞান
শক্তি ও শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥

অপর যিনি প্রহী তিনি বিচিত্র আনন্দ সামর্থ্যের হেতু ।
তথা ঈশানা সর্বাধিকারিতা শক্তির হেতু স্বরূপা এই মাত্র
ভেদ । আর এই প্রকার উত্তরা অর্থাৎ মায়াশক্তির যথা
যোগ্য অন্যান্য বৃত্তি সকল জানিতে হইবে ॥

তদেবমপ্যত্র মায়াবৃত্তম্। ন বিত্রিয়ন্তে বহিরঙ্গসেবিত্বাৎ ।
মূলেতু সেবামাত্র সাধারণেন গণিতাঃ । বহিরঙ্গ সেবিত্বং
চ তস্যা ভগবদংশভূত পুরুষস্য বিদূরবর্তিত্যৈবাশ্রিত-
ত্বাৎ ॥ ১৭৭ ॥

তথাচ দশমস্য সপ্তত্রিংশে নারদেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবা-
স্তাবি ॥

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানধনঃ স্বসংস্থয়া সমাপ্ত সর্কার্ধ্যমমোঘ
বাঞ্ছিতং । স্বতেজসা নিত্য নিবৃত্ত মায়াগুণপ্রবাহঃ ভগ-
বন্তগীমহি ॥

অতএব এ প্রকার এস্থলে মায়ায় বৃত্তি সকল বিস্তার
করা হয় নাই, যে হেতু উহা বহিরঙ্গ শক্তি । পরন্তু মূলগ্রন্থে
ঐ সকল মায়াবৃত্তি কেবল সেবা মাত্র সাধারণ রূপে গণিত
হইয়াছে । যে হেতু ঐ মায়াকে ভগবদ্বহিরঙ্গ সেবিত্ব জানিতে
হইবে । কেন না ঐ মায়া ভগবানের অংশভূত যে পুরুষ তাঁহার
বহুদূরবর্তিনী হইয়া আশ্রিত ভাবে রহিয়াছেন ॥ ১৭৭ ॥

এই বিষয় ১০ স্কন্ধের ৩৭ অধ্যায়ে ১৯ । ২০ শ্লোকে

শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণের স্তবে বিস্তার করিয়াছেন যথা ॥

নারদ কহিলেন হে ভগবন্ । আপনি কেবল জ্ঞানৈক
মূর্তি, পরমানন্দ স্বরূপ, স্থায় সম্যক স্থিতি দ্বারা সম্যকপ্রকারে
সকল অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপনার বাঞ্ছিত অমোঘ,
কিন্তু নিজভেজে মায়াগুণ প্রবাহ আপনা হইতে নিত্য নিবৃত্ত
হইয়াছে অতএব আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্যশালী । আপনি

স্বামীশ্বরং স্বাক্ষরমাশ্রমায়ুধা বিনির্মিত্তাশেষ বিশেষ কল্পনং ।
ক্ৰীড়ার্থমভ্যাস্ত মনুষ্যবিগ্রহং নতোহস্মি ধূর্যং যদুৎকৃ-
সাত্ত্বতামিতি ॥ ১৭৮ ॥

অন্যোরর্থঃ ॥

বিশুদ্ধং যৎ বিজ্ঞানং পরমতত্ত্বং তদেব ঘনঃ ক্রীড়িগ্রহো
যস্য । স্বসংস্থঃ স্বরূপাকারেণ স্বরূপশক্ত্যেব বা সমা-
পাত্তা ইব নিত্যসিদ্ধাঃ পূর্ণা বা মৰ্কেষু অর্থা ঐশ্বর্যাদয়ো
যত্র । অতএব ন বিদ্যাতে অতি তুচ্ছত্বাৎ মোঘে বৃথা

আপনার শরণ গ্রহণ করি ॥

শ্রোতা! আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ অন্যকে বশ করেন এবং
স্বাক্ষর অর্থাৎ অন্যের বশ্য নহেন অতএব নিজাধীন সায়
সায় মহাদাদি অশেষ কল্পনা নির্মাণ করেন । আপনি ক্রীড়ার
নির্মিত মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াছেন অতএব যদু বৃষ্টি এবং
সাত্ত্বতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনাকে প্রণাম করি ॥ ১৭৮ ॥

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ যথা ॥

বিশুদ্ধ যে বিজ্ঞান অর্থাৎ পরমতত্ত্ব তাহাই ঘন (গাঢ়)
স্বরূপ হইয়া স্বাক্ষর ক্রীড়িগ্রহ হইয়াছে । ঐ ক্রীড়িগ্রহ “স্বসং-
স্থঃ” অর্থাৎ স্বীয় রূপের আকর অথবা স্বরূপ শক্তির দ্বারাই
স্বীকৃতিতে সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্তের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ অথবা পূর্ণ
সমুদায় অর্থ অর্থাৎ ঐশ্বর্যাদি স্বীকৃতিতে প্রাপ্ত হইয়াছে । অত-
এব অতি তুচ্ছ প্রযুক্ত মিথ্যাকল্প জগৎকার্ষ্যে স্বাক্ষর বাস্ত-
ব্যই ॥

ভূতে জগৎ কার্যো নাক্ষিতং বাজ্ঞা যস্য । কচিদবা'হুত
ম্যাপি সম্বন্ধোদৃশ্যত ইত্যশঙ্কাহ যতেজনা স্বরূপশক্তি
প্রভাবেন নিত্যমেব নিবৃত্তো দূরীভূতো মায়াগুণপ্রবাহ
স্তৎ পরম্পরা যস্মাৎ । ইথমেব ।

যুক্তং বিরহিতং শক্ত্যা গুণময্যাআমায়েতু্যক্তং ॥

আত্মমায়া স্বরূপভূতয়া শক্ত্যা যুক্তং ।

গুণময্যা বিরহিতমিতি তং ভগবন্তঃ শরণং ব্রজে ।

তথা হ্যাং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং ভগবন্তমেব স্বাংশে

নেশ্বরমন্তর্যাগী পুরুষমপি সন্তং নতোহস্মি ॥

কথং ভূতগীশ্বরং স্বরূপশক্ত্যা স্রাজয়মপি আত্মমায়া

যাদ বল অবাঞ্ছিত অর্থাৎ বাজ্ঞা রহিত ভগবানের কোথাও
সম্বন্ধ দেখা যায় এই আশঙ্কায় কহিতেছিন । স্বীয় তেজঃ
অর্থাৎ স্বরূপ শক্তির প্রভাব দ্বারা যীহা হইতে মায়ায় গুণ
প্রবাহ অর্থাৎ পরম্পরা নিবৃত্ত অর্থাৎ দূরীভূত হইয়াছে ॥

এই প্রকারই, গুণশক্তির সম্বন্ধ রহিত ও আত্ম মায়ার
সহিত যুক্ত ইহা উক্ত হইল । যিনি আত্মমায়া অর্থাৎ স্বরূপ
ভূতা শক্তির সহিত যুক্ত ও গুণময়া মায়ার সহিত সম্বন্ধ রহিত
হইয়াছেন সেই ভগবানের আমরা শরণাগত হইলাম । তথা
শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভগবান্ যিনি স্বীয় অংশ দ্বারা ঈশ্বর অর্থাৎ অন্ত-
র্য়ামি পুরুষ হইয়াছেন সেই আপনাকে নমস্কার করি ॥

আপনি কিরূপ ঈশ্বর এই আশঙ্কায় কহিতেছেন ।

আত্মাইত্র জীবাত্মা তদ্বিষয়া গায়য়া বিনির্মিতা অশেষ
বিশেষাকার কল্পনা যেন । যদ্বা । আত্মগায়য়া স্বরূপ
শক্ত্যা স্বাশ্রয়ং বিনির্মিতা অশেষবিষেয়া যথা তথা ভূত
কল্পনা গায়্যশক্তির্য়ম্য । কৌদৃশং ত্বাং সংপ্রতি ত্বণাবির্ভাব
সময়ে তম্যাপীশ্বরস্য ত্বয়ি ভগবতোব প্রবেশাৎ যুগপত্তত-
দ্বিচিত্রে তত্তচ্ছক্তি প্রকাশেন যা ক্রৌড়া তদধঃ অভ্যাত্তঃ
অভি ভক্তাভিমুখেন আত্মঃ অনীতঃ প্রকটিতো মনুষ্যা-
কারঃ নরাকৃতি পরব্রহ্মেতি স্মরণাৎ । তদ্রূপো ভগ-
বদাখ্যোবিগ্রহো যেন । তমেব পুনর্বিশিনষ্টি । যদু

আপনি স্বরূপ শক্তি দ্বারা নিজাশ্রয় হইয়াও আত্মগায়্য অর্থাৎ
আত্মা এস্থলে জীবাত্মা তদ্বিষয়া গায়্য দ্বারা নির্মিত যে অশেষ
বিশেষাকার সেই রূপ কল্পনা সকল আপনাতে হইয়াছে,
অথবা আত্মগায়্যস্বরূপ শক্তি দ্বারা আপনি নিরাশ্রয় হইয়াছেন।
অশেষ বিশেষ অর্থাৎ যথা তথ্য রূপ কল্পনা মমী শক্তি যাহার।
অপর আপনি কি প্রকার এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন।
সম্প্রতি আপনার আবির্ভাব সময়ে সেই শক্তির জেশ্বর যে
আপনি, ভগবান্ আপনাতেই প্রবেশ হেতু এককালীন বিচিত্র
সেই সেই শক্তির প্রকাশ দ্বারা যে ক্রৌড়া তন্মিহিত ভক্তগণের
সম্মুখে “নরাকৃতি পরব্রহ্ম” শাস্ত্রের এই উক্তি প্রযুক্ত আপনি
মনুষ্যাকার প্রকটিত করিয়াছেন, অর্থাৎ মনুষ্যরূপ ভগবৎ
নামক বিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

ঐ মনুষ্যাকার রূপকে পুনর্বার বিশেষ করিতেছেন যথা ।

বুধিসাত্ত্ব গাং ধূর্য্যং তেষাং নিত্যপরিকরাণাং প্রেমভার
বহুমিতি ॥ ১৭৯ ॥

অথবা মূলপদ্যে শক্ত্যতি সর্গত্বেব বিশেষ্য পদং ।

শ্রীমূলরূপা ।

পুষ্ঠ্যাদয়স্তদংশাঃ বিদ্যা জ্ঞানং ।

আসমীচীনা বিদ্যা ভক্তিঃ ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্মি ত্যাদেঃ ।

মায়া বহিরঙ্গা তদ্বৃত্ত্যঃ শ্রাদয়স্ত পৃথক্ জ্ঞেয়াঃ ।

প্রভো ! আপনি যত্নবুধি সাত্ত্বত সকলের ধূর্য্য অর্থাৎ যত্ন
প্রভৃতি এই সকল নিত্য পরিকরের প্রেমাতিশয় প্রাপক ॥ ১৭৯

অথবা মূল শ্লোকে “শক্ত্যা” এই পদ বিশেষ্য জানিতে
হইবে। এস্থলে শ্রী মূলরূপা। পুষ্ঠ্যাদি উইঁরই অংশরূপা।
বিদ্যা শব্দে এস্থলে জ্ঞান, তথা আসমীচীনা বিদ্যার নাম ভক্তি
ভগবদ্বীতায় ৯ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্মং পবিত্রমদগুত্তমং ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুস্বং কৰ্ত্তুমব্যয়ং ॥

হে অর্জুন ! এই জ্ঞানকে রাজবিদ্যা, সমস্ত গুহ্ম তত্ত্ব
অপেক্ষা গুহ্ম, অত্যন্ত পাবিত্র্য জনক, আত্ম প্রত্যক্ষানুভব
স্বরূপ, এবং অক্ষয়ফলজনক সমস্ত ধর্ম্ম সাধনে সহজ বলিয়া
জানিবে ॥

মায়া এস্থলে বহিরঙ্গা শক্তি, শ্রী আদি করিয়া তাঁহার
বৃত্তি সকল পৃথক্ হইয়াছে, ইহা জাগিতে হইবে ।

শিষ্টং সমং ॥

ততশ্চাত্ত্ব শুদ্ধভগবৎ প্রকরণে স্বরূপশক্তিবৃত্তিষ্বেব গণনায়াঃ পর্য্যাবসিতাসু বিবেচনীয়মিদং প্রথমং তাবদেক-
সৈব তত্ত্বস্য সদ্ধাচ্ছিত্ত্বাদানন্দত্বাৎ শক্তিরপ্যেকা ত্রিণা
ভিদ্যতে ॥ ১৮০ ॥

তদুক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীধ্রুবেণ ॥

হ্লাদিনী সঙ্কিনী সন্নিং ত্ব.যাকা সর্দসংস্থিতৌ ।
হ্লাদ তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিত ইতি ব্যাখ্যা-
তঞ্চ স্বামিভিঃ ॥

হ্লাদিনী আহ্লাদকরী সঙ্কিনী সততা ।

সন্নিং বিদ্যাশক্তিঃ ॥

শিষ্টে এই শব্দের অর্থ সমান ॥

অতএব এস্থলে শুদ্ধ ভগবৎ প্রকরণে স্বরূপ শক্তির বৃত্তি
বিশেষ সকলের গণনার মধ্যে পর্য্যাবসিতা শক্তি সমুদায়ে
প্রথমত এইটী বিবেচনা করিতে হইবে, এক তত্ত্বেরই বিদ্যা-
মানতা, জ্ঞানতা ও আনন্দতা প্রযুক্ত এক শক্তিরই তিন
প্রকার ভেদ হইয়াছে ॥ ১৮০ ॥

হ্লাদিনী, সঙ্কিনী ও সন্নিং এই তিন শক্তি সঙ্গীতায়
তোমাতে এক রূপা হইয়াছেন, হ্লাদ ও তাপ করেন এমন
বে মিশ্রা শক্তি তাহা গুণবর্জিত তোমাতে নাই ॥

শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । হ্লাদিনী
শব্দে আহ্লাদকরী । সঙ্কিনীর অর্থ সতাকরী । সন্নিং শব্দে

একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপ ভূতেতি যাবৎ ।
 সা সর্বসংস্থিতৌ সর্বস্য সম্যক্ স্থিতি র্যস্মাৎ তস্মিন্
 সর্বাদিষ্ঠান ভূতে ত্রয়েবে নতু জীবেষু ।
 জীবেষু যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্রয়ি নাস্তি ।
 তামেবাহ হ্লাদ তাপকরী মিশ্রেতি ।
 হ্লাদকরী মনঃ প্রসাদোথা সাত্ত্বিকী ।
 তাপকরী বিষয়বিযোগাদিস্ত তাপকরী তামসী ।
 তদুভয় মিশ্রা বিষয় জন্যা রাজসী ।

বিদ্যা শক্তি । একা শব্দে মুখ্যা অব্যভিচারিণী অর্থাৎ স্বরূপ
 ভূতা জানিতে হইবে ॥

সেই স্বরূপভূতা শক্তি সর্বসংস্থিতি অর্থাৎ সকলের সম্যক্
 প্রকারে বাঁহা হইতে স্থিতি হইয়াছে, সেই সকলের অধিষ্ঠান
 স্বরূপ আপনাতেই অবস্থিত আছেন, জীবে অবস্থান করেন
 না ।

জীবে যে তিন প্রকার গুণময়ী শক্তি তাহা আপনাতে
 নাই ।

সেই তিনপ্রকার শক্তি কি ? এই আকাজ্জক্য কহিতে
 ছেন । উনি হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা । ইহার অর্থ এই
 যে, যিনি হ্লাদকরী তিনি মনের প্রদমতা হইতে উৎপন্ন
 সাত্ত্বিকী । যিনি তাপকরী তিনি বিষয় বিযোগাদিতে তাপ
 প্রদান করেন এই হেতু তামসী । আর যিনি মিশ্রা অর্থাৎ

তত্র হেতুঃ সত্বাদি গুণৈর্বর্জিত্তে ॥ ১৮১ ॥

তদুক্তং ।

সর্বজ্ঞসূক্তো ॥

হ্লাদিন্যা সন্নিদান্ধিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঐশ্বরঃ ।

স্বাবিদ্যা সংবৃত্তো জীবঃ সংক্লেশ নিকরাঙ্কর ইতীতি ॥

তত্র হ্লাদকরূপোহপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তিচ
সা হ্লাদিনী । তথা সত্বারূপোহপি যয়া সত্তাং দধতি
ধারয়তিচ সা সন্ধিনী । এবং জ্ঞান রূপোহপি যয়া জ্ঞানাতি

সত্ব তমো মিশ্রিতা তিনি বিষয় হইতে উৎপন্ন একারণ
রাজগী ঐ সকল শক্তি যে আপনার থাকেনা তাঁহার হেতু
এই, আপনি সত্বাদি গুণবর্জিত ॥ ১৮১ ॥

এই বিষয় সর্বজ্ঞ সূক্তে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যিনি সচ্চিদানন্দ ঐশ্বর তিনি হ্লাদিনী ও সন্নিৎ এই দুই
শক্তি যুক্ত, আর যিনি জীব তিনি আপনার অবিদ্যায় আবৃত
হইয়া সমস্ত ক্লেশের আকর স্বরূপ হইয়াছেন ॥

এ স্থলে ভগবান্ হ্লাদক রূপ হইয়াও যাহা দ্বারা আহ্লাদ
যুক্ত হইয়েন ও আহ্লাদিত করেন তাহার নাম হ্লাদিনী ।
তথা সত্তা অর্থাৎ বিদ্যমান রূপ হইয়াও যাহার দ্বারা সত্তাকে
অর্থাৎ বিদ্যমানতাকে ধারণ করেন ও ধারণ করান, তাহার
নাম সন্ধিনী । এই প্রকার ভগবান্ জ্ঞান রূপ হইয়াও যাহার
দ্বারা জ্ঞানে ও জ্ঞান তাহার নাম সন্নিৎ, ইহা জানিতে

তত্র চেত্তরোত্তর গুণোৎকরণে সন্ধিনী সন্নিঃ ফ্লাদিনীতি
ক্রমোক্তেয়ঃ ॥ ১৮২ ॥

তদেবং তস্যাস্ত্রায়াশ্চক্রে সিন্ধে যেন স্বপ্রকাশতা লক্ষণেন
তদ্বৃতি বিশেষণ স্বরূপং বা স্বয়ং স্বরূপ শক্তি বী বিশিষ্টং
বাবির্ভবতি ত্রিশুদ্ধসত্ত্বং । তচ্চান্য নিরপেক্ষসত্ত্বং প্রকাশ
ইতি জ্ঞাপন জ্ঞানবৃত্তিকত্বাৎ সন্নিদেব । অস্য মায়া
স্পর্শাভাবাশ্চিশুদ্ধসত্ত্বং । তত্র চেদ মেব সন্ধিন্যাংশ প্রধান
চেদাধারশক্তিঃ । সন্নিদংশ প্রধান মাত্মবিদ্যা । ফ্লাদিনী-
সারাংশপ্রধানং গুহবিদ্যা । যুগপ চ্ছক্তিত্রয়প্রধানং

হইবে ।

এস্থলেও উত্তরোত্তর গুণের উৎকর্ষ দ্বারা সন্ধিনী, সন্নিঃ,
ফ্লাদিনী এই ক্রম জানিতে হইবে ॥ ১৮২ ॥

অতএব এই প্রকার সেই এক শক্তির তিন স্বরূপই সিদ্ধ
হইল, যে স্বপ্রকাশতা লক্ষণবৃতি বিশেষ দ্বারা স্বরূপ অথবা
স্বয়ং স্বরূপ শক্তি কিম্বা স্বরূপশক্তি বিশিষ্ট আবিস্কৃত হয়েন
তাহার নাম শুদ্ধসত্ত্ব । ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্ব অন্যকে অপেক্ষা
করেন না । ভুববানের স্বপ্রকাশ স্বরূপ জ্ঞাপন ও জ্ঞানবৃত্তি
প্রযুক্ত সেই ভগবানের সন্নিঃ শক্তি মায়ার সহিত স্পর্শ না
ধাকায় বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইরাছেন । তন্মধ্যে এই বিশুদ্ধ সত্ত্বই
সন্ধিনী শক্তির প্রধান অংশ হইলে আধার শক্তি, সন্নিঃ
শক্তির প্রধানাংশ হইলে আত্মবিদ্যা ও ফ্লাদিনীর সারাংশ
প্রধান হইলে গুহ বিদ্যা বলা যায়, আর এককালীন

মূর্তিঃ ॥ ১৮৩ ॥

অত্রাধারশক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে ।

তদুক্তং ।

যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশস্তি সত্ত্বং লোকোযত ইতি ।

তথা জ্ঞান তৎ প্রবর্তক লক্ষণ বৃত্তিদ্বয় কয়া আত্মবিদ্যা

তদ্বৃত্তিরূপমুপাসকাশ্রয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে । এবং ভক্তি

তৎপ্রবর্তক লক্ষণ বৃত্তিদ্বয়কয়া গুহ্যবিদ্যা তদ্বৃত্তিকয়া

প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রকাশতে ।

শক্তিত্রয় প্রধান হইলে মূর্তি হয় ॥ ১৮৩ ॥

এস্থলে আধার শক্তি দ্বারা সন্ধিনী বৃত্তিরূপ উপাসক সকলের ভগবদ্ধামের প্রকাশ হয়, এই বিষয় ১২ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

হে ভগবন্ ! সাত্বত বংশীস্বেরা ঈশ্বরের যে সত্ত্বরূপ ভজনা করেন তদ্বারা বৈকুণ্ঠ লোকে, অভয় ও আত্ম স্থখ প্রাপ্তি হয় ॥

সেই রূপ জ্ঞান ও জ্ঞান প্রবর্তক স্বরূপ বৃত্তিদ্বয় রূপা আত্ম বিদ্যা দ্বারা তদ্বৃত্তি অর্থাৎ সচ্চিদ্রূপ বৃত্তি রূপ উপাসক সকলের আশ্রয় স্বরূপ যে জ্ঞান তাহা প্রকাশ পায় ॥

এই প্রকার ভক্তি এবং ভক্তিপ্রবর্তক স্বরূপ বৃত্তিদ্বয় রূপ ইন্দ্রাদিনীর সারাংশ স্বরূপ গুহ্য বিদ্যা ও তদ্বৃত্তি রূপ দ্বারা প্রেম স্বরূপা ভক্তি প্রকাশ পায় ॥

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ।

লক্ষ্মীস্তবে স্পষ্টীকৃতে ॥

যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যাচ শোভনৈ ।

আত্মবিদ্যাচ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনীতি ।

যজ্ঞবিদ্যা কৰ্মবিদ্যা । মহাবিদ্যা অষ্টাঙ্গযোগঃ ।

গুহ্যবিদ্যা ভক্তিঃ । আত্মবিদ্যা জ্ঞানং ।

তং সর্বাশ্রয়ত্বমেব তত্তদ্রূপা বিবিধানাং মুক্তীনাং

বিবিধানামন্যেষাঞ্চ ফলানাং দাত্রী ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮৪ ॥

অথ মূর্ত্যা পরতত্ত্বাঙ্কঃ শ্রীবিগ্রহঃ প্রকাশতে ।

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে

লক্ষ্মী স্তবে স্পষ্ট কহিয়াছেন যথা ॥

হে শোভনে ! হে দেবি ! তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা হইয়াছ এবং তুমিই মুক্তি ফল প্রদান কর ॥

এ স্থলে যজ্ঞ বিদ্যার অর্থ কৰ্ম বিদ্যা, মহাবিদ্যার অর্থ অষ্টাঙ্গ যোগ, গুহ্য বিদ্যার অর্থ ভক্তি এবং আত্মবিদ্যার অর্থ জ্ঞান, এই সকলের আশ্রয় প্রযুক্ত তুমিই ঐ ঐ স্বরূপা হইয়া বিবিধ মুক্তি সকলের ও অন্যান্য ফল সকলের দাত্রী হইয়াছ ॥ ১৮৪ ॥

অথ মূর্তি অর্থাৎ এককালীন শক্তিভ্রম প্রদান দ্বারা পর-
তত্ত্ব স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ পান । এই মূর্তির নাম বামুদেব ॥

ইয়মেব বাসুদেবাখ্যা তদুক্তং শ্রীমহাদেবেন ॥

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং বদীয়তে তত্র পুমানপা-
বৃতঃ । সত্ত্বৈচ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবোহ্যধোক্কজো
মে অনঙ্গা বিদীয়ত ইতি ।

অস্যার্থঃ ।

বিশুদ্ধং স্বরূপ বৃত্তিহীন জাড্যাংশেনাপি রহিতমিতি ।
বিশেষণ শুদ্ধং সত্ত্বং যৎ তদেব বসুদেব শব্দেনোক্তং
কুত স্তস্য সত্ত্বতা বসুদেবতা বা তদ্রাহ । যৎ যস্মাৎ তত্

এই বিষয় ৪ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে

শ্রীমহাদেব কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥

মহাদেব সতীকে কহিলেন হে সুন্দরি ! আমি কেবল
অভ্যাগত ব্যক্তিতে বাসুদেব বোধে নমস্কার করি এমন নহে
নিত্যই মনোমধ্যে বাসুদেবের চিন্তা করিয়া থাকি, বিশুদ্ধ
যে সত্ত্বশুণ তাহাই বসুদেব এই শব্দে উক্ত হয়, যে হেতু
নির্মাল সত্ত্বগুণে পরম পুরুষ বাসুদেব প্রকাশ পান । এই
কারণে সেই সত্ত্ব স্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান্
বাসুদেবকে আমি মনো দ্বারা সতত নমস্কার পূর্বক সেবা
করি ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিশুদ্ধ অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি
বৃত্তির হেতু জাড্যাংশ রহিত । বিশেষ রূপে যাহা শুদ্ধ সব
তাহাই বসুদেব শব্দে কথিত হইয়াছে । যদি বল কি হেতু
ইহার সত্ত্বতা ও বসুদেবতা হইল এই প্রশ্নে কহিতেছেন।

তস্মিন্ পুমান্ বাসুদেব ইয়তে প্রকাশতে । আদ্যে
তাবদগোচরতা হেতুত্বেন লোক প্রসিদ্ধ সত্ত্ব সাম্যাৎ
সত্ত্বতা ব্যক্তা । দ্বিতীয়ে ত্বয়মর্থ বসুদেবে ভবতি প্রতী-
য়তে ইতি বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধঃ সচ বিশুদ্ধ সত্ত্বে
প্রতীয়তে অতঃ প্রত্যয়ার্থেন প্রসিদ্ধেন প্রকৃত্যর্থো নির্ধা-
র্যতে । ততশ্চ বাণয়তি দেবমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বা বসত্য
স্মি়মিতি বা বসুঃ ।

তথা দীব্যতি দ্যোতত ইতি দেবঃ ।

সচাসৌ সচেতি বসুদেবঃ ।

বসুভিঃ ভগবৎকর্ম লক্ষণৈঃ পুণ্যৈঃ প্রকাশত ইতি বা বসু-

যে হেতু সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে বাসুদেব পুরুষ প্রকাশ পান
প্রথমে অগোচরের গোচরতা হেতু দ্বারা লোক প্রসিদ্ধ সত্ত্বের
সাম্য প্রযুক্ত সত্ত্বতা প্রকাশ হইয়াছে ।

দ্বিতীয়ে অর্থ এই যে, বসুদেবে “ভবতি” প্রতীত হয়, এই
অর্থে বাসুদেব পরমেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, এই
বাসুদেব বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রতীত হয়েন । যে হেতু প্রসিদ্ধ
প্রত্যয়ার্থ দ্বারা প্রকৃতির অর্থ নির্দ্ধারিত হয় । সেই হেতু
দেবকে বাস করান এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা অথবা দেব ইহাতেই
বাস করেন এই অর্থে বসু শব্দ নিষ্পন্ন হইল । সেই রূপ
“দীব্যতি” অর্থাৎ জ্বলি করেন অথবা প্রকাশ পায়েন এই
অর্থে দেব, এই উভয় শব্দে মিলিত হইয়া বসুদেব এই শব্দটী
নিষ্পন্ন হইল । কিম্বা “বসুভিঃ” অর্থাৎ ভগবৎকর্ম লক্ষণ

দেবঃ । তস্মাবসুদেব শাস্তিতং বিশুদ্ধ সত্ত্বং । ইথং
 স্বয়ং প্রকাশ জ্যোতিরেক বিগ্রহ ভগবজ্জ্ঞান হেতুত্বেন
 কৈবল্যং সাত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্লিকং তু যৎ ।
 প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মমিষ্ঠং নিগুণং স্মৃতমিত্যাদৌ
 বহুত্রং গুণাতীতাবস্থায়ামেব ভগবজ্জ্ঞান শ্রবণেন নচ
 সিক্ষমত্র বিশুদ্ধপদাবগতং স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতস্বপ্রকাশতা
 লক্ষণত্বং তস্য ব্যক্তং । ততশ্চ সত্বে প্রতীয়ত ইত্যত্র
 করণ এণাধিকরণ বিবক্ষা ॥ ১৮৫ ॥

পুণ্য সকল দ্বারা প্রকাশ পান এই অর্থেই বা বসুদেব । অতঃ-
 এব বসুদেব শব্দে বিশুদ্ধ সত্ত্ব ।

এই প্রকার স্বয়ং প্রকাশ জ্যোতিঃ, মুখ্য বিগ্রহ ভগবানের
 জ্ঞান হেতু দ্বারা এই বিবরণ ১১ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ২৩
 শ্লোকে ভগবান্ উক্তবকে কহিয়াছেন ॥

হে উক্তব ! দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্ম বিষয়ক জ্ঞান
 সাত্বিক জ্ঞান, দেহাদি বিষয়ক জ্ঞান রাজসিক জ্ঞান, বাণ-
 মুকাদির যে জ্ঞান তাহা তামসিক জ্ঞান, আর আগাতে নির্ভ
 যে জ্ঞান তাহাকে নিগুণ বলা যায় ॥

ইত্যাদি বহু বহু প্রমাণে গুণাতীত অবস্থায় ভগবৎ
 জ্ঞানের প্রবেশ দ্বারা সিদ্ধ । এস্থলে বিশুদ্ধ পদের জ্ঞান স্বরূপ
 শক্তির বৃত্তিরূপ তাহার স্বপ্রকাশতা শক্তি স্বরূপ ব্যক্ত
 হইল । অতএব সত্বে প্রতীত হয়েন এস্থলে কারণেতেই
 অধিকরণ কথনেচ্ছায় হইয়াছে ॥ ১৮৫ ॥

স্বরূপ শক্তি বৃত্তিহ্রমেব বিশদয়তি ।

অপারুত আবরণ শূন্যঃ সন্ প্রকাশতে ।

প্রাকৃতং সদ্ধং চেত্তর্হি তত্র প্রতিফলনমেবাবগীয়তে ।

ততশ্চ দর্পণে মুখস্যেব তদন্তর্গত তয়া তস্য তত্রারুত
ত্বেনৈব প্রকাশঃ স্যাদিত্যি ভাবঃ ফলিতার্থমাহ এবং ভূতে
সদ্বৈ তস্মিন্ নিত্যমেব প্রকাশমানো ভগবান্ মে ময়া
মনসা বিশেষেণ বিদীয়তে চিস্ত্যত ইত্যর্থঃ । তৎ সদ্ধং
তাদাত্ম্যাপন্নমেব অন্যথা নৈব মনসা চিস্তয়িতুং শক্যতে
ইতি পর্য্যবাসিতং । ননু কেবলেন মনসৈব চিস্ত্যতাং কিং
তেন সদ্বেন তত্রাহ । হি যস্মাদধোক্জঃ অধঃকৃতমতি-

স্বরূপ শক্তির বৃত্তিকে প্রকাশ করিতেছেন । অপারুত
অর্থাৎ আবরণ শূন্য হইয়া প্রকাশ পান । যদি তাহা প্রাকৃত
সদ্ধ হইত, তাহা হইলে তাহাতে প্রতিফলনই অবশিষ্ট
হইতে পারিতা । সেই হেতু দর্পণে মুখের ন্যায় দর্পণের অন্ত-
র্গত হইয়া সেই মুখের দর্পণে আরুতরূপে প্রকাশ হয়
ইহাই ভাবার্থ । ফলিতার্থ কহিতেছেন । এই প্রকার সদ্বৈ
নিত্যই প্রকাশমান ভগবান্ আমা কর্তৃক মনো দ্বারা বিশেষ
রূপে চিস্তিত হইয়াছেন । সেই সদ্ধ তৎ স্বরূপই প্রাপ্ত
হয়, তাহা না হইলে মনের দ্বারা চিস্তা করিতে সমর্থ হওয়া
যায় না ইহাই চরমার্থ ।

অহে ! যদি বল কেবল মনের দ্বারা ই চিস্তা কর, সদ্বৈ
প্রয়োজন কি ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন । হি শব্দের অর্থ—

ক্রান্তমক্ষজমিদ্ভিয়জ্ঞানং যেন সঃ নমসেতি পাঠে হি শব্দ
স্থানেহপ্যনুশব্দঃ পঠ্যতে । ততশ্চ বিশুদ্ধ সত্ত্বাখ্যা
স্বপ্রকাশতা শক্ত্যেব প্রকাশমানোহর্দো নমস্কারাদিনা
কেবলমনু বিধীয়ন্তে সেবাতে । নতু কেনাপি প্রকাশ্যত
ইত্যর্থঃ । তদেব সোহদৃশ্যত্বেনৈব ক্ষুরমসৌ অদৃশ্যো নৈব
নমস্কারাদিনা অস্ম্যতিঃ সেব্যত ইতি তৎ প্রকরণ মঙ্গতিশ্চ
পশ্যতে ॥ ১৮৬ ॥

তথ যতো ভগবদ্বিগ্রহ প্রকাশক বিশুদ্ধ সত্ত্বস্য মূর্তিঃ
বহুদেবত্বং চ তত এব তৎ প্রাচুর্ভাব বিশেষে ধর্মপত্ন্যা
মূর্তিঃ প্রসিদ্ধা । শ্রীমদানকচন্দ্রুভৌচ বহুদেবত্বমিতি

যে হেতু । অধোক্ষজ অর্থাৎ যিনি ইন্দ্రిয় জন্য জ্ঞানকে অতি
ক্রম করিয়াছেন । “নমসা” এই পাঠে হি শব্দ স্থানে অনুশব্দ
পাঠ করিতে হইবে । সেই হেতু বিশুদ্ধ সত্ত্বাখ্য স্বপ্রকাশতা
শক্তি দ্বারাই প্রকাশমান এই ভগবান্ কেবল নমস্কারাদি দ্বারা
অনুবিধেয় অর্থাৎ সেবা করেন কিন্তু কাহারও দ্বারা প্রকাশিত
হয়েন না । অতএব তিনি যখন অদৃশ্য রূপে ক্ষুর্তি পান
তখন অদৃশ্য নমস্কারাদি দ্বারাই আমরা তাঁহাকে সেবা করি,
এই রূপ ব্যাখ্যা করিলে তৎ প্রকরণ মঙ্গতি বোধ হয় ॥ ১৮৬

অনন্তর যে হেতু ভগবানের বিগ্রহ প্রকাশক বিশুদ্ধ
সত্ত্বের মূর্তিঃ এবং বহুদেবত্ব, সেই হেতু ভগবানের প্রাচুর্ভাব
বিশেষে ধর্মের পত্নী মূর্তি নামে প্রসিদ্ধ এবং শ্রীমান্ আনক
চন্দ্রুভিতে বহুদেবত্ব, ইহা বিবেচনা কবিত্তে হইবে ॥

বিবেচনীয়ং । অত্র শ্রদ্ধা পুষ্ঠাদি লক্ষণ প্রাচুর্যত্বং ভগ-
বচ্ছত্যাংশ রূপস্য ভগিনী তয়া পাঠ সাহচর্যেণ যুক্তি স্তম্যা-
স্তচ্ছত্যাংশ প্রাচুর্যবিশ্বমুপলভ্যতে । তুর্যো ধর্ম্য কলা সর্গে
নরনারায়ণায়মী ইত্যত্র কলা শব্দেনচ শক্তি রেবাভিধি-
ম্বতে । ততঃ শক্তি লক্ষণায়াং তস্যাত্ চ নরনারায়ণাখ্য
ভগবৎ প্রকাশ ফল দর্শনাৎ বহুদেবাখ্য শুদ্ধ সত্ত্বরূপত্ব-
মৈবাবসীয়তে । তদেবমেব তস্যা যুক্তি রিত্যাখ্যা-
প্যুক্তা ॥ ১৮৭ ॥

তথাচ শ্রদ্ধাদ্যা বিশদার্থ তয়া বিমুচ্য সৈব নিরুক্তা

এ স্থলে শ্রদ্ধা পুষ্ঠাদি রূপ প্রাচুর্যত্বং ভগবানের শক্ত্যাংশ
সমূহের ভগিনী রূপে পাঠ সহচর দ্বারা সেই মূর্তির ভগবানের
শক্ত্যাংশ রূপে প্রাচুর্যবিশ্ব উপলব্ধি হইল ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ৯ শ্লোকে যথা ॥

চতুর্থাবতারে ধর্মপত্নী মূর্তির গর্ত্তে নরনারায়ণ রূপে ছুইটা
খবি হইয়া আত্মোপাসনাস্থিত চুশ্চর ভগন্যা আচরণ করেন ॥

এ স্থলে কলা শব্দে শক্তিকে কহিয়াছেন । অতএব শক্তি
রূপা সেই মূর্তিতে নরনারায়ণ নামক ভগবানের প্রকাশ ফল
দর্শন হেতু বহুদেব নামক শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপত্বই অবশেষ হইল ।
সেই কারণেই এই একরূপে এই শক্তির মূর্তি বলিয়া এই আখ্যা
কথিত হইয়াছে ॥ ১৮৭ ॥

অতএব শ্রদ্ধাদির নিম্নলিখিত প্রযুক্ত তাহাদিগকে পরি-

চতুর্থঃ ।

মূর্তিঃ সর্বগুণোৎপত্তি নরনারায়ণাব্যবী ইতি ।

সর্ব গুণস্য ভগবত উৎপত্তিঃ প্রকাশো যস্যঃ সা তাবসু-
তেতি পূর্বৈগৈবাম্বয়ঃ । ভগবদাখ্যায়াঃ সচ্চিদানন্দ মূর্তেঃ
প্রকাশহেতুত্বাৎ মূর্তিরিত্যর্থঃ তথৈব তৎপ্রকাশ ফলত্ব
দর্শনেনচ নান্নৈক্যেনচ শ্রীমদানকছুন্দুভেরপি শুদ্ধ সত্ত্বাবি-
র্ভাবত্বং জ্ঞেয়ং ।

তচ্ছোক্তং নবমে ॥

ত্যাগ করিরা সেই মূর্তিই চতুর্থস্কন্ধে কথিত হইয়াছে ॥

৪ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে যথা ॥

মূর্তি যাহাতে সর্ব গুণের উৎপত্তি হয়, তিনি নরনারায়ণ
নামে দুইটা ধর্ম প্রসব করেন ॥

সর্ব গুণ সম্পন্ন ভগবানের ঐহাতে উৎপত্তি অর্থাৎ
প্রকাশ হইয়াছে সেই মূর্তি নরনারায়ণকে প্রসব করিয়াছিলেন,
পূর্বের সহিত ইহার অম্বয় হইয়াছে । ভগবদাম্বায়ী সচ্চিদানন্দ
মূর্তির প্রকাশ হেতু মূর্তি এই আখ্যা হইয়াছে । সেই প্রকারই
ভগবানের প্রকাশ ফল দর্শন ও নামের ঐক্য দ্বারা শ্রীমান-
আনকছুন্দুভিরও শুদ্ধ সত্ত্ব আবির্ভাবত্ব জানিতে হইবে ॥

এই বিষয় ৯ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে

উক্ত হইয়াছে যথা ॥

বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিমিতি । অন্যথা
 হরেঃ স্থানমিতি বিশেষণস্য অকিঞ্চিৎকরত্বং স্যাদिति ॥
 তদেবং হ্লাদিন্যাদ্যেকতমাংশ বিশেষ্য প্রধানেন বিশুদ্ধ
 সত্ত্বেন যথাযথং শ্রীপ্রভুতীনাংপি প্রাহুর্ভাবোবিবেক্তব্যঃ ॥
 তত্রচ তাসাং ভগবতি সম্পদ্রুপত্বং তদমুগ্রাহ্যে সম্পৎ
 সম্পাদক রূপত্বং সম্পদংশরূপত্বং চেত্যাদি ত্রিরূপত্বং
 জ্ঞেয়ং । তত্র তাসাং কেবল শক্তি মাত্রত্বেনামূর্তীনাং
 ভগবদ্বিগ্রহাদৈকাত্ম্যেন স্থিতি স্তদধিষ্ঠাত্রী রূপত্বেন

হে রাজন্ ! বসুদেবের তন্ম কালীন স্বর্গে দেবতাদিগের
 দুন্দুভি এবং ঢকা বাদ্য হইয়াছিল, এই নিমিত্ত তাঁহাকে আন-
 কদুন্দুভি বলিত । তিনি ভগবান্ হরির প্রাহুর্ভাব স্থান
 ছিলেন ॥

বসুদেবের যদি শুদ্ধ সত্ত্বত্বের আবির্ভাব না হইত তাহা
 হইলে “হরেঃ স্থানং” এই বিশেষণের অকিঞ্চিৎকরত্ব হইত ॥

অতএব এই প্রকার হ্লাদিন্যাদির মুখ্যাংশ বিশেষ প্রমাণ
 দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্ব হেতু যথাযোগ্য শ্রী প্রভুতিরও প্রাহুর্ভাব
 বিবেচনা করিতে হইবে ॥

তন্মধ্যেও শ্রী প্রভুতি ভগবানের সম্পৎ রূপিণী হইয়া-
 ছেন, তাঁহার অনুগ্রহে সম্পত্তির সম্পাদক ও সম্পত্তির অংশ
 এই তিন জানিতে হইবে, তন্মধ্যেও কেবল শক্তিমাত্র দ্বারা
 মূর্তি রহিত সেই শ্রী প্রভুতির ভগবদ্বিগ্রহাদির ঐকাত্ম্য রূপে

মূর্তীনাং তু ভগবরণ ভগ্নেতি দ্বিরূপত্বমপি জেয়মিতি
নিক্ ॥ ১০।৪০। শ্রীশুকঃ ॥ ১৮৮ ॥

অথৈবৎ ভূতানন্ত রক্তিকায়্য স্বরূপশক্তিঃ সা দ্বিহ ভগবদ্ধা
মাংশ বর্তিনী মূর্তিমতী লক্ষ্মীরেবেত্যাহ ॥

অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেরিতি ॥১১৮॥
টীকাচ। অনপায়িনী হরেঃ শক্তিঃ তত্র হেতুঃ সাক্ষাদা-
ত্মনঃ স্বস্বরূপস্য চিহ্নপত্নাত্মস্যাস্তদভেদাদিত্যর্থঃ ।

ইত্যেবা।

স্থিতি এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী রূপ দ্বারা মূর্তি সকলেরও ভগ-
বানের আবরণ রূপে স্থিতি, এই দুই প্রকার ভেদ জানিতে
হইবে ॥ ১৮৮ ॥

অনন্তর এই প্রকার যিনি অনন্তবৃতি স্বরূপ শক্তি তিনিই
ভগবানের বাম পার্শ্ববর্তিনী মূর্তি মতী লক্ষ্মী । এই অভিপ্রায়ে
কহিতেছেন ॥

১২ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে

শ্রীসূত বাক্য যথা ॥

সাক্ষাৎ শ্রী আত্মরূপ নরনারায়ণের অনপায়িনী শক্তি ॥১১৮॥

শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

হরির শক্তি অনপায়িনী অর্থাৎ নিত্য, তাহাতে কার
এই যে, সাক্ষাৎ আত্মা অর্থাৎ নিজ স্বরূপের চিহ্নপত্ন প্রযুক্ত
লক্ষীর তাঁহার সহিত অভেদ ।

এ স্থলে সাক্ষাৎ শব্দ প্রয়োগ হেতু

অত্র সাক্ষাচ্চক্ষেন বিলম্বজ্ঞানয়া যস্য স্বাত্মনীক্ষাপথেহমু-
য়েত্যাদ্যুক্তা গায়াত্রা নেতি ধ্বনিভং । তত্রানপায়িত্বং যথা ।

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ।

পরমাত্মা হরির্দেব স্তুত্বস্তিঃ শ্রীরিহোদিতা । .

শ্রীদেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ

ন বিষ্ণুনা বিনা দেবৌ ন হরিঃ পদ্মজাং বিনেত্রি ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥

২ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে ॥

ঐ গায়াত্রা “এই মনীয় প্রভু আমার কপট জানেন” এই
লিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিতে লজ্জিত হইয়া, স্তব্ধতা তাঁহার
পরে আপনার কার্য্য করিতে পারে না । এই দ্বিতীয় স্কন্ধের
অধ্যায়ে ১৩ শ্লোক বর্ণিত গায়াত্রা এস্থলে নহে ইহাই
ন্যর্থ ॥

তন্মধ্যে লক্ষ্মীর অনপায়িত্ব শ্রী হয়শীর্ষ

পঞ্চরাত্রে যথা ॥

ইহ লোকে পরমাত্মা হরি যে দেব তাঁহার শক্তি শ্রী
হাই কথিত হইয়াছেন । শ্রী দেবী প্রকৃতি বলিয়া উক্ত
হইয়াছেন এবং কেশব পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ।
সু্য ব্যক্তিরেকে লক্ষ্মী থাকেন না লক্ষ্মী ব্যক্তিরেকে বিষ্ণুও
কেন না ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যথা ॥

নিত্যং সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী ।

যথা সর্বগতো বিষ্ণু স্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তমেতি ।

তত্রান্যত্র ॥

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ ।

অবতারং করোত্যেমা তথা শ্রীস্তুং সহায়িনীতি ॥ ১৮৯ ॥

চিদ্রূপত্বমপি ক্ষান্দে ।

অপরং অক্ষরং যা সা প্রকৃতিজড়রূপিকা ।

শ্রীঃ পরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা চেতনা বিষ্ণুগংশ্রয়া ।

তামক্ষরং পরং প্রাহুঃ পরতঃ পরমক্ষরং ।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! নিত্য স্বরূপা জগন্মাতা লক্ষ্মী বিষ্ণুর
অনপায়িনী অর্থাৎ ইনি কখন বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করেন না,
যেমন বিষ্ণু সর্বগত তদ্রূপ ইনিও সর্বগামিনী ॥

ঐ বিষ্ণুপুরাণের অন্য স্থলে যথা ॥

এই প্রকার জগৎস্বামী দেবদেব জনার্দন যেমন অবতার
করেন এই লক্ষ্মীও তাঁহার সেই রূপ সহায়িনী ॥ ১৮৯ ॥

লক্ষ্মীর চিদ্রূপত্ব যথা

স্কন্দপুরাণে ॥

যিনি অপর অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশিনী তিনি জড়রূপা
প্রকৃতি । আর যিনি লক্ষ্মী পরাপ্রকৃতি চেতনা রূপে
বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পরম
অক্ষর বলিয়া কীর্তন করেন, তথা হরি পরাংপর অক্ষর

হরিরেবাখিলগুণ অক্ষর ত্রয়মীরিতমিতি ।
 অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এব ॥
 কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি কাল সূত্রস্য গোচরে ।
 যস্য শক্তির্ন শুদ্ধস্য প্রসীদতু স মে হরিঃ ।
 প্রোচ্যতে পরমেশো যো যঃ শুক্লোহপ্যুপচারতঃ ।
 প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাত্মা যঃ সর্বদেহিনামিতি ॥
 অত্র স্বামিভিরেব ব্যাখ্যাতঞ্চ ॥
 কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি কাল এব সূত্রবৎ সূত্রং জগচ্চেষ্ঠা
 নিয়ামকত্বাৎ তস্য গোচরে বিষয়ে যস্য শক্তিলক্ষ্মীর্ন

স্বরূপ । অখিল গুণ বিশিষ্ট এই অক্ষরত্রয় কথিত হইল ॥

অতএব বিষ্ণুপুরাণেই বলিয়াছেন যথা ॥

যে শুদ্ধ সত্ত্ব হরির শক্তি অর্থাৎ লক্ষ্মী কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি কাল সূত্রের গোচর হয়েন না, সেই হরি আগার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥

পণ্ডিতগণ ঐহাকে পরমেশ্বর কহিয়াছেন এবং যিনি শুদ্ধ হইয়াও উপচার হেতু সকল দেহির আত্মা হইয়াছেন সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥

এ স্থলে শ্রীধরস্বামীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥

জগতের চেষ্ঠার নিয়ামক হেতু কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি কালই সূত্রের ন্যায় সূত্র হইয়াছে ঐ কালের গোচরে অর্থাৎ বিষয়ে, ঐহার শক্তি লক্ষ্মী বর্তমান হয়েন না, যে হেতু ঐ লক্ষ্মী ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্না, হুতরাং তিনি নিত্যানন্দ

বর্ততে । স্বরূপাভিন্নত্বান্নিত্যেব না কালাধীনা ন ভবতী-
ত্যর্থঃ । অতএব তস্যাঃ স্বরূপাভেদাচ্ছুদ্ধস্যেত্যুক্তং ॥ ১৯০
নমু যদি লক্ষ্মী 'স্তৎ স্বরূপাভিন্না কথং তর্হি' লক্ষ্ম্যাঃ
পতিরিত্যুচ্যতে তত্রাহ প্রোচ্যতে ইতি পরা চার্মো মাচ
লক্ষ্মী স্তস্য। ঈশো যঃ শুদ্ধঃ কেবলোহপি উপচারতো
ভেদ বিবক্ষয়া প্রোচ্যতে ।

দ্বিতীয়োচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধাবিতি ।

এবমেবান্তিপ্রেত্য প্রার্থিতং শ্রীব্রহ্মণা তৃতীয়ে ।

কখন কালের অধীনা হয়েন না । অতএব তাঁহার স্বরূপের
অভেদ প্রযুক্ত ঐ লক্ষ্মী শুদ্ধের শক্তি বলিয়া উক্ত হইয়া-
ছেন ॥ ১৯০ ॥

অর্থে ! লক্ষ্মী যদি ভগবৎ স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইলেন,
তবে কি প্রকারে ভগবানকে লক্ষ্মীর পতি বলিয়া পণ্ডিতগণ
কীর্তন করেন, এই প্রশ্নে কহিতেছেন ।

“প্রোচ্যতে পরমেশো যো” এই শ্লোকে পরা শব্দের
অর্থ শ্রেষ্ঠা, মা শব্দে লক্ষ্মী তাঁহার ঈশ্বর, যিনি শুদ্ধ অর্থাৎ
কেবল হইয়াও উপচার অর্থাৎ ভেদ কখনেছায় কথিত হই-
য়াছেন । এই শ্লোকে শেষে যে দ্বিতীয় বৎ শব্দের প্রয়োগ
আছে তাহা প্রসিদ্ধার্থে জানিতে হইবে ॥

এই প্রকার অভিপ্রায় করিয়া ৩ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে

২৩ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়াছেন যথা ॥

এষ প্রপন্ন বরদোরময়াত্ম শক্ত্যা।
 যদবাৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ ।
 তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোহপি চেতো
 মুগ্ধীত কৰ্ম্ম শমলঞ্চ যথা বিজ্ঞানমিতি ॥
 অতো যতু ॥
 সাক্ষাচ্ছ্রীঃ প্রোষতা দেবৈর্দৃষ্ট্বা তং মহদভূতং ।
 অদৃষ্টাশ্চ ত পূর্ব্বেভ্যং সা নোপেয়ায় শঙ্কিতেতি
 শ্রীনৃসিংহপ্রাচুর্ভূতাবুজং ॥

ব্রহ্মা কহিলেন সেই ভগবান্ শরণাগত জনের বরপ্রদ
 তিনি আত্মশক্তি স্বরূপ মায়ার সহিত যে কার্য্য করিবেন,
 আমি তদ্ব্যজ্ঞায় তাঁহার প্রভাবাব্যহিত এই বিশ্ব সৃষ্টিতে প্রবর্ত-
 মান থাকিলেও আমার চিত্তকে সেই সমস্ত কৰ্ম্মে নিযুক্ত
 করুন, আমি যেন ঐ সকল কৰ্ম্মে আসক্তি এবং তৎকৃত
 বৈষম্যাদি রূপ পাপ পরিত্যাগ করিতে পারি ॥

অতএব ৭ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রাচুর্ভাবে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

দেবগণ স্বয়ং শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট বাইতে আসক্ত হইয়া
 প্রথমতঃ লক্ষ্মীকে প্রেরণ করেন, কিন্তু তদ্রূপ রূপ পূর্ব্বে
 কখন দৃষ্ট [অথবা] শ্রুত না হওয়াতে ঐ মহৎ আশ্চর্য্য রূপ
 দর্শনে লক্ষ্মীরও গাতিশয় শঙ্কা জন্মিল অতএব তিনিও ঐ
 নৃসিংহের নিকট বর্ত্তিনী হইতে পারিলেন না ॥

তত্রাদৃষ্টাশ্রিত পূর্বত্বং সংগ্রহাদেব জ্ঞাতমিত্যাহ ।

তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতমনপায়িনী ভগবতীত্যাदि ॥

১২ । ১১ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ১১১ ॥

তদেবঃ সচ্চিদানন্দৈকরূপঃ স্বরূপ ভূতাচিন্ত্য বিচিত্রানন্ত-
শক্তি যুক্তো ধর্ম্যত্ব এব ধর্ম্মিত্বঃ নির্ভেদত্ব এব নানা ভেদ
বহ্নমপকৃপিত্ব এব রূপিত্বং ব্যাপকত্ব এব মধ্যমত্বং সত্য
মেবেত্যাदि পরস্পর বিরুদ্ধানন্ত গুণনিধিঃ । স্থূল সূক্ষ্ম
বিলক্ষণ স্বপ্রকাশাণ্ড স্বস্বরূপ ভূত শ্রীবিগ্রহস্তথাভূত ভগ-
বদাখ্য মুখ্যৈকবিগ্রহ ব্যঞ্জিত তাদৃশানন্ত বিগ্রহ স্তাদৃশ
স্বানুরূপ স্বরূপ শক্ত্যাবির্ভাবলক্ষণ লক্ষ্যীরঞ্জিত বামাংশঃ

এস্থলে অদৃষ্ট ও অশ্রুত পূর্বত্ব সত্ত্বম বশতঃ জন্মিয়াছিল
ইহাই, উহা করিতে হইবে । অতএব অনপায়িনী ভগবতী
ইত্যাदि স্বামী উত্তম ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ১১১ ॥

সেই হেতু এই প্রকার যিনি সচ্চিদানন্দৈকরূপ স্বরূপ
ভূত অচিন্ত্য আশ্চর্য্য অনন্তশক্তি যুক্ত ও যিনি ধর্ম্ম হইয়াও
ধর্ম্মি হইয়াছেন, যিনি ভেদ শূন্য হইয়া ভেদ বিশিষ্ট হইয়া-
ছেন, যিনি রূপ শূন্য হইয়াও রূপ বিশিষ্ট হইয়াছেন, যিনি
ব্যাপক হইয়াও পরিচ্ছিন্ন হইয়াছেন ও যিনি সত্য ইত্যাदि
পরস্পর বিরুদ্ধ অনন্তগুণের নিধি স্থূল ও সূক্ষ্ম হইতে বিল-
ক্ষণ অথও স্বস্বরূপ ভূত শ্রীবিগ্রহ যিনি ভগবন্মাক প্রধান
এক বিগ্রহ প্রকাশক সেই অনন্ত বিগ্রহও যাঁহার তাদৃশ
নিজানুরূপ স্বরূপ শক্তি দ্বারা আবির্ভাব রূপা লক্ষ্যী

স্বপ্রভা বিশেষাকার পরিচ্ছেদ পরিকর নিজধামস্থ বিরাজ-
মানাকারঃ স্বরূপশক্তিবিলাস লক্ষণাদ্যুত গুণ লীলাদি
চমৎকারিতাত্মারামাদিগণে। নিজস্বামান্য প্রকাশাকার
ব্রহ্মতত্ত্বো নিজাশ্রয়ৈক জীবন জীবাখ্য তটস্থ শক্তিরনন্ত
প্রপঞ্চ ব্যঞ্জিত স্বাভাসশক্তিগুণে ভগবানিতি বিদ্বদুপল-
দ্ধার্থ শব্দে ব্যঞ্জিতং ।

তত্র তৎস্বভাবং বস্তুন্তরমপশ্যাতামবিদুষ্যামস্তাবনা ন
যুক্তেতি বিবিদিষূন্ শ্রদ্ধাপয়িতুঃ প্রক্রিয়তে তত্রৈকেন

কর্তৃক বামাংশ শোভিত হইয়াছে, যিনি নিজপ্রভাব বিশেষা-
কার পরিচ্ছদ ও পরিকর বিশিষ্ট স্বীয় ধাম সকলে বিরাজমা-
নাকর, বাঁহার আকার স্বরূপ শক্তির বিলাস স্বরূপ অদ্বুত
গুণ ও লীলাদি দ্বারা আত্মারাম সকলকে চমৎকৃত করিয়া-
ছেন ও বাহার নিজের সামান্য প্রকাশাকার ব্রহ্মতত্ত্ব, যিনি
জীবাখ্যা তটস্থ শক্তির মুখ্যাশ্রয় ও জীবন হইয়াছেন, গুণ
যুক্ত বাঁহার নিজের আভাস শক্তির গুণ অনন্ত জগতের প্রকা-
শক হইয়াছে, তিনিই ভগবান্ ইহা বিদ্বান্ সকলের জ্ঞাতার্থ
শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইল ।

এই ভগবান্ অনন্ত গুণাদি বিশিষ্ট হওয়াতে তৎস্বভাব
সম্পন্ন অন্যবস্তুকে বাহারি না দেখিতে পায় তাহাদের অস-
্তাবনা যুক্ত হয় অর্থাৎ অজ্ঞলোকে কখন ভগবন্ত্ব জ্ঞানিতে
পারে না, জ্ঞানিতে ইচ্ছুক সকলকে শ্রদ্ধাষিত করিবার জন্য

তস্যাবিছুষাং জ্ঞানাগোচরত্বং । কিন্তু মেদৈক বেদাত্মমে-
বেত্যাছঃ ॥ ১৯২ ॥

ক ইহ নু বেদ বক্তাবয় জন্মালয়োহগ্রসরঃ

যত উদগাদৃষির্মম নু দেবগণা উভয়ে ।

তর্হি ন সম্ভচাসদুভয়ং নচ কাল জবঃ

কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবকৃষ্য শয়ীত যদা ॥ ১১৯ ॥

যত অহো ভগবন্ ইহ জগতি অগ্রসরঃ পূর্বসিদ্ধাঃ হাঃ
অবর জন্মালয়ঃ অর্কাচীনোৎপত্তিনাশবান্ কোহপি

অবিদ্বান্ এবং সকলের ভগবন্তত্ত্ব জ্ঞান গোচর হয় না কিন্তু
তিনি বেদবেদ্য ইহাই বলিতেছেন ॥ ১৯২ ॥

১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে

শ্রুতি বাক্য যথা ॥

শ্রুতি সকল कहিলেন হে ভগবন্! এই সংসারে পূর্ব
সিদ্ধ স্বরূপ আপনাকে অর্কাচীনোৎপত্তি বিনাশশালী কোন্
পুরুষ জানিতে সমর্থ হইবে? যে হেতু আপনা হইতে ব্রহ্মা
উৎপন্ন হয়েন, অতরাং আপনিই পূর্বসিদ্ধ আর সকলেই অর্কা-
চীন। আর যখন আপনি সমুদায় জগৎ উপসংহার করিয়া
শয়ন করেন তখন জ্ঞানসাধন স্থূল আকাশাদি, বাসূক্ষ্ম মহাদি
কিন্ম তদুভয়ারক শরীর অথবা কালবৈষম্য কিন্ম শাস্ত্র ইয়ার
কিছুই থাকে না ॥ ১১৯ ॥

বত শব্দের অর্থ অহো (আশ্চর্য্য) হে ভগবন্! এই
জগতে অগ্রসর অর্থাৎ পূর্বসিদ্ধ আপনাকে অবর জন্মালয়

পুমান্ বেদ জানাতি । ঈশ্বরস্য পূর্বসিদ্ধাবন্যস্য চার্বা-
চীনত্বে কারণং বদন্ত্যো জ্ঞানকারণাভাবমাহুঃ । যত উদ-
গাদিতি যতস্তত্ত্বএব ঋষি ব্রহ্মা উৎপন্নঃ । যং ব্রহ্মাণ
সমু উভয়ে আধ্যাত্মিকাদিদৈবিকা উৎপন্নঃ । অতো
ইর্বাচীনাঃ সর্বে যদাতু ভবান্ শাস্ত্রং সুজ্ঞাপকং বেদমব-
কৃষ্য বৈকুণ্ঠ এবাকৃষ্য শয়ীত জগৎকার্য্যং প্রীতি দৃষ্টিং
নিমীলয়তি তর্হি তদা অনুশায়িনাং জীবানাং জ্ঞান
সাধনং নাস্তি । যত স্তদা ন সৎ স্কুলমাকাশাদি নচাসৎ
সূক্ষ্মং মহাদি নচোভয়ং সদগন্ত্যামারদ্ধং শরীরং । নচ
কাল জবঃ তন্নিমিত্তী ভূতং কাল বৈষম্যং এবং সতি

অর্থাৎ আধুনিক উৎপত্তি নাশ বিশিষ্ট কোন পুরুষ জামিবে ।
ঈশ্বরের পূর্ব সিদ্ধি ও অপরের অর্বাচীনত্বের (আধুনিকত্বের)
প্রতি কারণ বলিবার জন্য জ্ঞান কারণের অভাব বলিতে-
ছেন । (যত উদগাদিতি) যতঃ অর্থাৎ আপনা হইতেই
ঋষি (ব্রহ্মা) উৎপন্ন হইলেন । যে ব্রহ্মার পশ্চাৎ উভয়
অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক সকল উৎপন্ন হইয়াছেন
অতএব সকলই অর্বাচীন । পরন্তু যখন আত্মজ্ঞাপক শাস্ত্র
বেদকে আকর্ষণ করিয়া বৈকুণ্ঠে শয়ন করেন অর্থাৎ জগৎ
কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, তখন অনুশায়ি জীব
সকলের জ্ঞান সাধন থাকে না । যে হেতু ঐ সময় সৎ
পর্থাৎ স্কুল আকাশাদি, না অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম মহাদি ও
তদুভয় দ্বারা আরক্ত শরীর ও কালবেগ এবং তাহার নিমিত্তী

তত্র তদা কিমপি ইন্দ্রিয় প্রাণাদ্যপি ন ॥ ১৯৩ ॥

অর্থঃ যদা সৃষ্টি সময়ে বেদ প্রচারিতং তাদৃশং ভগ-
বজ্জ্ঞানং তদাৰ্থাক্ সৃষ্টিগতত্বাৎ দেহাদ্যুপাধিকৃতান্তর
ত্বাৎ । কালকর্মে বশেন মলিনসত্ত্বাৎ তেষাং তদবধারণে
সামর্থ্যং নাস্তি । যদাত্ম প্রলয় সময়ে ন বহুস্তরমপি
তদাপি তেষাং বেদান্তধীন মহা তমোময় স্রুষ্টিভ্যাঃ
সাধনাভাবান্নতবানুভব সামর্থ্যমিতি ॥ ১৯৪ ॥

তথাচ শ্রুতয়ঃ ॥

ভূত কালের বৈষম্য কিছুমাত্র থাকে না, যখন এই প্রকার
হইল তখন তৎকালে ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদিও কিছুমাত্র থাকে
না ॥ ১৯৩ ॥

ইহার অর্থ এই যে, যখন সৃষ্টি সময়ে তাদৃশ ভগবৎ জ্ঞান
বেদ দ্বারা প্রচারিত হইল তখন আধুনিক সৃষ্টি গত প্রযুক্ত
ও দেহাদির উপাদি কৃত ভিন্ন হেতু কাল ও কর্মের বশ হেতু
মলিন সত্ত্ব নিবন্ধন সেই জীব সকলের ভগবৎ অবধারণে
অর্থাৎ তাহার নিশ্চয় করণে সমর্থ থাকিল না । পরন্তু যখন
প্রলয় সময়ে আপনকার বহু ভেদ থাকিল না । তখন সেই
জীব সকলের বেদের অন্তর্দ্বান ও মহা তমোময় স্রুষ্টি দ্বারা
সাধনের অভাব প্রযুক্ত আপনকার অনুভব করিবার ক্ষমতা
থাকে না ॥ ১৯৪ ॥

এই বিষয়ে শ্রুতি সকল যথা ॥

নতং বিদ্যাং যইমাজ্জানান্যদযুত্বাকমন্তরং বভূব ।

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ

কো অন্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ ॥

কুত আয়াগা কুত ইধং বিসৃষ্টিঃ ।

অপাংগেদবা অন্য বিসর্জনেনাথ কোবেদ যত আবভূব ।

অনেজদেকং মনসোজবীয়োনেদং দেবা আপ্লুবন্ পূর্ব-

মর্শন্ তদ্ধাবতোহন্যান্তেত্যতি তিষ্ঠত্যশ্মিন্নপোমাতরিখা

বিদমাতি । ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং নতর্কো ন স্মৃতির্বেদোহে-

সেই ভগবান্‌কে কেহই জানেন না, যিনি এই জগৎকে
ও অন্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের অন্তর হইয়াছেন ॥

মনের সহিত তাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া যাঁহা হইতে বাক্য
সকল নিবর্ত হয়, ইহাঁকে সাক্ষাৎ কে জানে, কে ইহাঁকে
কহিতে পারে ॥

এই বিশেষ সৃষ্টি কোথা হইতে আইল এবং কি হেতুই
বা হইল । অর্বাচীন দেবতা সকল এই জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে
সমর্থ নহেন । যাঁহা হইতে হইয়াছে তাঁহাকে কে জানে ॥

এই পরমেশ্বর এক অচল হইয়াও মন হইতে বেগবান্
হইয়াছেন । তাঁহাকে দেবতা সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন না ।
ইনি পূর্ব সিদ্ধ বেগবান্ অন্যকে অতিক্রম করিয়াছেন;
এই ঈশ্বর বিদ্যামানেই অগ্নি জলকে বিধান করিয়াছেন ।

চক্ষুঃ, কর্ণ, তর্ক, স্মৃতি, বেদ ইহাঁকে জানাইতে পারেন

বৈনং বেদয়তীত্যাদ্যাঃ ॥ ১০ । ৮৭ ॥ অতঃ শ্রীভগ-
বন্তঃ ॥ ১১৫ ॥ অথ তৎপূর্বকং বিদুষাং ভক্ত্যৈব সাক্ষা-
দনুভবনীশ্বমাহত্ৰিভিঃ ॥

ন পশ্যতি ত্বাং পরমাত্মনোহজনো

ন বুধ্যতেহদ্যাপি সমাধি যুক্তভিঃ ।

কুতোহপরে তস্য মনঃ শরীরধী

বিসর্গ সৃষ্টা বয়মপ্রকাশাঃ ॥ ১২০ ॥

না ইত্যাদি ॥ ১১৫ ॥

অনন্তর ইহার পূর্ব বিদ্বান্ সকল ভক্তি দ্বারা ভগবান্কে
সাক্ষাৎ অনুভব করেন, এই বিষয় ও শ্লোকে কহিতেছেন ॥

৯ স্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে শ্রীকপিলদেবের

প্রতি অংশুমানের বাক্য যথা ॥

অংশুমান্ কহিলেন হে ভগবন্ ! যে ব্রহ্মা জন্ম রহিত
তিনিও অদ্যাপি আপনা অপেক্ষা পরমেশ্বর যে আপনি,
আপনাকে সমাধি দ্বারা দেখিতে পাইলেন না এবং যুক্তি
দ্বারাও জানিতে পারিলেন না, ইহাতে অন্য অর্কবাচীন ব্যক্তির
কোথা হইতে আপনাকে দর্শন করিবে? তাহার ব্রহ্মার
মনঃ, শরীর ও বুদ্ধি হইতে যে বিবিধ দেবত্যাঙ্ক নর সৃষ্টি
হইয়া থাকে তন্মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে আবার
আমরা অজ্ঞতম অতএব আমরা আপনাকে দেখিতে পাইব
সম্ভাবনা কি ? ॥ ১২০ ॥

অজ্ঞানঃ অজ্ঞোব্রহ্মাহপি ত্বামদ্যাপি ন পশ্যতি
নচ বুধ্যতে কথং ভূতং জ্ঞাত্বানং পরং প্রত্যগ্‌রূপং ।
কৈহে তুভিরপি ন বুধ্যতে ন পশ্যতিচ সমাধি যুক্তিভিঃ ।
ব্রহ্মসমাধিনাহ্যাপরোক্ষং ন পশ্যতি ॥
যুক্তিভিঃ পরোক্ষমপি ন সমাধুধ্যতে ইত্যর্থঃ ॥
অপরে অর্কচীনাস্ত কুতস্তাং পশ্যেয়ুর্বুধ্যোয়ুর্ক। অর্ক-
চীনস্তে হেতুঃ তস্য ব্রহ্মণঃ । মনশ্চ শরীরঞ্চ ধীশ্চ সত্ত্ব
তমো রজঃ কার্য্যাণি তাভিবিবিধা যে দেবতির্য্যঙ্‌নরাণাং
সর্গাঃ তেষাং সৃষ্টাঃ ।

অজন অর্থাৎ অজ ব্রহ্মাও অন্যাপি আপনাকে দেখিতে
পান না ও জানিতে পারেন না, আপনি কি প্রকার ? এই
প্রশ্নে কহিতেছেন আপনি আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রত্যগ্‌রূপ
অর্থাৎ সর্বাস্তর্য্যামী সমাধি যুক্তি কোন হেতু দ্বারাই দেখিতে
পান না অর্থাৎ ব্রহ্মা সমাধি দ্বারা আপনি যে অপরোক্ষ
অর্থাৎ প্রত্যক্ষ আপনাকে দেখিতে পান না, আর যুক্তি
সকল দ্বারা আপনি যে পরোক্ষ অর্থাৎ অগোচর, আপনাকে
সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন না । ইহাতে ব্রহ্মার অজ্ঞেয়-
বস্তু কি প্রকারে আধুনিক সকল আপনাকে দেখিবে ও
জানিতে পারিবে । অন্যের অর্কচীনত্বের প্রতি কারণ এই
যে, ঐ ব্রহ্মার মনঃ, শরীর ও বুদ্ধি দ্বারা সত্ত্ব, তমঃ, রজো-
গুণের কার্য্য স্বরূপ নানা প্রকার যে দেবতা পশু পক্ষী ও
নর সকলের সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি হইয়াছে । তাহাতে আমার

তত্রাপি বয়মপ্রকাশাঃ অজ্ঞা কুতঃ শাশ্বতমেত্যর্থঃ ॥ ১৯৬ ॥

অপরে তর্হি কিং পশ্যন্তি তত্রাহ ॥

যে দেহভান্ধজিগুণপ্রধানা গুণান্ বিপশ্যন্ত্যত বা তমশ্চ ।

মদ্বায়রা মোহিতচিত্তসম্ভাং বিদুঃ স্বসংস্থং ন বহিঃ

প্রকাশাঃ ॥ ১২১ ॥

আমরা অপ্রকাশ অর্থাৎ অজ্ঞ, কি প্রকারে আপনাকে দেখিব ॥ ১৯৬ ॥

তবে আপনাকে কি প্রকারে দেখিতেছে এই প্রশ্নে কহিতেছেন ॥

৯ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে :

শ্রীকপিলদেবের প্রতি অংশুমানের বাক্যং বখা ॥

অংশুমান্ কহিলেন হে দেব ! যে সকল ব্যক্তি দেহধারী, তাহারা, আপনি যে আত্মাতে সম্যক্ অবস্থিত তথাচ আপনাকে জানিতে পারে না গুণ সকলই দর্শন করে অথবা গুণও তাহাদের দৃষ্টি গোচর হয় না, কেবল তমই দেখিতে পায়, কারণ ত্রিগুণা বুদ্ধিই তাহাদিগের প্রধান অতএব বহির্দিকেই তাহাদের জ্ঞান অর্থাৎ তাহারা বুদ্ধির পরতন্ত্র এ প্রযুক্ত জ্ঞাত ও স্বপ্নাবস্থায় বিষয় দর্শন করে এবং স্নপ্তিপদশায় তমোমাত্র দেখে, আপনি নিগুণ স্তূতরাং আপনাকে কোন অবস্থায় দেখিতে পায় না, যে হেতু তাহাদের চিত্ত আপনকার মায়ায় বিমোহিত ॥ ১২১ ॥

যে দেহভাজন্তে স্বস্মিন্ সম্যক্স্থিতমপি ত্বাং ন বিদুঃ ॥
কিন্তু গুণানুব বিপশ্যন্তু কদাচিচ্চ কেবলং তম এব
পশ্যন্তি যত ত্রিগুণা বুদ্ধিরেব প্রধানং যেষাং । বুদ্ধি
পরতন্ত্র তয়া জাগ্রৎ স্বপ্নয়োবিষয়ান্ পশ্যন্তি স্তুষ্পৌত্
তম এব নতু বস্ততো নিগুণানাং সর্বেষাং আত্মারামা-
ণামাত্মভূতং ত্বাং ।

সর্বত্র হেতুঃ । যৎ যতঃ মায়ায়া यस্য তব মায়ায়া বা
মোহিতং চেতো যেষাং তে তথাপি ত্বং বিচারেণ
জ্ঞান্যসীতি চেৎ মৈবং । যতোনাস্বদ্বিধানাং জ্ঞানগোচর

যাহারা দেহভাক্ অর্থাৎ শরীরধারী তাহারা স্বীয় শরীরে
অবস্থিত যে আপনি আপনাকে জানিতে পারে না । কিন্তু
গুণ সকলকেই দেখিতে পায় । কখন কেবল তমোমাত্র
অবলোকন করে, যে হেতু তাহাদের ত্রিগুণা বুদ্ধিই প্রধান
হইয়াছে । তাহারা বুদ্ধির বশীভূত হওয়াতে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন
গত বিষয় সকলকেই অবলোকন করে, পরন্তু স্তুষ্পৌ অব-
স্থায় অর্থাৎ ঘোর নিদ্রার সময় কেবল তমই দেখিতে পায়,
বস্ত্তঃ নিগুণ সকলের অর্থাৎ আত্মারামগণের আত্ম স্বরূপ
আপনাকে দেখিতে, পায় না । সর্বত্র হেতু এই যে, যৎ
শব্দের অর্থ যে হেতু যাহাদের চিত্ত আপনার মায়া দ্বারা
বিনোহিত হইয়াছে । তথাপি আপনি বিচার দ্বারা জানিতে
পারেন ইহা যদি বলা যায়, তাহা বলিতে পারি না । যেহেতু
আমার মত ব্যক্তিদিগের আপনি জ্ঞান গোচর নহেন, কিন্তু

স্বং কিস্তু ভক্তানমেবেতাহ ॥ ১৯৭ ॥

তং ত্বামহং জ্ঞানঘনং স্বভাবপ্রধ্বস্তমায়াগুণভেদমোহৈহঃ ।

সনন্দনাদৈয়ুর্নিতিবিভাব্যং কথং বিনুতঃ পরিভাব-

য়ামি ॥ ১২২ ॥

তং নানাশ্চর্যা বৃত্তিক পরশক্তি নিধানং ত্বাং কথং পরি-

ভাবয়ামি । কিং স্বরূপং জ্ঞানঘনং সত্য জ্ঞানানন্তানন্দৈক

আপনি ভক্তগণের জ্ঞান গোচর হইলেন, এই অভিপ্রায়ে কহি-
তেছেন ॥ ১৯৭ ॥

৯ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে

শ্রীকপিলদেবের প্রতি অংশুমানের বাক্য যথা ॥

প্রভো ! আপনি জ্ঞানঘন স্বভাব অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্তি
অতএব যে সকল ব্যক্তির মায়াগুণ নিমিত্ত ভেদ মোহ প্রধ্বস্ত
হইয়াছে তাদৃশ সনন্দনাদি যুনি জনেরও বিচিস্তনীয় । অতি
দূঢ় বিচার দ্বারাও কিরূপে আপনাকে জানিতে পারি । ফলত
আপনি জ্ঞান ঘন স্বরূপ এ প্রযুক্ত জ্ঞানের বিষয় নহেন, যদি
স্যাৎ বিচারের বিষয় হন, তথাচ আমি মায়াগুণে অভিভূত
হুত্তরাং বিচারে সমর্থ নহি ॥ ১২২ ॥

তৎপর্য্য । যাহার নানা আশ্চর্য্য বৃত্তি হইয়াছে সেই পর
শক্তি প্রধান আপনাকে আমি কি রূপে জানিব । যদি বলা
আমার স্বরূপ কি, তাহার উত্তর এই, আপনার স্বরূপ জ্ঞান
ঘন, সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দ জ্ঞানের এক রসময় মূর্তি

রসমূর্তিঃ অতএব অনির্দেশ্য বপুর্নিত্তি সহস্রনামস্তবে ॥
অবং ভাবঃ ।

জ্ঞানঘনহ্রাস্তাবৎ জ্ঞান বিষয়স্ত্বং ।

বিচার বিষয়ত্বেহপি মায়াগুণৈরভি

ভূতোহহং ন বিচারে সমর্থ ইতি ॥ ১৯৮ ॥

ননু তর্হি মম তথাবিধত্বে কিং প্রমাণং তত্ত্বাহ ।

স্বেন ভূদীয়েন ভাবেন ভক্ত্যা স্বসাম্বনো স্বভাবেনাবির্ভা-

বেনৈব বা প্রধ্বস্তা মায়াগুণপ্রকার কৃতমোহা যেষ্যন্তে:

সনন্দনাদিন্যৈর্ভগবত্ববিদ্বিমূর্নিভিবির্ভাব্যং বিচার্য্যং সাক্ষা-

দনুভবনীয়ং চেত্যর্থঃ । তস্মাদুল্লুকৈঃ প্রকাশ গুণ

। তএব সহস্র নাম স্তবে আপনকার শরীর অনির্দেশ্য হই-
ছে । ইহার ভাব এই যে, জ্ঞানঘন প্রযুক্ত আপনি জ্ঞানের
বস্তু হয়েন না, বিচার বিষয়ে মায়ার গুণ দ্বারা আমি অভি-
ত হইয়াছি অর্থাৎ আমার সমর্থ নাই ॥ ১৯৮ ॥

অহে ! তবে আমার তদ্রূপত্বে প্রমাণ কি এই প্রশ্নে কহি
তছেন । স্ব অর্থাৎ আপনকার ভাব ভক্তি দ্বারা কিম্বা
পনার ভ্রাণ অর্থাৎ আবির্ভাব দ্বারা যাহারা আমার গুণ
কার কৃত মোহকে বিনাশ করিয়াছেন সেই সনন্দনাদি
গবত্বজ্ঞ মুনি সকল কর্তৃক আপনি বিভাব্য (বিচার্য্য)
র্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভবনীয়, অতএব যাহার গুণ প্রকাশ হই-
ছে সেই সূর্য্য উল্লুক অর্থাৎ পেচকের নিকট অনির্দেশ্যতার

কত্বেনাসংমতেহপি রবৌ যথাহনৈরুপলভ্যমান তদগুণ-
কত্বমস্ত্রেব তথাহর্কবাক্ দৃষ্টিতি রসস্তাব্যমানমপি ত্বা-
তদগুণকত্বং তদ্বক্ত বিদ্বৎ প্রত্যক্ষ সিদ্ধমন্ত্যেবেতি ভাবঃ ।

১৯৯ ॥

তথাচ শ্রুতিঃ ॥

পরাঞ্চি খানি ব্যত্‌গং স্বয়ংভূতস্মাত্‌পরাং পশ্যতীত্যাদ্যা ।

ভক্তিরেবৈবনন্দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ।

যমেবৈবষ'বগুতে'তেন লভ্যন্ত্যৈষ্য আত্মা বিবগুতে তনুঃ

স্বামিত্যাদ্যাচ ॥ ৯ । ৮ ॥ অংশুমান্ শ্রীকপিলদেবং ॥

হইয়াও যেমন তাহার সেই সেই গুণ অন্য কর্তৃক উপলব্ধি
হইয়াছে, সেই রূপ অর্থাৎ দৃষ্টি অর্থাৎ অজ্ঞ সকল কর্তৃক
আপনার গুণ সকল অসম্ভাব্যমান হইলেও আপনাতে ঐ সমু-
দায় গুণের প্রকাশিত হইয়াছে ভক্ত বিদ্বান্ সকলের প্রত্যক্ষ
সিদ্ধ আছে ইহাই ভাবার্থ ॥ ১৯৯ ॥

এই বিষয়ে শ্রুতি যথা ॥

আধুনিক সকলকে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই
হেতু পর পদার্থকে তাহারা দেখিতে পান না ইত্যাদি ॥

ভক্তি ইহাঁকে দেখান, ভগবান্ ভক্তির বশ, ভক্তিই
মর্ক্যাপেক্ষা প্রধান ॥

ইনি যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন তিনিই ইহাঁকে প্রাপ্ত
করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এই আত্মা ভগবান্ নিজ স্বরূপকে

ভগবৎসন্দর্ভঃ ।]

ষট্‌সন্দর্ভঃ ।

৬৬৩

বিবৃতো ব্রহ্ম ভগবন্তো ॥ ২০০ ॥

॥ * ॥ ইতি কলিযুগ পাবন স্বভজন বিভজন প্রয়োজনা-
বতার শ্রীশ্রীভগবৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেব চরণানুচর বিশ্ববৈষ্ণবরাজ
সভাসভাজন ভাজন শ্রীরূপসনাতনানুশাসন ভারতীগর্ভে শ্রী-
ভাগবত সন্দর্ভে ভগবৎসন্দর্ভো নাম দ্বিতীয়ঃ সন্দর্ভঃ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

সংখ্যাঃ শ্লোকাঃ ॥

তত্ত্বসন্দর্ভে ॥ ৪৭৫ ॥

ভগবৎসন্দর্ভে ॥ ২৭৪০ ॥

প্রকাশ করেন ইত্যাদি ॥

ব্রহ্ম ও ভগবান্ এই দুই বিবৃত হইলেন ॥ ২০০ ॥

॥ * ॥ কলিযুগ পবিত্রকারি যে স্বীয় ভজম তাহার
বিতরণ নিমিত্ত অবতীর্ণ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাসানু-
দাস, বৈষ্ণব রাজ সকলের সম্মান পাত্র শ্রীরূপ সনাতনের
অনুশাসন বাক্যগর্ভে শ্রীভাগবত সন্দর্ভে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যা-
রত্নানু বাদিতে ভগবৎসন্দর্ভ নাম দ্বিতীয় সন্দর্ভ সমাপ্ত ॥ * ॥ ২ ॥

চৈতন্যাক্ষ ৪০১ । তারিখ ২রা আগস্ট

Received on 11.12.86

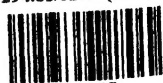
1338

G. R. No. 42228

X



294.51/JIV/S(RAS)/R



139567

